পুঁথি-পরিচয়

দ্বিতীয় খণ্ড

পুঁথি-পরিচয়

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত

বিদ্যাভবন । বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

॥ রবীন্দ্রনাথের পুণ্য আদর্শের উদ্দেশে তাঁহার
পুরোগামী কবিগণের এই রচনাসংকলন
সশ্রদ্ধভাবে নিবেদিত হইল ॥

॥ দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে
খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে
সার্থক করো ॥

১৩১২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাদুনাথের ধর্মপুরাণের সমাপ্তি

পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭

গ্রন্থপরিচয়

বিশ্বভারতী ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে[1] 'পুঁথি-পরিচয়' প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বিশ্বভারতী-সংগ্রহের প্রথম ৫০০ পুঁথির বিবরণ আছে। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে[2] এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রস্তুত গ্রন্থে বিশ্বভারতী-সংগ্রহের ৫০১-১০০০ পর্যন্ত ৫০০ পুঁথির বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। বিশ্বভারতী-সংগ্রহের সর্বসমেত ৬০০০ পুঁথির মধ্যে প্রতি ৫০০ পুঁথির বিবরণ-সম্বলিত এক একখানি খণ্ড প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা আছে[3]। প্রতি ৫০০ পুঁথির মধ্যে অজ্ঞাত, স্বল্পজ্ঞাত অথবা সন্দিগ্ধ ভনিতার পুঁথিরই পরিচয় দেওয়া হয়; বাকী মামুলী পুঁথিগুলির সাধারণ পরিচয় থাকে 'নির্ঘণ্টে'। এই আদর্শে মোট ১৮১খানি পুঁথির পরিচয় প্রথম খণ্ডের মূলগ্রন্থে ও বাকী ৩১৯খানি 'নির্ঘণ্টে' স্থানলাভ করিয়াছে। প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট(খ) অংশে নবাবিষ্কৃত কতকগুলি মূল্যবান্ পুঁথির[4] সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। সেই পুঁথিগুলি পরে বিশ্বভারতী-সংগ্রহের পুঁথির সাধারণ ক্রমিকসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যথাস্থানে আলোচিত হইতেছে। প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখা দরকার, বাঙ্গালা পুঁথির ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগোরম্ প্রস্তুতির কার্যভার গ্রহণ করিবার পরিকল্পনাও এখানে আমাদের মূল কর্মসূচীর[5] অন্তর্ভুক্ত আছে।

পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ডের বিস্তৃত ভূমিকায় বিশ্বভারতীর পুঁথিবিবরণী-সংকলনের আদর্শ, পুঁথিসংগ্রহের কথা ও বাঙ্গালা পুঁথির কথা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। সংকলিত পুঁথি-সম্পর্কে ভূমিকায় অল্পবিস্তর আলোচনাও আছে। অন্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে কয়েকস্থলে তুলনাত্মক অধ্যয়নেরও দিগ্‌দর্শন করানো হইয়াছে। পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পুঁথিসংগ্রহের প্রতি দেশের জ্ঞানীগুণীর ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়[6]। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক

---

১ খৃ ১৯৫১　　২ খৃ ১৯৫৮

৩ দ্রষ্টব্য মৎসম্পাদিত 'গোর্খ-বিজয়' (১৩৫৬), ভূমিকা, পৃ জ-৬

৪ শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংগৃহীত (তাঁহার প্রবন্ধ 'প্রাচীন বাংলা পুঁথির সন্ধানে', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ আশ্বিন ১৩৫৮ দ্রষ্টব্য)

৫ ৯-৫-১৯৪৬ তারিখে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব মহাশয়ের নিকট প্রেরিত

৬ মরহুম মুনসী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৯৫১), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (১৩৫৮) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৫২), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫১), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার (১৯৫১) মহাশয়গণের লিখিত পত্র ও আলোচনা দ্রষ্টব্য

ছাত্রছাত্রী শান্তিনিকেতনে আসিয়া গবেষণা করিতে থাকেন। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের অনেকে নূতন পুঁথির উপর কাজ করিয়া স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং উচ্চতর পরীক্ষার জন্য অনেকে গবেষণায় নিরত আছেন। 'সাহিত্যপ্রকাশিকা' গ্রন্থমালায় নূতন পুঁথিগুলি[১] সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিবরণী-সংকলনের নূতন পদ্ধতি বিশেষ ব্যবহারোপযোগী হওয়ায়, আরও উন্নত আদর্শে দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ সুরু করা হয়। প্রস্তুত খণ্ডে ২৫৩খানি পুঁথির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইল। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ' তৃতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় রাখা হইল। এই অংশগুলি স্বতন্ত্র পুঁথির মর্যাদায় আলোচিত হইবে। বাকী ২৪৭খানি জ্ঞাতনামা পুঁথির ত্রিবিধ পরিচয় 'গ্রন্থনাম' নির্ঘণ্ট অংশে মিলিবে। যে সকল পুঁথির পরিচয় মূলগ্রন্থে মুদ্রিত হইল, সেই সকল রচনার গ্রন্থকারদের নাম 'গ্রন্থকার' নির্ঘণ্টে পাওয়া যাইবে; এবং যে কয়েকজন গ্রন্থকারের নাম কেবলমাত্র 'গ্রন্থনাম' নির্ঘণ্টেই আছে, তাঁহাদের নামও এই অংশে মিলিবে। যে সকল গ্রন্থ অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য, যেগুলির বিষয়ের বৈশিষ্ট্য অথবা রচয়িতার বিশেষত্ব আছে, সেগুলির পুরা আলোচনা পাওয়া যাইবে। বহুপ্রচলিত সাধারণ গ্রন্থের সুলভ পুঁথির অনাবশ্যক বিবরণ দিয়া পৃষ্ঠা ভরতী করা হয় নাই। এই সকল মামুলী পুঁথির বিস্তৃত পরিচয় জানিতে কাহারও কৌতূহল থাকিলে বা কোনও বিষয়ে মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে পুঁথিগুলি চাক্ষুষ করিতে আমন্ত্রণ জানাই।

এই খণ্ডে 'গ্রন্থনাম' ও 'গ্রন্থকার' নির্ঘণ্টের সহিত বিশ্বভারতী-সংগ্রহের ক্রমিক-সংখ্যার একটি নির্ঘণ্টও নূতন যোগ করা হইল। প্রথম খণ্ডে ৫০০ পুঁথির নাম ক্রমিক-সংখ্যা অনুসারে ছাপানো হয় নাই। সেই প্রথম ৫০০ ও এই খণ্ডের ৫০১-১০০০, সর্বসমেত এক হাজার পুঁথির[২] ক্রমিক-সংখ্যার নির্ঘণ্ট একসঙ্গে পাওয়া যাইবে। প্রথম খণ্ডে বিশ্বভারতী-সংগ্রহের পুঁথির ক্রমিক-সংখ্যার সূত্র অবলম্বন করিয়া আলোচনা করা হইয়াছিল। এবারে বিষয়-অনুসারে পুঁথিগুলি বিন্যস্ত ও আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে এই অংশের বিষয়প্রবেশ সুগম হইবে। প্রথম খণ্ডের মতো এই খণ্ডেও ছোটখাট বা খণ্ডিত নূতন পুঁথি ও পাতড়াগুলি পুরাপুরি ছাপানো গেল; জ্ঞাত গ্রন্থকারের অজ্ঞাত রচনাও মুদ্রিত হইল। প্রথম খণ্ডে

---

১ রসময়দাসের 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৫৬), যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণ' ও রামাঞিভনিতার 'অনাদ্যের পুথি' তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে (১৯৫৮)

২ এই অংশে চিঠিপত্র দলিলদস্তাদির পুঁথিগুলির অধিকাংশই মৎসম্পাদিত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে স্বতন্ত্র ক্রমিকসংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৫৯ : ১৯৫৩) এবং প্রথম খণ্ডেও আলোচিত হইতেছে।

এইরূপ যে সকল মূল্যবান্ পুঁথির সম্যক্ আলোচনা অনবধানতাবশতঃ বাদ পড়িয়াছে, তাহার পুরা পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া হইবে। প্রসঙ্গতঃ বলা উচিত, অনেক স্থলে একই পুঁথির বিভিন্ন অংশ, পর্ব স্কন্ধ অথবা 'বিচ্ছিন্নভাবে' স্বতন্ত্র পুঁথিরূপে রক্ষিত ও আলোচিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য, পুঁথির সংখ্যা বাড়ানো নহে, আলোচনার সৌকর্যবিধান। কয়েকস্থলে মূল পুঁথির নাম বদল করিবার হেতু সম্পর্কে প্রশ্নও হইতে পারে। যে সকল পুঁথি বা পাতড়ার কোনও নাম দেওয়া নাই বা নাম লোপ পাইয়াছে অথবা বর্তমানের ভব্যতাবিরুদ্ধ, মাত্র সেইগুলির আলোচনার সুবিধার জন্য নূতন নামকরণ ছাড়া উপায় নাই, অবশ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেগুলি অনায়াসেই চিহ্নিত করিতে পারিবেন। পুঁথিগুলি কোন্ অঞ্চলের, তাহা পুঁথির পুষ্পিকা ও সংগ্রাহকগণের বিবরণ হইতে মিলিবে।

বলা বাহুল্য, মূল পুঁথি হইতে উদ্ধৃতিসমূহের বানান যথাযথ রাখা হইয়াছে; কারণ এই গ্রন্থ—পুঁথির পরিচয় ও বিষয়সংকলন, সম্পাদন নহে। দক্ষতার সহিত পুঁথির পাঠ উদ্ধার করাই এই কাজের প্রধান কথা। পুঁথির অক্ষর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র[১] করিতেছি। পুঁথিলেখার মাধ্যমে বাঙ্গালা হরফের কিভাবে ক্রমবিকাশ হইয়াছে, অথবা পেশাদার লিপিকরের অবলীলায় ('অবোহেলে') পুঁথির অক্ষর চালনায়, বাঙ্গালা লিপির তথাকথিত ক্রমবিকাশ কেবলই ঘুরপাক খাইয়াছে, সেসব আলোচনাও যথাস্থানে করা যাইবে। কয়েক স্থলে পাঠোদ্ধারেও ভুল রহিয়া গেল। 'সংযোজন-সংশোধন' অংশ[২] হইতে কিছু শোধরানো যাইবে। পুঁথি লইয়া প্রথম কাজে প্রত্যেকেরই এইরূপ ভুলভ্রান্তি ঘটিবেই। তাহার জন্য ত্রুটি স্বীকার বিনয়ের অপচয় মাত্র; অনুবর্তী গবেষকগণ শোধন করিয়া লইবেন। প্রথম খণ্ডের কতকগুলি[৩] ত্রুটিবিচ্যুতি তৃতীয় খণ্ডে সংশোধন করিয়া দিব।

খাস বিশ্বভারতী-সংগ্রহ ছাড়া, এই সংকলনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর,[৪] শ্রীযুক্ত অজয়কুমার ওরফে অক্ষয়কুমার কয়াল,[৫] ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়,[৬]

---

১ 'শিক্ষাপ্রকরণ', চিঠিপত্রে সমাজচিত্র প্রথম খণ্ড (যন্ত্রস্থ) ২ পৃ ৪৫৫

৩ দ্বিজ গঙ্গারামের রচিত ব্রজভাখার পদটির (দ্র. পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড পৃ: ৪৫) যথার্থ পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য, 'অর্ঘ্য' ১৩৬০ পৃ ৫০-১

৪ ৬৮৯, ৬৯৬, ৭০১, ৭০৫-৬, ৭০৯-১২, ৭১৫, ৭২৩, ৭২৫-৩৫, ৭৬৩, ৭৬৮, ৭৮৩-৮০৩, ৮৩৭, ৮৪৪-৪৮, ৮৬১-৬৪

৫ ৮১৪, ৮২১-২৩, ৯২৫, ৯৫৩

৬ ৮৬৫, ৮৬৭, ৮৭০-৭৭, ৮৮০, ৮৮৩-৯০০, ৯২১-২৪, ৯২৬-৩৯, ৯৪১-৪৩, ৯৪৫-৪৮, ৯৫১-৫২, ৯৫৪-৫৯ ৯৬৮-৬৯, ৯৭৫, ৯৭৭-৭৮, ৯৮১-৮৭, ৯৮৯-৯২, ৯৯৪-৯৫, ৯৯৭-১০০০

বিশ্বভারতীর পরলোকগত উপাচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচী,[১] শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন[২] ও মরহুম মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ[৩] মহাশয়গণের সংগৃহীত ও উপহৃত কতকগুলি পুঁথির পরিচয়ও সংখ্যাক্রমে প্রদত্ত হইল। তিনখানি পুঁথি[৪] রতন-লাইব্রেরী-সংগ্রহের। সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের মূল খাতাখানি এখন আচার্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অধিকারে আছে। এই সংখ্যার বাকী পুঁথির অধিকাংশ মৎকর্তৃক বিভিন্ন সফরে সংগৃহীত হইয়াছে।

ভূমিকায় ২৫৩খানি পুঁথির প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিব না। মাত্র বিশেষ কয়েকটি তথ্যের প্রতি আমি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। কৃত্তিবাসের ভনিতায় স্বতন্ত্র 'রায়বার' রচনা,[৫] প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের অংশবিশেষ কি না এবং কবিচন্দ্রের 'রায়বার' রচনার[৬] সহিত ইহার সাদৃশ্য অসাদৃশ্য তুলনা করিয়া দেখা দরকার। অজ্ঞাত ভনিতার 'কুম্ভকর্ণের রায়বার'[৭] পাকা হাতের রচনা। সেকালে প্রচলিত বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় লঙ্কায় আসন্ন বিপৎপাতের আশঙ্কা কুম্ভকর্ণের উক্তিতে পূর্বভাষিত ও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। 'রায়বার' কথাটি সাঁওতালেরা ব্যবহার করে[৮] 'ঘটক' অর্থে। শব্দটি মূলতঃ অষ্ট্রিক হইতে পারে। অঙ্গদ বা কুম্ভকর্ণ ঘটক বা তাঁহাদের ঘটকালি— এই অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ সার্থক হয়।

'অভয়ামঙ্গল'[৯] পুঁথিখানির সম্ভাবিত নাম। ইহার আধুনিক পরিণতির নমুনা[১০] পুথি-পরিচয় তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইবে। 'অর্জুনের গুমানভঞ্জন'[১১] এই নামে বৈচিত্র্য আছে; পুঁথিটিও নূতন। 'অশৌচচরিত্র ভাষায়' সতীদাহ প্রথার ইঙ্গিত[১২] আছে, অন্য বিবরণসমূহের সামাজিক মূল্যও যথেষ্ট। জ্ঞাত ও অজ্ঞাতপূর্ব রচয়িতার পুরাতন বাঙ্গালা গানের সংগ্রহ[১৩] বিশ্বভারতীর, মনে হয় একক। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের সঙ্গীত ব্যতীত শব্দকৌশলে ও ভাবসম্পদে ইহাদের মধ্যে অনবদ্য রচনাও কয়েকটি আছে। বিষয় বিন্যাস করিয়া বাঙ্গালার নিজস্ব পুরাতন গানের একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা বিশ্বভারতীর আছে।

১ ৯০১-২০ ২ ৬২১ ৩ ৬৯৭ ৪ ৫৮৯, ৯৫০, ৯৭০ ৫ প্রস্তুত গ্রন্থ পৃ ১ ৬ পৃ ঐ ৭ পৃ ৩৬

৮ 'রায়বারিচ' (ঘটক), *Census 1951 West Bengal, Bankura, 1953, p xcvi : 'Raebar' (match-maker), Indian Folklore 1957 Oct-Dec, p. 21* দ্রষ্টব্য

৯ পৃ ২ ১০ পৃ ৩ ১১ পৃ ৪ ১২ পৃ ৫

১৩ পৃ ৯, ৪৫, ৪৮-৭৬, ৮৭, ৩১৩-১৪, ৩৬৬-৬৭, ৩৭৬-৭৭

প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি, আগমনী-সঙ্গীত-রচয়িতা নাহুরের জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কারের[১] আত্মপরিচয় মিলিয়াছে তাঁহার রচিত একখানি গ্রন্থের[২] পুষ্পিকায়। মূল ও টীকা সমেত তাঁহার মোট ৬খানি অজ্ঞাতপূর্ব স্বরচিত ও স্বহস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের পুঁথি[৩] বিশ্বভারতীর সংস্কৃত পুঁথিবিভাগে রক্ষিত আছে।

রাধাচরণ বা রাধপ গোপের আফৎনামা,[৪] ইমামের কেচ্ছা,[৫] জয়রদ্দির[৬] ও অজ্ঞাত ভনিতার[৭] মানিকপীরের জহুরানামা, হৃদয়রামের পীরের কালাম,[৮] শঙ্করের পীরের গীত[৯] তথা সত্যপীর সাহিত্যের পুঁথিগুলি,[১০] অজ্ঞাত ভনিতার হোরান জরিপ[১১] এবং দিগ্‌বন্দনার পুঁথিগুলির পীরবন্দনা অংশের[১২] প্রতি ইসলামি বাঙ্গালা সাহিত্যে গবেষকদের দৃষ্টি অবিলম্বে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হিন্দু ও মুসলমান উভয় তরফেরই সমন্বয়প্রীতি অচিন্তিতপূর্ব। বাঙ্গালার তথা ভারতবর্ষের জলহাওয়ার প্রভাবে জঙ্গীবাজ তুর্কীরাও কিভাবে পোষ মানাইতে গিয়া পোষ মানিয়া হিন্দুসংস্কৃতির উদার অঙ্গনে একাত্ম হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ জয়রদ্দির ও রাধাচরণের রচনাবলী।

কারবালার যুদ্ধ প্রসঙ্গে ফারসীতে মহাকাব্যের আকারে কতকগুলি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। তাহার আধারে বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় 'জঙ্গনামা' নামক কাব্যধারা আত্মপ্রকাশ করে। হিন্দুসমাজও ইহার প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। তাহার সাক্ষী হিন্দু রাধাচরণ গোপের কাব্যসমূহ। প্রসঙ্গতঃ, সাহজাহানের সমকালে রচিত চন্দ্রভান ব্রাহ্মণের 'চাহার চমন' গ্রন্থের বিশ্বভারতী-সংগ্রহের পাণ্ডুলিপিখানিও[১৩] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার অনুলেখন হইয়াছিল সেলিমাবাদ পরগণায় মাকালপুর গ্রামে। তখন সেখানকার তালুকদার ছিলেন প্রাণনাথ চৌধুরী। লিপিকরের নাম কৃষ্ণচন্দ্র জুনারদার। নাথ মন্দিরে[১৪] বসিয়া এই পুঁথি লেখা হইয়াছিল নস্তালিক ও শিকস্তা শৈলীর ফারসী লিপিতে।

---

১ দ্রষ্টব্য পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড, ভূ পৃ, *২৬-*২৭ ; প্রস্তুত খণ্ড, পৃ ৪৯-৫০ ২ উদ্ধবচমৎকার

৩ উদ্ধবচমৎকার (সং ৮০২), উদ্ধবচমৎকার-টীকা (সং ৮০১) প্রতিনাটক (সং ৮০৩), প্রতিনাটক-টীকা (সং ৮০৪), পদাঙ্কদূত-টীকা (সং ৮৪৫), বাল্মীকিজন্মকথা (সং ৮২০)

৪ পৃ ১১ ৫ পৃ ১৬, ১৮, ১৯, ২১ ৬ পৃ ৩০৫

৭ পৃ ৩১৮ : ৩২১ পৃষ্ঠার ২১৮ সংখ্যক পুঁথিখানি মনেহয়, অজ্ঞাতনামা কোনও জঙ্গনামার

৮ পৃ ২৩৩ ৯ পৃ ২৩৪ ১০ পৃ ৩১৮-৮২ ১১ পৃ ৩৯৬ ১২ পৃ ১২৯-৩০, ৩২০

১৩ দ্রষ্টব্য *Visvabharati Annals vol. IV, 1951, F.M. Asiri* লিখিত প্রবন্ধ *'Chandar Bhan Brahman and his Chahar Chaman,' pp. 51-64*

১৪ 'নাথ' মন্দির [বিশ্ব]নাথ মন্দির হওয়া অসম্ভব নহে। অন্যথায়, বিশেষ কৌতূহলজনক সংবাদ (দ্রষ্টব্য ঐ পৃ ৫৫)

রাধাচরণ গোয়ালা ফারসী কায়দায় আফৎনামা বা জঙ্গনামা রচনা করিলেও তিনি জাতি-ধর্মে যে ইসলাম ভাবাপন্ন ছিলেন না, চন্দ্রভানের নিজের সম্পর্কে উক্তি[১] হইতে এই অনুমানের পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যাইবে,...*though taken to Ka'aba several times returned a Brahman as before.* রাজনৈতিক কারণেই বোধকরি সেকালে দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। পক্ষান্তরে, সমন্বয় সাধনার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল এই সুযোগ লাভ করিয়াই।

দক্ষিণ রাঢ়ের পুণ্যভূমি ত্রিবেণী পাণ্ডুয়া শান্তিপুর সপ্তগ্রামের সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার মতো যথেষ্ট উপকরণ আমাদের হাতে না থাকিলেও, এই সকল স্থানের ইসলামি ঐতিহ্যপরম্পরা আলোচনা করিবার প্রচুর তথ্য মিলিয়াছে। দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে লক্ষ্মণসেনদেবের সভাকবি ধোয়ীর বর্ণনায় 'জগতীপাবন' ত্রিবেণীতীর্থের কথা আছে যেখানে তপনতনয়া যমুনা ভাগীরথী হইতে নির্গত হইতেছেন[২]। সরস্বতীর তীরে তীরেও তখন থরে থরে সুরম্য মন্দিরের[৩] সৌম্য সুষমা বিচ্ছুরিত। স্নানপুণ্যকামীদের পারাপারের নিমিত্ত 'সেতুবন্ধও' নির্মিত হইয়াছিল ত্রিবেণীতীর্থের এপার-ওপার যুক্ত করিয়া।

শতাব্দী পরে, ত্রিবেণীর ইতিহাসের যবনিকা উত্তোলিত হইলে দেখা যায় তাহার রূপান্তর; তখন সে ত্রিবেণীকে আর চেনা যায় না। মঠ-মন্দির জুড়িয়া বসিয়াছে তখন মাদ্রাসা মসজিদ; পূজাবেদী হইয়াছে মীরাব; নাটমন্দিরে নমাজগহ্[৪]। তপোভূমির 'ঋষিমুনির' মন্ত্ররাব লীন হইয়া গিয়াছে 'ফকির মুরশিদের' 'এদ আল্লা' ধ্বনিতে[৫] এবং মক্কা মদিনাকে টেক্কা দিয়া পাঁড়ুয়ায় 'জবন ভেস্তি' দৃঢ়মূল[৬]। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা দেখা পাই দফরখাঁ গাজী, সাহা সুফীদের। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দুসংস্কৃতি টিঁকিয়া আছে এবং তাহার বিশ্বগ্রাসী অশরীরী অধ্যাত্ম চিন্তা বিধর্মী বিজয়ী তুর্কী বীরদের আত্মকবলিত

---

১ ঐ প্রবন্ধ পৃ ৫৪

২ ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্যাতি দেবী
দেশং যায়াস্তমথ জগতীপাবনং ভক্তিনম্রঃ।

৩ বিশেষতঃ. বিষ্ণু, রঘুকুলগুরু এবং অর্ধনারীশ্বর দেবতার অধ্যুষিত

৪ দ্রষ্টব্য *Visvabharati Annals Vol. IV, 1951, N. B. Roy* লিখিত প্রবন্ধ *Triveni-Pandua—A Symbol of Cultural Synthesis pp. 70-84*

৫ প্রস্তুত গ্রন্থ পৃ ৩০৫-৭

৬ ঐ, পৃ ৩২০

করিয়া সমন্বয়সাধনার পথে যে আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে তাহা মধ্যযুগের মুসলমান কবি জয়রদ্দির রচিত অজ্ঞাতপূর্ব এই আখ্যায়িকা[১] হইতে জানা যাইবে।

মুসলমান আসিয়া দেখিলেন, ত্রিবেণীতীর্থে 'ব্রহ্মার জননী' স্বয়ং গঙ্গাদেবী অবতীর্ণা। মুনিঋষিগণ তথায় তপস্যায় নিরত 'দ্বাদশ বৎসর' যাবৎ। কিন্তু নয়ন-মন তাঁহাদের চঞ্চল, তাই গঙ্গার দর্শন মিলে না। 'নেড়িয়া ফকির'রূপী আল্লার বান্দা তয় বদরের সঙ্গে বচসা হইল হিন্দু 'পাত্রিগণের'। তখন ক্রুদ্ধ বদর উজু করিয়া বাঘছাল পাতিলেন এবং 'তপস্যায়' বসিয়া 'শুদ্ধমনে' 'করতারকে' ডাকিতে লাগিলেন। গঙ্গাকে বদর ডাকিতে লাগিলেন তাঁহার 'বড় ভাই' রূপে। বদরের 'জাহিরিতে' গঙ্গার আবির্ভাব হইল। গঙ্গার হস্ত দর্শনে পাত্রগণ চতুর্ভুজ হইয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন। তখন 'গঙ্গামাইর' পাদপদ্মের কত গুণ তাহা দেখিবার জন্য বদরের আবার আরাধনা চলিল। কিন্তু যবনকে গঙ্গামাতা দেখা দিতে চাহেন না। শেষে, গঙ্গার সঙ্গে চুক্তি হইল, তাঁহার সপ্ত ঢেউয়ের বেগ সহ্য করিতে পারিলে, তবেই দর্শন মিলিবে। বেকায়দায় পড়িয়া আল্লাকে স্মরণ করিলে, তিনি পবনকে 'শ্বেতমাছি'রূপে বদরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন সময়োচিত নির্দেশ দিয়া। গঙ্গা বদরকে ঝোলা বান্ধিতে বলিলে, বদরের ঝোলায় গঙ্গা প্রবেশ করিলেন ও পড়িয়া রহিলেন। তখন জহুরা জাহির কারণ বদর দরিয়া উপরে পাটচাষ করিলেন। আল্লার হেকমতে ত্বরায় অঙ্কুর বাহির হইল। একদিনেই অঙ্কুরের দুইটি পাতা গজাইল এবং সাত দিনে ডালে মূলে ফলে ফুলে ভরিয়া উঠিল। বদর আনন্দে পাটশাক রাঁধিয়া আল্লাকে প্রথম নিবেদন করিলেন।

এদিকে বদরের ঝোলায় গঙ্গা ক্লান্তি মানিলে এবং বদরকে পূর্বজন্মের 'বড় ভাই' বলিয়া স্বীকার করিলে বদর তখন ঝোলার মুখ খুলিয়া দিলেন। তাহাতে ত্রিবেণীতে অগ্নি উদ্ভব হওয়ায় 'কুণ্ডার' জন্ম হইল। বদর গঙ্গাকে ছাড়িয়া দিলেন এই সর্তে, ত্রিবেণীতে আর এক জহুরা জাহির করিবার জন্য 'সেতুবন্ধ' হইতে পাথর আনিয়া দিতে হইবে। বদর-দেওয়ানের নির্বন্ধ এড়াইতে না পারিয়া গঙ্গা 'সেতুবন্ধ' হইতে পাথর ভাসাইয়া আনিলেন জলে। বদর খুসী হইয়া বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে 'পান ফুল' দিয়া বলিলেন, সাত দিন সাত রাত্রে 'বাড়ি মসিদ' গঠন করিয়া দিতে। বিশাই সম্মত হইলেন এই কড়ারে, বদর সাত দিন সাত রাত্রি অন্ধকার করিয়া রাখিবেন। নতুবা, রাত পোহাইলে তিনি আর থাকিবেন না, নির্মাণকার্য অসমাপ্ত রাখিয়াই চলিয়া যাইবেন। বদর বলিলেন, ইহা আর এমন কি কথা, 'নিশিকে' ডাকিয়া তিনি রাত না পোহাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

১ নিম্নের কাহিনীটি প্রস্তুত গ্রন্থে মুদ্রিত জয়রদ্দির খণ্ডিত রচনার প্রথম অংশ অবলম্বনে সংকলিত (দ্রষ্টব্য পৃ ৩০৬-৮)

'বাড়ি ঘর' নির্মাণ চলিতে লাগিল। দুই দিন যায়। অন্তরীক্ষে আল্লা প্রমাদ গণিলেন। বিশাই যদি বাড়িঘর নির্মাণ সম্পূর্ণ করে তাহা হইলে 'ভেস্তে মক্কা মদিনা জে পাড়ুয়া অপমান'। তাহা তো সম্ভব নহে। খোদা হজ্জৎ আলিকে হুকুম দিলেন, 'শ্বেতকাক'রূপে ত্রিবেণীতে গিয়া চাঁপাডালে বসিয়া, ডাকিয়া প্রভাতের সূচনা করিতে। তাহাই হইল এবং 'উদয় দিল অস্তগিরি আপনি করতার'। আর সঙ্গে সঙ্গে বিশাই বাড়িঘর অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া 'কুড়ুল' ফেলিয়া পলাইলেন। 'সেই অবধি বিশ্বকর্মে [র] কুড়ুল রএক্সাএ হটরমটর নড়ে টানর্লে না বেরএ'[১]।

বিশাই পলাইলেন দেখিয়া বদর দফরখাঁ গাজীকে ডাকিয়া তাঁহাকে 'ত্রিবেণীর ধারে' থাকিতে আদেশ করিলেন। 'ফুল সিন্নি' পাইবার আশ্বাস দিলেন। নরলোকে গাজীর 'গরিমা গুণ' গাহিবে তাহাও বলিলেন। এইভাবে দফরখাঁ গাজীকে ত্রিবেণী সমর্পণ করিয়া বদর খড়ম পায়ে দিয়া গঙ্গা পার হইয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে এই সকল আশ্বাস পাইয়া দফরখাঁ গাজী ত্রিবেণীর তীরে 'বেঙ্গমা বেঙ্গমীর ডিম নিশানে রাখিয়া' সুফী কালন্দরী যোগতত্ত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডুয়ায় 'জবন ভেস্তি'[২] হওয়ারও বলবৎ ঐতিহ্য বর্তমান। পাঁড়য়ে সুফীখাঁয়ের জন্য সাত শত আউলিয়া যোগানদার লইয়াও ইঁহার মসজিদ গঠন করিতে বিশাইয়ের সময় লাগিয়াছিল এক পক্ষ। সাহসুফীর সঙ্গে পাঁড়ুয়ায় ছিল নব লক্ষ আশী হাজার পীর গাজীর আস্তানা।

জাফরখাঁ তথা দরাপখাঁ বা দফরখাঁ গাজী[৩] দক্ষিণ রাঢ়ে ইসলাম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ১২৯৮-১৩১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, তাহার পাথুরে প্রমাণ আছে। সাহসুফীও ছিলেন তাঁহার অনুগামী। কাহারও মতে, তিনি ছিলেন সুলতান ফীরুজের (১৩৫১-৮৮) আত্মীয়[৪]; আবার কেহ বলেন, তিনি ষোড়শ শতকের বর্ধমানের বাহরাম শক্কার[৫] সমকালীন। মুসলমানদের পাণ্ডুয়া বিজয়ের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত;

---

১ প্রস্তুত গ্রন্থ পৃ ১৩০। 'গাজীর কুড়ুল' এই প্রবাদের প্রকৃত অর্থ,—আরব্ধ কর্মের অসমাপ্তি

২ পৃ ৩২০

৩ পৃ ১৩০, ৩০৮, ৩২০। প্রসঙ্গতঃ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ 'দরাপ খাঁ গাজী' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৪সং, পৃ ২০১-১২) দ্রষ্টব্য। তাঁহার আলোচিত দফরখাঁয়ের 'কুরসী-নামা'র প্রামাণিকতার অনুকূলে পুরাতন ঐতিহ্য রহিয়াছে মনে হয়

৪ দ্রষ্টব্য *N. B. Roy* লিখিত প্রবন্ধ, *p 75*

৫ ইঁহার মৃত্যুকাল ৯৮২ হিজিরা (খৃ ১৫৭৪)

এতাবৎ প্রচলিত ঐতিহ্যই ইহার প্রমাণ। যাহাই হউক, দফরখাঁ ও সাহসূফী[১] এবং সাবু আলী কালন্দর,[২] মালেকো-গওশের[৩] ন্যায় তাঁহাদের অনুবর্তিগণ একদা শান্তিপুর সাহবাজার চাটিগাঁ সপ্তগ্রাম মহানাদ পাণ্ডুয়া ত্রিবেণী সাঁকরাইল ইত্যাদি অঞ্চলে দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়া, অবশেষে প্রতিবেশী হিন্দুদের সহিত ধর্মীয় ভিত্তিতে সমন্বয় প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার বিশিষ্ট নিদর্শন আলোচ্য রচনায় মিলিতেছে, অজ্ঞাত ভনিতার দিগ্‌বন্দনাগুলির বিখ্যাত পীর-গাজীর বন্দনায় আছে, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের দিগ্‌বন্দনা অংশে ও নায়কদের বাণিজ্যযাত্রার পথে পথেও উঁকি দিতেছে।

জয়রদ্দির এই রচনা 'মানিকপীরের জহুরানামায়' সূফী কালন্দরী যোগতত্ত্বের ইঙ্গিতও দুর্লক্ষ্য নহে। সাহবাজারের গোলামালি সাহেবও কালন্দরী যোগতত্ত্বের প্রচারক ছিলেন বলিয়া মনে করি। বদরের 'বাগ'সেনা[৪] রায়মঙ্গলের স্মারক। মানিকপীরের মাতা দুদবিবির কাহিনীতে দিল্লীর সুলতান-বাদশাহকে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ও সমন্বয় সাধনের[৫] অনুকূল মনোভাবসম্পন্ন করিবার চেষ্টা প্রকট। স্বয়ং 'মানিক' হইতেছেন হিন্দুর ধর্মঠাকুর ('স্বরূপনারান') এবং যবনের অর্ধনারীশ্বর ('শক্তি শূলপান') দেবতা[৬]। গুঞ্জর ফকিরের ভনিতায় বৈষ্ণবপদ[৭] ও সূফী মতের সাধনসঙ্গীত[৮] এবং জয়রদ্দির মূল গ্রন্থের[৯] কাব্যরূপের আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

দক্ষিণ রাঢ়ে ইসলাম অভিযানের আদিপর্ব সম্পর্কে নূতন সাহিত্যিক তথ্য পাওয়া যাইবে

---

১ 'যুবি খাঁ' (পৃ ৩২০), 'সাহা সুবি' (দ্রষ্টব্য পুঁ-প ১খ, পৃ ৯৫ 'পাঁড়ুয়ায় বন্দিয়া গাব সাহা সুবি পির')। 'পেঁড়োর পীর'—এই প্রবাদের অর্থ, বিশেষ 'আধিক্যেতা'সম্পন্ন ব্যক্তি

২ পাণিপথের বিখ্যাত ফকীর শাবু আলি কালান্দার পাণ্ডুয়া অভিযানে ফকীর সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে কালান্দারের মৃত্যু হয় (দ্রষ্টব্য 'মহানাদ' ১৩৩৫, পৃ ১০-১১) বলিয়া বিশ্বাস। ইহা সত্য হইলে, ইনিই সাহবাজারের গোলামালি সাহ (দ্রষ্টব্য প্রস্তুত গ্রন্থ পৃ ১২৯, ৩০৬, ৩২০) বলিয়া মনে করি। বিবিধ সূফী কেরামতী-প্রদর্শন ইহাঁরই নামের সহিত যুক্ত হইয়া আছে

৩ পাণ্ডুয়া যুদ্ধে মালেকো-গওশ ও মজলিশ সাহ নামে আরও দুইজন সহকারীকে চিহ্নিত করা হইয়াছে (দ্রষ্টব্য 'মহানাদ' পৃ ১১)। মজলিশ সাহ ও মালেকো-গওশকে আমি অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করি। দ্বাদশ জন 'এয়ার' সঙ্গে থাকাতে গওশের 'মজলিশ সাহ' নামে খ্যাতি হওয়া সম্ভব (দ্রষ্টব্য পুঁ-প, ১খ, পৃ ৯৫ 'গয়সে পির বন্দিলাও বার এয়ার সঙ্গে')

৪ পৃ ৩০৯-১১। ইহাঁরা ব্যাঘ্র-প্রতীকে 'যুঝার', সেকালের অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক হইতে পারেন

৫ পৃ ৩১২ ইত্যাদি

৬ পৃ ৩১৯ : 'হিন্দুকুলে বলাইলা সরূপনারান জবনকুলে বলাও নাম সক্তি যুলপান'।

৭ পৃ ৩১৩ ৮ পৃ ৩১৪ ৯ পৃ ৩০৫-১৮

এই সকল রচনায়। ইসলাম অভিযানে দেখা যায়, বদরের[১] সর্বময় কর্তৃত্ব। বেহেস্তে আল্লার দরগা হইতে আসিয়া তয় বদর, ফকির মুরশিদ বেশে সোজা দিল্লি লাহুর শান্তিপুর সাহবাজার চাটিগাঁ সপ্তগ্রাম[১] ত্রিবেণীর ঘাটে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। ইনিই ত্রিবেণীতে দফরখাঁ গাজীকে থাকিতে হুকুম দিলেন। বদরের সহিত দেবী গঙ্গার ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক, তাঁহার ঝুলিতে গঙ্গা দেবীর অবস্থান, কুণ্ডাজন্ম, নদীর উপরে পাটচাষ করা,[২] পাটশাক রাঁধিয়া আল্লাকে নিবেদন, 'সেতুবন্ধ'[৩] হইতে গঙ্গার পাথর আনয়ন, সেই পাথরে বিশ্বকর্মা কর্তৃক মসজিদ ('সাতমহল বাড়ি'[৪]) নির্মাণের বিচিত্র কাহিনী, 'গাজীর কুড়ুলের' ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় জয়রদ্দির এই 'জহুরানামায়'। অন্যত্র,[৫] সাহ সুফী (বা সাহ সুফীউদ্দীন) ব্যতীত পাণ্ডুয়ার আশী হাজার পীর, সাত শত আউলের উল্লেখও আছে। গোলামালি সাহেবের[৬] কাঁথার রজকবাড়িতে কথা কওয়া,[৭] সরস্বতী নদীর ধারে তালগাছ লইয়া সুফী কেরামতী দেখানো ও বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর রূপকে উল্টা যোগতত্ত্ব প্রচারের প্রসঙ্গও[৮] মিলিয়াছে। বাবুর মোকামের সাহায়ালকুনি,[৯] মহানাদের করিম,[১০] মক্কার রহিম,[১১] সাহা মাদার তথা মাদার বদরের বা দাম মাদারের[১২] ফকির মুরশিদ বেশে দিল্লি-লাহুরে জহুরা জাহির, সাঁকরাইলের টেঁকে পীরের

---

১ সপ্তগ্রামের সংশ্লিষ্ট গ্রাম 'বদরতলায়' (দ্র. পৃ ৩৫) ইঁহার ঐতিহ্য সম্পর্কে জনশ্রুতি এখনও অবশিষ্ট আছে কি না অনুসন্ধেয়

২ ইহা সুফীধর্ম ও তাহার প্রচারের প্রতীক বা ইঙ্গিত হইতে পারে

৩ হিন্দু আমলের ত্রিবেণী তীর্থের 'সেতুবন্ধ' ভাঙ্গিয়া তাহার পাথর আনাইয়া মুসলিম সৌধনির্মাণের রূপক হওয়া সম্ভব

৪ পৃ ১৩০ ৫ পৃ ১২৯ ৬ পৃ ১২৯-৩০

৭ রজকগৃহের রূপক মনসামঙ্গলের তথা ত্রিবেণীর ঘাটে নেতা ধোপানীর কাপড় কাচার অথবা নাথ ঐতিহ্যের গোর্খ-ধুবির কাপড় কাচার (দ্র. গোর্খ-বিজয় ভূ. পৃ ১—ক, ৮) অনুকরণজাত হইতে পারে। কাঁথার বাহ্যান্তর ব্যাপারে নাথযোগীদের মন্ত্রপূত 'আদারি' বা 'গুধরীর' কথা প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়। কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে, সর্বভারতীয় এই রূপকের যৌগিক ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয় ৮ পৃ ১২৯-৩০

৯ পৃ ১৩০। ইনি কুরসীনামা মতে, দফরখাঁয়ের পুত্র সাহ অয়ন্ খাঁ হইতে পারেন (দ্রষ্টব্য 'দরাপ খাঁ গাজী' পৃ ২০৯)। সাহায়ালকুনি (=সাহ অয়ান খাঁ)। প্রাচীন পুঁথিতে 'ন' ও 'ল' অক্ষরের গোলযোগ হামেশাই ঘটিয়া থাকে। কবি যাদুনাথও তাঁহার 'ধর্মপুরাণে' (দ্রষ্টব্য পৃ ৯) ইঁহাকে বন্দনা করিয়াছেন বাবুর মোকামে

১০ পৃ ১৩০, ৩২০। ইনি কুরসীনামার করীম খাঁ হওয়া সম্ভব

১১ পৃ ১৩০, ৩২০। ইনি কুরসীনামার রহীম খাঁ হওয়া অসম্ভব নহে

১২ পৃ ১৩০, ৩০৬, ৩২০। প্রসঙ্গতঃ চিঠিপত্রে সমাজচিত্র ২য় পৃ ১৫০-৫৩ দ্রষ্টব্য। কয়েকটি খতিয়ানে মানিকপীর, মানিকসাহেব, বনবিবি, মাদার সাহেব ও বড়পীরকে সিদ্ধিপুরের রামচন্দ্রবাবু ১২২২ বঙ্গাব্দে পীরোত্তর জমি দান করিয়াছেন দেখা যায়

কুম্ভীর সম্পর্ক,[১] সাঙ্গার সারেঙ্গপীর,[২] গৌরী নদীর ধারে ধাক্কা গাজী[৩] পীরের প্রসঙ্গ, বড়কা কাজি,[৪] দক্ষিণে মামরা গাজি,[৫] পূবে গোরাচাঁদ[৬] প্রভৃতির বিবরণ,—পাণ্ডুয়া অভিযানে 'তুর্কানা পদ্ধতি' ও পরে 'সুফিয়ানা পদ্ধতিতে' বাঙ্গালা দেশে পুরুষানুক্রমিক ইসলাম প্রচারের বিস্মৃত আদিপর্বে যথেষ্ট আলোকপাত করিবে আশা করা যায়।

'হোরান জরিপ'[৭] হিন্দুবাড়িতে প্রাপ্ত। ইহার ভাষা পুরাতন নহে। 'হোরান জরিপ' সম্ভবতঃ কোরাণ শরীফের প্রাকৃত নাম[৮]। এই গ্রন্থে সুফী, নাথ ও বৈষ্ণব পরিভাষা প্রয়োগে কোরাণ-সম্মত সৃষ্টিপত্তনাদি বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার ঐতিহ্যের আর একটি মূল্যবান্ নিদর্শন বলিয়া এই সঙ্গে এই গ্রন্থখানিও মুদ্রিত হইল।

আর্যা,[৯] গুরুদক্ষিণা,[১০] ছড়া,[১১] মহলকালি[১২] ও শিশুজ্ঞানচরিত্রের[১৩] পুঁথিগুলিতে সেকালের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতির কথা[১৪] অনেক পাওয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া ক্রমিক ১১ সংখ্যক আর্যাটি সম্পর্কে অন্যত্র[১৫] বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি। ছড়া-প্রশ্নোত্তরীর পুঁথিখানি[১৬] বিশেষ মূল্যবান্। একালের সেমিনার-পদ্ধতির মতো সেকালেও প্রশ্নোত্তরে পাঠ আগাইত; তবে উপরন্তু ছিল, পুঁথি বন্ধক রাখার ব্যাপার। তখন পুঁথি 'ধরিয়া' অর্থাৎ বাঁধা রাখিয়া প্রশ্ন করা হইত। পুঁথি ছাড়াইয়া লইতে হইত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়া। অন্যথায়, ফেল হইয়া নিজ গুরুর স্থানে অথবা প্রশ্নকর্তার 'ওস্তাদের'[১৭] নিকট পুনরায় পাঠ লইতে হইত। সেকালে পাঠশালার অধ্যয়ন অধ্যাপনায় শিক্ষকছাত্রের পাট্টা-কবুলতি[১৮] অর্থাৎ চুক্তিপত্রের ব্যাপার অতীব কৌতূহলজনক। সর্ববিদ্যাবিশারদ হইতে চাহিলেই হিন্দী পাঠ ('নাগরি বিদ্যা'[১৯]) সেকালেও শিখিতে হইত। ক্রমিক ৯৭ সংখ্যক ছড়ার হিন্দী দোহাটি[২০] নাথ পরিভাষায়

---

১ পৃ ১৩০। গড় মান্দারণে সা ইসমাইল গাজীর পোষা কুমীর 'ছাধারী' 'মাধারী'র প্রবাদ প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়

২ পৃ ১৩০

৩ পৃ ১৩০। ইনি কুরসীনামার ঘয়ন্ খাঁ হইতে পারেন। প্রাচীন পুঁথিতে 'ঘ' ও 'ধ' অক্ষরের পার্থক্য খুব কম। সুতরাং ঘয়নের ধয়নে রূপান্তর এবং পরে, ধয়ন+খাঁ=ধয়ঙ্কা তথা 'ধাক্কা গাজী পীর' বনিয়া যাওয়া লোকবচনে সম্ভব

৪ পৃ ৩২০। ইনি বরখান গাজী। কুরসীনামা মতে, দফরখাঁয়ের পুত্র

৫ পৃ ১২০ ৬ পৃ ঐ ৭ পৃ ৩৯৬-৪১৪

৮ আমাকে লিখিত সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের ২০-১১-১৯৫১ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য

৯ পৃ ১২-১৪, ২৯ ১০ পৃ ৭৭-৭৮ ১১ পৃ ১০৪ (৯৯) ১২ পৃ ২৮৪ ১৩ পৃ ৩৬৩

১৪ দ্রষ্টব্য মৎপ্রদত্ত নবদ্বীপ-অভিভাষণ 'সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যাসাগর' ('সঞ্চয়ন', কার্তিক ১৩৬৩ পৃ ৪-১৪): 'শিক্ষাপ্রকরণ', চিঠিপত্রে সমাজচিত্র ১ম খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

১৫ ঐ 'শিক্ষাপ্রকরণ' ১৬ পৃ ১০৪ (৯৯) ১৭ পৃ ১৪ 'অস্তাত' ১৮ দ্রষ্টব্য 'সঞ্চয়ন পৃ ৯-১০

১৯ পৃ ৭৮ ২০ পৃ ১০৪

লিখিত। ১০০ সংখ্যক ছড়াটি ব্যাকরণের[১]। (১০১ সংখ্যক ছড়ার 'গঙ্গা জমুনার মৰ্দ্ধে নৌকা'[২] চর্চাগীতির[৩] যেন সংস্কৃত-বাঙ্গালা রূপান্তর।)

নরোত্তম দাসের ভনিতায়[৪] আশ্রয়তত্ত্ব, কিশোরীভজনের পদ, চতুর্দশ পটল, নামসংকীর্তন, প্রহেলিকার পাতড়া, ভক্তি-উদ্দীপন ও সিদ্ধিপটল পাওয়া গিয়াছে। এই সকল নিবন্ধাদির নরোত্তম অভিন্ন ব্যক্তি, এইরূপ মনে করা কখনই সমীচীন হইবে না; তবে এই বিষয়ে বিচার স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়। প্রহেলিকা পাতড়ায়[৫] 'স্বর্ণকারের বহুরীর' কলিঙ্গদেশ হইতে 'দুই হাড়ির ঝি' সঙ্গে লইয়া গাছে চড়িয়া আসার প্রসঙ্গ কবি কর্ণের রচনা[৬] স্মরণ করায়। 'দুই হাড়ির ঝি' এই উল্লেখ, 'হাড়িঝিয়ের' প্রচলিত ব্যাখ্যায়[৭] সন্দেহ জাগাইবে। ভক্তি-উদ্দীপনের পুঁথিখানি[৮] এই সংকলনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন, ১১১১ বঙ্গাব্দের (মল্লাব্দ নহে) অনুলিপি। চতুর্দশ পটলের পুঁথিখানি সন ১০৮০ সালে[৯] অনুলিখিত। কিন্তু পুঁথিখানি 'সুবর্ন্নমুখীতে' অর্থাৎ আধুনিক বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে লিখিত হওয়ায় এই সাল 'মল্ল সাল' হওয়া অসম্ভব নহে।

একাদশী পাঁচালীর[১০] উপর স্বতন্ত্র কাজ[১১] হইয়াছে। বলরাম চক্রবর্তী কবিশেখরের কালিকামঙ্গলের পুঁথি দুইখানি[১২] সবিশেষ মূল্যবান্। মুদ্রিত প্রচলিত গ্রন্থখানিকে পুনঃসম্পাদন করিবার সময় এই পুঁথিগুলি মিলাইয়া দেখিলে অনেক প্রকৃত পাঠের উদ্ধার হইবে। ৩৬ ক্রমিক সংখ্যার পুঁথিখানি সপ্তগ্রাম মাঘুরার বদরতলা[১৩] গ্রামে অনুলিখিত হইয়াছিল। সনাতনের রচনা 'কৃষ্ণের বাল্যলীলা'[১৪] ছড়ার ছন্দে লিখিত। 'শ্রীহরিশঙ্কর দ্বিজ কবিচন্দ্র' ভনিতাটি[১৫] কবিচন্দ্র-সমস্যায় আরও জট পাকাইবে। গুরুদক্ষিণার অযোধ্যারাম 'সন্তোসের জেষ্ট'[১৬]। অভিরাম দাসের 'গোবিন্দবিজয়ের' খণ্ডিত পুঁথিখানিও[১] বিশ্বভারতী-সংগ্রহের মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার রচনার আন্তরিকতা মর্মপ্রবেশক এবং রচনাশৈলীও অনবদ্য।

---

১ পৃ ১০৬ ২ পৃ ঐ

৩ 'গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ' (দ্রষ্টব্য 'চর্চাগীতি-পদাবলী' ১৯৫৬, পৃ ৬৪)

৪ পৃ ১৫ ৩৫, ৯৯, ১৪১, ২৩১, ২৫৭, ৩৮২ ৫ পৃ ২৩১

৬ তুলনীয় পুঁথি-পরিচয় : ম খণ্ড ভূ পৃ *১৮-*১৯

৭ অনেকে ইহাঁকে হাড়িপায়ের সহিত সম্পর্কিত 'ময়নামতী' মনে করেন

৮ পৃ ২৬১ ৯ পৃ ১০০ ১০ পৃ ২৪

১১ শ্রীমতী উষা চট্টোপাধ্যায় এম্-এ এই বিষয়ে অন্য প্রাদেশিক ও আর্যেতর ঐতিহ্যের তুলনামূলক গবেষণা করিয়া স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করিয়াছেন (১৯৫৬

১২ পৃ ৩১, ৩৩ ১৩ পৃ ৩৫ ১৪ পৃ ৩৯ ১৫ পৃ ৪ ১৬ পৃ ৭০ ১ পৃ ৮০-৮৬

কবিচন্দ্রের ভনিতায় 'গৌরীমঙ্গল' কাব্য[১] আগে অন্যত্র পাওয়া যায় নাই; এইগুলি স্বতন্ত্র আলোচিত ও প্রকাশিত হইবে। দ্বিজ নারায়ণের 'চণ্ডিকামঙ্গল' পুঁথিখানি[২] মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুসরণে লিখিত। তালপত্রের ক্ষুদ্রকায় পুঁথিখানির প্রেসকপির পর, প্রুফে মূলের সহিত মিলাইবার সুযোগ হয় নাই, তৃতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় রহিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ওড়িয়ায় অনুলিখিত সম্পূর্ণ পুঁথিখানি[৩] বিশেষ কৌতূহলজনক। মুকুন্দরামের গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রস্তুত করিতে হইলে ইহা অপরিহার্য। ক্রমিক ৯৩ সংখ্যক আত্মকাহিনীটি[৪] গ্রন্থের শেষভাগে ছিল; পৃষ্ঠাসংখ্যার অংশ খণ্ডিত হইলেও, সংশ্লিষ্ট পুষ্পিকা-অংশই ইহার প্রমাণ। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের এই অখণ্ডিত পুঁথিখানির[৫] বহুল পাঠবৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। বৃন্দাবনদাসের ভনিতায় 'ভক্তিচিন্তামণি' গ্রন্থও[৬] পাওয়া গিয়াছে। ছড়ার পুঁথিগুলির[৭] কথা আগে বলিয়াছি; এই শীর্ষকে ৯৮ সংখ্যক কড়চাখানি[৮] চৈতন্য-চরিতামৃতের অংশবিশেষ; ৯৯ সংখ্যক পুঁথিখানিতে[৯] দেহতত্ত্বেরও অনেক বোলান আছে। 'তন্ত্রের তালিকায়'[১০] অজ্ঞাতপূর্ব কয়েকটি তন্ত্রের উল্লেখ সবিশেষ লক্ষণীয়।

কৃষ্ণরাম কাএস্তের দক্ষিণরায়ের পুস্তক (জাগরণ)[১১] মুদ্রিত 'রায়মঙ্গলের'[১২] পরিপূরকরূপে অবশ্যই আলোচনীয়। দ্বিজ হরিদেব ও বলরামের যুগ্মভনিতায় রায়মঙ্গল পুঁথি[১৩] সাহিত্য-প্রকাশিকা চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রস্তুত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে[১৪] ইহাদের পরিচয়সম্বলিত ভনিতাবলী এবং এই খণ্ডে আরম্ভ, গীতারম্ভ, দিগ্‌বন্দনা ও আত্মপরিচয় অংশ প্রথম মুদ্রিত হইল। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, রায়মঙ্গল-সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে। রায়দেবতা কেবল বাঘসহায় দক্ষিণরায়ই নহেন, পঞ্চানন ঠাকুরও 'রায়দেবতা' এবং 'পঞ্চাননমঙ্গলও' রায়মঙ্গল। প্রমাণের জন্য দয়ালদাসের রচনা,[১৫] দ্বিজ রঘুনন্দন বা রঘুনাথের[১৬] এবং দ্বিজ দুর্গারাম[১৭] প্রভৃতির রচনাবলী দ্রষ্টব্য। পক্ষান্তরে, মানিকপীরের পিতা বদর মুরশিদেরও 'বাগ' ফৌজ[১৮] ছিল; সত্যপীরের সাহিত্যরচয়িতা কবি কর্ণের 'ষোল-পালার'[১৯] অধিকাংশ পালাতেই ব্যাঘ্রফৌজের প্রসঙ্গ আছে। সুতরাং ব্যাঘ্রসম্পৃক্ত দেবতা-

---

১ পৃ ৯০, ৯১ ২ পৃ ৯২

৩ পৃ ৯৬। শ্রীযুক্ত শুভময় ঘোষ এম্-এ এই পুঁথিখানি লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন

৪ পৃ ৯৮-৯৯ ৫ পৃ ১০১ ৬ পৃ ২৬২ ৭ পৃ ১০৩-৭ ৮ পৃ ১০৪ ৯ পৃ ১০৭-৬

১০ পৃ ১১১ ১১ পৃ ১১৩ ১২ বর্ধমান-সাহিত্যসভা-প্রকাশিত, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

১৩ পৃ ৩৩৯-৪০ ১৪ পৃ ২২০ ১৫ পৃ ১৪৩ ১৬ পৃ ১৫২ ১৭ পুঁথিসংখ্যা ১০১৭

১৮ পৃ ৩০৯-১১

১৯ পুঁথি-পরিচয় ১ম খণ্ড ভূ পৃ *১৮-*৯। কবি কর্ণের 'ষোলপালার' দুইটি পালার উপর তুলনামূলক কাজ করিয়া শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী এম্-এ স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করিয়াছেন (১৯৫৫) এবং তিনি বহু দিন পরিশ্রম করিয়া সমগ্র 'ষোলপালার' মূল ওড়িয়া হইতে বাঙ্গালায় লিপ্যন্তর করিয়া দিয়াছেন

মাত্রই রায়দেবতা নহেন এবং তদাশ্রিত সাহিত্যও রায়মঙ্গল নহে। এই বিষয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা সাহিত্যপ্রকাশিকা চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় পাওয়া যাইবে। প্রসঙ্গতঃ আর একটি সংবাদ, রঘুনন্দনের লিখিত বন্দনা-পালায় ষষ্ঠীবন্দনা[১] আছে। মধুপুর গ্রামে এক আঁটকুড়া রাজাকে কৃপা[২] করিতে দেবী ষষ্ঠীর ব্রাহ্মণীর বেশে মর্তে আগমন, সঙ্গে চৌষট্টি বিড়ালের ফৌজ লইয়া। এই বিড়ালফৌজের কুচকাওয়াজে অগ্রগতি বিশেষ কৌতুকজনক এবং ইহা যেন রায়মঙ্গলের ব্যাঘ্রফৌজের পরিপূরক। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, রায়মঙ্গলের 'বাগ' সেনাকে সেকালের 'শক্তির' প্রতীক, 'যুঝার' ইত্যাদি আমরা যে ব্যাখ্যাই দিই না কেন, রায়মঙ্গলের লেখকেরা যে বাঘ-সেনাকে প্রকৃত বাঘ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ তাহা না করিলে, ব্যাঘ্রের অনুকরণে তাঁহারা 'বাঘের মাসী' বিড়ালফৌজের আমদানি করিতেন না।

কৃষ্ণদাসের ভনিতায় বিবিধ রচনা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থ[৩]-রচয়িতা কৃষ্ণদাস ও 'ভক্তিরসালিকা'[৪]-রচয়িতা অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস অভিন্ন বলিয়া মনে করি। অন্য কৃষ্ণদাসের রচনা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। মাহেন্দ্রের 'দণ্ডীপর্ব'[৫] ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত। 'দিগ্-বন্দনার' পুঁথিগুলি[৬] সংকলিত ও আলোচিত এবং উল্লিখিত স্থানসমূহ চিহ্নিত ও সমীক্ষিত হইলে সেকালের স্থানীয় প্রখ্যাত দেবদেবীর ও পীর গাজীর আত্মকথা তথা বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক ধারার উৎসমূলে পৌছানো যাইবে। 'জেলা-ইতিহাসসংকলন-সমিতি' প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের এইদিকে অবিলম্বে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত[৭]।

দ্বিজ হরদেব ও তাঁহার 'দূতীসংবাদ'[৮] উভয়ই অজ্ঞাতপূর্ব। অজ্ঞাত ভনিতার 'যোগাদ্যার বন্দনা'[৯] মূল্যবান্ রচনা। ইহাতে দেবী যোগাদ্যাকে 'রাক্ষসী' বলা হইয়াছে। এই গল্প-কাহিনীতে মনে হয়, সেকালের ক্ষীরগ্রাম চিতপুর সাঁকরাল ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শাক্তপীঠে নরবলি[১০] প্রথা বন্ধের ইতিহাস আভাসিত হইয়াছে। যোগাদ্যার প্রতিষ্ঠাতা রাজা হরিদত্তের কোনো ঐতিহ্য এখনও অবশিষ্ট আছে কি না, ক্ষীরগ্রামের বা স্থানীয় গ্রামসমূহের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের এখনই তাহা সন্ধান করিয়া প্রকাশ করা দরকার।

---

১ পৃ ৪৮

২ পূজার সর্ত ছিল,—'পাষাণে বান্ধাবে পিড়ি ফুলগাছ বেড়া অজা মেষ মহিষ দিবেক জোড়া জোড়া'

৩ পৃ ১২৪ ৪ পৃ ২৬৩ ৫ পৃ ১২৬ ৬ পৃ ১২৭

৭ এইরূপ সূত্র-অবলম্বনে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া আমি একদা বর্ধমান-সাহিত্যসভার তরফে মূল্যবান্ অসংখ্য পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম

৮ পৃ ১৩০ ৯ পৃ ১৩৩-৩৫ ১০ পৃ ১২৮

দেবীর শঙ্খপরা কাহিনীর তিনটি ঐতিহ্য[১] এই অংশে মিলিতেছে। বীরশ্বরের রচিত কাহিনীতে দেখা যায়, দেবী বিক্রমপুরের বিশালা 'রঞ্জিত রায়ের' কন্যা দীঘির ঘাটে [অশ্বত্থবৃক্ষ-তলে[২]] শাঁখা পরিয়াছিলেন। অজ্ঞাত ভনিতার রচনায় আছে, দেবী ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা পূজারী ব্রাহ্মণের কন্যারূপে ধামসার ঘাটে 'বটবৃক্ষতটে'[৩] শাঁখা পরেন। দ্বিজ গঙ্গারামের কাহিনীতে, ইনি রাজবলহাটের রাজবল্লভী, ব্রাহ্মণ রাজার কন্যা, বুড়ী হীরে মালিনীর বোনঝি। ইনি শাঁখা পরিয়াছিলেন দীঘির ঘাটে বকুল[৪] গাছের তলায় বসিয়া।

ক্ষীরগ্রাম বিক্রমপুর রাজবলহাট—রাঢ়ের তিনটি প্রসিদ্ধ শাক্ত সিদ্ধপীঠ। রচনায় স্থানীয় লেখকের স্থানীয় রং ফলিয়াছে; লৌকিক বিধিনিষেধ এবং সমকালীন সমাজচিত্রও প্রতিফলিত হইয়াছে: এই সকল অনুশাসনের[৫] জড় অনুসন্ধানযোগ্য। সর্বোপরি এই গল্পকাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়, রাঢ়ের পুরাতন শাক্ত সিদ্ধপীঠের পূজাবিধির পরিবর্তন। বর্তমান হুগলী জেলার আরামবাগের সন্নিহিত দেবী বিশালার বিক্রমপুর নগরে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে[৬]। ধর্মঠাকুরের প্রাদুর্ভাব এই অঞ্চলেই বেশী। এই সময় এই অঞ্চলে এবং রাঢ়ের সর্বত্র তান্ত্রিক তথা বৌদ্ধতান্ত্রিক মতেরই প্রচলন ছিল। দেবীর নিকট নরবলির ঘটনাও দুর্লক্ষ্য নহে। হনুমান ও বিশ্বকর্মার ক্ষীরগ্রামে অক্ষয়দেউল-নির্মাণ ও দেবীর সহিত বটবৃক্ষের সম্পর্ক হইতে মনে হয়, আধুনিক বর্ধমান জেলার ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা পীঠের ঐতিহ্য সব চেয়ে পুরাতন। ধামসার (*ধর্মাবাস 7 ধম্মাআস 7 ধামাস; বর্ণবিপর্যয়ে 'ধামসা') ঘাটে[৭] দেবীর শঙ্খপরা হইতে অনুমান হয়, ধর্মঠাকুরের সহিত যোগাদ্যার খুবই নিকট সম্পর্ক; ইহাও প্রাচীনতাদ্যোতক। 'পাল্কে পালে ছাগল মেষ মহিষ' ঘটা করিয়া এবং অবশেষে সাত দিনে সাত 'বালা' দেবীর নিকট বলি দেওয়া হইয়াছিল। ক্ষীরগ্রামের নরবলিগ্রহীত্রী এই দেবীকেই 'রাক্ষসী' বলা হইয়াছে। কিন্তু এই নিষ্ঠুর বীভৎসতা বাঙ্গালী-সমাজ দীর্ঘদিন সহ্য করিতে পারে নাই। ভিতরে ভিতরে বৈষ্ণবতাও কাজ করিয়া থাকিবে। তাহারা রাক্ষসী দেবীকে শঙ্খপরা স্নেহের দুলালী করিয়া লইয়াছে। 'বালার' বদলে 'মেরেআ' এবং নিত্য বলির স্থলে 'বৎসর অন্তরে' মাত্র একবার বলি। 'দাআন যুড়িয়া ছাগের' অপেক্ষা 'পুষ্পের' প্রাধান্যে[৮] দেবীর নিষ্ঠুরতা যেন মমতাময়ী

---

১ পৃ.৮৮-৮৯, ১৩৩-৩৫, ২৪৫-৪৭

২ আমি যথাস্থানে গিয়া সন্ধান লইয়া জানিয়াছি। বিক্রমপুরের সন্নিহিত 'ডিহি বায়ড়া' গ্রামে এখনও প্রতি বৎসর বারুণীর সময় 'রঞ্জি' রায়ের দীঘির ঘাত বসিয়া থাকে। মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে দীঘির জলে আম নিক্ষেপ করিয়া স্নান করিলে, মৃতের স্বর্গবাস ও নিজের অক্ষয়পুণ্য-লাভ হয় বলিয়া বিশ্বাস

৩ পৃ ১৩৪   ৪ পৃ ২৪৫   ৫ পৃ ১৩৩   ৬ দ্রষ্টব্য 'মহানাদ' পৃ ২৪   ৭ পৃ ১৩৪

৮ পৃ ২৪৭ 'তোমার পুষ্প না হইলে পুজা নাই হবে'

মানবতায় পর্যবসিত হইতেছে। সুতরাং এই কাহিনীগুলি বাঙ্গালীর সেই মানব পরিবর্তনের সাক্ষ্যই বহন করে এবং স্বচ্ছন্দে বলা যায়, বাঙ্গালার শাক্ত পদাবলী ও আগমনী গান ইহারই রূপান্তর।

ধর্মমঙ্গল প্রসঙ্গে, ধর্মদাস বৈদ্যের পুঁথিগুলি[১] সাহিত্যপ্রকাশিকা-গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইবে। রূপরামের বিস্তৃত রচনা এতাবৎ সকলকে আনন্দ দান করিয়া আসিয়াছে। বৈদ্য ধর্মদাস তাহাই 'সংক্ষেপ করিআ'[২] কহিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণ'[৩] ধর্মঠাকুর ও তদাশ্রিত সাহিত্য-সম্পর্কে বিচিত্র আলোকপাতকারী একখানি অভিনব গ্রন্থ। ইহা সম্পাদন করিয়া সাহিত্যপ্রকাশিকা গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ডে[৪] প্রকাশ করা হইল। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের পুঁথিগুলির[৫] বিস্তৃত পরিচয় মূলগ্রন্থে দেওয়া হয় নাই। প্রথম খণ্ড পুঁথি-পরিচয়ে 'নির্ঘণ্ট' অংশের[৬] ১৯০ সংখ্যক পুঁথিখানিতে অন্য পালার[৭] সহিত রূপরামের হরিশ্চন্দ্র পালার ৪খানি পাতা আছে। ১৬৪২ শকাব্দে ('সাল') এই পুঁথিখানির অনুলিপি হইয়াছিল। অদ্যাবধি প্রাপ্ত রূপরামের সমস্ত পুঁথির মধ্যে, বোধ করি এই পুঁথিখানিই প্রাচীনতম। প্রস্তুত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ইহার প্রতিলিপি মুদ্রিত হইবে। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের মুদ্রিত প্রথম খণ্ডের (বঙ্গাব্দ ১৩৫১) অপ্রকাশিত পরবর্তী খণ্ডগুলি মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে।

বৈষ্ণব রসসাহিত্যের ইতিহাসেও নূতন অধ্যায় যোজনা করিবার মতো প্রভূত উপকরণ দেওয়া হইল। অপ্রকাশিত বৈষ্ণবপদাবলীর সংগ্রহ সমগ্র 'পদমেরুগ্রন্থের'[৮] ১৩৮২টি পদের সূচী[৯] করিয়া দিয়াছি। কোনও 'দ্বিজ মাধব' ইহার সংকলয়িতা বলিয়া অনুমান হয়। গ্রন্থশেষে নবকলেবরে বলদেবের রাসলীলার[১০] সংযোজন, এই অনুমানের সমর্থক।

---

১ পৃ ১৩৬-৩৯ ২ পৃ ১৩৯

৩ পৃ ৩৭। শ্রীমতী লীলা রায় এম্-এ এই পুঁথির আধারে গবেষণা করিয়া স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করিয়াছেন (১৯৫৪)

৪ এই খণ্ডে রামাঞী-ভনিতায় 'অনন্তের পুথি'খানিও (দ্র. পুঁথি-পরিচয় ১ম খণ্ড পৃ ১১২-১৪) পুনঃসম্পাদিত করিয়া প্রকাশ করা হইল। শ্রীমতী শেফালী সরকার এম্-এ এই পুঁথির উপর কাজ করিয়া স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করিয়াছেন (১৯৫৫)

৫ পৃ ২৪২-৪৫, ৪৩৫, ৪৪০, ৪৪২, ৪৪৬, ৪৫১, ৪৫২ ৬ পৃ ২৩৭

৭ এই পালাগুলি স্বতন্ত্র ক্রমিক সংখ্যায় বিন্যস্ত হইয়াছে ৮ পৃ ১৫৫-২১০

৯ শ্রীমতী কণিকা বিশ্বাস এম্-এ, এম্-এড্ এই বিষয়ে ব্রজভাষার সহিত তুলনাত্মক কিছু কাজ করিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হিন্দীতে 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করিয়াছেন (১৯৫৭)

১০ তুলনীয় মুদ্রিত গ্রন্থ, দ্বিজ মাধব বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' (বঙ্গবাসী ১৩১০) পৃ ২০৭-৮

অজ্ঞাত ভনিতায় 'একনাম সঙ্কীর্ত্তনের' পুঁথিতে 'করুণাং কুরু মাধব দিনবরে'[১] এবং এই গ্রন্থের সমাপ্তি-পৃষ্ঠায় ভনিতার শেষের 'ইতি গৌরাঙ্গ হে কৃপাকুরু মাধব দিনবরে'[২] প্রসঙ্গতঃ তুলনীয়। তুলনামূলক বিচারের সহিত সমগ্র গ্রন্থখানি সম্পাদনের অপেক্ষায় আছে। জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদকর্ত্তাদের অখণ্ডিত ও খণ্ডিত পুঁথিগুলির আধারে সমগ্র ও প্রকীর্ণ পদাবলীর সূচী'ও যথাস্থানে[৩] প্রদত্ত হইল। লোচনদাসের ধামালি পদগুলি অন্য পুঁথির সঙ্গে ইতস্ততঃ[৪] মুদ্রিত হইয়াছে। গতিগোবিন্দদাসের[৫] ও সালে বেগের[৬] ('সালবেগ' নহে) নূতন পদও মিলিয়াছে। আরও নূতন পদ[৭] ও জ্ঞাত পদের মূল্যবান্ পাঠান্তর পাওয়া গিয়াছে। সুর[৮] মীরা[৯] কবীর[১০] নানকের[১১] ও অজ্ঞাত ভনিতায়[১২] দোহাও কতকগুলি আছে. বিশ্ব-ভারতীতে বৈষ্ণব সাহিত্য[১৩] নিবন্ধ[১৩] ও পদাবলী-সংগ্রহের যে প্রভূত সম্পদ্ রহিয়াছে, সুপরিকল্পিত অধ্যবসায় লইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই দিকে কাজ সুরু করিলে তবেই যথাসময়ে তাহা উদ্ধার করা সম্ভব হইবে।

পরশুরামের 'মাধবসঙ্গীত' পাঁচালী[১৪] বৈষ্ণব-রসসাহিত্যের বিশিষ্ট প্রামাণ্য গ্রন্থ। বিভিন্ন ভক্তিশাস্ত্র, তন্ত্র ও পুরাণের সম্মত[১৫] এই রচনা। সম্ভবতঃ ইহা সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে আধুনিক মেদিনীপুর জেলার চম্পক নগরীতে কুমার শিখর শ্যামের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল[১৬]। একটি অপূর্ব ওড়িয়া পদ[১৭] কবির ওড়িয়াভাষা-বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক। রাধা-কৃষ্ণের বিবাহপ্রসঙ্গ[১৮] তথা বাঙ্গালীর স্বকীয়া সাধনায় রুচি[১৯] বাঙ্গালাসাহিত্যে বিশেষ কথা। মাধবসঙ্গীতের পুঁথিখানি পরশুরামের স্বহস্তলিখিত হওয়া সম্ভবপর। লিপিতে ধৈর্য স্থৈর্য ও পরিণত বয়সের হস্তাক্ষরের ছাপ আছে। পুঁথির সমাপ্তিতে সন তারিখ ছাড়া, পুষ্পিকায় অন্য কোনো মন্তব্য নাই[২০]। রচনায় চৈতন্যচরিতামৃতের ও কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর

---

১ পৃ ২৩ ২ পৃ ১৬১ ৩ পৃ ৮৭, ২১০-৩১ ৪ পৃ ৪৫৪ 'গ্রন্থকার' নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য

৫ পৃ ২৬২-৬৩ ৬ পৃ ৩২৬

৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী গবেষণাসহায়ক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ ও শ্রীযুক্ত সুনীত শেঠ এম্-এ, বি-এল্ এই বিষয়ে কিছু কাজ করিয়াছেন (১৯৫২)

৮ পৃ ২১২ ৯ পৃ ১১৫ ১০ পৃ ঐ ১১ পৃ ২১২ ১২ পৃ ৭৯১

১৩ শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ রসময়দাসের শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর (দ্র. সাহিত্যপ্রকাশিকা ২য় খণ্ড ১৯৫৬) সম্পাদনা করিয়া স্নাতকোত্তর উপাধিলাভ করিয়াছেন (১৯৫৪) এবং সম্প্রতি তিনি কবিশেখরের 'গোপালবিজয়'-সম্পাদনের বৃহত্তর কাজে ব্যাপৃত আছেন

১৪ পৃ ২৯৫-৩০৫। এই গ্রন্থটির সম্পাদনা-কার্য শ্রীমান্ অমিতাভ চৌধুরী এম্-এ আরম্ভ করিয়াছিলেন

১৫ পৃ ৩০০-১ ১৬ পৃ ২৯৯, ৩০১ ১৭ পৃ ৩০২ ১৮ পৃ ৩০২-৫

১৯ তুলনীয় কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যের লিখিত 'জয়পত্র' (চিঠিপত্রে সমাজচিত্র ২খ, পৃ ১১২-১৪) ২০ পৃ ৩০৫

প্রভাব আছে। ইহা হইতে মনে হয়, প্রতিলিপির এই সন তারিখেই গ্রন্থরচনার এবং গ্রন্থের অনুলিপির সমাপ্তি হইয়াছিল ; অথবা গ্রন্থের একাধিক প্রতিলিপি, গ্রন্থকার স্বয়ং করিয়া থাকিলে, এই পুঁথিখানি তাঁহার শেষ বয়সের অনুলেখন হওয়া অসম্ভব নহে।

সনাতন বিদ্যাবাগীশের ভাগবতের অনুবাদও[১] লক্ষণীয় গ্রন্থ। কটক নগরে সপ্তদশ শকাব্দের প্রথম পাদের মধ্যেই নয়টি স্কন্ধের অনুবাদ[২] সমাপ্ত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের অনুলিপিও[৩] পরবর্তীকালে যথারীতি হইয়াছিল ওড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে। সনাতন বিদ্যাবাগীশ কলিকাতার ঘোষাল বংশের কৃষ্ণানন্দ ঘোষালের পৌত্র এবং রামচন্দ্র ঘোষালের মধ্যম পুত্র[৪]। ইহার এই অনুবাদগ্রন্থের পুঁথির নবম স্কন্ধ পর্যন্তই বিশ্বভারতীর সংগ্রহে আছে। পুরীর জগন্নাথমন্দিরে নিত্য অধীত এই গ্রন্থের অন্য প্রতিলিপি-সম্পর্কে ৺শিবরতন মিত্র মহাশয়ের বিবরণ[৫] তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে মিলিবে।

বৃন্দাবনদাসের 'ভক্তিচিন্তামণি' গ্রন্থের রচনাকালজ্ঞাপক পয়ার পাওয়া গিয়াছে। 'মুনি অমর বাণ শশী' শকে অর্থাৎ ১৫৭৭ শকাব্দে[৬] এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ভরত পণ্ডিতের প্রহ্লাদচরিত্র[৭] গ্রন্থে রাগরাগিণীর উল্লেখ[৮] আছে। প্রাপ্ত ৬টি ভনিতার ৩টিতে আগম পুরাণ ও ভাগবতের অবলম্বনে 'বৈষ্ণব রস' রচনার উল্লেখ আছে। কবি কোন্ শতাব্দীর লোক, পুঁথির প্রাপ্ত অংশের ভনিতা হইতে বলা দুঃসাধ্য। বিশ্বভারতীর পুঁথি ইহার 'আদর্শ' হইতে অনুলিখিত হইয়াছিল ১১৭৫ বঙ্গাব্দে[৯]। পুষ্পিকা বিশেষ মূল্যবান্ ও কৌতূহলজনক।

বীরভূমের বক্রেশ্বর তীর্থের দেবতা বক্রনাথের বন্দনা[১০] লিখিয়াছিলেন সন্ন্যাসী কৃষ্ণগিরি। শান্তিনিকেতনের সন্নিহিত গোয়ালপাড়া গ্রামের রামকানাই বাড়ইয়ের জন্য এই পুঁথির অনুলিপি হইয়াছিল ১২২৬ বঙ্গাব্দে। বাণী শিখ সন্ন্যাসী কৃষ্ণগিরির গুরু ছিলেন, মনে হয়। স্থানীয় বিখ্যাত দেবপীঠের মূল্যবান্ বিবরণ এই রচনায় আছে। 'শ্বেতগঙ্গা'-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র[১১] করিয়াছি।

---

১ পৃ ২৬৪-৭৭। শ্রীযুক্ত সুখময় মুখোপাধ্যায় এম্-এ এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন ২ পৃ ২৭৬

৩ পৃ ২৬৫, ২৬৮, ২৭২, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৭ ৪ পৃ ২৭৬

৫ রতন-লাইব্রেরী-সংগ্রহের মূল পুঁথিতালিকার মধ্যে খণ্ডিত পত্রে প্রাপ্ত

৬ পৃ ২৬২। ভ্রমক্রমে ইহা ১৫৫৭ ছাপা হইয়াছে

৭ পৃ ২৩৯-৪০ ৮ পৃ ২৩৯

৯ ভ্রমক্রমে এই তারিখ 'গ্রন্থরচনাকাল' বলিয়া ধরা হইয়াছে ১০ পৃ ২৪১

১১ মৎসম্পাদিত 'যাদুনাথের ধর্মপুরাণ' গ্রন্থের ভূমিকা ও শব্দকোষ (টীকা টিপ্পনী) দ্রষ্টব্য

বন্দনা পালার[১] গণেশবন্দনায় দ্বিজ রূপরামের ও দ্বিজ ধর্মদাসের এলোমেলো ভনিতা[২] আছে। রূপরামের ভনিতায় ধর্মের বন্দনায় জাড়গ্রামের কালুরায়ের[৩] বন্দনা ও বিশেষ বর্ণনা রহিয়াছে। 'জয়দুর্গার' বন্দনা[৪] করিয়াছেন রূপরাম 'ঈশ্বরী মঙ্গল' নামে। 'জয়দুর্গার' উল্লেখে, কবির স্বগ্রাম কাইতি-শ্রীরামপুরের সুপ্রাচীন গ্রামদেবী 'জয়দুর্গার'[৫] প্রভাব আছে, মনে করি।

অত্যন্ত কৌতূহলজনক কয়েকটি বাঙ্গালা মন্ত্র[৬] এই খণ্ডেও ছাপা হইল। মন্ত্রশক্তি যদি ব্যর্থ না হয় তাহা হইলে 'ইকট দেশের বিকট রাজা তাথে বৈসে যত প্রজা[৭]'—একদা এই মন্ত্র পড়িয়া ছারপোকা মারা হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু এখন যে শ্রীরাম ভারতীর আজ্ঞায় আর কাজ হয় না, সে বিষয়ে বোধ হয় আমরা সকলেই ভুক্তভোগী। অগস্ত্যমুনির তিন বার নাম করিয়া ছড়া কাটিয়া হারিশ সারানো[৮] ও 'ভীম হইতে অর্জুন বড় বীর', এই মন্ত্রে পেটব্যথার[৯] আরাম একদা মন্ত্রশক্তিতেই হইত। ইহা যাহাই হউক, ঘা শুকানোর[১০] ও বিষ নামানোর[১১] মন্ত্রগুলিতে মনসামঙ্গলের অবশেষ আছে। সাপুড়ে মন্ত্রের 'টোটকে'[১২] কুমারসম্ভবের আভাস মিলে। 'নিন্দাটি'[১৩] অর্থাৎ ঘুমপাড়ানী মন্ত্র, 'পুষ্পপড়া,' 'তৈলপড়া[১৪]', 'আঠুনি বান্ধার' মন্ত্রগুলি বিশেষ অনুধাবন[১৫] করা উচিত। ১৮৩ সংখ্যায় শেষের 'তুকটির' অব্যর্থকার্যকারিতা-সম্পর্কে আমি সম্প্রতি ও সংবাদ[১৬] পাইয়াছি। পাগলা কুকুরের দক্ষিণ পাঁজরের হাড় দিয়া শনি মঙ্গলবারে নিজ স্ত্রীর নাম কেহ যদি নিজ অঙ্গে লিখে, তাহা হইলে, সমস্ত বাধা বিদূরিত হয় এবং অচিরে

---

১ পৃ ২৪২ ২ পৃ ২৪৩ ৩ পৃ ঐ ৪ পৃ ২৪৪-৪৫

৫ রূপরামের বাস্তুভিটার অনতিদূরে গ্রামের মধ্যস্থলে সুপ্রাচীন মন্দিরের ভগ্নস্তূপের উপর জাগ্রত দেবী জয়দুর্গার আধুনিক দেহারা ও 'আটচালা' বর্তমান ৬ পৃ ২৭, ৫৭, ১১০, ২৪৯-৫৪ ৭ পৃ ২৪৯

৮ পৃ ২৭ ৯ পৃ ১১০ ১০ পৃ ২৪৯ ১১ পৃ ২৫০-৫১ ১২ পৃ ২৫০

১৩ পৃ ঐ। এই বিষয়ে আমার কিছু আলোচনা আছে (দ্রষ্টব্য 'লোকসাহিত্যের ত্রিধারা', ('সাহিত্যমেলা', ১৮৭৯ শকাব্দ, পৃ ৫০-৫১)। নিন্দাটি—নিদ্রামাটী অর্থাৎ মন্ত্রপূত নিদ্রাকর্ষক মৃত্তিকা

১৪ পৃ ২৫০। 'মহাতৈলের' (=মানুষের চর্বি) মহাগুণে মূর্খ ছাড়া কেহ অবিশ্বাস করিবে না। এই প্রসঙ্গে কলিচরিত্রের কলি দুইটিও স্মরণযোগ্য ;—'নিচু বেক্তির জয় নাই ভিন্ন হইল ভাই ভাই মহতের নাহি রহেমান। নিচের হইল করি পাগুরি বাদএ টেরি অহংকারে পথে চলে যান॥' (পৃ ২১৮)

১৫ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য পুঁথি-পরিচয় ১ম খণ্ড ভূ পৃ *১৫, *২৬

১৬ বর্ধমান জেলার এক ভদ্র দম্পতি বাঁকুড়া জেলার বেতুর গ্রামের জনৈক গুণীনের নিকট হইতে মন্ত্রপূত ঔষধ ধারণ করিয়া সম্প্রতি বিবাহবিচ্ছেদের মামলা রুজু কর হইতে অব্যাহতি পাইয়া মনের আনন্দে গৃহবাস করিতেছেন। শাশুড়ী-বউয়ের মনকষাকষি-সম্পর্কেও কিছু সংবাদ মিলিয়াছে (দ্রষ্টব্য পৃ ২৫৬ 'খেতে কিছু দেয় না সর্বথা কয় রান্ধ মা')

তাহাদের মিলন ঘটে। প্রসঙ্গতঃ, বশীকরণ-মন্ত্রে, চয়নকুমারীকে বশ মানানোর জন্য 'ওঁ চিমি চিমি চিচে মিচি চেমি স্বাহা'[১] মন্ত্রটিও ভুলিলে চলিবে না। 'নরসিংহ কীলকের' মন্ত্রে[২] ধর্ম ও নাথ সম্প্রদায়ের পরিভাষা সবিশেষ লক্ষণীয়। ধর্মঠাকুরের দ্বারপাল ডামর সা[৩] এখানেও উপস্থিত, স্বয়ং নরসিংহের পিছনে,—ডাইনী জুগিনী ভূত পেরেত জলকুণ্ডর আদকুণ্ডরী খণ্ডগামী মৃগদোষী পিচাশী বায়বাতাস তাড়াইবার জন্য। উপরন্তু, কূর্ম ('কুড়ুম্ব') ধর্মের পৃষ্ঠে বসুন্ধরার কম্পন, ফলে, ত্রিভুবনের কম্পন, ত্রাসে চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রাবলীর আত্মগোপন, তেত্রিশ কোটি দেবতার মহাসম্মেলনে অনাদি ধর্ম গোঁসাইকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া স্বীকার, রথে চাপিয়া ত্রস্তে যমের গমন, চিত্রগুপ্তের পাঁজী-পুঁথি কাড়িয়া লওয়া, মহানদী সমুদ্রের দোলায় বিদ্যুৎ ও বায়ুর উৎপত্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গ কাব্য দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ধর্মঠাকুর-সম্পর্কে গবেষণায় আরও উপকরণ যোগাইবে বলিয়া বিশ্বাস। রামায়ণের 'দশশির' রাবণকেও বহির্বঙ্গীয় যোগরূপকের ছাঁচে ফেলা হইয়াছে দেখা যাইবে। ('ভরণ' মন্ত্রটিও বিশেষত্বপূর্ণ। কুক্কুরীপাদের সন্ধাভাষ নিষ্প্রপঞ্চ চর্যার ছত্র 'আঙ্গণ ঘরপণ[৪]' বিপর্যস্ত অবস্থায় পৌঁছিয়া গিয়াছে 'ঘর ছোড়ে ঘর অঙ্গন ছোড়ে ঘরকা[৫]' ভরণ মন্ত্রের এই কলিতে যোগী জয়পাল, যোগিনী নয়নার দোহাইয়ে। বিয়নামানো ও বশীকরণ মন্ত্রে বৌদ্ধতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত রহিয়াছে[৬]।) কোন কোনও মন্ত্রের জড় অথর্ববেদেও অনুসন্ধান করিলে মিলিবে। আবার কয়েকটি মন্ত্রে যেন প্রবাদ প্রবচন ধর্ম দর্শন কাব্য ও ইতিহাসের ঐতিহ্য উপচাইয়া রূপকথার আমেজ লাগিয়া গিয়াছে[৭]।

এই মন্ত্রগুলির মতো অর্ধসাহিত্যিক উপকরণসমূহের সমাবেশ করিয়া স্বতন্ত্র বই ছাপাইয়া তাহার প্রত্যেকটি ছত্রের উপর গবেষণা চালাইলে পুরাতন বাঙ্গালাসাহিত্যের এক রহস্যঘন অজ্ঞাতপূর্ব পর্বে বিচিত্র আলোকপাত হইবে সন্দেহ নাই। বিশ্বভারতী এই কাজেও প্রভূত উপকরণ যোগাইতে পারিবেন।

দামোদর নদে ১০৭২ বঙ্গাব্দে ভয়ঙ্কর বন্যা হইয়াছিল। বন্যার সেই প্রলয়ঙ্কর গ্রাস হইতে 'দামুদরের' দুকূল-কাছের কোনও গ্রামের কোনও কিছু রক্ষা পায় নাই। গ্রামের সেই সার্বভৌম বিপদের বর্ণনায় সেকালের মধ্য রাঢ়ের সুশৃঙ্খল একটি চলতি সমাজব্যবস্থার মূল্যবান্ পূর্ণ-প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় এই 'বানের কবিতার'[৮] পুঁথিতে। অজয় ও ময়ূরাক্ষীর

---

১ পৃ ২৫৪ ২ পৃ ২৫৩ ৩ ধর্মপূজা-বিধান পৃ ৯

৪ দ্রষ্টব্য চর্যাগীতি-পদাবলী প ৪৮-৪৯ ৫ পৃ প্রস্তুত গ্রন্থ পৃ ২৫২

৬ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য চর্যাগীতি-পদাবলী ভূমিকা পৃ ৩০

৭ দ্রষ্টব্য 'সাহিত্যমেলা' পৃ ৫০-৫১ ; প্রস্তুত গ্রন্থ পৃ ২৫৩ ৮ পৃ ২৫৪

বানের কবিতা প্রথম খণ্ডে[১] মুদ্রিত হইয়াছে। ১৪৭ সংখ্যায় ১৭৩০ শকাব্দে লিপীকৃত কবিচন্দ্রের ভনিতায় 'বারমাসী'[২] ছড়াটি ভোজনরসিক বাঙ্গালীর নিত্যসহচররূপে গণ্য হইবার যোগ্যতা রাখে বলিয়া মনে করি।

মঙ্গলচণ্ডীর সংস্কৃত পূজাপদ্ধতিতে[৩] সর্ব আপদের শান্তি, দীর্ঘায়ু-লাভ, বিপুল ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি ও সন্তান-সন্ততির সর্বাভীষ্ট-সিদ্ধির কামনায় দেবীর প্রীতির নিমিত্ত যথাসাধ্য গণেশাদি পৌরাণিক নানা দেবতার পূজা সাঙ্গ করিয়া শ্রীমঙ্গলচণ্ডীর লৌকিক পূজাবিধির বর্ণনা আছে ;—মঙ্গলচণ্ডীর জগৎসৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টিপত্তন হইতে শ্রীপতিদত্তের বা শ্রীমন্তের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত কাব্যাংশের নাম চণ্ডীমঙ্গল। ইহা অবশ্যই মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্যপ্রকাশক। এক মঙ্গলবার হইতে অন্য মঙ্গলবার পর্যন্ত এই গীত প্রচার করিবার জন্য, ঢাক-ঢোলের সহযোগে গায়কদের দ্বারা গাওয়াইতে হইত। গান বাজনার উপচারে পূজাই ছিল প্রধান। নৃত্যগীত-সহযোগে মঙ্গলচণ্ডীর নৌকা তুলিবার সংকল্পও গ্রহণ করা হইত। দেবীমাহাত্ম্যের পাঠক ও গায়ককে, জাতিতে গায়ক ব্রাহ্মণ হইলে দক্ষিণা এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির হইলে পারিতোষিক দিতে হইত। পূর্বাপরক্রমে আচ্ছাদিত সপ্ত তরী, মঙ্গল ঘট, নৌকা প্রথম দিনে গীতবাদ্য সহযোগে সালংকারা সুবেশা সধবা স্ত্রীলোকেরা দেবীগৃহে লইয়া গিয়া স্থাপন করিতেন। এই অনুষ্ঠান ছিল সেকালের একটি মহোৎসবের ব্যাপার এবং চণ্ডীমঙ্গল-গান সেই উৎসবেরই অঙ্গ। বিশেষ লক্ষণীয় যে, এই পূজাপদ্ধতিতে 'আক্ষটি খণ্ড' বা কালকেতুর কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, মঙ্গলচণ্ডী মূলতঃ বাণিজ্যে শুভাশুভ সংঘটনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। যাহাই হউক, এই আলোকে মঙ্গলকাব্যের এই ধারার বিচার হওয়া উচিত।

কালিদাসের মনসামঙ্গলের একখানি খণ্ডিত পৃষ্ঠামাত্র[৪] ছাপানো হইল। বিশ্বভারতীর এইটুকুই সম্বল। এই অংশে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ৪খানি[৫] পুঁথিরই বিশেষত্ব আছে। ইঁহার গ্রন্থের শুদ্ধ সংস্করণ প্রস্তুত করিতে চাহিলে 'মনসার সারী'[৬] নামে অখণ্ডিত পুঁথিখানি অপরিহার্য। ইহার আত্মকাহিনীর অংশে[৭] মূল্যবান্ পাঠবৈচিত্র্য আছে। প্রচলিত পাঠসমূহের অপেক্ষা এই আত্মকাহিনীর ('আত্মকথা') পাঠ সম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত মনে করি। ইহা মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীর মতো মূল্যবান্ না হইলেও সমকালীন স্থানীয় ইতিহাসের কিছু অবশেষ

---

১ দ্রষ্টব্য পুঁথি-পরিচয় ১ম খণ্ড, পৃ ৭২-৭৫ : শারদীয় 'দামোদর' ১৩৫৭, পৃ ২০-২৩ ২ পৃ ২১৫

৩ পৃ ২৭৭-৮০ ৪ দ্রষ্টব্য পৃ ২৮০-৮১ ৫ পৃ ২৮১, ২৮২, ৪৪৭

৬ পৃ ২৮২। পুঁথিখানিতে রাজীবলোচন [৯৩খ] ও গুঞ্জর গায়েনের [৯৪ক] নাম আছে

৭ পৃ ২৮২-৮৩

ইহাতে আছে; বাস্তব ছোট গল্পের রসভরেও ইহা নিটোল। আধুনিক হুগলী জেলার তারকেশ্বর থানায় দামোদরের পূর্বতীরে এখনও 'কেতেরা',[১] 'জগন্নাথপুর',[২] 'ভরামলপুর',[৩] গ্রাম বিদ্যমান।

সেকালের 'কাথড়া' গ্রামে ক্ষেমানন্দের বাস ছিল, ইহা কবির উক্তি[৪] হইতেই বোঝা যায়। কাথড়া গ্রামের তালুকদার ছিলেন বৈষ্ণব[৫] 'বলিভদ্র'। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র 'অস্কর্ণ রায়[৬]' রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন পুণ্যশালী এবং বীর। তাঁহার তিন শিশু-পুত্রের গৃহশিক্ষক ছিলেন প্রসাদ। এই প্রসাদই ছিলেন রাজা অস্কর্ণের পাত্র এবং তাঁহার তালুকের দেওয়ান। ইনি আদৌ সুবিধার লোক ছিলেন না, অথচ ইহাঁরই ছিল সর্বময় কর্তৃত্ব। ইহাঁরই পাটোয়ারী কলমের প্যাঁচে[৭] গ্রামের চাষীরা জমি চাষ করিতে পারে না। ফলে, অন্নকষ্টে পতিত কাথড়া[৮]-গ্রামবাসীদের গ্রামে বাসকরা যমপুরীর যন্ত্রণার মতো[৯] অসহ্য হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা আসিয়া পড়িল;—স্থানীয় পাঠান ডিহিদার

---

১ দ্রষ্টব্য *Census 1951 West Bengal, Hooghly, 1952, p 251*. বর্তমান কালের 'কেতেরা' (*Ketera*) গ্রামই কেতকাদাসের 'কাথড়া' বলিয়া মনে করি

২ দ্র. ঐ *p 252*। ইহাই কবির জগন্নাথপুর ও তাঁহার দ্বিতীয় বাসগ্রাম

৩ দ্র. ঐ *p 251*। কোনও না কোন প্রকারে 'ভরামল রায়ের' সহিত সম্পর্কিত। তারকেশ্বরের তারকনাথের পূর্বতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ভারামল্ল হুগলী জেলার বাহিরগড়ে (?) ছিলেন বলিয়া প্রবাদ (দ্র. ঐ *p 221*)। ভরামল রায়, রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই; সুতরাং ভ্রাতৃবিরোধও তাঁহার রাজধানীপরিবর্তনের হেতু হইতে পারে। ভরামলপুর বর্তমানে অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে পুরাতন ঐতিহ্য কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা অনুসন্ধেয়; তবে দামোদরের সর্বগ্রাসী বন্যার প্রকোপে এই অঞ্চলে ভৌগোলিক পরিবর্তন অতি দ্রুত ঘটিয়া থাকে

৪ পৃ ২৮২ 'শমন নগর হইল কাথড়া' ৫ পৃ ঐ 'চতুর্ভুজ সম হয়'

৬ সাহ সুজার সময়ের বালিগড়ি পরগণার পাঠান পকেটের অবাঙ্গালী তালুকদার ৭ 'কলম বশে'

৮ গ্রামের নাম 'কাথড়ার' তিনটি ব্যুৎপত্তি বলিতেছি। তিনটি অর্থেরই তাৎপর্য এক;—(১) নির্বংশের পরিত্যক্ত বাড়ির ভগ্নাবশেষবিশিষ্ট অঞ্চল ('কাঁথড়াপুরী'), (২) 'কাথর' যদি আরবী 'কাফির্' শব্দ হইতে আসে, তাহা হইলে অর্থ হয়, ঠাঙ্গারের আড্ডা, (৩) আধুনিক 'কেতেরা' যদি 'কাথড়ার' মৌলিক নাম হয়, তাহা হইলে অর্থ হইবে, বিশুষ্ক অঞ্চল। ('কেতেরা' শব্দ এখনও দক্ষিণরাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত আছে, আশ্বিন-কার্তিক মাসের মাঠের ধানজমিতে জলের টানপড়া বুঝাইতে)

৯ 'শমন নগর' কাথড়ার বিশেষণ। 'সোমনগর' 'সর্বনগর' 'স্বর্ণঘর' নামে কোনও গ্রামের অস্তিত্ব এই অঞ্চলে নাই (দ্রষ্টব্য *Census. Hooghly 1951, 1952*)। 'স্বর্ণঘর' পাঠ বিশ্বভারতীর পুঁথিতেও নাই; আছে, গায়ন-লিপিকরের আন্দাজী উক্তি 'কৃপা জারে কৈল ঘরে' [পৃ ৯৩ক] এবং দ্বিতীয় আন্দাজী উক্তি 'কৃপা জারে করিল সপনে' [পৃ ১৭৩ক]; এই উক্তিদ্বয় হইতেই তৃতীয় আন্দাজী উক্তির উৎপত্তি,— সপনে 7*সবনে7*সরনে এবং সরনে+ঘরে='স্বর্ণঘরে'। কারণ আমরা এখনই দেখিব, কবিকে কেতকা কৃপা স্বপ্নেও করেন নাই, ঘরেও করেন নাই, করিয়াছিলেন 'মাজ মাঠে'

বারাখাঁ[১] যুদ্ধে নিহত হইলেন। মনে হয়, বারাখাঁ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রজাদরদী[২] শাসনকর্তা ছিলেন। এই হেতু তাঁহার মৃত্যু কাথড়া গ্রামের বিপাক আরও ঘনীভূত করিল। প্রসাদ-দেওয়ান এই নৈরাজ্যকালের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। ফলে, ক্ষেমানন্দ-পরিবারেরও গ্রামে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। কবির পিতা শঙ্কর মণ্ডল[৩] স্ত্রীর সহিত যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন, দিন কতক লুকাইয়া শান্তি লাভ করিবেন, প্রসাদ-দেওয়ান অত্যন্ত ঠকবাজী করিতেছে। আস্কর্ণ রায়ের দরদ ছিল এই পরিবারের উপর। তিনি মণ্ডলকে অনুমতি ও উপদেশ দিয়া রাতারাতি গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে বলিলেন। পথের কণ্টক বিদায় করিতে খুসী হইয়া প্রসাদ-দেওয়ান খবর পাওয়া মাত্রই শঙ্করকে আশ্বস্ত করিয়া যুক্তি দিলেন এবং ধান্য কিনিয়া[৪] পথখরচা দিয়া প্রকারান্তরে মনিবকে খুসী করিয়া সাপ ও লাঠি দুইই বাঁচাইলেন।

রাতারাতি গ্রাম ছাড়িয়া গিয়া সকাল হইল জগন্নাথপুরে। জগন্নাথপুরের লম্বোদর বেদে[৫] ইহাঁদের থাকিতে ঘর দিলেন। আর দিলেন হাঁড়ি আর চাউলের সিধা। জগন্নাথপুর হইতেই ইহাঁরা স্থানীয় রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই[৬] ভরামল রায়ের[৭] সহিত দেখা করিতে গেলেন, সম্ভবতঃ ভরামলপুরে। এই ভরামল রায় কবিদের অভ্যর্থনা করিলেন 'ফুল পান' দিয়া। আর তিনখানি গ্রাম দান করিয়া ইহাঁদিগকে বাস করাইলেন। এই গ্রাম তিনখানির মধ্যে জগন্নাথপুর একটি এবং এই গ্রামই যে কবির দ্বিতীয় বাসগ্রাম সেকথা কবির জবানীতেই[৮] মিলিয়াছে। এই গ্রামের চৌহদ্দীর উত্তর সীমানায় আছে 'জলা',[৯] সেই জলায় গাঁয়ের ছেলেরা খোলা দিয়া জল সিঁচিয়া মনের আনন্দে কেবল মাছ ধরে; অঙ্গ তাহাদের ভূষিত হইয়া যায় পঙ্কে। এই গ্রামের কর্মকারদের পগার জমি[১০] ছিল সেই জলার ধারে। গোড়ার খড় সেখান হইতে কাটিয়া আনিতে পারিত যে-কেহ।

---

১ ইহাঁদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র (চিঠিপত্রে সমাজচিত্র ১ম খণ্ডে) করিতেছি

২ হুগলী জেলার ধনিয়াখালি থানার মাখালপুর, সাহবাজার এবং তারকেশ্বর থানার গয়েসপুর ইত্যাদি সূফী পীর গাজী প্রভৃতির অধ্যুষিত অঞ্চলের সন্নিহিত স্থানীয় যুদ্ধের ব্যাপারে বারাখাঁয়ের মৃত্যু হওয়ায় এই অনুমান। ক্ষেমানন্দের উক্তি এই অনুমানের প্রত্যক্ষ সমর্থক

৩ তারকেশ্বর অঞ্চলের 'মণ্ডল' জাতিতে 'চাষী কৈবর্ত' হইতে পারে

৪ পৃ ২৮২ ধান্য কিনি দিল ত সম্বল' ৫ পৃ ঐ 'তথা বেদে লম্বদার'

৬ পৃ ঐ 'রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই' ৭ পৃ ঐ 'নাম তার রায় ভরামল'

৮ পৃ ২৮৩ 'জগন্নাথপুরে আছি আমি' ৯ পৃ ২৮২ 'গ্রামের উত্তর জলা'

১০ পৃ ২৮৩ 'সেই গ্রামের কর্মকার পগার গোড়া তার'

তখনও কবিদের আস্তানা বোধ হয় লম্বোদর বেদের ঘরেই। একদা মাতার রূঢ় নির্বন্ধে 'জ্যেষ্ঠ ভাই'[১] অভিরামকে সঙ্গে লইয়া কবি গেলেন খড় কাটিতে। জলায় ছেলেদের মাছধরা দেখিয়া কৌতুক জাগিল কবির মনে। তাঁহারও প্রবল ইচ্ছা তাহাদের সঙ্গে মাছ ধরার। তাহারা রাজী হয় না। ফলে, দজ্জাল ক্ষেমানন্দ তাহাদের হাঁড়িভরা মাছ কাড়িয়া লইলেন। ছেলেরা ছাড়িবে কেন। রাস্তা আগুলিয়া করে মারামারি, দেয় গালাগালি। কিন্তু গায়ের জোরে ইঁহাদের পারে না। ফলে, অভিরাম ভাই মাছের হাঁড়ি লইয়া ঘরে যায়; হতাশ হইয়া ছেলেরাও ঘরে ফেরে শূন্যহাতে।

খড় কাটিতে একেলা পড়িয়া মনে আতঙ্ক হইল কবির। খড় পাওয়া যায় না; ঝড়ও আসিয়া পড়িল আচম্বিতে। দেখা গেল, এক 'মুচি মাগী' সমুখে দাঁড়াইয়া। মুচিনীর প্রশ্নে ক্ষেমানন্দ বলিলেন, তিনি আছেন জগন্নাথপুরে। একখানি 'বিচিত্র' কাপড়[২] দেখাইয়া মুচিনী কবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাপড় কিনিতে টাকা আছে কি না এবং চাতুরী করিয়া কাপড়ের ভাঁজে লুকাইয়া সযত্নে টাকা দিলেন[৩] কবিকে। সহসা পায়ে খায় পিপীড়া। ফিরিয়া চাহিতেই সমুখের মুচিনীকে আর দেখা যায় না। কবির মনে অবাক লাগে। কে ইনি আসিলেন; দেহে বেদনা, মনেও সন্তাপ। সহসা দেখা গেল, জলার ধারে অনেক সাপ। শুধু কি তাই। কতকগুলো কবিকেও বেষ্টন করিল। কেবল ইহাও নহে। মাঝ মাঠে[৪] বেষ্টীত ভুজঙ্গঠাটে অবতীর্ণা সেই দেবী বিনোদিনী বিষহরি যাঁহার দর্শনের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিতে মানা। ভয়ে বালমতি কবির মুখে ধূলা উড়িয়া গেল। কিন্তু আদেশ তো ঠেলা যায় না, কবিত্ববন্ধে তাঁহার মঙ্গল গান গাইয়া ফিরিতেই হয়। আর যে গাওয়ায়, রণে বনে মা কেতকা ব্রাহ্মণী তাঁহার 'সারথী'।

মহাভারত সম্পর্কে কিছু বলিবার আছে। নিত্যানন্দদাস ঘোষ[৫], অনন্ত মিশ্র[৬] তো এই খণ্ডেই আছেন। গঙ্গাদাস সেন, নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ রামচন্দ্র, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর ভনিতাযুক্ত ৫২৫ পত্রের ১১৩৯ সালে অনুলিখিত গ্রন্থখানির পরিচয় প্রথমখণ্ডে[৭] দিয়াছি। তাহাতে সঞ্জয়ের যে সকল ভনিতা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে, সঞ্জয়ের ব্যক্তিত্ব

---

১ দ্র. পুঁথিসংখ্যা ১৮১ 'একভাবে বন্দিনু আপন জেষ্ঠ ভাই' [৫ক]

২ মাণিক গাঙ্গুলীর শীতলা 'রঙ্গন চুপড়ি' ও 'রাঙ্গাবাড়ি' দেখাইয়া তাঁহার উদ্দিষ্টগণকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন। (তুলনার জন্য দ্রষ্টব্য মৎসংগৃহীত পুঁথি এবং মল্লিখিত প্রবন্ধ 'মাণিক গাঙ্গুলীর শীতলামঙ্গল', বর্ধমান-সাহিত্যসভা-প্রকাশিকা ২, বর্ধমান ১৩৫১, পৃ ৩০-৩৪)

৩ পৃ ২৮৩ 'যত্নে লুকাইয়া দেয় টাকা'

৪ পৃ ঐ 'অবতার মাঝ মাঠে'। 'স্বর্ণঘরে' নহে

৫ পৃ ২৮৫, ৮৬ ৬ পৃ ২০৫ ৭ পৃ ৬-৮

সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। এই খণ্ডের কাশীরাম, দ্বিজ ঘটক, শম্ভুদাস, কবীন্দ্র ও অজ্ঞাত ভনিতায় অখণ্ডিত ৬৭৫ পত্রের মহাভারতখানি[১] গবেষকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কাশীরামের রচনায় 'ঘটকজীতি'[২] রচনার আবিষ্কার বোধ হয় বিশ্বভারতীরই।

রামায়ণ-সম্পর্কেও বিশেষ কথা আছে। বাঙ্গালাসাহিত্যে কৃত্তিবাস-সম্পর্কে যতখানি গবেষণা হইয়াছে তাঁহার নামে প্রচলিত রচনাবলী লইয়া সম্পূর্ণ ও সার্থক আলোচনা তাহার তুলনায় কিছুই হয় নাই; অথচ ইহা বাঙ্গালী সংস্কৃতির আলোকস্তম্ভস্বরূপ। কৃত্তিবাস ও দ্বিজ মধুকণ্ঠের ভনিতায় রামায়ণের কেবল উত্তরাকাণ্ডই[৩] পাওয়া গিয়াছে ২৯০ পাতার। আদিকাণ্ড[৪] মিলিয়াছে ২২০ পাতার। উপরন্তু, কৃত্তিবাস, দ্বিজ মধুকণ্ঠ, প্রসাদ ও প্রহ্লাদদাস ভনিতায় ১০০ পত্রের রামায়ণের অখণ্ডিত একখানি বিরাটকায় গ্রন্থ[৫] বিশ্বভারতী-সংগ্রহের সম্পদ্‌রূপে সংখ্যাভুক্ত হইয়াছে। ইহার আদিকাণ্ডের আরম্ভে[৬] রহিয়াছে 'দশ অবতার' বন্দনা; লঙ্কাকাণ্ডের বন্দনা-অংশও[৭] বিশেষ মূল্যবান্। পুঁথিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র প্রকাশ করা গেল। ২২২ সংখ্যক পুঁথিখানির বিষয়সূচী[৮] প্রকাশ করিলাম। প্রচলিত মুদ্রিত রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের সূচীর সহিত মিলাইলেই ইহার অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হইবে। এই সকল বৈচিত্র্যের উৎস সযত্নে নিরূপণ করা উচিত। বাঙ্গালায় অনূদিত রামায়ণের একাধিক ধারা আছে এবং এই ধারার সহিত বহির্বঙ্গীয় তুলসীদাসের ও কেশবদাসের রচনার বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই বিষয়ে তুলনাত্মক কিছু কাজ[৯] হইয়াছে। কিন্তু ইহা বৃহত্তর কাজের সংক্ষিপ্ত সূচনামাত্র। যাহাই হউক, সংকলিত ও প্রকাশিত এই পরিচয়-সমূহ হইতে মনে হয়, বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কে নূতন ভাবনার সূত্রপাত হইবে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের, বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের, এশিয়াটিক সোসাইটির ও ঢাকা মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষের সমবেত ও সুপরিকল্পিত প্রযত্নে অচিরেই আয়াসসাধ্য এইরূপ বিরাট কাজ সুরু করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইবে।

'লক্ষ্মীচরিত্রের' নূতন তিনটি রচনা[১০] সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল। সেকালের শীল আচরণের

---

১ পৃ ২৮৬ ২ পৃ ২৮৭ দ্রষ্টব্য 'এথা হৈতে ঘটক জীতি আরম্ভ' ৩ পৃ ৩২৬ ৪ পৃ ৩২৯
৫ পৃ ৩৩০ ৬ পৃ ৩৩০ ৭ পৃ ৩৩৩ ৮ পৃ ৩২৬-২৭

৯ কৃত্তিবাস, কেশব মিত্র (পুঁথি-সংখ্যায় ১০৯৬) ও ভবানীদাসের (পুঁথি-সংখ্যায় ৩) রামায়ণের সহিত তুলসীদাসের ও কেশবদাসের রামায়ণের তুলনামূলক অধ্যয়ন করিয়া শ্রীমতী মণিকা ভট্টাচার্য এম্‌-এ স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করিয়াছেন (১৯৫৬)। হিন্দী ও বাঙ্গালা রামায়ণ সম্পর্কে তুলনাত্মক অধ্যয়ন করিয়া শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বর্মা এম্‌-এ হিন্দীতে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন (১৯৫৮)

১০ পৃ ৩৪২-৬০

একালে যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকে তাহা হইলে গুণরাজ খানের[১] ও তুলরাম খাঁয়ের[২] রচনার মূল্য নিশ্চয়ই আছে। 'লক্ষ্মীমঙ্গল' নামে দ্বিজ নরোত্তমের রচনাটি[৩] বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কাব্যের মধ্যেই কবির আত্মপরিচয়[৪] আছে। নরোত্তমের নিবাস অনন্তরামপুরে। পুত্রের নাম ত্রিপুরাদাস, পৌত্রের নাম বিদ্যাধর। খাঁটরায় কার্তিকী পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণীর বেশে লক্ষ্মী কবিকে দেখা দিয়াছিলেন। যাদুনাথের ধর্মপুরাণের গল্পকাহিনী[৫] এই লক্ষ্মীমঙ্গলের মধ্যেও আছে বীজাকারে। হলধর পোদের ছেলে দুঃখীদাস পোদকে কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত করাইয়া লক্ষ্মীর কৃপাপ্রদর্শন-কাহিনীর[৬] ভূমিকা ফাঁদিয়া নরোত্তম তাঁহার এই পালা শেষ করিয়াছেন।

শীতলামঙ্গলের পুঁথিগুলির[৭] মধ্যে রায়মঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজ হরিদেবের রচনাবলী বিশেষ লক্ষণীয়। হরিদেবের শীতলামঙ্গল সাহিত্যপ্রকাশিকা-গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইবে। 'শীতলার সারিগান' পুঁথির পালাবিভাগ[৮] নূতন ধরণের। শীতলামঙ্গলে বণিক্‌পুত্র গুণার্ণবকে যে জলপথ বাহিয়া[৯] কবি বাণিজ্য করাইয়া আনিয়াছেন তাহার ভৌগোলিক মূল্য আছে যথেষ্ট। খুনিঞা, বোড়াল, কুদল, রসাঘাট, কালীঘাট ভবানীপুর, বেতড়, চিৎপুর, দক্ষিণসহর, খড়দহ, মাহেশ, বল্লভপুর, দেগঙ্গা, চুচুড়া, ত্রিবেণী এবং হুগলীর মধ্যে কয়েকটি স্থানের নূতন সাহিত্যিক উল্লেখও লক্ষিত হইবে। হরিদেবের রায়মঙ্গলেও মোটামুটি এইরূপ স্থাননির্দেশ আছে। কৃষ্ণরামের রচনায় আরও কিছু নূতন নাম আছে। এই স্থাননাম-সমূহ যথাক্রমে সাজাইলে, সেকালের আদিগঙ্গার প্রবাহ কোন্ পথ বাহিয়া চলিত তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ মিলিবে এবং ইহার উভয়তীরের এই গ্রামসমূহের সাংস্কৃতিক অবশেষের মধ্যে, প্রাচীনতর সংস্কৃতির পদচিহ্ন রহিয়া গিয়াছে কি না, সন্ধান করিলে অল্প আয়াসেই মিলিয়া যাইবে।

শঙ্করের রচনার[১০] নাম 'হুকুমপীরের গীত'। মঙ্গলকাব্যের অন্য দেবদেবীর মতো মেয়েদের উপর প্রথম ভর করিয়া পূজা প্রচার করিয়াছেন হুকুমপীর। রাজা দুর্বাসন ও রানী বল্লভার গল্পকাহিনীর আলোচনা ইতঃপূর্বে কোথাও দেখি নাই। সত্যনারায়ণের কথা[১১] বা পাঁচালীর[১২] মধ্যে লালমোহনের চন্দ্রকেতু পালাটিও অনালোচিতপূর্ব। শঙ্কর গুড়্যা ও মদনসুন্দর পালা দুইটি কবিকর্ণের রচনার সহিত তুলনামূলক আলোচনার জন্য মূল্যবান্। এই বিষয়ে কিছু কাজ বিশ্বভারতী করিয়াছেন,[১৩] অন্যত্রও[১৪] আলোচনা চলিতেছে।

'হরগৌরীর কোন্দল'[১৫] রচনায় ছন্দবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বর্ণনায় উপমা-উৎপেক্ষার প্রয়োগও

---

১ পৃ ৩৪২ ২ পৃ ৩৪৫ ৩ পৃ ৩৪৯ ৪ পৃ ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৮, ৩৫৯ ৫ পৃ ৩১৩

৬ পৃ ৩৬০ ৭ পৃ ৩৬৫-৭৭ ৮ পৃ ৩৭২ ৯ পৃ ৩৭০-৭১ ১০ পৃ ২৩৪

১১ পৃ ৪১২ 'সত্যনারায়ণের কথন' ১২ পৃ ৩৭৮-৮২ ১৩ পূর্বে দ্রষ্টব্য পৃ ৭৩ পাদটীকা

১৪ শ্রীযুক্ত অজয়কুমার ওরফে অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয় এই বিষয়ে মৌলিক অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতেছেন ১৫ পৃ ৩৮৩

স্থানে স্থানে অপূর্ব। শিব-শিবার 'পরিহাস্য কুন্দুলের' ব্যাজস্তুতিতে উপাস্যের আরাধনায় কবির ভক্তহৃদয়ের আন্তরিকতার সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। ইহা 'হরমঙ্গলে'র অনুবর্তী রচনা। 'শিবায়ন' সম্পর্কেও নূতন কথা বলিবার আছে। প্রথমেই বলিয়া রাখি, রামায়ণ শব্দের অনুকরণে 'শিবায়ন' শব্দের আমদানী। আসলে এই নাম কোনও পুঁথিতে নাই; অন্ততঃ বিশ্বভারতী-সংগ্রহের এই অংশের পুঁথিতে নাই। রামেশ্বর[১] তাঁহার রচনাকে 'শিবকীর্তন' বলিয়াছেন। বিনয়লক্ষ্মণ[২] ও কৃষ্ণদাস[৩] বলিয়াছেন 'শিবের গীত' ও 'হরমঙ্গল'[৪]। এই সমস্যায়, তথাকথিত 'শিবায়ন' সাহিত্যের সাধারণ নাম 'হরমঙ্গল' হওয়াই উচিত বলিয়া প্রস্তাব করি।

প্রস্তুত খণ্ডে আলোচিত হরমঙ্গল-সাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ হইতেছে বিনয়-লক্ষ্মণের রচনা[৫]। ইহা প্রচলিত হরমঙ্গল-কাহিনী নহে; সহদেব ও লক্ষ্মণের ধর্মপুরাণ-[৬] জাতীয় গ্রন্থও নহে। ইহা শৈব, ধর্ম ও নাথ সম্প্রদায়ের ভাবধারার মিশ্রণজাত বিশিষ্ট-পরিভাষা-সম্বলিত একখানি অতি উপাদেয় রচনা, যাহার কিছু রস 'নির্যাস'[৭] হইতে মিলিবে।

সাত সমুদ্রের পারে নন্দীকালের প্রহরায় নবখণ্ড পুষ্পমালঞ্চে[৮] পাষাণের বারদ্বারী ঘরে বার টঙ্গির[৯] উপরে হর বসেন বার দিয়া। আয়ুধ তাঁহার চক্রবাণ[১০]। নীল অনিল[১১] যখন অনাদ্য হইতে জন্মে নাই তখনই দুর্গা যুগপতি ত্রিলোচনকে পূজা করিবার জন্য শিবমালঞ্চে ফুল তুলিতে আসিয়া চারি দৈতের নিকট ধরা পড়িলেন। শেষে শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল, পুরস্ত ঘট-বারার[১২] সম্মুখে অশোকপত্রের ছামনি করিয়া। কিন্তু সে বিবাহ কেবল এক রাত্রের জন্য। প্রাতঃকালে শিব ঘুম হইতে উঠিয়া ধর্মঠাকুরের আসন পূজা[১৩] করিলেন। এদিকে দুর্গা বাপের বাড়ি যান অনিচ্ছায়। পথে বল্লুকাকূলে[১৪] ভাঙ্গা শঙ্খ ছেঁড়া কাঁচলী চিলকে[১৫] দিয়া অর্থাৎ আয়তীচিহ্ন লোপ করিয়া দেবী দুর্গা বল্লুকা-'সমুদ্র'[১৬] পার হইয়া হিমালয়ে

---

১ পৃ ৩৮৬। উদ্ধৃত পরিচয়াংশে কবির সম্পর্কে কিছু নূতন সংবাদও মিলিবে

২ পৃ ৩৮৮ ৩ পৃ ৩৯৪-৯৫

৪ শ্রীমতী মায়া গুপ্তা এম্-এ এই বিষয়ে কিছু কাজ করিয়া স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করিয়াছেন (১৯৫৪) এবং শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভট্টাচার্য এম্-এ, ডি-ফিল্ (১৯৫৭) এই পুঁথিগুলির উপর কিছু কাজ করিয়াছেন

৫ পৃ ৩৮৮-৯৩ ৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড ২ সং, পৃ ৭৩৯ ৭ পৃ ৩৯০-৯৩

৮ তুলনীয় ধর্মপূজা-বিধান পৃ ২৫-২৮, ১৯১-৯৮ ৯ তুলনীয় গোর্খ বিজয় পৃ ৭ ১০ ঐ ভূ পৃ ঘ ৩

১১ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য রূপরামের ধর্মমঙ্গল ১খ, ২ সং, ১৩৬৩, ভূ পৃ ১৬-১৭

১২ এই 'বারা' পরে স্বতন্ত্র দেবতায় পর্যবসিত হইয়াছেন

১৩ ধর্মঠাকুরের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক ১৪ ধর্মঠাকুরের সহিত সম্পৃক্ত নদী

১৫ তুলনীয় যাদুনাথের ধর্মপুরাণ পৃ ৫৪-৫৫

১৬ বল্লুকানদীকে 'বল্লুকাসমুদ্র' বলা হইতেছে; ইহাতে মনে হয়, বল্লুকা, নদী ও সমুদ্র ব্যতীত তৃতীয় কোনও অর্থদ্যোতক

বাপের বাড়ি পৌছান। হাতে সাজি আঁকড়ি দেখিয়াও মাতা মেনকা ঋষাণীর সন্দেহ জাগে। পাটপড়শী মুনিঋষিগণও দুর্গার চরিত্রে সন্দিহান[১] হইয়া সতীত্ব পরীক্ষার[২] ব্যবস্থা করেন। শাবল, কাটারি,[৩] সপ্তঘট, তুলা, জৌঘর ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয় দুর্গাকে। তুঁষ-মাটীর মুছিতে স্বর্ণ আউটিয়া[৪] সেই সুবর্ণনির্মিত পক্ক কাঠির পোলোতে[৫] করিয়া বল্লুকার জল আনিয়াও সতীত্বের প্রমাণ দিতে হয়। শিব স্মরণ করিয়া দুর্গা তুঁষের নৌকায়[৬] বল্লুকা পার হওয়ার পর সমাপ্তি ঘটে এই পরীক্ষার।

হিঙ্গুলিয়া ঘট, তুলি, স্ফটিক পাথর, সমুদ্রের বালি[৭] চাউল চিঁড়া লইয়া রাজপথে অভয়া চণ্ডীগণ ধূলিখেলা করেন। এদিকে শিব ভিক্ষার সাজ[৮] করিয়া 'গোরক্ষ্য' যতিকে স্মরণ করিতে করিতে হিমালয়ে পৌছিয়া দুর্গাকে দেখিয়া 'ভোলে'[৯] পড়েন। ছলে তিনি 'বটবৃক্ষের গাছে'[১০] বৃষ বাঁধিয়া হেমন্ত ঋষির নাছদুয়ারে 'ব্যালিস রাএ' ডমরু বাজাইয়া, গালবাদ্যে তাল ধরিয়া, ঢামালি পাতিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বিচিত্র নাট[১১] আরম্ভ করিয়া দিলেন। আবিষ্ট নরনারী দান দিতে গেলে, হর সে সব স্পর্শ করেন না। হর যুগী দান না লইয়া ঢামালী পাতিয়া কেবল রঙ্গে-ভঙ্গে নৃত্য করেন; সঙ্গে উত্তরসাধক[১২] চেলাও কেহ ছিল না।

ইহার পর শিবের বিচিত্র বিবাহসজ্জা। বরাতীগণের 'উভকাচ', 'মাতাল কাচ', 'দরবেশ কাচ',[১৩] যুগীকাচ[১৪] কাচিতে কাচিতে শিবের সঙ্গে বিবাহসভায় অনুগমন। অতঃপর, মেনকার জামাতাবরণ, নারদের মস্করা, শিবের আদিম উদ্দামতা। যাহাই হউক, মাঘমণ্ডল ব্রত করিয়া, ভাদ্রমাসে নষ্টচন্দ্র চতুর্দশী দেখিয়া, পূর্ণকলসে হাত পূরিয়া, আখণ্ড বরোজে পান তুলিয়া অর্থাৎ লৌকিক তপস্যার দ্বারা শিবকে পাইলেন দুর্গা দ্বিতীয়বার।

---

১ 'মন দিয়া শুনহ দুর্গার বেভার যাহার উঠিল কলঙ্ক আইবড় ভাতার' (দ্র. গো-বি, ভূ পৃ ১-গ ৩)

২ রাধিকা, খুল্লনাকে স্মরণ করায়

৩ মদনা ও রম্ভাবতীর শালেভরাদির অনুরূপ

৪ তুলনীয় গোর্খ বিজয় পৃ ২৪১

৫ গোর্খ-বিজয়, ভূ পৃ ১-খ ২ 'চৌরঙ্গি পলুই লয়্যা ধায়'

৬ তুলনীয় কাহ্নের নৌযাত্রা চর্যা ১৩ 'তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকমারী'...'তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা' (চর্যাগীতি-পদাবলী, পৃ ৬৪-৬৫)

৭ তুলনীয় ধর্মপূজা-বিধান পৃ ২১৪ 'বাসির ঘট পত্র কৈল প্রভু বালির মুকুতা'

৮ কাপালিক যোগীর অনুরূপ সাজ (দ্র. গোর্খ-বিজয় ভূ পৃ গ৩)

৯ মীননাথের অনুরূপ আচরণ

১০ ধর্মঠাকুরের নির্দিষ্ট গাছ বট। এখানে শিবের সহিত বটগাছের সংযোগ, শিব ও ধর্মের অভিন্নত্বজ্ঞাপক

১১ কদলীরাজ্যে মীননাথের সভায় গোর্খনাথের নাট স্মরণ করায়

১২ তান্ত্রিক পরিভাষা

১৩ ইহা স্পষ্টতঃই সুফীপ্রভাবজাত উক্তি

১৪ তুলনীয় গোর্খ-বিজয় পৃ ১৭৯-২০২। নৃত্যসহযোগে ইহা উত্তরবঙ্গে গীত হইয়া থাকে

শিবের মনোহর বেশ দেখিবার জন্য সকলে ব্যাকুল। তখন দুর্গা কামাখ্যাচণ্ডী-রূপে শিবকে দেখা দিলেন। পুনরায় শ্বেতমাছি[১]-রূপে শিবের কর্ণমূলে বসিয়া দুর্গা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—'কি লাগি উত্তম বেশ না কর গোসাঞি তোমার লাগ্যা জন্মিলাম কত শত ঠাঞি'[২]। তখন শিব সব বুঝিতে পারিয়া দিব্যমূর্তি ধারণ করিলেন।

এদিকে শিবের মনোহর বেশ দেখিয়া রমণীগণের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিলে, 'দুর্গা বলেন বহিনী সব না হও কল্পিতা আমার বিভার বর সভার গর্বিতা'। শুধু তাহাই নহে, কামনা করিয়া 'সাতবার' মরিলেও[৩] আর 'ঠাকুরের' দেখা পাইবে না। (এদিকে দুর্গাকে কোলে বসাইয়া তাঁহার রূপ নিরীক্ষণ করেন শিব, ঠিক 'কমলের বনে জান ভ্রমর মধু খায়' এবং চরমে, 'কমলে ভ্রমরে যেন হয়্যা গেল মেলা পুষ্প পায়্যা কেলি যেন করয়ে ভ্রমরা'[৪]। হরগৌরী-মিলনের এই যোগরূপকই মনে হয়, বাঙ্গালীর হরমঙ্গল-সাহিত্যের আদ্যকথা।

শৈব যোগীদের সঙ্গে বৌদ্ধ যোগীদের এবং চর্যাগীতির সঙ্গে পরবর্তীকালের হরমঙ্গল-কাব্যের যোগসূত্র আলোচিত হইতেছে[৫]। বিনয়লক্ষ্মণের রচনা হইতে ইহার পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ সমর্থন মিলিবে।)

(যোগরূপক হরমঙ্গলের দ্বিতীয় ধারার সন্ধান পাওয়া যায়, কৃষ্ণদাসের রচনায়[৬] ধান্যের জন্ম, ধানের চাষ ও ধান পোড়ানোর প্রসঙ্গ হইতে। হরগৌরীর কামনা হইতে ধানের জন্ম, 'কামন্থ নগরে' কুটির বান্ধিয়া শিবের ধান চাষের পত্তন। এই নগরের উত্তরে 'পাঞ্চাল', দক্ষিণে 'কোচের নগর'। বসিবার স্থান দুই 'কোষ' জুড়িয়া। বীর হনুমান করিলেন লাঙ্গলের পুণ্যাহ। শিবের বৃষ আর দুর্গার বাঘ লইয়া লাঙ্গলে জুড়িয়া হালুয়া হনুমান[৭] দাঁড়াইল 'যেন পর্বত ত্রিকূট'। লাঙ্গলের মুট চাপিয়া ধরে হনুমান আর টানিয়া চলে বাঘ এবং বৃষ। কুড়ি হাত মাটি বাহিয়া উপড়িয়া যায়। ক্ষিতি টলটল করে, ত্রাসে কাঁপিয়া ওঠে। এইরূপ অবস্থায় বিরূপাক্ষের কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত সৃষ্টি ধ্বংস হয়।—ইহাই হইল শিবের ধান চাষের আসল স্বরূপ[৮]।

---

১ দেবীর 'শ্বেত'মাছির রূপ ধরিবার প্রসঙ্গ আরও আছে (দ্র. গো-বি, পৃ ১৯)

২ ইহা গোর্খ-বিজয়ের হর-গৌরীর কথোপকথন স্মরণ করায় (ঐ পৃ ৬)   ৩ দ্রষ্টব্য ঐ

৪ তুলনীয় 'পুষ্প পাইয়া ভ্রমর মধুভোলা' (দ্র. গো-বি ভূ পৃ ১-৭২) এবং ইহার আকরস্বরূপ মীননাথের চর্যাপদাংশ 'কমল মধু পিবি ধোকে ণ ভমরা' এবং কাহ্নের অন্ত্যজ ডোম্বী চর্যা 'এক সো পদমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী' (দ্র. চর্যাগীতি-পদাবলী পৃ ৫৯-৬১)

৫ দ্রষ্টব্য চর্যাগীতি-পদাবলী ভূ পৃ ৩২   ৬ পৃ ৩৯৪-৯৬

৭ তুলনীয় 'বাঘে বলদে হ্যল জুড়িনু মর্কট হৈল কৃষাণ' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ২ সং পৃ ৭১৬)

৮ পৃ ৩৯৫

কিন্তু এতো ধূমধামের চাষের পর, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ মাত্র 'আড়াই হাল্দা'[১]। শিব ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষাণ ভীমকে ধানে আগুন লাগাইতে বলিলেন,—'মরুক মনে চাস কর্ম্মে লাগুক আগুন'[২]। সেই আগুন জ্বলে দ্বাদশ বৎসর। কিন্তু ধান মরিলেও বীজ রহিয়া যায়; ভীমই বরুণমন্ত্র জপিয়া জল ঢালিয়া[৩] আগুন নিবাইয়া দেন এবং 'অর্দ্ধেক বাঁচিল ধান্য সেহ ত অসীম'[৪]।

শিবের এই বিচিত্র ধানচাষের কাহিনী মূলে ছিল ধর্মঠাকুরের। 'মুক্তাহার' ধানের তণ্ডুলে হরিশ্চন্দ্র ধর্মপাদুকা স্থাপন করিয়া বারমতী ঘরভরণ পূজা করিয়াছিলেন,[৫] অর্থাৎ ধান হইতেছে ধর্ম ঠাকুরের পীঠ এবং এই ঐতিহ্য ধান-ধর্মের সম্পর্কের প্রাচীনতাই সপ্রমাণ করে। পরবর্তীকালে ধর্ম ও শিব অভিন্ন হইয়া গেলে, ধর্মের চাষ শিবঠাকুরে বর্তাইল এবং যোগী শিবের মৌলিক 'কামস্থ' 'কোচের' কাহিনীর সহিত মিশাইয়া 'হরমঙ্গল' সাহিত্যের বর্তমান রূপ দাঁড়াইয়া গেল।

কামস্থ নগরে মহাকাল শিবের আমন ধান চাষ করিবার রূপকের জড় চর্যাগীতিতে[৬] অনুসন্ধান করিলে মিলিবে। মানবদেহ জমিতেই এই চাষ,—

মুখখানি আল গুরু জিহ্বাখানি ফাল   অমর পাটনে জোর গুরুকের হাল।
উচ্চ নীচ্চ ভূমিখানি হংসী তাত হএ   যদি হৈবা গৃহবাসী সে ভূমি চষএ[৭]।

বাঙ্গালীর শিব যোগী শিব। সংসার চালাইতে জমিচাষ তাঁহার পোষায় না। স্ত্রীর কথা শুনিয়া, 'আজন্ম ভিখারীর' ইহা বিদেশে সাময়িক দুর্ভোগ মাত্র। মোহমুক্ত হইতেই,—

হর বলেন এতদিন ভজিতাঙ হরি   'ধর্ম্মের সঞ্চয়'[৮] ছাড়্যা বৃথা কাজে মরি[৯]।

সুতরাং আর নয়,—

এত বলি ধ্যানে মন দিলেন ঈশান   অনল পাইয়া পোড়ে মহেশের ধান[৯]।

---

১ ধর্মপূজা-বিধান পৃ ২৩৩   ২ ঐ   ঐ

৩ ঐ ২৩৪। তুলনীয় বাঙ্গালা মন্ত্রের 'ভীমসরের পানি' (দ্র. পুঁথি-পরিচয় ১ম খণ্ড, পৃ ১৯৫)

৪ ঐ ২৩৪   ৫ ঐ পৃ ২৩৭

৬ চর্যা, ২১, কাল মুষা উহ ণ বাণ   গঅণে উঠি করঅ অমণ ধাণ' (অমণ ধাণ=অমনস্ক বা মনোহীন ধ্যান, দ্র. চর্যাগীতি-পদাবলী পৃ ৭৫, ১৫৫)

৭ গোর্খ-বিজয় পৃ ৫৯, ৮৬-৭ এবং তুলনীয় ঐ ভূ পৃ ১-খ২ 'বাবে বলদে হালখানি জুড়িলাঙ মন-পবন তাহার কৃষাণ, পানির কুম্ভীরে হুড়া ঝাড়িয়া যান মুষায়ে বুনিঞা যান ধান।

৮ অর্থাৎ ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে ধ্যান

৯ পৃ ৬৯৫

কিন্তু গৃহস্থ বাঙ্গালীর পোড়া ধানে কাজ চলে না। মাসীপিসীর রূপকথার নানা রঙ্গের[১] ধানের বীজ বাছিয়া লইয়া শিবকে দিয়া সে 'পুনশ্চ অপর বর্ষে আরম্ভিল চাস'[২] এবং আলোচ্য হরমঙ্গলদ্বয় বাঙ্গালীর এই চাষেরই সার্থক সংহিতা-গ্রন্থ।

বাখড়ের 'কিস্মাপাঁচালীর'[৩] যে খণ্ডিত এক পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মূল কাব্যের কোনও পরিচয় দেওয়া যায় না। ইহাতে দক্ষরাজের বধপ্রসঙ্গ রহিয়াছে। দক্ষ-রাজকে বধ করিয়া রাজা শিবসিংহ স্বরাজ্যে আসিয়া সমারোহে আট পুত্রের বিবাহ দিয়া হৃষ্ট-মনে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এইখানেই কিস্মাপাঁচালীর সমাপ্তি। তথাকথিত বিদ্যাপতির নামে যে পাতড়াটি[৪] আছে তাহাতে শাক্ত-বৈষ্ণবের ঝগড়ার চিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে। অজ্ঞাত ভনিতার মূল্যবান্ বিবিধ রচনার পরিচয় পূর্বে দিয়াছি; ইহা ছাড়া, বিবিধ বৈষ্ণবনিবন্ধ,[৫] একাদশী-পাঁচালী,[৬] কথকতার পুঁথি,[৭] কবিরাজী পাতড়া,[৮] কামশাস্ত্র,[৯] কালিপ্রস্তুতের ছড়া,[১০] কয়েকটি গদ্যের নমুনা,[১১] বাজনার বোল,[১২] কয়েকটি পুরাতন গান,[১৩] কয়েকটি ছড়া,[১৪] জন্মাষ্টমীর পালা,[১৫] জ্যোতিষের পাতড়া,,[১৬] দণ্ডীপর্ব,[১৭] ধর্মরাজের ও কামিন্যার ধ্যানমন্ত্র,[১৮] নাড়ীপরীক্ষা,[১৯] প্রাকৃতের পাতড়া,[২০] শিবদাসের আত্মকথা[২১] ও কয়েকটি হেঁয়ালী[২২] এই খণ্ডে ছাপা হইল। অজ্ঞাত রচনার পুঁথিগুলি বেশীর ভাগই খণ্ডিত। এইজন্য অনেক জ্ঞাত বিষয়েরও অজ্ঞাতের পর্যায়ে আলোচিত হওয়া বিচিত্র নহে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একটু বিচার করিয়া দেখিলেই সন্দেহমোচন হইবে; আমরাও ভবিষ্যতে সংশোধন করিতে পারিব।

---

১ এই কল্পনার মূলেও বৌদ্ধতান্ত্রিক বা প্রাচীনতর কোনও ঐতিহ্য থাকা সম্ভব

২ ধর্মপূজা-বিধান পৃ ২৩৪ ৩ পৃ ৩৫ ৪ পৃ ২০৩

৫ ক্রমিক সংখ্যায় ৭, ৮, ১৪, ১৬, ২১, ১২৭, ২১৯, ২২০ ৬ ঐ ২২ ৭ ঐ ২৫, ২৬

৮ ঐ ২৭, ২৯, ৩০, ১৭১, ১৮৯ ৯ ঐ ৩৪

১০ ঐ ৩৭। শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় এই ফরমুলা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল

১১ ঐ ৪৯, ১৭০, ১৭৫ ১২ ঐ ৫৩

১৩ ঐ ৫৩, ৫৪, ৫৭, ৬০, ৬৭, ৭০, ৭২, ৭৬, ৭৭ ১৪ ঐ ৯৬, ৯৭ ১৫ ঐ ১০২

১৬ ঐ ১০৩, ১০৬, ১০৮

১৭ ঐ ১১৩। এই অংশটি ১১৪ সংখ্যক পুঁথির প্রথম অংশ হইতে পারে

১৮ ঐ ১২৩ ১৯ ঐ ১২৫

২০ ঐ ১৬৬। 'গাহুলী বহুব্রতী' অর্থাৎ গাহুলী শব্দের অর্থ 'বহু'

২১ ঐ ২৩২। কোনও অজ্ঞাতনামা রচনার আরম্ভ-অংশ হইতে পারে

২২ পৃ ৩, ৫৮ (এই পৃষ্ঠার হেঁয়ালী দুইটিতে দ্বিজ রামলোচনের ভনিতা আছে), ৩৭৭

মূল পুঁথি ছাড়া, পুষ্পিকাতেও অনেক নূতন তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে; তাহার কতক এই গ্রন্থে[1] পাওয়া যাইবে। বাকী মিলিবে তৃতীয় খণ্ডের (খ) পরিশিষ্টে। এই গ্রন্থে মুদ্রিত লক্ষণীয় পুষ্পিকাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ মাত্র একটি পুষ্পিকার[2] প্রতি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ওড়িষ্যায় জগন্নাথমন্দিরে একদা (১২৩০ অমলি সালে[3]) বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মিলিয়া কার্ত্তিক মাসে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। বিমলা দেবীর ২রা আশ্বিনের পূজাবিধি তাঁহারা মানেন নাই। প্রাচীনতর বিধানমতে, আশ্বিন মাসে ১৬ দিন পূজা করিয়া 'দশেরা' বা বিজয়া করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় নাই। বাঙ্গালীদের অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহারা কাশী ও নবদ্বীপ হইতে 'ব্যবস্থা'[4] বা ভাষ আনাইয়া জিদ বজায় করিতে, কার্ত্তিক মাসে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন।

এই খণ্ডের কয়েকটি মামুলী পুঁথির[5] মূল্যবান্ পুষ্পিকার অংশ পরিশিষ্ট(খ)-এর অপেক্ষায় ছিল। সেগুলি অংশতঃ পাদটীকায় মুদ্রিত হইল, সম্পূর্ণাংশে তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

---

১ পৃ ২, ২৪, ২৬, ২৭, ৩৫, ৩৯, ৮৬, ৮৭, ৯৯, ১০৩, ১২৭, ১৫৪, ২২৫, ২৪০, ২৫৬, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫ ২৭৬, ২৭৭, ২৮৪, ২৮৭, ২৮৯, ২৯১, ৩২৯, ৩৩৪, ৩৬২, ৩৬৫ ইত্যাদি ২ পৃ ২৮৭

৩ ওড়িয়া অমলি ('অমড়ি'=ফসল-সম্বন্ধী) সালের অঙ্ক ভাদ্রের শুক্লা দ্বাদশী ('সুনিয়া') হইতে আরম্ভ হয়। গজপতি মহারাজদের অঙ্কও ইহা হইতে গণনা করা হয়। ইহা আকবর বাদশাহের প্রবর্তিত এবং বঙ্গাব্দ হইতে ৫ মাস কম

৪ 'ভাষ' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' ১ম খণ্ডে করিতেছি। নবদ্বীপ হইতে 'ব্যবস্থা' আনার প্রসঙ্গ ঐ গ্রন্থের ২য় খণ্ডেও (দ্র পৃ ২৫২) আছে

৫ পুঁথি-সংখ্যা ৫৪২। সম্ভবতঃ কলিকাতার যে চীনা দোকান হইতে পুঁথিলেখার কাগজ কেনা হইয়াছিল সেই দোকানের বিজ্ঞাপনের সীলমোহর আছে চীনা হরফে

৫৪৬ ইংরেজী ও বাঙ্গালা সন তারিখ আছে; কিন্তু খৃ ১৮২৯, ১০ই 'মার্চ' ও সন ১২৩৬, ৬ই 'ভাদ্রে' মিল নাই

৬৫২ 'পুস্তক পড়াতে দিবে পণ্ডীতের ঠাঞি গবাগুনা গ্রীষ্ম জেন গোবরায় নাঞী'

৭০৬ 'সাঃ মাজীডিহা। পঃ জাহানাবাদ। সাঃ কয়াপাট। পঃ বকন্দিপ। সন ১২১৩'

৭২৭ 'জে জন লইব পুথি দেব নারায়ন তাহারে করিহ দয়া দেব নারায়ন'।

৭৭৬ 'শ্রীনন্দকুমার মুখপাধ্যায় পুথি পোড়িতে নআ গৃয়েছিলেন পড়া শাঙ্গ কোরিআ তাঁতে[র] উপর রাখিআ গৃআছিলেন শেই রাত্রিতে ইন্দুরে পাঁচ পাত পুথি কাটিআ গৃআছিলেন'

৮৬০ 'জে জন লইব পুথি যুন ভগবান মনবাঞ্ছা সিদ্ধি তার দিয় দির্ব্বজ্ঞান।'

৮৯৩ 'লিখিতং শ্রীরামহরি পণ্ডিত গাএন। সাকিম ভুরসিষ্ঠ নাইট্যা। তারপর বাড়ি পিআরাপুর॥ ইতি তারিখ ১৭ ফাগুন। সন ১২৩৯ সাল জাগরন সাংঙ্গ হইল'॥

৮৯৪ 'শ্রীশ্রী৺ভাগীধর দুলে এই পুস্তক লইলেন'॥

৯২২ 'সাং চৈতন্যবাটি: পরগনে চৌহমুহা হাবিসাল সরকার বর্দ্ধমান'

৯৫৫ 'সাং অক্ষর শ্রীরামকান্ত নাথ পণ্ডিতং সাকিম খুরুট এই পুস্তকের দক্ষিনা সিকা এক আনা দিয়া ইতি'

৯৯৭ 'বেলা আটার সময়ে সাঙ্গ এই পুস্তক'

কিছু পদাবলীর[1] সূচীও তৃতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় রহিল। গৃহনির্ণয়[2] ও আঁতুরঘরের বিবরণ-[3] সম্বলিত পাতড়া দুইখানি 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইবে এবং ভৌতিক বিষয়ের 'ভাষখানি[4] দ্বিতীয় খণ্ডে[5] প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভনিতার যে সকল মূল্যবান্ বা মামুলী পুঁথির বা পুষ্পিকার অথবা তাহার তথ্যাবলী-সম্পর্কে কিছু বলা হইল না[6] সেগুলির প্রতিও সন্ধানী লোকের দৃষ্টি যথাযোগ্যভাবে পড়িবে বলিয়াই বিশ্বাস।

যে তথ্যসম্ভার এই গ্রন্থে অবচিত হইল, প্রচলিত প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাসের যে-কোনো বই খুলিয়া তুলনা করিয়া পড়িলেই ইহার নবত্ব লক্ষিত হইবে এবং এই তথ্যসমূহ অপরিহার্য উপকরণরূপে গ্রহণ করিয়া ইতিহাসের শূন্য পৃষ্ঠা ভরতী করিতে হইবে। এই গ্রন্থে নূতন অনেক পুঁথির উৎকৃষ্ট দীর্ঘ অংশসমূহ নমুনারূপে অথবা নির্যাসস্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে ; তাহা হইতে এই সকল রচনার সাহিত্যরসের সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যাইবে। ভনিতা, সম্ভবস্থলে পরিচয়, পুষ্পিকাদি তো আছেই ; ইহাতে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্য প্রভূত উপকরণ মিলিবে। ফলে, এই গ্রন্থ একাধারে সাহিত্য-সংকলনের ও সাহিত্য-ইতিহাসের আকরগ্রন্থের রূপ ধারণ করিয়াছে। কেবলমাত্র মামুলী পুঁথিবিবরণী-সংকলন আমাদের আদর্শ নহে, সে কথা আগেই বলিয়াছি। 'পুঁথি-পরিচয়' কেবল শুষ্ক তথ্যের কঙ্কাল না-হইয়া যাহাতে বাঙ্গালার মধ্যযুগের জাতীয় সাহিত্যিক প্রচেষ্টার প্রতিচ্ছবি ও প্রাণশক্তির ইঙ্গিতে উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তাহাই আমাদের লক্ষ্য। বর্তমান কালের সাহিত্যবোধ ও সহজ বুদ্ধিতে যদি অতীতের এই সকল কবিকৃতির মূল্য যথাযথভাবে নিরূপণ করিয়া সহৃদয় পাঠকগোষ্ঠীর কিছুমাত্র কৌতূহল জাগাইতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা হইলেই এই দুরূহ কাজ সার্থক হইবে।

---

১ পুঁথি-সংখ্যা ৮৬২, ৯৫২

২ ঐ ৫৭৯ 'বাউস্ত নির্ণয়ঃ'

৩ ঐ ৭১৭ ৪ ঐ ৮৭৮

৫ পৃ ৬৮-৬৯ সং ২২৮। বি ৮৬৭ দ্রষ্টব্য

৬ যেমন ৯৯৮ সংখ্যায় (পৃ ৪৪৬) বিদ্যাসুন্দরের পুঁথিতে 'দ্বিজ আত্মারাম গোঁসাই', এই ভনিতার প্রয়োগ, ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামী এম্-এ, ডি-ফিল্ বিশ্বভারতী-সংগ্রহের ও আমার ব্যক্তিগত 'পল্লীশ্রী-সংগ্রহের' ভারতচন্দ্রের পুঁথিগুলির উপর কিছু কাজ করিয়াছেন (১৯৫৩)

বিশেষ দেবদেবীর নামে পুটিত হইয়া রচিত হইলেও, এই রচনার অনেকগুলিতেই পুরাতন বাঙ্গালী ধর্মের, বাঙ্গালী সমাজের, বাঙ্গালী গৃহস্থের আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে এবং এই সকল রচনা কালবারিত হইয়াও কালজয় করিয়াছে; সুতরাং ইহাদের আবেদন চির-কালের। বিশেষ দেশ-কালের সংকীর্ণ সমাজের প্রয়োজনবোধে লিখিত হইলেও, বৃহত্তর বিদগ্ধসমাজও স্বচ্ছন্দে এই সাহিত্য হইতে সহজ রস উপভোগ করিতে সক্ষম হইবেন। স্থূল-দৃষ্টিতে, সমকালীন যুগরুচিকে খুসী করিতে ইহাদের জন্ম মনে হইলেও, তাহার উর্ধ্বে ইহাদের অধিকাংশের স্থান। বহু শতাব্দীর বহু ব্যক্তিকে এই সাহিত্যধারা একদা আনন্দ দিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা ধর্মাশ্রিত সাহিত্য হইলেও, মনে রাখিতে হইবে, সেকালে ধর্ম ও সাহিত্য ভিন্ন ছিল না। চিরন্তনের আবেদন যাহাতে আছে তাহাই সৎ, তাহাই ধর্ম, তাহাই সাহিত্য। উপরন্তু, প্রাচীন ভারতের এক অখণ্ড চিন্তাধারা কালে কালে রূপান্তরিত হইয়া, বিভিন্ন কবি-মানসে বিভিন্ন নামে যে পদচিহ্ন আঁকিয়া গিয়াছে, তাহারই বিচিত্র বিকাশ আমরা এই সকল গ্রন্থমালায় সহজেই খুঁজিয়া পাই। সাহিত্যশিল্প-রচনায় উৎকর্ষ অপকর্ষ, শ্লীলতা অশ্লীলতা সমকালীন বিচারের কথা। মূলতঃ যে অধ্যাত্মচিন্তা ভারতের সনাতন বস্তু, তাহারই ভাস্বর মূর্তি কালের নিকষে ফুটিয়া উঠিয়াছে এই সকল সাহিত্যের আধারে। ধর্ম-চণ্ডী, নেতা-মনসা, হর-হাড়িঝি, রাম-রাবণ, রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা, বদর-মানিক প্রভৃতি নামের প্রতীকে একই অধ্যাত্মসমন্বয়-চিন্তা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে বাঙ্গালীচিত্তে তথা পুরাতন বাঙ্গালাসাহিত্যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতের অন্য প্রাদেশিক পুরাতন লৌকিক সাহিত্যেরও আত্মকথা এই। ভাষাতাত্ত্বিক তুলনাত্মক সমীক্ষণের দ্বারা বিভিন্ন সাহিত্যধারার আলোচনা চলিতে থাকিলে, বিচিত্র আলোকসম্পাতে স্বল্পজ্ঞাত এই সাহিত্যসৌধের বিভিন্ন মহলার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুরাতন সাহিত্যকে আমরা এই কালে সশ্রদ্ধ ও সসম্মান মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করিলে আমাদের চিত্তদৈন্যই সূচিত হইবে। কালজয়ী সাহিত্যের দরবারে ইহাকে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেই আমাদের এই প্রয়াস। দুঃখের বিষয়, যে প্রাচীন পুঁথির আধারে পুরাতন সাহিত্য সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা দেশের ইতস্ততঃ এখনও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অনাদৃত থাকিয়া প্রতিদিন নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সেই সকল নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে আমরা সকলেই এখনও সমানে উদাসীন; এমন কি, শিক্ষিতাশিক্ষিত-নির্বিশেষে অধিকাংশ লোকেরই এই বিষয়ে পরিষ্কার কোনও ধারণাও নাই। প্রসঙ্গত, দশদফা কর্মক্রম-সম্বলিত একটি পরিকল্পনা তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। এই বিষয়ে দেশের লোকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ আমি পূর্বে বহুস্থানে করিয়াছি, এখনও করিতেছি। ঘরে ঘরে

হাতেলেখা অজস্র বাঙ্গালা পুঁথি অনাদরে অবহেলায় সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবার পূর্বেই, সেগুলি সংগ্রহ করিতে সাহিত্যপ্রেমী প্রত্যেককে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার উপসংহার করিলাম।

এই গ্রন্থের প্রতিলিপি-প্রস্তুতিতে শ্রীমান্ শঙ্করপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী উষা চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, শ্রীমতী মণিকা ভট্টাচার্য এম্-এ ও নির্ঘণ্ট-অংশে শ্রীমান্ অসীমকুমার নন্দ বি-এ কিছু কিছু প্রাথমিক সাহায্য করিয়াছেন। শান্তিনিকেতন-প্রেসের কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় ও তাঁহার সহকর্মিগণের তৎপরতায়, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বলরাম সাহার নিপুণতায় এইরূপ বিপুলকলেবর পুঁথি-পরিচয় গ্রন্থ অনায়াসে প্রকাশ করা সম্ভব হইল॥

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
শান্তিনিকেতন,
শিবচতুর্দশী, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল
অবেক্ষক, বাঙ্গালা পুঁথিবিভাগ

॥ পুস্তক পড়িতে দিবে পণ্ডিতের ঠাঞি
গবাগুণা গ্রন্থ যেন গোবরায় নাঞী ॥

—পৃ ২২

পুঁথি-পরিচয় (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১) দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা পৃষ্ঠা ১৬

অনাদ্যের পুথির গ্রন্থনাম ও ভনিতা

১ অঙ্গদ রায়বার

কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ৬০২ ; পত্র ৪ ; খণ্ডিত ; দক্ষিণপ্রান্তে কীটদষ্ট ; আকার ১২"×৩"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের।

শেষ ও ভনিতা,

[?] শ্রদ্ধা করি জেই [জন শুনে রায়বার], শত্রু ভয় পরাভব না হএ তাহার। রসিক জনের মুখে স্থনিল আনন্দে, রায়বার রচনা করিল কবিচন্দে ॥

পুষ্পিকা,

সমাপ্তশ্চায়ং রায়বার ॥ শকাব্দা··· দাসস্য পাঠার্থং ॥ লেখক শ্রীগোপাল শর্ম্মেতি। বিতেরিখ ১৭ ভাদ্র ॥ রোজ রবিবার। দিবা পঞ্চবিংসতি দণ্ডায়হিসমাপ্ত ॥ নমো রামচন্দ্রায় নমঃ ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥ নমো গুরুবে ॥

২ অঙ্গদ রায়বার

কৃত্তিবাস

পুঁথিসংখ্যা ৭২৩ ; পত্র ১১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩"×৪½"। লিপিকাল সন ১২৫৮ সাল।

[১খ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রাঅ নম ॥ অথ অঙ্গদ রায়বার ॥ রামাঅ রামচন্দ্রাঅ রামভদ্রাঅ ভেদসে
রঘুনাথাঅ নাথাঅ সিতাঅপ্রথাঅ নম ॥৪॥
বন্ধ গেল সিন্দু রামচন্দ্র হৈল পার, বানরে বেড়িল গিআ লঙ্কার দুআর।
রাম বলেন ষুগ্রিব মিতা আর কেন বিলম্ব, করে কেন্যাই রাবন রাজা যুদ্ধের আরম্ভ।
পঞ্চ দিন দু কটকে না হঅ মিলন, রাম বলেন যুদ্ধ কেন না দেঅ রাবন।
[৪ক এই যুক্তি রাবন রাজা করিতেছিল বসে, এমন সমঅ অঙ্গদ বির উত্তরিল এসে।
প্রকাণ্ড শরির বীরের মন্দ মন্দ গতি, পূর্ব্বাচল হৈতে জেন আইসে দিনপতি।
[৪খ আকাশে দেউটি জেন দুই চক্ষু জলে, মস্তক ঠেকেচে বিরের গগনমণ্ডলে।
রাবনের সেনাপতি দ্বারে ছিল জারা, অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তারা।
বড় বড় বির ছিল রাজার রক্ষক, তক্ষক দেখিআ জেন পালাঅ মুসক।

দুআরে দুআরি ছিল উঠে দিল রড়, লাথির চোটে কপাট ভেঙ্গে প্রবেশিল গড়।
জেখানে রাবন রাজা বসেছে দিআনে, লম্ফ দিআ বির তার বৈসে মদ্ধখানে।
শেষ,
[১০খ ভক্তিভাবে জে যুনে অঙ্গদ রায়বার, সক্রুভয় পরাজয় না হয় তাহার।
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের মোধুর বচন, এই অবধি অঙ্গদের পলা সমর্পন।
[১১ক বিদায় হইয়া গেল বালির নন্দন, আপন থানায় গিআ দিল দরশন।
আগুলিআ রহে গিয়া দক্ষিন দুআর, কির্ত্তিবাস রচিল অ[ঙ্গদ] রায়বার॥
পুষ্পিকা,
ইতি শ্রীঅঙ্গদ রাঅবার সংপূর্ণ॥ জথা দৃষ্ট তথা লিখিতং লিক্ষকে নাস্তি দোসকং ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ হস্তি বিচলিত পাদান জিম্ভা বিচলিত পণ্ডিত ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ সাক্ষর শ্রীঅর্জুন আশ্বিনি সাং কৃষ্ণগঞ্জ পরগনে জাহানাবাদ স[র]কার মান্দারন॥ থানা গড়বেতা॥ জেলা মেদিনিপুর॥ ইতি শ্রী তাং সন ১২৫৮ সাল বারসর্ত্ত আটার্ণ সাল মাহ আশ্বিন॥ ১০ আশ্বিন রোজ বৃস্পতিবার রাত্রি ৪ চারি দণ্ডে সমাপ্ত॥ ইতি॥

৩ অভয়ামঙ্গল

সুবুদ্ধিরাম

পুঁথিসংখ্যা ৯৬৮; পত্র ৩; খণ্ডিত; আকার ১৩½"×৫"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসর পূর্বের। ভনিতা, [১খ যুবুদ্ধিরামেতে ভনে ভাবিয়া ভবানি, বন্দনা হইল সাএ... সাজনি। [৩ক যুবুদ্ধি রামেতে ভনে অভয়া ভাবিয়া, যত নারি সাজে এখন যুন মন দিয়া। [৩খ রত্নমহল সে[া]ভা করে কর্ণফুল, যুবুদ্ধিরামেতে ভনে এক সমতুল। [২খ যুবুদ্ধি-রামেতে ভনে অভয়ার বরে, উপনিত হইল গিয়া মর্কণ্ঠ নগরে। [২ক যুবুদ্ধিরামেতে ভনে নবি দুর্গার চরণে জাহার প্রসাদে ইহা গাই। আরম্ভ,
[১ক শ্রীহরিকৃষ্ণ॥
সই অপরুপ বানি, যুনিতে এ সব কথা দেবের সাজনি।
প্রনতি করিয়া বন্দ মহোদেব গজ[ানন], লম্বদর যুন্দরকায় মুসকবাহন।
বিচিত্র জপিত মাল গজমুণ্ডধারি॥ ধ্রো॥ ব্যাঘছাল পরিধান ভূসিত সি...।
আরহন কর প্রভু মুসকে চড়িয়া,...মঙ্গল কীছু সোন মন দিয়া।
সরস্বতি দেবি বন্দো করিয়া......, মোর কণ্ঠে কর ভর গাইব পার্ব্বন।
হংস্তে ব্রহ্মা বন্দিলাম গরুড়ে নারায়ণ, ব্রেসেভে বন্দিলাম সিব দেব ত্রিলোচন।

এ তিন ভুবন মর্দ্ধে জাহার দেবসভা, কোচের মায়্যা নির্ত্ত ··পাইয়া ভর জুবা।
তবে করজোড়ে বন্দিলাম শ্রীকৃষ্ণচরনে, রাধিকা গোপিনি লইয়া···বিন্দাবনে।
তবে ত বন্দিলাম আমি ইন্দ্র দেবরাজ, গু[রু]পত্নি···জিনি পাইল বড় লাজ।
সাপ দিল মহাঁমুনি ক্রধিত হইয়া, ইন্দ্রের গাএতে হইল এক লক্ষ্য বুয়িয়া।
তবেত গঙ্গাদেবি বন্দম মকরবাহনে, ভগিরথ আদি বন্দোম তাহার সেবনে।
প্রিথিবিতে অবতার ভগিরথ হইতে, ভগরূপে ভবানি বন্দোহ জোড় করি হাথে।
কামিক্যার কামিনি বন্দো জত গুনিজন, চৌসট্টি জোগিনি বন্দোহ উনমর্ত্ত মদন।
হরিন বাহনে [বন্দো] দেবতা পবন, অঞ্জনা বানরি লইয়া করেন··· ।
তবে [ত বন্দম] আমি বিরাট কুমারি, পঞ্চ ভাই জুদিষ্টি[র]····· এক নারি।
তবে বেদবতি ব[ন্দ]১ক] [১খ পরম কারন, সর্ত্ত ভঙ্গ করিলেক দুর্জয় রাবন।
দেব দানবের কণ্যা জিনিল বিবাদে, লক্ষ কুটি নারি রাবন রাত্রিদি[ন] ··।
নারদ আদি বন্দিলাম রিস্বশ্রঙ্গ মুনি, তপভঙ্গ কৈল সে ·· কামিনী।
জোম বরুন বন্দো ডেব···সকল, মন দিয়া যুন কহি···মঙ্গল।
তবে ত পার্ব্বতি বন্দোম পার্ব্বন পিরিতি, মইয়র বাহনে বন্দো কার্তিক মহামতি।
লক্ষ্মি সারদা বন্দোহ নয়াইয়া মতা, হেমন্ত মেনকা বন্দোহ দেবির মাতাপিতা।
কলাবহু [আ]দি বন্দেম জয়া বিজয়া, মর্ত্তপুরি আইস দেবি পরিবার লইয়া।
দোষ অপবাদ কিছু না লইবে আমার, গাইব···মঙ্গল তৌমার বরের।
যুবুদ্ধিরামেতে ভনে ভাবিয়া ভবানি, বন্দনা হইল সাএ বাড়ার সাজুনি।

অতঃপর শিবলিঙ্গের বামনপাড়া, কাইতপাড়া, হুগলিবন্দর, বলাগড়, নইআটি, কামারপাড়া. কৈবর্ত্তপাড়া, মালিপাড়া বাবরিপাড়া, কুমারহট্ট, উড়্যাপাড়া, গুপ্তিপাড়া, বেলগাছা, সাতঘরা, মাইনাড়া, মোনাদ. উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম কোণের সর্বত্র, কোচনগর, মর্কণ্ঠ নগরে বিজয় অভিযান। এইরূপ রচনার আধুনিক পরিণতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট 'খ'। চাষ-আবাদের সময় চাষীরা জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত ইহা গাহিয়া থাকে।

পুঁথিখানির প্রথম পত্রের ভিতর পৃষ্ঠায় একখানি পত্র ও দুইটি হেঁয়ালী আছে ;—

১. রজনিতে জর্ম্ম তার দিবসে মরন, জাহার ঘরে জর্ম্মে তার অবসি ক্রন্দন।
জর্ম্ম দিয়া তার পিতা পালাইয়া জায়, বুঝ বুঝ পণ্ডিত জন হে যভায়!

২. দেখিতে রূপস দুই মুখ এক কায়, এক মুখে উগরে আর মুখে খায়।
মরিলে জিবন পায় শুত পরসে, বুঝ বুঝ পণ্ডিত জন সভা মধ্যে বৈসে।

৪ অর্জুনের গুমান ভঞ্জন

দ্বিজ কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ৮৪৯ ; পত্র ৮ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩১/২"×৪১/২"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

আরম্ভ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ট ॥ অথো অর্জুনের গুমান ভঞ্জন লিক্ষতে ॥

জন্মেজঅ জিজ্ঞাসিলা কহ তপধন, তারপর কি করিলে[ন] পিত্যামোহগন।

বৈসম্পাঅন বলে স্থন নৃপবর, এইরূপে বঞ্চে সভে কানন ভিতর।

পঞ্চ ভাই পাণ্ডব পঞ্চালি সমুদিত, বহু রাজাগন সঙ্গে মধ্র পুরোহিত।

অর্জুনের মনে বহু হইল গুমান, সংসারে নাইক বির আমার সমান।

[৩খ পন করি দুই জন করিল্যা গমন, বেসের আদেসে দ্বিজ কবিচন্দ্রে কন।

শেষ ও পুষ্পিকা,

[৮ক বর পেয়্যা ধনঞ্জঅ আনুন্দিত মনে, হনুমান চলি গেলা আপনার স্থানে।

পাখিরে বিদাঅ করি দিলা জোদুরাঅ, ব্যাসের আদেশে দিজ কবি [চ]ন্দে গাঅ ॥

অর্জুনে[র] গুমান সমাপ্ত ॥ লিখিত শ্রীকাসিনাথ পাল সাং কআপাট পরগনে বগড়িঃ সাযুড়ে

৫ অশৌচচরিত্র (ভাষা)

ষড়ানন (?)

পুঁথিসংখ্যা ৭৩৭ ; পত্র ৫ ; আকার ১৫"×৩১/২" ; অখণ্ডিত ; অসমাপ্ত। লিপিকাল ১২৩৬ সাল।

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

অশেষ কলুষহরা বন্দি মহাদেবি তারা অশৌচচরিত্র বিবেচন

অবগতে কর তিথি বিচারিয়া নানা পুথি রচিলা শ্রীযুৎ ষড়ানান।

সকল পণ্ডিতে বলে অশৌচ ব্রাহ্মনকুলে জননে মরণে দশরাতি

বার দিন ক্ষত্রি বলে পঞ্চদশ বৈস্যকুলে এক মাসে শুদ্ধ শূদ্র জাতি।

আপন অবধি গদি সপ্তম পুরুষবধি পূর্ণ অশৌচ সর্ব্বকুলে

জাবৎ দশম হয় ত্রিরাত্রে অশৌচ ক্ষয় তারপর পণ্ডিতে বলে।

চত্ত পুরুষবধি পক্ষিনি অশৌচ বিধি তারপর শুদ্ধি পায় স্নানে

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি সর্ব্ব বর্ণে এই বিধি সকল পণ্ডিতে ইহা বলে।

গলৎ [২খ কুষ্ঠ জন মইলে এমৎ ব্যবস্থা বলে প্রায়শ্চিত্ত করি শুদ্ধি পায়
শুন প্রায়শ্চিত্ত বিধি দশ ধেন প্রতিনিধি তি[ ]রস কাহন দিবে তায়ে।
স্বিতিয়ক্ষি শ্যাবদন্ত দুশ্চর্ম্ম কুলক্ষিয়স্ত পঞ্চ ধেন মূল্য বা তাহার
দিএ শুদ্ধ হয় তারা দক্ষিণা নিয়মে হরা পুত্রাদি করিলে হয় পার।
জদি ক্ষত হইয়া মরে তার অশৌচ দ্বিধা করে সপ্তাহ পর্য্যন্ত তিন রাতি
মরিলে তার পরে পূর্ণ অশোচ করে আছএ জতেক তার জ্ঞাতি।
শস্ত্রাঘাতে যেবা মরে পূর্ণ তিন দিন পরে তিন দিনে মধ্যে তিন রাতি
সর্ব্ব জাতি সাধারণ অশৌচের বিবেচন বিচারিয়া যত আছে স্মৃতি।
জন্মিয়া প্রসব ঘরে জদি সেই শিশু মরে পিতামাতা শুদ্ধি শেষ দিনে
সোদর আর সপিণ্ডরা সত্যশৌচ মানে [তারা] এই বিধি জান সর্ব্বজনে।
বিপত্তি গর্ভেতে হয় পুর্ণাশৌচ তাথে কয় দন্ত জন্ম বিনা জদি মরে
পিতামাতার একদিন দন্তের হইলে চিন তিন দিন হবে দ্বৎসরে।
[৩ক দ্বিবর্ষ না জদি পুরে মরে শিশু পোঁতে তারে অগ্নি য়াদি কোন ক্রিয়া নাঞি
জনম অবধি জত দিনে হয় দন্তযুত য়ত্যশৌচ মান সেই ঠাই।
তার মধ্যে চুড়াকাল মধ্যে জদি হয় কাল একরাত্রি অশৌচ বিধান
চুড়াকাল গেলে জত দিনে হয় জজ্ঞসূত্র যুক্ত তার মধ্যে তিন দিন বিধান।
পিতামাতা আর জ্ঞাতি পায় অশৌচ দশ রাতি হইলে গেলে জজ্ঞসূত্রদান
দন্ত চূড়া ব্রতত্রয় জদি বা অকালে হয় অশৌচ হইবে পূর্ব্বমত।
ছয়মাস দন্তকালে চূড়ার তিন বর্ষ গেলে গর্ভাষ্টম অষ্টম ব্রতে
কালে না হয় দন্ত চিন চূড়াব্রতকালে হিন অশৌচ হইবে পূর্ব্বমত।
অদন্ত শূদ্রের বালে অশৌচ তিন দিন গেল্যে জাতদন্ত মল্যে পাঁচদিন
দ্বিতীয় বৎসরের পরে জাবৎ আছে ছ বৎসরে তার মধ্যে মল্যে বার দিন।
তার পর শুদ্রের শুতে মল্যে মাসশৌচ তাথে তার মধ্যে জদি না হয় বিয়া
মাসাশৌচ হবে ভাই ইহাতে সন্দেহ নাই অসাধ্য সে বিধি দিবে কয়া।
অদন্ত মরিলে মেএ সোদর শুদ্ধি স্নান [৩খ দিয়া চূড়াকালাবধি একরাতি
তিরাত্রি তাহার পর জাবৎ না আইসে ঘর এই বিধি মিলে সর্ব্বজাতি।
বাকদান পর্য্যন্ত অশৌচ মানে এক রাতি বাক পর্য্যন্ত উভয় কুলে
ত্রিরাত্রি অশৌচ হয় জনক পতিতে পায় পতি পায় বিবাহ [হ]ইলে।
কন্যার মরণ হইলে তিন দিন সভে বলে পাঁচ দিন কারু কারু মতে
সংপুর্ণ অশৌচ করে তিন দিন তার পরে অশৌচ মানে সকল পণ্ডিতে।

সুতা মরে বাপের ঘরে জদি বা প্রসব করে দশাহ অশৌচ মানে তাথে
কেহু বলে পৃথক স্থলে অশৌচ নাই সুতা মল্যে তিন দিন কারু কারু মতে,
উদয় অবধি ভানু উদয় হইলে পুনু ধরি দিন অশৌচ গনিতে।
সংপূর্ণ জননাশৌচে অপর জননা পাছে তাহে শুদ্ধি পুর্ণাশৌচ গেলে,
স্থন কিছু দিয়া মন আ[র] পিছে দুইজন এই বিধি জ্ঞাতি মধে লে।
পূর্ণাশৌচ শেষদিনে অশৌচ হইলে পুন দুইদিন অশৌচ বাড়ে তাথে
স্থর্য্যোদয় নাই করে ততি অপর জ্ঞাতি [মরে] [৩ক তিনদিন বাড়িবে প্রভাতে।
অল্লাশৌচ আগে হয় মধ্যে পূর্ণাশৌচ পায় তাথে শুদ্ধি পূর্ণাশৌচ গেলে
করি এই বিবেচন সকল পণ্ডিতগন জনন মরণ ইহা বলে।
জন্মাশৌচ আগে হইল পরে জদি জ্ঞাতি মৈল তথি শুদ্ধি সমান মরণে
অল্ল মৃতাশৌচ হইলে বড় জন্মাশৌচ পাইলে তাথে শুদ্ধি জন্মাশৌচ গেলে।
জ্ঞাতি পুত্র হইল আগে পুত্র হইল পূর্ব্বভাগে তাথে শুদ্ধি পূর্ব্বাশৌচ গেলে
যদি পর ভাগে হয় পরাশৌচ গেলে জায় শুদ্ধি পায় সর্ব্বজনে বলে।
আগে যদি জ্ঞাতি মরে জনক জননি পরে স্থন কিছু তাথে বিধি কই
যদি পূর্ব্বভাগে পায় [তাথে] পূর্ব্বাশৌচ জায় পরভাগে পারাশৌচ নই।
নারি পতিহীন হবে সেই এই বিধি পাবে সমান অশৌচ বলে সভে
বৃদ্ধি দিনে মল্যে ভাই পুন আর বৃদ্ধি নাই বৃদ্ধিদিন গেলে শুদ্ধি পায়।
আগে মরে মরে পরে যদি তার পরে মরে মধ্য মৃত জন স্থত দারা •
মধ্য অশৌচ দিন সকলে অশৌচহীন শুদ্ধি হবে তবে সভে তারা।
একত্র দুই অশৌচ পায় গুরু অশৌচ গেলে জায় জননে মরনে হয় গুরু
জদি সামাশৌচ [হয়] তাথে পিতামাতার ক্ষয় পিতামাতা অশৌচ হয় গুরু।
নারির মরিলে নাথ জদি তার হয় স্থত গুরু অশৌচ পুত্র জনন
প্রসবে [৩খ ব্রাহ্মণ নারি কুড়ি দিন অশৌচ তারি স্থন সর্ব্ব শাস্ত্রের ভাষন।
কুড়ি দিনের মধ্যে জদি সেই নারির মরে পতি কুড়ি দিন পরে শুদ্ধি পায়
কন্যা যদি হয় তার মাস গেলে পায় পার বিশেষ করণ এই ভায়।
জন্মিল দুইজন তথি অগ্রজাত মৈল যদি মরণ অশৌচ মানে জ্ঞাতি
পিতামাতা নাই মানে মরিলে দ্বিতীয় জনে জন্মাশৌচ গেলে শুদ্ধি তথি।
আরব্ধে স্থতক নাস্তি অনারব্ধে হয় ভাই বিশেষ কহিব কিছু তাথে
ব্রাহ্মণে মরণে পায় যজ্ঞ আরম্ভ হয় সংকল্প ব্রত জাপে··· ··
বিভা আদি সংস্কার নান্দিমুখ আরম্ভ তার শ্রাদ্ধ পাক অনুজ্ঞা গ্রহণ
নারীর গর্ভস্রাব হয় ছয় মাস পর্য্যন্ত কয় শুদ্ধি যত মাস তত দিন।

সপ্তম অষ্টম মাসে নারির পূর্ণাশৌচ ভাষে সন্তশৌচ সপিণ্ড সোদরে
নবমে দশমে যদি মরে হয় তার বিধি শুদ্ধি হয় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে।
ইষ্টপূজা আর জপ মনেতে করিব সব কবিতার ফলাদি গ্রহণ
সপিণ্ড মরণ দিনে হইবে ভক্ষণ হিনে মহাগুরু নিপাতে তিন দিন।
অক্ষার লবন তার দাদশ দিবস খায় তৈল গ্রহণ হয় হীন
কোন্ মতে অগ্নি পায় অগ্নিদান সিদ্ধ তায় বৈধ অগ্নি পুন নাই দিবে,
দহে জেবা পর্ণ নর ত্রিরাত্রি অশৌচ তার পর্ণনর অস্থি অভাবে।
[৫ক অশৌচ মধ্যে যদি তায় শেষ দিনে শুদ্ধি পায় সর্ব্ব বর্ণে সাধারণ এই
অমাবস্যা তিথি পায় পর্ণনর দহে তায় আমভস্যা বিনে দাহ নাই।
পতিত সন্যাসি হয় আর জার জাতি জার অশৌচ দাহাদি তার নাই
আসন্নবৎ[স] সহ গরু দিবে গরু দিবে বৎস না পায়
অশৌচের শেষ দিনে ক্ষৌর হবে জ্ঞাতিগণে পত্নী পুত্র রাখে স্বধু শিখা
অঙ্গাদি অম্বর ঘর শুদ্ধ হবে তৎপর করে তার শিষ্টাচার দেখা।
অশৌচান্ত দিনে স্নান চতুর্থা মঙ্গল গান প্রাপ্তিস্নান সন্ধ্যাস্নান পরে
হেমগর্ভ তিলদান ষোড়শাদি নানা দান তারপর বিশোৎসর্গ করে।
আমিস্ত ব্যঞ্জন দিয়া করে শ্রাদ্ধ বিশেষিয়া পক্কান্ন ব্রাহ্মণাদিতে
শুদ্র করে আলচাল্যে পক্ক উচ্ছিষ্ট বলে শুদ্র শ্রাদ্ধ না করিবে তাথে।
আদ্য শ্রাদ্ধ মাসে ফরার সান্মাসিক দুই আর সপিণ্ডকরণ নঞা স্থন
জেষ্ট পুত্রেতে করে অন্য পুত্র নাই পারে সেই ক্রিয়া সভাকার হইল।
পতিপুত্রহীন নারী সপিণ্ডন নাই তারি সপত্নির পুত্র যদি থাকে
অসংস্কৃত পুত্র তার নাহি শ্রাদ্ধে অধিকার শ্রাদ্ধে অধিকারি বলি তাথে।
তৃতীয় বৎসর [৫খ জানে দশাহিক পিণ্ডদানে অধিকারি সেই জন হয়
আর কিছু স্থন ভাই শাস্ত্রের বিধান কই স্মার্ত সকলে জাহা কয়।
পুত্র পৌত্র প্রপুত্র তারি অভাবে নিজ নারি অনূঢ়া দুহিতা তার পর
বিবাহিতা স্থতা গেলে দোহিত্রাধিকারি বলে অনুজ সোদর তারপর।
জ্যেষ্ঠ সোদর গতে···৫খ]

৬ আগমনী গান

মহাদেব

পুঁথিসংখ্যা ৫২৯ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৯"×৩½"। লিপিকাল আ. ১৫০ ৎসর পূর্বের।

জামাঞা রে তো ভালি সুখ লোটিলি। ভালি সুখ লোটিলি ॥
হর গৌরীরে নিতে আইল, হর এল বল্যা সব কোলাহল হইল।
এই ববম্ব ববম্ব ডিমিরি ডিমিরি, সিবের সিঙ্গাট ববম্ব বাজিল।
হর এল বল্যা সব কোলাহল হইল, মুক্তকেসি অমরনাগরি কত ধ্যাইল।
সুনিঞা মেনকারানি ধরনিতে পড়িল, ঐই আয়ু কেনে আমাদের গো রজনী পোহাইল।
তা দেখে মেনকারানী নআনের জলে ভাসিল, মা জাবে কৈলাসে বল্যা ঘর আন্ধার হইল।
হেরিঞা গৌরির মুখ অলি মুখর [হ]ইল, কত ইন্দু জিনি মাএর মুখ মলীন হইল।
মোহামাআর মাআতে সকল লোক মহিল, মোহাদেবা গতিহিন মা ভবে পড়্যা রহিল।

১খ পৃষ্ঠায় শ্রীচৈতন্য-বাচস্পতি প্রসঙ্গ আছে। পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

৭ আত্মতত্ত্বনিরূপণ

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৮৫ ; পত্র ১ ; জীর্ণ, অখণ্ডিত, অসমাপ্ত ; আকার ১৪"×৬½"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণশ্রী

অথ আত্মতত্ত নিরূপন ॥ পর(ব)ভু চাতক কৃষ্ণ ব্রহ্ম……পরম তত্ত কোয়ে পরম সুখ… ভাগু হইলো কি সে : পঞ্চ [তত্ত্ব] হইলো॥ পঞ্চ তত্ত্ব কারে বলি পঞ্চ তত কি কি বাউ ১ খেতি ২ তেজ ৩…এই পঞ্চ ভূত হইতে ভাগু হইলো॥ ৩ বিজুত কি……এই তিন কি কি মুল নারি…লো মায়া সরূপ॥ মহা সরূপ : নিজ তাতে সএর জনম এই তিন মুল নারিতে কারনের……

৮ আনন্দবিলাস (?)

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫১২ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

[২ ক·········· ······················সমুদ্র পতন করে লীলা দরসন।
তিহো কোন জন হন কহ দেখি শুনি, কৃপা করি এই কথা কহিবে আপনি।
এ সব জিজ্ঞাসা তত্ত্ব শুনি সনাতন, শ্রীরূপে ধরিয়া দিলা প্রেম আলিঙ্গন।
ধন্য ধন্য রূপ তুমি জিজ্ঞাসীলে মোরে, এসব লিলার কথা কে কহিতে পারে।
কৃষ্ণের কৃপায় কিছু করি নিবেদন, মোন দিয়া রূপ তুমি করহ শ্রবণ।
ব্রজে নিত্য লীলা করে গোলকের পতি, চতুর্ব্বিংস অবতার করিয়া সংহতি।
গোলকনাথের নাই ভারাবতরন, নির্গুর্ন পুরুষ তাঁর নির্গুর্ন করণ।
তাঁর অংস কলা জত জত অবতার, গুণ বিচারিয়া করেণ সভার নিস্তার।
সত্ব রজ তম তিন গুণের লক্ষণ, এসব লইয়া করেণ লীলা প্রকরণ।
তাঁর অংস কলা জত অবতার হৈল, নিজ নিজ দেহ ধরি জাজন করিল।
প্রথক প্রথক অবতারের প্রথক বর্ণ হয়, সেত পীত রক্ত নিল জানিহ নিশ্চয়।
গোলকের পতি কৃষ্ণ লিলার কারনে, আপ্তগণ লয়্যা বিহরেণ বৃন্দাবনে।
জেমত গোলকপুরি তেমত বৃন্দাবণ, গোলকের মত তিহো করেন করন।
গোলকে জেমত স্থান আছে নিরূপণে, সেই সব লয়্যা আইলা গুপ্তবৃন্দাবনে।
লিলা লাগী অবতির্ণ নন্দের মন্দীরে, তার অভিপ্রায় কিছু কহিয়ে তোমারে।
ছয় কর্ম্ম সাধিবারে জনমিলা হরি, গোলকনাথের তিহ হইল লিলাকারী।
চতুর্দ্দস কলাতে তাঁহার কলেবর, তাঁহা হৈতে জত লিলা করেণ গোচর।
তদন্তরে যুন কিছু করি নিবেদন, মন দিয়া পুর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ।
বৈকুণ্ঠে শ্রীদাম নামে দুয়ারি আছিল, রাধিকার সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব জে হইল।
[২খ শ্রীদামেরে সাপ দিলা রাধিকা যুন্দরি, জনম লভগা তুমি গিয়া মত্তপুরি।
সাপ যুনি শ্রীদাম বলেন রাধা তুমি, তুমিহ জনম লভ গিয়া মত্তভূমি।
এক গর্ভে দুইজনে জনম লভিব, প্রভুর লাগী মানসিক লিলা প্রকাশীব।
নন্দ যসোদার বর তাহার কারণে, অভিমন্যে বর দিলা করিয়া জতনে।
বসুদেব দৈবকির প্রয়োজন হেতু, এই লাগী মত্তে জন্ম লৈলা ধর্ম্মসেতু।
এই ত কহিল তোমায় ছয় বিবরণ, এবে অবতার কথা করহ শ্রবণ।
বাযুদেব চতুভুজ বযুদেব ঘরে, জনম লভিলা আসী মথুরা নগরে।
চারিকলা পূর্ণ তিহো কৃষ্ণ অবতার, অসুর বিনাস হেতু জনম তাঁহার।
অকাযুর বকাযুর আদি ব্যোমকেশী, [·····] আদি নাস কৈলা পুতুনা রাক্ষসি।
বযুদেব পুত্র কৃষ্ণ বাযুদেব নাম, স্বগুন তাঁহারে কয় মথুরায় ধাম।
এই কৃষ্ণে অক্রুর [······]ন রথে করি, যুগ মন্বন্তরের তিহো হন অধিকারি।

এই কৃষ্ণ গুপ্তে ছিলা যমুনার জলে, অসুর নাশীলা পুর্ণ তারে লয়্যা ছলে।
[......]ত কহিল বাসুদেবের কথন, এবে অন্য অবতার করহ শ্রবণ।
অষ্টকলা পুর্ণ কৃষ্ণ দ্বারকার পতি, চতুর্ব্যহ নাম দসরথের সন্তথি।
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম লভিলা আপনে, রাবণ বিনাষ কৈলা লিলার কারণে।
দ্বিতিয় অভেদ কৃষ্ণ দ্বারকার পতি, বিভাহ করিলা সোল সহস্র জুবতি।
সত অষ্টোত্তর আর লয়্যা নারিগণ, দ্বারকা নগরে কৈলা লিলা বিহরণ।
এই ত কহিল দ্বারকার কৃষ্ণলিলা, চতুর্ব্যহ লয়্যা তিহো অসুর নাশীলা।
জমুনাতে জেই কৃষ্ণ জলেতে আছিলা, বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধণ তিহো সে ধরিলা।
বসুদেব পুত্র কৃষ্ণ বস্ত্র কৈলা চুরি, ব্রজেন্দ্র নন্দনের তিহো হন লিলাকারি।
রাম অবতার জিহো অজধ্যা নগরে, তিহো ব্রজে নিত্য কৈলা নাগের উপরে।
পঞ্চ...

৯ আফৎনামা

রাধাচরণ গোপ

পুঁথিসংখ্যা ৬৮২; পত্র ৭ (৬০ক-৬৬খ); খণ্ডিত; আকার ১৩"×৪½"। লিপিকাল ১২৩৪ সাল। বোলপুর-শ্রীনিকেতনের সন্নিহিত লোহাগুড়ি গ্রামে প্রাপ্ত।

ভনিতা,

[৬০খ যুগির বেটা মহাঙ্গ বিদায় হঞা জায়, রাধা চর্ন্ন গোপে গায় নবিজীএর পায়।
হিন্দু মাসে গাই আমি করিঞা ছালাম, ওফাত নামার কেছ্যা হইল তামাম।
[৬২ক রাধাব চর্ন্ন গোপে বলে ইমাম কাণ্ডার, পার দায়ন দিঞা ছায়েব করি লয় পার।
[৬৩খ রাধপ গোপে বলে আছেন ইমাম কাণ্ডার, পার দায়ন দিঞা ছাহেব করে নিয় পার।
[৬৬ক, খ শেষাংশ ও ভনিতা,

হুকুম পেঞা লঞা জায় কেয়া[রি]র গড়ে, যুগির বেটার মাথা ছিল দরয়াজার ওপরে।
সোর করে কহে তখন জাহা তাই কাফির, দরজাতে দেখ বিবি সব ইমামএনের সির।
এই খবর যুনিঞা বিবি সব জান গড়াগড়ী, এমন হালে ইমাম তোমার ছিরের খোয়ারি।
কোথা রহিল ধড় তোমার হেথা দেখি ছির, কোনখানে সহিদ হইলে ইমাম দস্তগির।
তোমা বিনে য়াবেদিনের পাএ হইল বেড়ি, সাত স বেয়াবে কছু কএদে রহিলুন বাড়ি।
কাপড় চাপা ছির ছিল চিনিবেক কেমন করে, ইমামএনের ছির বলে তামাম কহর করে।
তছলিম করেন ছিরে আবেদিন দস্তগির, কিছু নয় বল হবে ইমামাএনর ছির।
বিচমেল্লা বলিঞা ছির দিলেন ডালিঞা, জিন্নত রাকাএ ছির দাখিল হইল জেঞা।

ইমামের বোদন তেনি হঞাছিলেন খুন, ফেরেস্তাতে করিলেন ছির দাফন কাফন।
কাটাল জেবা ছের ইমামএনের নিঞা নাম, সহিদী ষুমারে যাইল সেই সব তামাম।
হয় জের পানি যার দরাখ তুর্বা ফল, বেহেস্তের গোলাব হঞা রহিল সকল।
সাত সর্ত্ত বিবি সকল কএদে রহিল এখন হেথা, দুক্ষের জন্তনা যার কি কহিব হেথা।
মাহি দরয়ানি বলেছিল এক জোনার নাম, বিবি সবে লেআ…করিঞা ছাল্লাম।
খানাপানি দরয়ানি আনিঞা খেলায়, রাধাচরণ দাষে ভুনে ইমামএনের পাএ। ৬৬ক]
[আকবতের] কাণ্ডার পির হজরত ইমাম, আফৎনামা ভাই এখন হইল তামাম।
সন ১২৩৪ সাল— শ্রীশ্রীএলাহীর ভরসা

১০ আর্য্যা

ভৃগুরাম

পুঁথিসংখ্যা ৮১৬; পত্র ৬; অখণ্ডিত; আকার ৯½″×৩½″। লিপিকাল ১২৩৪ সাল। ভনিতা, [১খ কড়ায় ধরিবে চারি তিল ভ্রগুরাম ভনে। জমাবন্দি কর ১খ] [২ক সিষু আনন্দিত মনে॥ পুষ্পিকা, ইতি আয্য সমাপ্ত পাঠক শ্রীযুত গদাধর মণ্ডল সন ১২৩৪ সাল তারিখ ২২ আশীন।

১১ আর্য্যা

দ্বিজ দুর্গারাম, গোবিন্দরাম, শুভঙ্করদাস

পুঁথিসংখ্যা ৮২৪; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১৮½″×১৩½″। লিপিকাল ১২৩০ সাল। ভনিতা, [১খ সিষুকালে না পড়িলে দ্বিজ দুর্গারাম কয়। মনদুখে মারা জাবে জোবন সোময়॥. [১খ অপর অক্ষর তাহার তলে। ছাওালে গুরু গোবিন্দ বলে॥ [১খ কড়ায় লইবে পঞ্চ তিলের লক্ষন। যুভঙ্কর দাষ কহে আনা মাষার কারন॥

নমুনা,

আয্য মুখে কহি যুন লেখা পড়ার কথন, লেখা পড়া কর সভে হয়ে এক মন।
একমন হয়ে জদি লেখা পড়া কর, অবস্য পাইবে বিদ্যা যুন সারদ্ধার।
চঞ্চল হইলে চিত্তে তায় দুঃখ পাবে, লিখিবার কালে কত কিল লাথি খাবে।
রাত্রিদিন লেখাপড়া কর জপমালা, খাইতে যুইতে ঐ চিন্তা না করিহ হেলা।
প্রভাতে উটিয়া মুখ প্রক্ষ্যালন করি, দুয়াতি পাত পুথি লয়্যা বসিবে সারি সারি।
দেব [দ্বিজগু]রু পদে প্রনাম করিয়্যা, জাহার জেমন পাট পড়িবে বস্য হয়ে।

মজ্জিস মাফিক বসি লিখিবে অক্ষর, তাহার বিতাস্ত কিছু যুন অৎপর।
ঘাড় বাকা হইলে অক্ষর হয় বাকা, ইহা জানি লেখাপড়া সভে কর সিক্ষা।
আকার ওকার পাতি সজা কর কসী, এই তিন সজা হৈলে দপ্তরেতে বসি।
ছুরি কাচি চুনা যুতা কর্ণবৃন্দা কাটা, খড়ি দড়ি দুগ্ধ ন করিব আটা সাটা।
এইরূপে লেখাপড়া কর সিযুগন, বিদ্যাবিনে ত্রিভুবনে আর নাই ধন।
বিষদন্ত ভাঙ্গিলে ভুজঙ্গ হয় জরা, চক্ষু থাকিতে অন্ধ বিদ্যাহিন [জা]রা।
অল্পকুলে জাত হয় কলঙ্ক পড়ে কুলে, বিদ্যাবন্তে বিদ্যায় আমোদ কর্যা বুলে।
সভ মুর্খ[ল]য়ে বলি সর্গ নাগ্রি গেল, দস বির্দ্দান লয়্যা পাতালে রহিল।
অতএব গুরুপদে দঢ় কর মন, মাতাপিতা মহাগুরু যুনহ বচন।
দিক্ষ্যা গুরু বড় বলি কহে সর্ব্বলোকে, তাহা হৈতে সিক্ষ্যাগুরু পুরানেতে লিখে।
গুরু তুষ্ট হৈলে সিদ্ধ হয় অধ্যায়ন, বুঝিয়া করহ কার্য্য জেবা লয় মন।
সিযুকালে না পড়িলে দ্বিজ দুর্গারাম কয়, মনদুখে মারা জাবে জৌবন সোময়।
অক্ষর পরিচয় কহিয়া দি, বানান জানিলে কটিন কি।
যুক্ত অক্ষর লাগে ধান্দি, পর্ব্ব অক্ষর উপরে ছান্দি।
অপর অক্ষর তাহার তলে, ছাওালে গুরু গোবিন্দ বলে।

১২ আর্য্যা

শুভঙ্কর

পুঁথিসংখ্যা ৮৩১ ; পত্র ২ ; খণ্ডিত ; আকার ১১" × ৪"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের।

নমুনা,

[১খ খালিসা মযুরাঞ্চী গিয়া দুইবারে হয়, রাইয়তি খামার গিয়া খালিসায় কয়।
[পাই]ক পেয়াদা চাকরানের তলে, দেব বিপ্র দরবস্ত আয়মাতে বলে।
আয়মা চাকরান দুই মযুরাঞ্চী করি, মযুরাঞ্চী……অঙ্ক পুরি।
রোজনামা লিগনের যুনহ উপায়, মহল সেহাখত জানিলে কিছু কটিন নয়।
ভনিতা,
[২ক নানা দেসে নানা ম[ত এক] ধরন নয়, সঙ্খেরে বর্ণন এই যুবঙ্করে কয়।

*　　*　　*

বিলায়তি বাজে জমা……ল, মালসাএর হইল গিয়া বিলায়তির তল। ইত্যাদি

১৩ আর্য্যা

বাসুদেব ঘোষ

পুঁথিসংখ্যা ৮৪১ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৫"×১০½" । লিপিকাল আ. ১২০ বৎসর পূর্ব্বের ।

সাত টাকায় সাত বিঘা সরিসার জমী, হকু না হকু খন্দ কৌড়ি নাই কমি ।
পাকা খন্দ দেখি তথা পক্ষের উৎপাত, ফান্দ বসাইয়া গৃস্থ হইল তফাত ।
হেনকালে তথা আইষে আশী হাজার ছ সয় চল্লিষ পক্ষগন,
হরষীত হয়্যা সরিষা করয় ভক্ষন ।
দৈবজোগে এক পক্ষ পড়্যা গেল ফান্দে, গৃহস্থের পায় ধর‍্যা সেই পক্ষ কান্দে ।
পরানে না মার মোরে ষুন চাষা ভাই; পঞ্চক করিয়া কৌড়ি লহ মোর ঠাঞি ।
বাষুদেব ঘোষ তবে কহে কায়েস্থেরে, পক্ষ প্রিতি কত পড়ে কহত আমারে ।
এতেক ষুনিয়া তবে কায়েস্তের গন, হাথে খড়ি লয়্যা করে অঙ্কের পাতন ।
হরিয়া পুরিয়া অঙ্ক করিলে নীর্ন্নয়, পক্ষ প্রিতি এক দন্তি কমি বেশী নয় ।
কহিলাম অঙ্ক জদি বুঝিতে না পার, কথোদিন গিয়া তবে আমার অস্তাতের সেবা কর ।
সাত পাই সতর পাই সাত আনা পাট্টা, দুই পাই পাচ পাই সাত পাই বাট্টা ।
পাট্টা দিয়া রাজার ঘুচিল রাজধানি, হেঙ্গামেতে প্রজা সব না দেই তিন সনি ।
ইর্ষল চউতে আইল এক ওদেদার, ধরিয়া লইল টাকা সত্তুর হাজার ।
ত্রাষ পায়্যা প্রজা গাঁয়া কায়েস্তেরে কয়, কত জমীতে তিন সনে সত্তুর হাজার টাকা হয় ।
সিগ্র করি কত জমী মোরে কহি দেহ, নাই জদি পার তবে আমার অস্তাতে সেবহ ॥
আমি ত তাঁহার পড়ুবা যুন মহাশয়, সাতসট্টী হাজার আট সও আটাত্তর বিঘা পনর কাটা তিন পুয়া জমি বুঝহ নিশ্চয় ॥ ২ ॥

কিমাসনন্তেগরুড়াসনায় কিম্ভূসনং কৌস্তভভুসনায় ॥ কিমস্তদেয়ং লক্ষি কলত্রাহি । বাগিসকান্তেবচনিয়মস্ত ॥ ইতি । গরুড় আসন জার কি দিব আসন, কি ভুসন দিব জার কৌস্তভ ভুসন । শ্রীবৎসলাঞ্ছন জার আর কি সৌরভ, লক্ষি জার কান্তা তারে কোন ধন দিব । কোন বাক্য বলিয়া করিব আমি স্তুতি, জে হরির বনিতা আপনে সরস্বতি ॥

১৪ আশ্রয় তত্ত্ব

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৪৪ ; অখণ্ডিত ; পত্র ১ ; আকার ১৪"×৫" । লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের ।

আরম্ভ,

[১খ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তাং ॥ আশ্রয় কী : আলম্বন কী : ঔদ্দীপন কী : আশ্রয় গুরুপাদ : আলম্বন বৈষ্ণব গোসাঞি ঔদ্দিপন : কৃষ্ণলিলা গান বিগ্রহ ॥ গুরু গোসাঞী সঙ্গে সম্পর্ক কী : সেব্য সেবক : বৈষ্ণব গোসাঞী সঙ্গে সম্বন্ধ আন[ন্দ] বন্ধ ॥ কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ আন পতি। গুরু গোসাঞী কোন স্বরূপ : কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ কোন অঙ্গ চৌসষ্টী। কোন কায় তটস্থ কায় ॥ ইত্যাদি

শেষ,

[১খ স্থান কোথা মহৎ বৃন্দাবন সাধ্যা নন্দনন্দন সাধন কিসোরি ॥ উপাস্য নন্দনন্দন ॥ ঔপসনা কিসোরী ॥ তাথে নন্দনন্দন আশ্রয় ॥ অতেব কৃষ্ণা প্রেমানুগা ॥ সম্ভোগ ॥ ইচ্ছামই ॥ কৃষ্ণতদ্ভাবইৎসামই কিসোরি ॥ তত্তৎ ভাব ইৎসামই গোপিরা ॥

১৫ আশ্রয় তত্ত্ব

নরোত্তমদাস

পুঁথিসংখ্যা ৭৫৫ ; অখণ্ডিত ; পত্র ৮ ; আকার ৭″×৫″। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের। রেখাচিত্রাঙ্কিত।

আরম্ভ,

[১খ ৭ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ জয়তিঃ ॥

প্রথম আশ্রিত হয় শ্রীগুরুর চরন, তার নামাশ্রয় হয় স্থন বন্ধুগন।

হরিনাম মহামন্ত্র চারি বেদসার, নামাশ্রয় হয় এই কহিল নির্দ্ধার।

শেষ ও ভনিতা,

[৮খ নিত্য বৃন্দাবনধাম ॥ এই রস ; কি রস : অখণ্ড মধুর রস ॥ এই কাল : কোন কাল : বসন্ত কাল ॥ এই প্রাপ্তি : কি প্রাপ্তি : মধুর মাধুর্য্য প্রাপ্তি ॥ এইত কহিল তিন উপাসনা সার, বৈষ্ণবচরনে করি কোটি নমস্কার। নিত্যানন্দ জুগল পদাম্বুজে [করি আ]স, আশ্রয়তত্ত বিচারিলা নরোত্তম দাস ॥ ইতি আশ্রয়তর্ত্ত সংপূর্ন ॥১॥

১৬ আশ্রয় নির্ণয়

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭৫৬ ; পত্র ৬ ; অখণ্ডিত ; আকার ৭″×৫″। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

আরম্ভ,

[১খ ৭ঁ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচাঁন্দ স্মরনং ॥ অথ আশ্রয় নিন্নর্য় লিখন ॥ নামাশ্রয়
১ মন্ত্রাশ্রয় ২ ভাবাশ্রয় ৩ প্রেমাশ্রয় ৪ রসাশ্রয় ৫ এই পঞ্চ প্রকার ॥
আশ্রয়ের কথা কিছু করি নিবেদন, যেমতে আশ্রয় হয় শুনহ কারণ।
এই ত আশ্রয় হয় পঞ্চ প্রকার, ক্রমে ক্রমে কহি তার করিয়া বিস্তার।
পঞ্চ প্রকার হয় আশ্রয় নিন্নর্য়, প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ তথি মধ্যে হয়।

শেষ,

[৬ক অথ কৃষ্ণের পঞ্চগুন ॥৫॥ শব্দগুন কর্ন্নে ১ গন্ধগুন নাসায় ২ রূপগুন নেত্রে ৩ পর্শগুন অঙ্গে ৪ রসগুন অধরে ॥ ৫ ॥ অথপঞ্চবান ॥৫॥ মদন বর্ত্তে দক্ষিন চক্ষুর দক্ষিন কোনে ॥ মাদন বর্ত্তে বাম চক্ষুর বাম কোনে ॥ শোষণ বর্ত্তে কটাক্ষে ॥ স্তম্ভন বর্ত্তে রসপুষ্টিতে ॥ মোহন বর্ত্তে শৃঙ্গারে ॥ ৫ ॥ লোভ : সাধুসঙ্গ : ভজনক্রীয়া : অনর্থ নিবির্ত্তি : নিষ্ঠা : রুচি : ভাব : শ্রর্দ্ধা : প্রেম : এই শোল আনা রতি ॥১৬॥ কামগাইত্রী মন্ত্ররূপ : হয়ে কৃষ্ণের স্বরূপ : সার্দ্ধ চব্বিশাক্ষর তার হয়। সে অক্ষর চন্দ্র হয় : কৃষ্ণে করায় উদয় : ত্রিজগত কৈল কামময় ॥ ইতি আশ্রয়নির্ণয় সংপূর্ণ ॥

১৭ ইমামের কেচ্ছা

রাধাচরণ গোপ

পুঁথিসংখ্যা ৬৮১ ; খণ্ডিত ; পত্র ১৭-৫৮, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫ ও আরম্ভপত্রসহ ৫ খানি বিভিন্ন মাপের সংখ্যাহীন পত্র আছে। আকার ১৪১/২"×৫"। লিপিকাল ১২৩৪ সাল। বোলপুর-শ্রীনিকেতনের সন্নিহিত লোহাগুড়ি গ্রামে প্রাপ্ত।

ভনিতা,

[১৭ক মুদাইন ঘেরে জেএ্যা জত পলয়ানে, ইমামএনের কেচ্ছ্যা ছি রাধপ গোপে ভুনে।
[২০খ গাইল রাধব গোপে ছাড় মঅা জাল, বিপত্ত্যের কালে কেবল কাণ্ডারি নবি ঢাল।
[২১খ রাধাচরন গোপে ভোনে সাবুদ রেখ কাম, আকবতের কাণ্ডারি পির হজরত ইমাম।
[২২ক এই বলিএ্যা সোমের সেল্লাম করিতে জাএ, রাধাচরন দাসে বলে ইমামএনের পায়।
[২৩ক রাধাচন্দ গোপে ভোনে ইমামএন সার, চরনে রাখিএ্যা ছাহেব দায়নে কর পার ॥
[২৪খ পাক দায়নে পার করিলেন ছালাত ছালাম, রাধাচরন গোপে ভুনে ইমামের কাল্লাম।
[২৫খ রাধপচরন গোপে বলে ইমাম সারথি, ইমামের চরনে মোদ্দের মজে থাউক মতি।
[২৮ক রাধাচরণ গোপে বলে ইমাম কাণ্ডার, দায়ন দিএ্যা ছাহেব করে নিবে পার।
[৩০ক, খ রাধাচরণ বলে ইমাম তুমি কর দয়া, জাহানের আলমে তুমি দায় পদছায়া।

[৩২ক রাধপ গোপে কহে আমি হইলাম গুনাগার পাক দায়নে ইমাম তোমি মরে কর পার।
[৩৩খ গাহিল রাধব গোপ ছাড়ি ময়াজাল আকবতের কালে ইমাম তুমি হয় ঢাল।
[৩৪খ দস আমির সহিদ হইল কাটিঞা পাচ হাজার রাধাচরন গোপে বলে ইমাম কাণ্ডার।
[৩৯খ রাধব গোপেতে ভুনে মনে করে ভএ খোদার কলম কভু রদ নাহি হয়।
[৪২ক রাধপ গোপেতে গায় ইমামএনের পাএ হেথা তাম্বতে বিবি সব মাতম উটে জাএ।
[৪৫ক রাধাচরন দাসে বলে ইমাম নাম কাণ্ডার জার দায়নে আলম জাহান হঞা জাবে পার।
[৫০খ আসিঞা তামাম ছিফাই কুণ্ডা পানে চায় রাধাচরন দাসে বলে নবিজীএর পায়।
[৫২ক আল্লার কলম লেখা রদ নাহি জায় গাইল রাধপে নবিজীএর পায়।
[৫৭খ গোপবালা বলে আল্লা দোয়া কর মোরে হোথা ত ইমামের সির নেজার উপরে।
[সংখ্যাহীন পত্র, শ্রীযুত ছাহেবের কেছ্যা শ্রীরাধাচরন গাএ আল্লা আল্লা বল নবি পঞ্জতনের পাএ।

আরম্ভ,

আরম্ভে বন্দ জলিল করতার জাহার স্রজনি সঙ্গসার।
আল্লা আল্লা বল পাক পরবর দিগার আপেরে দোজখে ডালিবে গুণাগার।
দোজখ তরিতে বান্দা করহ ফিকির জাহিরে বাতুনে য়ইলাম আল্লার জিকির।
আল্লার আরস কোরসে কিছু মেহেরবানগি চাই [ইমামএনের] কেছ্যা থোড়া মিলাইয়া গাই।
শ্রীযুত ছাহেবের কেছ্যা শ্রীরাধাচরন গাএ আল্লা আল্লা বল নবি পঞ্জতনের পাএ।
সেখ গোলাম লেখে [পত্রী মন করিয়া থির] রোজ কায়ামতে করম কর ইমাম দস্তগির।
পহিলা বাদসাই করিলেন দিন পেগাম্বর তাহা পরে বাদসাই করিলেন .....।

[১৭ক এজীদ বলে মের আওজীর বান্ধহ কোমর ছাড়াইব ইমাময়নে মদীনা সহর।
আবুল আহাম্মদ হাতিঞাড়ে জিব কিতাবত কোমর বেন্ধে চল ভাই যুন হকিকত।
এত যুনে ফজলিঞা চলিল পুনুর্ব্বার সঙ্গে করে নিল ফজ বায়ন্ন হাজার।
মুদাইন ঘেরে জেঞা জত পলয়ানে ইমামএনের কেছ্যা ছি রাধপ গোপে ভুনে।
মোন মজে থাওক আমার পিরের চরণে॥
কিতাবত এজিদ লিখিছে সেই ঠাই আগে করিথে তুমি ইমামের দোহাই।
পাএ বেড়ি হাত কড়ি উঠাইঞা নায় জনঙ্গি করে মোর সঙ্গে মিলিবারে আয়।
জদি মোর সঙ্গে না মিলিবে তুমি চার মুড়িতে মুদাইন উড়াইঞা দিব য়ামি।
এই বলে কিতাবত দিল পাটাইঞা সেই রাত্রে আবুল আহাম্মদ আছেন মিঞা যুঞা।
খাব দেখেন এক বিছানার ওপর ইমামে ঘেরিল জেন গালিমের নস্কর।
বড় ইমাম জহর খাঞা সহিদ হইল পরিবার নিঞা ছোট মিঞা পালাইঞা গেল।

হোথা ইমাম আইলেন রূদনিনের ধার পার হইবার তরে নাওড়া করিলেন তেআর।
আদা দরিআয় এমন দিলেক বা ঘুরিঞা ডুবিল জেন মাহার্ম্মদের না।
এমন হঞা না ডুবি হইল সর্ব্বমুল কেনারায় পড়ে কান্দেন হজরত রছুল।
এই খাব আমি ভাই দেখিলাম বিছানায় না জানি মুদীনার আয়হাল কেমন হালে জায়।
এই বলে আবুল আহার্ম্মদ করিছেন ভাবনা এজীদের কাছিদ তখন ডালে পরআনা।
কেতাবত ঢেলে দিল আবুল আহার্ম্মদের হাতে খুলিঞা কেতাবত তখন লাগিলেন পড়িতে।
সপ্ত ডিপের বাদসা এজীদ তর্ক্তে দিছে বার খেদমত করে আলম হার্দ্ধি হাজার।
তাহার এক ওর্দ্ধ্বার আছবাব মোর নাই ১৭ক] [১৭খ আমার কুদরত নাই করিতে লড়াই।
ঘড়ি দুই বিলম্ব করহ তোমরা বসি এই খবর মাজীকে বলে আমি আসি।
এই বলে আবুল আহার্ম্মদ কহর করে জায় ছার্লাম করেন বিবি ফতিনার পায়।
আবুল আহার্ম্মদ বলেন মাজী হুকুম পাই এজীদের সাতে আমি মিলিবারে জাই।
ইমাম দুন ভাই জদি জীউতা থাকীথ এতদুর এজীদা তবে আসিতে নারিথ।
বিবি বলেন অরে বাবা করগা লড়াই কীতাবত আমি বাবা ইমামকে পাটাই।
আবুল আহার্ম্মদ বলেন মা তোমারে জানাই আমি না পারি য়গ করিতে লড়াই।
এত বলে আপনার দুই হাতকে বান্ধিল এজীদের পাএ জাঞা ছার্লাম করিল।
এজীদ বলে আস আস আবুল আহার্ম্মদ কতগুলি আমার তরে এনেছ সর্ম্পদ।
আবুল আহাম্মদ বলে বাদসা তোমারে জানাই ....

১৮ ইমামের কেচ্ছা

রাধাচরণ গোপ

পুঁথিসংখ্যা ৬৮৩ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩২/"×৪২/"। পত্র ৪১ (২, ৭০, ৭৩, ৮০, ৮১, ৮২, ১১১-১২৯, ১৩৮, ১৩৯, ১৪২-১৪৪, ১৪৬, ১৫১, ১৫৬)। লিপিকাল ১২৩৪ সাল। বীরভূমের লোহাগুড়ি গ্রামে প্রাপ্ত।

ভনিতা,

[২খ কহিলেন রাধপ গোপ ভাবিয়া সর্তপির কায়ামতে নবিজি করিবেন দায়নগির।
[৭০ক রাধপচরণ দাসে বলে নবিজিএর পাএ খোদার কলম ভাই [র]দ নাহি হএ।
[৭৩ক রাধপচরণ দাসে বলে ইমামএন ধিয়াইঞা কায়ামতে ইমাম তোমি নিবে তরাইঞা।
[৮০খ গাইলেন গোপের বালা ছাড়িঞা মায়াজাল বিপত্যে কাণ্ডারি য়াছেন ইম···ঢাল।

[১১৯ক রাধপ গোপেতে বলে ছেড়ে ময়াজাল   বিপত্যের কালে কেবল নবি য়াছেন ঢাল।
[১২২ক রাধপ দাসে বলে নবিজি কাণ্ডার   হজদ হাজার আলম জাহার দাএনে হবে পার!
[১২৪ক রাধপ গোপেতে ভোনে নবিজিএর পাএ   জার জা নছিবের লেখা তাই হইতে চাএ।
[১৩৮খ রাধপ গোপেতে বলে ছেড়ে মায়াজাল   বিপত্যের কালে কেবল নবি আছেন ঢাল।
[১৪২খ রাধপ গোপেতে গাএ ইমামএনের পাএ   ইআদ আল্লা বল ভাই তহক্কিত খোদায়।
[১৪৩খ রাধপ গোপেতে বলে ছেড়ে ময়াজাল   বিপত্যের কালে কেবল নবি আছেন টাল।
[১৫১ক রাধপ দাসে ভোনে ইমামএন কাণ্ডার   আলম জাহান জার দায়নে হবে পার।
[১৫৬খ রাধপ দাসে লেখে মহরমের দষ দিন   নাপাক গোলামে দয়া করিবেন য়াবদিন।
[সংখ্যাহীন পত্র : রাধপ গোপেতে ভোনে ধাজী কোঙার   জার নামে পার হবে আলম জাহান।
[সংখ্যাহীন পত্র : শ্রীজু[তি] ছাহেবের কেচ্ছ্যা শ্রীরাধাচরণ গাএ   আল্লা আল্লা বল নবি পঞ্জতনের পাএ।

নমুনা,

[২ক গায় না রেখে ইমামের পাগ রছুল তখন বান্ধে   আমার পাগড়ি বান্ধ বলে ছোট মিঞা কান্দে।

পাগড়ি বেন্ধে মিঞা…ড়াইল গাএ   দোলাই ডালিলেন জোড়া দিলেন দোন পায়।
হুরি ইমাম হুরে এল গাজে   চান্দ যুরুজ নামিল জেন মদিনার মাজে।
কুদুরত দেখিঞা কেহু থির নাহি বান্ধে   ছোট ইমামকে রছুল তুলে নিলেন কান্ধে।
হকিকত তরিকত সরিয়ত মারফত   রছুলের পিষ্টে আছিল মহর মহর নবু যত।
মহবল বুয়তে ইমামের হতুরি বাজিল   চর্দ্দ ভোবনখানি নড়িতে লাগিল।
নড়চড় করে ডুনিয়ার আর্দ্দমূল   মালুম পেয়া কান্দে হইতে নামাইল রছুল।
ছাল্লাম করেন ইমাম নানার দোন পাএ   দোয়া করেন বিবি ফাতেমা হাত দিঞা গাএ।
বিবি বলেন বাবাজান জনঙ্গি বন জে   এমন কাপড়া তোমাএ দিলে আজ কেএ।

১৯ ইমামের কেচ্ছা

রাধাচরণ গোপ

পুঁথিসংখ্যা ৬২৫ ; খণ্ডিত ; আকার ১১″×৪″। পত্র ২৫ (৮৬-১১০)। লোহাগুড়ি গ্রামে প্রাপ্ত।

ভনিতা,

[৮৭ক রাধাচরন দাসে বলে নবিজীয়ের পায়   আল্লা [বল] আল্লা সবে দুক্ক দুরে জায়।

[৮৭খ রাধাচরন দাসে বলে ইমাম কাণ্ডার আখেরে আকবতে ইমাম করে নিহ পার।
[৯১ক রাধাচরন দাসে ভুনে ভাবিঞা ইমাম আলম জাহান পার হইবেক নিলে তাঁর নাম।
[৯২ক সর্ব্বপির ধেআইঞা রাধপ গোপে ভুনে কেবল ভরসা মোর পিরের চরনে।
[৯৭খ লোক লস্কর নিঞা মুছিম কাকা জায় রাধাচরন দাসে গাএ ইমামের পায়।
[১০৪ক গাইল রাধব গোপে ইমামের নিঞা নাম [স]হস্র হাজার আলম··· রহেবেক নিঞা জার নাম।

[৮৬ক খঞ্জরা বঞ্জরা নামে দুই জঙ্গি আন বিরেসি গজের তারা লাম্বাতে জোয়ান।
দেখিতে দুই বেটা জেন পাহাড় সোমান জাইঞা ঘেরিল তখন মদিনার ময়দান।
বিরেসি হাজার জায় লস্কর লইঞা এজীদার কাছে তখন পোঁউছিল আসিঞা।
বসিঞাছে এজীদা তক্তে দিঞা বার খানখা ছিরের ওপর মারিল থর্কড়।
এজীদ বলে বাপ মুখে পাটাইল জোমের ঘর খানখা থার্কড় মেলেক সিরের ওপর।
জঙ্গি বলে গোস্বা না হয় যুন হে তামাম এই মতে আমাদের দেসের ছালাম।
এজীদ বলে ওজীর যুন জে খবর ছালাম বলে কোন দিনে পাটাবে জোমের ঘর।
ইহাদিগ্যে থানা দিতে পাঠায় এমন দেসে সেখান হইতে জেন ফিরে নাই এসে।

...

[৮৬খ বাদসা বলে জায় জঙ্গিরা কোমর বান্ধিঞা মোদাইনের গড়ে তোমরা চৌকী দায় জাঞা।
জাহাকে পাইঘে তার কেটে এন সির তাহার মুলুক তোমরা পাইবে জায়গির।
দুই পুথুর দুই বেটা সারাপ খাইঞা পাচ গোটা মস নিল লকুল করিঞা।
তামাম লস্কর জায় কোমর বান্ধিঞা মোদাইনের গড়ে তারা থানা দিল জাঞা।

...

[৮৯খ সোহরা বোহরা লোহরা আমার্দ্ধের তিন জোনার নাম থানা দিঞা আছি আমরা এজীদের পলআন।
এই ত সয়রানে থানা দিএ তিন জোনা টেকেছ আমার্দ্ধের হাতে জেতে পাবে না।

...

[৯৪ক হেথা ডাঙ্গা দিঞা আইল সোমের ছরদার সাতেত আইল পলআন পাচ হাজার।
ছোফেরা বলে সোমের আমার কথা যুন গেআন খেআন কীছু টাটক টোটক জান।
টাটক টোটকে দেখ কীবা নাহি হয়ে দারাথ চলয়ে দেখ এই দুনিআয়ে।
সোমের জখন ছিলেন আলি জোর আর আছিলাম আমি তখন আলির জামাদার।

একদিন আলিসাহা মেহেরবান হইল   আমাকে এক দোয়া আনে সিখাইল।
এক দোয়া সিখাইলেন করিঞা মেহেরবানি   নিন্দাটা মিষ্টিপড়া আমি ভাল জানি।
[৯৪খ তবে কোন বেলা মিষ্টি দিছি জে পড়িঞা   তাম্বুতে পহিলা মিষ্টি দিহ লাগাইঞা।
নিন্দাটী মিষ্টিপড়া দিঞা ডাঙ্গা দিঞা চলে   গনি উজীর খাড়া হঞা আষ আষ বলে।
গলে গলে মিলিল হইল একস্তর   হাতে ধরে দেখাইল তিন বেরাদর।
পালঙ্গতে ওজালা তিন ভায়ের তনু   পূর্ব্বদিগে বিহানে ওদায় জেন ভানু।
পহিলা ছাড়াইঞা দিল নিচুটীআ মাটি   বেগাফিল হইল সব লাগিল নিদাটি।
লোহার সিকল জীঞ্জির নিল নিকালিঞা   তিন ভায়ে বান্ধে নিঞা জায় ডাঙ্গা দিঞা।
নিমকহারাম হইল জত জামাদার   কোন হারাম জানে না ধরিল হেতিআর।
সোমের পোঙছিল তখন তাম্বু ভিতরে   হাত নাড়া দিঞা গিধি বহুতর ডাঙ্গ করে।
ফিকীর করে সহিদ করিলাম ইমাম দস্তগির   সেই হইতে নাম আমার হইল জাহির।

২০ ইমামের কেচ্ছা

রাধাচরণ গোপ

পুঁথিসংখ্যা ৬২৬; খণ্ডিত; আকার ১৪" × ৩½"। পত্র ৪০ (৩-১৬, ৫৯, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৪-৭৯, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ১৩০-১৩৭, ১৪০, ১৪১, ১৪৫, ১৪৯, ১৫০ ও সংখ্যাহীন পত্র ১)। লোহাগুড়ি গ্রামে প্রাপ্ত।

ভনিতা,

[৫খ কহিলেন রাধপ গোপ ভাবিয়া সর্ত্তপির   আখেরে নবিজি করিবেন দায়গির।
[৬ক সর্ত্তপির ধেয়াইয়া রাধপ গোফে জায়   আল্লা আল্লা বল ভাই তহকিত খোদায়।
[৭খ কহিলেন রাধপ সর্ত্তপির সখা   রোজ কায়ামতে তুমি দিয় দেখা।
[৮খ কহিলেন রাধপ গোপ সর্ত্তপিরের পাএ   জার জে নছীবে আছে তাই হতে চাএ।
[৯খ কহিল রাধপ গোপ পিরের মুখের বানি   ইমামএনের কেছ্যা ভাই অপরূপ কাহিনি।
[১০খ কোন দাসখত নাই খবর বলি মেনে   ইমামএনের কেছ্যা শ্রীরাধপ গোপে ভুনে।
[১২ক কহিলেন রাধপ গোপ সর্ত্তপিরের পাএ   আল্লা আল্লা বল ভাই তহকিত খোদাএ।
[১৩ক এত যুনে বলে জতেক পলআনে   ইমামএনের কেছ্যা শ্রীরাধপ গোপে ভুনে।
[১৪ক রাধাপ গোপে বলে পিরের মুখের বানি   যুনিতে ইমামের কেছ্যা অপরূপ কাহিনি।
[১৫খ কহিল রাধপ গোপ সর্ত্তপিরের পাএ   আল্লা আল্লা বল ভাই তহকিক খোদায়।
[৬৯ক রাধাচরন দাসে গাএ নবিজিএর পাএ   আখেরে তরাইঞা নিবেন কেবল খোদাএ।
[৭২ক হানিফাকে ফেরাইতে বিবি তখন জাএ   রাধপচরন দাসে বলে নবিজিএর পাএ।

[৭৮ক রাধাচরন দাষে ভুনে ভাবিয়া ইমাম আলম জাহান পার হবে নিঞা জার নাম।
[৭৯ক রাধাচরন দাসে বলে ইমামএনের পাএ কায়ামতের দিনে ইমাম রাখিবে য়ামাএ।
[৮৪ক রাধপচরন দাসে বলে সর্ত্তপিরের পাএ [কায়াম]তে [হ]জরত ই[মাম] হইবেন সহায়

[১৩০ক রাধপ গোপেতে গাএ ধেয়াইঞা ইমাম পার হবে......জাহান নিয়া জার নাম।
[১৩১ক রাধপ গোপেতে বলে বিধা[তা]র বাজি কালবদ করে হানিফ হইলেন নাবাজি।
[১৩৬ক রাধপ গোপেতে ভোনে...ই...এ সব তত এত দীনে এজিদাকে পড়িল আফত।
[১৪৫খ রাধপ গোপেতে বলে ছেড়ে মায়াজাল আলম জাহান পার হবে নিঞা জার নাম।
[১৪৫খ রাধপ গোপেতে গাএ ইমামএনের পাএ আল্লা আল্লা রছুল ভাব ভরসা খোদাএ।
[১৭৯খ গোপবালা বলে ইমাম হয় কাণ্ডার আপনার দায়নে নবি করে নিয় পার।
[৩ক ...... ষাগর আতর গোলাব...ধায়।

সভাই খুসিআলা হইল ইমাম পানে চেঞা খোত বাষ নিয়া ইমা......করিয়া।
দুই ভাই ......এক দরখত নাএ জতেক ইয়ার আর ছেড়ে নাই জাএ।
তারা বলে ছোট মিঞা ওট ওট মিঞা কেমন করে জাব আমরা তোমাএ মৈদানে থুঞা।
বাগ ভালের ভয় বড় তোমারে জানাই এষ বাবা কোলে করে ঘরকে লইয়া জাই।
এত যুনে গোছ্যা বাড়ে ইমামএনের গাএ পাহাড় ওপরে ততোদিন সভাকাএ।
বিকুলি করে কে কোমনে গেল পালাইঞা নিদা জান ইমামাএন দবাখে হেলান দিঞা।

... ...

[৩খ জিবরাইল বলেন মারিয়ার বেটা এক হবে তাহার হাতে এই দুই ইমাম মারা জাবে।
রষুল বলেন কেমন কথা যুনিবারে পাই এমন কুপুত না কি হবে তোমার ভাই।
মারিয়া বলেন দিনগির আছ তুমি দোহাই আল্লার সাদী না করিব আমি।
এত যুনে পেগম্বর আর সবাই গেলেন ঘর দিনগির হইয়া গেলেন দিন পেগাম্বর।
মারিয়া বলে পণ্ডিত কি যুনি হে ভাই এ কারন দুনিয়াএ আমি সাদী করিব নাই।
পণ্ডিত বলেন মারিয়া যুন হকিকত সাদি না করিলে তোমার না হবে ময়ত।
বাদসা বলেন পণ্ডিত নাহি জাবে ছাড়ি তবে আণ্ড করি জদী মেলে এক বুড়ি।
একষ নই বছ্যরের জদি বুড়ি কোথায় থাকে এমন বুড়িকে ভাই এনে দায় মুখে।
অ...দাত জেন জে বুড়ির না রহিবে তেমনি বুড়ি আন জেন হামেল না হইবে।
বাদসা বলে এক পেয়াদা জনঙ্গী করে জায় জাহা পায় ব...সিতাব লইয়া আয়।
এত যুনে পেয়াদারা জায় বারাবরে বুড়ি ধরা হুচুক হইল সহর ভিতরে।

গহর দমিষকাতে জত বুড়ি ছিল কে কোমনে বুড়ি বদড় পড়ে গেল।
এক বুড়ির আছিল জে পাচ বেটা কেহু ধরিল টাল তলআর কেহু ধরিল সোটা।
এক মৈদান দিয়া পেয়াদা পালায় মকরে বুড়াবুড়ি রাহে করিলেন খোদাএ।
বুড় বলে জনঙ্গী করে আয় মো···বাড়ি দড়ে আয় বুড়ি নইলে মারিব লাটির বাড়ি।৩থ]

২১ একনাম সঙ্কীৰ্ত্তন

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫০১; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১৩¼"×৯¼"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ
শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্যস্তবরাজ॥

বদ কৃষ্ণগুণং রসনেনদিনং স্বরচিত্র হরিং ভবসিন্ধু তরি কর জত্ত্ব সুপুজয় কংসরিপুং শৃন কর্ণ রসায়ন মস্যস্তবং জগদিশ জনাৰ্দ্দিন কৃষ্ণ বিভো। মধুসুদন বামন্‌ বিস্যগুরু॥ করুণাময় কেশব রাম হরে। করুণাং কুরু মাধব দিনবরে॥ জয় জয় কেশব কংসনিসুদন কুবলয় দল মুরারে। জাদব মাধব ভক্ত জন প্রিয়ে কালিয়দমন করায়ে। ব্রজজন বল্লভ গোবৰ্দ্ধনধর গোধন গোকুল গোপ সুবেসং। পিতাম্বর ধর রাজ্জয়াশুর প্রনতং॥ ক্লেস বিনাস। গজরাজ বিমোচন দৈত্য বিনাশণ ব্রজবনিতাগণ নয়নানন্দ। ভবভয়কাতর মুঞী করুণা কুরু দিন দয়াময় জগদানন্দ॥ জয় জয় রামজয়াসুর সুদন জয় কেশবঃ জয় বিষ্ণু। জয় লক্ষ্মীমুখকমল-মধুব্রত জয় জসদা কন্দর জেষ্ট। হরদামুদর গোবৰ্দ্ধনধর মনহর কৰ্ম্মসুভারং। মামনকমপয় দিনমনাথং কুরু ভবসাগরপারং॥ হে শ্যামতনুং হে কৃষ্ণ হে কৃপাময় হে করুণাঙ্কুর শৌরেঃ। হে কমলাক্ষণ হে গরুড়াধ্বজ হে গোবিন্দ মুরারে। শ্রীবিশ্যম্ভর শ্রীস গদাধর শ্রীধর শ্রীদবিলাসং॥ শ্রীকর মাধব সৰ্ব্ব সুরিত্যম ভব নিধি তাপ তাপবিনাসং॥ হে নারায়ণ হে পুরুসোত্তম হে বামন কংসারে॥ হরি উদ্ধবে মামস্তবে সনিসুদন মাম পতিতং। হত সংসারে শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দং॥ গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ। হা শ্রীজসদাতনয় প্রসিদ শ্রীবল্লভীজিবন রাধিকেস্যঃ। শ্রীমন্ন্‌দ্বীপকিসোর চন্দঃ॥ শ্রীনাথ বিশ্যম্ভর নাগবেন্দ। হা শ্রীসচিনন্দন চিত্র চৌর মম প্রসিদ। হে বিষ্ণুপ্রিয় সে গৌর॥ জস্যৈব পাদাম্বজ ভক্তি লভ্য প্রেমাবিধান পরমর্থঃ তস্মৈ জগমঙ্গলমঙ্গলা শ্রীকৃষ্ণ [চৈ]চ[ত]ন্যচন্দায় নমস্তে॥ ইতি॥

॥ একনাম সংকীৰ্ত্তন॥

চরন মণ্ডল। বসৎ সাং মহাদেবপুর ॥ এই সোলক লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৬ সাল তারিখ ৫ আশ্বিন ॥ আরম্ভ,

[১খ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥ অর্থ সোলক লিক্ষ্যতে ॥
আটি টিকট সনিকট নিকটে : টাটু : টুকুমুকু : ক্রিজুর্ন ক্রিয়তে কে রে
চটাট চটাট বড়ো সাকট বৃক্ষে : না চলন্তি : ককটঃ ॥১॥
কিম্বা সয়ম্ভু : সিব সন্তি বিষ্ণু : কপালে দুখু ন করিত দূরং
অতএব জিব : নিজ কর্ম্মফলং ইহা কপালং কপালং মূলং ॥২॥
ডাকে হে মধুকর : যুন গনসাগর : ঐরি পিছু পিছু ধায় :
রাজা হইআ জে ফল খাইল : সে ফল খাইলে তুমি ধন্য ধন্য জিবন তোমার ॥৩॥
কে নর : থর থর : দসলোকে ধজ সড়াল রাজা হইআ জে ফল খাইল :
সে ফল খালে তুমি ধন্য ধন্য জিবন তোমার ॥৪॥
পুরু পরা আপান্টি : আয়া : মধুকর ভুমরি : ছোড় লোঔ : ছোড় দোঔ :
তেরা আঔ রে কাল স্বরূপ ॥৫॥
সংস্কৃত বাংলা ও হিন্দীতে লিখিত মোট ১০২টি শ্লোক আছে।

২৭ কবিরাজী পাতড়া

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৮৮ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪"×৩"। লিপি আ. দেড় শত বৎসর পূর্বের। নমুনা ও শেষ,

বরুণ ত্বং হি দেবানামমৃতত্বায় কল্পতে। আয়ুরারোগ্য মৈশ্বর্য্যমস্মাকং বরদোভব। বর্ষায়াং হরিতকী ৵০ সৈন্ধব লবন।০ এক পোয়া শরদি সশর্করা হেমন্তে সপিপ্পলী চূর্ণ। শিশিরেপি বসন্তে আদ্রক মধুযুতা গ্রীষ্মে সশর্করা ॥

গুলঞ্চ খড়ি শর্করা সমভাগঃ ঝুনা নারিকেল ফাটাইয়া জল নির্গত করিয়া চুনকলি সলবণ পূরিয়া গোময়ে লেপিয়া সুষ্ক করিয়া ভষ্ম করিয়া যথেপ্সিত সময়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাইয়া জল খাইবেক বিল্ল পত্রের শির ঘুচাইয়া বণ্টন করিয়া লবণ মধ্যে পুরিয়া গুলি বনাইয়া গোময়ের মধ্যে পুরিয়া ভষ্ম করিয়া পূর্ব্ববৎ খাইবেন—ইতি—

২৮ কবিরাজী পাতড়া (পত্র)

রামকিশোর শর্ম্মা

পুঁথিসংখ্যা ৭৪৮ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৬"×৫"। লিপি আ. দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের। নমুনা,

প্রতিপাল্য শ্রীরামকিশোর শর্ম্মণঃ সবিনয় নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ বিশেষঃ বাত রোগের এক ঔষধ শুনিয়াছি জ্ঞাপনার্থ লিখি ভূমি ডালিম্বের মৃণাল হৈলে হয় তাহা তাহিরপুর নয়হাটা অঞ্চলে পাওা জ্বায় দুই হাত তিন হাত মৃত্তিকার তলে থাকে প্রয়াস করিয়া পঠান তবে ভাল হয় নিবেদিতমিতি তাং ৫ চৌত্র

মহামহিম শিরোমণি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সহায়তমেষু

দেবীং স্মরেদাথাং কালিকাং দক্ষিণাভিধাং
মুক্তকেশীং মহাভীমাং করালবদনাং শিবাং।
ঘোরাং চতুর্ভুজাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।……

২৯ কবিরাজী পাতড়া (হারিসের মন্ত্র)

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯২৪ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫"। লিপিকাল ১২৭৫ সাল।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর জিউ হারিসের মন্ত্রঃ॥ না কর না কর চিতাঃ। জো জানে তিহে চরিতা॥ তাকর বংসে না হঅ হারিসাঃ। কন কন হারিসা দন্ত হারিসাঃ। অন্ত হারিসাঃ। নাসা হারিসাঃ। গুহ্য হারিসাঃ। ইতি হুংতালঃ। নিলাসঃ। বিদ্বানঃ। জো জানন্তিঃ॥ ন প্রকাশন্তি॥ চতুথ্য গ্রামের গোহত্যা। ব্রহ্ম হত্যা স্ত্রীহত্যার পাতক॥ ভবন্তি॥ জদি না সির্দ্ধন্তি॥ ত অগোস্ত স্নানঃ গোহত্যা ব্রহ্ম হত্যাঃ। স্ত্রী হত্যার পাতক ভবন্তি॥ ইতি সমাপ্তং॥ জথা দিটং তথা লিখিতং লিক্ষোকু দোস নাস্তিকং ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥ জতনে লিখিলাম পুথি চুরি করে জে যুক[র] তাহার পিতা গাধা হঅ সেঃ॥ ইতি সন ১২৭৫ সাল তারিক ১৭ আশ্বিন বুধবার পঞ্চমি রাত্রি ১ প্রহর লিখিতং শ্রীমধুযুদন গোস্বামি পটনাথে শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামি সাঃ চাঁদ… না পঃ বগড়ি॥ তঃ পশ্চিম॥ মন্ত্র দিআছেন শ্রীগোপাল কবিরাজ পদবি পাতর সাঃ মড়াসোল পঃ বিষ্ণুপুর তঃ ধাক…

৩০ কবিরাজী পাতড়া

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯৬৬; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ৬১/২"×১"। লিপি আ. দেড় শত বৎসর পূর্বের।

ওষুধ ধারনের ব্যবস্থা—

এই ওষুধ তামার মাদুলির ভিতর পুরিয়া চাকতি মুড়িয়া আঁটীবে ওষুধটী যুতার দ্বারায় গলায় কণ্ঠস্থানে নিয়ত থাকিবে এবং ঐ ওষুধটি সর্ব্বদা নড়বে গালা দীয়া আটীবে না ধারণকালিন মোনহর দাষকে মানশীক জানাইয়া একাধি করিয়া গঙ্গাজল পর্শ্য করিয়া ধারণ করিবেণ—

খাদ্য বিসয়

তামাক ও বুয়াল মৎশ্য কথনই খাইতে পাইবে না সাক অমবল দধি কলাই দাল পান্ত ভাত আমানি কাঁচা গুড় এক হপ্তা খাইতে পাইবে না নতুন হাঁড়ি করিয়া অন্য অন্য সোমস্ত মৎশ্যর জোল ভাত খাইবেন—ওষুধ ১ ভাগ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিলাম্বর গোস্বামী ১ ভাগ রজনী মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাং কোনা…

৩১ কর্ণমুনির পালা

কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ৮০৪; পত্র ৭; অখণ্ডিত; আকার ১৪"×৪১/২"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের।

আরম্ভ,

[১খ ৭ শ্রীশ্রী কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভূ॥ অথ কর্ণ মনির পালা লিখ্যতে॥
রাজা বলে সাধু সাধু ব্যাসের নন্দন কহ মুনি কৃষ্ণকথা জুড়াক শ্রবন।
যুকদেব বলে রাজা নিবেদিয় তোমারে বেহার করেন কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে।

শেষ,

[৭খ এক চির্ত্তে স্থনে জেবা রাধিকামঙ্গল অশ্বর্য্য লক্ষ্মি লাভ সর্ব্ব……কুসল।
সকলে ছাড়িয়া ভজ জুগল কিসোর তবে সেই পাইবে প্রভু গদাধর।
অপুত্রের পুত্র হয় নিধনের ধন ভক্তজন ভক্তি পায় ব্যাসের বচন।
অসর্য্য সারপ্ত পদ দেব গদাধর সকল ছাড়িয়া…রাধা দামুদর।
অসজ্যা কৃষ্ণের লিলা কে চিনিতে পারে কল্পে কল্পে সড়ানন সিমে দিতে নারে।
…ল্য লিলা বিবরিয়া ভবিস্বে[র] মত স্লোক অর্থ সংক্ষেপে বর্ণিলাম কথো কথ।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান পালা হৈল সায়॥ ইতি কর্ণ মুনির পালা সমাপ্ত॥

৩২ কর্ণমুনির পালা

শঙ্কর কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ৮০৬ ; পত্র ৭ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩″ × ৪১/২″। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের।

আরম্ভ,

[১খ শ্রীরামঃ ॥ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥ অথ কর্ণমুনির পালা লিক্ষতে ॥

যুক কহে সনকাদি নিবেদি তোমারে বেহার করেন কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে।

নন্দ জশোদার ভাগ্য কি বলিতে জানি পুত্রভাবে বেহার করেন চক্রপানি।

ভনিতা,

[৫খ গোবিন্দচরনে রত ভবিস্বপুরান মত বাল্যলিলা গাইল শঙ্কর।

[৭ক কর্ণমুনি জশোদায় দিলেন বিদায় রাধিকামঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।

শেষ,

[৭খ এক চিত্রে যুনে জেই রাধিকামঙ্গল অশর্য্য পরম সুখ সর্ব্বত্রে কুশল।

সকল ছাড়িআ ভজ যুগলকিস্বর তবে শে···প্রভু দেব দামোদর।

অপুত্রের পুত্র হয় নির্দ্ধনের ধন ভক্ত জন ভক্তি পায় ব্যাশের বচন।

শার্নুয্য সারোপ্য পদ···গদাধর সকল ছাড়িআ ভজ রাধা দামোদর।

অচিন্তী কৃষ্ণের লিলা কে চিনিতে পারে কল্পে কল্পে সড়ানন শিমা দিতে [নারে]।

·· লিলা বিবরিআ ভবিশ্বের মত শ্লোক অর্থ সংখ্যেপে বর্ণিল্লাঙ কথ।

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পালা হৈল সায় রাধি···

৩৩ কাগজের আরিজা

শুভঙ্করের দাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৪৫ ; পত্র ৩ ; অখণ্ডিত ; আকার ১১″ × ৪″। লিপিকাল সন ১২০৮ সাল।

আরম্ভ,

[১খ ৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥ কাগজের আরিজা লিক্ষতে ॥

মুসকুর লিখিব তিন রেগনা পুরিঞা লিখিব হরফ পাত চোচি এড়াইয়া ॥

রেগনার য়র্দ্ধ লঞা দফাতের স্থান রেগনার চোচি লঞা করত প্রমান।

মধ্যে দুই রেগনা বৃন্তের স্থান ওরখের য়র্দ্ধ জিয়ে লিখিবে সমান।

এক এক য়ক্ষর ছাড়ি লিখিবে কিৰ্দ্ধার শ্রেষ্ঠ মধ্যে বাল্য নিয় মহলের সার।

তুরখের চোচিক রেগনার স্থান   তার অর্দ্ধ অর্দ্ধ নিয় রেগনার মান।
ওসহাত জিলা তার দেড় ভাগ জদি   অধমুখে কাত লিখিব বক্রগতি।
সভার উপরে লিখি শ্রীকৃষ্ণের নাম   ওসহতে সন লিখি মুসল্বসে গ্রাম।
কেন্দরায় লিখিব কাগজের নামভেদ   মহল গোসায় ভাই করি বধ।
স্থানের নির্ণয় এই করিল লিখন   জীবতলে জেবা থাটে সুন বিবরন।
দুইটা হরফ লিখি মুসর্দ্ধরের তল   দফাত করত বিনা থাটে সকল মহল।
হরফের তলেও দফাত দুই লিখি   করত বিনা হরফের তল সকল দেখি।
ভনিতা ও পুষ্পিকা,

[৩খ কাগজ লিখিবার জদি থাকে অভিলাস   কায়মোন বাক্যে ইহা করিবে অভ্যাস।
ইহা না জানিঞা জেবা কাগজ্বে অবেসে   মিছা পরিশ্রম তার হয় দৈবদোসে।
জলেতে সাঁতার নাহি জানে জেই জন   অগাধ নদিতে নামে করিঞা তর্জ্জন।
পার নাহি হয় সে শ্রোতে হয় ভাসা   স্যাগত বিহিন জনার হয় সেই দসা।
শুভঙ্করের দাস নিজ বুদ্ধি য়নুরূপে   কিতাবত সাস্ত্র কিছু কহিল সংক্ষেপে।

মহল স্যাগত কাগজের আর্য্যা সমাপ্ত ॥ লিখিতং শ্রী চিনাথ ঘোস সাঃ রূপপুর সন ১২০৮ সাল তারিখ ২৪ আস্বীন জাত সুর্য্যকুলে পিতা দসরথ ক্ষৌনিভুজ্বামনি সিতা সর্ত্তাপরায়নি প্রনয়নি র্জস্যানুজ লক্ষন দোর্দ্দণ্ড নৃতাস্তৃভুবনে রামং জেন বিড়ম্বীতাং বিধি না চান্যে জনে কা কথা ॥৭॥ হরগোরি পোজ্যা।—

৩৪ কামশাস্ত্র

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৬২২ ; পত্র ৪ ; অখণ্ডিত ; অসমাপ্ত ; আকার ১৩″ × ৫″। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

আরম্ভ,

[১খ ৭শ্রীশ্রীদুর্গাঃ ॥ অথ সাস্ত্র লিক্ষতে ॥ গর্গ মুনিবাচঃ ॥ জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মহামুনি, কামসাস্ত্র কথা কিছু কহ দেখী সুনি। গর্গ বলেন রাজা সুনহ নিশ্চয়, পুরাণ প্রমাণ কথা জেমনে প্রকাস হয়। স্ত্রীপুরুসের সুলক্ষণ অলক্ষণ, সকলি কহিব রাজা জদি দেহ মন।...

[৩খ সোন সোন মহারাজা করি [৪ক নিবেদন,   কামসাস্ত্র জানিলে হয় পুরুস রতন।

শেষ,

[৪খ সক্ষিনির নানা পোস্ত জটা : ভাঙ্গ ধুত্তরার দ্বিট : ধুতুরা থিল কড় দিয়া এই সব বাটীব : লেপে দিয়া সেথ দিয়া : সক্ষিনিধ লেপনে।

৩৫ কালিকামঙ্গল

বলরাম চক্রবর্তী কবিশেখর

পুঁথিসংখ্যা ৯৩১ ; খণ্ডিত ; পত্র ৪৪ (১-২৯, ৩১-৪২, ২২, সংখ্যাহীন ২) ; আকার ১৪½"×৫"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের ।

আরম্ভ,

[১খ জয় জয় লম্বোদর আদি পুরুশ(র)বর জগদিষ জগতকারণ ।
জয় প্রভু গনরায় প্রনাম তোমার পায় উর প্রভু গজেন্দ্রবদন ॥
গনপতি গোরির তনয় ॥
জেতব পাদপদ্ম একান্ত করয়ে সদ্ম তারে তুমি হয়ত সদয় ॥
ব্যাস বাল্মিক কবি তোমার চরণ সেবি করিলেন পুরান প্রকাশ ।
জত কিছু ভেদাভেদ ব্যক্তাব্যক্ত চারি বেদ কৃপা করে পুরাইলে আশ ॥
...
নাভি গভির সর বাহন মুষিক পর গলে সোভে পারিজাত মালা ।
...
ত্রিগুন বিরাজ মুক্তি ব্যক্তাব্যক্ত শ্রিষ্টি স্থিতি তুমি দেব করহ প্রলয় ।
জে জন তোমারে ভজে জিনএ সমর মাঝে ঋপুকুলে নাঞি করে ভয় ॥
প্রত্যহ সঙ্কোহ বিমোচন ।
বলরাম চক্রবর্ত্তি মাগে তুয়া পদ ভক্তি কর মোরে কৃপা অনুকুলা ॥
প্রনমোহ শিবজায়া জোগনিদ্রা মোহামায়া ভদ্রকালি জয়ন্তি মঙ্গলা ॥
জাহার কারনে ভব আপনি হইলে স ১খ] [২ক ব পরিধান কৈল ছালা ।
মঙ্গলদায়িনী মাতা সেবি পাদপদ্মরিতা মধুনাশ কৈলা তেকারণে ।
ভদ্রকালী বিষালাক্ষি তাহাতে আপনি সাক্ষি জোগনিদ্রা প্রভু নায়য়নে ॥
ষুনিয়া তব নিজগুন ব্রহ্মাদি ত্রিলোচন নরোসিরো করিলা কটরা ।
কপালিনী হইল নাম সাধিলা দেবের কাম রনে নাশ করিল অষুরা ॥
বাকতিনীসিনি দুর্গা প্রদায়িনী চতুবর্গা পার কর এ ভব সাগরে ।
চণ্ড মুণ্ড বধ কিবা আপনি হইলা সিবা পড়ে অষুর তোমার সমরে ॥
ক্ষেমরূপা ক্ষেমঙ্করি ক্ষেম দুঃখ মাহেস্বরি বদ রূপা স্বাহা বেদ সাকে ।
এক জানে দুঃখ তা সে তব পাদপদ্ম আসে শ্রধারূপে পিতৃলোকে ॥
ভিমরূপ ভয়ঙ্করি কাতি কাত্যা পরধারি গলে মুণ্ড অসুরের মালা ।
অভয় বরদ হাথে বধিলা দনুজনাথে য়ন কৈলা বিষনা ॥

নমো নিত্য নারায়নি জপে জত সিদ্ধ মুনি নৃমুণ্ডমালিনী ভদ্রকালি ॥
কলিকালে কালিরূপে অধিষ্টান হয় জপে জপে লোক হয়্যা কৃতাঞ্জলি ॥
বিকট দশন পাতি ললোজুভ্য সোভে অতি যুস্ক মাংশ ভৈরবরূপিনী।
পদ্মজোনি হরিহর সেবে পদ নিরন্তর ব্যাস আদি জত মহামুনি ॥
বিষ্ণুদাসের বং···রিক [২খ বংশ অবতংস ধন্য রাজা লক্ষী নারায়ন।
হয়্যা তার সভাসত বন্দিয়া কালীর পদ শ্রীকবিসিকর যুরোচন ॥
পিতামহ চৈতন্য লোকেতে বলয়ে ধন্য জনক আচার্য্য দেবিদাস।
জননী কাঞ্চনী নাম যুত তার বলরাম কালিকা পুরিলা যার আশ ॥
ইন্দু কুন্দু থিরসিন্ধু বিধুবন্ধু আভা। সম্ভু কুন্ত পুষুরিথ পয়োধিক সোভা ॥
বন্ধ মাতা সরস্বতি রূপে গুনে সোভা সপ্ত ঋনী।
ত্রৈলক্ষতারিনি বাক বাক্য প্রদাঅনি
সেত পদ্ম জেন স্থিতি করে জন্ত্র তন্ত্রি। মৃদঙ্গবাদিনী রঙ্গে যুবলিত মন্ত্রি ॥
নিরবধি পরিধান শুক্ল বশন। স্তবন করএ ব্রহ্মা আদি দেবগন ॥
পিনো পওধর বন্ধ অতি মনোহরে। রঙ্গ রাগ নাগ দন্ত স্বর শঙ্খ সারে ॥
জেই জন তোমার কমল পদ ভজে। বিদ্যারশ সাগরেতে মজে।
জগত জননী জারে হয় কৃপা দৃষ্টি। সভামধ্যে তার বাক্য জেন যুধা বৃষ্টি ॥
তোমার চরনে জার না রহিল মোন। নিশ্চয় জানিনু তার ব্রথায় জীবন ॥
ব্যাশ আদি মুনি তুয়া সেবিল চরনে। চারি বেদ সর্ব্বসাস্ত্র প্রকাশ ভুবনে ॥
বসিষ্ট বাল্মিক ঔর্ব্ব সৌনকাদি জত। সনক সান ভগু তব হৈল দণ্ডবত ॥
ছয় রাগ রাগিনী তুয়া সঙ্গে [৩ক অনক্ষন ॥ বিনা হাথে স্থানে স্থানে করহ গায়ন ॥
কৃপা করে সরস্বতী উরহ আসরে। বলরাম বলে কৃপা করহ কিঙ্করে ॥

কয়েকটি ভনিতা,

[৪ক এতেক বলিয়া দেবি হৈলা অন্তধ্যান। অসিতামঙ্গল দ্বিজ বলরাম গান ॥
[৭খ কালীর চরনপদ্ম ভরসা কেবল। শ্রীকবিসিখরে ভনে চামুণ্ডামঙ্গল ॥
[২৩ক পিতামোহ চৈতন্য লোকেত জানয় ধন্য জনক আচার্য্য দেবিদাস।
জননি কাঞ্চনি নাম তার যুতা বলরাম কলিকা পুরিল জার আস।
[৩৭ক সুন পুনায়ত নৃপতি সিখর শ্রীকবিসিখর কাটারি ॥
[? পিতামোহ চৈ[ত]ন্য লোকেতে বলয় ধন্য জনক আচার্য্য দিবিদাস
জননি কাঞ্চনি নাম যুত তার বলরাম কালিকা পুরিল জার আস।

নমুনা,

[৪ক মদনের ডরে বিত্থার দহে কলেবর   কালি বলেন যুন্দর বাছা তোরে দিনু বর।
লহ মোর নিদর্শন স্তুয়া কর হাথে   সফল করিব কার্য্য এই যুয়া হৈতে।
সর্ব্বশাস্ত্র জানে যুয়া বিচারে পণ্ডিত   প্রান আলাপে যুয়ার সনে পাবে মনপ্রীত।
এতেক বলিয়া দেবি হৈলা অন্তধ্যান   অসিতামঙ্গল দ্বিজ বলরাম গান॥
রাজার কুমার জদি চলিল একেলা   কক্ষতলে খুঁগি পুথি নৃপতির বালা।
নিষির ভিতরে বালা গেল বহু দূর   খুরদা এড়ায়্যা গেল স্বেত রাজার পুর।
চড়ই পর্ব্বতে বালা পশ্চাৎ করিয়া   সাল গিরি সিখরে বালা উত্তরিল গিয়া।
না করে বিলম্ব কোথা ঝাট চলে বালা   কোথা খিরখণ্ড খায় কোথা চিড়া কলা।

৩৬ কালিকামঙ্গল

বলরাম চক্রবর্ত্তী কবিশেখর

পুঁথিসংখ্যা ৯৪৩; খণ্ডিত; পত্র ৬৬ (৫-৭,৯-২৮, ৩০-৩২,৩৭-৪৪, ৩৫, ৪৯, ১, ২, শেষ পত্র আছে)। আকার ১৪" × ৪½"। লিপিকাল আ. ১১৪৭ সাল। বিভিন্ন হস্তাক্ষরের পাতড়া।

আরম্ভ,

[১খ [জয় জয় লম্বোদর আ]দি পরুশবর জগদিস জগতকারন
জয় প্রভু গনরায় প্রণাম তোমার পায় ··· ··· ···।
··· ··· ···কর মোরে কৃপাবলোকন॥
প্রণমোহ সিবজায়া জোগনিদ্রা মোহামায়া ভদ্রকালি
জাহার কারনে ভব অপনি হইল সব পরিধান কৈলে ব্যাগ্রছালা॥
মঙ্গলদায়নি মাতা ·· ··· ··· ···কারনে
ভদ্রকালী বিসালাক্ষি ·· ···জোগনিদ্রা প্রভু নারায়ন
··· ··· ·· নরোসির করিলা কটরা॥
কপালিনি হইলা যাসা সাধিলা দেবের কাম রণে নাস করিল···
··· ···দুর্গা প্রদাইনি চতুর্ব্বর্গা পার কর এ ভব সাগরে।
চণ্ডমুণ্ডে বধ কীবা আপনে হইলা সিবা··· ·· সমরে।
ক্ষেমরূপা ক্ষেমঙ্করি ক্ষেম দুঃক্ষ্য মাহেশ্বরি বেদরূপা স্বাহা ··· ···
··· ···পাদ পদ্ম ধাতা শ্বঁধারুপা তুমি পিতৃলোকে॥
ভিমরূপা ভয়ঙ্করি কাতি খর্পরধারি ··· ···
অভয় বরদ হাথে বধিলা দনুজনাথে রন কৈলা আপনি বিসালা॥

নমো নিত্যা নারায়নি…নৃমুণ্ডমালিনি ভদ্রকালি
কলিকালে কালিরুপে অদিষ্ঠান হও জপে জপে লোক হয়্যা কৃতাঞ্জলি
বিকট দসনপাতি লোল জুভা সোভে তথি যুস্ক মাংস ভৈরবরুপিনি।
পদ্মজোনি হরিহর সেবে পদ নিরন্তর ব্যাস আদি জত মোহামুনি ॥
বিষ্ণুদাসের বং[স] রিকবংস অবতংস ধন্য রাজা লক্ষী নারায়ণ
হৈয়া তার সভাসত বন্দিয়া কালির পদ শ্রীকবিসেখর যুরচন ॥
পিতামোহ চৈতন্য লোকেত বলয়ে ধন্য জনক আচার্য্য দেবিদাস
জননি কাঞ্চনী নাম যুত তাঁর বলরাম কালিকা পুরিল জার আস।
ইন্দু বিন্দু খিরসিন্ধু বিধুবন্ধু আভা সম্ভূ কুন্ত পুস্বরিখ পয়োরিক সোভা।
বন্দমাতা সরস্বতি ইত্যাদি।
কয়েকটি ভনিতা,

[৭ক কালীর চরনপদ্ম ভরসা কেবল শ্রীকবিসেখরে ভনে চামুণ্ডামঙ্গল ॥

[২১খ জননি কাঞ্চন নাম তার স্নুত বলরাম কালিকা পুরিল জার আষ ॥

[৩২ক রঙ্গ বিভঙ্গ কন্দ নিধুবন দুর কিয়ে আজু বিষ্ণাগুরি
স্নুন পুনায়ত নৃপতি সিখর শ্রীকবিসিখর কাটারি ॥

শেষ,

… … করিয়া শ্রিজন সিব বলে এক তিল করহ বিলম্বন।
অকারনে প্রলয় … … ডম্বুর বাজন।
বৃসে চাপীয়া আইসে নাচে দেব স্নুলি অট্ট হাসিতে …
… … স গগন প্রলয় মেঘে জেন করিআছে গর্জ্জন।
ছুটিল সিবের বৃষ পাইয়া…
… …গে ডম্বর বিসান নাটী থাল কোথা গেল সিদ্ধি ঝুলি নন্দিকাল।
সিবের দু … … …ই বার প্রভু সান্তি যুনি।
আপনা পাসরে সিব ফিরে পথে পথে ক্রপাময়ি… …
…টীয়া সিব জিজ্ঞাসে কারন কহিল সিবেরে মাতা সব বিবরন।
জমের সকল … … … … কহিল কৃষ্ণেরে।
হরসিত হইল জতেক দেবগন কালিকার তরে সভে করিল…।
… … … … দেব দিল জয়ধ্বনি।
যুরভির দুগ্ধ দিয়া অভিসেক করি বসিলেন সিংহাসনে… …
… … …সব…হরসিত দেবপুর করে কোলাহল।

শ্রীক··· ··· ··· ···

··· ···তোমার কাহিনি, ভা[লম]ন্দ চিতে কিছু ···

··· চরনে ॥ ইতি কালিকামঙ্গল কথা সমাপ্ত ॥৭৫॥ ইতি

··· ক্রবার ॥ সাত ঘটী হইলে গুপীনাথের বাটীতে সমাপ্ত হইল।

পুস্তকমি···তং লীখীঙ নাস্তি দোসনং ॥ সাং বদরতলা সাতগাঁ মাঘুরা ॥ জাগর···ও ॥

৩৭ কালিপ্রস্তুতের ছড়া

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯৭১ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৫"×৩"। লিপিকাল আ. দুই শত বৎসর পূর্ব্বের।

শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতুল কর্ত্তা শ্রীশ্রীরাম :—

কাজল গোমুত্র লায়ের জল ভৃঙ্গ ভেলা দিয়ে তোল
পীত কাষ্ঠ দিয়ে রসি তোটে পত্র না তোটে মসি ॥

৩৮ কিশোরী ভজনের পদ

নরোত্তমদাস

পুঁথিসংখ্যা ৫০৪। পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২"×৪" ; লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

হে হে তুলসি সিখরে বসিমতে অঙ্গে গঙ্গা পথে বেষ্ট শ্রীমঞ্জরি রাধাকৃষ্ণ ॥ তুলসি রক্ত তুলসি পদ্ম তুলসিবোনে ঘর। সর্ব্বলোকে তুল নেও কুসে কৃষ্ণ বরাবর ॥ পুজে তুলসি কৃষ্ণ বরাবর ॥ স্বুবর্ণের তুলসি লাগল কাননে একে সও দণ্ডবৎ তুলসির চরণে ॥ তুলসি রত্ন শয়নে কিসোরি সপনে কিসোরি কিসোরি কল্পতরু। কিসোরি দিয়েছেন তন্ত্রমন্ত্র কিসোরি প্রেমের গুরু ॥ কিসোরি বসন কিসোরি ভুসণ কিসোরি গলার মালা···রূপাসনা আসে··· কিসোরি কুঞ্জে ·· ·····কহে নরোত্তম দাস কিসোরি ভজনে হবে ব্রজপুরে বাস ॥

৩৯ কিস্যা পাঁচালী

বাখড়

পুঁথিসংখ্যা ৫১৭ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩½"×৪½"। লিপিকাল সন ১২৩৬ সাল। অপর পৃষ্ঠায় একখানি খণ্ডিত চিঠি আছে। শেষ, ভনিতা ও পুষ্পিকা,

রাজার নন্দন সব জাবে ছাড়ে বান   সকুণ্ডলে মুণ্ড তার করে খান খান।
তবে সীযু রাজা অন্য করিল সন্ধান   আকাশে উঠিল অস্ত্র উলুকা সমান।
যুর্ন্যেতে চলীল অস্ত্র জেন দিনকর   সঘনে উথলে অস্ত্র মুশল মুদ্গার।
সেই আস্ত্র কাটী পাড়ে দর্থের মুণ্ড   ভুমিতে পড়িল মুণ্ড হইয়া খণ্ড খণ্ড।
ভঙ্গ দিয়া পালাইল দশ্থএর সন্য   কহিয়া পালায় শভে গত্তধারি ধন্য।
তবে সীবসিংহ নিজ রাজ্য প্রবেসীল   আনন্দেতে অষ্ট পুত্রের বিভাহ দিইল।
রাজ্য করে মহারাজা হইয়া আনন্দ   বাখড় রচিলা কীশ্যা পাচালী প্রবন্ধ ॥—
ইতি কীশ্যা সমাং শন ১৩০৬ শাল তারিখ—৯ জৈষ্টী মো রূপপুর সহরতে বদন মিত্র
সাকীম বাদপুর—রাজার আদেষ পাঞা চলিলেন ধাইয়া।...

৪০ কুম্ভকর্ণের রায়বার

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫১৩ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩২"×৪২" লিপিকাল সন ১২৩৩ সাল।

আরম্ভ,

[১ক কুম্ভকর্ন্ন নিদ্রাভঙ্গ ৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ কুম্ভকর্ন্নের রায়বা[র] লিক্ষতে ॥

নিদ্রা হইতে উঠিঞা বসিলা কুম্ভকর্ন্ন   যুবাসিত জল কেহু জোগাইছে বর্ন্ন।
কুমকুম কস্তুরি কেহু লেপে সর্ব্ব গায়   জত সত সেনাপতি চামর ঢুলায়।
দূত মুখে ই কথা শুনিঞা লঙ্কাপতি   ভাইকে কহিতে জায় আপন দুর্গতি।
রাজাকে দেখিঞা কুম্ভকর্ন্ন মহাবির   সংভ্রমে উটিঞা তার পদে দিল সির।
দুই ভেই একাসনে বসিলা লঙ্কাতে   মলয় পর্ব্বত জেন হিমালয় সাথে।
কুম্ভকর্ন্ন বির জদী লঙ্কায় জাগিল   ত্রিভুবনের জত বির কাপীতে লাগিল।
কুম্ভকর্ন্ন বলে যুন রাজা দসানন   অকালে আমার নিদ্রা ভাঙ্গল কী কারন।
কি কারনে লঙ্কায় বিধতা কেনে এত   বৈসাখে অশ্বত্ত বিক্ষ কে করিল ক্ষেত।
অগর চন্দন তরু দগ্ধ কেন দল   অশ্রুমুখি দেখি কেনে প্রমদা সকল।
কেনে না করিল নিত্ত কুকীল মউরে   ক্ষেনে ক্ষেনে রোদন উটীচে অন্তসপুরে।
হেঁচক পেচকগোলা ডাকে সন্ধাকালে   যুকুনি গিধিনিগোলা উড়া বসে চালে।
ঝনঝনে বাসাতগোলা বহে রাত্রি দিবা   নগরেতে উর্দ্ধমুখে কান্দে কেনি সিবা।
আখণ্ড প্রতাপ তোমার কে করিল চুর   ভশ্মময় দেখি কেনে কনক লঙ্কাপুর।
সন্য মর্দ্ধে না দেখি কেনে অক্ষয় কুমার   কি কারনে দেখি মুখ মলিন তোমার।
যুমুদ্রের সব্দ এত জব্দ করিলে কে   লঙ্কা এত সঙ্কা ভয় আসচজ্যা জে।

আমার রনে পড়েছীল সিরুসে'র স্থত লঙ্কায় আসি কেবা পাড়িল বিপুত্র।
কে দিল অগ্নিতে হাত কে ধরিল ফনি পঞ্চম মঙ্গল কার রন্ধগত সনি।
কার ল…

[১খ কোন অভাগার মুখ পুস্করা জেমন জেষ্টা অষ্টমির চন্দে…
…সনে ইষ্ট মিত্র পরিত্যাগ করিল কোন জনে।

শ্রীগুরু ব্রাহ্মন প্রতি কে কন নিদয় কোন পাপী কহিএছে জে বেদ সত্ত নয়।
গাছে হইতে কেঁকলাস পড়ি[লি] কার গায় কে করিল ব্রহ্মহত্তা কার প্রান জায়।
কোন দেবতা কে দিন ধরেছে জে মর সংঙ্গে লাগে॥… ‥

ইতি শন ১২৩৩ শাল ২ জৈষ্ঠ লিখনং শ্রীত্রিলোচন ঘোষ পাটক শ্রীমিত্রঞ্জ[য়] মিত্র—শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ। প্রতুল কত্তা।—

৪১ কৃষ্ণকর্ণামৃত

যদুনন্দন দাস

পুঁথিসংখ্যা ২১৯; অখণ্ডিত; পত্র ৭৩; আকার ১২২ৄ"×৪"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসর পূর্বের।

আরম্ভ,

[১খ শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥

কৃপা সুধা সবিমুস্তবিশ্বমাপ্লারযন্তপী। নীচগৈবসদাভাঁতিত শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে॥
বন্দো গুরুপদ………অঞ্চলে জাহা হৈতে বিঘ্ননাশ সর্ব্বাভীষ্ট মীলে।
কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ অতি মনোহর জাহা আস্বাদিলা প্রভু শচীর কুঙর।
রায় রামানন্দ সনে বিদ্যানগরে আশ্বাদিলা কর্ণামৃত অর্থ সুদুষ্করে।
শ্রীলিলাস্বকের বানি সমুদ্রগম্ভির সমস্ত বুঝিতে নারে ভাব যার ধির।
আদ্যোপান্তো কৃষ্ণকেলি মাধুর্য্য রস জানি তাহাই লেখিএ শাধু মুখে জাহা সুনি।
ঠাকুর বৈষ্ণব পায় প্রণতি আমার কলিকালে উদ্ধারিলা বহু বহু দুরাচার।
তোমার চরণে যেন নহে অপরাধ নিজগুণে ইহা মোরে করিবা প্রশাদ।
ভাবে মগ্ন লিলাস্বক দুই রূপে স্থিতি অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা হয় শ্লোক প্রতি।
বাহ্যদশার অর্থ আমি না লিখিব এথা যথামতি লিখোঁ মুঞি অন্তর্দ্দশা কথা।
এই লীলাস্বক বানী সুন শাবধানে জাতে ভাব জানা জায় কৃষ্ণের চরণে।
দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবর্ণা নদী তাহার পশ্চিমতীরে জাহার বসতি।
শ্রীবিল্লমঙ্গল নাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কবীন্দ্র অবধি সর্ব্বলোকেতে বিদিত।

পূর্ব্ব দুর্ব্বাসনা তাঁর কৈল আকর্ষণ কন্দর্প তেষ্টাতে মগ্ন হৈ[২ক]লা তার মন।
সেই নদীর পূর্ব্ব দিগে বেশ্যার বসতি চিন্তামনি নাম তাঁর সুন্দর যুবতি।
বড়ই আশক্তি তাঁর সেই বেশ্যা সনে সদা সেই চেষ্টাগন অন্য নাহি জানে।
একদিন বর্ষাকালে রাত্র ঘোরতর মেঘ গর্জে বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর।
তাহে কামচেষ্টা স্মৃতি হইল অন্তরে সে চেষ্ঠাতে অন্ধ হৈলা কিছু নাহি স্ফুরে।
নদী পার হৈতে বিঘ্ন ভয় নাহি গণে নিজ ঘর হৈতে জায় সেই বেশ্যা স্থানে।
তীরে নৌকা নাহি পার হইতে না পারে মৃতক ধরিয়া গেলা সে নদীর পারে।
বেশ্যার দ্বারে কপাট খিল লাগা তায় জাইতে না পারে তাতে মহা চেষ্টা পায়।
পাঁচিরের চতুর্দ্দিগে ডাকিয়া বেড়ায় মেঘের গর্জনে তারা স্থনিতে না পায়।
সেইকালে দেখে ভিত্ত গর্ত্তের ভিতরে কালসর্প অর্দ্ধ অঙ্গ প্রবেশন করে।
অর্দ্ধ অঙ্গ বাহে আছে তার পুচ্ছ ধরি পাঁচির লঙ্ঘিয়া পড়ে প্রনালি উপরি।
পড়িতেই মূর্চ্ছা হৈলা নাহিক চেতন শব্দ শুনি বেশ্যা দেখে লৈয়া সখিগণ।
বিজুরিছটাএ তাঁরে দেখিল তখন শীঘ্র তাঁরে আনে বেশ্যা লৈয়া সখিগন।
হাহাকার করি বেশ্যা বহু কষ্ট পাইল সুশ্রূশা করিয়া তাঁরে সুস্থির করিল।
তবে আগমন কথা বিবরি কহিল যেন যেন রূপে নদী পা[র]াদি হইল।
বৃত্তান্ত স্থনিঞা বেশ্যা লাগিলা কাপিতে অতিশয় দুখি হৈলা লাগিলা কহিতে।
শাস্ত্র পড়ি মূর্খ কেহো নাহি তোমা বিনা [২খ] বিরশ রশের লাগি বধহ আপনা।
ইহাধিক্য ইহাধিক্য ধীক রহুক আমারে মহা পাপিষ্টিনি আমি জানিলুঁ অন্তরে।
নানান কপটভাবে পুরুষ বঞ্চিয়া মন ধন হরিলেও তারে প্রতারিয়া।
এমন আশক্তি যদি যন্মে কৃষ্ণ লাগি তবে কিবা লাভ নহে কৃষ্ণ অনুরাগি।
কালি আমি প্রাতঃকালে সকল ছাড়িয়া ভজিব কৃষ্ণের পায় একান্ত হইয়া।
এইরূপে সেই রাত্রি সখিগন লৈঞা তাহার সুশ্রূশা করে নির্ব্বেদ কহিঞা।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা সঙ্গে রাশকুঞ্জলীলা গান করে সখি সঙ্গে হঞা একমেলা।
তার বাক্য স্থনি লীলাসুক মহাঁশয় মনে মনে দুঃখ ভাবি আপনা ভৎসর্য়।
মনে করে কালি প্রাতে এ সব ছাড়িয়া ভজিব কৃষ্ণের পদ একান্ত হইয়া।
নিদ্রা নাহি হয় সদা চিন্তিত অন্তর রাধাকৃষ্ণলীলাগীত স্থনিল বিস্তর।
সে লিলা শ্রবনমাত্র মায়া দুর হৈলা পূর্ব্ব সিদ্ধ প্রেমাঙ্কুর তবহু যন্মিলা।
সেই রাধাকান্ত মোর কোটি প্রানধন তারে ছাড়ি কিবা এই করোঁ অনুষ্ঠান।
এত বিচারিতে তেহোঁ পোহাইল রাতি প্রাতে উঠি বেশ্যা পায় কৈল নতি স্তুতি
সেই পথে চলি গেলা সেই নদীতীরে বৈষ্ণব আছেন যথা শোম গিরিবরে।

আপন বৃত্তান্ত তাঁরে কহি [৩ক ল সকল উপাসনা করিলা গোপাল মন্ত্রবর।
সেই মন্ত্র লৈবা মাত্রে কি কহিব আর অতি অনুরাগ হৈল উদয় সকল।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু আদি ভাবগণ ব্যাকুল হইলা অঙ্গ না জায় ধরন।
যদ্যপিহ বৃন্দাবন জাইতে উৎকণ্ঠিতি গুরুশেবা লাগি কথোদিন কৈল স্থিতি।
কৃষ্ণলীলা বর্ণনাদি গ্রন্থ বহু কৈলা তাহা দেখি গুরু লীলাস্বুক নাম দিলা।

শেষ,

১৩খ] এই বর দেহ মোরে সদা যেন দেখোঁ তোরে আর কোন নাহিক বাসনা
শেবা সুখ ধন দিয়া আপন নিকটে নিবা তোমা মিলায় তোমার করুণা।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু তোমা না ভজিনু কভু মুঞি অতি অধমের অধম
তুমি কৃপা কর মোরে নিজগুণে নিতি ভোরে কৃপানিধি তুমি প্রাণধন।
শ্রীশ্রীসনাতন রূপ অখিল ভকত ভুপ নিজগুণে দয়া কর মোরে
শ্রীভট্ট গোপাল পহুঁ অন্তরে করুণা বহু মোরে রাখ বান্ধি কৃপাডোরে।
ঠাকুর আচার্য্য প্রভু আমার প্রভুর প্রভুঁ এই মোর ভরোশা অন্তরে
শাধন ভজন নাই সংশারে জাতনা পাই গুণ শুনি তভু প্রাণ ঝুরে
করুণা করিয়া মোরে রাখ নিজ পদতলে মোঁ বড় পতিত কেহো নাই
মোঁ অতি তাপিত জনে কর কৃপা নিরিক্ষণে তবে আমি এ তাপ এড়াই ॥৪॥
ঠাকুর বৈষ্ণব মোহে কর কৃপা অনুগ্রহে সদা দোশ নাঞি যার মনে
সহজে আপন গুণে দয়া কর দীনজনে তুয়া পদে লইলুঁ শরণে ॥৫॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রং চরণারবিন্দ মকরন্ধপানমত্তমধুব্রত শ্রীলীলাস্বুক বিরচিতং কর্ণামৃতং স্তোত্রং সম্পূর্ন্নং ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥ শ্রীগোকুলানন্দ দেবশর্ম্মণঃ স্বক্ষরোহয়ং ॥

এ পুথির নাম শালোগ্রামের চিন্ন বর্ন্ন ॥

৪২ কৃষ্ণের বাল্যলীলা

সনাতন

পুঁথিসংখ্যা ৬৭৫ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৪½"×১০"। লিপিকাল সন ১২১০ সাল। সমগ্র অংশ মুদ্রিত হইল।

৭শ্রীহরি

একদিন গকুল নগরে এক বুড়ি প্রভাতে লইঞা আইল্যা ফল এক ঝুড়ি।
বসিল পথের ধারে বসিল পথের ধারে
ডাকে অরে : গকুলবাসি ছেল্যা উশ্চস্বরে : ধনি করে ঃ ফল লাউস্যা বল্যা।
সিষু সব যুস্ত্যা পাঞা সিষু সব যুস্ত্যা পেঞা

আইল্য ধাঞা : ফলহারির কাছে দেখি বুড়ি : ফলের ঝুড়ি : ঢেক্যা বৈস্যা আছে।
সিষু সব বলে বুড়ি : দেখি ঝুড়ি : কেমন বটে ফল ফল দেখি সকলে বলে কি য়ানিব বল
ষুন্যা বুড়ি বলে ষুন্যা বুড়ি বলে দিব ফল তোমা সকলে :
কড়ি চালু খুদ ধান তোমারা গোপের ছেল্যা : জে জা পাও তাই আন।
সুন্যা ব্রজনাথ সুন্যা ব্রজনাথ :
সিষু সাঁথ : চলিল কুতুহলে পাঙ্গনে ধান্য মিলা দিঞা : জসোদা গেল জলে।
বাছা সব দেক্ষ বল্যা : বাছা সব দেক্ষ বল্যা :
বাউস এল্যা ; ফিরায় নিলমনি জমুনা হৈতে এস্যা খেত্যা দিব খির ননি।
ধান্য মেলা ছিল ধান্য মেলা ছিল
কৃষ্ণ নিল য়ঞ্জলে জত রয় দেখি প্রিয়সখা শ্রীদাম তাহা : কৃষ্ণচন্দ্রে কয়।
আসিঞা মারিবে রানি আসিঞা মারিবে রানি :
সখার বানি : তাঃ না ষুনলে কানে ফলহারির দুস্থ তারি : ভঞ্জিবার মনে।
ডাকে এস্য বল্যা ডাকে এস্য বল্যা
রানি এল্যা ঃ দেবে নাক ধান এত বলি ঃ সকল ফেলি ঃ শিঘ্য চলি জান।
সিষু সব চল্য পিছে সিষু সব চল্য পিছে
বুড়ির কাছে ঃ জেঞা হল্য জড় ব্রজশিষু বলে য়াজু ভাগ্য তোর বড়।
ধান্ত নে ফল দে ঃ বুড়ি পাতে ঝুড়ি
ফল ত দিল হাথে ফল ত দিল হাথে ঃ তখন ব্রজনাথ ঃ জাড়েন হাথ ঃ শন্য হল্য তাথে।
দেখিঞা বুড়ি কয় ঃ ধান্য নয় ঃ সকল দেখি সোনা
বুঝি মোর : দুস্ক দুর ঃ কল্যে য়রে চান্দ্রে কোনা।
বাছা মানুস নও বাছা মানুস নও
তুমি হও ঃ সয়ং পুন্ন ব্রহ্ম এস্য বল মা ঃ জুড়াক গা ঃ সার্ত্তক হল্য জন্ম।
এস্য করি কোলে ঃ নিচ বল্যা ঃ ঘ্রনা না কল্য তায়
হরি মা বলিলা ঃ বুড়ি পুলক হল্যা ঃ কোলে লঞা কত চুম্ব খায়।
জে পদ বাঞ্চএ মনি ···য়খিল পতি···য়খিল পতি
ভক্তে জদি ভক্তি করি ডাকে য়সুরকুলে প্রহ্লাদ ছিল ঃ দুগ্গমে রাখিলে তাহাকে।
কৃষ্ণ ভক্তাধিন কৃষ্ণ ভক্তাধিন
তারেন দিন ঃ ফলহারি পাইল ফলে তখন চাপি কোলে ঃ দয়া কল্যা ঃ খ্যাত ভূমণ্ডলে।
তখন যুফল বলে তখন যুফল বলে
চাপিলি কোলে বলিব তোর মায়। তখন কোলে হত্যা ঃ নামীল এস্যা : কৃষ্ণচন্দ্র কয়।

সকল বালক প্রিতি সকল বালক প্রিতি
তোমারা জদি বল মাএর আগে কৃষ্ণ বলে ছিদাম তোরে আমার দিব্ব লাগে।
জেন রানি না সোনে জেন রানি না সোনে
মাএর মনে কি জানি কি হয় কইতে কইতে বালক সনেঃ য়াইলে নন্দালয়।
জশোদা আনি জল জশোদা আনি জল
পুছেঃ বল গিছিলে কোথা তোরা তখন রানি কাছেঃ হেস্যা কথা কয় কত ধারা।
তখন রানি তর্জ্জন করে তখন রানি তর্জ্জন করেঃ
তোমারা ছিলে ঘরেঃ ধান কে নিলে তা বল ছিদাম বলে ধানের উপর বাছুর চল্যে গেল।
যুন্যা বলে রানি স্থন্যা বলে রানিঃ
আমি জানিঃ কানাঞের প্রিয় তুমি বলিবে নাক এ সব কথা আমি ইহা জানি।
বাছা যুফল বলো না কর ছলঃ ধান্য কেনে ছড়া
বলে রানিঃ আমি জানিঃ তোর প্রেম বালাএর সঙ্গে বাড়া।
যুন্যা যুফল বলেঃ যুন্যা যুফল বলেঃ
জখন জলে গেলে নন্দরানি ধান্য দিঞেঃ ফল কিনে খাল্য নিলমনি।
নিচকে বল্লে মাঃ নিচকে বল্লে মাঃ
যুন্যা তাঃ নন্দজায়া কয়ঃ রানি বলে জানি তোমার কথা মিথ্যা নয়।
তিনি ত বিমুখ হঞা তিনি ত বিমুখ হঞাঃ
আছেন চেঞা মোরে না কিছু বলি রানি বলে বল দেখি মাঃ কাখে বলিলি।
মাঙ কওঁ জাখে তাখে মাঙ কওঁ জাখে তাখে
বলে রোখেঃ সাট মাল্য রানি জাঃ দুর হ ঘরে হত্যা বলে তর্জ্জন বানি।
তখন অভিমান করি তখন অভিমান করি
কয় হরিঃ চেঞা ছিদাম পানে য়রে চিদাম পরের মাঃ কি পরের বেদন জানে।
লুনীচোর বলেঃ উদূখলে বান্ধিল হঞা মাঃ কার মাঃ কোথা পুত্রে বলে ঘরে হত্যা জাঃ।
এত নিঠুর বানি এত নিঠুর বানি
কয় রানিঃ কত সৈব রঞা
বাথানে আছে নন্দ বাথানে আছে নন্দ য়মনি জাই বল্যা কঞা।
হঞা গদ গদ হঞা গদ গদ
বড়ান পদ য়খিলের পতি পুত্রস্নেহে আকুল হঞা ধাইল জসোমতি।
বাছা কোথা জাছ্য বল্যা বাছা কোথা জাছ্য বল্যা
কোলে তুল্যাঃ নিল নন্দরানি জার মায়াতে মুহিৎ তার চুম্বে মুখখানি।

এ তোর য়ভিমান এ তোর য়ভিমানঃ
যুন্যা প্রান ঃ ধৈরজ না মানে কৈলি কিনা পরের মাঃ কি পরের বেদন জানে।
হেরে নিলমনি হেরে নিলমনি
এত যুনি কেমন কথার ধারা আমি কি তোমার মা : নৈষ্টক তাই জেনেছ পারা।
জন্মে জন্মান্তরে জন্মে জন্মান্তরে
গৌরি হরে আরাধিলাম কত রানি বলে তুমি হরগৌরি আরাধিত।
কঠিন ব্রত জত কঠিন ব্রত জত :
কৈলাম কত তাহা কৈব কি ঃ গা ঢেল্যা সাগরে তবে তোমা পেঞাছি।
বাছা মা বল চল ঘর বাছা মা বল চল ঘর
খির সর যুনি দিব খেত্যা না কঙ এ যব কথা নন্দ এল্যে বাথান হত্যা।
তখন রানি তখন রানি
খির সর যুনি আনি দিল সভাকারে গৃহকর্ম্ম হেতু গোপাল বৈসাইল ঘরে।
কৃষ্ণে[র] বাল্যলিলা কৃষ্ণের বাল্যলিলা
ফল খেল্যা ঃ লঞা সিযুগনে কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা সনাতনে ভনে ॥১॥
সন ১২১০ সাল তারিখ ২৯ আশ্বিন রোজ যুক্রবার ॥১॥

৪৩ কোকিলসংবাদ

শ্রীহরিশঙ্কর দ্বিজ কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ৮৬১ ; পত্র ৯; খণ্ডিত ; আকার ১৩½″×৫″। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বের।

আরম্ভ,

[১খ ৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ কোকিলসম্বাদ ॥
নন্দের নন্দন নটবর বেস ধরি নৃভিত কুঞ্জের মাঝে প্রবেসিলা হরি।
উদঅ সরদ বিধু দেখিয়া নআনে রাধিকার বয়ান পড়িয়া গেল মনে।

ভনিতা,

[২ক শ্রীহরিসঙ্কর গান পুরান সঙ্গিত যুনিতে যুগল ভাব দ্রব হঅ চিত
[২খ ভবিস্যপুরান মত উজর ভকতি কত দ্বিজ কবিচন্দ্র রস ভাসে
[৯ক হাস রভস রস প্রেমের তরঙ্গ দগদগি দহে দেহে প্রবল অনঙ্গ।
চঞ্চল চমকিত ছলে প্রেমদানং অধরে অধরামৃত কুতুহলে পানং।
লুবধ ভ্রমর মন আসব পানং সচকিত চকিতহি নিরক্ষন বাটং।

অবিদূরে জনভঅ ভোজকি পাটং   যুগসরভসরস সঙ্কর সারং ।
লুবধ ভ্রমর মন আস[ব] পানং ॥

৪৪ খনার বচন

পুঁথিসংখ্যা ৬৮৮; অখণ্ডিত; পত্র ১; আকার ১০½"×৩"। লিপিকাল আ. ১০০ বৎসর পূর্বের।

খোনা ডাকয়ে পক্ষী না ছাড়ে বাসা   উড়িয়ে বৈশে খাবে খাবে করি য়াশা।
ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা   খোনা ডেকে বলে সেই সে উষা।
উঠে পড়ে খায় না   তখন জায় না।

৪৫ গণেশবন্দনা

বল্লভ

পুঁথিসংখ্যা ৭৫৭। পত্র ১। অখণ্ডিত। আকার ১৩"×৫"। লিপি আ. দুই শত বৎসর পূর্বের।

[১খ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥
গণেসবন্দোনা নিক্ষতে ॥
প্রথম গণেসঘটে প্রনতি অঞ্জলিপুটে অবতিন্য নায়েক আসরে
গায়নে বন্দিয়ে গায় উর প্রভু গনরায় গম্ভির গম্ভির গুনধরে।
বাম অঙ্গে জোগপাটা লল্লাটে সিন্দুর ফোটা প্রভাতকালের জেন রবি
চরনপঙ্কজ রাজে রত[ন] নপুর সাজে অঙ্গ তুল্য কিবা দিব ছবি।
জপিয়া পরম নিধি ধিয়ানে না পায় বিধি আদ্য অন্ত দেব অধিরাজে
মহিমাতে মন হয়ে রাতুল চরন পেয়ে সকল দেবতা আগে পুজে।
মুসিকবাহনে জোগধারি।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নরে তোমারে স্মরন করে তবতুল্য কি বলিতে পারি।
তেজো প্রভু অমরনগর
কাতর কিঙ্কর ডরে তোমারে স্মংরন করে বৈস্য প্রভু ঘটের উপর।
তুমি দেব দেবেশ্বর তোমা পুজে নাগ নর কে জানিতে পারে তব মায়া
তোমার চরন আসে শ্রীযুত বল্লবে ভাসে নায়েকে দিবেন পদছায়া ॥

৪৬ গণেশবন্দনা

দ্বিজ হরিদেব

পুঁথিসংখ্যা ৮৭৫; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১৩১/২"×৫"। লিপি সম্ভবতঃ ১১২৯-৩২ সাল। ইহা রায়মঙ্গলের বন্দনা-অংশ হইতে পারে।

[১ক সকল বন্দনা এতে আছে জানিবে এই

[১খ ৭ শ্রীশ্রীদুর্গা

বন্দো দেব গণপতি সিন্দুরে মুণ্ডিত স্তুতি গৌরিযুতা বিগ্নিবিনাসন
ভাজন রাজন দেব কে জানে তোমার স্তব উর প্রভু গজেন্দ্রবদন।
জনম লভিলে জবে দেবতা য়যুর সভে তোমারে দেখিতে কৈল মনে
তোমার জনম যুনি গমন করিল সনি মুণ্ড গেল সনি দরসোনে।
দেখিয়া তোমার কন্দ দেবগনে লাগে ধন্ধ রোদোন করেন হৈমবতি
গৌরির রোদোন যুনি ক্রুপাময় পদ্মজুনি পবন আদেসে সিগ্রগতি।
না দেখি গনেসমুণ্ড আনাইয়া গজসিন্ধু যুড়িল্যান গণেসর কন্ধে
বারনের মুণ্ড তথি সোভা করে গণপতি দেখি দেবগন্য লাগে ধন্ধ।
ত্রিগুন বিরজ্ঞ মুত্তি ব্যক্তাবেক্ত ছিষ্টিস্তি তুমি দেব য়তুল বৈভব
গলে সোভে জোগপাটা কপালে ভস্বের ফোটা দেবতায়ে কি করিবে স্তব।
রবি হেরি তনুখানি কনক কমল জিনি বাহুমুলে সোভে তাড়বালা
চরনপঙ্কজ রাজে কনক নপুর বাজে কে বুজিতে পারে তব লিল্যা।
উর প্রভু গনপতি কে জানে তোমার স্তুতি সঙ্খেপে করিল্য নিবেদন
গণেসচরণ সার ইহা বিনা নাহি য়ার দ্বিজ হরিদেব যুরচন॥

বীণাপাণিবন্দনা

দ্বিজ হরিদেব

বন্দো মাতা বিনেপানি ভব ভয় নিস্তারিনি বাকদেবি তৈলক্ষতারিনি
বাকসক্তি প্রদায়নি ব্রহ্মরূপ সোনাতনি উর মাতা ককিলবাহিনি।
ভুবন জিনিঞা বে[শ] চামর জিনিঞা কেস বিধু জিনি বদনমণ্ডল
বচন ককিলভাসা ব্যহাঙ্গম জিনি নাসা নয়ানেতে যুরিতে কজ্জল।
গিধিনী নিন্দিথ দুই স্তুতি
ভালে সিন্দুরের ফোটা জেন প্রাতর্রবি ছটা গলে হার সোভে গজমতি।

ম্রণালনিন্দিত ভুজে তাড় কঙ্কন সঙ্খ সাজে মধুর যুজন্ত্র বিনা করে
মনহর যুতময় কদম্ব কোড়োক দোয় প্রিতি যুগ যতি মোনহরে। ১খ]

৪৭ গণেশবন্দনা

দ্বিজ হরিদেব

পুঁথিসংখ্যা ৮৭৬; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১৪"×৪১/২"। লিপি আ. ৮৭৫ সংখ্যক পুঁথির অনুরূপ।

[১ক শ্রীশ্রীদুর্গা স্বাহায় নমঃ॥

গ[ণে]শর বন্ধনা লিক্ষ্যতেঃ॥

বন্দো দেব গনপতি সিন্দুরে মুণ্ডিত স্থতি গৌরিযুতো বিগ্নিবিনাশন
ভজন রাজন দেব কে জানে তোমার স্তব উরো প্রভু গন্ধ বদন।
প্রভু জনমিলে জবে দেবতা অযু সবে তোমারে দেখিতে কৈল মনে
তোমার জনম যুনি গমন করিল শনি মুণ্ডু গেলো শনি দরশনে।
দেখিএ তোমার কন্ধ দেবগনে লাগে ধন্ধ রোদোন করেনো হইমবতি
গৌরির কিন্ধন যুনি কৃপাময় পদ্মজনি পবন আদেশে শিঘ্রগতি।
না দেখি গলে মুণ্ডু আনিলেন গজযুণ্ডু জুড়িলেন গণেশের কন্ধে
কুঞ্জরের মুণ্ডু তথি শোভা করে গনপতি দেখি দেবগনে লাগে ধন্ধে।
দেব ত্রিগুন বিরাজিত মূত্তি বেকক্তা বেকক্ত ছিষ্টি স্তিতি তুমি দেব অতুল শম্ভব
গলে শোভে জোগ [১খ পাটা কপালে জজ্ঞোর ফোটা দেবতায় কি কহিবে স্তব।
রবি হেরি তনুখানি কনক কমল জিনি বাহুমূলে শোভে তাড়বালা
চরনপঙ্কজ রাজে রতোন নপুর শাজে কে বুঝিতে পারে তব লিলা।
উরো প্রভু গনপতি কে জানে তোমার স্থুতি শংক্ষেপে করিনু নিবেদন
গনেশচরন সার এহা বিনে নাহি আর দ্বিজ হরিদেব বিরচনঃ॥

৪৮ গণেশবন্দনা, গান

রঘুনন্দন, কমলাকান্ত, ধর্মদাস(?)

পুঁথিসংখ্যা ৯৪৭; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১৪"×৫"; লিপিকাল আ. দেড় শত বৎসর পুর্বের।

[১ক ৭ঁশ্রীশ্রীদুর্গা ৭ঁশ্রীশ্রীনম গনেসায় নম॥

প্রথম যুগল পুঠে বন্দিনু গনেসঘটে গনপতি দেবের প্রধান

সকল দেবতা থাকি পুজি আগে গনপতি মুসিকবাহনে গজানন।
গায়েনে মহিমা গায় উর প্রভু গনরায় গহির গম্ভীর গুনবরে
একদন্ত বিনে কায় উর প্রভু গনরায় গায়েনে সোঙরন তব করে।
দেবের বাম অঙ্গে জোগপাটা কপালে ভস্মের ফোটা মুসকবাহনে জোগধারি
তুমি ধম্মাধর্ম্ম পরিধান দিপচর্ম্ম তুআ তত্ত বলিতে না পারি।
সর্গ পাতালভূমি ছাপর স্তব্ব আকার তুমি গণপতি দে[বে]র প্রধান
একদন্ত গজানন ব্রহ্মরূপ সোনাতন অকিঞ্চন জনে দআবান।
জপিআ পরম নিধি ধীআনে না পায় বিধি আদি অনন্ত দিবরাজে
মহিমাতে মর্ত্ত হয়া য়তুল চরন পাইয়া সকল দেবতা আগে পুজে।
গনপতি বিঘ্নী কর দুর
তুমি সংসারের সার তোমা বিনে কেবা আর নিস্তারিতে কে য়াছে ঠাকুর।
আগম পুরাণচায্য তব গুনাগুন চাহিয্য সচিন্তিত বিরষ বদনে
গনেসচরন আসে শ্রীরঘুনন্দন রচে আষরেতে হয়ো য়দিষ্টান ॥ ১ক]

[১খ প°শ্রীশ্রীদুর্গা
মন চল কালি বলে ষুবাতাসে বাদাম তুলে
তুপনে পড়িল্য তরি জাবে তঁরে অপহেলে।
মন ছঅ রিপু কর বসে জদি জাবি পরবাসে
এ ভবতরঙ্গে তার ও মন কাল পুরিল কলিকালে।
মনতরঙ্গে বিসম ঝড় ভঅ পেয়্যে ত দিলি রড়
মনের মর্দ্ধে সার কালি নাম তরে তরেব্য অপহেলে।
লোহ মোহ কাম ক্রধ মদন য়্যাচাজ্জ দম্প সহ
কালি নামটি করিবি কি তুঞি এই ছজন ঐরি হলে।
কমলাকান্ত করয়ে আসে ও মন কালির নামেতে ভ্যলা ভাসে
মিছ্য মায়া দেকো ঢেউ তরে জাবি কালি নাম করিল্য ॥

ঐ সামা মাএ চিনা না রে
বামা দিতে পারে ইন্দ্রপদ চায় জদী নয়ানে ফিরে।
কালি করালবদনী সামা বরনি ধরনি কাঁপে জার পদের ভরে
রুধি পড়ে ব্যায়ে ঐ কাল ম্যয়ের নরমুণ্ড কালি গলেতে পরে।

বামা সত রজ তম ত্রিগুন ধরে অন্ধ অঙ্গে হরি বিরাজ করে
ব্রহ্মা বিষ্ণু স্তব সিব স্তিতি করে যো জটরে।
ধর্ম্মস্তধি ভনে কালির বিহনে ভবলোক পড়ে অকুল পাথারে
আমি না পুজিল্যম কালি হরি বোনমালি ভবতরংঙ্গেতে তরি জে ঘোরে। ১খ]

৪৯ গদ্য

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯৪৪; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১৪"×১০"। লিপিকাল ১২৭৩ সাল। বিবাহ বিষয়ে মূল্যবান্ সংস্কৃত কড়চা আছে।

ওঁ কালীকায়ৈ নম।

রাজা কহিলেন ব্রহ্মণ আমি কেবল ব্রাহ্ম[ণ]গনের ভরণপোষনার্থে অর্থ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি—লোভপ্রযুক্ত কি নিজের উপভোগার্থ আমার অর্থ কামনা নাই—আমার সদৃশ ব্যক্তি গৃহাশ্রমে থাকিয়া অনুগত ব্যক্তিদিগের ভরন পালন না করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে—যেরূপ সমস্ত প্রাণিরই আত্মীয় পরিজনের প্রতি ভক্ষ্যাদি বিভাগ করিয়া দেওয়া প্রশস্ত হয় সৈরূপ গৃহস্থের যতি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি পাকক্রিয়াবর্জ্জিত ব্যক্তিদিগকে ভক্ষ্যাদি দ্রব্য প্রদান করা আবশ্যক হয়। যদিও সাধু ব্যক্তিগণের গৃহে অতিথি ও অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে অন্য কোন দেয় দ্রব্য না থাকে কিন্তু আসনার্থ তৃণ বাসার্থ স্থান পদধৌতাদি জন্য জল এবং সন্তোষার্থে প্রিয় বাক্য এ সকলের অভাব কদাচ হয় না গৃহস্থ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে শয্যা শ্রান্ত ও দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে আসন তৃষিত ব্যক্তিকে জল এবং ক্ষুদিত ব্যক্তিকে ভোজন প্রদান করিবে। গৃহে অতিথি সমাগত হৈলে তৎপ্রতি স্নিগ্ধনেত্রে দৃষ্টিকরা ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত মনে মনে প্রসন্ন হওয়া সুমিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা উত্থিত হইয়া আসন দেওয়া গাত্রোত্থানকরত তাঁহার অভিমুখে গমন করা ও ন্যায়ত তাঁহাকে অর্চ্চনা করা এই সকল গৃহস্থের নিত্য ধর্ম্ম ॥

শ্রীশ্রীদুর্গা—

এক পতিব্রতা প্রেয়সী পতির প্রতি কহিতেছেন। বিদেশগমনে অনিবার্য্য মান ও অত্যন্ত উদ্যোত দেখিয়া কহিতেছেন—

হে প্রভো কান্ত আপুনি যদ্যপি দুরদেশ গমন করিবেন তবে করুণ কিন্তু যেস্থানে আপুনি গমন করিবেন সেই স্থানে যেন আমার জন্ম হয়—প্রিয়ার এই কথা সুনিয়া এই বাক্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে জন্ম হয়া মরণ ব্যতিরেকে অসম্ভব অতএব আমার যে গমন তাহা এহার মরণতুল্য দুঃখদায়ক অতএব গমন না হয়াই অভিপ্রায় এইটি বোধ হইতেছে।…

৫০ গান

দ্বিজ রামমোহন

পুঁথিসংখ্যা ৫৩০ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪"×৩"। লিপিকাল আ. দেড় শত বৎসর পূর্বের।

৭ঁশ্রীরামঃ

আলো হল্য গৌরবরণে ॥ ধ্রু ॥
জিনি অরুণ কিরণ হেরিয়ে নয়ন তুলনা দিতে চাহে···
কহে নদ্যাবাসি নিশি ঘুচে দিশি প্রকাশ হল্য এতদিনে।
কেহু কেহু কয় মনে এই হয় আজু ব্রজরাজ বৃন্দাবনে ॥
বিধি·· দাস বেদ যাহার পাশ সে আসিয়া ভেল সংকীর্ত্তনে
শ্রীরূপ সনাতন নাচে ভক্তগণ তাহায় নাচিলে জগাই মাধাই···
অনাদি অদ্বৈত লাগয়ে সেইমত তেজিয়ে এল্য কাশীভুবনে।
দ্বিজ মোহনের চিত হেরিয়ে মোহিত কি করি ··

শ্যামা মা মোর অন্তরে জাগ কী ঘুমাও গো ॥ ধ্রু ॥
কলুষ ভুজঙ্গ হয়্যা গ্রাসে আমায় গো। প।
বিবেকী হইয়া ঘরে বাণিজ্য বাসনা কর্য্যে
মন জায় মনিপুরে [কি করি] উপায় গো।
পথমধ্যে পেয়্যা তারে ছজনে ডাকাতি করে
ধৈর্য্য আদি ধন হরে বান্ধিয়া আমায় গো। ১।
সভয় হয়্যাছে প্রাণ যদি কর পরিত্রাণ
এ [আশে] পুনঃপুনঃ ডাকি মা তোমায় গো।
বারেক নয়নে হের কঠিনতা পরিহর
রামের দুরিত আর দুরাশা ঘুচাও গো ॥

ঘন পর দামিনী দামিনী পর ঘন
হেরি অপরূপ রূপ ভুলিল মন।
শ্যাম পীতবস্ত্রধারি শ্রীমতির নীল সাড়ি
উভয়ের রূপ হেরিএ সেই মোর হয় জ্ঞান ॥ ··

৫১ গান

জগদ্দুর্লভ, কমলাকান্ত

পুঁথিসংখ্যা ৫৩২ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৪"×৩২"। লিপিকাল আ. দেড় শত বৎসর আগের।

৭শ্রীহরিঃ

অগো জয়া আজি কেন তনু মন এত
আহ্লাদিত হত্যেছে অকস্মাত ।ধু।
প্রভাতে উঠিয়াই দেখি সকল ইন্দ্রিয় সুখী
বাম অঙ্গ বাম আখি স্ফুরে অবিরত ॥ প ॥
হল দিন দুই চারি না পোহাইয় বিভাবরি
সঙ্করি সঙ্করি করি কান্দীয়া জাগ্রত।
উত্তলিত দুখসিন্ধু একাকিনি নাহি বন্ধু
নিরানন্দ অশ্রুবিন্দু সদত ঝুরিত ॥ ১ ॥
প্রসন্ন হতেছে মন চক্ষু কর্ন্নে পুনু পুনু
সংজোগ বিওগ ক্ষেনে ক্ষেনে আচম্বিত।
কি দেখিতে কি সুনিতে ইর্চ্ছা হছে আপনা হইতে
অবস হইল অঙ্গ দেখ রোমাঞ্চীত ॥ ২ ॥
যুনি হাশী কহে জয়া আজী জে তোর মহামায়া
আসিবে আইল প্রায় জামতা সহিত
সেই প্রাণ তনু মন জুড়াইল ইন্দ্রিয়গন
দেখিতে যুনিতে চক্ষু কর্ন্ন ব্যাকুলিত।
যুনি রানি চমকিএ অস্তেবেস্তে চলে ধোয়ে
নির্ম্মঞ্ছন কুবলএ সহ পুরোহিত।
কোথা উমা কত দুরে জিজ্ঞাশে দেখিছে জারে
কতক্ষণে পাব জগদ্দুল্যভ যাচিত। ৪।

গিরিরানি কখন বাহিরে এস্যে কখন দ্বারে। ধু ॥
গৌরির বিছেদে ঘরে রহিতে নারে। পর ধু।

চাতকিনি মত হঞা আছে উৰ্দ্ধ নিরখিয়া
ডাকে ঘন ঘন উমা [য়াস্থ য়াস্থ ঘরে]।
না কেস বাস সম্বরা চঞ্চলা পাগল পারা
গাবি জেন বস্তহারা হাম্বা রব করে
হা অম্বা অম্বিকা সিবা বঞ্চনা করিলে কিবে
হল দিবা দিবাকর জে উঠিল অম্বরে।
তব প্রিয়া এ সপ্তমী কিন্তু শে উদয়গামি
বটে বটে দেখি আমি প্রিতি সম্বৎসরে
কি কারনে বিলম্ব বা অম্বা কর নিরালম্বা
জগদম্বা হয়্যা অম্বার দুখ না বিচারে।
রানির উৎকণ্ঠাএ জানি ব্যাকুলিত চিত্ত বিশ্বমই
বিশ্বাম্ভর জানিলে সিংহ উপরে
অবিলম্বে লম্বোদর দক্ষিনে কমলা আর
সবামে সারদা সড়ানন সমিভ্যারে।
মহিসে বাম চরণ সহ দেব ত্রিলোচন
এইরূপে রানির সমিপে মৃদুস্বরে
এই আমি আইলাম শুনি চমকিত গিরিরানি
ভাষে জগতদুল্লভ আনন্দসাগরে।
জননির করে ধরি কহে জগদিস্বরি
আমি কি বিলম্ব করি করে সনিবারে
বারবেলা চারি দণ্ড অনন্ত সাস্ত্র ব্রহ্মাণ্ড
অখণ্ড খণ্ডাতে শ্রীনিবাস নাহি পারে ॥৫॥

চিকুর এল্যান হরহৃদে নাচিতে নাচিতে
প্রেমাবেশে শ্যামা তনু অবশ হইল।
সুধাময় সিন্ধু হরউরে অখণ্ড
আনন্দ নীরে সুখের তরণী ভাসিল
হেরিয়ে নয়ন মন ভুলিয়ে রহিল।১॥
ইকি অপরূপ নিরূপম নিরঞ্জন নিরাকার
নিজগুণে প্রকাশ হল্য
কমলাকান্তের মনে কামনা পুরিল॥

ললিত ॥ রানী বলে জিবন শঙ্কর কেমন আছে মা।
হর চন্দ্রশেখর শূলপানি গো ॥
শিবের পরিধান বাগছাল মুকুট ভূষণ শিশু ফণি গো ॥
জিনি রজতাচল অতিশয় নির্ম্মল
ভস্মভূষিত তনুখানি গো।
আমার সপথ তোরে স্বরূপে কহিবে মোরে
প্রবল সতিনী সুরধনী গো
স্বামীর সোহাগে ভাসে সে তোরে কেমন বাসে
তাই ভাবি দিবস রজনী গো।১।
কম[লা]কান্তের বাণী সুন গিরিরাজ রানি
আশুতোষ দেব চূড়ামণি গো
না জানে আপনা পর জে আসে তাহারি ঘর
সুখে আছেন তোমার নন্দিনী গো।৩।

আধ আধ বাণী সরদ কমল মুখে।ধ্রু।
মায়ের কোলেতে বসি বদনে ঈষত হাসি
ভবের ভবন সুখ ভাবে ভবানী।প।
সুন্যাছ ভিক্ষারি হর রতনে রচিত ঘর
জিনি কত সুধাকর কত দিনমণি
বিবাহ অবধি আর কে দেখেছে অন্ধকার
মা কে জানে কখন দিবা কখন রজনি।
সুনেছ সতিনের ভয় সে কথা কিছু নয়
মা তোমার অধিক ভালবাসে সুরধনী
মোরে শিব হৃদে রাখে জটায়ে লুকায়ে দেখে
কাহার এমন আছে সুখের সতিনি।
কমলাকান্তের বাণি সুন গিরিরাজ রানি
কৈলাশ ভূধর ধরাধর শিরোমণি
তথাপি দেখিতে পাও ফিরে না আসিতে চাও
ভুলে থাক ভবগৃহে ভূধরগৃহিণি ॥

৫২ গান

অভয়া

পুঁথিসংখ্যা ৫৪৯ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৫"×৩"। লিপি আ. দেড় শত বৎসর পূর্বের।

শ্রীদুর্গাঃ ॥

রমনিয় কাল বনে আলা করেছে রে। ধ্রু।

দশনে দামিনিরাঁসি ঐ মুখে সুধা খরিছে রে ॥

বৃষবাহন যে জন অখিল ধ্যাঞা চরন পদে পড়েছে রে

করে সিঙ্গা ধরি মুখে বলে হরি উরূতে সঙ্করি ভাল সেজেছে রে ।২।

নাসা তিল ফুল অধর রাতুল গলে মুণ্ডমালা ভাল সেজেছে রে

বরকরখানি কটিতে কিঙ্কিনি তার মাঝে গেথে পরেছে রে ।৩।

ললাটেতে আঁকি ত্রিনঅনি দেখি ব্রহ্মময়ি না কি রণে নেমেছে রে

তা নহিলে কালরূপে করে আল এ নলীন কুন্তল মেঘ নেমেছে রে ।৪।

ভৈরব ভাবিঞা বলিছে ডাকিঞা সম্ভূ না বুঝিঞা রণে নেমেছ রে

বলে সম্ভু নেঙআ চরণে স্বহায় অভআ অভয় বর জাচিছে রে ॥৫॥

আকুল কেষে রণ রসে নাচ কত আর গ অ মর মায়া গো

তাহে থল নল দল চরন কোমল হর পরে করিছ বিহার গ

পাইঞা রাহুর ভয় তারিনির জয় জয়

ভয় নাই ভেবনা আর গ। ২।

৫৩ গান, বাজনার বোল

দ্বিজ গোলোকচন্দ্র, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৫৩; পত্র ১; আকার ১৪"×২¼"। অখণ্ডিত। লিপি আ. দেড় শত বৎসর পূর্বের।

৭ শ্রীহরিঃ ॥

কি হবে গ রজনি কি জায় বিফলে ॥ ধুয়া ॥

আহা মরি হায় হায় সময় বহিয়া জায়

প্রাণ জায় মদনানলে ॥ ১।

হেদে গো মরম সৈ শ্যাম নাগর এল্য কৈ
কাজ কি গো মালতির মালে।
চন্দ্রণ কটরা নে গ সখি তোরা
ভাষাইয়া দায় সব জমুনার জলে। ২।
আগো সখি আগো শারি দেখ এয়্যে বংশিধারি
বুঝি কানু মোরে পাসরিলে।
শঙ্কেত করিয়া নাই এল্য বিনদিয়া রজনি প্রভাত হল্য
বিধি বিড়ম্বিলে ॥ ৩।
বসন ভূষণ ভাতি মালতি চম্পক জাতি
হার মোরে উলটিয়া খেল্যে।
গেল গো রজনি না এল্য গুণমণি
দ্বিজ গোলকচন্দ্র বলে আশিবে নিশি গেলে। ৪ ॥

কে সেঁয় কঠিন তোম কপট সুজন ॥ ধুয়া ॥
কালিয়া কুটিল কান বদহ অবলার প্রাণ
পাসরিলে মুরারি নিশান ।১।
এবেহোঁ বাজন ভয় রাজসম্পদ পায়
কিসরিকে বিসরিলে মনে অনুমান
সাধিলে হে দান কি মনে আছে কান
নবনি সে চুরি করি চোরা তব নাম ॥ ২।

অহে গিরি বরস পূরন হৈল জায় আন গিয়া হৈ[ম]কুমারি ॥ ধু ॥
গৌরী বিনা মরি প্রাণে আর মেনে রহিতে না পারি। পর ধুয়া ॥
বসন ভূবন আর নানা ধন নেহ সব জোটন করি।
দারিদ্র মহেশ্ব[র] কিছুই নাহিক তার তেঁই আমি বলি তোরে বিনয় করি। ১।

বেচারাম দং টাকা— ১

তা না দে দের তোম তানা দেদে রে না ॥
তা থাইয়া ইয়া ইয়া ধী ধীর ধাঙ্গ টিনা ধী ধীর কাটা কাটা ধেনাং ধানা। ১

তাক তা দিম দিম দীম তানা না দিম তানানা থানা রে দানি তানা দেরা রে।
তাক তীয়া রাবে তানা দেয়া রে তানা নানা নানা তাদিম তানা ১। ২।

৫৪ গান, মন্ত্র, হেঁয়ালী

দ্বিজ রামলোচন, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৫৬; পত্র ২; অখণ্ডিত; আকার ১৬২"×৩২"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

৭ শ্রীহরিঃ

আমারে এই দুখ কেন দিলে হে নাথ। ধু।
হেদে হে লম্পট শুন হে বাসনা চিত
সুখের লাগিয়া এস্যেছিল্যাম আমি ফল পেল্যাম উচিত। পরধুয়া।
সুন হে বাসনা জত
নিকুঞ্জেতে আসি হার গাঁথি বসি
নিরখিয়া রৈহিল্যাম জে পথ।
আসিবেন হরি হার দিব ধরি
সাধিব মনেরি মত। ১।
জলে জল দিলে জেমত উথলে
আমি হয়াছি হে তেমত।
সুন শ্যাম তাহা কহিব কত
পাথার হইল্যা কিবা মোরে বল
তোমারই কি হৈল উচিত।২।
চন্দ্রাবলির গৃহে যত সুখ পেল্যা সে
সুখ বল হে কত।
মোর হইএছে সুনিতে সাধ
লোচনের বানি সুন গুনমনি
তুমি না হৈয় ভাবিত।৩।

জায় জায় বল গিঁয়া তাহারে দিয়াছি হে আমি মন জেন দেয় ফিরে আমারে॥ধু
মন প্রাণ যৌবন দিয়াছি হে তিন ধন দিয়া রাখিয়াছি হে তারে ক্রয় কর্য়ো।
যদি না রহিতে পারে বৈল গিয়া ইহাই তারে সুদে মুলে একত্রে পরিসোধ জেন করে।১॥

মনের বাসনা মোর কে করিতে পারে দূর   বলি পুনঃ পুন আমি তোমারে
কহে দ্বিজ লোচন দুতি হে বচন সুন   বিধি নিদারুন হল্যা কেবা কি করে ।২॥

পিরীতি করিয়াছিল্যাম সুজন বলিয়া ।ধুয়া।
একুল ওকুল গেল মরি জে ভাবিয়া । পর ধুয়া ।
ঘরে গুরুজনা যত   গঞ্জসে আমারে কত
আমি সে রহিল্যাম তভূ পরাধীনি হয়্যা
তোমার কেমন মন   না জানিল্যাম কখন
আমারে ভাঁড়াইল্যা তুমি চাতরি করিয়া ॥১।
জে না সুজন দেখে   সুজন কহে তোমাকে
আমি সে অবলা মজেছি না বুঝিয়া
কহে দ্বিজ লোচন   তেজহ নিষ্ঠুর মন
কর দয়া সরল হুইআ ।

শ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ

ঐ দেখ বিরাজে ভবানী ভুবন মাঝে । ধুয়া ।
প্রকাশিত ভক্ত মন হেরি দশভুজে ॥ চিতান ।
পুর্ন্ন চন্দ্রে উদয় করি   শোভা করে সর্ব্বরী
তেমতি শোভে [ভবানী] কেশরি ।
বামে বাকবাদিনী   কমলে আরোহিনি
পঙ্কজনয়নী সোভে দক্ষিণে পঙ্কজে ॥১।
সব্য শোভে লম্বোদরে   তাড়িত হরি অসুরে
...[ডান্য] দিগে ষড়াননে
ত্রিগুণ ত্রিশূল ধর্য্যে   ভেদিত মহিষাসুরে
মুকুট মস্তকোপরে ভাল বেনি সাজে ॥২॥
পিতামহ আদি যত   ঐ পদ বাঞ্ছিত
আমি অতি কুকর্ম্মীত কিবা গুণ আছে ।
দ্বিজ লোচনের মনে   সদা হয় ঐ চরণে
কৃপা কর নিজ গুণে আসা জে হৈএছে ।৩। সংপূর্ণঃ

অহে গিরি হেরেছি জামীনিতে শঙ্করি। ধুয়া
নিদ্রাযোগে দেখি শোকে হিয়া জায় বিদরি ।১। চিতান
সেই হৈতে দেখি তারে চিত্রে না ধৈরজ ধরে
ত্বরিতে গমন কর‍্যা আন নিজ পুরি ॥১। চিতান
শিয়রে বসিয়া মোর কহিলেন বিস্তর
মৃদু মৃদু নানা ছল করি।
পিতা জে কঠিন মোর সেই ধারা হৈল্য তোর
নহিলে কে নিজ জয়া রহে পাসরি ॥২॥
দ্বিজ লোচন কহে এই গিরি হে
নিবেদই বিনয় করিএ পদ ধরি
দ্বাদশ মাসের পরে না দেখি উমা মাএরে
আর কি বল হে মোরে রব কেমন করি ।৩। সংপূর্ণ

গিরি স্থনহ বচন নিবেদন দেখেছ উমা গেল কোথা।
নিদ্রা অবসানে দেখি বিদ্যমানে
হায় হায় প্রাণদুহিতা।
নিদ্রাযোগে দেখি হইল্যাম স্থখি। ধুয়া।
আসিয়া আমার কাছে মা মা বলিছে
কি করে রহিব গৌরি পাসরি।
নিদ্রাভঙ্গে পুন হইল্যাম দুখি
নাহি ভঙ্গ হল্যে স্বপ্নযোগ ছলে
কহিতান কিছু তাঁরে কথা ।১।
অহে আমার মনের দুখের কথা।
কহিতে উথলে অধিক ব্যথা।
দারিদ্রের ধন হারাল্যে জেমন
বিধি দিল মোরে তেমতি হাঁতা ।২।
লোচনের বানি স্থন নগরানি
এখন তেজহ এসব কথা।
কিছুদিন পরে তোমার মন্দিরে
আসিবেন হিমালএর স্থতা ॥৩॥ সংপূর্ণ

ওমা আমি তোমার অবোধ বালক তারিনি তুমি তায় জান না। ধুয়া ॥
ওগো কোলে ছেল্যে বজ্যা ফেলে তাথে কি দেয় মায় জাতনা ॥ চিতান
গুনুকুশনাদি সাধ্য হিন বটি তারা মা কথা সুন
পতিততারিণী নাম জননী জানে তোর জগোজনা।
মন হয় মায় সাধ্য করি না দেয় আশি ছয়টা বৌরি
পড়িব জখন মহি ধরি তখন জানিব নাম মহিমা। ২।
দ্বিজ লোচনেতে বলে রেখ মা চরণতলে
জাবার বেলে গঙ্গাজলে দেহ থাকে জেন হয় ঘোষণা ॥ ৩। সংপূর্ণ

চরনারবিন্দ বাসনা করি দিবানিসি। ধু।
ও পদ ভাবিয়া সদা শিব কাশিবাসি।
আছ সগনে মোর ভবনে দেখ এষেছে গৌরী। ধু।
কোটী চন্দ্রনিন্দি বদন শোভে উদয় করি। চি।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে দেখ হইল হে কত সুখ
তেজ সব দুস্থ শোকে আনন্দেতে ফিরী। ১।
পুরানী পূরাণে কয় দিন ভয় আনন্দময়
নয় ধ্যান জ্ঞান জজ্ঞদান দিল পদে ধরী।
দ্বিজ রামলোচনে ভনে অন্তে দিয় ও চরণে নিতান্ত মা ...

ওঁশ্রীরামজি
কাঁঙরু দেশে কামাখ্যা দেবী
জাহু বস্তে আসমান যোগ বৈসে বারি
ফুল বুনেন য়না মালি
পৈহিল্যা ফুল মো বাতি মাতি
দুষরি ফুল যো দেখাএ ছাতি
তিষরি ফুল মোওবা
টোনা ছাড় মেরে পাস গুরুকি সক্তি মেরে ভক্তি
কুল মন্ত্র ঈশ্বর উবাচ ॥
কালা ঘোড়া নীল পাঁও তুরুক চলতা চলতা কাঁহা জাঁও
আসমানমে জাওঁ পাতালমে জাওঁ তেতালমে জাও

তেতাল মোর দিরিনাথ দিন
জল বান্ধো কএদ কয়কে আপন পাস লেনা
নাহি আয়না ত অগ্নিকুণ্ডমে ডার না।
ঈশ্বর উবাচ।

জাহাতে বসতি বটে তাহাই আহার গৃহ প্রবেসিলে তার প্রাণ বাঁচা ভার।
তাঁহাতে সামস্ত সেই বড় ভাল হয় হেঁলির প্রবন্ধ দ্বিজ রামলোচনে কয়।

আদন্ত্য দেখিতে তার বড়ই সুন্দর কখন না ক্ষয় হয় চারি যোগে অমর।
মহাজন এস্যা জখন তখন হয় ক্ষয় বানয়া জল গেলে সে হয় নির্ভয়।
বানের সময়ে সাধুলোকের হয় আসা দ্বিজ রামলোচনে কহে হেঁয়ালির ভাষা।

৫৫ গান

দ্বিজ রামলোচন

পুঁথিসংখ্যা ৫৫৭; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ৭"×৩"। লিপি আ. দেড় শত বৎসর পূর্বের।

৭ঁশ্রীহরিঃ দুর্গা সিব
চরনারবিন্দ বাসনা ভাবি দিবা নিশি ॥ধু॥ ও পদ ভাবিয়া সদা শিব কাশিবাসি। চি।
আমার বাসনা যত কি কহিব তাহা কত অঘ সমুচ্চয়ে ভিত নাস দিএ গুনরাশি।
গুণ সাধ্য করি মনে নাস করে ছয় জনে অতএব ভাবে গুনে আছি দিঢ় করি।
গুণ জ্ঞান সর্ব্ব জ্ঞানে নিগুর্ণি জ্ঞান ঐ ধামে কি করিতে পারে যমে প্রাপ্তি গঙ্গা বারানশী ॥২॥
জার গৃহে শত্রু আছে সে কি সুখে থাকে তেমতি দেহেতে সত্রু ফেলে কুম্ভিপাকে।
দ্বিজ রামলোচনে ভনে ভবে তরী তারা নামে তেই ডাকি অভয় নামে ও চরণ পশী।

৫৬ গান

দুর্গাপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ৫৬১; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ৭½"×৩"। লিপি আ. দেড় শত বৎসর পূর্বের।

গকুলেতে ছিলা সাম পুরাইতে মনের কাম
কত জনা কত ছলে কত বলেছিল।

জেবা জাহ বলেছিল উলটিঞা তারে হল
তারা হা কৃষ্ণ বলিঞা সদাই কান্দিছে ।১।
মনে করেছিলাম এই আমি তার আমার সেই
আমা বিনা কেবা তার প্রেমের প্রেমি আছে ।
আমি দেখিএ হইএছি বোব আমা হতে অধিক সোক
তার কাল রূপে মোনের কাল স্খাল করেছে
আই মাই মরি লাজে কি কহ গায় বাজে
সাম কলঙ্কিনি সাম নাম থুয়েছে ।
শ্রীদুর্গাপ্রশাদে ভনে জে কালরূপ ভাবে মোনে…

৫৭ গান

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৭১ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৫"×২"। লিপি আ. দেড় শত বৎসর পূর্বের।

প্রদোষ সময়ে অতিথি গো মা আমি ॥ ধুয়া ॥
হের গো করুণাক্ষণে ও চরনে দেহ মম স্থিতি। পরধুয়া ॥
সংসার কুহক নিশি কাহার শরণ পশি
তোমা বিনে না দেখি সঙ্গতি ॥ এ মায়…

৫৮ গান

যদুনাথ

পুঁথিসংখ্যা ৫৭৬ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১১"×৫½"। লিপি সন ১২৯৯ সাল।

জটীলা দেখিয়া কোপিছে মনে কেনে রে রাখাল এখানে কেনে।
মহলে ভিতরে বধুর ঘর গতাগতি কর না বাস ডর।
কে পাঠাইল তোরে কেন বা আলি ভাল নহে কাজ দিব রে গালি।
এত অহংকার কাহার বুকে জাহা আসে তাহা বল গো মুখে।
যতেক রাখাল চলিল তারা নবীন বাছুরি হইলাম হারা।
খুজিয়া পাইলাম অনেক ফিরে দারুণ পিপাসা করিল মুরে।
এখানে আইলাম ইহার লাগি জল খেয়ে জাব রাধাকে মাগি।

অতি অন্তরঙ্গ আছে ভালবাস বসি এসেছি কাছে।
গালি দিলে আসা ফুরাইল মুর যদুনাথে কয় ভাবেতে বিভোর।

৫৯ গান

গংগানারায়ণ

পুঁথিসংখ্যা ৫৭৭; পত্র ১; অখণ্ডিত, আকার ১৩"×২"। লিপি আ. দেড় শত বৎসর আগের।

শ্রীশ্রীরামকানাই

তপনতনআ তটে কদম্ব মুল নিকটে
ভোলতে নারি মনে উটে
বল বিসখা কে বটে।
কক্ষেতে নিবাড়ি ঘটে সে জাগে অনিবাড়ি ঘাটে
বা[ছ] তুলে বাড়ি ঘটে॥
হেরি না পদ পরিপটে মনে করি সে চোর বটে
থানা তার জমুনার ঘাটে॥
দিনকর বসিলে পাটে সে চোর বেরায় গোটে মাটে
গোটে মাটে বংসিবটে জাবটে॥
তটে গোটে মাটে ঘাটে দিজরাজ তনআতটে
সদা রাধার নাম রটে॥
বাঁকা নঅনে স্বর ছোটে জোবতি হ্রিদে সিদ কাটে
প্রবেশ করে রিদি ঘটে।
মনরতন নেই লুটে বুঝিলাম সেই বটে
জাকে দেকাঅেছিলি পটে॥
গংগানারাঅন রটে পটে পটাস্থ শেই বটে॥

৬০ গান

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৮১; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১০"×৩"। লিপিকাল আ. দেড় শত বৎসর পূর্বের।

শ্রীহরিঃ শরণং ॥
শ্রীরামঃ শরণং
একবার দায় হে দেখা হৈঞা বাঁকা পাণ্ডবের হরি
এস হে হৃদয়কমল মাঝে বাজায় মুরারি ২ ॥ ধুয়া ॥
মনে করি সদাই আমি হে কাল রূপ হোর
না হেরে তোমার রূপ ঝুরে ঝুরে মরি ॥
দিনবন্ধু নাম তোমার হে পুরাণেতে শুনি
দিনে যদি না তারিবে কেমনে নিস্তারি ॥২।
একবার দাও হে পদ আছে সাধ হৃদয়ে রাখি
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন নয়ানে দেখি ॥৩।

৬১ গান

মহানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ৫৮৬ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৬" × ৪ৡ"। লিপিকাল আ. দেড় শত বৎসর আগের।

৭শ্রীহরিঃ

রাম রায় হে রাই বিনে খালাষ হইলে কি রে।
খত লিখেছি নিজ করে ॥
ঝলি রইলম ঐ চরণ ধরে
চুম্ব ধনে হে সতেজ করে
নীলাম করঙ্গ কপিন করে ॥
আর কারু ধার ধারি নান্দে ব্রেজে মাঝে
বলি কেমন শ্রীরাধার যুরিতে খষছে প্রেমধার
মহানন্দ রাসকালে খত লেখেছি নিজ করে।

৬২ গান, আর্যা, পত্র

কমলাকান্ত, রাধামোহন চক্রবর্তী

পুঁথিসংখ্যা ৬৪৩ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২" × ৫ৡ"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের। পত্রখানির আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র প্রথম খণ্ড'।

৭শ্রীদুর্গা জয়তীঃ
৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সহায়
জদি য়তি দিনে হিনে দয়া না করিবে করুনা ॥ধুয়া॥
য়াজ হইতে তারা নাম তুমি য়ার ধর না।
হেদে গো পাসানের মেএ পাসানে বেন্দেছ হি[এ]
কোথা পদ লুকাইলে আমি বুঝি পেলাম না ।
স্যামা সিবমনমোহিনি গো ॥ধুয়া॥
সিতল চরণ পায়া সুখি তীপুরারি শ্রীকন কাল।
ভুবন আল রূপের বলিহারি গো ॥চিতান॥২॥
কি কাজ ভ্রোমোনে বেথা গআ গঙ্গা কাশী জার অন্তরে বিরাজে
ব্রহ্মমহি মক্তকেশী গো স্যামা শীবমোহিন গো।
কারে দিলে ইন্দ্রপদ হেম হিরে মনি
কমলাকান্তের ধন চরণ দুখানি গো।
স্যামা শীবমোহিনি গো॥

জগতজ[ন]নি তুমি য়ামি কি ছাড়া জগত আমার দুঃখ এত ॥ ধুয়া॥
জেবা দুর্গা দুর্গা বলে কিবে জলে কিবে স্থলে
য়নায়সে জায় চলে সমন তারা দেখি ॥২॥

কেষ্ণেরে আনিতে মথুরায় পাটাইয়াছিলাম সখি
কাদিতে ব্রেজেতে ফিরে আইল একাকি।
মধুপুরে আর নাহি নাগর বিন্দে এসে কহিলে আম
শ্যামবন্ধু কি গেছে দারকায়।
রাধাকুঞ্জে জাব বলে মাধব করে য়াসা বিতরন। ধুয়া॥
আশী বলিয়া বাসর জাগিয়া একাকীনি জাগিতে হল।
সখিরে কৃষ্ণ কৈ কুঞ্জে এল।
তোমারে পাঠাইয়া বন্ধু কাহার কুঞ্জে রহিল।
সেই এই আসি আসি বলে তাহার আস্যাশে আশার নিশী জে পহাল।
শখিরে কৃষ্ণ কৈ কুঞ্জে এল।

তবে সহচরি শে বংশীধারি এল না কেন এখন আমার আসাপথ চাহি।
প্রাণ গেল সখিরে কৃষ্ণ কৈ কুঞ্জে এল ॥

কুড়বার……কাটায় কুড়বার……লিজ্যা
কাঠায় গোণ্ডায় জান গো কাঠায় গোণ্ডা বিশে জান
গোণ্ডা গোণ্ডা ধুল পরিমান।
গেল মান এ বসন্ত আসিবে তৎকাল।
কাল হল আমার এ বসন্তকাল ॥
কাল পুর্ন হলে বড়ে না প্রবধে প্রবধ মানে না সখি
আমি হে রহিলাম আশে……

৭ শ্রীশ্রীহরি
চরণ স্মরণং

পোস্ত শ্রীরাধামোহন চক্রবর্ত্তী

নমস্কারা নিবেদনঞ্চাগে মহাসএর বৃহদ্বাজোর্জ্যা (?) সদাসর্ব্বদা শ্রীশ্রী৺দ্বারায় প্রার্থনা করিতেছী তাহাতেই অত্রানন্দ বিশেষ: মহাশএর আজ্ঞাপত্র পাইআ সমাচার জ্ঞাতো হইলাম বাটীর দক্ষীণদ্বারী ঘর মুরামতী খরচ কারণ শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুজুমদারকে নিকট পাটাই ইহার মারফতে পহচাষ টাকা খাড়া ২ পাঠাইআ দীবেন পরে খোশাল চক্রবর্ত্তীর তরে এক চালানের খাজানা খাজানার চালান সমেত খাড়া ২ নিকট পাঠাইবেন গোবিন্দ সরকারের দেওানী আদালতে মুকুরদ্দমায় কী তক হইয়া জবাবন জবাব দাখিল হইল কী না তাহার বেওারা সমাচার লিখিবেন তরফ হরেকৃষ্ণ আচায্য ডৌল বিমুজ্জীম এক সও টাকা উপর পাওনা আছে তদবিদ করিয়া খাজনা পাঠাইবেন তবফ মজুকুরের হরেএক বাবতের খরচ… সরেবায় সমাচার লিখয়া পাটাইবেন ইহাতে দের হইলে…খানা খুমারি লিখিয়া হুজুরে পাঠাইতে হইবেন আপনি…ইত্যাদি

৬৩ গান

দুর্গাপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ৬৪৪ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৯ $\frac{1}{2}$" × ৪ $\frac{1}{2}$"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের।

৭ শ্রীহরিঃ ॥
রামকৃষ্ণ বাসুদেব হর হর কর মন ॥ ধুয়া ॥
কে ছে জাদুয়ে৺ বংশিবট দৈবকীনন্দন কর মুরারিধর ॥

চক্রপানি মনমোহন মধুরিপু গোপবেহারি মধুস্থদনবর
পারব্রহ্ম পরমেশ্বর শুরপতি।
কঙশ নিসন্দন পীতাম্বরধর ২। কলি॥
মৎস্য কৎস্য ভয়ি শূকর নরহর বামন ভয়ি পদ জই বলি উপর
পরুসরাম শ্রীরামচন্দ্র এ লীলা কোটি করন্তং হলধর॥

এ গৌরাঙ্গ মনু মন মানি॥ ধুয়া॥
সচির দুলাল গোরা জারে নয়ানে লাগি তারে ভক্ত স্থখদায়ি॥ কলি॥
কারে বল রজনি॥ সজনি সে যে কাল ফনি। ধুয়া॥
বিরহিনী গ্রাসিতে আশিতেছে গ্রাসে দিনমনি॥

দেখা দিয়া গেল বন্ধু আশিব বলিয়া॥ না এল্যা ফিরিয়া॥ ধুয়া॥
আমি মনে করি তার সনে কথা না কহিব মেনে
দেখা হল্যা ভুলি তার মুখ নিরখিয়া॥
মরি সেই হাঁসিয়া॥
আমি ত ভুলিতে চাই ভোলে না জে পাপ মনে।
ঘুমাইল্যা দেখি সপনে স্যাম জেন নয়ানকোনে। ধুয়া॥
গুরু যদি ভঙ্গি করে বাঞ্ছাকল্প দিতে পারে
রুপ মনে পড়ে তার তুচ্ছ হয় ই সংসার
মিনি মুলে বিকাইয়া দাসি হব শ্রীচরণে।১।
জখন মুরারি বায় ইন্দ্র আদি বস হয়।
রাধা রাধা বল্যা বধে সে আমার প্রাণে॥২॥

কালি এই নিবেদন করি তব চরণে
কৃপা করি মুক্তি দেহ ভববন্ধনে। ধু।
দয়াময়ি বিনে আর কেন রে দিলে ভার
ভরষা কেবল তোমার যা কর আপনার গুণে॥
পাপিষ্ঠ মোনের দায় মায়ার নিগড় তায়
চোরের নিগ্রহ যেন করে রিপু পরিজন
পঞ্চতলে (?) শক্তি নাই কালা হয়া গালি খাই

মা গো এই ভিক্ষা চাই বিপাকে না সুক মেলে ।২।
মধ্যে মধ্যে জ্ঞান হয় জমদুতে তত্ত লয়
তোর নাম মা হ[য়] সে কালি অদ্যাবধি আছে প্রানে
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে বলে যা থাকে হবে কপালে
ও রাঙ্গা চরণ যেন মোনে পড়ে অবসানে ।৩।

৬৪ গান

রামপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ৬৪৫ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৯½"×৩½" । লিপি আ. দেড় শত বৎসর পূর্বের । চিত্রিত ।

য়ামারে হবে তারীতে য়ো গো [য়া]মারে হবে তারিতে ।
এ ভবতে এ হরদুহিতে ।
য়ো মা চ[র]ন ভরসা পাব করি য়াসা
নিভ্রান্ত ভেবেছি মোনেতে জা কর তারিনি য়ে মম পতিতে ।১।
এ মা বারে বারে কত করিব জাতায়াত জননি গ ভ[ব]কুপেতে ।
কালী কালী বলী না জাব সমন নগরতে ।২॥
তেতাপিজনে তেতাপ নিবারিতে নিমিসার্দ্ধ হের নয়ানেতে ।•
পতিতপাবনী তার দীনহীন পতিতে ।৩।
রামপ্রসাদে[র] বানি সোনো মাতা নারায়ণী যে নিবেদন তব পদতে
কালী তারা জপে নিদানে মরি গঙ্গাজলেতে ॥শ্রী।৪।

৬৫ গান

কমলাকান্ত, নন্দকুমার

পুঁথিসংখ্যা ৬৯৮ ; অখণ্ডিত ; পত্র ১ ; আকার ১৫"×৩" । লিপিকাল আ. ১০০ বৎসর পূর্বের ।

আমি গো তোমার অকৃতি তনয় ।
আমার গুণ গেল সমএ••• ॥ ধ্রু ॥
[অ]কিঞ্চন অধিন জনে উচিত না হয় । প ।
মূঢ় জ্ঞানি অচেতন আরাধি অনিত্য ধন
অভয়ার চরণে মন কদাচ না রয় ।১॥

কমলাকান্তের মন সদা আসা নিশিদিন
···অকিঞ্চনে না করে প্রণয় ॥২॥

হরসুন্দরী ভৈরবী গো মা স্তুতিং ন জানামি মাং কর বা না কর পার
তোমা[য়] আমি সপেছি তৃষ্ণা নিদ্রা ক্ষুধা মায়া
শাক্তধামা নির্গুণা গুণাত্মিকা সর্ব্বস্বরূপিনী
হে কালি ত্বং নাস্তি ভ্রান্তি ভ্রমবারিনী।
হরবধু হেরম্বজননীং প্রণমামি ।১।
সুধাসিন্ধু সরসিজে সদানন্দ··· জে পঞ্চা সন্মাতৃকারূপা চন্দ্রার্দ্ধধারিণী।
কমলাকান্তে মহিমা কি জানি তোমাময় ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময় গো তুমি ।২॥

চাইলে না মা কেন বারেকে এখনে।
ও দয়াময়ি নাম ধরিছ তার ভজনহীনে। ধু।
বঞ্চিত হয়াছি মা গো ও পদ সাধনে
পতিত তনয়ে তার আপন গুনে। ৩ ॥
কত শত দুরাচার অনায়াশে কৈলা পার
এবার জানিব তারা তার কেমনে।
কমলাকান্তরে যদি পার কর ভবনদি
পতিতপাবনী তার পতিত জনে।১।

হিত আপনার না ভাবিলাম হেলে।
মিছা মায়াতে হইয়া ভুলা আশুতোষ হরঘরনী।ধু।
মনো অবীভ্রান্ত হইয়া মতাভ্রান্ত একান্ত না রহে শান্ত বিষয়ে কি হবে অচেনা।১।
আমি মূঢ় অতি তোমাতে হতমতি না জানিএ স্তুতি স্মৃতি স্মরণী।
নন্দকুমার দীনে মূঢ় এই জনে ভবজলধি ত্রাতে পা[ব] পদতরনী।২।

শ্যামা নামে মহিমা অপার কেন মন মিছা ভ্রম বারে বার ॥ধ্রু॥
চঞ্চলারমন সাম [ম]ধু আসে অভয়া চরণাম্বুজ কর সার। প।
মন রে সুকৃতি বট···ম রট অনায়াসে নাশ ভবভার।
কমলাকান্তের মন মিছা ফেরে ফির কেন কালি বীনা কে আছে তোমার।২।

৬৬ গান

দ্বিজ রামপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ৭০৮ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১১″×৩″। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের।

কি হেরিলাম অসাম্ভব রূপ ভাব রে। ধুয়া ॥
সপনেতে দেক্ষি ভালে তিন আখি কুটি সসি মুক্ষি তারা করে জাপ রে ॥১॥
হুতাসে গ্যেল প্রান হওাা সে মিত্বমান মুনি করে জজ্ঞ দান ইত বড় কাপ রে ॥২॥
নিগুন রে দিঙা হ্যাপানে চরিয়া অষ্টাঙ্ক জোড়িয়া সাপ রে।৩।
সাপনি নাচিচে কাদনি গাহিছে বিশে উটিছে তাপ রে
দীজ রা[ম]প্রসাদে ভনে বনময় ভ্রময় কৃষন্য সষানে
বিভূতি মাক্ষিঞা গায়ে বেড়্যা ভকত সাপ রে।২।

৬৭ গান

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭১৬ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৬″×৫″। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

৭ঁশ্রীরামঃ ॥
কুরূনাং কুরূ সংকটে সম্ভু শিব ভবানর্বে।
আছি মুগ্ধ উদ্ধার জিবনে।
কী রুপ লাগিল অন্তরে আশিআ
অন্তর মাঝে য়াইল অন্তরে মাঝে হৃদয় মনদিরে।
সন হে নাগররায় সে রূপ মাধরি
রূপে দিক আল করি মদনের মন হরে
মুনিন্ন মানস করে চুরি কি কহিলি হংসরাজ বল দেখি ফিরে
যে রু[প] সদত যাগে কি সুনালে ওহে বিহংগ
না লখিয়ে মোর মরমে মরম দয়া কর দিন দয়ামই
তোমার ইঙ্গিতে হয় তৃভুবন যই ॥

কে গো সখি য়াজি য়ামর থাকু হ্রিদয়
কহিতে না পারে লাজে মনে মনে য়ঙ্গহিন অঙ্গ দহে
মন সে আম্মার নহে য়ধর হইল অঙ্গ ধরা নাহি রয়
আইল বসন্ত খাস্ত সহায় মদন মন্দ মন্দ গন্ধ সহে
সদ[া] গ মর কুয়ে কুয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে গঞ্জে অলি
স্তবকে স্তবকে কলি মঞ্জরিল কুসম কাননে।

৬৮ গান

মোহন গোস্বামী

পুঁথিসংখ্যা ৭৪২ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১০"×৪½"। লিপিকাল আ. ১০০ বৎসরের পুরাতন। অতি জীর্ণ।

ভনিতা,

মহন গোস্বামিতে কয় ভবের আজন করা এত শহজ কথা নয়।
মহন গোস্বামি রটে রসিক ভ্রমর পদ্মের মধু সবলে নেই লুটে।

৬৯ গান

দ্বিজ ভূষণ, নরোত্তম দাস, দীননাথ বসু প্রভৃতি

পুঁথিসংখ্যা ৮৪০ ; পত্র ৩৬ ; অখণ্ডিত ; আকার ৯"×৫½" ; বাঁধানো খাতা। লিপিকাল ১৩১১ সাল।

ভনিতা,

দ্বিজ ভুষণে বলে দিও রাঙ্গা চরন তরি ওহে ও চাঁদ গৌর দিও চরন তরি।

রাগয়ে রতি মতি তবে তো পাবে এরা একে তিন তিনে এক কহে নরোত্তম দাসে।

এই ভিক্ষা তব স্থানে দেখা দিও নিদানে এ দিন হিনে বসু দিননাথ ভনে অভয় চরণ ধরে।

৭০ গান

বাণীদাস, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৮৪৩ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ;[!] আকার ১৪"×৯½"। লিপিকাল সন ১২১৮ সাল।

সারদা ষুভঙ্করি বেদবির্দ্য বিনেপানি
গেল রূপ বার্ক্যদাহিনি সেতাম্বর পরিধান সেতপর্দ্ধে সোনাতনি।
ষুরিত কমল পরে সেতঙ্গ ধারা ···নিয়ম সোভা মন ত্রিমিরহরা।
পদক্ষরে কটিতে ঐ বিধু অনুমানি বিচিত্র বসন সেত সতদলে বা···
করেতে পুস্তক বিনে কটিতে ঐ কিঙ্কিনি মুকুলে মুকুলে পদে গুঞ্জে মধুরে
য়লিকুল বেকুল ঝংকারে সব রে বানিদাসে কৈলে দয়া নাকাস্তকবাসিনি।

তাপহারা তুমি তারা তিন লোক তারিতে কুম্ভুকর্ণে হৈলে বাম ষুরপুর রাখিতে।
য়নন্ত ব্রহ্মণ্ড তব ইশ্চাতে উদয় নগেন্দ্র ষুরেন্দ্র কতো করে চেতনয়
এ যুতে দুস্কেতে হের দারিদ্র ঐ বিমচনি।
রঘুনাথের এ মহিমে কেবা জানে কহিতে
ব্রহ্মা আদি স্তব করি নাহি পারে বলিতে।
আমি মুড় অল্পমতি না জানি ভজন
কাতরে করিবো গো মা নকরো অর্পন
অন্তিমের সাল জেন সদা বলে চক্রপানি॥

রিতু বসন্তকাল এলো নাথ রৈল দেসান্তরে।
নব জৈবনে কেমন আর থাকবো বল হোল মদন জার জারি সে বিরহরে জলে মরি।
এমন যুরতে বেতার বেতিত কে আছে সে বলিব কারে···নে পতি গেচে যুবতিকে রেখে।
মোনেতে তার হয় নাক বলে আ···কে···র উদয় এসে কুল সম্ভবন হয় কীসে।
আমি তাই ভেবে ·· কি রূপে পাই সেই নাথেরে॥

সখি ককিল পাকি এসে ভোরের বেলা
আনন্দে কোহারের স্বরে প্রাণ করে উতলা।
ভঙ্গ ভাবে ভঙ্গিনিরে ভাবেতে হয় ভোরা
কেমনে পান করে মধু হয়্যা মাতোআরা।
তার গুনগুনানি ষুনে হলো নাত বিনে
প্রিও সঙ্গে বিনে রঙ্গ সদাই উড়ু উড়ু করে॥

অতঃপর, দুগ্ধাদির হিসাব।

৭১ গান

দ্বিজ জ্ঞানানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ৮৫৫ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৬২" × ৪২" । লিপিকাল আ. ২০০ বৎসর আগের।

শ্রীশ্রীহরিঃ ।—

বুঝিলাঙ না গতি হইল মোর

আমী অতি পাপকায়া তোমার না হইল দয়া

তরিতে নারিলাঙ কলি ঘোর।

মীছা মরি পাপবেসে তাপ নীবারিব কীসে

কাটীতে নারিলাঙ কর্ম্মডোর ॥

ক্রিয়াহিন জন আমী জদি না তরাবে তুমী

না ঘুচিল নয়ানের লোর ॥

জদি সুত অপরাধি জনক রোসয়ে জদী

তথাপী মায়েতে করে কোল ॥

দ্বিজ জ্ঞানানন্দ বলে জে ছিল করমফলে

মা হইয়া হিদয়ে কোঠুর ॥ ৪ ॥

৭২ গান

দ্বিজ দুর্গারাম, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৮৫৭ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩" × ৪২" । লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

কৃপা করি জদি কর ত্রাণ ত্রাণ কর আমায় মা

এখন আমার আত্মধর্ম্ম অধর্ম্ম সধর্ম্ম তব নাম।

সুনিচি ভবের সুযুক্তি ভজনের মুল ভক্তি

হৃদয় মাঝে পদাম্বুজে সমপ্রিলাঙ প্রাণ।

এ তিন ভুবনের মাঝে কেবল শ্যামা মা বিরাজে

জানা গেল কাজে কাজে সতন্ত্র বিধান।

দ্বিজ দুর্গারামে [বলে] ঘোরতর কলিকালে

ভজ কালি মুণ্ডমালি হইবে নির্ব্বাণ ।১।

আমী পন্থে রোদন করি হে বন্থা।
তোমা বিনে পদ্ম সরবরে কমল ফুটেছে মন সিকড় তার ছিড়িয়া গেছে
পবন শকা হইয়া তার কাছে পদ্ম সরবরে ফিরছে বন্থা।
মলয় পবন বহিছে সুবায়ে মধু পরিপূর্ণ হইয়াছে তাহায়
শরদের মধু শরতে সুখায় অলি নাহি দেশে কে খাবে এন্থা।
খুটি বিনে জেন নাহি রহে চাল তেমতি হইল আমার হাল
তাহাতে আমার জৌবন কালি ধৈরজ্জ না ধরে পড়িচে ধন্থা।
নিদয় পুরুষ জাতি কপট তরা পুরুষের বুদ্ধি
ছিষ্টিছাড়া সালেগ্রেরামকে দেখে নোড়া
তুলিশিকে দেখে নট্যার খাড়া গঙ্গাজল করি হাতে।
জয় হে তোমারে জানি নাথ করিলে এতেকথানি
সংসার হইতে আমারে আনি সেসে ভাসাইলে শ্রোতে ॥
নাথ নৌতন প্রিতি কালে শত ছলা করিছিলে
পুরুষ জাতি ধর্ম্ম গিলে অঙ্গ কাপে তরাসেতে। ১ ॥

৭৩ গান

রামপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ৯৪৯ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৭″×২″। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের।

৭শ্রীশ্রীহরি

রে কুসংঙ্গ রঙ্গ রাগিলে হএ রংঙ্গে মজেচো ওরে মোন কেনে বএ গিয়েচো।
সুজনেরে নিন্দে করে যুন কুজনে মজেচো শ্রীদুর্গা নাম পর সুধা ভুলে রএচো।
বুঝিলাম মোন তুমি বএ গিএচো জেমোন মাকসার জালে পড়ে বন্দি হএচো
পেএ দারা সুত ধোন মন তায় মোজেচো ঐহিক পরমার্থ পথে কাঁটা দিএচো।
প্রসাদ বলে গুরুপদ তায় ভুলেচো মাজি থাকিতে ডাড়ির সংঙ্গে দন্ধ করেচো।

এ ননীচোর এখানে কেনে
ঐ জে ভাবিলে শে রাম নবঘন স্যাম দেখি সেই জায় মোর পরান।
পুর্ব্বে ছিলো ধড়া চুড়া ইবে আল কেশ চিকন
ভাল হোলো জা লাগেলো কালি কৃষ্ণ এক বরন।

এশেচো দক্ষিনে কালি সুমারিদ পদ্মাসন
বাঞ্ছা করি ও সংকরি অভয় নামে শ্রীচরন।
প্রসাদ বলে অন্তকালে গঙ্গাজলে জোগাসন
তপন তনায়া শিবে ত্রান কর গো পঞ্চানন॥

৭৪ গান, গঙ্গাবন্দনা

শঙ্কর ব্রহ্মচারী, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ৯৭৮ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪২⁄৩" × ৫"। লিপিকাল ১২২৩ সাল

শ্রী॥ মন ভুলনা জেন নিদেন কালে
জদি তেজীবে সমন ঐ রে ভোলা মন কালি কালি বল গঙ্গাজলে।
ত্রিমি[র]বরনা ত্রিমির নাসে ঘোরবদনা সঘনে হাসে।
সবে য়ারাহন সঙ্গে সকীগন সিব্যাগন নয়্যা সসানে খেল্যা।
লোল রসনা বসনাহিনে জগতজননি যুবতি খিনে
কামরূপীনি কামকামীনি কামজননি কামচুনে
ভনএ সংকর ব্রহ্মচারি মাএর ও চরন জেন ভাবিএ মরি
সমন ভুবন না হয় গমন চতুবগ্র জেন পাই গেলে।১।

আমার মন জদি মা ভোলে
তবে বানির সর্য্য কালির নামটি রেখ কর্ন্নমুলে।
মন পাপে ভরা ভরি পালাল্লো কাণ্ডারি গুপনে নৌক ফিরে।
সে যময় আর কে আছে আমার ডাকিচি কালি তরায় বলে।
ভএ পেয়ে মোহাঁদেবা মা ভোলা প্রিতি বলে
সক্তি ছাড়া য়স্তি জেমন ভাসে গঙ্গাজলে
কহেন কমলাকান্ত এখন ডাড়াইএ নদির কুলে।
জপের মালা করে দিয়্য আমায় ভাসায় গঙ্গাজলে।২॥

আমি কি ভুলিতে পারি গ তারা তারা
হিন রাত মতি ভকতি প্রনতি মুড়মতি দুরচারি।
মা দুর্ব্বাসা নাসিতে সিন্ধু পার হতে বাজিল ক্ষুদ্র সন তরি।
বাতুল হইয়্যে হাত বাড়াইএ চাঁদ কি ধরিতে পারি।
মা তৈলক্ষতারিনি ত্রিগুণধারিনি স্থিষ্টি স্থিতি লয়কারি।

জে পদ নাগিএ সামা রূপ হরে পদতলে ত্রিপুরারি।
কহেন ক[ম]লাকান্ত এখন মানস সাফল করি।
শ্রীদুর্গা জয়দুর্গা কালি এত বলি দেহ পরিহরি।৩॥

কালি নিগুর্ন হএচো ওমা জানিনু এখন
সত্তা রজ তম গুন মা নিল তিন জোন।
চতুর্ব্বগ্র্য পদে ছিল সে আসা নৈরাসা হল
হৃদপদ্মা ধরি আছে দেব ত্রিলোচন
ওগ হর পত্মাবতি কি হবে আমার গতি
তুমি মা থাকিতে আমাএ লৈইবে সমন।
কমলাকান্তেরে এই নিবেদন মা ব্রহ্মমই করো বা না করো পার মা
লইলেম স্বঙরণ ॥ ৪ ॥

আমি তারা পদে প্রাণ স্বপেচি।
কালি পদ কল্পতরু হৃদিয় রুপন করেচি।
ঐজে সম[ন] য়েলে হৃদিয় খুলে দেখাব জে তাই ভেবেচি।
দেহেতে ছজন বাদি তাদের ঘরে ত্যগ করেচি।
রামপ্রসাদ বলে নিদেন কালে জাত্রা করে বসে আছি। ৫।

নিদেন কালে হেই মা তারা স্থল দিও মা অভ[য়] পদে
মা তর্ব্বাকাস মাআজালে ভবনদি ঘোর বাদে।
তোর সুত হএ তারা কারে বিনয় কর্ব্ব সেদে
তোমার নামের মহিম্য জাইবে তারা দাতা হবে হাস্যপদে।
আসিএ ভবের মাজে মর্ত্ত হলে বিস[য়] মদে
আমি সঙ্গদোসে গ্যালেম মারা মায়াজালে খালেম ব্যদে।
তোমার চরন জে জন ব্যধেচে হৃদে
চারি ফল চতুর্বর্গা করে সে জন শমনে ডর না করে
স্বর্গ পাও সে কয় প্রসাদে।৬।

কেন চাইলি নি মা দিনের প্রতি দয়ামই হয়্যা
তরাইতে পার্ব্বি কি না দেনা জবাব কৈএ।
দিন দাতা স্থরধনী কার স্বরণ লব গে জ্যেয়ে
জত ডাকি বারে বার ষুনিঞ্চি না সোন আর
কে সাদিবে এক ক্যহ গ তারা।
তুমি জাগিয়ে ঘুমাচ্ছ জেন কতো উন্তজাদার ম্যায়ে
মা আমার দিনি বলী জানে দিবে জানিনে।

ভিতর পৃষ্ঠায়, গঙ্গাবন্দনা ; ভনিতাহীন।
আরম্ভ,
বন্দ মাতা স্থরধনী ইত্যাদি।

৭৫ গান

মাধব আচার্য

পুঁথিসংখ্যা ৯৬১ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১১ $\frac{1}{2}$"×৪"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসর আগের।

চঞ্চলরূপ হিয়ার মাঝে দেখি।
ধেবলি ফিরাতে জদি জাই য়ন্ত বো[নে]
তিলে আধ না দেখিলে পড়ে মোনে।
জখন জা করি মনে কানু জানে
খুদা লাগিলে য়ন্ত কোথা হিতে আনে।
মাধব আচাজে কয় স্থন নিলমনি
বেলা উছর হল সাজহ আপনি
এরানি চুড়াটি বাধিঞা দিলা
মইড় পুছ নানা ফুল দিল মকর কুণ্ডলা।
খুদাম্নেনের ······

গোপালেরে সাজাইঞা চাদমুখ নিরখিঞা
আনন্দ সায়রে রানি ভাসে।
মন স্থখ উপজিল মহন মুরলি দিল
ধড়াএ পুজেঞা বামা পাসে।

আনি সে বোনফুল মালা গাথি দিল গলে
সিতল চন্দন দিল গায় ধবলি ফিরাবার তরে।
রাগা লাটি দিল করে মনিময় বাধা দিল পায় বন্দি
আসে গোবি হারা হরি কুহই সরে ॥১॥ রানি মুকুতা বাদে কুতুহলে।

৭৬ গান

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯৭২; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১৪"×১২"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

ওঁ রামঃ ॥
খেলতে গিএছিলেম মাসি তোমার সুখের মালঞ্চেতে।
কত খ্যালা খেলে এলেম ইছে হয় জে আবার জেতে ॥
নানা জাতি ফুটেচে [ফু]ল মল্লিকে মালতি বকুল হেরে হয় জে প্রাণ আকুল
মন সরে না গ্রেহে জেতে॥ শ্রীহরিঃ ॥
হায় কি বিপরিত কথা।
রাজপুত্র হয়ে জাদু ফুলে গাঁতে কোথা।
বিদ্যেবতি নাম সুনে ভুলাব করেচ ভুল্লে না সে হার গাঁতনে
পরিশ্রম অরে জাদু হবে ব্রথা ॥ শ্রীদুর্গা
শ্রীশ্রীহরি:
সুন রাম ওরে নবঘন শ্যাম।
অতিতী হইলাম প্রিয়ে তোমারি যৌবন গ্রহে।
আছি ধ্বনি উপবাসি বিসক্ত হএ বিরহে ॥
আজি রজনীতে স্থান দেয় রে আমারে রে।
প্রাণ রাখ অতি তেরি মান প্রাণ রাখ প্রাণ কথা কএ ॥

৭৭ গান

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯৭৩; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১০২"×৩২"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

…সোনো সোনো সখি আমার পিয়সি…
নিসির সেষে ফিরে গেলে এসে…
অন্তে আসি এসে জল পুরাঅ সে…
·· হ বাসরে বসি সারা নিসি আসা পথ…
তোমার নিকটে সকি জানাই সম…
জে রূপসি তুমী সকি তার সে জে…
এলনা হলনা স্যাকা নিসি বএ জা··
সে সব আসা ভঙ্গ হল। ২ ॥
একে সঙ্গ পুরুসের প্রাণে তাহে বি
সে গেল সজনি আরকি প্রাণে ম…
আমি মধুকর এলাম প্রান জ…
সে জে দারুন বিধি বাদি হল তা ··
রে জায় প্রেম সিন্ধু আমায় ক…
সুকাল। ৩।
…নআনের সংকেতে সই রে প্রি·
পাসে বসে থেক হে সখা দে…
না সকা আমার ভাগেতে এহা…
বুঝিতে ভাবে বুঝি বিধু মু…
তায় পতে গ্রাসিল না হোর সে চন্দ্র··
কমল মুদিত হল। ৪।

৭৮ গান

দ্বিজ নরচন্দ্র, কমলাকান্ত

পুঁথিসংখ্যা ৯৮২ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১১"×৪½"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা
তারা তোর মনে কি য়েই ছিল মায়্যা য়েলকেসি
পাঠা দিইএ কল্লতি নিলি য়গ সব্বনাসি।
তালুকদার হএছে রে মোন ক্যমতে মহলে ছজন
তারা ধরে ছান্দি করে বন্দি নিত্য জমা যে বেসি।

ইসেদ বাটি যল্ল জমি পাটাতে জে দিলি কমি
আমি পালাতোক আসামি হএ যে হবো কাসিবাসি।
চরন জদি না পাইব গঙ্গাধরে কাছে জাবো মা
দ্বিজ নরচন্দ্রে সদায়ান্দ হইবেক সন্নেসি ॥১।

আর কিছু নয় সামা মায়ের কিবল দুটি চরণর আজ্ঞা
তাত নয়েচেন ত্রপুরারি অভেব হইলেম আসায় ভাঙ্গা।
মা ভাই বন্ধু দারা সতো সকলি ধোনেতে রতো
ধোন পেলে পর সভাই ভাল নইলে করে মুটি ভাঙ্গা।
ভাই বন্ধু যুত দারা খাবার কুটুম সবা তারা
মরণকালে ঘর বাড়ি সব সার করে দেই সসান ডাঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা মাকে বলি মনের বেথা
জপের মালা ছিড়ে কাথা জপের ঘরে রইল টাঙ্গা ॥৫।

৭৯ গুরুদক্ষিণা

কবিভূষণ

পুঁথিসংখ্যা ৮০৫ ; পত্র ১১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৬"×৫"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের।

আরম্ভ,

[১খ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ গুরুদক্ষিণা পুস্তক লিক্ষতে ॥
প্রনমহো নারায়ন জগত কারন ···কলুস ঘাতন ॥
বন্দিব সিবের যুত দেব গজানন জাহার ভজিলে হয় বিঘ্নিবিনাসন।
[২ক একদিন সভাতে বসিআ দুই ভাই পাত্র মিত্র পুরহিত বসিছে তথাই।
তথি দে[ব] ধর্ম্ম আদি সতো সাধুজন দুই চারি ভট্টাচার্য্য অনেক ব্রাহ্মন।
আসেপাসে সিষ্যগন বসিলা চক্রবর্ত্তি নানা বর্ণের কম্বল নফর জোগায় পুথি।
কেহ সোল্লোক পড়ে তায় কেহ অর্থ করে কেহ কেহ নানা মতে তায় ফাকি ধরে।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা যুমিস্তা পুরিআ বুঝিতে না পারে মূর্খ থাকেহ চাহিয়া।
ভনিতা ও শেষ,

[১১খ হেন কৃষ্ণর নামে সভে দেহ মন মিনতি করিআ বলে শ্রীকবিভুসন।—
ইতি গুরুদক্ষিনা পুস্তক লিক্ষতে—

৮০ গুরুদক্ষিণা

শঙ্করদাস

পুঁথিসংখ্যা ৮০৭ ; পত্র ১৫ ; খণ্ডিত ; আকার ৯½"×৩½"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের। কৌসিক রাগ, ধানসি রাগ, করুণা রাগ, কানড় রাগ, বিভাষ রাগ ও বারাড়ি রাগের উল্লেখ আছে।

ভনিতা,

[৫ক, খ এতেক বচন জদি বলিল সংঙ্কর এ শোকসাগরে পার কর দামুদর।

[৬ক রচিল সংঙ্করদাস গোবিন্দচরনে কলিভবে মহাপ্রভু করহ তারনে।

[৭খ কৃষ্ণের সমুখে গিয়া কান্দিতে লাগিল কেসরে ব্রাহ্মনি কহে সংকর রচিল।

[৮ক সংঙ্কর বলেন প্রভু কর মোরে দয়া এ ঘোর বিপত্যে মোরে দেহ চরনের ছায়া।

[১০ক, খ সংখাসুরের বধ জত কহন্তি সংঙ্কর এ সোকসাগরে পার কর দামোদর।

[১৪ক কহেন শংঙ্করদাস গোবিন্দচরণে পড়িয়া দক্ষিণা দিলাঙ গুরুর নন্দনে।

শেষ ও পুষ্পিকা,

[১৬ক কৃষ্ণের চরণে মন [দিয়া]ত সংঙ্কর গুরুপুত্র দিয়া ঘরে রহিলা গদাধর। ইতি গুরু-দক্ষিণা সাঙ্গ হইল বেলা দুই প্রহর॥ এই পুস্তক শ্রীজগতরাম কয়াল মৌজে রামচন্দ্রপুর গ্রামের প্রধান শ্রীগন্তির পুরকাতী তারিখ ২৭ জষ্টি মাস রোজ সোমবার উস্কষ্ট পুষ্কর্নি স্তৃক্তি প্রকাশ তাহাতে ফুট্যাছে রক্ত কম্বল॥ জাঙ্গাল বামাকা মহে কুমার পান চিরি চিরি খায়ো হিদার মাঝের বন্ধন কিবা কেন্ত্যা লয় ফল...

নমুনা,

[৪খ অক্ষর চিনিঞা [হরি] পড়ে.অভিধান সর্ব্বসাস্ত্র পড়ি হরি হইলা বুদ্ধিবান।
রামায়ণ পড়ি হরি পাইল বড় দুখ রতিসাস্ত্র পড়িয়া হরি পাইলা বড় সুক।
চৌসষ্টী দিবসে বিদ্যা চৌসষ্টি সিখিল বিদ্যা শিখিয়া হরি গুরুর ভাগ পাল।
কাব্য অলঙ্কার পড়ে নাট নাটিকা পুরন ভারথ পড়ে আখড়াই মল্ল টিকা।
নানা রস কলা হরি সিখিল নৃত্যগিত বহু বিদ্যা সিখিল হরি স্ত্রি চরিত।
শ্রগাল চরিত্র পড়িয়া কাক চরিত্র পড়ি অঙ্গি ভারত নাগরি বিদ্যা সিখিল ভারতি।
ক্ষেত্রিবিদ্যা সিখিল হরি ছত্তিস বিধান গজবিদ্যা সিখিআ হরি হইলে সিয়ান।
পৃথিবীর জত বিদ্যা নাঞি অগোচর ঋিসি ত্রাস পাইল দেখিয়া সাক্ষাত ইশ্বর।

৮১ গুরুদক্ষিণা

অযোধ্যারাম

পুঁথিসংখ্যা ৯৭৭; পত্র ১৭; অখণ্ডিত; আকার ১১"×৪"। লিপিকাল সন ১২২৭ সাল।

ভনিতা,

[৭খ দিন গেল অকারণে অজোধ্যারামের মোনে হরিপদ সদত ভাবনা ॥

[১০ক সিখিলে সকল বিগ্যা মুনির সদনে   অজোধ্যারামের গতি গোবিন্দচরণে ॥

[১৩খ কহেন অজোধ্যারাম ষুন রমাপতি   ওখানে আমার জেন নাহি হয় গতি।

[১৫ক অজোধ্যারামেতে কয় হরি বড় দয়ামম মোরে পার কর ভবনদি ॥

[১৭ক শ্রীভাগবতের কথা পুরানের ছেষ্ট   কহেন অযোধ্যারাম সন্তোসের জেষ্ট।

শেষ ও পুষ্পিকা,

এতদুরে গুরুদক্ষিণা হইল সায়   হরি হরি বল সভে দিন বয়ে জায়।

আসি ভারথে জেবা না বলয়ে হরি   সেই জন হয় দেখ জম অধিকারি।

রাধাকৃষ্ণ বল মোন জপ বারে বার   ভেবে দেখ ভবার শেষে গতি নাই য়ার।

ইতি গুরুদক্ষিনা সমাপ্ত। এই পুস্তক শ্রীভাগ্যধর দাশ দত্ত কাযুন্দ্যা পরগনে পোর সন ১২২৭ সাল তারিখ ৪ আসাড় ॥ শ্রীকৃষ্ণঃ।

৮২ গৃহনির্ণয়

ডাক

পুঁথিসংখ্যা ৫৭৯; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১৩"×৩২"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসর পূর্বের।

কর্ম্ম মাস মান জুকিয়া কার্জ, তবে গুনিবেক ভিটার মাটি, দিঘ প্রস্ত করিঞা এক, বসু দিঞা হরিঞা দেখ, অষ্ক হরিঞা রহে জে, বাস্ত নির্ন কহে সে। এক হাড়ি করই যে সাড়ি, দুই জে খেচর নৈঞা জায় কাড়ি, তিনে জোগে ভিখ মাগায়, তারে ব্রাহ্মণ পবিত্র চায়, পাঁচে মানি হয় ধনমান, পুত্র কারণ বাক সমানে, সাতে বৈদ্য রোগ করায়, যুন্নে কানে য়মন্ত বজায়। ইতি বাউস্ত নির্ন্নয়ঃ। গৃহপতি হাথ করি পরিমান, চাকল দিঘল গনিঞা আন, এক দুর করিব যুজে হরিঃ, কহে ডাক ঘর এতেকে করি ॥ ফলং একে তিনে হয় ধনবান, পাঁচে হয় পুত্রফলদান, সাতে হয় মনরথ পুর, সন্ন্যে গৃহে লক্ষ্মি জায় দুর, সাঁড়ক করিঞা করিঞ সিধ্য দস, দিঞা ভাগ পুরহ বিশেষ। বসুতে করিঞা থাকে জে, ঘরের শুভাশুভ কহে সে। ফলং।

ফাটে ফুটে রবি অঙ্গারে, দগ্ধ করায় সনিবারে, কুশল হয় পৌষের বুকে উপার্জ্জন করে, বৃহস্পতি যদি শোমের নাগ পাই, দোলা ঘোড়ায় চড়িঞা জাই, ছয় পড়িলে করায় শোক, সন্তে দেখায় জমলোক। ইতি গ্রহনির্ন্নয়ঃ।

৮৩ গোবিন্দবিজয়

অভিরাম দাস

পুঁথিসংখ্যা ৬২৪; খণ্ডিত; পত্র ৭ (৬-১২); আকার ১৩"×৪½"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

ভনিতা,

[৬খ গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ সিন্ধু মুহু মুহু সানন্দে পিয় রে ভাই বন্ধু ॥
এমন অমৃতপানে সভাকার আস বঞ্চিত শ্রীকৃষ্ণগুনে অভিরামদাস ॥
[৮ক সংসারের সাধ্ব সব কৃষ্ণগুন গায়্যা ব্রথা মরে য়ভিরাম কৃষ্ণ না ভজিয়্যা ॥
[১০খ এমন গোবিন্দের প্রেম তরঙ্গের কথা শ্রবন করিলে পুন্য দুর হয় বেথা ॥
অধিক ভকতী হয় গোপালের পায় গোবিন্দবিজয় অবিরাম দাসে গায় ॥
[১২ক গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে লুবুধ ভ্রমর অভিরাম দাসে গানে ॥
[৬ক ৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥
... ইহাতে আমরা বড় মনে দুঃখ পাই।
সকালে না এস্য জবে জায়্যা থাক দুর তাবত সভার হয় য়ান্ধার দুপুর।
না দেখিলে কোটি যুগ হেন প্রায় বাসি লইতে তোমার তর্ত্ত কতবার আসি।
ঘরে আস্যা অনিমিখ দেখি তব মুখ বিধি বড় তাহে দড় দিইআছে দুঃখ।
অনিমিক না কৈল্য লোচনে দিল পাক না দিল কোটিন বিধি লোচনেক লাখ।
অনিমিখ এক লাক জদি আঁখি হয় না পুরে আরতি তবু ধৈয্যতা না হয়।
এই রসে আছেন সকল ব্রজবধু অনিমিখ পান করে কৃষ্ণমুখমধু।
হেনকালে অক্রুর আইল ব্রজপুরে আইল নন্দের ঘরে রথ থুয়্যা দুরে।
আঙ্গিনায় পড়িয়্যা অক্রুর মহাশয় কৃষ্ণভাবে নমস্করে চক্ষে ধারা বয়।
নন্দঘরে অক্রুরের আগমন যুনি তরল বিরল হইল সব ঠাকুরানি।
অক্রুরের নামমাত্র যুনি নারায়ন বাহির হইলা কৃষ্ণ দিতে আলিঙ্গন।
যুনিবার মাত্র কৃষ্ণ আইলা সর্ত্তরে দাণ্ডাইলা দুই জন পাথের গোচরে।
[৬খ সম্ভ্রমে য়ক্রুরপদে লোটাইয়া ক্ষেতি চরনে ধরিয়া করে অসেষ প্রীনতি।
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ সিন্ধু মুহু মুহু সানন্দে পিয় রে ভাই বন্ধু ॥

এমন অমৃতপানে সভাকার আস   বঞ্চিত শ্রীকৃষ্ণগুনে অভিরামদাস।
পরিক্ষিত বলে যুন যুক মহাসয়   বড়ই আশ্চয্য কথা পুস্নের উদয়।
কৃষ্ণপ্রেমরস ছিলা সব ঠাকুরানি   অক্রুরের আগমনে কি হইল যুনি।
ব্যাসি বলেন রাজা যুন মন দিয়্যা   রামকৃষ্ণের চরনে অক্রুর নত হয়্যা।
মানসে পুজিল কৃষ্ণে কমল চরন   মনে পাদ্য অঘ্য দিয়্যা করিল বন্দন।
নন্দগোআলের সনে কৈল আলিঙ্গন   জসদারে জোড়হাস্তে করিল স্তবন।
রাজপুত্র ভাব করি কৃষ্ণ মহাসয়   পাদ্য অর্ঘ্য দিয়্যা কৈল অনেক বিনয়।
আসন বসন কৈল অর্ব্যথ্যান   বসিলা অক্রুর আগে লয়্যা কৃষ্ণ রাম।
একভাবে অক্রুর শ্রীকৃষ্ণ যুগপদ   নিরক্ষন করিয়া আনন্দে গদ গদ।
কৃষ্ণ বলে খুড়া পাসরিলে আমা মনে   বড় ভাগ্যে আগমন হইল আজি কেনে।

জে পড়ে সে সায়ুড়্যা।

[৭ক   আলিঙ্গন ভাবে কৃষ্ণ অক্রুরের গলে   ধরিয়া বসিল সিষুভাবে তার কোলে।
পুর্ব্বে অক্রুরের ভাব বড় ছিল মনে   পরসিব শ্রীকৃষ্ণে[র] দুখানি চরনে।
বাঞ্ছাকল্পতরূ কৃষ্ণা জানিল অন্তরে   গলে ধরি দিল কোল অক্রুরের তরে।
অক্রুর কৃষ্ণের দুটি চরনে ধরিয়া   সকল লক্ষন দেখি নিবিষ্ট হইয়্যা।
অক্রুরের ভাগ্যের না দিতে পারি তুল্য   ব্রঞ্চিত ভব জার ভাবে সদাই বৈকুল্য।
সে চরন অক্রুর নেহালে হাথে ধরি   কি ভাগ্যের কথা কিছু কুহিতে না পারি।
তবে নন্দঘোস দেয় তুল্য উপহারে   নানাবিধি ভুঞ্জাইল অক্রুরের তরে।
রামকৃষ্ণ অক্রূর বসিলা নন্দ ঘোস   নানা উপকথা কহে মনের সন্তোস।
নন্দ বলে সুন কথা পার্থ মহাসয়   সকল কল্যান ভবে সভার আশ্রয়
বসুদেব বন্ধু আদি জত জদু বসে   কিরূপে আদর পুজা করে রাজা কংসে।
অক্রুর বলেন সব কল্যান কুসল   কংসভয়ে প্রানমাত্র আছএ কেবল।
না জানি অপর কত কাল আছে দুঃর্খ   কত দিনে কৃষ্ণ হব হার সম্মুখ।
কংস জত দুর্খ দেই কি কহিব কেবা   [৭খ   আমা সভা পালনে জথা যুপালন হৈবা।
নন্দ বলে মহাপাত্র বড় ভাগর্গ আজি   এত দুরে আগোমন কহ কোন কাজে
যুনিঞা মনস্তাপ বড় হইল অক্রুর   কেমনে কহিব কথা এ সব নিষ্টুর।
জদি বা না কহি পরিনাম আছে জাত   কৃষ্ণ ফিরা না জানিব ত্রিদসের নাথ।
অক্রুর বলেন কৃষ্ণ আমা পাঠাইল   ধনুর্জ্জাগ মহারম্ভ নৃপ আরম্ভিল।
কর দিতে জাবে কালি কংস্ব মধুপুরি   ঘ্রত দধি দুগ্ধ নানা সজ্জ করি।
ধনুর্জ্জর্গগ দেখিবে নৃপতি কর দিয়্যা   রাম কৃষ্ণ দুই পুত্রে জাবে সংঙ্গ নয়্যা।

কংস রাজার কতুক হইয়াছে বিসেষন   মল্লযুর্দ্ধ জানে ভাল তোমার নন্দন।
যুধ্যাইব মল্ল সংঙ্গে তোমার বালকে   দেখিব মল্লেযুর্দ্ধ নৃপতি কৌতুকে।
এই হেতু পাঠাইল তোমার নগর   দুই পুত্র সংঙ্গে লহ দিতে চাহ কর।
আজ্জি ঘোসপুরে নন্দ দেহ ত ঘোসনা   প্রভাতে প্রস্থান জেন করে সর্ব্ব জনা।
নন্দ বলে রাজ আজ্ঞা সত্য পরমান   আমি সাস্থড়্যাঃ ॥৭খ]
[৮ক অবস্ত জাইব সংঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম।
রাম কৃষ্ণ বলে ভাল আমরা জাইব   ধনুজ্জাগ দেখি নাই কেমন দেখিব।
যুনি জে মথুরাপুরি অতি অনুপাম   জাইব অবস্ত কালি নন্দের অঙ্গান।
জদি চাহে মল্লযুর্দ্ধ দেখিতে নৃপতি   করিব মল্লের যুর্দ্ধ মল্লের সংহতি।
ঘোসনা ত দেহ নন্দ সকল নগরে   কর দিতে জাবে কালি কংস বরাবরে।
কৃষ্ণ বোল সাহস সন্তস পরিতোস   ঘোসপুরে ঘোসনা দিলেক নন্দঘোস।
কর দিতে জেত্যে চাহ সভে হয়্যা ডরা   কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে জাইব মথুরা।
কৃষ্ণ জাব মধুপুরি যুনি ব্রজঙ্গনা   আকাস ভাঙ্গিয়া জেন পড়িল ঝঞ্জনা।
বিসল্য কাড়ের ঘাতে জেমত হরিনি   উঠিল অন্তরে বিস পড়িল গোপিনি।
কৃষ্ণগুন দাগ জার না গেছে স্বরিরে   সে নাকি বিচ্ছেদ কভু সহিবারে পারে।
কৃষ্ণপ্রেম রসে জার নাহিক আরতি   সে জন নারকি নষ্ঠ জায় অধোগতি।
সংসারের সাধ্ব সব কৃষ্ণগুন গায়্যা   ব্রথা মরে যভিরাম কৃষ্ণ না ভজিয়্যা ॥৮ক]

[৮খ ॥ রাগ ধানসি ॥

কৃষ্ণ সত্য কৃষ্ণ সত্য আর সব মিথ্যা   সর্ব্ব ধম্ম কম্ম কৃষ্ণের নাম বিনে ব্রথা।
অঃ পরাননাথ তুমি নাকি মথুরাকে জাবে।
যুনিল লোকের মুখে   তুমি জাবে মথুরাকে
অভাগিনি গোপি কোথা থোবে।
তুমি জাবে মধুপুরি   নিশ্চয় যুনিলাঙ হরি
ব্রজকুল রমনি বিপনা।
জগতমহন বেনু   আর না যুনিব কানু
মরিব সকল ব্রজঙ্গনা।
কৃষ্ণ জাব মধুপুরি জানিঞা সব্বথা   প্রমাদে পড়িল সব ব্রজের প্রমদা।
এ জায় ওহার ঘর যুধায় বারতা   যুধাইতে কার মুখে না নিস্বরে কথা।
সভাই সভাকে কহে কথা কহে কানাকানি   মধুপুরি কৃষ্ণ নাকি কালি জাবে যুনি।

পাগলি হইয়া গোপি সভারে সুধাই   সভে বলে অই কথা যুনিল সভাই।
কেহ বলে কৃষ্ণ এত নিদারুন হব   না বলিয়া আমায় সভায় মথুরাকে জাব।
এইক্ষনে কৃষ্ণ সনে করিনু রভস   হাস পরিহাস লিলা নানা রঙ্গ রস।
আমা সভা প্রিতি কৃষ্ণের প্রেম নাহি টুটে   কেমনে ছাড়িব কৃষ্ণ আমার নিকটে।
জদি দৈবজোগে কৃষ্ণ মথুরাকে জাব   মথুরা নাগরি পেয়ে গোপি পাসরিব
কেহ বলে জদি কৃষ্ণ জাইব নিশ্চয় [৯ক   ধরিয়া রাখিব সভে করিয়্যা বিনয়।
কেহ বলে কেন ভাবি এত অমঙ্গল   কৃষ্ণ ঠাঞি জাই সভে যুধাই সকল।
এত হব নিদারুন ভাঙ্গিব সভারে   বুঝিব কথার রসে যুনিব প্রকারে।
নিরুপিয়া এই কথা আহেরি দুহিতা   অপসর সমএ চলিলা কৃষ্ণ জথা।
যুতিয়া আছেন কৃষ্ণ স্নিবাস মন্দিরে   চলিল সকল গোপি তথা ধিরে ধিরে।
সব সখি অধোমুখি দাণ্ডাইয়া পাসে   বিরহ অগুনে পোড়ে কথা নাঞি য়াস্যে।
ছল ছল জলধ নয়ান সভাকার   পটে জেন পুতলি লিখিল চিত্রকার।
রসিকনাগর সিরমুনি গুনধাম   বুঝিয়া গোপির মন উঠিলেন স্যাম।
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ আস্য আস্য বস্য   কেন সভাকার মন দেখিছি বিরস।
কৃষ্ণের বিরহ সিন্ধু সাতরে গোপিনি   হেটমুখে পদাঙ্গুলি লিখিছে ধরনি।
গোপির বিরহ দেখি কৃষ্ণ সকাতর   হাথে ধর্য্যা বসাইল সজ্জ্যার উপর।৯ক]
[৯খ মুছিল গোপির মুখ আপনার বাসে   একে একে বসাইল সব গোপি পাসে।
কৃষ্ণ বলে প্রান সম তোমার আমার   কেন দেখি বিরস বদন সভাকার।
কিবা গ্রিহে গিরিগর রিত হইল মন্দ   কহ দেখি কে কার সনে কৈল দন্দ।
তোমা সভার বিরস বদন জদি দেখি   আমার পরান কান্দে আপন সবদি।
জারে সভে ভালবাস তার দ্বির্ব্ব লাগে   বিরস কিসের লাগি কহ মোর আগে।
গোপিকা বলেন ছাড় কপটের মায়া   জানিনু পরাননাথ জত কর দয়া।
কালি নাকি জাবে নাথ মথুরার পুর   যুনি জে তোমারে নিতে আস্যেছে অক্রুর।
নিশ্চয় জাইবে প্রাননাথ মধুপুরি   কার পাসে থুয়্যা জাবে অভাগিনি নারি।
তোমার বিরহে নাথ মরিব আমরা   স্ত্রি বধের ফল নিতে সাধ কৈলে পারা।
এক তিল তোমায় জদি না দেখি গোকুলে   জিবনে মরিয়া থাকি পরান আকুলে।
দুর বনে জে দিবসে জাই ধেনু রাখে   জলের ছলায় সব জাই জমুনাকে।
দুরে হইতে যুনি জদি মুরুলির সান [১০ক   তবে সভাকার এথা জুড়ায় পরান।
সে তুমি প্রাননাথ অ[া]মরা তোমার   এই সে নিকুঞ্জবনে করিল বেহার।
পাসরিবে কেমনে সে সব রসকথা   তুমি গেলে আমরা সে মরিব সর্ব্বথা।

তোমার বিরহে গোপি এখনি মরিব   মরিবার বেলা নাথ তোমা না দেখিব।
কৃষ্ণ বলে জত বল কিছু বুঝি নাঞি   আমার জতেক ভাব জানেন গোসাঞি।
ধনুর্ম্ময় জজ্ঞ নাকি কংসরাজা করে   মনে বড় সাধ আছে দেখিবার তরে।
কৃষ্ণ বলে জত বল কিছু বুঝি নাঞি   আমার জতেক ভাব জানেন গোসাঞি।
অক্রুর আইস নন্দঘোসে লয়্যা জাব   রাজকর দিয়া নন্দ রাজারে ভেটিব।
সেই সঙ্গে জাব রঙ্গে আমরা ছাওাল   ধনুর্ম্ময় জজ্ঞ দেখি আসিব তৎকাল।
হাসিয়্যা বিদায় দেহ সব চন্দ্রমুখি   ঝাট আস্যা জেন তোমায় [১০খ সভাকারে দেখি।
এ সকল কথা নাকী পিত্যয় না হয়   দুগ্ধের ছাওাল নাকি চুম্ব দিলে রয়।
কৃষ্ণর চাতুরি মায়া কে বুঝিতে পারে   উপরোধে অনুরোধে সভে গেলা ঘরে।
যুতিয়া বসিয়্যা গোপি পোহাইল নিসি প্রভাতে গোপিকাগন দরসনে আসি।
এমন গোবিন্দের প্রেম তরঙ্গের কথা   শ্রবন করিলে পুন্য দুর হয় বেথা।
অধিক ভকতী হয় গোপালের পায়   গোবিন্দবিজয় অবিরাম দাসে গায়।
প্রভাতে উঠিয়া অক্রুর মহাদায়   স্নান সন্ধ্যা কিত্তি সব করিলে বিচার।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই উঠিয়া সকালে   মুখ প্রক্ষালন কৈল জমুনার জলে।
একত্রে জমুনাতটে সভে হইল জড়   কৃষ্ণ জাব মধুপুরি জানিল যুদ্বিড়।
নন্দ আদি গোপব্রন্দ সকল সাজিয়া   রাম কৃষ্ণ অক্রুর একত্র সভে হয়্যা। ১০খ]
[১১ক জসদা রোহিনি আইল জত গোপনারি   চারি দিগে সিঙ্গা বেনু মহা সব্দ করি।
অক্রুর বলেন যুন সারথি সত্তর   রথ সাজন সিগ্র মথুরা নগর।
জসদা রোহিনি কাছে রাম নারাঅন   বিদায় হইতে গেলা ভাই দুই জন।
কৃষ্ণ বলেন বিদায় জননি দেহ মনে   ধনুর্ম্ময় জজ্ঞকথা যুনিলাঙ শ্রবনে।
দেখিব রাজার জজ্ঞ কেমন বিধান   জাইব নন্দের সঙ্গে আসিব সন্ধান।
জসদা বলেন বাছা বড় মনে ভয়   কি ভাবে পাঠাল্য নিতে না জানি [নি]শ্চয়।
নিত্য যুনি চর দেই তোমা মারিবারে   হেন কংসদুত আইল তোমা নেবার তরে।
তাহে তুমি জাত্যে মন কর্য্যাছ মথুরা   বিরোধ করিতে দোস ভয় লাগে মোরা।
ঝাট আস্যা বিলম্ব না কর্য্য কদাচিত   শ্রীদুগগা বলিয়া রানি বলিল তুরিত।
সর্ব্বথে তোমারে রক্ষা করিব ভবানি।   তোমার ভাল মন্দ তিহ না জানে আপুনি।
[১১খ মুখে বুলাইয়া হাথ নিছনি লইল   আসিস প্রকার মার্থে হাথ বুলাইল।
সত সত চুম্ব দিল বদনকুমলে   প্রেমে গোপালের আখি ছল ছল করে।
কৃষ্ণ লৈল জসদার চরনের ধুলি   অন্তরে কান্দেন কৃষ্ণ করিয়্যা ব্যাকুলি।
পুনঃপুন জননির মুখ পানে চান   স্মরিয়া জসোদা প্রেম আকুল পরান।

পাসরিব কেমনে জসোদা প্রেম জত জত   মরিলে নারিব ধার সুধিবার এত।
নন্দ জসোদার ধারে আমি হইলাঙ বন্দি   স্বঙরিয়া স্বঙরিয়া কৃষ্ণ ফুকরিয়্যা কান্দি।
বলরাম বিদায় হইল জসোদারে   স্বঙরিয়্যা জসোদা প্রেম কান্দেন অন্তরে।
বলরামের মুখে চুম্ব রানি নিল কত   ঝাট আইস দুই ভাই হয়্যা জযুক্ত।
এত বলি বিদায় করিল নন্দরানি   আগু আইল তার সব গোপি নিতম্বিনি।
আমি সাগুড়্যা। ১১খ]   [১২ক ৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।
কহিতে না পারে কিছু ফুকারিয়া কথা   সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে মনে দুঃখ বেথা।
অক্রুর বলে নন্দ ব্যাজ কেন কর   সুভক্ষন হইল বেলা সভে আগুসার।
সারথি জোগান রথ করিয়া সাজন   অক্রুর করিয়া কোলে রামনারায়ন।
বসাইল রথের উপরে মহাসয়   চারিদিগে উঠে সব্দ কৃষ্ণ জয় জয়।
সিঙ্গা বেনু ভেরি সব্দ চারি দিগে সুনি   দেবতার কুলে উঠে জয় জয় ধ্বনি।
গগনে গন্ধর্ব্ব নাচে কিন্নরের গান   সপ্তরিস পড়িল বেদ কৃষ্ণের কল্যান।
কৃষ্ণ বলে সিগ্র রথ চালাহ সারথি   অতি সিঘ্য চলে রথ বাউবেগে গতি।
পশ্চাত বহিছে বাউ বেগে ধায় রথ   নআন জলধে বিষ্টী না হয় জাবত।
পঙ্কিল হইলে পথ রথ না চলিব   মথুরা জাইতে বেলা উছুর হইব।
এত সুনি সারথী ঘোড়ায় মারে সাট   এক বেগে ছাড়াইল ক্রোস আধ বাট।
অক্রুরেরে মন্দ বলে সকল গোপিনি   ফুকরিয়া কান্দে সভে লোটাঅ্যা ধরনি।
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে   লুবুধ ভ্রমর অভিরাম দাসে গানে ॥১২ক]
করুনা রাগঃ ॥   অক্রুর না রাখ রথ অক্রুর থানিক   একবার দেখি মুখি কালিয়া মানিক।
অক্রুর অক্রুর প্রান মোর জায় বিদরিয়া   কোথা লয়্যা জাহ প্রা[ণ]নাথেরে হরিয়্যা।
অক্রুর অক্রুর তিল আধ রথ রাক দেখি   যুড়াকু পরান সনে সভাকার আখি।
অক্রুর অক্রুর হে তোমার পাএ ধরি   কোন অপরাধে মোর প্রান কৈলে চুরি।
হোর দেখ প্রাননাথ প্রাননাথ জায়   ফিরিয়া ফিরিয়া আমা সভা পানে চায়।
অক্রুর অক্রুর হে খেমা দেহ চিত্তে   দাসি হয়্যা তোমার থাকিব স্বঙরিতে।
বলিতে বলিতে রথ দূরে চলি জায়   কার কথা কেবা সুনে কে রথ রহায়।
অক্রুর অক্রুর তোর মুণ্ডে পড়ুক বাজ   বধিয়্যা গোপির সাধিলে কোন কাজ
অক্রুর অক্রুর তোমার নাম কেবা বলে   তোমা হইতে অক্রুর কেবা আছে ক্ষেতিতলে
আমরা কিবা দোস কর্য্যাছিনু তোর   তেঞি প্রাননাথেরে কাড়িয়া নিল মোর।
আমা সভার আমা সভার প্রাননাথ জায়   হের দেখ অভাগি পশ্চাত গোড়ায়
একবার একবার দয়া কর নাথ   অভাগি গোপি সভাকারে কর সাথ।

আমরা সে থাকিব চরনে সেবা করি দাসি কর্‌য়া দেহ মোরে মথুরা নগরি।
হোর দেখ দুরে গেল রথের পয়ান। ১২খ]

৮৪ গোবিন্দমঙ্গল

কবিচন্দ্র

পুঁথিসখ্যা ৭১৪ ; পত্র ৮ ; খণ্ডিত ; আকার ৯"×৩½"। লিপিকাল ১২০৩ সাল।

শেষ ও পুষ্পিকা,

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান ব্যাসের ক্রপায় এত দুরে দাতাকর্ন্নের পালা হইল সায়।

দাতাকর্ন্নের পালা সমাপ্তং। সাক্ষর শ্রীযুৎ রঘুনাথ ভুঞ্যামালি সাকিম সামবাজার পরগনে জাহানাবাদ পাঠনাস্তে শ্রীদিন দয়াল পড়্যা সাকিম নিজ গ্রাম পরগণে জাহানাবাদ সন ১২০৩ সাল তারিখ ২২ আশ্বিন রোজ বুধবার তিথি উপধ্যাত্ম বেলা চারি দণ্ড বেলা থাকিতে সমাপ্তং।

৮৫ গোবিন্দমঙ্গল

কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ৭৭৮ ; পত্র ৯ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩"×৪½"। লিপিকাল ১২০৮ সাল।

শেষ ও পুষ্পিকা,

বৈকুণ্ঠের নাথ কৃষ্ণ হৈলা অন্তধ্যান হরি হরি বল সভে পালা হৈল সায়॥
ইতি দাতাকর্ন্নের পালা সমাপ্ত। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং। লিক্ষকো দোস নাস্তিক। ভিমস্যাঁপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। লিখিতং মিদং শ্রীরামহরি দাষ বষু সাং পারুল পরগনে বায়ড়া সরকার সেলমাবাদ সন ১২০৮ সাল তাং ২৯ মাঘ।

৮৬ গোবিন্দমঙ্গল

কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ৯৮৯; পত্র ১৩; খণ্ডিত; আকার ১১"×৪"। লিপিকাল ১২২৮ সাল।

শেষ ও পুষ্পিকা,

বাছনে করিয়া কোলে করিল স্বয়ন এত দুরে পালা সায় কবিচন্দ্রে গান॥
এই পালা কৃষ্ণ লিলা জে জন গাওয়ায় অধিক পরম যুগ অন্ত মক্তি পায়।
এইখানে রহৈ……ই এই উপাক্ষন হরি হরি বল সর্বে পালা হইল সায়॥

ইতি সন ১২২৮ সাল তারিখ ২৭ মাঘ রোজ ব্রহস্পতিবার শ্রীবিস্বনাথ বল বেহার থানা শ্রীশ্রীভাগিদ্যধর বাগ্দী।

৮৭ গৌরাঙ্গপদাবলী, দেবীর শঙ্খপরা, গান

দ্বিজ মোহন, বাসুঘোষ, কানাই, শিবরাম দাস, শঙ্কর, বীরেশ্বর, শ্রীকবিসন্ধান, দ্বিজ আত্মারাম কমলাকান্ত, নবাই

পুথিসংখ্যা ৮৭৩ ; পত্র ৮ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২$\frac{1}{2}$"×৪$\frac{1}{2}$"। লিপি আ. দেড় শত বৎসর পূর্বের।

(১) [১খ নবদ্বিপ আঁধার করি কোথা জাও (মোহন দ্বিজ)

(২) [১খ, ২ক গৌউর আমার আসিবে নদ্যাপুরে (বাসুঘোষ)

(৩) [২ক, ২খ কাঁদে চৈতন্য শচি আর তো প্রাণ ধরিতে নারি (কানাঞী)

(৪) [২খ, ৩ক, ৩খ গৌউর হরি রে নন্দেচাঁদ রে মায়ে সতো দণ্ডবত প্রণাম করিয়ে। (শিবরাম দাস)

(৫) [৩খ, ৪ক, মুখে হরিবোল প্রেমানন্দ নিবি নাম হরিবোল (শঙ্কর)

(৬) [৪ক, ৪খ, ৫ক, ৫খ, ৬ক, ৬খ, ৭ক আমার গোরাঙ্গ নাচিছে হায় রে (বীরেশ্বর)

(৭) [৭ক, ৭খ পড়িয়ে অবনিতলে শোকে শচী মায় বলে (শ্রীকবিসন্ধান)

(৮) [৭খ রূপ না গেলো পাসরা রে রসে নেওর গোরারূপ ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বসে (আত্মারাম দ্বিজ)

(৯) [৭খ, ৮ক মিছে ডাকিছো মা মা বলি মা বুঝি ঘরে নাই (কমলাকান্ত)

(১০) [৮ক, ৮খ জলদীবরনি সামা (নবাই)

(১১) [৮খ ভার হলো মা তালুক রাখা (নবাই)

[৭খ রূপ না গেলো পাসরা রে
রসে নেওর গোরারূপ ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে বসে
খেনে বলে হরি
ক্ষেনে কৃষ্ণ প্রেমরসে জায় গড়াগড়ি।
কেহো বলে কালো কালো কেহো বলে গোরা
কেহো তারে দেখি বলে এলো নন্দের সুনিচোরা।
সুনির পুতলি গৌরাঙ্গ রূপের মাধরি
দ্বিজ আত্তারামে বলে রূপের বালাই লয়ে মরি ॥

[২ক, খ কাঁদে চৈতন্ন শচি আর তো প্রাণ ধরিতে নারি ॥
সজল নয়ানে বহে বারি
দিগুন আগুন জল্যা উঠে বিষ্টপ্রিয়ের বদন হেরি ।
দুগ্ধের বালক মোর কিছুই না জানে
কে তারে সাধিল বাদ সন্যাস গমনে ।
নদিয়া নিবাসি গোরা কে তারে করিল চুরি ।
শয়নেতে ছিলা নিমাঞী পালঙ্ক উপরে
মা : বলিয়ে ডেকেছিলো নবিন কোকিল সরে ।
রূপ পাসরা না জায় সদা জাগে রে হিয়ায়
কানাঞী ভনে গোরারূপ দেখিতাম নয়ান ভরি ॥

[৪ক আমার গোরাঙ্গ নাচিছে হায় রে আমার ॥
সুন গো কালিকা দেবি আমার বচন
স্থানে স্থানে কৈই কথা মন দিয়ে সন ।
জজ্ঞ করে দৈত্য রাজা ছাড়ি মহেশ্বরে
মিনি আবাহনে গেনু মা বাপের ঘরে ।
সকল দেবতা দেখি নাই দেখি সিব
তনুত্যাগ করিলেম বারি কর‍্যা জীব ।
ত্রিসুলে গাঁথিয়া হর ফেলে স্থানে স্থানে
স্থানের মাহিত্রি হৈল্য সিদ্ধপিট নাম ।
অগৃভাগে অগৃচণ্ডি জয়চণ্ডি নাম
সির্দ্ধেশ্বরি নাম আমার অম্বিকাতে ধাম ।
সর্ব্বমঙ্গলা নাম শ্রীবদ্দমানে ৪ক]
[৪খ সাটীনন্দি নিলাম বন্দিপুর গ্রামে ।
কাঁণ্ডুরে কামিক্ষে নাম হইলে আমার
রিতুবতি হইলাম মাসে একবার ।
রাজাবলুবি নাম রাজবোলহাটে
গঙ্গা ভাগিরথি নাম ত্রিপিনির ঘাটে ।
কালিঘাটে কলি নাম মৌলর রঙ্কিনি
গোকুলে হয়েছে নাম বরদানন্দিনি ।
আমতার মেলাই নাম বরদায় বাসুলি
অনুক্ষন অস্ত্র চড়ি রন করে বুলি ।
বিক্রমপুরে বিসালা হয়েছে আমার নাম
রায় রঙ্কিতের কন্যা হয়ে গোঙাই কতো কাল ।
সদত সহায় রাজার হয়ে পক্ষে বল
দিঘি দিল সরোবর নিম্মলিয়া জল ।
যে কদিন গেলেম আমি দিঘি দেখিবারে
উত্তর আড়া চলিলেন চরনের ভরে ।
দিঘি দেখি জাইতেছিলাম নিজ নিকেতনে
দৈবা ৪খ] [৫ক জোগে দেখা হৈল্য সাঁখারির সনে ।
সাঁখাল যে জাইতেছিল বালিগঞ্জের হাটে
দর করি সঙ্খ পরিলাম দিঘির উত্তর ঘাটে ।
হইল সঙ্খের মুল্য পুরো পাঁচ টাকা
কমি জমি নাই কিছু করিতে লেখা জোকা ।
পরিচয় দিলেন মা রায় রঙ্কিতের ঝি
টাকার ঠিকানা বাছা তোমায় বলে দী ।
দক্ষিন দরজা ঘর বাড়ির উত্তরে
পশ্চিমে কোলঙ্গা আছে কাঁথের উপরে ।

তায় পাচটি টাকা আছে চেয়ে লও গে তুমি
চান করিয়ে হর পুজীয়ে ঘরকে জাবো আমি।
হেনকালে সাঁখারি বলেন ধিরে ধিরে
তোমায় শঙ্খ দিয়ে টাকা মাগিব কাহারে।
তিনি টাকা নাই দিলে আমি কোথা পাব
থাকুক বেপারের দায় মুল হারাইব।
মুল হারাইয়ে আমি ৫ক] [৫খ কেমনে জাব ঘরে
তুমি শঙ্খ পরিলে টাকা বিদায় কর মোরে।
সাঁখারির কথা যুনি হাসে মহামাই
খানিক বৈস টাকা দিব আমি।
সাঁখারি বসিতে গেল গাছের তলায়
অন্তধ্যান হলেম আমি দেখিতে না পায়।
টাকার শোকে সাঁখারি প্রানে বাঁচে নাই
ভাবিয়ে গনিয়ে গেলা রায় রঞ্জিতের ঠাই।
দরবার ভাঙ্গিয়ে প্রজালোক গেছে ঘরে
স্থান করি বৈসে রায় দালান উপরে।
হেনকালে সাঁখারি গেলেন তার ঠাই
কি বোল বলিবে মুখে বাক সরে নাই।
সুজন আমার নাম জেতেতে সাঁখারি
জে জন্যে য়েসেচি আমি নিবেদন করি।
দক্ষিনদুয়ারি ঘর বাটীর উত্তরে
পশ্চিমে কোলঙ্গা আছে কাঁথের উপরে। ৫খ]
[৬ক তায় পাঁচটা টাকা আছে চেয়ে লও গা তুমি
চাঁন করিয়ে হর পুজীয়ে ঘরকে জাব আমি।
না লইলে কেবা বলে টাকার ঠিকানা
হয় নয় সত্য মিথ্যে এখনি জাবে জানা।
সাঁখারি বসিতে দিলে কম্বল আসন
দক্ষিনদরজা ঘরে রায়ের গমন।

পশ্চিমে কোলঙ্গা আছে কাঁথের উপর
তাহাতে দেখিল রায় টাকার গাগর।
তায় পাঁচটী টাকা রায় লইল খসিয়ে
চালু ডালু লবন তৈল্য বারিকোন পুরিয়ে।
সিদে সঙ্গে পাঁচটী টাকা সাঁখারির হাথে
সাঁখারি বিদায় হৈল্য রায়ের সাক্ষাতে।
তারপর রায় রঞ্জিত ভাবে মনে মনে
মা কেমন পরেছে শঙ্খ দেখিব নয়ানে।
তারপর রায় রঞ্জিত করিলেন গমন
দিঘির দক্ষিন ঘাটে দিল দরসন॥ ৬ক]
[৬খ উচ্চেসে অস্তিত হয়ে করি জোড়হাথ
স্তব করে দাণ্ডায় রায় করি জোড়হাথ।
সঙ্খ পরিয়েছো মা যুনেছি শ্রবনে
কেমনে পরিছো শঙ্খ দেখিব নয়নে।
নয়ান সার্থ্যক মা জদি কর তুমি
সঙ্খ দেখিলে অষ্ট অভরন দেবো আমি।
গোটামল পাটামল দু পায়ে পাসুলি
সোনার কুণ্ডল দিব রূপার হাসুলি।
বাড়ার ভাগ নপুর দিব কটীতে কিঙ্কিনি
চলে জেতে পাব মায়ের নপুরের ধ্বনি।
যুনিয়ে রায়ের কথা দয়া হৈল্য মনে
দুটী হাথ তুলি দেখাল দিঘির মধ্যখানে।
পুর্ন্য হৈল্য রায়ের জে মনের বাসনা
কঙ্কন গড়ায়ে দিল মোহর কেটে সোনা।
গোটামল পাটামল দু পায়ে পাসুলি॥
সোনার ৬খ] [৭ক কুণ্ডল দিল রূপার হাসলি।
বাড়ার ভাগে নপুর দিল কটীতে কিঙ্কিনি
চলে জেতে পায় রায় নপুরের ধ্বনি।
কৃপা করি নিজ গুনে রায়ে দিল দেখা
বিরেশ্বর রচিলেন হরকালি সখা॥

পড়িয়ে অবনিতলে শোকে শচি মায় বলে লাগিল দারুণ বিধি বাদে।
অমূল্য রতন ছিল কে না হরিয়ে নিল সোনার বরন নিমাইচাঁদে ॥
তোর মায়ে ডাকে ফেরো রে।
অঙ্গরি অঙ্গদ বালা বাজুবন্দ বাছার কণ্ঠের মালা খাট পাট সকলি তুলিছে।
সকলি আলয়ে আছে বাছাধন কোথায় গেছে আমি প্রান ধরে আছি মিছে ॥
এ ঘর জে সম্ভাপনা বাছা বিনে সব অকারনা অকারনে চারি চাল বাঁধি।
জোগিনি হইয়ে জাব জেতা বাছার নাগাল পাব গলায় ধরিয়ে জেয়ে কাঁদি ॥
জে মোরে গৌরাঙ্গ দেই মুল্য করি কিনে নেই হব তার শ্রীচরনে দাসি।
শ্রীকবি সন্ধানে ভনে নাই পাবে গৌউর ধনে জীব লাগি হয়েছে সন্যাসি ॥

ভার হলো মা তালুক রাখা সমুখে সসমাই এলো
এ তালুকের ইস্তাহারে দিয়ে জরিপ বন্দি হল।
জরিপ হলো চোস্ত পোয়া ছয় জনে করিল ভূয়া
সেথায় নাই পাঁচ গণ্ডা কড়ি জবাব দিই মা কেমন করে।
সসমাই করেছে রাজা তালুকদারের বড় সাজা
সসমায়ে না টাকা দিলে তালুক অমিনি ছুটে জাবে।
বাঁদ ভেঙ্গে পড়েছে হাজা নবাযের এই সাজা
মুখে একবার কালি বল ॥

৮৮ গৌরীমঙ্গল

কবিচন্দ্র মিশ্র

পুঁথিসংখ্যা ৯৪৬; পত্র ১(৯); খণ্ডিত; আকার ১৪" × ৪½"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

/৭ রামকৃষ্ণ ॥

[৯ক······গগনমুণ্ডলে ব্রহ্মলোকের তথা তপ করেন গোসাঞি চন্দ্রসেখর।
কি করিতে তপ তা বলিতে না [পারি] আপুনি তপের ফল বর অধিকারি।
অক্ষয় অমর গোসাঞি পুরুস পুরান না জানি সরির তার কিসের বিআন।
মাথায় বন্দআ সভে সিবের চরন ব্রহ্মা বিষ্ণু দাণ্ডাইলা জত দেবগন।
হাতজোড়ে স্তুতি করে ব্রহ্মা প্রজাপতি ॥ পঠ মঞ্জরি ॥ সকল দেবতা তথা করন্তি ভকতি।
গৌরিমঙ্গল গিত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরির চরনে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেস এই তিন জন   তিন জনের প্রধান তুমি ত্রিলোচন।
বিনে তপু ধানে বসিতে নাঞি জানি   কাণ্ডারি বিহনে জেন বিফল তরনি।
অবগতি কর গোসাঞি দেব ত্রিলোচন   সদয় হইআ যুন দেবের বচন।
আপুনি সংসার তুমি আপনি বিধাতা   জগতজননি তুমি জগতের পিতা।
অর্দ্ধ যঙ্গে পুরুস তুমি অর্দ্ধ অঙ্গে গৌরি   তোমার মহিমা গোসাঞি বলিতে না পারি।
চৌর্দ্দি ইন্দ্র পাত হএ ব্রহ্মার এক দিসে ৯ক]   হেন ব্রহ্মলোক টলে তোমার এ নিমিসে।
কালের বস কাল তুমি তোমার বস কাল   তোমা ছাড়ি মহেস্বর কোন দেব আছে আর।
মার সদ্রস সতি দক্ষের কুমারি   আপনি ত বিভা কর আমার বার্ক্য ধরি।
ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল   হাসিয়া সম্মতি দিল্যা দেব গঙ্গাধর ॥ জমক ছন্দ ॥
সিবের সম্মতি পাইয়া হরসিত মন   আপনি বিধাতা গেলা দক্ষের সদন।
পার্দ্য অর্ঘ্য দিয়া দক্ষ দিলেন আসন   কুসল জিজ্ঞাসিয়া বৈল আইলে কি কারন।
চারি মুখে কহেন ব্রহ্মা জতেক উর্ত্তর   রাউল গঙ্গাধর সপ্তলোকের ইস্বর।
পরম যুন্দরি সতি তোমার দুহিতা   নিবন্ধ করিয়া দিমু সিবেরে দেহ বিভা।
সিবেরে বিভা দেহ নানা রত্ন দিয়া   আপনা পবিত্র কর কন্যা পাত্রে দিয়া।
ইহা ত সুনিয়া দক্ষ হইলা হরসিত   পরম জত্নে করিলা বিভার সমইত।
একে একে আহিলা দেব দেবিগন   পরম উৎসাহ সভে হরসিত মন।
ছণ্ডলা বান্ধিলা বিশ্বকর্ম্ম আপনি   মানিকের স্তম্ভ মউর পাখে ছায়নি। ৯খ]

৮৯ গৌরীমঙ্গল

কবিচন্দ্র মিশ্র

পুঁথিসংখ্যা ৯৮১; পত্র ৪ (১০-১৩); খণ্ডিত; আকার ১৪"×৪½"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বের। ৯৪৬ সংখ্যক পুঁথির অনুবৃত্তি।

[১০ক ভক্ত নরেরে বর দেহ গঙ্গাধর   কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরিমঙ্গল।
[১১ক গৌরিমঙ্গল গিত কবিচন্দ্র ভনে   ভক্তি রহুক হরগৌরির চরনে।
[১১ক ভকত নরেরে বর দেহ গঙ্গাধর   কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরিমঙ্গল।
[১২ক গৌরিমঙ্গল গিত কবিচন্দ্র ভনে   ভক্তি রহুক হরগৌরির চরনে।
[১২খ হরগৌরি চরন বন্দিয়া ধনেস্বর   বর পাইয়া গেলা লঙ্কাপুরির ভিতর।
ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল   সুনিলে আপদ খণ্ডে পাই ইষ্টফল।
[১৩খ কবিচন্দ্র মিশ্র ভনে   চিন্তিআ চণ্ডির চরনে।
ভকতজনেরে দেহ বর   ধন পুত্র সম্মান বিস্তর ॥

৯০ চণ্ডিকামঙ্গল

দ্বিজ নারায়ণ

পুঁথিসংখ্যা ৭৬৭ ; তালপত্র ৫ ; খণ্ডিত ; আকার ৭"×২২/৪"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের। দ্র. পরিশিষ্ট 'ক'।

[নানা বর্নে ধ্বজ সাজে প...উজ্জল নানা শব্দে বাদ্যরবে হল্য কোলাহল।
সমর দুন্দভি কাড়া বাজে বীর ঢাক বীর...
আগেতে ধনুকী ঢালী না...আ সোয়ার গজপৃষ্ঠে বাজে দামা বলে মার মার।
সিন্দুরমণ্ডিত গণ্ড চলে গজ ঘ...ছটা ওর...পবনের...
... বাদ্যরবে শব্দময় হল্য রাজপুর।
তার সঙ্গেত সৈন্য পদধূলী আচ্ছাদিত দিনমনি দিনে অন্ধকার হল্য ক...্যাত ধরণী।
নানা অমঙ্গল কথা হয় অকস্মাৎ রক্তবৃষ্টি ভূমিকা...
...ন দেখি বীর নাহি মনে গণী দেবির নিকটে গেল বীর শিরোমনি।
দেখিঞা দেবীর রূপ কহে সেনাপতি ...ভারতী।
কাহার দুহিতা তুমি কাহার রমণী কিবা হেতু বনে তুমি আছ একাকিনী।
তোমার উচিত নহে পর্ব্বত বসত]
[আগু ধূম্রলোচন সম কর সজ্জি।
নিজ সৈন্য লঞা সাথে জাহ শীঘ্রগতি ...মোর কাছে পাঠাবে যুবতি।
...করিবে সমর তা সভাকে পাঠাইবে যমের নগর।
কবচ কুণ্ডল টোপ হইল প্রসাদ মার মার করি সেনা...
আজ্ঞা নি...বি চলে মহাবীর আরোহণ করি...সমর সুধীর।
রথের উপরে দর্পন চামর থ...এত অহঙ্কার মোরে হেন কথা কহে
যদি মনে করি সুমেরু শিখরী উপারিতে পারি হেলে
রবি শশী ধরি ফেলিবারে·· জলে
আমি মহাবল সাগরের জল হেলায় খাইতে পারী।
যদি করি মন এই ত্রিভুবন মাথার উপরে ধরী।
সু...সভে হল্য সচকিত
দ্বিজ নারায়ণ করিল রচন চণ্ডিকামঙ্গল গীত॥
কোন শাস্তি করি কথা দেখে]
[দৈবযোগে হেন বর পাল্য সন্নিধানে বিলম্ব না কর ...থা জাহ শীঘ্রগতি।

অবিলম্বে বিবাহ করুন নরপতি স্থনিঞা দেব…।
না দেখী এমন মায়্যা কভু ত্রিভুবনে …চরিত দেখি মনে হইছেন ভয়।
ইহার কারনে পাছে সর্ব্বনাশ হয় পুন…অবধানে স্থন দেবী মোর নিবেদন।
নারীর উচিত নহে… …ঞা না কহ কথা করিঞা ব…ন।
…স্থন দূত শিরোমণি কহিবে রাজার আগে এ সব কাহিনী :
মোর অহঙ্কার খাট করিবে জে জন বিষম সমর মাঝে…
মোর দর্প নাশ হেতু জে আসিবে কাছে সে হবে আমার পতি ইথে নাহি আন।
প্রতিজ্ঞা কর্য্যাছী আমি সভ…মান …বেদন
বিবাহ করিঞা লঞা জান নিকেতন আমি রূপবতী নারী তাহাত যুবতি
আমার উচিত স্বামী হয় নরপতি। কম…]
[দিলেন বিমান।
কুবের করিঞা যত্ন মোরে দিল নানা রত্ন নিজ দণ্ড দিঞ্যাছে শমন।
ইন্দ্র দিল পারিজাত জগরত্ন করী সাথ বায়ু দিল হার বি…
জলনিধি মোরে দিল বহ্নি দিল সুচারু বসন।
ভয় পাঞা দেবগণ দিল মোরে নানা ধন যজ্ঞভাগ কল্য সমর্পণ
একাকিনী কেনে … সম্মান করিব যথোচিত
তুমি নারীরত্ন সার বুঝে কর ব্যবহার কীর্ত্তি থাকে সংসার বিদিত।
স্থনিঞা তোমার কথা মোরে পাঠাইলে …
রাখহ আমার বানী হইবে রাজার রানী বিরচিল দ্বিজ নারায়ণ।
স্থনিঞা কৃষ্ণের কথা কন হৈমবতী অবধানে স্থন তুমী আমার…
… শুম্ভ সংসার বিদিত তাহার নিকটে…নী মোর মনোহিত
বহু জন্ম তপস্যা করএ জেবা নারী নৃপতি তাহার পতি হয়…
·· মোর মনে আছে সাদ দিঞা হেন বর বিধি পড়িল প্রমাদ।
এই দণ্ডে জাইতাম তোমার সহিত কী করিব প্রতিজ্ঞা কর্য্যা…]
[রূপ অদভুত হরসিত হল্য দূত কহে কথা দেবীর গোচর
দূত কহে স্থন বানী নিবেদন ঠাকুরানী
আসিঞা দম্ভ ত্রিলোকের রাজা শুম্ভ শুন তুমী তাহার বচন।
অমর অসুর নর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর সকল আমার…
ত্রিভুবন পতি সংসার বিদিত মোর যশ
যত রত্ন স্থরপুরে সকল আমার ঘরে কেহো নহে আমার সমান।

বরুণ করে···গুণে তার মন
দিব নানা অলঙ্কার দিব্য মনিময় হার নহে দিব যত চাহে ধন।
করি অতি শযত্ন আন···কাছে।
মনে ভয় হয় মোর আর কোন নারীচোর হর‍্যা লঞা জায় তারে পাছে।
স্থনিঞা শুম্ভের বানী···বচ···ব··· ।
আরোহন করি রথে চলিল কানন পথে উপনীত দেবী সন্নিধানে।
চণ্ডীর অঙ্গের ছবি জেন প্রভাতের···]
[···নিবেদন আনহ তাহার হৌক সফল জীবন
দেবতার যত রত্ন তোমার ভুবনে তবে তুমী তারে ঘর নাহি আন কে[নে]
কত আন তারে স্থন মহাশয়
প্রণমিঞা বাম পদ দ্বিজ নারায়ণ চণ্ডিকামঙ্গল গান করিলা রচন।
হে শুম্ভ সভার ভীতর।
স্থন হে দনুজগন আন দুত এক জন পাঠাইব কন্যার গোচর।
আমার আদেশ ··· আস্য শীঘ্র গতি
যাবত না দেখি তারে তাবৎ পীড়য়ে মোরে নির্দয় হইয়া র···পতি।
স্থনিঞা শুম্ভের ··· অভিধান
রাজা কহে স্থন দুত তুমি মহা স্থরসুত অবিলম্বে জাহ মূতিমান।
আছে একা গিরিশৃঙ্গে··· না হয়।
করিঞা কথার বস তাহাকে করিবে বশ জেন আস্যে আমার নিলয়।
আমার এই শয্যা] ···
[তথা দেখিলাম এক নারী রূপ[ব]তী না জানি বিশেষ কিছু কাহার যুবতী।
মৃগেন্দ্রের পৃ · রূপ···বিধির নির্মান নহে···
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা বা তিলোত্তমা···জিনে তার ক্ষীণ মধ্যদেশ
কলাপি কলাপ জিনী তার মস্তকের কেশ।
পক্ক বিম্ব জিনি তার অধর···কৃষ্ণসার জিনি তার স্থচারু লোচন
জিনিঞা শারদ শশি বিমল বদন।
···কাচলী শোভে পয়োধর···কটিত শ্রবণে কর্ণপূর নাসায় বেসর দোলে চরনে নুপুর
কঙ্কণ কেয়ূর কাঞ্চী শোভে···মুখচন্দ্রে·· মন্দ পের মহিমা
চারি মুখে বিধি নাহি দিতে পারে সীমা।
কুঙ্কুমের কান্তি জিনি কান্ত কলেবর নিতম্বে শোভিত···

[রবো।
আসিবারে মতি নাক নৃ…বাতি শ্রম মোর হল্য বৃথা।
কহিল জে বাণী স্থন নৃপমণি কহিতে করি ভয়।
ব ে…া…পারি বিজয়।
আমার সমান জেবা বলবান স্থরাস্থর নরলোকে।
সেই হ…পতি এই মোর মতি কহ জাঞা তুমী কে।
বিপরীত ভয় হয় মোর মনে
না জানি চপলা কাহার অবলা কিবা হেতু আল্য বনে।
রূপের মহিমা কি দিব সীমা
রমা আর অরুন্ধতী রতি কলাবতী সমান না হয় জার
পর্ব্বতশিখরে…শ বি উপরে কেনে আছে একাকিনী
না জানী কারণ হেন…নী।
…হইয়া মনে নাঞা ব্যথা শুম্ভ সভামাঝে বলে
ডাক বীরগণে জাঞা এই…ন তারে ধরি আনে চলে।
…বাণী আমী স্থরাস্থর নাথ
…ন বীরবর করিবে…স্থির হএ…াথ।
·· গেল দূর দেবগ]
[জার যুদ্ধে পরাজয় পাল্য দেবগন …ইঞা…সনে…বিবেরন।
সম্মুখ সমরে কেহো নাহি হয় স্থির ত্রিভুবনে …
ইন্দ্র চন্দ্র…বের দিবাকর ত্বরা কহো য়ে হেন না কহে উত্তর
…ঋ নাম হেতু হল্য মতি ভিন্ন…খা…চিহ্ন
না রাখিলে মোর কথা জানা জাবে শেষে অপমান কর·· জাবে কেশে।
স্থনিঞা অভয়া কন…কপালে মোর বিধির লিখন
অবিলম্বে জাঞা নৃপে দেহ পাঠাইঞা শুভক্ষণে জান জেন বিবাহ করিঞা।
ততবার…াপমতি শুম্ভের নিকট আসি করিল প্রণতি।
বসিঞা…জার কা… ছ করে দল চণ্ডিকামঙ্গল গান দ্বি[জ] নারা[য়]ন…।
পুটে রাজার নিকটে দূত করে নিবেদন কর অর…নরপতি কহী বিবরন। তোমার…গেলা]

৯১ চণ্ডীমঙ্গল

মুকুন্দরাম

পুঁথিসংখ্যা ৯০০ ; পত্র ২৩৭ ; খণ্ডিত ; আকার ১২"×৪১/২"। লিপিকাল আ. ২২৫ বৎসর আগের। আত্মকাহিনী ও দিগ্‌বন্দনা নাই। বিভিন্ন রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে।

আরম্ভ,

শ্রীশ্রীশিবদুর্গায়ৈ নমঃ ॥ শ্রীশ্রীজয়দুর্গাচরন স্বহায় ॥ খর্ব্বং স্থুলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং পরিসন্দন্মদ গন্ধলুব্ধ মধুপব্যালোল গণ্ডস্থলং দন্তাঘাত বিদাঋতারি রুধিরৈ সিন্দুর সোভাকরং বন্দে সৈলসুতাং শূতং গনপতিং সিদ্ধপ্রদং কামদং ॥ মঙ্গলরাগেন ॥ জয় বেদান্ত দরশনে.........[২ক শ্রীচৈতন্যবন্দনা [৩ক লক্ষ্মীর বন্দনা [৪খ সরস্বতির বন্দনা [৭ক জয়দুর্গার চরনবন্দনা [৮ক চণ্ডীবন্দনা [৮খ বারিস্থাপনা [৯ক [নিরঞ্জনবন্দনা] ইত্যাদি।

৯২ চণ্ডীমঙ্গল

মুকুন্দরাম

পুঁথিসংখ্যা ৯১৬ ; পত্র ২৩৫ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২১/২"×৬"। চিত্রিত। লিপিকাল ১২২৭ সাল। ভনিতা ও পুষ্পিকা, [২৫৩খ রাজা রঘুনাথ গুনে অবদাত রসিক মাঝে সুজ্ঞান তার সভাসদ রচি. চারুপদ শ্রীকবিকঙ্কনে গান॥ কবিকঙ্কনেন কৃতং গ্রন্থং তৎ সম্পুর্ন্নং ॥ শুভমস্তু সকাব্দা ১৭৩৯ সৌর শ্রাবনেস্য বিংশতি দিবশে দিবা য়েক দণ্ড সমএ ছায়াসুত বারে পঞ্চম্যাং তিথু কর্কট লগ্নে সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ। সন ১২২৪ সাল। ইদং রহস্যকরনং গ্রন্থং লোকানাং শোকহারকং লিখিতং রাম বোসেন রামচন্দ্র প্রিতয়ে ॥ ইদং লিখিতং মহাগ্রামনিবাসি শ্রীরামপ্রসাদ দাস বোস রোজ সনিবার ইতি শ্রীমঙ্গলচণ্ডিকায়ৌ নমঃ ॥

ওড়িষ্যায় (পুরী হইতে প্রাপ্ত) লিপাকৃত কবিকঙ্কণচণ্ডীর পাঠ বলিয়া নমুনাস্বরূপে আত্মকাহিনী অংশ উদ্ধৃত হইল।

[৩খ সুন ভাই সভাজন কবিত্তের বিবরন এই গিত হৈল জেন মতে
উরিয়া মা ৪খ] [৫ক য়ের বেশে কবির শীয়র দেশে চণ্ডিকা উরিলা আচম্বিতে।১।
সহর সিলিমাজ তাহাতে সজ্জনরাজ বৈশএউগি গোপিনাথ
তাহার তালুকে বসি দামিন্যাতে চাস চসি নিবাস পুরুষ ছয় সাত।২।
ধন্য রাজ মানসিংহ বিষ্ণুপদে জেন ভৃঙ্গ গৌরাঙ্গ উৎকল মহিপ
রাজা মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে রাজা হৈল মামুদ সরিফ।৩।

উজির হৈল রায়জাদা বেপারি বৈশ্যে খেদা ব্রাহ্মন বৈষ্ণব হৈল ঐরি
মাপে কোনে দিয়া দড়ি পন্দর কাঠায় কুড়ি নাহি মানে প্রজার গুহারি ।৪।
সরকার হৈল কাল খিলভুমি লেখে লাল বিনি উপকারে চাহে কড়ি
পোদার হইল জম টাঁকায়ে আড়াই আনা কম পাই লভ্য খায় দিন প্রতি ।৫।
ডিহিদার অবোধ খেজ টাকা দিলে নাহি রোজ ধান্য গরু কেহো নাহি কিনে
প্রভু গোপিনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দি কেমতে হইবে পরিত্রানে ।৬।
জান্দার দেয় অতি গাছে প্রজারা পালায় পাছে দুওার চাপিয়া দেয় থানা
প্রজা হৈল ব্যাকুলি বীচিএ ঘরগারি টাঁকা বস্ত হয় দশ আনা ।৭।
স্বহায় শ্রীমন্ত খান চণ্ডিবাটি জার গাঁন যুক্তি করিল ভিম খার সনে
দামিন্যা ছাড়িয়া জাই সঙ্গে রমানাথ ভাই পথে চণ্ডি দিলা দরসনে ।৮।
ভাঙ্গা নায়ে উপনিত রূপরাম হৈল মিত যদু কুণ্ড তিলি কৈল রক্ষা
দিয়া আপনার [৫খ ঘর নিবারন কৈল ডর দিল তিন দিবশের ভিক্ষা ॥৯॥
এড়াইল দুই নদি সদাই স্মরি বিধি দেউলে হইলাঙ উপনিতা।
দারুকে শ্বহায় করি পাইল চাণ্ডাল পুরি গঙ্গাদাস বড় কৈল হিতা ॥১০॥
শ্মরিয়া গদাধর পার হৈলাম দামোদর উপনিত গড়িঠা নগরে।
তৈল বিনে কৈল স্নান করিল উদক পান সিশু কান্দে উদকের তরে ॥১১॥
আশ্রম পোখরি পাড়া নৈবিদ্য সালুক পোড়া পুজা কৈল মন্ত্র প্রসন্ন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিশ্রমে নিদ্রা গেলা সেই ধামে চণ্ডি দেখা দিলেন স্বপনে ॥১২॥
মাতা কৈল মোরে দয়া দিলেন চরন ছায়া আজ্ঞা দিল রচিতে সঙ্গীত।
তোমার আদেস পাই সিলাই তরিয়া জাই আড়রাতে হৈলা উপনিত ॥১৩॥
আড়রা ব্রাহ্মনভুমি ব্রাহ্মন জাহার স্বামি নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ত বানি সম্ভাসিল নৃপমনি রাজা দিল পাঁচ পৌড়ি ধান।১৪।
সুধন্যা বাকুড়া রায় আঙ্গিল সকল দায় সিশু পাঠে কৈল নিজোজিত।
তার সুত রঘুনাথ রূপে গুনে অবদাত গুরু বলি করিল পুজিত।১৫।
সঙ্গে দামিনি নন্দি সে জানে সপন সন্ধি প্রতিদিন করেন জতন।
রঘুনাথ নরপতি নিত্য দেন অনুমতি গায়নেরে দিলেন ভুষন ॥১৬॥
বসন ভুষন হার আদি নানা অলঙ্কার সঙ্গেতে করিয়া সাজন। ৫খ]
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন ॥
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডির আদেশ পাই বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কন ॥১৮॥

৯৩ চণ্ডীমঙ্গল

মুকুন্দরাম

পুঁথিসংখ্যা ৯৪২ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২১/২"×৪১/২" । লিপিকাল ১২১৪ সাল ।

॥ শ্রীশ্রীরামঃ ॥

শুন ভাই সভাজন কবির্ত্তের বিবরন কবির্ত্ত হইল জেন মতে ।
উরিয়া মাএর বেশে কবির সিয়র দেশে চণ্ডিকা উরিলা আচম্বিতে ।
সহর সিলিমাবাজ জাহাতে সর্জ্জনরাজ নিবসে নেউকি গোপীনাথ ।
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাস চসি নিবশে পুরুশ ছয় শাত ।
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে মনভৃঙ্গ গৌড় বঙ্গ উৎকল মোহিত ।
রাজা মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে রাজা হইল মাহর্ম্মদ সরিফ ।
উজির হইল রায়জাদা বেপারি ক্ষেত্রিয়ে খেদা ব্রাহ্মণে বৈষ্টবে হইল ঐরি ।
কোনে কোনে দিয়া দড়া পোনের কাঠার কুড়া নাহি শুনে প্রজার গোহারি ।
সরকার হইল কাল খিলভুম করে লাল বিনি উপগারে খায় ধুতি ।
পোতদার হইল জম তঙ্কায় আড়াই আনা কম পাই লব্য খায় তঙ্কা প্রতি ॥
মির্থা হে জগাতি ভণ্ড পর দ্রব্যে করে দণ্ড ডাকা দেই দিবশ পহরে ।
বিসম রার্ষ্যের লোক পর দ্রব্যে জেন জোক দেখিতে দেখিতে নিত্য হরে ॥
ডিহিদার অবোদ খোজ টাকা বিনে নাহি রোজ ধান্য গোরু কেহো নাই কিনে ।
[প্র]ভু গোপিনাথ নন্দি বিপাকে হইল বন্দি এই হেতু ছাড়ি নিজ স্থানে ॥
জিলাদার প্রতি লাছে প্রজা পালায় পাছে দুয়ারে চাপিয়া দেই থানা ।
প্রজা প্রানে বিকলিত বেচে ঘর কুড়্যা নিত্য টাকাকের দ্রর্ব্য দষ আনা ॥
সোহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডিবাটি জার গাঁ যুক্তি কৈল গমির খাঁএর শনে ।
দামিন্যা ছাড়িয়া জাই সঙ্গে রমানাথ ভাই পথে চণ্ডি দিল দরশণে ॥
ভাই নাহি উপযুক্ত রূপরায় নিল বির্ত্ত জদু কুণ্ড তেলি কৈল রক্ষা ।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর দিল তিন দিবশের ভিক্ষা ॥
বাহিয়া মুণ্ডাই নদি সদাই শুঙরি বিধি ভেঙচায় হইলাম উপনিত ।
দারুকেশ্বরি তরি পাইল পাতুলপুরি গঙ্গাদাষ বহু কৈল হিত ॥
নারায়ণ পরাশর এড়াইল আমোদর উপনিত গোচড়্যা নগরে ।
তৈল্য বিনে কৈল স্নান করিল উদক পান সিষু কান্দে উদনের তরে ॥
আশ্রয় পুখুর আড়া নৈবিদ্য শালুক নাড়া পূজা কৈল কুমুদ প্রশন্নে

ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা জাই সেই ধামে চণ্ডি দেখা দিলেন শপনে ॥
করিল পরম দয়া দিল মোরে পদছায়া আজ্ঞা দিল রচিতে সঙ্গিত ॥
হাথে লয়্যা পত্র মসি আপুনি কলমে বসি নানা ছন্দে লিখিল সঙ্গিত ॥
পড়্যাছি অনেক তন্ত্র নাহি তথা সেই মন্ত্র আজ্ঞা দিল জপী নিতে নিত।
চণ্ডির আদেষ পাই সিলাই পেরায়্যা জাই আড়রায় হইলাম উপনিত ॥
আড়রা ব্রাহ্মণভূমি ব্রাহ্মণ জাহার শ্বামি নরপতি ব্যাষের শমান।
পড়িয়া কবির্ত্ত বানি সম্বাসিলাম নৃপমনি রাজা দিল দষ আড়া ধান ॥
যুবর্ণ্য বাকুড়া রায় অঙ্গিল সকল দায় যুতে পিঠে হৈল নিজোজিত।
তার যুত রঘুনাথ রূপে গুনে অবদাত গুরু করি পূজিল বিহিত ॥
সঙ্গতে ডামাল নন্দী সে জানে সপন সন্ধি অনুদিন করএ জতন।
নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি গাএনেরে দিলেন ভুষণ ॥
বির মাধব সুত রূপে গুনে অবদাত বির বাকুড়া ভাগ্যবান।
তার সুত রঘুনাথ রূপে গুনে অবদাত শ্রীকবিকঙ্কন রস গান ॥

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তী ভিমস্বাপী রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ লিখিত শ্রীমপম্বল পেষ্টা আর সদর পেষ্টার উপর পুর্ব্বতী শ্রীলক্ষীপুর চন্দ্রকোনার দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী অচিতিস্থ লিখিলাম শদর পেষ্ঠা দুই পাচি শ্রীরামধণ রায় লিখিলেণ সন ১২১৪ সাল ২৪ ফাল্গুন শবানন্দ দেবশম্মন।

৯৪ চতুর্দশ পটল

নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ৫১৮ ; পত্র ৭ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩১/২" × ৪১/২"। লিপিকাল ১০৮০ সাল।

আরম্ভ,

[১খ ৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ অহো গুরুবাং গরিমা গরিআন সৎপাদপদ্মোঅঙ্গাপীগুরু বা ভবন্তী ॥ গঙ্গাম্ভমাদ্রপোযথৌদিসদীগঙ্গোকাক্ষং এবং ভবন্তি ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
চৈতন্যের ভক্ত যত অনন্ত আপার লঘুগুরু ক্রম ভঙ্গে কি জানি তাহার।
আপনার মন সুদ্ধ করিবার তরে লিখিব প্রসঙ্গ কিছু সাধু অনুসারে।
রসিকের সঙ্গ বিনু নহে এই দেস রসিক যানেন সেই রসের বিসেস।
শ্রীকৃষ্ণভজনে এই পঞ্চ পরসর সাস্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রতি আর।
যাহা হইতে পুষ্ট মধুরত্ত নাম স্বকিআ পরকিআ দ্বিবিধ সংস্থান।

শেষ ও ভনিতা,

[৬খ পরকিয়া রশ হয় পরম মধুর রশীকমণ্ডলে সদা এই মনঝুর ।
অপ্রাকৃত রস এই জিবে নাহি হঅ অতএব অসম্ভব করিয়া মানয় ।
যেহেতু সম্বন্ধ এই ব্রজানুসারদ কহিতে অনেক মাত্র আছএ যগত ।
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি নিলাস্থক আদি রশীকমণ্ডলে এ সভার হঅ স্থিতি ।
ইৎসা ভাব হয় যত যত অলৌকী কর্ম্ম মহাজনে পায় সেই ইৎসা ভরি ধর্ম্ম ।
নির্জ্জনে বসিয়া নিজ প্রেম ভক্ত সঙ্গে এই সব বস্তু রস আস্বাদএ রঙ্গে ।
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ।
গোসাঞি করিল ছয় তত্ত্বের নিরুপনে গুরুতত্ত্ব নিলাতত্ত্ব বস্তুতত্ত্ব সনে
ভাবতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার এই ছয় তত্ত্বের করিল নিদ্ধার ।
সর্ব্বোপরি রাএর তত্ত্বের করিএ আশ্রয় নিরবধি ভাবচিত্তে রসসিদ্ধ হঅ ।
যেমন রশীক তার সমান [৭ক যাহা তাহা নাহি রহে প্রেমরস বিন্দু ।
বহু জন্মান্তরে ভাব অগোচর রীতে তাহাকে সম্ভবে এই রশীক চরিতে ।
সুকৃতি যদি পায় রসিকের সঙ্গ সেই সে বুঝিতে পারে রসের প্রসঙ্গ ।
বেদ বিধি অগোচর চরিত তাহার মুঢ়লোকে বোলে তাকে কহে দুরাচার ।
কি আচার কি বিচার ধরম করম কিছুই না জানে মাত্র রসে নিগমন ।
রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ করিআ মুর্ত্তিমান স্বরূপ করিয়া যার এ জাও পরান ।
বর্ত্তমান আরতি পীরিতি রসের সেবন নিজ অঙ্গে ভজএ এমনি ভক্তিজন ।
গুরুজন পরিজন বলে কুবচন সকলী সহএ সেহো করে সম্বোধন ।
নিজ সুখ দুখ তার কিছুই না মানে সব ইন্দ্রিয় সমান তারে করে সমর্পনে ।
তাহাতে হরিআ নিল এই তত্ত্বপ্রান নিছনী লইআ তাকে সব করি দান ।
পরম অমৃত অর্থ ভাবের কথন চিত্ত উদ্ভব বিনে ইহা নহে প্রকটন ।
রসময় রশীক চরনে নমস্কার জন্মে জন্মে পাও যেন চরন তাহার ।
শ্রীলোকনাথ গোসাঞি চরন করি আস চতুর্দ্দস পট্টন কহে নরোত্তম দাস ॥
ইতি চতুর্দ্দসপট্টন সমাপ্ত। ইতি সন ১০৮০ সাল তাঃ ১৭ ভাদ্র রোজ সনিবার এ পুস্তক লিখিতং শ্রীজগন্নাথ দাস দে ॥ সাকিম সুবর্ন্নমুখী এ পুস্তক শ্রী

৯৫ চৈতন্যভাগবত

বৃন্দাবনদাস

পুঁথিসংখ্যা ৯১৭; পত্র ৪১১; অখণ্ডিত; আকার ১০½"×৫"। লিপিকাল ১২৪৬ সাল।

[১থ শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নম ॥
নমঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দঅদ্বৈত চরনেভ্যঃ ॥
আজানুলম্বিতভুজৌ কলেকার দাতৌ সংকির্ত্তনৈকাপতরৌ কমলায় তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরো দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ বন্দে যগতপ্রিয়করৌকরুনাবতরৌ।
নম শ্রীকাল সত্যা জগন্নাথসুতায় চ সহত্যায় শপুত্রায় সকল ত্রায়তে নম।
অবতিনৌ সকাতিনৌ পরিছিনৌ সদিসরৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌদ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে।
জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ট তনৌ চন্দ্রৌ জয়তি জয়তি কির্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভ্রত্যস্তস্য বিশেষ মুর্ত্তে যয়তি ২ নিত্যতস্যশর্ব্ব প্রিয়ানাং।
আদ্যে শ্রীচৈতনপ্রিয় গোষ্টীর চরনে অশেসপ্রকারে মোর পরনামে।
তবে বন্দো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর নবদ্বিপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর।
আমার ভক্তের পুজা আমা হৈতে বড় সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দড়।
তথাহি শ্রীভগবদ্বাক্য।
আদর পরিচয্যায়ং সর্ব্বাঙ্গৈঃভি বন্দনে। মদ্ভক্তপুজাভ্যধিকাশর্ব্বভুতে সুশন্মতি ॥ ইতি
এতেক করিল আগে ভক্তের বন্দন অতএব আছে কার্য্যসিদ্ধের লক্ষন।
ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায় চৈতন্যকির্ত্তন শ্‌ফুরে জাহার কৃপায়।
যে প্রভু চৈতন্য জশ সহস্রেক মুখে গাইতে আছেন প্রভু সঙ্কর্শনরূপে।
মহারত্ন থুইলেন মহাপ্রিয় স্থানে জশরত্ন ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত বদনে।
অতএব আগে বলরামের বন্দন করিলে শে মুখে শ্‌ফুরে চৈত্যানকির্ত্তন।
সহস্রেক ফনাধর প্রভু বলরাম যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম।
হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড সরির চৈত্যানচন্দ্রের জসে মুক্ত মহাবির।
ততোধিক চৈত্যানের প্রিয় নাহি আর নিরবধি সেই দেহে করয়ে বেহার।
তাহার চরিত্র জেই জনে শুনে গায় শ্রীকৃষ্ণচৈত্যান তানে পরম শহায়।
মহাপ্রিত হয় তারে মহেশ পার্ব্বতি জিভ্যাএ শ্‌ফুরএ তারে সুদ্ধা সরশ্বতি।
পার্ব্বতি সহিত অর্ব্বুদ নারি লয়া সঙ্কর্শন পুজে শিব উপাসক হয়া।
পঞ্চম শ্‌কন্দের এই ভাগবত কথা শর্ব্ব বৈষ্ণবের বন্দো বলরাম গাথা।

[৮৫খ আদিখণ্ড কথা পরিপুর্ন এই হৈতে মধ্যখণ্ড কথা ইবে স্থন ভালমতে
জেবা স্থনে ইশ্বরের গয়ার বিজয় গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব হৃদয়ে।
কৃষ্ণ জস স্থনিলে কৃষ্ণের সঙ্গ পাই ইশ্বরের সঙ্গে তার কভু ত্যাগ নাই।
অন্তর্যামি নিত্যানন্দ বোলিলা কৌতুকে চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখীতে পুস্তকে।
তাহার কৃপায় লীখী চৈতন্যের কথা স্বতন্ত্র হইতে সক্তি নাহিক সর্ব্বথা।
কাশ্ঠের পুতলি যেন কুহুকে নাচায় এইমত গৌরচন্দ্র গোরেয়ে বোলায়ে।
চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি জানি য়েতে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানী।৮৫খ]
[৮৬ক পক্ষ যেন আকাসের অন্ত নাহি পায়ে যত দুর সক্তি তত দুর উড়ি যায়।
এইমত চৈতন্যের কথার অন্ত নাই যার যত সক্তি কৃপা তারে তত গাই।
নভঃ পতন্ত্যাত্য সমং পতত্রিন তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিত ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায় মোর নমস্কার ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।
সংসারের পার হঞা ভগক্তির সাগরে যে ডুবিবেক সে ভযুক নিতাইচান্দেরে।
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর এ বড় ভরোসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর।
কেহো বোলে কোন রূপ বুঝিতে না পারি…
কিবা যোগি নিত্যানন্দ কিবা ভক্তি জ্ঞানি যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি।
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে সে চরনধন মোর রহুক হৃদয়ে।
এত পরিহারেও যে পাপিনিন্দা করৈ তবে লাথি মারো তার সিরের উপরে।
যয় যয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজিবন তোমার নিত্যানন্দ মোর হউক শ্রবন।
তোমার হইয়া জেন গৌরচন্দ্র গাঙ জন্ম জন্ম জেন তোর সংহতি বেড়াঙ।
যে স্থনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা তাহারে গৌরচন্দ্র মিলিব সর্ব্বথা।
ইশ্বরপুরির স্থানে করিয়া বিদায় গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
স্থনিঞা শ্রীনবদ্বিপ হৈল আনন্দিত প্রাণ আসি দেহে যেন হৈলা উপনিত।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ যান ব্রন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥
দ্বাশমঃ ॥ [৮৬খ আদিখণ্ড কথাং দীব্যাং জে শৃনুস্তি পরাত্তবনঃ।
শর্ব্বা পরাধনির্ম্মুক্তাস্তেতবস্তী স্থনিশ্চিতং। যে পঠন্তি মহা অোনো বিলিখন্তি পরাদরৈঃ।
প্রণমে সিচতে সাং বৈত্তিশ্চত্যো বহরে স্মৃতিঃ। জন্মাবাদ্যগয়াভুমি গমনেষঃ কথোদয়ং।
তৎকথ্য বিজ্ঞ্যজনেনাদিখণ্ডস্য লক্ষনং কারুন্যে ভক্তি দাত্যত্যে চৈতন্যগুনবর্ন্ননে।
অমায়া কথনে নাস্তি নীত্যানন্দ সম প্রভুঃ ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিলীলা সম্পূর্ন্নঃ।
পুস্ত শ্রীগৌরহরি দত্ত লীখক: শ্রীসুদামচরন দাস দত্ত সাকে চাক্ষসডাশ্দ ১২৪৬ রোজ
মঙ্গলবার ভাদ্র ৪ হি দিবশ মাহ আশিন্য ইতিঃ ॥

[১৮০ক হেন দিন হবে কী চৈতন্য নীত্যানন্দ দেখীব বেষ্টিত চতুর্দীগে ভক্তবৃন্দ।
মুখেও জে জন বোলে নিত্যানন্দ দাস সে অবস্য দেখিবেক চৈতন্য প্রকাস।
চৈতন্যের প্রিয় যত নিত্যানন্দ রায় প্রভু নৃত্য সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায়।
জগতেরে দান দেহ প্রভু নিত্যানন্দ অহন্নিসি ভজি জেন প্রভু গৌরচন্দ্র।
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে জে ডুবিবেক যে ভজুক নিতাইচান্দেরে।
কাশে্টর পুতলি জেন কুহুকে নাচায় এইমত গৌরচন্দ্র মোরে জে বোলায়।
পক্ষ জেন আকাসের অন্ত নাহি পায় যত দুর সক্তি তত দুর উড়ি জায়॥
শ্রীচৈতন্যনীত্যানন্দচান্দ পহু জান ব্রন্দাবনদাস তচ্ছু পদযুগে গান॥২৮॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে সন্যাসকরনং নাম মাশ্চবিসতিতমোঽধ্যায় শ্রীমধ্যখণ্ড পুস্তক সমাপ্তঃ। স্বঅথর শ্রীসুদামপ্রসাদ দত্ত সাং চাঞ্চপাড়া প্রং পাইন্দা সরকার ও জেলা কটক তারিখ ২৮ হি মাহ আগ্রান সু ১২৪৬ সাল মোকাম স্বস্থানে দীবস দস ঘড়ি সময় সমাপ্ত ইতি। পুস্তককর্ত্তা শ্রীশ্রীগৌরহরি দত্ত সাং বাবুদা পং পাইন্দা সুভমস্ত শ্রীসুভস্ত পত্র নির্ন্নয় অন্তলীলাতে বর্ন্ন আছে ইতিঃ। ১৮০ক]

[১৩৭খ হেন পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির প্রভাব এহারে শে প্রভু গৌরচন্দ্র বোলি লাভ।
পাদস্পর্শ ভয় না করেন গঙ্গাস্নান সবে গঙ্গা দেখেন করেন চানপান।
এ ভক্তের নাম লৈয়া শ্রীগৌরসুন্দর পুণ্ডরিক নাম ধরি কান্দেন বিস্তর।
পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি চরিত্র সুনিলে অবস্য তাহারে কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ যান বৃন্দাবনদাশ তছু পদযুগে গান॥১১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে তিন লিলা সমাপ্ত হৈলেন। সিহমাপুর মোকামে বেলা ত্রিতিয় প্রহর সময় লিখন সমাপ্ত হৈল মদনমোহন ঘোসের বঙ্গলাতে। এ পুস্তক স্ব অক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মাঃ নিবাস সিহমাপুর॥ ১৩৭খ]

৯৬ ছড়া

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৯০; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১১"×৩"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের। দ্র. পরিশিষ্ট 'ক'।

শ্রীদুর্গা স্মরণং

যশোদে এ কী গো কেমন চরিতং তারকীনস্য সুনো গৃহে দ্রবং সর্ব্বং কিছু ন রহিলো মারিণামুদ্ভয়েন। যদী বা তাই নাহং তদা... বাধিতা ও কী জানে অগো মা মিথ্যা স্যাঃ সকল গদিতং তথ্যমস্যাঃ কিছু না॥

গুহ মিত্র করেক পিরিত্র···রতস্ত বিহরে। মম রাবণ পাদ বিভর্চ্চন রে ভট রাম বিনে দুখ কোন হরে ॥

৯৭ ছড়া

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৬৯৩ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৭½"×৩"। লিপিকাল আ. ১২৫ বৎসর আগের।

ওঁ নারায়নায় নমঃ ॥

পাত্যা খড়কে উড় জাগা বয়ঠা সিঙ্গল দিপ বেহু হুনকে চিৎ লাগায়া সির গিয়া বসকিস হাণ্ডি কাটকে হাড় বনাঞ মাস ভুন ভুন খায় মৃগছাল বিছায়কে তাপড় বৈঠ তেভু বেয় বাজয় ।১।

সখি হে বিরাট তন ২। সখি হে একদিন মোর দুখহীন বিধি মোর সখা তার ফিরে দিলে জাছি আমি কদমতালা দেখা পর দুই বেলার কালে।

এস বেই বস হিতা সোন তোমার বিটির কথা জল ফেলিয়ে জলকে জায় ভাত না খায় করে রোস সোন তোমার বিটির দোস।

৯৮ ছড়া (কড়চা)

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭৯২ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৫"×৩"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের।

নিলাম্বর চক্রবত্তি কহিল গনিয়া এই মাঝে পুত্র হবেন পুণ্যক্ষণ পাঞা।
চৌর্দ্দি সত শাত সকে মাস ফাল্গুন পৌর্ন্নমাষি সন্ধ্যাকালে হইল সুভক্ষ্যণ।
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উতর গ্রহণ ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সব সুলক্ষণ।
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন সকলঙ্ক চন্দ্রে য়ার নাহি প্রয়োজন।

৯৯ ছড়া (প্রশ্নোত্তরী) ইত্যাদি

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৮২৫ ; পত্র ১৫ ; খণ্ডিত ; খাতার আকার ১০"×৭"। লিপিকাল সন ১২৭২ সাল। দ্র. পরিশিষ্ট 'ক'।

শ্রীশ্রীদুর্গা

যুন যুন মহাসয় কহি গো তোমারে কেমনে জন্মিলে তুমি জনোনি জঠরে।
প্রথম মাষেতে তুমি কেমনে আইলে দুতীএ মাসেতে তুমি কেমন হইলে।
ত্রিতিয় মাসেতে তুমি কিষের সমান চতুর্থ মাসেতে তুমি কিসের প্রমান।
পঞ্চম মাশেতে তুমার কয় অঙ্গ হইল ছয় মাসেতে কয় রিপু খরিরে আইল।
সপ্তম মাসেতে গুরু কি জিজ্ঞাসিল অষ্টম মাসেতে গুরু কিবা জ্ঞান দিল।
নয় মাসেতে কয় ভূত খরিরে আইলো দয মাসে কোন গুরু গ্যেন হরে নিল।

॥ জবাব ॥

যুন যুন মহাশয় কহি গো তমারে বহু দুঃখে জর্ম্ম হইল জনোনি জঠরে।
প্রথম মাসেতে আমি রক্ত বিন্দুর প্রমান দুতিয় মাসেতে আমি মুষুরি কলাই সমান।
ত্রিতিএ মাসেতে আমি ডিম্বের গঠন চতুর্থ মাসেতে আমি শ্রীফল জেমন।
পঞ্চম মাশেতে আমার সব অঙ্গ হৈল ছয় মাশে ছয় রীপু সরিরে আইলো।
সপ্তম মাসেতে গুরু গেন জিগ্যাসিল অষ্টম মাসেতে গুরু গ্যান সিখাইল।
নয় মাষে পঞ্চভুত খরিরে আইল দয মাষে মহাগুরু কুল জিজ্ঞাসিল।
জখন জন্মিলেন আমি প্রিতিবি ভিতরে শ্রীপদ পাইলাম আমি মহাদেবের বরে।
শ্রীপদ পাইএ আমি হরসিত মন হয় নয় বুজে দেখ ভারথ পুরান॥

যুন যুন পড় শকল কহি জে তমারে গুরুদক্ষিনা পুস্তক হইল কেমন প্রকারে।
কোথা ছিল পুস্তক কেবা করিল শ্রীজোন পুথি হাত্তে নয়ে কেন করহো ভ্রমন।
তমাদির্গের শির্ক্ষাগুরুর কেবা হয় অবিধান এই সব বিত্যান্ত কিছু কহো শিষুগন।
শারদা দোহাই দিয়া ধরিলাম পুথি পুস্তক ছাড়াইআ লহ জদি থাকেন শকতি।
জদ্দপি পুস্তক তুমি ছাড়াইতে নার পুনুর্ব্বার গুরুর স্থানে অন্বেঅন কর।

॥ এহার জোবাব ॥

কহিলে অপূর্ব্ব কথা যুনিলাম শ্রীবনে কহি যুন জাহার শির্ক্ষা আদিগুরুর স্থানে।
জ্ঞানদাতা সদাশিব ত্রিদষ ইশ্বর জাহা হইতে হইল গেনের উদয়।
শিব শেবি গ্যেন পাইল মনি সাণ্ডিপোন জাহার কাছে শ্রীরাম কৃষ্ণ করিল পঠন।
অধ্যায়ন রাম কৃষ্ণ দুই শেখে দুই জোন গুরুপুত্র জিআইআ দিলেন দক্ষিনে।
শেই হইতে হইল গুরুদক্ষিনা প্রচার সে সকল লিলা এই যুন শারদ্ধার।

আমাদের শিক্ষাগুরু শ্রীঅমক মহাশয় তাহার ঠাই পড়ি পাট সুন মহাসয়।
শ্বরেশ্বতির পদে মর বিস্তর প্রনতি বিনয় করিআ কহি ছাড়াইআ পুথি।

বিনয় করে একটী কোথা জিজ্ঞাশি তমারে তুমি কেমন যুবদ সান্ত বুদ্ধিমন্ত বুঝিব এবারে।
তোমার মুখে যুনিব যুখে অদ্ভুত কাহিনি ধম্মের জম্মের কথা কহ দেখি যুনি।
কহ দেখি আদ্যের শক্তির জন্ম বিবরন কথায় জম্মি ব্রহ্মা অগ্নি হুতাসন।
কথায় জম্মীয়া মেঘ করয়ে গজ্জন কথায় জম্মিল মালা তিলক চন্দন।
কহ দেখি চন্দ্র সূর্য্য দুই জন কাহার নন্দন কহ দেখি প্রিথিবির মর্দ্ধে অবষ্টব
কোন জন। ইত্যাদি।

১০০ ছড়া

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯৬৩; পত্র ২; অখণ্ডিত; আকার ৬½"×২½", ৯½"×২½"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের।

শ্রীদুর্গা।

জলাদেশ্চ।

জলাদি আছয়ে যত ইজুপান্ত গণে অনে পদ সিদ্ধ হয়ঙ করেছো কেনে জলাদি পদের নাগিঙ থাকিতে চায় জলের আছাল জেন ইজুপান্ত পায়ঙ ঘনে বক্ষরিয়া অত করিলে বাদ কুলং পুলং বিপুল পদ কিশে সাধিবি সাদ পূর্ব্ব বৃত্তি দেখিয়া করঙ ঘুচিয়ে অত ঘোর যত দেখ সকল লিপিকরের মত। জলাদের মধ্যে যত ইজুপান্ত ছিল ঘন প্রকরনে সর্ব পদ সিদ্ধ হৈল আর জত জলাদি সব ভাবে মোনে মোনে কুল পুল বিপুল আকুল সিদ্ধ হইবে কেমনে ঘন বিধানের অনন্তর অত বিধান করো কুল পুল বিপুল আকুল সিদ্ধ হইল।

১০১ ছড়া

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯৯৬; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ৭"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

শ্রীশ্রীহরি সহায়।

গঙ্গা জমুনার মর্দ্ধে নৌকায় পথগানি চ অহং ব্রাহ্মর্ন ভোক্ষামি কোপষ্টি মম খিক।
আশা দত্তা নদা তার নদা তারং প্রিতিশ্ছেদক সয়ং দাতা হর কুষ্যা শোপাষ্টি মম খিকঃ।

কাচ বাত্তা কিমাশ্ছায্য কলল্লত্মা কশ্ছম দত্তে ইদমেচ······প্রষ্টকং কথং ইব জলং পিবেত ॥৩॥
তাম্বুলেন বিনেহে রাজ জাতি ভূতা স্বরেস্বতি ···নিস্বরে বানি গুহ কুলবধু জথা।
একাকাকি বস······ত পরবতে গঙ্গর মাদন কি মাথে···নকাসা··· যুথায় ॥৫॥

১০২ জন্মাষ্টমী পালা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯৯১ ; পত্র ২ ; খণ্ডিত ; আকার ১১″×৪″। লিপিকাল ১২৮৩ সাল।
[৩ক মোর বোলে ওভিলম্বে চল তুমি ভুমি দুর্গা কালি হবে তুমি বিজয়া বষ্টমি।
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ট মাধবি কলিকা মায়া নারাওনি গৌরি সারদা অম্বিকা।
নরলোক করিবে তোমার অশ্চনা নানা উপহার পুজা দিবে সর্ব্বজনা।
কৃষ্টের পাইএ আজ্ঞা দেবি মন করে দেবকির গর্ত্ত রাখে রুহিনি ওদরে।
সবে কয় হায় হায় বিধাতার হাত হায় হায় দেবকির হইল গর্ত্ত পাত।
তার পরে মনেতে ভাবিল নারায়ন প্রেবেস করিল বসুদেবের ভবন।
দেবকি ধরিল গর্ত্ত পতঙ্গের প্রায় পুর্ব্ব দিগে পুন্নচন্দ্র সোভা জেন পায়।
দেবকির গর্ত্ত দিপ্ত আল করে ঘর তা দেখিএ মনে মনে চিন্তে নৃপবর।
এই চিন্তে করি সদা কংশ রাজা থাকে খাইতে যুইতে কৃষ্ণ অভিরথ দেখে।
ষুতিকা মন্দির ঘরে করিআছে আল জসমতির ঘরে চাঁদ পুন্ন সলকল।
হেনকালে ব্রহ্মা আদি জত দেবগন গর্ত্তগত কৃষ্ণচন্দ্র কৈল দরসন।
যুভকাল যুভতিথ জোগ ঘোর অন্ধ রাতি রুহিনি নক্ষত্র মত্রা কৃষ্ণ অষ্টমি তিথি।
যুপ্রসন্ন দস দিগ জন্মে জনার্দ্দন কিন্নরে করিছে গান মউরে পেকম।
উচ্ছ পদ ছাড়িএ বর মাগিলে আমারে অতএব জর্ম্ম নিলাম তোমাদের ঘরে।
সংপ্রিতি আমারে লহ নন্দের মন্দিরে জশদারে দিএ মোরে কন্নে আন ঘরে।
এ কথা শুনিএ বসু পুত্র নিল কোলে উঠে জেতে নিগুড় বর্ধন ঠেকে তার গলে।
মোধ্য পথে জমুনা দেখি ভাবে মনে মনে মন্দ বিষ্টি ঘোর নদি তরিব কেমনে।
বসুর ভাবনা দেখি অন্তরে জানিল মায়ার শ্রীকালি এক চরিত্র করিল।
পার হই জমুনা দেখিল সাক্ষাতে হরি কোলে বসুদেব নাবিল তুরিতে।
জমুনার মধ্য খসে পড়ে হাতে হইতে হাতাড়িএ বলে বসু কান্দিতে কান্দিতে।
আপনার পুত্র মারি জলে ডুবাইএ দেবকি পুছিলে তারে কি বলিব গিএ।
একথা শুনিএ বসু শোকে অচেতন বসুর ভাবনা দেখি দয়া কৈল নারায়ন।
[৪ক হাতাড়িতে হাতে হরি ঠেকিল তখন বিশাদে কুসল হৈল হরসিত মন।

পুত্র কোলে করি বষু করিল গমন   নন্দের দারেতে গিএ দিল দরশন।
মুকুতার কপাট সব দুয়ারে দুয়ারে   নিদ্রাতে গুয়া সব দেখে চারিধারে।
জোগমায়া প্রসব হএচে নন্দরানি   কিম্বা পুত্র কিম্বা কন্নে কিছুই না জানি।
ধিরে ধিরে কুমার এড়িএ তার পাসে   কন্নে কোলে করিএ চলিল নিজ বাসে।
কান্দিতে কান্দিতে বষু চলে নিজ বাসে   কন্নে আনি সোয়াইল দেবকির পাসে।
শুনিএ বালক গ্রেহে কিংন্দনের ধনি   তত্ত পেয়ে অতি বেগে আইল নৃপমান।
কন্নে দেখি কংসরাজা নয় কোলে হইতে   কাতর হইএ বষু ধরে তার হাতে।
মারিলি তনয় ছয় পাপিষ্ট রাজন   সেস দসার কন্নে আজ মোরে দেহ দান।
নিভশ্চন করে তারে লএ গেল দুরে   কন্নে আছাড়িএ মারে সিলের উপরে
হাতে হইতে পিছলিএ পড়িল অম্বরে   দশভুজএ সংঙ্ক চক্র আদি ধরে।
মারিলি রে কংস রাজা কি দোশ কোরিল   তোর ওরে রাজা গোকুলে বাড়ল।
এত বলি গেল দেবী রহে নানা স্থানে   অষ্ট সতো নাম হই বেসের বচনে॥
সন ১১৮৩।২৮ ফাল্গুন অথ শ্রীকৃষ্টের জন্ম অষ্টমি সমাপ্ত॥

১০৩ জ্যোতিষের পাতড়া

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭১৭; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১২″×২১/২″। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের।

শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ॥
সভার ভিতর যে নর ভনে   তার অক্ষর করিব নবগণে।
তিথি বার দিঞা লেখ   সাতে হরিঞা প্রমান দেখ।
এক তীন আর বান   যমঘর হয়িতে বাহুড়িঞা আন।
দুই চারি আর ছয়   চারি পাঁচে তাহা য়য়।
শূন্যে শূন্যে পাই জবে   সেই দিন মরে তবে।

১০৪ জ্যোতিষের পাতড়া

বরাহ

পুঁথিসংখ্যা ৮৫৬; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ৮১/২″×২″। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বের।

শ্রীদুর্গা ॥

আষাঢ়্যাং পৌর্ন্নমাস্যাং সুরপতি ককুভো বাতি বাতঃ প্রকোপং সস্যধ্বংসং প্রকুর্য্যাৎ যদি দহন দৃশো মন্দবৃষ্টির্যমেন নৈঋর্ত্যাং নিষ্ফলিস্যাৎ বরুণ বহুজনো বায়ুনা বায়ুকোপঃ কৌবেয্যাং শস্যপূর্ন্না প্রভবতি মুদিচা মেদিনীসস্তুনাপি।

ফাল্গুন মাসের রোহিনির যোগ তাতে জানবেন বর্ষার ভোগ।

সপ্তমীতে ধান অষ্টমীতে বান নবমীতে সুখান।

কহেন বরাহ বর্ষার সন্ধি গাছের আগে মীনে ফন্দি।

কি কর সৌর উমান মান শয়ন একাদশী বর্ষার প্রমান।

মেঘে আচ্ছাদিত রবিকর পৈঠে চারি মাস বর্ষা সুখেতে বর্ষে ॥

১০৫ জ্যোতিষের পাতড়া

থনা

পুঁথিসংখ্যা ৮৬৬; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১১"×৭"। চিত্রিত; লিপিকাল সন ১২১৯ সাল।

আট আট রয় আট সে ঘরে সাৎ সত রয় সেত্তাই মরে।
ছয় সো নয় নব্য আস পাচ পন রয় দেখি উদাস।
চারি চোত্তয় দেসে বাস তিন তেরয় খুয় কাজ।
দুই বারয় আছে সুখে এক এগারয় পথে দেখে।
নয় নব্য হয় পরিচয় জোতিষের বচন খোনায় কয় ॥
শ্রীরামসুধির চক্রবর্ত্তি ॥

১০৬ জ্যোতিষের পাতড়া

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯৬৪; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১০"×১½"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের।

শ্রীদুর্গা।

ষভামধ্যে জে জন ভনে তার কথাটি জে জন সোনে।

বার তিথি করে এক আট ৮ সাত ৭ দিয়ে হরে দেক।

এক ১ তিন ৩ পাচ ৫ থাকে যবে জমঘর হতে এসে তবে।

শন্নি যদি পড়ে তবে নিকটে মরন হবে।

দুই চার ৪ থাকে ছয় দশে পাঁচে মরন হয় ॥

১০৭ জ্যোতিষের পাতড়া, মন্ত্র

বরাহমুনি

পুঁথিসংখ্যা ৯৮৮; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১৩"×৩"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

নামজনন্যা গ্রহতিথিভাস্থ জন্মাত মাসে বেদযুতাস্থ একিকীত্যঃ সপ্ত হরানিরবিত্ত কন…পুত্র বরে।…সোমে মত ঞ্রে… গর্ভে নষ্টঃ যদিহ শূন্যে।

অমুক বাত্রা জে জন ভনে   নাম নেবে তার নব শুনানে।
বার তিথি করিয়া এক   সাতে হরিয়া মরন দেখ।
পক্ষ বেদ আর রিতু   নিশ্চয় জানিবে মরন হেতু।
চন্দ্র নেত্র আর বান   যমঘর হইতে টানিয়া যান।
শুন্যে শুন্যে পড়িবে জবে   নিশ্চয় জানিবে মরিবে তবে।

ভৌমে চৈব গতে দুরে রবি শুক্রপতে স্থিতে শনি গুরৌ বিলম্ব স্যাৎ আগতা বুধ সোময়ো।
জয় মাসের গর্ভ নারি নাম যত অক্ষর   জয় লোক শুনে পক্ষ্য দিয়া এক কর।
সাতে হর চন্দ্র নেত্র বান যদি রয়   অজগ্মা পুত্র যুগ্মে কন্যা জানহ নিশ্চয়॥

॥ পেটবেথা॥

ভিম হইতে অর্জুন বড় বির। রামের তিসিরা বানে অমুকার অঙ্গের বাই বাত বাতাস পিত্তি অম্বল বেদনা কাটিয়া কর চৌচির। কার আজ্ঞা শ্রীরামের আজ্ঞা সীগ্র কাট না॥

আট আঠার আসে ঘরে   সাত সতের সেতা মরে।
ছয় সোলয় পথে বাস   পাচ পোনের হয় উদ্বাস।
চার চোদ্দোয় দেসে রাজ   তিন তেরয় ক্ষুয়া কাজ।
দুই বারয় আসিবা মুখি   এক এগারয় পথে দেখি।
নয় নবগ্রহ পরিচয়   এই খড়ি বরাহমনি কয়।

আট চৌটে কার্য্য লোটে   দুই আটে মরন ঘটে।
সাত পাচ তিন কুশল বাত   নয়ে একে হাতে হাত॥ গনা॥

১০৮ ঠিকুজি

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭৪৬ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৫"×৭"। লিপিকাল সন ১১৮৮ সাল।

৭ঁশ্রীশ্রীহরিঃ স্মরণং।

যুভ জর্ম্ম—

সন ১১৮৮ সালের ২৫ ফালগুন বুধবার কৃষ্ণপক্ষী অষ্টমি তিথি ১৮ জেষ্টা নক্ষ্যত্র রাত্রৌ ১৭ সতের দণ্ড মধ্যে বিশ্চক রাস্যা রাসিং নাম শ্রীজাদবেন্দ্র দেবসম্মা ডাকীবার নাম শ্রীরামষুন্দর দেবসম্মা ভরদ্রাজ গোত্র—

১০৯ তন্ত্রের তালিকা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৬২১ ; পত্র ৪ ; অখণ্ডিত ; আকার ১১"×৪"। লিপিকাল ১২৩৩ সাল। লিপিকর হরিদেব শর্ম্মা।

অন্নদাকল্পতন্ত্রম্ ॥১॥ উত্তরকামাখ্যাতন্ত্রম্ ॥২॥ উত্তরতন্ত্রম্ ॥৩॥ উমাজামলম্ ॥৪॥ কামাখ্যাতন্ত্রম্ ॥৫॥ কঙ্কালমালিনীতন্ত্রম্ ॥৬॥ কমলাতন্ত্রম্ ॥৭॥ কমলাবিলাসতন্ত্রম্ ॥৮॥ কাত্যায়নীতন্ত্রম্ ॥৯॥ কামধেনুতন্ত্রম্ ॥১০॥ কালীকল্পতন্ত্রম্ ॥১১॥ কালীকুলামৃততন্ত্রম্ ॥১২॥ কালীকুলার্ণবতন্ত্রম্ ॥১৩॥ কালীক্রমতন্ত্রম্ ॥১৪॥ কালীতন্ত্রম্ ॥১৫॥ কালীবিলাসতন্ত্রম্ ॥১৬॥ কুব্জিকাতন্ত্রম্ ॥১৭॥ কুমারীতন্ত্রম্ ॥১৮॥ কুলপ্রকাশতন্ত্রম্ ॥১৯॥ কুলাচারতন্ত্রম্ ॥২০॥ কুলার্ণবতন্ত্রম্ ॥২১॥ কৌলাবতীতন্ত্রম্ ॥২২॥ গন্ধর্ব্বতন্ত্রম্ ॥২৩॥ গায়ত্রীতন্ত্রম্ ॥২৪॥ গুপ্তদীক্ষা-তন্ত্রম্ ॥২৫॥ গুপ্তসাধনতন্ত্রম্ ॥২৬॥ গুপ্তার্ণবতন্ত্রম্ ॥২৭॥ গুরুতন্ত্রম্ ॥২৮॥ ১খ]

গৌতমীয়তন্ত্রম্ ॥২৯॥ গৌরীজামলম্ ॥৩০॥ তারাভক্তিসুধার্ণব ॥৩১॥ তারারহস্যম্ ॥৩২॥ তারারহস্যবৃত্তিঃ ॥৩৩॥ তারার্ণব ॥৩৪॥ তারাসার ॥৩৫॥ তোড়লতন্ত্রম্ ॥৩৬॥ ত্রিপুরা-কল্পঃ ॥৩৭॥ ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়ঃ ॥৩৮॥ ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রম্ ॥৩৯॥ দক্ষিণামূর্ত্তিকল্পঃ ॥৪০॥ দত্তাত্রেয়জামলম্ ॥৪১॥ দুর্গাকল্পতন্ত্রম্ ॥৪২॥ দেবীজামলম্ ॥৪৩॥ দেব্যাগমঃ ॥৪৪॥ নবরত্নেশ্বরতন্ত্রম্ ॥৪৫॥ নারায়ণীতন্ত্রম্ ॥৪৬॥ নিগমকল্পলতা ॥৪৭॥ নিগমকল্পসারঃ ॥৪৮॥ নিগমতত্ত্বসারঃ ॥৪৯॥ নিত্যাতন্ত্রম্ ॥৫০॥ নিবন্ধতন্ত্রম্ ॥৫১॥ নিরুত্তরতন্ত্রম্ ॥৫২॥ নির্ব্বাণ-তন্ত্রম্ ॥৫৩॥ নীলতন্ত্রম্ ॥৫৪॥ পরদেবীরহস্যম্ ॥৫৫॥ পিঙ্গলামন্ত্রঃ মতঙ্গ ॥৫৬॥ পিচ্ছিলা-তন্ত্রম্ ॥৫৭॥ ২ক]

প্রপঞ্চসারঃ ॥৫৮॥ প্রয়োগসারঃ ॥৫৯॥ ফেৎকারিণীতন্ত্রম্ ॥৬০॥ বালাবিলাসঃ ॥৬১॥ ব্রহ্মজামলম্ ॥৬২॥ ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্রম্ ॥৬৩॥ ভগবদ্‌ভক্তিবিলাসতন্ত্রম্ ॥৬৪॥ ভুবনেশ্বরীতন্ত্রম্ ॥৬৫॥

ভুবনেশ্বরীপারিজাততন্ত্রম্ ॥৬৬॥ ভূতশুদ্ধিতন্ত্রম্ ॥৬৭॥ ভৈরবজামলম্ ॥৬৮॥ ভৈরবতন্ত্রম্ ॥৬৯॥ ভৈরবীতন্ত্রম্ ॥৭০॥ মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশঃ ॥৭১॥ মন্ত্রদর্পণঃ ॥৭২॥ মন্ত্রমহোদধিঃ ॥৭৩॥ মন্ত্র-মুক্তাবলী ॥৭৪॥ মন্ত্ররত্নম্ ॥৭৫॥ মহাকালমোহিনীতন্ত্রম্ ॥৭৬॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ ॥৭৭॥ মহানীলতন্ত্রম্ ॥৭৮॥ মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রম্ ॥৭৯॥ মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রম্ ॥৮০॥ মাতৃকাভেদ-তন্ত্রম্ ॥৮১॥ মানসোল্লাসঃ ॥৮২॥ মায়াতন্ত্রম্ ॥৮৩॥ মালিনীতন্ত্রম্ ॥৮৪॥ মালিনী-বিজয়ঃ ॥৮৫॥ ৩ক]

মুণ্ডমালাতন্ত্রম্ ॥৮৫॥ মৃড়ানীতন্ত্রম্ ॥৮৬॥ মেরুতন্ত্রম্ ॥৮৭॥ যোগিনীতন্ত্রম্ ॥৮৮॥ যোগিনী-হৃদয়ম্ ॥৮৯॥ রামার্চ্চনচন্দ্রিকা ॥৯০॥ রুদ্রজামলম্ ॥৯১॥ রেবাতন্ত্রম্ ॥৯২॥ লক্ষসাগরঃ ॥৯৩॥ লক্ষ্মীকুলার্ণবঃ ॥৯৪॥ লিঙ্গার্চ্চনচন্দ্রিকা ॥৯৫॥ বরদাতন্ত্রম্ ॥৯৬॥ বর্ণভৈরবঃ ॥৯৭॥

বামকেশ্বরতন্ত্রম্ ॥৯৮॥ বামদেবতন্ত্রম্ ॥৯৯॥ বারাহীতন্ত্রম্ ॥১০০॥ বিদ্যানন্দনিবন্ধঃ ॥১০১॥ বিদ্যোৎপত্তিতন্ত্রম্ ॥১০২॥ বিমলাতন্ত্রম্ ॥১০৩॥ বিশ্বসারতন্ত্রম্ ॥১০৪॥ বিষ্ণুজামলম্ ॥১০৫॥ বীরতন্ত্রম্ ॥১০৬॥ বৃহত্তন্ত্রসারঃ ॥১০৭॥ বৃহত্তোতলাতন্ত্রম্ ॥১০৮॥ বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রম্ ॥১০৯॥ বৃহদ্রুদ্রজামলম্ ॥১১০॥ বৃহন্নির্ব্বাণতন্ত্রম্ ॥১১১॥ বৃহন্নীলতন্ত্রম্ ॥১১২॥ বৃহন্মায়াতন্ত্রম্ ॥১১৩॥ ব্যোমকেশতন্ত্রম্ ॥১১৪॥ ব্যোমবক্তৃতন্ত্রম্ ॥১১৫॥ শক্তিজামলম্ ॥১১৬॥ শক্তিতন্ত্রম্ ॥১১৭॥ শক্তিসঙ্গমতন্ত্রম্ ॥১১৮॥ ৪ক]

শাক্তক্রমঃ ॥১১৯॥ শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ॥১২০॥ শাম্ভবীতন্ত্রম্ ॥১২১॥ শারদাতন্ত্রম্ ॥১২২॥ শারদাতন্ত্রটীকা ॥১২৩॥ শারদাতিলকম্ ॥১২৪॥ শাশ্বততন্ত্রম্ ॥১২৫॥ শিখরিণীতন্ত্রম্ ॥১২৬॥ শিবতাণ্ডবম্ ॥১২৭॥ শিবরহস্যম্ ॥১২৮॥ শিবার্চ্চনচন্দ্রিকা ॥১২৯॥ শৈবরত্নম্ ॥১৩০॥ শৈবাগমঃ ॥১৩১॥ শ্যামাকল্পলতা ॥১৩২॥ শ্যামাপ্রদীপঃ ॥১৩৩॥ শ্যামারহস্যম্ ॥১৩৪॥ শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা ॥১৩৫॥ শ্যামাসপর্য্যাক্রমঃ ॥১৩৬॥ শ্যামাসপর্য্যাবিধিঃ ॥১৩৭॥ শ্রীকুলার্ণবঃ ॥১৩৮॥ শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিঃ ॥১৩৯॥ সনৎকুমারতন্ত্রম্ ॥১৪০॥ সময়াতন্ত্রম্ ॥১৪১॥ সময়াচারতন্ত্রম্ ॥১৪২॥ সরস্বতীতন্ত্রম্ ॥১৪৩॥ সম্মোহনতন্ত্রম্ ॥১৪৪॥ সারচিন্তামণিঃ ॥১৪৫॥ ৫ক] সারসংগ্রহঃ ॥১৪৬॥ সারসমুচ্চয়ঃ ॥১৪৭॥ সারস্বততন্ত্রম্ ॥১৪৮॥ সিংহবাহিনীতন্ত্রম্ ॥১৪৯॥ সিদ্ধলহরীতন্ত্রম্ ॥১৫০॥ সিদ্ধবিদ্যাদীপিকা ॥১৫১॥ সিদ্ধান্তসারঃ ॥১৫২॥ সিদ্ধেশ্বরীতন্ত্রম্ ॥১৫৩॥ সোমশম্ভুঃ ॥১৫৪॥ স্বচ্ছন্দমাহেশ্বর-তন্ত্রম্ ॥১৫৫॥ স্বতন্ত্রতন্ত্রম্ ॥১৫৬॥ হংসমাহেশ্বরঃ ॥১৫৭॥ হংসপারমেশ্বরঃ ॥১৫৮॥ হরগৌরী-সংবাদঃ ॥১৫৯॥ হারবিলাসঃ ॥১৬০॥

শ্রীহরিপাদপদ্মে মতিরস্তু মে সদা। লিখিতমেতৎ শ্রীশ্রীহরিদেব শর্ম্মণা ॥ ৬ক]

১১০ তরণীসেনের পালা

রামশঙ্কর

পুঁথিসংখ্যা ৭০১ ; পত্র ১৬ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩"×৪২/৩"। লিপি সন ১২০৭ সাল।

[৩খ বন্দিয়া জানকিনাথ কহিল সঙ্কর। দয়া কর অনাথবান্ধব রঘুবর॥

[৪খ ভাবিয়া রাঘবচরনকমল শ্রীরামসংঙ্করে বলে।

সমন দমন কারন স্মরন লইনু চরনতলে॥

[৯ক বন্দিয়া জানকিনাথ কহেন সংঙ্কর। দয়া কর জানকি লক্ষন রঘুবর॥

শ্রীরাম সংঙ্কর [কয়] স্থন প্রভু দয়াময় সেবকের রহি ধন মান।

[১৪ক বন্দিয়া জানকিনাথ কহেন সংঙ্কর। দয়া কর জানকী লক্ষন রঘুবর॥

[১৬খ [বন্দিয়া] জানকিনাথ শ্রীসঙ্করে কয়। তরনির স্থনিলে যুর্দ্ধ পাপ হয় ক্ষয়॥

পুষ্পিকা,

ইতি তরনির পালা সমাপ্তং। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং। লিক্ষকো দোস নাস্তি। ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ···ভ্রম। সাঅক্ষর শ্রীগুরুপ্রসাদ দাস দত্তস্য। সাং মোহনপুর। পরগনে বায়ড়া। সরকার মন্দারন সমাপ্ত। বেলা এক প্রহর থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত হইল ইতি তাং ১৯ [আ]সিন সন ১২০৭ সাল রোজ স্থক্রুবার আদাদণ্ড্যং ন দাতারঃ সমাপ্ত॥

১১১ দক্ষিণরায়ের পুস্তক (জাগরণ)

কৃষ্ণরাম কাএস্ত

পুঁথিসংখ্যা ৮৮৫ ; পত্র ১১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৪২/৩"×৫"। লিপিকাল সন ১২২৭ সাল। সমগ্র পুঁথিখানি মুদ্রিত হইল।

[১ক সেবক শ্রীরামকান্ত পণ্ডিত প্রনামা

[১খ ৭শ্রীশ্রীরামঃ শ্রীশ্রীদুর্গা

লিখিতং শ্রীদক্ষিন রাএর পুস্তকং।

বন্দিলেম কায় ঠাকুর দক্ষিন রায় ঠাকুরের চরনকমলে

বনে লিলা রাজরানি পঞ্চ পাত্র সঙ্গে আনি উর ঘটে ভকতবস্থল।

যুবেস প্রভুর তাড়বালা কনকের কণ্ঠমালা কুণ্ডল উর্জ্জলা দুই কানে

মহলে মলঙ্গেগন বাহুলিয় জত জন জয় জয় পুজিল তোমার সনে।

(এ) ইহাতে জাহার হেলা উপারাগ বাগের রেলা চিচেকের ছাড়িতে ভয় লাগে।

নল মম মধু আর এ সকল অবতার বাহুলে মাহুল্য কত ঠাই

পুজিলে জে নাই খায় বাগেরা বিমুখ জায় তোমার ক্রপায় ভয় নাঞি।

রাজস্থানে রনে বনে তোমার শদর্ত্ত শাস্ত মনে তোমার সেবকে দুঃখ´ কিবা
কন কবি ক্রেষ্ণরাম নায়েকের পুর কাম গায়েনে বায়েনে বর দিবা ॥

ডিঙ্গা গড়াইতে পাটনে জাইতে আদেশ করিল কাষ্ট কাটিয়া আনিতে।
সেরুপা পাইয়া চলে বাউলে রতাই লইয়া প্রধান পুত্র আর ছয় ভাই।
খরধার কুঠারি·লইয়া কতখান ভক্ষ উপহার কত নৌকার শামান।
এক চাপে জায় সভে সুখে গায় সারি গয়গচর নাই স্থান উর্ত্তরিল খাড়ি।
ঘাটে চাপাইল নৌকা বান্ধিল খোটায় কুঠারি ধরিয়া সভে উঠিল ডিঙ্গায়।
বাছিয়া বাছয় গাচ বড় বড় জত কাটিতে লাগিল কাষ্ট মনের জত।
দক্ষিন রায়ের এ ১খ]ক পুজা বলি মানি সেই জে বনেতে আছে কেহ নাহি জানি।
দেখিয়া ডাগর গাছ সভে তাহা কাটে তিলেক বিপত্য এই প্রমাদ এই ঘটে।
দক্ষিন রায়ের ক্রোধ হইল জানিয়া আদেসিল ছয় বাগ নিকটে য়ানিঞা।
মামুদে কুমুদে সদা আর টঙ্গভাঙ্গা বর্জ্জিরদন্ত খানধাউড়ে চক্ষু আর রাঙ্গা।
রায়ের সাক্ষে´তে আসি করিল প্রনাম হইল রায়ের আজ্ঞা ভনে ক্রেষ্ণরাম ॥

রতাই বাউলে আর পুত্র না মারি তার ছয় ভাই বদই এখানে।
তন্থ জেন শেশে পাই চলে বাগ তারা ধাই ভাঙ্গিলেক ছয় জনার ঘাড়
রক্ত´মাঙ্গো খাও বনে সাদুল্যরা ছয় জনে সভেমাত্র রাখি দিল হাড়।
হেনকালে রত্নাকরে ডাকে দক্ষিন ইশ্বরে হায় হায় কান্দেন উচ্চ´স্বরে
ভেল ফেলই সেইখানে পন্থ সামাইল বোনে ঠাকুর দেখিল রথভরে।
রান্ধিয় খাইতেছিল হেনকালে হানা দিল বাউল্য সমাজ গণ্ডগোল
হাই হুই ডাকে ছাড়ে বড় বড় ঠেঙ্গা ঘাড়ে মার মার পড়ে ঘন রোল।
নিমিতে গ্রামেতে বাস নাম ভগ ২ক] বতিদাষ কায়েত কুলেতে উর্ত্তপতি
হইয়া জে একচিত্ত রচিল রায়ের গিত ক্রেষ্ণরাম তাহার সন্ততি ॥

বোনের ভিতর জে দক্ষিন ইস্বর সপনে বলেন সাধু যুন রত্নাকর।
পুত্র বলিদান জদি দেহ এই বনে কাষ্ট পাবে প্রান রবে তবে পরিত্রানে।
এতেক যুনিঞা রতা ভাবিতে লাগিল পুত্রের তরেতে রতা কহিতে লাগিল।
পুত্র বলে বাপারে করিয়া জোড়পানি যুভক্ষনে জন্ম আমার হইল ধরনি।
বাপা তুমি জায় তুষ্ট সেই ভাগ্য´ধর পিতার অবাস্থ হইলে পাতক আমার।

পিতা সোকরিলে রাখিতে কার সক্তি ধম্ম যক্ত কাম মুক্ষ পিতাপদে ভক্তি।
যুনিঞা পুত্রের কথা কান্দিতে কান্দিতে হিয়ে উথরলি বুক না পারে ধরিতে।
তখন ত রত্নাকর কোন বুদ্ধি কৈল স্নান করাইয়া পুত্র তথায় আনিল।
আমি কিছু নাহি জানি দক্ষিনের লেস হাথে খড়গ লইয়া পুত্রের ধরে কেস।
আর কিছু নাহি জানি সকলি জান রায় ২খ] রত্না কোপে কাটিয়া দক্ষিনা কৈল তায়।
যাহা বিধি নিদারুন কি করিলে মোরে গুনকর বাছা যামার গেল কোথাকারে।
মায়ের কানের সোনা যাচলের নিধী গহন কাননে যাসি বাম হইল বিধি।
যার না জাইব যামি বড় নদির মুখে দেসে গেলে কি বলিব বড়দর লোকে।
রত্নার রোদনে ঠাকুরে দয়া উপজিল কণ্ঠের উপর মুণ্ড বসাইয়া দিল।
মৃতে সঞ্চারিতে পাছে জিব সঞ্চারিল গুনকরকে কোলে করি রত্নার কাছে গেল।
যার না কান্দহ রাউলে যুন রত্নাকর কাটেছিলা তোর পুত্র যামার ঠাঞি ধর।
এত যুনি রত্না চায় মাথা জে তুলিয়া জেন যাকাসের চন্দ্র পাই হাত বাড়াইয়া।
অমৃতকুণ্ডের জল গায়ে দিল ফেলি জিয়ে উঠে ছয় ভাই করে কোলাকুলি।
বিবরিয়ে জানিল রায়ের যনুভব সাত জনে একেত্র হইয়া করে স্তব।
তখন ত রত্নাকর কোন কর্ম্ম কৈল সাত মাড় কাষ্ট বান্ধে সাজন করিল।
রায়েরে ভাবিয়া কাষ্ট ভাঙ্গিয়া চলিল বড়দহর ঘাটে গিয়া উপনিত হইল।
বাড়িতে কহিতে দুত গেল রড়রড়ি যুনিঞা জে পুষ্পদত্ত মনে তুষ্ট বড়ি।
রায়ের চরন ভাবি ক্রিষ্ণরাম গায় নাএকের তরে বাপা হবে বরদায়॥ ৩ক]

যুনিঞা যুস্থর্য্যযুত পরম যানন্দযুত যুবর্ন্নের চাঙ্গড়া ফিরায়ইল
ডিঙ্গা জে গড়িতে পারে সর্ত্তরে যাসিয়া ধরে এমনি নগর জানাইল।
কৈলাসেতে ভগবান বিস্যকর্ম্মে হনুমান আদেস করি[ল] দোহাকারে
তবে দোহে হয়া নর পবনে করিয়া ভর যুবর্ন্নের চাঙ্গাড়া গিয়া ধরে।
ততক্ষনে দোহাকারে লয়ে গেল কর্ন্নধারে উপস্থিত সাধুর গোচরে
পুষ্পদত্ত সদাগর জিজ্ঞাসিল তারপর ডিঙ্গা হবে মাস দুই পরে।
এতেক কহিয়া কথা বিদায় হইল তথা গেল বাঁসা করিবার ছলে
যর্দ্ধেক জামি জানি ভাবিয়া পিলেক পানি তরনি জে গড়িবার চলে।
হনুমান মহাবিরে কাষ্ট জত নোখে চিরয় কাজ করাত করে মহাবলে
বিস্যকর্ম্ম পাটে পাটে লোহার পেরাক আঁটে সাত ডিঙ্গা নির্ম্মান হইল সায়।
বিহান্নিস সপ্ত ডিঙ্গা গড়ে মানুসের পতকা উড়ে বহু দুর হইতে দেখা জায়।

দির্ব্ব সিঙ্গাসন মাঝে বসিয়াছে মহারাজে মদন জসের নিসাকর
রায়ে পদ সতদলে কবি ক্রুষ্ণরাম বলে নায়েকেরে হবে ধজাগর ॥

যুনিঞা যুস্বল্যোযুত পরম য়ানন্দযুত দেখে সাত ডিঙ্গা মনহর ৩খ]
সদাগর গুনধাম বাছিয়া রাখিল নাম রাখিল প্রধান মধুকর।
জানি যুভক্ষন বেলা চাপিয়া পাটের দোলা চলিল রাজার সম্ভাসনে
ভেট উপহার জত লইল মনের মত আগে চলে সেবকের গনে।
গলায় কাপড় দিয়া যুমুখেতে দাণ্ডাইয়া স্তবন করেন সদগর
শিযু য়তি মনহর দেখিয়া নৃপবর বসাইল য়াপনার পাসে
দেহেতে বুলায় হাত দয়াল য়বনিনাথ আগম[ন] কি হেতু জিজ্ঞাসে।
বলে দেবদর্ত্তের কুমার
রাজা করে নিবেদন য়নক্ষন পোড়ে মন এ ঘর দুক্ষের য়ঙ্গিকার।
করিয়া য়নেক জত্ন আনিবারে নানা রত্ন আমা পিতা পাঠাইল দুরে
জন্মাবধি নাহি দেখি য়কারনে ধরি আঁকি নিচ্ছোদে য়াছয় পুরে।
বিকল জননি মোর দুর্খের নাহিক ঔর ত্যগ করিল য়ন্নপানি
হেন লয় মোর মনে জাই তার য়ন্নেসনে বিদায় করহ নৃপমুনি।
যুনি কয় মহিপাল তুমি সিযু ছাণ্ডাল কেমনে এমন কয়
মনে না করিহ তাপ আসিবে তোমার বাপ দিন কত স্থির হয়া রহ।
সাধুর তনয় কয় সুন রাজা মহাসয় ৪ক] নিসাদ করহ য়কারন
জত্নে য়ামায় রাখ জদি হইব আপন বদি হলাহল করিব ভক্ষন।
যুনিঞা এতেক বোল রাজা ভাবে উথরলো খড়িবগ্রে য়ানে ডাক দিয়া
তস্নজের বাত্রা জার শুনিঞা পড়িয়া রাজ যুভজাত্রা কৈল নক্ষর্ত্তত
পথে কোন বিঘ্ন নবে সর্ব্ব কার্জ্জ্য সিদ্ধ হবে দেসেরে আনিবে নয়া তাত।
নানা রত্ন তরি ভরি রাজকন্য বিভা করি স্বাহায় দক্ষিনদেসনাথ।
নিমিতে গ্রামেতে বাস নাম ভগবতি দাষ কায়েস্ত কুলেতে উতপ্তি।
হইয়া জে একচিত রচিত রায়ের গিত কৃষ্ণরাম তাহার সন্তাতি॥

তখন ত পুষ্পদর্ত্ত কোন বুর্দ্ধি করিল জননির নিকটে গিয়া বিদায় হইল।
তারবতি যুসিল্যে রমনি দুই জন দক্ষিন রায়ের ঘট লইয়া কৈল য়াবাহ[ন]।
জদি বা দেলেন পুত্র দুখানি বারনে পুনুর্ব্বার রায়েমুনি লয়ে জাউ পাটনে।

লহ গো প্রসাদমাল্য দেহ লয়ে তাকে   বিপদে খণ্ডন জেন করেন আমাকে।
ডিঙ্গার আগ্যাতে জাব কাণ্ডারি হইয়্যা   অবিলম্বে নিজ পুরি আনিল বাইয়া।
সঙ্ক লবঙ্গ জইতিত্রি জায়ফল   মরিচ কর্পূর আদি নিলেক বিস্তর। ৪খ]
নিলেক য়নেক দিব্ব ভাঙ্গা তায় কাজে   য়াদা হরিদ্রা নিল রুসুন পিয়াজে।
এই সব দির্ব্ব য়াজা ডিঙ্গায় তুলিল   চলিলেন সদাগর রায়েরে ভাবিয়া।
রায়েরে ভাবিয়া সাধু নোঙ্গর তুলিল   বড়দহ ঘাট তবে পশ্চাত করিল।
কোদালে মালঞ্চঘাটা বাহিতে লাগিল   খুনিঞা নগর গিয়া উপনিত হইল।
খুনিঙা নগরে পুজে দক্ষিন রায়ের বারা   হিয়্যারস্থ হার তায় কুসমের ঝারা।
কত দুর গিয়্যা দেখে পির্য়্যার মোকাম   ঘিরিয়া ফকির করে হাজার ছেলাম।
হালয়াল মোরগ জবাই করে খাসি   মনহর কুসম সন্দেস রাসি রাসি।
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে সদগর ভূপ   ফকিরেরা পুজা করে এ কি য়পরূপ।
কর্ণধার বলে তুমি না জান কারন   না জান য়ামার ঠাঞি যুন বিবরন।
এককালে দোস্তালি হইয়াছিল আগে   তারপর হুড়ামড়ি মহাযুর্দ্ধ লাগে।
বেইমান কার্ফের সব বেকমিল জাত   যুন রে আম্বক গীধী মেরা এক বাত।
আনিয়াছ বাগ হাজার সাত সাড়ে   কুচি কুচি করিয়া ভরিব এক গাড়ে।
মামুদে কুমুদে সদা আর টঙ্গভাঙ্গা   বর্জ্জরদন্ত খানধাউড়ে চক্ষু জার রাঙ্গা।
তোরনি সোরনি তেরি সাকিনি হাঁকিনি ৫ক]   উদি বুদি ল্যাললেলে ডাকিনি বাগিনি।
মস্তক হাঁড়ি হাঁড়ি সব পাইড়ি হড়মড়ি   বেঙা বেড়া য়বেড়া দন্তভাঙ্গা বড়ি।
হুড়কোখসাগে বাগ তারপর কয়   য়াত্রজোগে হুড়ুকে খসায় তয়তয়।
ঘরের ভিতর সামাই আমি বড় রাড়   য়েকা সভাকার ভাঙ্গি পাড়ি ঘাড়।
জয় পরাজয় মোর সঙ্গে নাই   সভেমাত্র ঢোকেছিলাম মউলের ঠাই।
এক দিন মহলে বেটা মারিলেক ঠেঙ্গা   সেই হইতে হইয়াছে কৈঁকালিখানা ভাঙ্গা।
খোঁড়ভাঙ্গার কথা যুন গুনরায়   একদিন ডেকেছিল্যাম প্রমাদিয়া দায়।
গুয়ালের ভিতর গেলেম বাছুর খাইতে   দুয়ারে লাগিল টাট নারি বার হইতে।
বিহানে গুয়ালাগুলা বলে মরা বাগ   টানিয়া ফেলিল মাটে গায় বসে কাগ।
কাঁদে করে লয়ে জায় গুয়ালার পাল   গুয়ালার কাদে গিয়া আমার ঠাকুরাল।
ঘিরিলেন আসি মোরে যুকনির রেলা   উলটিয়া বড়ড় দিলাম দেখাইয়া কলা।
হাট করিবারে জায় জেলের কত ম্যায়্য   মাঝির এক মাগিকে পাড়ি এক লম্ফ দিয়া।
মাজের এক মাগিকে পাড়ি গালে কামড়িয়া। ৫খ]
য়ার এক মাগি তার এণ্ডকোস চাপে   এড়ে দিয়া পালাইলাম সিকার মিছামিছে।

সেই হইতে কোরণ্ডের ফুলিয়া গেল বিচি   নদি নালায় পড়ি বড় ভরা দেখি খুসি।
কাহার যুর্গাতা তা জে আমার হাতে জে জিই   একে একে মহলা জে নিবেদন দিই।
রায়ের চরনে কবি কৃষ্ণরাম গায়   নাএকে তরে প্রভু হবে বরদায়॥

হেনকালে এলো বাগ নাম কালানল   সিকার করিতে বলে মাপিয় যামাল।
আমার মলঙ্গী ধরে ঐই বাগ বুড়   আজ্ঞা দিল কান কাট আর মাথা মুড়।
জামীন লইয়া যামায় দিয়াছেন খালাষ   জানাইতে য়াসি আমি সাহেবের কাছে।
একথা ঐকথা গাজি হইল গোসাখান   সাপক্ষি সাধুরে সভার বিদদমান।
এইরূপে য়গ্নিবান বান রাখিলেন পির   পালায় বাগেরা সব পোড়য় স্বরির।
খানধাউড়ে বাগ তোমার পিঠে বয় বটে   পালায় পালায় সব বলে বান হয় ছোটে।
তার পর য়গ্নিবান রাখিলেন পির   পালায় জত্তেক বাগ পোড়ায় স্বরির।
রাখিল বরুন বান ভাবিয়া উপায়   কৃষ্ণরাম বলে জলে আগুনি নীবায়॥

তার পর ঐরুপে স্কুতি ৬ক] বান জায়   মনেতে জানিল তখন ঠাকুর দক্ষিনরায়।
কোপেতে ত্রিসুল হাতে করিয়া লইল   সেই বান বড়কা গাজির বুকেতে বাজিল।
উর্ত্তর সিয়র করি গাজি ত পড়িল   দরুদ ফয়তা তবে মোর্ছায় করিল।
পুষ্পদর্ত্ত সদাগর ডিঙ্গা উঠাইল   খুনিঞা পশ্চাত করি ভাসিয়া চলিল।
সেতবন্ধে গিয়া তবে দরসন দিলে   লক্ষন ভাঙ্গিয়াছিল ধনুকের হুলে।
সেতবন্ধ সদাগর পশ্চাত রাখিয়া   বাবুর মোকামে তবে উর্ত্তরিল গিয়া।
বাবুর মোকাম তবে করিল পশ্চাত   রাজদহে সদাগর রজনি প্রভাত।
রায়ের চরনে কবি কৃষ্ণরাম গায়   নায়েকের বাপা হবে বরদায়॥

॥ একাবলি ছন্দ ॥

রাজদহে রহে সাধু তরি   রন্ধন ভোজন সকলে করি
বিসাল বাজনা বাজে কত   কামান করিল কত সত
ঠাকুর দক্ষন দেসের নাথ   যুকতি করয় পাত্রের সহিত।
ছলনা দেখিবে সাধুর তরে   তবে সে জানিবে য়খিল নরে।
রাজারে কহিবে তুরঙ্গ দেসে   প্রিতিজ্ঞায় সাধু হারিবে সেষে।
হট জাবে ডিঙ্গা কাটিতে লবে   ভাবে জদি মোরে রাখিব তবে।

বলিয়া এভেক বিসেষ মায়া   উর্ত্তরিল সাগর সংহতি জায়্যা।
সাগরের মর্দ্ধে পড়িল চরন ৬খ]   কত য়পরুপ সোনার ঘর ।
দির্ব্ব সিংহাসনে বসিলেন রায়   কিন্ন্র্র সকলে যুমুখে গায়।
তাথিই তাথিই পাখয়াজা বাজে   নাচয়ে য়পরুপ কত বিরাজে।
নাচে য়পরুপ চৌউদিগে তরি   অকালে স্থফল বড় যুচারি।
নারিকেল কুল শরেস গুয়া   কুকুল সহিত সালিক যুয়া।
ঘোড়ায় মহিসে মানুস বাগে   খেলা করি ফিরে প্রভুর য়াগে।
দেখি সদাগরকে লাগিল ধন্ধ   কৃষ্ণরাম কহে মধুর ছন্দ॥

রাজদহ পশ্চাত করিল সদাগর   যুরতের দেসে গেল লইয়্য মধুকর।
ঘাটে গিয়া করে সাধু কামান খালাস   স্থনিয়া যুরত রাজা পাইল তরাস।
ধর ধর কোটালে তমাক খাবি ধর   ঘাটের বারতা য়ানে করহ হুযুর।
তখন ত কোটালিয়া কোন বুর্দ্ধি করীল   ঘাটের বারতা য়ানি রাজার ঠাই দিল।
রাজা বলে সদগর যুন মোর কথা   এখানে কি কাজে দেখি কহ না বারতা।
সদাগর বলে রাজা করি নিবেদন   এক দেসে দুই রাজা এ য়ার কেমন।
রাজদর ছলনা দেখিতে নাঞি পারি   লইলে প্রিতিজ্ঞা পোন সাত ডিঙ্গা হারি।
রাজদর ছলনা জে দেখা ৭ক] ইতে পার   রাজকন্য বিভা দিব লৈখাপড় কর।
রাজা সাধু দুই জনে করিল গমন   রাজদহে গিয়া তবে দিল দরসন।
জলের ভিতরে ছুড়ি চুরি করে মন   নাহি জানি সদাগর এ য়ার কেমন।
জদি না দেখাতে পারি হবে রাজ্য রাজা   সাধুকন্য বিভা তায় নাহি বাধা।
এহা ত বুঝিয়া দোহে লিখে দিল খত   প্রমানে এহাতে ধম্ম নাহি য়ন্যমত।
ডিঙ্গায় চাপিয়া করিল গমন   আপনার দেসে য়াসি দিল দরসন।
তখন ত নরনাথ কোন কর্ম্ম কৈ[ল]   কারাঘরে লয়ে তবে বন্ধন করিল।
রক্ষে কর রায়মনি রক্ষে এইবার   দাসীর তনয়া পড়ি ডাকে দুর্গম কারাগারে।
যুনিয়া জে রায়মনি দয়া উপজিল   যুরত রাজারে তবে কহিতে লাগিল।
সেই সদাগর আমার দাসির তনয়   য়কারনে বন্দিখান ক্রোধ বড় হয়।
খালাস করিয়্য দেই পুস্পদর্ত্তে বরে   ইঙ্গিতে জে রাজ্যভুমি দিয়্য আসি তারে।
পুস্পদর্ত্তের তরে খালাস করিবে   তবে সেই আমার ঠাঞি নিস্তার পাইবে।
কৃষ্ণরাম বলে রক্ষ ঠাকুর দক্ষিনরায়   নায়েকের তরে তুমি হবে বরদায়॥৭খ]

[৮ক পুষ্পদর্ত্তের তরে রায় খালাস করিয়া পুষ্পদর্ত্তের তরে তবে বলেন ডাক দিয়া
তখন ত পুষ্পদর্ত্ত কোন বুদ্ধি কৈইল জনকের তরে সাধু কান্দিতে লাগিল।
তারপর রায়মুনি ভাবে কতক্ষন কারাগার ঘরে তার দিল দরসন।
আঁধারিয়্য কুটিখানি দিনে অন্ধকার জতনে ত বাস করে জানিয়া সমাচার।
জত বন্দি খালাস করিলেন একে একে ভাল্লঁাকের প্রায় জেন দাড়ি চুল মুখে।
তখন ত দেবদর্ত্ত কোন বুদ্ধি কৈল আঁধারিয়া কোনে গিয়া লুকাইয়া রহিল।
কোটালিয়া সেই ঘরে দিল দরসন কোনাদে রহিল তবে সাধুর নন্দন।
খুকুড়িড় চট গিয়া কোটাল তুলিল পাইলাম পাইলাম বলে কেসেতে ধরিল।
দেবদর্তকে লয়ে করিল গমন পুষ্পদর্তের কাছে গিয়া দিল দরসন।
পুষ্পদর্ত বলে বাপু যুন আমার কথা কহ দেখি সদাগর তোমার বাড়ি কোথা।
ক্রুষ্ণরাম কাএত গায় দক্ষিন রায়ের বরে জেই জন যুনে ভোনে রক্ষ রায় তায়॥

পঞ্চ মাসে গর্ত্তবত্তি সুমুর্ত্যে জখন আমারে পাঠাইছিল নৃপতি মদন।
রাজদর ছলনা জে [দে]খাইতে নারিনু ৮ক] প্রিতিজ্ঞা কারনে সাত ডিঙ্গা হারাইনু।
পুষ্পদর্ত্ত বলে বাপু তোমার বাড়ি কোথা কোথায় হইয়েছ কহ না তাহার বারতা।
দেবদর্ত্ত বলে বাপু কত কব নাম নিচ্ছ্য় কহিনু বাড়ি বড়দয়ে ধাম।
জদি বা জন্মিল পুত্র দুঃখ নিবারিনে পুনুর্ব্বার রায়মুনি য়ানেছে পাটনে।
পিত্যা পুত্র দুই জনে হইল মিলন ক্রুষ্ণরাম বলে জলে য়গ্নি নিবারন॥

এইরূপে পিত্য পুত্রে হইল মিলন রায়মুনি খালাস করয় দুই জন।
কারাগার ঘরে দ্বোহে বসিয়া রহিল হেনকালে রাজার কোটাল তথা য়াইল।
রাজার তরেতে কোটাল কহে জোড় হাতে বোঁদোন হইল খালাস যুন নরনাথে।
এহা ত যুনিয়া রাজা ক্রোধিত হইল দুই জনে বন্দি পুনু করিতে বলিল।
ধিয়ানে জানিলে ঠাকুর দক্ষিনরায় ক্রোধিত কম্পিত প্রভু হইল দয়াময়।
য়ামার সেবকে দুর্খ পুনু চায় দিতা দেখিব আসিয়া রাখে কেমন দেবতা।
তখন ত মহাপ্রভু বাগেরে ডাকিল একে একে তিন বাগ দরসন দিল।
প্রথমে আইল বাগ নাম তার চাঁদা যুমুখের দন্তগুল সোনা দিয়া বাঁদা। ৮খ]
হিরে বাগ বাহনে য়াইল দক্ষিনরায় মসানেতে রায়মুনি চলিল তরায়।
যুরত রাজার কহিতে লাগিল তোর এতোদিনের পরে রাজা প্রমাদ ঘটিল।
মশানেতে রায়মুনি আশিয়া আপনি রাজার তরেতে কিছু কহেন গুনমনি।

যুন যুন মহারাজা স্তন মন দিয়্যা   মসানে যাইলে বেটা মরন লাগিয়্য।
রায়মুনি বলে রাজা মন দিয়া স্তন।
তোর হাতে আমি বুঝি হারাইব প্রারান   মসানে য়্যাচি আমি তোর বিদ্যমান।
লোহার বান্ধন তায় হস্তির জে যুণ্ড   রাজার জে সেনাপতি মারি এই দণ্ড।
একে একে সর্ব্ব সমস্ত জত মৈল   দুত গিয়া রড়ারড়ি রাজার ঠাই কৈল।
রায়মনি বলে স্তমসেদ কোথাকারে রৈল   পাত্র বালেশ্বর তবে তরায় আনিল।
সামসের হাথে করি রায়মনি দাণ্ডাইল   এক কোপে যুরতের মুণ্ড ছিড়া দিল।
রায়ের চরনে কবি কৃষ্ণরাম গায়   নাএকের তরে বাপা হবে বরদায়॥

॥ ত্রপদী ॥

নৃপতি পড়িল রনে যুনি রানি ততখনে সকি সনে বাহির হইল।
জামতার করে ধরি বলে রাজারানি ঝুরি সদাগরে কন্য দিব দান
রায়র পদতলে কবি ক্রষ্ণরাম বলে নায়েকের করহ কল্যন।
জে জন তোমারে জানে রক্ষ তারে য়নক্ষনে ধনপুত্র বাড়াবে সম্মান॥

॥ ত্রপদি ॥

নৃপতি সদাগরে মুখ পাখাল করে ৯ক] হরিসে পরম সোনাতন
ঘটক পুরহিত কৈল সর্ব্ব নিত বিভা য়ানন্দ যুভক্ষন।
বরকন্য নয়্যা তাতে বরন করিল হাতে ছাউনি করিল দুই জন
রাখিয়া বাসর ঘরে খিরখণ্ড ভোজন করে বাসরে রহিল দুই জন।
রায়ের চরনতলে কবি ক্রষ্ণরাম বলে তোমা বিনে য়ন্য নাজ্ঞি জানে
ক্রষ্ণরাম কায়েস্ত বলে দক্ষিন রায়ের পদতলে নায়েকেরে রাখিয় য়াপনে॥

পাত্র বালেশ্বর বলে যুন রায়মুনি   বিভা করি সদাগর রহিল ঐমনি।
সদাগরের জননি হইয়া আপুনী   সপনের কথা গীয়া কহিবে তখনি।
তোমার জন্নে জননি তেজে য়ন্নজল   না দেখিয়া মাতা পিত্য হয়াছে বিকল।
তোমার রাজ্য ভূম বাপু য়র্ন্ন রাজার কাছে   কহিতে লাগিল কিছু সদগরের কাছে।
সপন দেখিয়া সাধু করয়ে রোদোন   রম্ভাবতি তার তরে করে জিজ্ঞাসন।
রম্ভাবতি বলে প্রভু করি নিবেদন   পালঙ্কে বসিয়া তুমি কান্দ কি কারন।

পুস্পদর্ত্ত বলে রাজা করি নিবেদন দেসের তরেতে আমি করিব গমন।
তখন ত নরনাথ কোন বুদ্ধি কৈল ৯খ] জামতার তরে কিছু কহিতে লাগিল।
রাজ বলে যুন সাধু আমার বচন কী হেতু দেসেরে তুমি করহ গমন।
সাধু বলে এ দেসে য়ার না রহিব আমি দেসেতে লুটিয়া নিল রাষ্যপাট ভুমি।
রাজা বলে জাহ আমি না করিব মানা দহেতে আইবে তুমি সামাল্য আপনা।
সঙ্ক লবঙ্গ দিল জইত্রি জায়ফল ডিঙ্গায় তুলিয়া রাজা দিলেক সকল।
দক্ষিন রায়ের বারা ঝারা মাথায় করিয়া ক্রঞ্চরাম কবি গায় দক্ষিন রায় ভাবিয়া॥

রম্ভাবত্তির কথা কিছু যুন সর্ব্বজন মায়ের কাছেতে গিয়া দিল দরসন।
তোমার জামতা দেসে কৰিবে গমন এথায় থাকিয়া য়ার কোন প্রিয়জন।
রানি বলে জায় ঐ নাই করো ভয় সাত দিনের পরে তোমায় আনিব নিশ্চয়।
তখন ত রম্ভাবতি কোন বুদ্ধি কৈইল হাত ধরাধরি করি ডিঙ্গায় তুলিল।
রায়ের ভাবিয়া সাধু করিল গমন যুরতের ঘাট সাধু পর্চ্ছা[ত] তখন।
যুরতের ঘাট সাধু পচ্ছাত করিয়্যা বাবুর মোকামে সাধু উর্ত্তরিল গিয়্যা।
বাবুর মোকাম সাধু হরিসে বাহিয়্যা খুনিঞা নগর ডিঙ্গ উর্ত্তরিল জায়্যা।
খুনিঞা নগরে পুজে দক্ষিন রায়ের বারা হিরেরম্ভা হার তাহে কুশমের ঝারা।
য়াতব তণ্ডুল ১০ক] নিল মিষ্ট নারিকেল রায়েকে পুজিতে নিল তির্থ গঙ্গাজল।
দক্ষিন রায়ের পুজা করি সদাগর বুহিত্র বাহি সাধু চলিল সর্ত্তর।
কোদালে মালঞ্চঘাটা পর্চ্ছাত করিয়্যা বড়দর ঘাটে সাধু উর্ত্তরিল গিয়া।
ঘাটে গিয়া করে সাধু কামা[ন] খালাস যুনিঞা মদন রাজা পাইল তরাস।
বাড়িতে কহিতে দুত গেল রড়াবড়ি যুনিঞা জে রাজা রানি মনে তুষ্টু বড়ি।
কি কর কি কর রানি নিচ্ছিন্দে বসিয়া পুস্পদর্ত রাজা আই[ল] বুহিত্র লইয়া।
যুনিয়া ত দুতবানি তখ[নি] আইল পুস্পদর্ত্ত পুত্রু কোড় করে নিল।
কোলেতে করিয়া কান্দিতে লাগিল এতদিন পরে আমা যুভদিন হইল।
কোলেতে করিয়া রানি বাড়িতে য়ানিল রায়ের চরন তবে পুজিতে লাগিল।
জেইমাত্র মদন রাজা সমাচার পাইল কুলপুরহিত রাজা ডাকিয়্যা আনিল।
কুলপুরহিত জদি আনিল ডাকিয়া দক্ষিন রায়ের বারি পুজে হরিস হইয়া।
ঢাকঢোল মৃদঙ্গ বাজে য়ার বাজে কাঁসি ছাগল মইস কাটে কত কত রাসি রাসি।
রায়ের চরনে কবি ক্রঞ্চরা[ম] গায় হরি হরি বল সভে জাগরন হইল সায়॥

নম নম পারব্রহ্ম লইলাম স্বঙরন তোমা বিনে ভুব১০খ] নে ভরসা কোন জন।
তথন ত রত্নাকরকে পুষ্প পান দিল সাত মাড় কাষ্ট য়ান পুষ্পদর্ত্তে কহিল।
বির হনুমানে তবে ডাকিয়া আনিল সাত ডিঙ্গা সদাগর গড়াইয়া নিল।
নম নম নারায়ন লইলাম স্বঙর[ন] তোমা বিনে ভুবনে ভরসা কোন জন।
ডিঙ্গা গড়াইয়া সাধু পাটনেতে জায় মদন তাহার তরে করিল বিদায়।
বড়দহর ঘাট সাধু পচ্ছাত করিয়া কোদালে মালঞ্চঘাটা গেলেন বাহিয়া।
খনিনাঁ নগরে সাধু বড় যুর্দ্ধ হইল জিনিঞা সকল রন ডিঙ্গায় চড়িল।
খনিয়া নগর সাধু পচ্ছাত করিয়া বাবুর মকাম সাধু উর্ত্তরিল জায়্যা।
বাবুর মকাম সাধু পশ্চাত করিল রাজদহে সদাগর উপস্থিত হইল।
রাজদহে সদাগরে ছলনা দেখায় যুরতের ঘাট সাধু উপস্থিত হয়।
যুরথের ঠাঞি সাধু কহে বরাবরি প্রি[তি]র্জ্জ্যা কারন সাধু হারাইল তরি।
দক্ষিনেতে সদাগরে বন্দি জে করিল দক্ষিন রায় প্রভু তারে তারন করিল।
নম নম নারায়ন লইলাম স্বঙর[ন] তোমার চরন বিনা যর্ন্ন্য নাঞি মন।
দক্ষিন রায় তার সনে যুর্দ্ধ জে করিয়া কারাগারে দেবদর্ত্তে উর্দ্ধার করিয়া।
পুষ্পদর্ত্ত হইল তখন রাজার জামতা যুয়াইল বাসঘরে রাজকন্য জথা। ১১ক]
নম নম নারায়ন লইলাম স্বঙরন তোমার চরন বিনে যর্ন্ন্য নাঁঞি মন।
দক্ষিন রায় তার তরে কহিল সপনে তোমা বিনে তোমার মাতা তেজিবেন প্রানে।
পুষ্পদর্ত্তেকে দেখাইচে সেস ভাগ রাতি বাসরে বাহির তখন হইল সিগ্রগতি।
রাজার ঠাই তথন ত বিদায়ো হইল রম্ভাবতি তথন ত মায়েরে বলিল।
তথন ত সদাগর কোন বুর্দ্ধি করিল দক্ষিন রায় ভাবি সাধু ডিঙ্গায় চাপিল।
লবঙ্গ তুলিয়া সাধু চলিল বাহিয়া রাজদহে সদাগর উর্ত্তরিল গিয়া।
নম নম নারায়ন লইলাম স্বঙরন তোমা বিনে ভুবনে ভরসা কো[ন] জন।
রাজদহ সদাগর করিল পর্চ্চাত খনিঞা নগরে গেল রজ্জান প্রভাত।
কোদালে মালঞ্চঘাটা বাহিয়া চলিল বড়দহে সদাগর উপনিত হইল।
নম নম নারায়ন লইলাম স্বঙরন তোমা বিনে ভুবনে ভরসা কোন জন।
নগর নিকট আইল য়াপনার দেস যুনিয়া মদনদর্ত্ত য়ানন্দ বিশেষ।
কুলপুরহিত য়ানি দক্ষিন রায় পুজিল এতোদিনে রায়ের পুজা প্রচার হইল।
নম নম নারায়ন লইলাম স্বঙরন তোমা বিনে ভুবনে ভরসা কোন জন।
ঢাক ঢোল ঘোন বাজে রসাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি ডিম্বিক বাজে কত সতো রঙ্গ।

দক্ষিন রায় বলে বাপু যুন মন দিয়া সগ্রেতে চলিব য়ামি পুস্পদর্ত্ত নয়া।
কৃষ্ণরাম কাএত গায় দক্ষিন রায়ের পায় হরি হরি বল সভে য়ষ্টমঙ্গলা সায়।

ইতি য়াসির্ব্বাদি॥ ইতি সমাপ্ত॥ সন বারসশো ১২২৭ সাল: অগ্রান ১১ যুকুর্র বার তিথি পঞ্চমি॥ য়ক্ষর দোস নাস্তিকং। লিখিতং শ্রীরামকান্তনাথ পণ্ডিতং পুত্রং বর্দিনাথ গায়েনে য়াসির্ব্বাদং রায় করিবেন। ইতি সমপ্ত—১১খ]

১১২ দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থ

কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৭২১; পত্র ৪; অখণ্ডিত; আকার ৮"×৪$\frac{১}{২}$"। লিপিকাল আ. ৭৫ বৎসর আগের।

[১খ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরাধিকা ঠাকুরানী দন্তধাবনাদি ক্রিয়া সারিল আপনি।
তবে প্রাতঃস্নানে রাই করিলা আচরণ কিঞ্চিত পুরি মিঠাই করিলা ভোজন।
তবে বেশভূষা অলঙ্কার পহিরয় এই সেবায় শ্রীরাধিকার এক দণ্ড যায়।
তবে কৃষ্ণ লাগি রাই রন্থই করিতে নন্দীশ্বর যাইতে যায় এক দণ্ড পথে।
এই দুই দণ্ডোত্তর রন্থই পাঁচ দণ্ড সাত দণ্ডোত্তর কৃষ্ণের ভোজন এক দণ্ড।
অষ্ট দণ্ডোত্তর এক দণ্ড রাইর ভোজন আচমন করি করে তাম্বুল চর্ব্বণ।
নয় দণ্ডোত্তর কৃষ্ণের গোষ্ঠেকে গমন দেখিয়া রাধিকা গৃহে এক দণ্ড আগমন।
এই দশ দণ্ডোত্তর রাই গৃহে [২ক প্রবেশিয়া সূর্য্যপূজা সামগ্রী করেণ দণ্ডেক রহিয়া।
এই একাদশ দণ্ডোত্তর সূর্য্য পূজাকে যাইতে পথে তিন দণ্ড যায় গমন করিতে।
সূর্য্যালয় আসি রাই প্রণাম করিয়া সঙ্গে বিজ্ঞলোকে রাই স্বস্থানে রাখিয়া।
ফুল তুলিবার ছলে নিজ সখী লইয়া রাধাকুণ্ডে আইলা কৃষ্ণদর্শন লাগিয়া।
দুই দণ্ডে আইলা রাই নিজকুণ্ড তীরে শ্রীকৃষ্ণদর্শন কৈলা কুঞ্জকুটীরে।
কৃষ্ণকে দর্শন করি চন্দনমালা দিলা দুহেঁ প্রেমে গদ গদ আলিঙ্গন কৈলা।
তবে নানা কৌতুক করিলা দুই জনে হিন্দলা ঝুলিলা দুহুঁর আনন্দিত মনে।
সখীগণ লৈয়া তবে কৈলা জলকেলি কুঞ্জবিহার করি পাসা খেলি।
তবে কৃষ্ণ হারিলেন খেলি ২ক] রাই সনে কৃষ্ণ বলেন বিকাইনু তোমার চরণে।
ইবে মিষ্ট অন্ন ভোজন করাইলা সখীগণে অবশেষ পাইলা।
তবে দুহেঁ প্রবেশিলা শ্রীমণিমন্দিরে রাসবিলাস দুহাঁর আনন্দ অন্তরে।
এই ত বিলাস রসে যায় ছয় দণ্ড এই ছয় দণ্ডোত্তর যায় সূর্য্যকুণ্ড।

সূর্য্যকুণ্ড যাইতে রাইর দুই দণ্ড গমন এই চব্বিশ দণ্ডোত্তর এক দণ্ড সূর্য্য আরাধন।
এই পঁচিশ দণ্ডোত্তর নিজগৃহ যাইতে গৃহ প্রবেশিলা চারি দণ্ড গেল পথে।
এই উনত্রিশ দণ্ডোত্তর রাই স্নান করিয়া সূর্য্যের প্রসাদ পাইল সখীগণ লৈয়া।
প্রসাদ পাইতে রাইর যায় এক দণ্ড লুচি পুরি মিঠাই ছেনা খায় এক দণ্ড।
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কিছু কৃষ্ণে পাঠাইল তুলসীর হাতে ২খ] সব সমর্পণ কৈল।
এই ত্রিশ দণ্ডোত্তর রাই বিরলে বসিয়া কৃষ্ণ লাগি মালা গাঁথে আনন্দিত হৈয়া।
চন্দন ঘষে পাণ বিড়া করে সখীগণে দুই দণ্ড সন্ধ্যা সময় হইলা বহনে।
এই ত বত্রিশ দণ্ড কহিল দিবলীলা এই মত রাধাকৃষ্ণ ব্রজে নিত্যখেলা।
সন্ধ্যার উত্তর রাই শয়ন করিলা পথশ্রমে দুই দণ্ড রাই নিদ্রা গেলা।
দুই দণ্ড নিদ্রা করি রাই রন্ধনে বসিলা সখীসঙ্গে এক দণ্ড ভোজন করিলা।
এই সাত দণ্ডোত্তর রাইর তিন দণ্ড শয়ন দশ দণ্ড পরে রাই অভিসার করেণ।
সঙ্কেত যাইতে রাই দুই দণ্ড গমন বার দণ্ডোত্তরে রাইর কৃষ্ণদর্শন।
এক দণ্ড মালা পান চন্দন সেবন এই তেরো দণ্ডোত্তর রাইর নৃত্য গায়ন। ৩ক]
নানা রস কৌতুকে চারি দণ্ড জাপন তবে রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জে করিল পয়ান।
এই সতেরো দণ্ডোত্তর দুঁহার কুঞ্জবিহার নানা পুষ্প তুলি ক্রীড়া করেণ অপার।
কুসুম যুদ্ধতে দুঁহার দুই দণ্ড যায় কুঞ্জবিহার করি শয়ন বাসকশয্যায়।
এই উনইশ দণ্ডোত্তর দুঁহার মিষ্টান্নভোজন ভোজন করিয়া এক দণ্ড তাম্বুলসেবন।
এই বিশ দণ্ডোত্তর দুঁহার রাস বিলাস চারি দণ্ড যায় রতীরসের উল্লাস।
এই চব্বিশ দণ্ডোত্তর রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা যান দুই দণ্ড নিদ্রা করি কুঞ্জ হইতে উঠেন।
এই পঁচিশ দণ্ডোত্তর রাইসঙ্গ বিচ্ছেদেতে মহাদুঃখে দুই দণ্ড গৃহ প্রবেশিতে।
আটাইশ দণ্ডোত্তর দুঁহে সঙ্গ বিচ্ছেদ হৈয়া নিজ গৃহে গেলা দুঁহে প্রণাম ৩খ] করিয়া।
দুই দণ্ডে আসি রাই গৃহ প্রবেশিলা দুই দণ্ড রাত্রি ছিল রাই নিদ্রা গেলা।
এই ত বত্রিশ দণ্ড রাত্রে নিত্যলীলা এই মত রাধাকৃষ্ণ ব্রজে নিত্যখেলা।
রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া যত কহনে না যায় সংক্ষেপে কহিল কিছু সেবার নির্ণয়।
রাগনুগা হৈয়া কর সাধ্য সাধন সিদ্ধদেহ কর নিত্য মানসসেবন।
সাধক যে হয় সেবা নির্ণয় বুঝিয়া যে সময় যেবা সেবা করহ চিন্তিয়া।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ চৌষট্টি দণ্ডের সেবা কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থ সমাপ্তশ্চেতি॥ ৪ক]

১১৩ দণ্ডীপর্ব

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৮২৯ ; পত্র ২ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫" লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণজী ॥ অথ দণ্ডিপর্ব্ব লিক্ষ্যতেঃ ॥ গনেশায় নম ॥

ত্রিপদি ॥

বন্দ প্রভু নারায়ন আদি অনাদি জন ব্রহ্মাণ্ড জাহার নরুপে।
ছিষ্টী স্থি[তি] সংহারন সর্ব্ব জিবে তুমী আত্মারূপে ॥
সত গুনে পাল ক্ষিতি রজ গুনে ছিষ্টীপতি তম গুনে কর শংহারণ।
ত্রিগুনে শরির ধরি ব্রহ্মারূপ ত্রিপুরারি ভ্রিগুদেহ গনন ॥
গনেষ আদি পঞ্চ দেবে বন্দিলাম একভাবে বন্দিলাম দেব পঞ্চানন।
স্বরস্বতি আদি দেবি সভার চরন শেবি বন্দিলাম জত দেবগণ।
বন্দ ব্যাষ নারায়ন নাম জার দৈপায়ন জাহা হইতে নির্গত চোতুর্ব্বেদ।
পূর্ব্বে স্থামবেদ ছিল তাতে চারি অংশ হইল স্থাম রিক জদূ অঙ্গভেদ ॥
পীতা জার পরাশর সুখদেব সুত জার জার মুখে অষ্টাদশ পুরান।
সর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবন মুক্তি কৈল সর্ব্বজন ব্রহ্মহত্যা পাপ বিমচন।
বন্দিলাম মনিগন নারদ আদি তপধন বাল্মীক আদি জত কবি।
সর্গ মর্ত্ত রশাতল সমেরু শহ বন্দিলাম জত দেবা দেবি ॥
অতএব স্থন [ন]র ১খ] [২ক কলি ভবশাগর তরিবারে তরঙ্গিনি ফাষ।
স্লোকছন্দে ব্যাষমুনি রচিল অদ্ভুত বানি পাচালি রচিল তার দাষ ॥

১১৪ দণ্ডীপর্ব্ব

মাহেন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ৮৪৭ ; পত্র ৪২ (২-৪৩) ; খণ্ডিত ; আকার ১৩"×৪½"। লিপিকাল ১২৪৪ সাল।

[৭খ সুকমুনি কহে কথা স্থনে পরিক্ষিত কহেন মাহেন্দ্র কবি ভারথিপদ চিত।
[৮খ সুকমুনি কহে কথা সুনে পরিক্ষিত কহেন মাহেন্দ্র কবি মধুর সঙ্গিত।
[৯ক ভারথের জেই কথা ব্যাসের রচিত গাঁথা নির্ব্বন্ধের করিলা বিচার
ভগবতির পদতলে কবি মাহেন্দ্র বলে এই পৃথী প্রেমের রসাল

[১৩ক না পাইল স্থান দণ্ডি ভ্রমিয়া ধরনি   কহেন মাহেন্দ্র কবি প্রেমতরঙ্গিনি।
[১৭ক হস্তিনার বিবরণ রহে এই মতে   কহেন মাহেন্দ্র কবি কৃষ্ণচরনেতে।
[২২ক দণ্ডি নৃপতির কথা পআর প্রবন্ধে   ভনয়ে মাহেন্দ্র কবি কৃষ্ণপাদপদ্মে।
[৪২খ পরিক্ষিত কথা সুনে কহে সুকমুনি   ভনয়ে মাহেন্দ্র কবি প্রেমতরঙ্গিনি।
[৪৩ক দণ্ডি রাজার কথা এত দুরে সাঙ্গ হৈল   ভনয়ে মাহেন্দ্র কবি হরি হরি বল।
একাদস কন্দ এই ভাগবততত্ত্ব   স্লোকপ্রবন্ধে কবি ব্যাসের কবির্ত্ত।
এই স্লোক ভাঙ্গি অতি রচিল পআর   পাঁচালি প্রবন্ধে কবি লোক বুঝাবার।
ভাগবত পূর্ণ কথা অমৃতলহরি   সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি।
সুকমুনি কহে কথা পরিক্ষিত সুনে   ভনয়ে মাহেন্দ্র কবি এই সমাধানে॥

দণ্ডিরাজার উপাক্ষান সমাপ্তঃ॥ লিখিতং শ্রীপতিতপাবন দেবসর্ম্মাঃ সাং ঘোসপুর। পঠনার্থে শ্রীমদনমোহন পড়্যার সাং সামবাজার হাল সাং মোং কয়াপাট সন ১২৪৪ সাল তাং ১৭ আঘণ—এহার দক্ষিনা ॥০।

১১৫ দিগ্‌বন্দনা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯৩৯; পত্র ২; খণ্ডিত; আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

[২ক···   কুরঙ্গবাহনে বন্দো দেবতা পবন।
বাই বরুন বন্দো গুরে ক্ষেত্রপাল   গগন পরসোন বন্দো নন্দি মাখাল।
চন্দ্র সূর্য্য বন্দিলাম য়ার তারাগন   ডাকিনি জগিনি পায়ে লইলাঙ সঙরন।
তুমি য়ামা ভগিনি গ য়ামি তব ভাই   মিনি দোসে দেহ ঘা ধর্ম্মের দোহাই।
রাত্রে বন্দিয়ে গাব রাত্র কপালিনি   উনকটি ভৈরবি বন্দো চৌসট্টি জগিনি
মকরবহনে বন্দো গঙ্গা ভাগিরথি   হৃদয়ে কালিকা বন্দো যুভ্‌ভায় সরস্বতি।
(হিমরাজ বন্দিলাম উত্তর বসতি   ভানু ভাস্করে য়ামি করিনু প্রনতি।)
পরসনে মুক্ত হয়ে পঞ্চম পাতকি।
মাহেসে সুভদ্রা জগন্নাথ সাতে   স্নান করেন মহাপ্রভু নিমিত্তির্থ ঘাটে।
বল্লবপুরে বল্লভিয় বন্দিনু চরন   খড়দহে শ্যমসুন্দর বন্দো এক মন।
তাড়েস্বরে বন্দিলাম গপ্ত বারানসি   জেইস্থানে বারোমা[স] নিবাসে সন্নেসি।
অপূর্ব্ব সিবের মায়া কে বলিতে পারে   জার মাথায়ে গঙ্গাজল ঢালে ভারে ভারে।
বিষ্ণুপুরে বন্দিলাম মদনমহন   সন্ধে দিতে তৈল লাগে সাড়ে সাত মন।

তোমার চরনে প্রভু কি বলিতে পারি   যার সাঁঝিনের বাট হাস্তের মুরারি।
ঘণ্টেশ্বরে সিব বন্দো হইয়ে এক মন   সিদ্ধেশ্বরেতে সিবের বন্দিনু চরন।
য়গ্রদিপে বন্দিলাম প্রভু গোপিনাথ   আস ঠাকুরের শ্রার্দ্ধ করে হইয়ে পৃনিপাত।
সাগরসংগ্রাম বন্দো হইএ একমন   জেইস্থানে সগরবংস হইল উদ্ধারন।
জঙ্গলবসতি বন্দো ঠাকুর দক্ষিন রায়   জেইস্থানে বাগে মানুসে কথা কএ।
কপিল মুনিকে বন্দো সেই স্থানে মাঝে   বছর্ছর অন্তে পৈস মাসে সব্ব লকে পুজে। ১ক]
[২ক শঙুলকের বাকুড়রাএর বন্দিনু চরন   দামুদরে নদিতে দিলেন দরসোন।
বন্দিপুরে স্তমরায়ের চরন বন্দিয়া   মতিনাল ধর্ম্মরাজে স্বওর লইয়া।
দেবা বন্দো হইল ভাই বন্দো দেবিগন   কালিঘাট তির্থস্থান কালীর চরন।
তোর চরনে মাতা কি বলিতে পারি   জার পদতলে পড়ে য়াছে দেব ত্রিপুরারি।
চিত্তপুরে মোঙ্গলার বন্দিনু চরন   অজা মেস নরবলি হয় য়নক্ষর্ন।
বরাহনগরে কালী গলে মুণ্ডুমালা   সালিহাটে বন্দো দেবি বক্ত বিমলা।
সাদার চণ্ডীকা বন্দো বেত্তোড়ে ব্যতাই   দেউলপুরে চণ্ডিকা বন্দো নিকাসে ম্যলাই।
মাকড়দহেতে বন্দো ক্রপাসলচনা   ভাড়ার্দ্দি রঙ্কি বন্দো করি ভাবনা।
তালপুরে সষ্টি বন্দো করি ক্রতাঞ্জলি   পাঁথেলের গুমা বন্দো য়ার সাড়াপুলি।
মথুরাবাটি চণ্ডীকা বন্দো হএ এক মোন   বোড়ালে ভৈরবি বন্দো দ্রঢ় করি মন।
য়ামতায় ম্যলাই বন্দো পুরাসের ঘেটু   ঘুরালে মাথাল বন্দো হাসনেতে বটু।
জুজ্রাস্বয় বন্দিলাম সিংহবাহিনি   সাঁকরালে বন্দিলাম বিনলোচনি।
য়জা মেস নর[ব]লি হয় সিদ্ধেপিটে   তোমার চরনে মাথা কর লভি পুটে।
কাঁওরে কাঁক্ষে বন্দো মৌলায় রংঙ্কিনি   সিয়েখালায়ে বন্দিলাম উত্তরবাহিনি।
ত্রভুবনে সার মাথা বন্দো ভগবতি   জর্ম্মে জর্ম্মে তুয়া পাএ রউক ভকতি।
রংঙ্গে গিত যুন মাতা দেহ মোর নাটে   প্রথক্ষ বাযুলি বন্দো রাজবলহাটে॥
য়মরাপুর বন্দিলাম তোমার জর্ম্মস্থান   মৌউলা বন্দিলাম জথা করহ বিচ্ছাম।
বন্দো বন্দিতে ভাই না করিহ হেলা   বালিডাঙ্গায় বন্দো দেবি সর্ব্বমঙ্গলা।
দক্ষিনদুয়ারি ঘর বামে সরবর   ডাহিনেতে মালাকার স্থমুকে দামুদর।
দসঘরার বিসালক্ষি দস য়বতার   তোমার চরনে মাতা য়ামার পরিহার।
বারাসতের বিনদিনি বন্দিনু চরন   মহেস্বরি সর্ব্বজয়া হয় যুপর্স্বন।
জতেক দেবোতা বন্দো এক মন করি   শ্রীক্রিষ্ণনগরে বন্দো জয় গড়েস্বরি।
বর্দ্ধমান কুচিলার সর্ব্বমোঙ্গলা   পদছায়া দিবে দাসে না করিহ হেলা।
কানপুরে ভদ্রকালি বন্দিনু চরন   পাড়ায়াম্বো কামারবুড়ি হয় যুপর্স্বন।

কন্দর্পনগরে বন্দো দেবি সির্দ্ধেস্বরি   চাঁম্পাইনগরে বন্দো জয় বিসহরি। ২ক]
[৩ক খিরগ্রামে জোগার্দ্ধের বন্দিনু একভাবে   কামরূপে চণ্ডি য়পরাধ নাঞি লবে।
নিমতলার ঘাট বন্দো কালির চরণ   পাকা পোলে বন্দিলাম দেব পঞ্চানন।
ত্রিবিনি উর্ত্তরভাগে চামণ্ডোষুন্দরি   চণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ড দত্যানিসদনি।
স্বমুখেতে সরবর দেখি যুসভন   ব্রত সাঁঙ্গ কৈল জথা বির্দ্ধেধরগন।
বল্লভপুরে বল্লভি বন্দো কুতুহল সংঙ্গে   ভাগিরথি সহিত বন্দিনু নানা রংঙ্গে।
ভর্দ্ধেস্বরের মহাঁদেবের বন্দিনু চরন   বালিতে কল্যেনেরস্বর লইনু সঙরন।
গোঁলপাড়ার বিনদরাএর বন্দিনু চরন   কৌটর ভিতর থাকে না পাই য়ন্নে্সোন।
জোঁদড়াএ বাকুড়রায়ের বন্দিনু চরণ   বালিতে পেলারাএ লইনু স্বঙরন।
গঙ্গার পশ্চিম ধার বৈকন্ট স্থান   খুরুট গ্রামেতে বন্দো স্বরূপনারান।
পুজুলিতে বন্দিলাম চণ্ডি মহামাই   সদা য়নক্ষন মাতা বটতলা রই।
চণ্ডিতলায়ে বন্দো চণ্ডির চরন   দক্ষিনধারেতে মাএর সাওজাড়ি ধোন।
কৈলাসে বন্দিনু মাতা অভআ পার্ব্বতি   কার্ত্তি গনেস সংঙ্গে লক্ষি স্বশ্বতি।
অবনি আইলে মাতা রক্ত বিমলা   বদ্দমানে দিলে দেখা ঠিক দুখুর ব্যলা।
রাজবল্লবি বলাইলে রাজবলহাটে   প্রথর্থ রূপেতে মাতা আছে গিতনাটে।
তোমার চরনে মাতা কি বলিতে পারি   স্বরবরে দেখা মাএর পাইল স্তকারি।
গজায় চামণ্ড (কালিকাপুরে) বন্দো কালিকা পড়পুরে   জেডুলের ভগবতি বন্দো জোড়করে।
সতনের মোহামায়া বড়ের চণ্ডিকা   বালের ই[স্ব]রি বন্দো জনার কালিকা।
ডাস্কাড়া গ্রামেতে বন্দো চামণ্ড যুন্দরি   মাড়োপতি দুর্গা বন্দো হাত জোড় করি।
কিটখোলা সির্দ্ধেস্বরি গলে মুণ্ডমালা   হাসোহাটিতে বন্দো ত্রিদিবিত জটিলা।
নেহালিয়ার পাড়া বন্দো নেতে বসতি   সিজবোনে বন্দো নিবাসে ০ ৩ক]।
গর্দ্ধববাহনে বন্দো সিতলা মহামাই   জার হাত ত্রিভুবনে কেহ না এড়াই।
জিয়াস্তে না হএ জদি জিবের পরানে   ছাপর জঙ্গম বন্দো হয় জে সসানে।
ভল্লুকে বিসাই বন্দো করিয়া প্রনাম   গুপ্তিপাড়া সহিত বন্দিনু হনুমান।
বাল্মিক বিবিসোন বন্দো মেইএ শ্রীরাম॥
গাও গাও পালি গায়েন মন করি স্থির   পাড়ুয়া বন্দিয়া গাব আসি হাজার পির।
সাত সত আউলে বন্দো মস্তকের পাগে   কবিত্রের ভাল মন্দ তুআ পায় লাগে।
গোলামালি সাহেবের কদল বন্দিয়া   রজকের বাড়ি জার ..ধা কথা কয়।
সরেস্বতির ধারে সাহেব মুখ ধুতেছিল   অয়ছম্বিতে তালগাচ ভাসিয়া আইল।
সেই তালেগাচ সাহেব হাতে করে লএয়া   আপনার দরবার সামন্নে রাখিল গাড়িএ।

আগা কল্লে গোড়া তার গোড়া কল্লে মাথা   সাহেবের হুকুমে তাএ হল ফল পাতা।
বেঙ্গমা ব্যাঙ্গমি ডিম তাহাতে রাখিল।
ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি ডিম জখন ফুটিবে   তখন জানিবে ভাই জোগ উলটন হবে।
সাহায়ালাকুনি বন্দো বাবুর মকাম   মক্কায় রহিম বন্দো করিয়া প্রনাম।
আল্লা রচুল বন্দো দুনিয়ার সার   মাহানাদ করিম বন্দো ছেলামা হাজার।
বিবি ফতেমা বন্দো এমাম হোচন   পৃতি বছর জার পুজা করেছে জবন।
দফ´গাজী বন্দিলা ত্রিবিনি মকামে   বড়ই আউলে সাহেব বন্দো সেই স্থানে।
বিশ্বকর্ম্ম ডাকি সাহেব আরম্ভে দিল   সাত রাত্রি সাত দিন নিসিএ ছিল।
সাতমহল বাড়ি জে তএর নাঞি হয়   দৈবের কালে তথা কাক ডাকয়।
সেই রবদি বিশ্বকর্ম্মে কুড়ুল রএ জায়ে   হটরমটর নড়ে টার্ন্যে না বেরএ।
/সাহা মাদার বন্দো আউলের প্রধান   বদর সাহেবে বন্দো করিয়া প্রনাম।
তোমার কদলে সাহেব কে বলিতে পারে   গঙ্গা দেবি র‍্যাক্যোছিলে ঝুলির ভিতরে।
সেংকরালে টেঁকে পির হএচ জাহির   ভাঙ্গা পুখুরের খোলে থাকে দুই কুম্ভির।
পির সারেঙ বন্দো সাঙ্গা মকাম   তোমার কদলে সাহেব হাজার ছালাম।
ধাক্কা গাজি পির বন্দো গৌরি গাঙ্গে ধারে   যম্বু গাছে ছাল নাঞি বাগের মার ৩খ]......

১১৬ দূতীসংবাদ

দ্বিজ হরদেব

পুঁথিসংখ্যা ৮৬৩ ; পত্র ৩ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩½"×৪½"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

[১খ ৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণজী॥   অথ দুতিসংবাদ লিক্ষ্যতে॥
বৃন্দাবন পরিহরি শ্রীনন্দের নন্দন   মথুরাকে গেলা কৃষ্ণ মদনমোহন।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে সভে আকুল পরান   পস্বপক্ষ্য আদি সভার ঝুরে দুনআন।
সাঙলি ধবলি গাই তেজিল আহার   গাভিস্তনে বৎস দুগ্ধ নাহি পিয়ে আর।
গুল্মলতা বৃক্ষ্যগন কান্দিআ বিকল   লতা পাতা হিন হৈল হিন ফুলফল।
সুক সারি পক্ষ্যগন ভক্ষ্যন তেজিআ   দুর বোনে গিআ সভে প্রেবেসিলা গিআ।
কোকিল নিনাদ নাহি করে মধুস্বরে   নিরবেতে থাকে বসি ডালের উপরে।
অপর জতেক পক্ষ্য তেজি নিজ স্থান   যহাঁ ঘোর বোনে সভে করিলা পআন।
কালিন্দি হইল সুস্থ না ধরে উজান   ভৃঙ্গরাজ পদ্মে মধু নাহি করে পান।
মউর মউরি দুহেঁ রহে হেষ্ট মুণ্ডে   আকাস ভাঙ্গিআ জেন পড়িলেক মুণ্ডে।
ক্রমে ক্রমে সভে বসি করেন রোদনে   আনের আছুক কাজ ঝুরয়ে পাসানে।

নন্দ জসোদা অন্ধ হইল অনাআসে   ব্রজসিসুগন সভে নাহি জায় পাসে।
শ্রীদাম সুদাম কান্দে সিরে দিআ হাথ   আমা সভা তেজি কোথা আছ রাধানাথ।
ব্রজবধুগন কান্দে লর্জ্জা ভয় পরীহরি   আমা সভা তেজি কোথা গেলে বংসিধারি।
সিসু যুবা বৃদ্ধ কান্দে নাহি বান্ধে কেসপাস   কৃষ্ণনাম লয়্যা ঘন ১খ] ছাড়য়ে নিস্বাস।
ব্রজঙ্গনা রোদন করে কৃষ্ণের বিচ্ছেদে   দিবানিসি জ্ঞানহিন সদা রহে খেদে।
স্বঅস্রু লোচনে রাই কান্দে দিবারাত্তি   আমা পরিহরি কোথা আছ প্রানপতি।
কৃষ্ণ আদরিনি আমি ব্রকভানুসুতা   মোরে ছাড়ি প্রাননাথ তুমি গেলে কোথা।
তিল আধ দুই জনে কভু নহে ভঙ্গ   ধুলায় ধুসর আমি দেখ আসি অঙ্গ।
দুর্জ্জয় মান কৃষ্ণ আমি কৈনু জেই কালে   সহস্তে আমার তুমি কবরি বান্ধিলে।
বাম উরূ মধ্যে মোরে বসায়্যা জতনে   ধড়ার অঞ্চলে ধুলা মুছিলে তখনে।
সুবাসিত জলে মুখ কৈলে প্রক্ষালনে   পরিতোস কৈলে মোরে মধুর বচনে।
অভিমানে দুর কৈনু অঙ্গের অভরন   অঙ্গদ বলআ হার কেউর কঙ্কন।
অভিমানে তিআগিনু নপুর চরনে   সহস্তে নপুর তুমি পরাইলে তখনে।
দাসখত লিখ্যা কৃষ্ণ দিলে মোর ঠাঞি   কতেক সাধিলে তার সংক্ষ্যা কিছু নাঞি।
চুড়া বাঁসি ফেলি দিলে মোর চরনের যুগে   ঝিনিঞা ফেলাইআ ।দনু মুঞি অনুরাগে।
সেই সব অপরাধে মোরে পরিহরি   অভিমানে গেলে বুঝি মথুরা নগরি।
এত বলি রোদন করেন বিনোদিনি   মুর্চ্ছাবত হয়্যা রাধা পড়িল অবনি।
ললিতা বিসাখা তথা হইলা উপনিতে   মুর্চ্ছাবত দেখে রাধা আছে ধরনিতে।
ললিতা বিসাখা প্রমাদ মোনে গুনি   সর্ব্বনাস হৈল রাধা তেজিবে পরানি।
এত ভাবি ললিতা বিসাখা দুই জনে   জ্ঞান হরি ধরনি তারা পড়িল তখনে।
কৃষ্ণের বিরহে ২ক] দুহেঁ হইআ কাতরে   কখন বা জ্ঞান হয় কভু বা সম্বরে।
তথাপি প্রবোধ করে শ্রীমতির প্রিতি   কখন চেতন হেরি ঘুটি পড়ে খিতি।
এইরূপে তিন জনে গড়াগড়ি জায়   হেনকালে চিত্রা সখি আইলা তথায়।
ললিতা বিসাখা আর রাধা বিনোদিনি   জ্ঞানহত হয়্যা সভে লোটায় ধরনি।
চিত্রা চতুর বড় রাধিকার কর্ন্নদ্বারে   কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম ডাকে উচ্চ্যস্বরে।
জ্ঞান পায়্যা কিসোরি তবে চিত্রারে নিহালে   বাহু পসারিআ রাই চিত্রা নিল কোলে।
তুমি কি আন্যাছ কৃষ্ণে কহ চিত্রা সখি   নআন ভরিআ আমি কৃষ্ণচন্দ্র দেখি।
শ্রীরাধার কাতর দেখি চিত্রা কহে তবে   নিশ্চয় কি স্যামচাঁদ নয়নে দেখিবে।
এত সুনি কহে রাধা সুনহ কাহিনি   স্যামের লাগিআ আমি হইনু কলংকিনি।
কলঙ্কিনি হইল নাম তারে না ডরাই   এই বড় হইল দুখ ছাড়িল কানাঞি।

এক তিল জে মোরে ছাড়িত নাঞি কভু   সে এখন আমি কোথা কোথা মোর প্রভু।
গোবিন্দ স্বঙরি রাই ধরনিতে পড়ে   রাম রম্ভা কদলি জেমন পড়ে ঝড়ে।
এই মতে দিন গত আইল রজনি   চেতন পাইল সভে ভাবি চক্রপানি।
বিরল মন্দিরে চলে রাধা বিনোদিনি   সহচরি সঙ্গে যুক্তি করেন তখনি।
না জাব না জাব সখি বিরল মন্দিরে   কৃষ্ণের বিচ্ছেদে মোর দগধে অন্তরে।
এ নব মন্দির দেখ সমন সমান   অনল সমান দেখ রত্নসিংহাসন।
খাট পালঙ্ক [৩ক দেখ সব স্যুন্যাকার   বিনা অগ্নিদাহে অঙ্গ দহে ত আমার।
এত বলি পুন রাধা পড়ে ধরনিতে   স্বঘনে নিস্বাস ছাড়ে জেন বজ্র্যাঘাতে।
কথোক্ষনে চেতন পাইল বিনোদিনি   মুখে জল দিআ চিত্রা কহে হিত বানি।
য়োহে কৃষ্ণ অনাথবান্ধব বলি ডাকে   কৃপাময় হয়্যা কেন ভুলিলে আমাকে।
ভজন সাধন মোর নাহি কিছু জ্ঞান   নিজগুনে দআ মোরে করো ভগোবান।
এ ঘরকরনা মোর কিসের লাগিআ   তোমার নাম লয়্যা আমি মরিব পুরিআ।
এত বলি পুন রাধা ভাসে অশ্রুজলে   শ্রীকৃষ্ণচরনে দ্বিজ হরদেব বলে॥
ডাকে রাই বাহু তুলি   কোথা প্রভু বোনমালি   একবার দরসন দেহ।
তুমি ত দআর সিন্ধু   অধম জনার বন্ধু   তোমা বিনে মোর নাহি কেহ।
পুর্ব্বে কৈলে আদরিনি   কৈলে আজি অনাথিনি   ভুবন তেজিব এই তাপে।
হেন মোনে হয় হরি   গরল ভুন্সিআ মরি   অগ্নিকুণ্ডে কিবা দিব ঝাঁপে।
জমুনাতে দিআ ঝাঁপ   তবে খণ্ডে মোনস্তাপ   নহে আমি পসিয়ে পাতালে।
জদি পসি পাতাল মাঝ   তথা আছে ফনিরাজ   কাল অঙ্গ ধরে অবহেলে।
বৃন্দাবনে থাকি জদি   বিবাদ লাগিল বিধি   তিন কাল মোরে হৈল কাল।
কালীন্দির জল কাল   তা হোতে তমাল কাল   তাহে কাল হইল কোকিল।
মোনে করি ছাড়ি কালা   কালা হলো জপমালা   পরিনামে পড়িনু বিপাকে।
তাহে ননদিনি জালা   কত সহে [৩খ অবলা   স্যুন চিত্রা কহিআ তোমাকে।
মাধবি পানে জদি চাই মোনে পড়ে কানাঞি   প্রান স্থির হইতে না পারি।
চক্ষ্যে না সম্বরে লোহ সান্তাইতে না পারে কেহ   অধর্য্য হয়্যা কান্দেন কিসোরি।
রাধার কাতর দেখি   উচ্চ্যস্বরে কান্দে সখি   নিবেদিল বিনোদিনি আগে।
স্যুন কহি সারদ্ধার   আনিব কৃষ্ণ পুনর্ব্বার   বিরাজিবে তুমি বামভাগে।
কিসোরি কৃষ্ণের সঙ্গে   রসকেলি নানা রঙ্গে   বসিআ ভুঞ্জিবে নানা স্যুখ।
দুহুঁ মুখ হেরিব কবে   তাম্বুল জোগাব সভে   তবে সে খণ্ডিব জত দুখ।
শ্রীরাসমোণ্ডলে জাব   কবে গড়াগড়ি দিব   সে ধুলি মাখিব কবে গায়

তোমার অনুগা হব   সুগন্ধি চন্দন দিব   তুহুঁ মুখ নিরখিব তায়।
সখির আশ্বাস সুনি   প্রবোধ মানিল ধনি   সুস্থ হয়্যা বসিলেন তবে।
খির খণ্ড আদি ছেনা   ভক্ষ্য দির্ব্ব আনি নানা   ভুঞ্জাইল জত্ন করি সভে।
বিচিত্র কুসুম আনি   আপনাকে ধন্য মানি   পুষ্পসর্য্যা করিলা কৌতুকে।
শ্রীমতির হাথে ধরি   অনেক জতন করি   বসাইল মোনে মানি সুখে।
পুষ্পসর্য্যা দেখি দুখি   কহে রাই চন্দ্রামুখি   সুন সখি কহি সারাতসার।
দাবানলে দহে বোন   সেই মত মোর মোন   চিত্রে সান্তি নাহিক আমার। ৩খ]···

১১৭ দেবীর শঙ্খপরা (যোগাদ্যার বন্দনা)

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫১৯; পত্র ৬; খণ্ডিত; আকার ৯"×৩½"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

[২ক···গেল বির হনুমান   মহিমুণ্ড কাটি হনু দিল বলিদান।
বামস্কন্দে লক্ষন নিল দক্ষিন স্কন্দে রাম   মাথায় প্রিতিমা করি চলে হনুমান।
শ্রীরাম বলি হুঙ্কার ছাড়িল হনুমান   খিরগ্রাম মর্দ্ধে হনু দিলা দরসম।
বিস্বকর্ম্মা বলিঞা ডাকিল হনুমান   অক্ষয় দেউল তুমি করহ নিস্মান।
হনুমানের আজ্ঞা পাঞা বিস্বকর্ম্মা আইল   অক্ষয় দেউল বিসাই নির্ম্মাই ২ক]ঞা দিল।
হরিদর্ত্ত নামে রাজা আছিল সুতিঞা   সপ্নকথা কন মাতা সিয়রে বসিঞা।
কত নিদ্রা জায় বাছা হরিঞা চেতন   কৈলাস ছাড়িঞা আইলাম তোমার কারন।
অস্তেবেস্তে মহারাজা তুলিলেন গা   সিয়রে বসিঞা দেখে জগতের মা।
কোথা হৈতে আইলে মাতা কাহার ঝিয়ারি   পরিচয় দেহ দেখি কার বট নারি।
প্রনাম করিঞা রাজা হঞা পুটাঞ্জলি   কৈলাস তেজিঞা [৩ক আইলাম নাম ভদ্রকালি।
প্রনাম করিলা রাজা হঞা কৃতাঞ্জলি   দেবি বলে পুজার নিঅম আমি বলি।
সমস্ত বৈসাখ মাস হরিদ্রা বাটি   সমস্ত বৈসাখ অন্নে নাহি দিবে কাটি।
গর্ভবতি রমনি থাকিব জার ঘরে   সমস্ত বৈসাখ তারে রাখ্য স্তানান্তরে।
উর্ত্তর দুয়ারি ঘরে না করিবে বাস   সমস্ত বৈসাখ মাসে না চসিবে চাস।
সমস্ত বৈসাখ মাসে না বহিবে হাল   [৩খ বার মাস আরতি করিবে সর্ব্বকাল।
প্রাতকালে উঠি রাজা বিবিধ বিধানে   উঠিঞা করিলা রাজা পুজার আওজনে।
ধুপ দ্বিপ নৈইবেদ্য করিল রসাল   ছাগল মেস মহিস আনিল পালে পাল।
সাত দিনে পুজে রাজা দিয়া সাত মালা   অবসেসে খিরগ্রামে কর্য্যা দিল পালা।

সকল গ্রামের পালা নিবড়িয়া গেল অবসেসে পুজারি ব্রাহ্মনের পালা আইল।
প্রানরক্ষা নাহি হয় [৭ক খিরগ্রামে রঞা স্ত্রীপুত্র লইঞা মোরা জাই পালাইঞা।
স্ত্রী পুত্র নঞা দ্বিজ পালাইয়া জায় গম্ভিরে থাকিয়া দেখি জগতের মায়।
ব্রাহ্মনির বেসে পথ আগুলিল জাঞা এত রাত্রে কোথা জাও মোর মাথা খাঞা।
এত রাত্রে দ্বিজবর তুমি জাহ কোথা পালাইঞা জাহ বুঝি খাঞা মোর মাথা।
দ্বিজ বলে মা আমি কহিতে ভয় বাসি জোগধ্যা নামেতে রাজা আন্যাছে রাক্ষসি।
সাত দিন পুজে [৪খ রাজা দিঞা সাত বালা অবসেসে খিরগ্রামে কর‍্যা দিল পালা।
সকল গ্রামের পালা নিবড়িঞা গেল কালি অভাগার পালা নিকট হঞা আইল।
এ কথা স্থনিঞা বলেন দেবি কাত্যায়নি জার ডরে পালায় বাছা সেই দেবি আমি।
দ্বিজ বলে তুমি দেবি জানিব কেমনে জদি কাত্যাঅনি মুর্ত্তি পাই দরসনে।
আস্বিনে অম্বিকা মুর্ত্তি জদি দেখিতে পাই তবে সে পত্যয় হৈঞা ফির‍্যা ঘরে জাই।
দেবি বলেন বাছা দ্বিজ চক্ষু [৫ক মুদ তুমি আস্বিনে অম্বিকা মুর্ত্তি ধারন করি আমি।
স্ত্রী পুত্র নঞা দ্বিজ নয়ান মুদিল আস্বিনে অম্বিকা মুর্ত্তি দসভূজা হৈল।
সিংহপিষ্টে আরোহন দসভূজারূপে স্থল হাথে হানিলেন অস্থরের বুকে।
বামদিগে কার্ত্তিক দক্ষিনে গনপতি ডাহিনে বামে সোভা করে লক্ষি স্বরেসতি।
আস্বিনে অম্বিকা মুর্ত্তি দরসন পাইল দেবির চরনে দ্বিজ প্রনাম করিল।
দেবির অগ্রেতে [৫খ বলে করিয়া প্রনাম স্ত্রী পুত্র নঞা দ্বিজ মিলিল নয়ান।
সহস্তে আমার মাথা লে গো বলিদান॥
দেবি বলেন বাছা ঘর জাহ তুমি আপনার নয়ানে ব্রহ্মবধ না করিব আমি।
এ কথা বলিয়া দেবি গম্ভিরে আইল স্ত্রী পুত্র নঞা দ্বিজ ঘরকে আইল।
দেসে দেসে হৈতে একটি মেরেআ আইল বৎসর অন্তরে তারে বলিদান দিল।
এ কথা বলিয়া দেবি করিলা গমন খামসার ঘাটে গিয়া দিলা দরসন।
স্নান [৬ক ছলে বসিলেন খামসার ঘাটে অঙ্গ মার্জনা করেন বটবিক্ষতটে।
অঙ্গ মার্জনা করেন উমা মাহেস্বরি হেনকালে সঙ্খ লঞা আইল সাখারি।
দেবি বলেন কোথা জাহ কোথা তোমার ঘর কিসের পসরা তোমার মাথার উপর।
বন্নিক বলেন মাগো আমি জাত্যে গো সাঁখারি সঙ্খ নঞা জাই আমি অজোর্দ্ধা নগরি।
দেবি বলেন স্থন বাছা বন্নিকনন্দন আবাহ পসরা সঙ্খ দেখিব কেমন।
[৬খ এ কথা স্থনিঞা বন্নিক পসরা আবাইল শ্রীরামলক্ষন নামে সঙ্খ মাত্র দিল।
দুই বাহু সঙ্খ দিল ভগবতির হাথে নাড়েন চাড়েন সঙ্খ লাগিলা দেখিতে।
দেবি বলেন স্থন বাছা বন্নিক সাখারি সংঙ্খের উচিত বাছা কত নিবে কড়ি।

দেবির বচন স্থনি বন্নি'ক তবে কয় সংখ্যের উচিত মূল্য পঞ্চ তঙ্কা হয়।
তুটি বাহু সঙ্খ বাছা পরায় আমার হাথে পিতার ঠাঞ্ঞি তঙ্কা আছে কয়্যা [৭ক কলঙ্গাতে।
ছল পাঞা বন্নিক বলে বৈস্যা আছ একা কেমনে পরাব সঙ্খ মনে হয় সঙ্কা।
দেবি বলে স্থন বাছা পরিচয় দি পুজারি ব্রাহ্মন জিনি তার আমি ঝি।
এই কথা স্থনি বান্যা আগুইঞা গেল তৈল জল নিঞা মাএর তুই হস্তে দিল।
তৈল জল নঞা জেই তুই হস্তে দিল হস্তে পদ্মপাত্র পদ্ম দেখিতে পাইল।
দেবির চরিত্র দেখি মনে পাইল ভয় কপট ছাড়িয়া মাগো দেহ [৭খ পরিচয়।
বান্যার স্থনিঞা বানি মহামাযা হাসে নিজ পরিচয় দেন সাখারির পাসে।
দেবি বলে স্থন বাছা পরিচয় দি পুজারি ব্রাহ্মন জিনি তার আমি ঝি।
তুই পুত্র নঞা আমি থাকি বাপের ঘরে দারিদ্র স্বামি আমার অন্ন দিতে নারে।
তুই পুত্র নাম তার কার্ত্তিক গনপতি তুই কন্যা নাম তার লক্ষ্মি স্বরেসতি।
বিপ্রবংসে জন্ম মোর নামটি ভবানি সর্ব্বলোকে বলে মোরে গনেস ৭খ]…।

১১৮ দোহা

মীরাবাই, কবীর

পুঁথিসংখ্যা ৬৮৭ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৭"×৩"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

৭ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীআন ॥

গুর গুর সব কোই কহে গুর না লেখে কোই মিরাবাই কো রূপ কহে গুরু কাহা শে হোয় ॥১॥ রূপ কো পোছে মিরাবাই স্থরকা লচ্ছন্ কেশোঁ গুরু করকে গুরুমৎ লেয় গুর কহে সা[চ]াঁ। গুরু কর কে গুরুমৎ না নেয় শো যোম্ কী ডাড় মিরাবাই কো রূপ কহে : শো গুরুম ভাঁড়। গুরু করকে গুরুমৎ না নেয় সাধন করে কর আখেরে কী শো যোমদণ্ডী মিরাবাই কোঁ রূপা কনক আওর কামিনী ইয়ে দো ফান্দা ইন্সেঁ যো বাঁচে কবির কহে ওয়া কি হাম বান্দা কড়িছেঁ হিরা হিরাছেঁ লান্ আধা ভকত কবির পুরা ভকৎ কামান্ ॥ [১খ গুরু করণ এক হেঁ তা বিনো সব শুন এক বো রাখে হাথ যো শো হোয় দর্শন ॥৫॥ প্রেমনগর কি ডগর মে কো পয়ঠে কো ধায় : যো পয়ঠে শো বদ্ধে নাহিঁ কুশল কহা নাহিঁ যায় ॥৬॥ রূপকো পোছে মিরাবাই কই কৃষ্ণ কি রূপ। প্রেম কেশোঁ গড়ি কেশোঁ কহো এ তিন স্বরূপ ॥৭॥ রসনা জানৎ রস আস্বাদহিঁ রূপকো কাহা হো বাই। যো মে বোলয় নো জনৎ কহত রূপকো নিকাই ॥৮॥ আকৎ কথা প্রেমকি কাঁহেঁ। কহা না জায় গুঙ্গা যে শো শপন্ দেখ কো সমুজ সমুজ ফস্তায় ॥৯॥ যেশো লুনকো পোথ্লি সমুদ্রকোঁ থারিআন্ ফের আপ্ আপ্ ভেয়কো…হয়োরান ॥১০॥ গুরুশো বৈষ্ণব মেনে আওর মেনে ভগবান্ মিরাবাই…রূপকোঁ যো বিশ্বায করে শোই বলবান ॥১১॥

রূপ্‌ রূপ্‌ শব্‌ কোই কহে রূপ না লখে কোই মিছা শাশোঁ। জিশা লোগ এ আখের মরে-গা শোই ॥৯॥ ১খ]

১১৯ ধর্ম্মমঙ্গল

ধর্ম্মদাস বৈদ্য

পুঁথিসংখ্যা ৮১৪ ; পত্র ৯৩ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২½"×৪½"। লিপিকাল ১২৭৪ সাল।

ভনিতা,

[৭ক রাজার আজ্ঞায় সাজে রাজার লস্কর   কহে কবি ধম্মদাস ভিসজ্ঞকুমার।
[৬খ রমতি তেজিয়া গেল যুরিক্কার দেষে   অনাদ্যমঙ্গল গান কবি ধম্মদাসে।
[১৭ক ধম্মের বিসম মায়া বুঝনে নাঞি জায়   ধম্মের মঙ্গল কবি ধম্মদাসে গায়।
[২২ক কহে কবি ধম্মদাস অনাদ্যের বরে   হরি হরি বল সভে পাপ জাকু দুরে।
[২৭খ ধম্মদাস কবি গান মান্দারনে ঘর   পাসণ্ডজোনার মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর।
[২৯খ কহে কবি ধম্মদাস ধম্ম জারে সখা   দ্বিজরূপে মহাপ্রভু জারে দিলে দেখা।
[৩০খ শ্রীধম্মের মায়া কভু ঝুঝনে না জায়   ধম্মের মঙ্গলে কবি ধম্মদাসে গায়।
[৩৩ক পঞ্চম হেত্যার বান্দে কসিয়া কোমর   কহে কবি ধম্মদাস ভিসজ্ঞকুমার।
[৩৪ক ধর্ম্ম পদতলে ধম্ম ধম্মদাস বলে   পার কর কিঙ্করজোনে।
[৪০ক সরবরের মালঝাঁটী তুলে নিল কান্দে   কহে কবি ধম্মদাস পাঁচালির ছন্দে।
[৪৮খ লখিয়া ডুমনি যুনে মুখপানে চেয়্যা   ধম্মদাস কহেন ধম্মের আজ্ঞা পেয়্যা।
[৫০ক তস্য পুত্র জ্ঞাত গোত্র তস্য সঙ্গে গশ্চতং   লখ্যা আসি কহে ভাসি কবি ধম্ম ভাসিতং।
[৫৪খ কহে কবি ধম্মদাস ধম্ম জারে সখা   দ্বিজরূপে সরবরে জারে দিলে দেখা।
[৫৬ক সাজে রামা তুরিত ধুমসি কামকর   কহে কবি ধম্মদাস ভিসজ্ঞকুমার।
[৫৮ক হাহাকার করিয়া তেজিল প্রান আসা   কহে কবি ধম্মদাস গোবিন্দ ভরসা।
[৬০ক কহে কবি ধম্মদাস সেবি নিরঞ্জন   হাকণ্ডে কামনা করে সেন তপধোন।
[৬৭খ যুনি চমকিত সেন পত্র পাট করে   কহে কবি ধম্মদাস বাকুড়ার বরে।
[৭৩ক করতার কর পার লেআছি স্বরন   ধম্মের পিরিতে হরি বল সর্ব্বজোন।
[৭৬খ, ৭৭ক হায় বোলে উঠে দাণ্ডাইল মামুদিয়া   কহে বৈদ্য ধম্মদাস শ্রীধম্ম ভাবিয়া।
[৯৩খ ধম্মের আদেসে বৈদ্য ধম্মদাসে গায়   হরি হরি বল সভে বারমতি হইল সায়॥ ইতি শ্রীধম্মের জাগরন পুস্তক সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তি ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ সঅক্ষর শ্রীমহাদেব পুরকাইত। সাং জঙ্গলপাড়া। শ্রীযুৎ রামযুন্দর দাদা মহাসয়কে লিখিয়া দিলাম॥ ইতি—তাং সন ১২৩৪ সাল—৬ অর্গেবান।—বেলা দুই প্রহর হৈতে সমাপ্ত হইল॥৯॥

১২০ ধর্মপুরাণ (মঙ্গল)

যাদুনাথ

পুঁথিসংখ্যা ৯২৩ ; পত্র ৬৭ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩২/২"×৫" ; অতিজীর্ণ তুলোট ; লিপিকাল ১১৪৭ সাল, তাং ২২ বৈশাখ (দ্র. পুঁ. প. ১খ, পৃ ২২০-২১ ও মৎসম্পাদিত এবং বিশ্বভারতী-প্রকাশিত সাহিত্যপ্রকাশিকা তৃতীয় খণ্ড)।

১২১ ধর্মমঙ্গল (সুরিক্ষার পালা)

বৈদ্য ধর্মদাস (?)

পুঁথিসংখ্যা ৯২৫ ; পত্র ২ ; অখণ্ডিত ; অসমাপ্ত ; আকার ১৪"×৫"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের।

[১ক ধর্ম্মমঙ্গল···ষুরিক্ষ্যের পালা।

নম ধর্ম্ম পারব্রহ্ম লইলাম স্মরন তুমি না তারিলে ধর্ম্ম তারে কোন জোন।
বিসম ধর্ম্মের ঘর আগুনের ধার একমন হইলে অবশ্য হয় পার।
জামতি হইতে হইল সেনের গমন গোলাহাটে লাউসেন দিল দরসন।
গোলাহাটে লাউসেন জদি দেখা দিল হেনকালে ভাজন বুড়ি সেকানে আইল।
সাজ্জন করিয়্যা বুড়ি বসিল দোকানে কর্প্পূর বুড়ির পানে চায় ঘনে ঘনে।
দেখিআ বুড়ির সাজ হইল বিস্ময় লাউসেন তারে কিছু ধিরি ধিরি কয়।
দেখ ভাই গুনমুনি বুড়ির নাপান সাজন করিআ আইল জেমত যুআন।
বৃর্দ্ধ মাগি হইআ সাজন জানে এতো না জানি যুবককালে আর ছিল কতো।
চল দাদা তুরিত গৌউর চল্য জাই এ মাগি বারুই জেন ষুরিক্ষের রাই।
মাআ পাত্যেয়্যছে দোকান দিইয়্য পথে অনেক রাজায় ভুলাএছে নানামতে।
য়নেক প্রকারে কড়ি খ্যায়্যছে ভাণ্ডাইয়্য রসিক পাইলে জেন রাখে ভুলাইয়্য।
কর্প্পূরের কথা ষুনি লাউসেন হাসে হেন[কালে] বুড় মাগি লাউসেনে জিজ্ঞাসে।
বুড়ি বলে যুন হে ষুন্দর গুনধাম কি জাতি বসতি কোথা [১খ কোন গ্রাম।
কে তোমার মাতা পিত্য কতো দুর জাবে কে তোমরা দুই ভা নিশ্চয় কহিবে।
লাউসেন ষুন্দর বলেন বারুই বুড়ি ক্ষেত্রিবংসে জর্ম্ম মর ময়নায় বাড়ি।
লাউসেন আমার নাম কর্ন্নসেন পিতা বেনু রাজার কুমারি রঞ্জা হয় মর মাতা।
কর্প্পূর অনুজ মর আমি জেষ্ট ভাই নৃপতি সম্ভাস হেতু গৌউর চলে জাই।
সেন বানি ষুনিঞা বুড়ির হইল হাস আমার নাতির নাম বটে লাউদাস।

সমন্ধে হইলে নাতি আজি জাবে কোথা তোমারে ছাড়িয়া নাতি না দিব সর্ব্বতা।
নাতির সমন্ধে সেন তুমি মর নাতি বড় তুষ্টু হেন মনে পাইল্যম পিরিতি।
নাতির সমন্দে সেন আমি তোমার আই এমন আনন্দ ভাই বড় পুন্নে পাই।
দেখিলাম নাতি আমি তুমি আছ ভালে কহ মাতা পিতা কিবা আছেন কুসলে।
কুসলে আছেন কিবা দেসে জত প্রজা বৈসে ষুনিব সে ষব কথা মনের হরিসে।
শমন্ধে হইলে নাতি আজি জাবে কোথা তোমারে ছাড়িয়া ১খ] নাগর না দিব বতা।
আমি ত যুন্দর স্কেৎ তুমি ত যুন্দর কেহ কার নহে টুটি দুই জোন সোষর।
যুন্দর যুন্দর আজি মিলাইল বিধি চল মর মন্দিরে ষুন হে গুননিধি।
বড় সাদময় হৈয়্যছে মর মনে এক ঘরে রজনি বঞ্চিব দুই জনে।
ইশত হাশিয়্য তারে বলে সেনবালা তোর রুপ দেখি জেন পুরা ঝ্যতলা।
বারুই বুড়ি বলে নাতি মন দিয়া সোন পুরাতন ঝেতলা য়নেক করে গুন।

১২২ ধর্ম্মঙ্গল (সুরিক্ষার পালা)
বৈদ্য ধর্ম্মদাস

পুঁথিসংখ্যা ৯১৩; পত্র ১৪; অখণ্ডিত; অসমাপ্ত; আকার ১৪১/২"×৫"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের।

[১খ শ্রীশ্রীহরিঃ ॥ গনেসায় নম। নম ধর্ম্মদেবতায় নম ॥ নম সরস্বতি দেবি নম। ধর্ম্মমঙ্গল লাউসেন সুরিক্ষার উপক্ষন লিক্ষ লিক্ষতে ॥
নম ধর্ম্ম পারব্রহ্ম লইলাম স্বরন তুমি না তারিলে ধর্ম্ম তারে কোন জন।
বিসম ধর্ম্মের ষর আগুনের ধার এক মন হইলে অবস্য হয় পার।
সাজন করিআ বুড়ি বসিল দোকানে কপুর বুড়ির পানে চায় ঘনে ঘনে।
দেক্ষিআ বুড়ির সাজ হইল বিস্ময় লাউসেন ভাবে কিছু ধিরে ধিরে কয়।
দেখ ভাই গুনামুনি বুড়ির নাপান সাজন করিআ হল জেমত যুআন।
বুড়া মাগি হইআ সাজন জানে এত না জানি যুবতকালে আর ছিল কত।
চল দাদা তুরি[ত] গৌউড় চলে জাই এ মাগি বাইল যুরিক্ষার রাই।
মাআ পাত্যা রয়্যাছে দোকান পথে দিয়া অনেক প্রদিসির কড়ি খায়েছে ভাণ্ডায়্যা।
কপূরের কথা ষুনি লাউসেন হাসে হেনকালে বাড়ুই বুড়ি লাউসেনে জীজ্ঞাসে। ১খ]
ভনিতা,
[২খ দেখিআ ত্রাসিত বড় কপুর পাত্তর কহে কবি ধর্ম্মদাষ অনাদিকিঙ্কর।
[৫খ ধর্ম্মের বিসম মাআ বুঝানে না জায় ধর্ম্মরে মঙ্গল বত্ত ধর্ম্মদাসে গায়।

[৭ক লিখিল জতক তার কত নিব নাম   বিস্তার করিআ গেছেন রূপরাম।
তাহা যুনি সভাকার হইল উল্লাস   সঙ্খেপ করিআ কহে বৈদ্য ধর্ম্মদাষ।
[৭খ ভাল্য ভাল্য বলে নটি দেখি সেনরাঅ   ধর্ম্মের মঙ্গল বৈদ্য ধর্ম্মদাষ গাঅ।
[৯ক যুনিআ কুপিত সেন ধর্ম্ম অবতার   কহে কবি ধর্ম্মদাস পুরানবিচার।
[১২খ সকল ধর্ম্মের মাআ বুঝা নাই জায়   ধর্ম্মে[র] মঙ্গল বদ্য ধম্মোদাসে গায়।

১২৩ ধর্মরাজের ও কামিন্যার ধ্যান

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৬১৯; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ৯"×৩"। লিপি আ. ৫০ বৎসর আগের।

ওঁ যস্যন্তং নাদি মধ্যং ন চ করচরনং নাস্তি জন্মাপিযস্য নাবগরং ন চ ভয়মরনং নাপি স্থূলং ন সুক্ষ্মং যোগীন্দ্র জ্ঞানগম্যং সকল সুভময় সুক্ষ্ম ভাবোপিনিত্যো ভক্তানাং কামদায়ী কলিকলুষহরঃ পাতু নঃ শুন্যমূর্ত্তি। ওঁ ধর্ম্মরাজায় নমঃ। পাদ্যাদিকং পূজয়েৎ॥

ওঁ রাজরাজেশ্বরীং দেবীং নানালঙ্কারভূষিতাং রক্তবস্ত্রপরীধানাং।
বালার্ক সদৃশীং তনুং ব্রহ্মাদিভি মুনিগনৈ সেবিতাং ভবগেহিনং।
ত্রিবলীবলয়পেতনাভিনালমৃনালিনীং চতুর্ভুজাং বরপ্রদাং নাগ।
যজ্ঞোপবীতিনীং শবাকারে মহাদ্বীপে যোগাসন সমন্বিতাং।
অচিন্তাং সাধিতাং নিত্যাং গৃহিনাং সুখদাং সদা বাঞ্ছাতীত ফলপ্রদাং।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবান্বিতে সর্ব্বসিদ্ধি বিধায়িনীং প্রফুল্লবদনা রূঢ়াং।
ধ্যায়েত্বাং ভবগেহিনীং হ্রীঁ রাজরাজেশ্বরী দেবতায়ৈ নমঃ।

১২৪ ধামালী

লোচনদাস

পুঁথিসংখ্যা ৬৫৭; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১৩"×৫"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

কৃষ্ট। গৌরাঙ্গস্য পুর্ব্বরাগ॥
পুরুবে যাছিল ঐ নন্দঘোসের বেটা   সুন্যাছি রাধিক্যার সঙ্গে কর‍্যাছিল লেঠা।
ব্রজবধুর মন ঐ কর‍্যাছিল চুরি   কদম্বতলাতে থাক্যা বাজাথ্য মুরুলি।
রাখালের সঙ্গে ধেনু চরাথ মাঠে   পুরানে সুন্যাছি হেই গো সেই নাগর বটে।

গোপি সঙ্গে বিহার ঐ বৃন্দাবনে কৈল   ইবে গোউরমুর্ত্তি ধর্‌য়া সচির গৃহে য়াল্য।
কালিয়া বরন গোরা হল্য কি ল্যাগিল্যা গিয়্যা   লোচন বলে শ্রীরাধিকার নাম জপিয়্যা॥

ঐ গোরা কে বটে চেনা নাঞি জায়   পুরুবে য়াছিলা বুঝি নন্দের তনয়।
করজোড়ে মাগিথ মুনি জসোদার য়াগে   বলিতে না পারি হে গো তার মত লাগে
গোধন চরাথ বনে পায়ে দিয়া বাধা   সদাই বাজাত বাসি নাম লয়া রাধা।
কোথা বা রহিলা পিত বাস হিন   দত্ত রাধিকার ভাবি পর্‌যাছে কপিন।
ঐ মুনিলুব্ধ ছিলা নাম মুনিচরা   লোচন বলেন ভুলনা কেউ সেই বটে গোরা॥

শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ট
বিনদ গোরা বিনদ বেস বিনদ বদনখানি   বিনদমালা গলায়ে য়ালা বিনদ দোলনি।
বিনদ নয়ান বিনদ ভাও বিনদ য়ঁখের তারা   বিন[দ] মালা গলায়ে আলা বিনদ মালা বেড়া।
বিনদ রূপ বিনদ বুক বিনদ সোভা করে   বিনদ নাগর বিনদ বাজার বিনদ বিহারে।
বিনদ চলন বিনদ বলন বিনদ সবহুঁ য়ঙ্গ   লোচন কহয়ে বানি বিনদ বিনদ গউর য়ঙ্গ॥

কি করিব অগো সোই হিয়ায় জাগে গোরা   কি করিতে কি ন্যা করি মন হয়্যাছে ভোরা।
ঘুচিল গৃহের বাস সুন অগো মা   গউর বৈ নয়ানে য়ামার কিছুই হেরে না।
দুকুলে কলঙ্ক হল্য মলাঙ লোকলাজে   দিবস রজনি গোরা জাগে হিয়্যার মাঝে।
কি করিব উগো সোই নাই দেখি পার   গউর বল্যা চমকিয়া উঠি কতবার।
নিস্‌চয় করিয়া প্রান বস্যা জদি থাকি   ছটফট করে প্রান ঝুরে দুটি য়ঁাখি।
য়ান বলিতে গউর বলি ধরিতে নারি হিয়্যা   লোচন বলে গউরময় হয়্যাছে নদিয়্যা॥

১২। নাড়ীপরীক্ষা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৫১; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১৩½"×৩½"। লিপিকাল আ. ১০০ বৎসর আগের।

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। অথ নারিপরিক্ষ্যা নারিজ্ঞান নিরূপনং॥

সদ্মে শঙ্গেষয়া নাড্যস্তিষাত্রি মলিকা তাস্থাং মুখ্যা সুমুম্নেষা ইড়য়া পিঙ্গলা নাম্নিতা অষো মধ্যে গতা নাড়ী সুসুম্নেষা পিকীর্ত্তীতাঃ। অস্যার্থঃ। নারিতে বেষ্টীত অঙ্গ জীবের সরির শবে বলে ত্রিমুনিকা কহিলেন ধির: তার মধ্যে সুসুম্না নামে মুখ্যা জানি: ইড়ারে

পিঙ্গলাতে বেষ্টীতা রূপে মানি ঃ বাম ভাগে ইড়য়া দক্ষিতে পিঙ্গলা তার মধ্যে গতা নারি সুষুম্না কহিলা। ইতি। পত্রে লেখ্যা নিভী ভিন্নী সুষ্মার পুরূপস্থিতা মৃনালনালিকা-রূপ শ্রোতসংশর্ব্বে দেহে গা তথাপি দেহ চ প্রান জীবিত্যাস্ত নিদর্শকা। অস্তার্থ॥

১২৬ নামসংকীতন

নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৪৭; পত্র ১; অখণ্ডিত; জীর্ণ; আকার ১৩১/২"×১৪১/২"। লিপিকাল ১২০০ সাল।

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণে শ্বরণং।—

জয় জয় গুরূ গোসাঞী পদ করী সার জাথে হৈতে পার হও এ ভব শংসার।
জয় জয় সচিশূত গৌরাঙ্গশূন্দর জয় জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর।
জয় [জয়] সিতানাথ অদ্বৈত গোসাঞী জাহার কৃপাতে পাই চৈতন্য নিতাই।
জয় জয় শনাতন জয় শ্রীরূপ জয় জয় ভট্ট যুগ প্রাণের স্বরূপ।
জয় জয় গদাধর জয় হরিদাশ জয় জয় রামানন্দ জয় শ্রীনিবাশ।
জয় জয় গোবীন্দ মুর্ত্তি মোনহর ক্রোটি চন্দ্র জিনি জার বদন শূন্দর।
জয় জয় মদনগোপাল বংশীধারী ত্রিভঙ্গ শূন্দর ভঙ্গি চরণমাধুরী।
জয় জয় গোপাল দেব ভকতবৎসল তমাল শ্যামল অঙ্গ পিন বক্ষস্থল।
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর পূরী গোসাঞি লাগী জার নাম খিরচোর।
জয় জয় নিলাচলচন্দ্র জগনাথ মো পাপীরে কৃপা করি কর আত্মসাথ।
জয় জয় মথুরামণ্ডল কৃষ্ণধাম জয় জয় শ্রীগোকুল গোলক আক্ষ্যান।
জয় জয় দ্বাদষ বণ কৃষ্ণনিলাস্থাণ শ্রীবণ ভদ্রবণ ভাণ্ডীরবণ নাম।
মহাবনে মহানন্দ পান ব্রজবাশী জাহাতে বিহরে কৃষ্ণ কর্ন্না প্রকাশী।
জয় জয় তালব[ন] খদির বহুলা জয় জয় কুমুদ কাম্যবণে কৃষ্ণনিলা।
জয় জয় মধুবণ মধুপানের স্থান জাথে মধুপানে মত্ত হইলা বলরাম।
জয় জয় শর্ব্বছেষ্ট শ্রীবৃ[ন্দা]বণ বেদের অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন।
জয় জয় ললিতাকুণ্ড জয় শ্যামকুণ্ড জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড।
জয় জয় কালী জয় জমুনা জয় জয় বংশী[বট] জয় পুলিনা।
জয় জয় নন্দ ঘাট জয় অক্ষয় বট জয় চির ঘাট জমুনা নিকট।
জয় জয় রাম ঘাট পরম নির্জ্জণ জাহা রাশ নিলা কৈলা রূহিনিনন্দন।
জয় জয় কেশী ঘাট জয় দান ঘাট জয় জয় অক্রুর ঘাট জয় সিঙ্গার বট।

জয় জয় কালিন্দি জয় গোবর্দ্ধণ জয় জয় মনিষগঙ্গা জয় সেতপন ।
জয় শূর্জ্জকুণ্ড জয় জয় সুর্জ্জস্থান জাহা সুর্জ্জ পুজা কৈল নঞা গোপীগন ।
জয় জয় ব্রজগোপ ছেষ্ট নন্দরাজ জয় জয় ব্রজেশ্বরী ছেষ্ট গোপীমাঝ ।
জয় জয় রুহিনিনন্দণ বলরাম জয় জয় ন···রাধা স্বয়ং রশধাম ।
জয় জয় বিমলকুণ্ড জয় নন্দীস্বর [জয় জয়] কৃষ্ণকেলী পাবণ স্বরোবর ।
জয় জয় বৃকভানু জয় অভিমন্যু জয় জয় শ্রীদামাদি সখা প্রিয় ধন্য ।
জয় জয় রাধা ইন্দু অনঙ্গমঞ্জরী ত্রিভূবণ জিনি জার রূপের মাধুরী ।
জয় জয় সখিগণ ললিতা স্যুন্দরী জয় জয় চিত্রা দেবী চিত্রের মুঞ্জরী ।
জয় জয় বিশাখিকা চম্পক লতি[কা]··· দেবী স্যুদেবী তুঙ্গ বিদ্যা ইন্দু ।
জয় জয় পুর্ন্নমাসি বলি···য়া রাধাকৃষ্ণ লিলা ক···মায়া আ·· দিয়া ।
জয় জয় বিরবৃন্দ কৃষ্ণ প্রিয়তম রাধাকৃষ্ণ নিলা করান অতি মনোরম ।
জয় জয় মুনিমণ্ডপ রত্নসিংহাশন জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখিগণ ।
শূন শূন অরে ভাই করিএ প্রার্থনা ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সদা করহ ভাবণা ।
এ সব নিলা জে করে স্বরণ সিরে ধরী বন্দো মুঞী তাহার চরণ ।
রাধাকৃষ্ণ পদপদ্ম সেবা অভিলাশে নাম শংকির্ত্তণ কহে নরোত্তম দাসে ॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম শংকির্ত্তন সংপুর্ন্ন। লিখিতং শ্রীকালীচরণ দাশ। সাঃ লম্বোদরপুর পাঠর্থে শ্রীকালীচরণ সেন সাঃ কাথটীয়া গ্রাম সন ১২০০ সাল তারিখ—১৪ শ্রাবণ— ।

১২৭ পঞ্চ নাম ও স্বরূপ

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৬৩০ ; পত্র ১ ; আকার ৯½"×৭"। অখণ্ডিত ; জীর্ণ ; লিপিকাল আ. ১২৫ বৎসর আগের ।

৭ শ্রীহরি—অথ পঞ্চনাম ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধে কৃষ্ণ ১। অথ সাধক পঞ্চ নাম ১ ।
ক্লীং কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধে কৃষ্ণ ক্লীং রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ
রাধে রাধে শ্রীং রূপ রাধে গোবিন্দ রাধে রূপ কাম গাইতি ১ ।
ক্লিং কামদেবাঅ বিদ্মাহি পুস্পুবানাহি ধিমহি তন্ননং পেচেদএৎ ১ ॥
শ্রীমতির ॥
শ্রীঅং রাধিকা মোহালক্ষি স্বরূপকং ধিমহি তন্ননং পেচেদএৎ ।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ।

সারে চব্বিস অক্ষরে সারে চব্বিস চন্দ। হাতে দশ চন্দ পাএ দশ চন্দ দুই গণ্ডে দুই চন্দ তিলক চন্দ ডের মোখ চন্দ এক অলকা তিলকা অর্দ্ধেক চন্দ একুনে ২৪॥ চন্দ

শ্রীমতির স্বরূপ।

সারে চব্বিস চন্দ। হাতে ১০ চন্দ পাএ ১০ চন্দ... ১। তিলকে ১ চন্দ শিন্দুরের কু ... ... একুনে ২৪॥ চন্দ। শ্রীং ক্লীং চৈতন্য ইনিং রসপাণ্ডী... শ্রীং বিচিত্র শ্রীচৈতন্যের শরূপ। শ্রীং ক্লীং নিত্যানন্দাঅ বিদ্মহে বিশ্বরূপাঅ ধিমহি তন্নোরাম পেচেদআং। শ্রীং ক্লীং অদৈতাঅ বিদ্মহে তন্নোবিষ্ট পেচেদআং॥

১২৮ পঞ্চাননমঙ্গল (রায়মঙ্গল)

দয়ালদাস

পুঁথিসংখ্যা ৭৯৫ ; পত্র ৮ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩¼" × ৪¾"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

[৪ক......দিয়া বস্ত্র অলঙ্কার মোর নিবেদন এই জে আজ্ঞে তোমায়।
ব্রহ্মচারি বলে রাজা নিবেদন করি বিধেতা করিল মোরে জনমভিকারি।
ষুনিচি লোকের মুখে তুমি বড় দাতা ধন পুত্র লক্ষি তোয় দিয়েছে বিধাতা।
কর্ণের সমান দাতা কিষ্ণপরায়ন যুধিষ্টী সমান দাতা বলে সর্ব্বজন।
অযুদ্ধ নগরে ছিলা রাজা দসরথ উত্তপতি ভাস্কর বংসে ক্ষেত্রিতে মহত।
একদিন মহারাজা সিকার কারনে সঙ্গে করি লইল ঐইমুনি নিলেন সেনগনে।
সর্ত্তরে রাউত রাজা সিকার ক্ষেলায় সিপাই খলপ জতো বোন ঘেরে আয়।
না পায় সিকার রাজা দুই প্রর বেলা ত্রেষ্টা আকুল তনু সুখাইল গলা।
ঘোড়া হাতি নৃপতি বসিল তরুতলে জল খাবো সর্ত্তরে লষ্করে ডেকে বলে।
সেই বোনে আছিল অন্ধর্ক মহামুনি জল আনিবারে পুত্রে পাটাল আপুনি।
জল ভরে মুনিপুত্র বাম হাথে ঝারি ভুপতি ষুনিতে পায় সব্দময় বারি।
সব্দভেদি বান রাজা রাখিল তখন সেই বানে মুনিপুত্র তেজিল জিবন।
সেই বানে মুনি ৪ক] [৪খ [পুত্র] পরান তেজিল ধিআনে অন্ধক মুনি তখন জানিল।
ক্রোধোমত্ত সাঁপ তারে দিলেক ব্রা[হ্মন পুত্রশোকে] রাজা তুমি হারাবে জিবন।
ব্রহ্মসাঁপ হইল রাজা গেলো নিকেতনে সত্যবন্দি দসরথ কেকু[য়ের] সনে।
মহারাজা কেকুএর সর্ত্তে বন্দি [হইল] সেই সত্য রঘুনাথে বোনে পাটাইল।
পিতের সত্য পালিবারে চলে রঘুনাথে লক্ষন জানুকি সিতে চলে তার সাথে।

আগে জায় ল[ক্ষন] জানুকি তার পাছে   গণ্ডিবান লইয়া লক্ষন ধায় পাছে।
পঞ্চবটি নিবাষ বাকল পরিধান   মাথায় যুভিত জটা বিভু নিধ্যান।
সিত্যরাম কানন ভিতরে দেখা দিল   গণ্ডির ভিতর সিত্যায় তখনি রাখিল।
মাআম্রিগে আসিয়া দিলেক দরসন   সোনার হরিনি হইয়া [না]চে ঘনর্ক্ষন।
কটিতে কিঙ্কিন বাজে আর এসে জায়   জানুকি বলেন তবে শ্রীরামের পায়।
আপনি ধরিয়া দিবে সোনার হরিনি   আপোনার সাথে [করি] রাখিব সারাদিন।
এত্তো যুনি শ্রীরাম লইল ধনু সর   দেখাদিখি দিল তাড়া মারিচ উপর।
মারিচ পড়িল জদি রঘুনাথে সমরে ৪খ]   [৫ক ধাইল লর্ক্ষন জে জানুকি রাখি ঘরে।
ভেকধারি রাবন দুয়ারে ভিক্ষে মাগে   ডেকে বলে গণ্ডির ভিতোর কেবা জাগে।
পর্ঞ্চ ফল জানুকি নিলেন হস্তে করি   রাবন সাক্ষ্যতে গেলো পরম যুন্দরি।
হেনকালে রাবন সিতের হাতে ধরে   ঐইমুনি তুলিলো সিত্য রথের উপরে।
রামের জানুকি হরে লইল রাবন   অসকের বোনে বন্দি করিলো তখন।
জানুকি না দেখি রাম কান্দে উভুরায়   রাজা দসরথ ইহা যুনিবারে পায়।
ক্যান্দই রামের সোকে দিবস রজনি   নয়নে বহিচে ধারা চক্ষে পড়ে পানি।
ব্রহ্মনের জন্য রাজা দসরথ মলো   বালিমিক পুরানে ইহা সকলি লিখিলো।
বালিমিক পুরানেতে লিখিলো রামায়ন   কহেন দয়াল কবি ভাবি পঞ্চানন॥

ঠাকুর বলেন রাজা যুন সারদ্ধার   ব্রহ্ম মন্ত্রে রায্য নষ্ট হইবে তোমার।
আমার সেবক বটে বিপ্র হরিহর   কি কারনে বন্দি তারে কৈলে নৃপবর।
কিবা অপরাধ ৫ক] [৫খ কৈলো তো[মা]র নগরে   কেন তারে বান্ধিয়া রেক্ষেচ কারাগারে
সর্ত্ত করি কহ মোরে সর্ত সমাচার   নতুবা তোমার রায্য হবে ছারক্ষার।
রাজা বলে যুন হে ঠাকুর ব্রহ্মচারি   তিন বার নষ্ট কৈল কলিঙ্গ্যা নগরি।
মানা করি পুজিতে ঠাকুর পঞ্চাননে   প্রেত ভুত দানাগুলা ফেরে তার সনে।
প্রেত ভুত দানা জত্তো ছাড়ে সিংহনাদ   কাঁপিলো কলিঙ্গ দেস গুনিঞা প্রমাদ।
তার পাকে বন্দিখানা দিয়াছি ব্রহ্মন   দক্ষিন মসানে লয়ে বধিব জিবন।
তবে মোর রায্যর সকল ভালো হয়   ব্রহ্মচারি বলে যুন রাজা মহাসয়।
ব্রহ্মনেরে বন্দি করে করো জলোপান   ছিষ্টি নষ্ট তোমার করিবে ভগোবান।
বংসের তিলকো তুমি সংসারের চুড়া   খাইবে বেটার মাথা হবে আটকুড়া।
ঐ কথা রাজারে কহিল ব্রহ্মচারি   অবসেষে হবে তুমি নাচের ভিকারি।
এত্তো যুনি হলো রাজা পাবোকের প্রায়   কেহ জেন অগ্নি জালি দিল সব্ব গায়।
দুই চক্ষু ফিরায় নাটাই জেন ফিরে   মোহারাজা বলে কিছু কোটালের তরে।

আপুনি কহিল কি আজ্ঞা রায্যা অধিকারি   অভিলম্বে বন্দিখানায় দেহ ব্রহ্মচারি।
পাত্র চোয়ালে ৫খ] [৬ক বলে যুন মহাসয়   কৈলাসে গমন কর তবে ভালো হয়।
আমি একা বসে থাকি কলিঙ্গা নগরে   দেখি মহারাজা মোরে কি করিতে পারে।
এতো জদি চোয়ালিয়া করে নিবেদন   অন্তর্ধ্যান হইলো ঠাকুর পঞ্চানন।
কৈলাষসিক্ষরে গিয়ে দরসন দিলো   একামাত্র চোয়ালিয়া বসিয়া রহিলো।
রাজার আরতি পেয়ে ধাইলো কোটাল   চোয়ালিইয়া পাত্রে গিয়ে ধরিলো তৎকাল।
দুই জোন বসিয়াছিলো আর জোন কোথা   কোটাল বলেন বেটার কাট লয়ে মাথা।
পিছমোড়া করি বান্ধে অঙ্গের কাপড়   বচন বলিতে মারে বদনে থাবড়।
নাকে দিল বড়সি দিগুন জার যুত্ত   পঞ্চম পাতুকি জেন বান্ধে জোমদুত্ত।
এইরূপে কোটাল ধরিলো দস জোন   ঝুলি কাথা সকল কাড়ে লইল তখন।
খান খান করে ছিড়ে ফেলে সিদ্ধেঁ ঝুলি   তাহার ভিতর ছিল বেধ কতোগুলি।
পাত্র চোয়ালিয়ে ভাবে রায়ে পঞ্চানন   কলিঙ্গে প্রে[বে]স কৈলা জতো ব্যধিগন।
আগে ধরে কোটালেরে চাপিয়ে চোয়াল   গড়াগড়ি মহিতলে মুক্ষেঁ ভাঙ্গে লাল।
চোয়ালেরে জেমন কোটাল তোলে হাত   ঐমুনি তাহার মাথায় পড়ে বজ্রাঘাত।
গড়াগড়ি মহিতলে জায় নিসেচর   আগে প্রেবেসিল ব্যাধি ব্রহ্মনে ৬ক] [৬খ র ঘর।
সন্ধেঁ গাত্রি ব্রহ্মন করেন সন্ধেঁবেলা   ঘড়ঘড়ে চাপিয়া ধরিলো তার গলা
কোসাকুসি ভেসে গেলো যুয়ারের জলে   অজ্ঞ্যান হইয়া বিপ্র পড়ে গঙ্গার জলে।
অজ্ঞ্যান হইলো দিজ মনে অসন্তোষ   সিয়ালে ছিড়িয়ে ফেলে তার অণ্ডোকোষ।
জ্ঞ্যানহতো হলো দিজ কি হবে উপায়   যুকুনি ঠোকোর মারে তাহার মাথায়।
জোগেতে বসিয়াছিল জতো মহাজগি   সভাকারে ধরে ব্যধি হলো মহারূগি।
গ্রাম যুম করে জতো কাএস্ত রোজোকারি   বুক চাপে ধরে বুকে বলে মরি মরি।
ব্যধি প্রেবেসিল জতো নগরের মাঝ   সভাকারে ধরে ব্যধ হইলো অকাজ।
তিলি মালি তামলি কুমার জতো আছে   একে একে ধরে ব্যধি কেহ নাঞি বাচে।
ঘাড়বাঁকা ঐমুনি ধাইল উভুরড়ে   পতোঙ্গ উড়িল জেন প্রলএর ঝড়ে।
অন্তোরিক্ষে চলে ব্যধি কেহ নাঞি দেখে   হাতি ঘোড়া ঐমুনি ধরিল লাখে লাখে।
কার বা রাখিল ঘাড় কার রাক্ষে হাথ   সিফাই খলপো বলে রাক্ষ বিস্যনাথ।
ঘোড়া মলো আমাদের হলো সর্ব্বনাষ   রায়ে পদ ভাবি কহে শ্রীদয়ালদাষ॥

রাএর আদেস পায়   জতো ব্যধিগন ধায়   প্রেবেসিলা কলিঙ্গনগর।
ঘোড়া হাত সেনাপতি   কতো সতো মহারথি   গড়াগড়ি ধুলার উপর।

কার কার মাথাবেথা কার মুকে নাঞি কথা কেহ বলে বেরায় পরান।
কেহ বা কান্দিয়া বলে ঝাপ দিয়া মরি জলে ৬খ] [৭ক কি দুসি করিল ভগবান।
রায়ের আদেষ পেয়ে জতো ব্যধি বেগে ধ্যায়ে প্রেবেসিল নগরের মাঝে।
জারে ধরে তারে মারে কেবা কারে রক্ষ্যা করে সকলের হইল অকাজে।
সেক সয়েদ জতো সবে হইলো বুদ্ধিহতো কারো মাথাবেথা কার জ্বর।
গড়াগড়ি মহিতলে ক্ষেদো ক্ষেদো করি বলে এবার ত্রাহান রক্ষ্য করো।
এ কি দাসা বদো রাজি ভাবয়ে বড়ই গাজি কেহো ভাবে ঘোড়াসয়েদ পির
মর্কা হজরত অলি তোমার কৌউসে বলি এবার ত্রাহান কর স্তির।
হায়ে হায়ে তোবা তোবা এ কি জ্বালা হলো বাবা কেহো ভাবে হাসোন হুসোন।
কেহো মনে করিব স্তির কেহো ভাবে সত্যপির এতো বাতে দেহো প্রানদান।
জতো ছিল যুগি মালা ব্যধিগন হেন বেলা প্রেবেষ না জানে ধন্তরি।
সেকরা আগরি জতো সবে হল বুদ্ধিহত ব্যধি অঙ্গ না ছাড়াতে পারি।
কান্দয়ে বাগিদি সতি অপর আশ্বিন তাঁতি আর কান্দে গুয়ালা কুমার।
ব্যধিগন বড় রাড় সকলের ভাঙ্গের ঘাড় কেহ বলে রক্ষ্য নাঞি আর।
কান্দয়ে চাশা জিবনের নাই আসা আর না ধরি পারি হাল।
রায়ের আদেস পেয়ে ব্যধগন বেগে ধ্যয়ে সভাকারে ধরিল তৎকাল ৭ক]
[৭খ জতি সতি যুবতিরে ধরে ব্যধি সভাকারে এড়াইতে নারে কৌন জোন
রায়ের চরন সেবি কহেন দয়াল কবি অবসেসে রহিল রাজোন ॥

কলিঙ্গে কলিঙ্গরাজা বার দিয়ে বসে ব্যধিগনে চোয়ালিয়ে বলেন হরিসে।
রাজার মহলমাঝে কেহো না এড়ায় প্রেবেসো করিল গিয়ে সভাকার গায়।
জেন রঘুনাথ আজ্ঞে কৈলো হনুমানে সতো কট বানর চলিল জার সনে।
উপনিত হল গিয়ে লঙ্কার ভিতর মন্দাদরি সহিতে বসেচে লঙ্কেস্বর।
বিস্তকর্ম্ম নিষ্মান করিল পুরি লঙ্কা ধাইলো বানরগন তিলেক নাঞি সঙ্কা।
হনুমান উপন্নিত রাবনে আগে বিসম লেঙ্গুড় দেখি মনে ভয় লাগে।
দুটা চক্ষু ফিরায় জেন পাবোকের প্রায় হনুমান দেখিয়া রাবন মুশ্চা জায়।
রাবন বলেন নাঞি দিখি তৎকাল দিখি প্রান উড়ে গেলো কি হলো জোঞ্জাল।
ত্রিভুবোনবিজই রাবন মোর নাম এতো দিনে মহাদেব হলো মোরে বাম।
হনুমান মনে ভাবে রামের চরন ঐমুনি ধরে গেয়ে দুর্জ্জয় রাবন।
চুলে ধরি রাবনেরে ফেলি মহিতলে ঘাড়েতে মারিলো নাথি চড় মারে গালে।

ত্রিভুবনবিজই রাবন মহাবির   বানরে মারিলো লাথি হইল অস্থির।
সেইরুপ জতো ব্যধি করিলো গমন   রাজার দরবারে গিয়ে দিল দরসোন।
পাত্র মন্ত্রি রাজার দরবারে জতো ছিল   একে একে জতো ব্যাধি সকলে ধরিল।
কার মাথা বেথা করে কার জ্বর জাড়ি ৭খ] [৮ক ঝেতোলা গায়ে দিয়ে কেহো জায় গড়াগড়ি।
নিদারুন ধরে ব্যাধি বিসমের জ্বর   কেহো গুন চট গায়ে দিলেক সর্ত্তর।
পোয়ালকুড়েতে কেহ রহিল পড়িয়া   প্রান জায় মরি মরি দেখ না আসিয়া।
কেহে গড়াগড়ি জায় ধুলার উপরে   ধরিল বিসম ব্যধি উটিতে ন পারে।
গড়াগড়ি দিয়া কান্দে জতো মহাজোন   কেহো বলে মরি মরি রাখহ জিবন।
দেখ্য মহারাজা এতো গুনিল অন্তরে   তারপর ধরে ব্যাধি যুবল যুন্দরে।
কেহো বা করেন ক্ষেলা কেহ দুগ্ধ খায়া   দারুন বিসম বেধি ধরে গিয়া তায়।
আগে হলো মাথাবেথা তবে হলো জ্বর   চোরা সান্নিপাত গিয়া প্রেবেসে অন্তর।
বুকে বুক চাপা ধরে করে ডাকাডাকি   পরান বেরেয় তার কার বাপে রাখি।
রানি বলে মহারাজা মোর কথা যুন   সকল মঙ্গল হয় বৈর্দ্ধ ডাকি আন।
অবিলম্বে আন বদ্য আমার সমুক   ছটফট করে পুত্র ফাটে মোর বুক।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা করি গমন   রাজবর্দ্য আনিল আও‌লে দস জোন।
রাজা বলে দুটি পুত্রে দেহ প্রান দান   রজতো কাঞ্চন দিয়ে করিব সম্মান।
দুসরি ইলাম দিব আর পর্ক্ষরাজ ঘোড়া   গায়ের দিব ঐইমুনি যুবর্ন জামাজোড়া।
অর্দ্ধেক কলিঙ্গে রায্য করিব ইলাম   নিদারুন বিধেতা আমারে হইল বাম।
এতো যুনি বর্দ্ধ দুই জোনার হাথ   ঘাড়ে কিল মারে দানা জম্মিল উত্তপাত।
বিসম ভূতের কিলে পাঁচ বর্দ্ধ মলো   রাজা বলে এতো দিনে সব্বনাস হলো।
বর্দ্য সব মলো পুত্র না পাব জিবন   এতো বলি কান্দে রাজা হইয়া অজ্ঞান।
জিব জতো ছিল কলিঙ্গে নগরে   প্রেবেস করিল ব্যধি সভার অন্তরে।
বিস্মম হইলো মনে ভাবে মাইপাল ৮ক]   [৮খ তখনি মরিল তার দুটি ছায়াল।
অজ্ঞান ভূপতি গড়াগড়ি মহিতলে   পুত্র মলো কি হলো কি হলো রাজা বলে।
পুত্রসোকে দসরথ তেজীল জিবন   পাগল হইলো জেমন হারায়্য মদন।
মেঘনাদ মরনে জেমন মোন্দাদরি   কি হলো কি হলো বলে রাজার যুন্দরি।
কপালে কঙ্কন মারে ফেটে গেলো মাথা   বড় দুস্কু দিল মোরে দারুন বিধেতা।
বেরাায় পাপিষ্ট প্রান বলেন ভুপতি   আঁটকুড়া হলেম আমি হবে কিব্য গতি।
কবিতা দয়াল বলে রায়ের মঙ্গল   ব্রহ্মন বান্ধিয়া রাখে তার এই ফল॥

বাছা চাদমুখে তুলি মা মা বল রে   নবিন কখিল জেন কুহরে ॥
পুত্রসোকে কান্দে রাজা॰   অর্জ্জান সকল প্রজা :   প্রবধিতে নাঞি কোন জোন।
পাত্র মিত্র নিসেচরে॰   মাথাবেথা কার জরে॰   কেহ বলে বেরায় পরান।
কেন রাজা ব্রহ্মনেরে :   রাঙ্খ্যা রাখে কাগারে॰   ভালো বুদ্ধি নহে তো রাজন।
বিসম ব্রহ্মনের মন্ত্য॰   নষ্ট হইল রাজসন্ত্য॰   কলিঙ্গে হইল ছারখার।
যুন সবে একচিতে॰   ব্রহ্মমন্ত্র পরিক্ষিতে   সমুদ্রে করিল বাসাবাড়ি।
যুনিহু ব্রহ্মনের কথা॰   রুসিল জগতমাথা॰   তক্ষক পাঠায় দড়বড়ি।
বদিরিকে ভাসিয়ে জায়॰   রাজা তা দেখিতে পায় :   আল ধরে মোর বিন্তমান।
হাথে করে নিল কুল॰   জাহার নাহিক মুল :   সর্পাঘাতে তেজিল পরান।
বিসম বিপ্রের মন্ত্য॰   ধরনিতে ঘোসে ধন্য :   রামচন্দ্র গেলো বোনবাষ।
ব্রহ্ম সত্যানারায়ন॰   পদ সেবে অনক্ষন :   পূজা কর জাইবে কৈলাষ।
ব্রহ্মন মানস নহে॰   কবি শ্রীদয়াল কহে   বিপ্রপদ বড়ই সিতল :।
ব্রহ্মনের পদরেনু॰   সিরে বন্দে রাম কানু॰   পূজা করে গোপিনি সকল ॥

য়রে তোর সয়ের সময়ে নএ রে   গৌর বাছা ফিরে আয়ে ঘরে ওরে॥ ৮খ]
[৯ক যুবল যুন্দর মলো রাজার ভুবনে   রাজা রানি গড়াগড়ি কান্দে দুই জনে।
পুত্রের মরন দেখি কান্দে নৃপবর   গড়াগড়ি দুই জোন ধরনি উপর।
কেন পুত্র চক্ষু মেলি নাহি কহ কথা   ডাকিলে ন উর্ত্তর দেহ ক্ষেয়ে মার মাথা।
কান্দিছে রাজার রানি দেখে পুত্রমুখ   ডাকিলে না যুন কেন ফাটে মোর বুক।
অনাতিনি করীলে আমারে এতোদিনে   বাছা কেমনে ধরিব প্রান তোমার বিহনে।
উঠ পুত্র কোলে করি হিয়ের পুথলি   মায়েরে অনাথ করি কোথাকারে গেলি।
হইল পরান সর্ব্ব ঘর বোনবাষ   মায়েরে ছাড়িয়া গেলে করিয়া নৈরাষ।
বাছা বাছা বলি রানি ডাকে উর্চ্চস্বরে   ডুম্বুর হারায়ে জেন নাগিনি ফুকারে।
ভুজঙ্গ আকুল জেন হারাইয়া মুনি   মদন হারায়া জেন পাগল রুকিনি।
কপালে কঙ্কন হানে কি হলো কি হলো   জাথে দেখে তাথে বলে বাছা কোথা গেলো
পুত্র বিনে সংসারে জি[ব]নে সাদ নাঞি   তুরঙ্গ মাতোঙ্গ বধ ন দিয়েছে গোসাঞি।
কেন মোরে বিধেতা করিল আটকুড়ি   কান্দে রাজা রানি এখন দিয়ে গড়াগড়ি।
লোকমাঝে দাণ্ডাইতে মনে লাগে ভয়   আঁটকুড়ি বলি মোরে লোকে পাছে কয়।
বিস খাইয়া সদাই মরিতে রানি চায়   পুত্রসোকে হিয়া ফাটে কি করি উপায়।
রাজা বলে কাটারি মারিয়া মরি বুকে   জন্ম আঁটকুড়ি বিধি করিলে আমাকে।

রাম বোনবাসে কান্দে রাজা দষরথ   ডুটি চক্ষু অন্ধ হলো নাত্রি পায় পথ।
রাজা বলে ডুবিয়ে মরিবো গিয়া জলে   কাতর হইয়া রাজা গড়াগড়ি বলে।
হতোবুদ্ধি হলো রাজা করে হায়ে হায়ে   বিধেতা মুগুর মেলে আমার মাথায়।
এতো বলি রাজা রানি কান্দে ডুই জন   হেনকালে কৈলাসে জানিল পঞ্চানন। ৯ক]
[৯খ চোয়ালিয়ে কম্বে করেচে ছারখার   এতোদিনে মোর পুজা হইবে প্রচার।
রত্ন সিংহাসনে বসে আছে পঞ্চানন   চারিদিগে বেষ্টিত বসেচে দেবগন
সিদ্ধিজোগে জগির গায় চামর ঢু[লা]য়   গলে সবে হাড়মালা বিভতি সর্ব্ব গায়।
কটি ব্রহ্ম স্তব স্তুতি করে জোড় হাতে   ইন্দ্র চন্দ্র দাণ্ডায়েছে রায়ের সাক্ষেতে।
আনন্দে হরিস বড় প্রমতে রায়॥
ঐমুনি দাড়াইলো রায়ের বরাবর   রামের সাক্ষেতে জেন লক্ষ্ম দোসর।
বলরাম সঙ্গে জেন শ্রীনন্দে নন্দন   ছিদাম মুদাম আদি জতো সিষুগন।
সিবের সমুখে জান নারদ তপসি   সেইরূপ কৈলাসে জেমন রহে বসি।
চোয়ালিয়া বলে রায় পাবে ফুল জল   কলিঙ্গনগর নষ্ট করিয়াছি সকল।
ধরিল সকল ব্যধি জতো মহাজনে   অবসেসে মলো ডুই রাজার নন্দনে।
পুত্রসোকে ভুপতি হইলো সোকাতর   বর দিতে চল তাকে প্রমতের ইস্বর।
তুমি ধম্ম তুমি কম্ম তুমি ডুক মুক   তুরিতে চলহ প্রভু রাজার সম্মুক।
তুমি গয়া তুমি গঙ্গা তুমি দিগপাল   ব্রহ্মা বিষ্ট সিব তুমি গবিন্দো গোপাল।
তুমি স্বর্গ তুমী মর্ত্ত পাতাল ভুবন   ভুপতি করিতে রক্ষ্য চল পঞ্চানন।
বিসম তোমার মায়া কি বুঝিতে পারি   ধন পুত্র লক্ষ্মি কেহ নাচের ভিকারি।
কেহ ভিক্ষ্য মেগে খায় কেহ চড়ে ঘোড়া   কেহ পরে ছেড়া টেনা কেহ জামাজোড়া।
গোলক বৈকণ্ট হরি তুমি সে কৈলাষ   রাখি রাজার প্ররি চল কিত্তিবাষ।
জারে দয়া কর হে ঠাকুর পঞ্চানন   সেবিলে তোমার পদো জই ত্রিভুবন।
কলিঙ্গনগরে তবে রাজা আর রানি   কৈলাষ তেজিয়া জাত্রা কর চক্রপানি।
প্রানদান দিতে চল রাজার নন্দনে   প্রকাষ ৯খ] [১০ক হইবে পুজা মরুতভুবনে।
আপনি চলহ সিগ্র ব্যজ নাহি তিলে   না হবে তোমার পুজা রাজা রানি মলে।
এতো জদি চোয়ালিয়ে বলে উপদেষ   ব্রহ্মচারি বেশ ধরেন বিরিঞ্চি মহেষ।
কুসামুষ্টি কুসাঙ্গুরি নিল কুসাসন   মাথায় জটার ভার পিঙ্গল বরন।
হাড়মালা বাগছাল অঙ্গেতে বিভুতি   চলিল কলিঙ্গদেষ প্রভু মুগপতি।
ভুপতির পুরাইতে মনের বাসনা   কহেন দয়াল কবি দৈবের ঘটনা॥

॥ ত্রিপদি ॥

কলিঙ্গনগর মাঝে গড়াগড়ি মহারাজে পুত্রসোকে আকুল পরান।
সকল হইলো নষ্ট লকোজন পায় কষ্ট কি করিল প্রভু ভগবান।
কে আসি করিবে রক্ষে কার সনে ছিল কক্ষ্য ভাল মন্দ কিছু ন্যাঞি জানি।
কেবা দিল অভিসাপ বড় পাইলেম মনস্তাপ প্রানেতে পড়িল টানাটানি।
এতো বলি রাজা কান্দে কেসপাষ নাঞি বান্ধে গড়াগড়ি ধরনি উপর।
মাথায় পিঙ্গল জটা ভালে মনহর ফোটা উর্দ্ধরিল প্রমত ইস্বর।
গগনে দুই পর নিসি॰ রাজার সিয়রে বসি॰ সপনে কহেন ভগবান॥
তেজিয়া কৈলাষ পুরি মরতে উরিল হরি॰ রাজারে করিতে পরিত্রান।
জেমন ছিদাম সকা॰ গবিন্দ করিতে দেখা॰ হাথে নিল ক্ষুদের পুটলি।
ধিরে ধিরে আগোমন॰ কোথা প্রভু নারায়ন: রাখ আসে পরানে আকুলি।
দ্বারকায় ছিল হরি॰ বিপ্র ডাকে জত্ন করি॰ কোথা ক্রষ্ণ দৈবকিনন্দন।
তুমি সে প্রানের বন্ধু॰ পার কর ভবসিন্ধু॰ দেখা দিয়া রাখহ জিবন।
এ দুই প্রহর নিসি॰ রাজার মন্দিরে আসি॰ সপনে বুঝায় মহারাজে।
তোমার নগরে ঘর॰ ছিল বিপ্র হরিহর॰ তারে বান্ধে রাখ কোন কাজে। ১০ক]
[১০খ নাঞি তার বন্ধু সকা॰ 'কারাগারে কান্দে একা॰ খুন কহি তোমার সাক্ষ্যাতে।
আপন ভালাই চায়॰ ব্রহ্মনে খালাষ দেহ: সপনে কহে জগন্নাথ।
বিপ্র পায় বড় দুক কদাচ না জানে যুক॰ পুজিতো ঠাকুর পঞ্চানন।
বিসেষ না জান সন্ধি তাহারে করেচ বন্দী॰ তেঞি মলো তোমার নন্দন।
আপন মঙ্গল চাহ॰ ব্রহ্মনে খালাষ দেহ: তবে তোমার সকল মঙ্গল।
রায়ের চরন সেবি শ্রীদয়াল কহেন কবি: দয়া কর ভকতবৎসল॥

ও হরি তার হে পতিতপাবন: অর্জ্জুনের রথের সারথি নারায়ন॥
সোকেতে কাতোর রাজা বড়ই অজ্ঞান সিয়রে বসিয়ে দেখে প্রভু ভগবান।
কটিতটে বাগাম্বর গলে হাড়মালা রক্ত চন্দনের ফোটা ভূসিত কপাল।
করাঙ্গুলে কুসাসন নয়ন দষ গুন রক্ত বর্ন বস্ত্রন গায় সাক্ষ্যত রুরুন।
দিবেকর জেমন সংসার আলো করে সেরুপ সাক্ষ্যাত প্রভু রাজার মন্দিরে।
জ্ঞানহতো ছিল রাজা সজ্ঞান হইলো সকল করেচে আল নয়নে দেখিলো।
রাজা রানি দুই জন ধরে দুই পায় পুত্রসোকে ছাতি ফাটে গড়াগড়ি জায়।

দয়া কর দাসিরে ঠাকুর ভগবান   জিয়াইয়া দেহ পুত্রে যুড়াগ পরান।
ক্ষির ভরে প্রান ফাটে চলিতে না পারি   রাজারে বিসেষ কথা কন ব্রহ্মচারি।
আমি সিব ত্রিদষ ইশ্বর ভগোবান   অর্জুন সারথি হরি দেব পঞ্চানন।
ষুবর্ন্ন প্রিতিমে আছে তেরঙ্গ সফর   আনিবারে ঐমুনি পাটায় সদাগর।
আনিঞা ষুবর্ন্ন বারি পুজ পঞ্চানন   ষুবল সুন্দর তোমার পাইবে জিবন।
তবে সে হইবে তোমার রাখ্যার কুসল   রাজার সিয়রে বসি বলি সকল। ১০খ]
[১১ক রাজা বলে ঠাকুর প্রির্ত্তয় নাঞি মনে   তুমি পর্ব্বা আমি জানিব কেমনে।
উচিত বলিতে পাচে মনে কর ক্রোধ   জদি দেখি চতুর্ভুজ মনের প্রবধ।
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সিরে সিখিপুশ্চা   সেই রুপ দেখিতে মনের বড় ইশ্চা।
নতুবা জে রুপ হলে পারিজাতহরনে   সেই রুপ দেখিব ঠাকুর পঞ্চাননে।
সেই রুপ দেখিলে আমর হয় মুক্তি   পুজিব তোমার পদ মোর জতো সক্তি।
ইহা ষুনি ঠাকুর হাসেন মনে মনে   শ্রীদয়াল বলেন রাক দিনহিন জনে॥

বামা কে রে কার কামিনি॰   তিমির বরনি ঃ   এমন বামা না দেখি না ষুনি।
বামা ঘট্ট ঘট্ট হাসে ঃ   দ্রসনে জামিনি খসে ঃ   পদোতলে পড়ে হর আপনি।
কান্দ্য বলে রাজা রানি রাখ্য অধিকারি   নিজ রুপ প্রকাষ করিল ত্রিপুরারি।
বার ষুয্য উদয় জেমন পুর্ব্ব ভিতে   জলিছে অগ্নির সিক্ষ্য জেমন॰জর্জ্জেতে।
ষুমেরু সিখর জিনি প্রকাণ্ড স্বরির   এ তিন নয়ন ঘোর বয়ান গভির।
সিঙ্গে ষুল ডর্ম্বর সোভয়ে বাম করে   আরোহন হলো প্রভু হয়ের উপরে।
হয়ে পিষ্টে আরাহন ঠাকুর হইলো   চারিদিগে দানাগন বেষ্টিত করিল।
চারিদিগে বেষ্টিত করিল দানা ঘটা   কুড়ি হাথয় লম্বিত মাথায় জার জটা।
মকরের মুলা জেন বড় বড় দাঁত   সিংহনাদ পোরে দানা রায়ের সাক্ষ্যাত।
আকাসে ঠেকিল ১১ক] [১১খ মাথা মারে মালসাট   লঙ্কার দুয়ারে জেন ভাঙ্গিল কাপাট।
দানাগন আইলো পেতিনি লাখে লাক   কিচিকিচি ঐমুনি বিসম জার ডাক।
ঠাকুর বলেন রাজা ষুন মন দিয়ে   দেকহ আমার রুপ নয়ান ভরিয়ে।
বিমুক আছিল রাজা সমুক হইলো   দেখিয়া বিকট মুর্ত্তি মনে ভয় পাইলো।
খিতি লোটাইয়ে পুনু করে নিবেদন   বিসম তোমার মায়া জানে কোন জন।
বাল বাছুরি ছুরি হলে বিন্দাবনে   একা রুপ অনন্ত আপনি নারায়নে।
আপনি বালক হলে আপনি বাছুর   সিঙ্গা বেনু বেত নড়ি চরনে নপুর।
তোমা সেবে মহাঁমুনি নারদ তপসি   বিদুর তোমায়ে সেবিল হয় ষন্দরবাসি।

তুমি সর্গ তুমি মর্ত্ত তুমি সে পাতাল ব্রহ্মা বিষ্টু সিব তুমি অষ্ট দিগপাল।
তুমি গয়া তুমি গঙ্গা তুমি পঞ্চানন অর্জুনের সকা তুমি দুক্ষির জিবন।
তুমি আইলে কলিঙ্গের ভার্য্যার নাঞি সিমা করিলেম অনেক দোষ মনে দেহ ক্ষেমা।
এতো জদি ভুপতি কহিল সবিসেষ পুন্থ ব্রহ্মচারি হইল আপনি মহেষ।
কান্দিয়া কান্দিয়া কিছু বলে নৃপবর পুন্থ জিয়ে দেহ পুত্র ষুবল সুন্দর।
পুজিব তোমার পদ মনের বাসনা ভগবান দুর কর জমের জাতোনা।
ইহা ষুনি ঠাকুর বলেন নৃপবরে খালাষ করিয়ে দেহ বিপ্র হরিহরে।
বান্ধিয়ে রেক্ষেচ তারে না করে বিচার ব্রহ্মনের মন্ন মলো বালোক তোমার।
ব্রহ্মন বর্ন্নের গুরু সর্ব্ব সাস্ত্রে কয় বিনি অপরাধে তারে বন্দি সইাষয়।
দেখ ভৃগু নামে মহামুনি সংসরে বিক্ষ্যত ১১খ]…

১২৯ পঞ্চাননমঙ্গল (জাগরণ)

দ্বিজ রঘুনন্দন (রঘুনাথ)

পুঁথিসংখ্যা ৮৬৫ ; পত্র ৩১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩½"×৪"। লিপিকাল ১২০২ সাল। (দ্র. পুঁ. প, ১খ, পৃ ২১৯। পত্রের ভিতর পৃষ্ঠায় মানিকপীরের গান, হিসাব ও পঞ্চানন-মঙ্গলের অনুবৃত্তি আছে।

[২ক দ্বিজ রঘুনন্দন বলে যুন পঞ্চানন নায়েকেরে তরে প্রভু করহ কল্যান।
[৩ক ব্রম্ভনের বাক্য ষুনি ভুপতি হাসিল শ্রীরঘুনন্দন বলে প্রমাদ ঘটিল।
[৩খ এতেক ষুনিঞা রায় হইল বিস্মিত শ্রীরঘুনন্দন বলে হইল বিপরিত।
[৪খ চৌসষ্টি ব্যধ সংঙ্গে রায় জ্বারাষুর শ্রীরঘুনন্দন বলে রক্ষিবে ঠাকুর।
[৪খ, ৫ক কম্প বলে কম্পস্তম্ভ উরু ধরি উরুস্তম্ভ বদনে উস্তরা করি ভাস
পঞ্চানন পদতলে শ্রীরঘুনন্দন বলে অগ্রে নিবেদন করে এখন কাষ।
[৬ক একে একে ব্যধ সব দিলেক মহলা শ্রীরঘুনন্দ[ন] বলে তব পদে ভেলা।
[৬খ মামুদে ধায়্য গিয়্য পাত্রের ধরে সিয়্য আনন্দেতে তারে ধরে।
শ্রীরঘুনন্দন করে নিবেদন রায় পঞ্চানন বার দেবা হএ।
[৭খ পুত্র কোলে করি রানি করেন ক্রন্দন দ্বিজ রঘুনাথ বলে ভাবি পঞ্চানন।
[৭খ শ্রীরঘুনন্দন সার মহিমা কে জানে আর দেবা হএ।
[৮খ ভাবি রঘুনন্দন বলে যুন পঞ্চানন নাএকেরে মহাপ্রভু করহ কল্যান।
[৯খ এতেক বলিয়্যা প্রভু হইল অন্তর্দ্ধান দ্বিজ রঘুনাথ বলে ভাবি পঞ্চানন।
[১০ক শ্রীরঘুনন্দন বলে রায় মহাসয় ভকত নায়েকে প্রভু হবে বরদায়।

[১০খ দর্ত্যনিপাতিনি দেখি সিমু চমকিত শ্রীরঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের গিত।
[১১ক খির খণ্ড আদি কিছু : ভোজন করিল পাছু সেষ পাইত্রি হইল ভূসিত।
পঞ্চানন পদতলে দ্বিজ রঘুনন্দন বলে পাটনেত্তে চলিল ত্বরিত।
[১৩ক শ্রীরঘুনন্দন বলে রায় মহাসয় ভকত নাএকে প্রভু হবে বরদায়।
[১৪ক কর্ম্মধার বলিতে লাগিল বিবরিয়্যা দ্বিজ রঘুনাথ বলে যুন মন দিয়্যা।
[১৫খ হেন কর্ম্ম কেবা করে সম্যাল ভুবনে মনুসের্ষ সাধ্য নহে রঘুনাথ ভনে।
[১৬খ বিভিসনে লঙ্কা দিয়্য জানুকিরে উর্দ্ধারিয়্য অযুর্দ্ধে চলিল ভগবান।
শ্রীরামের আজ্ঞে হেতু লক্ষন বান্ধিল সেতু যুকভি রঘুনাথ গায়।
[১৮খ চৌতিস যক্ষরে স্তব করেন রাজন দ্বিজ রঘুনাথ বলে ভাবি পঞ্চানন।
[২০ক শ্রীরঘুনন্দন বলে রায় মহাসয় পাত্রের তরেতে প্রভু গটালে প্রলয়।
[২১খ দ্বিজ রঘুনন্দন বলে রায় মহাসয় ভক্ত নাএকে প্রভু হবে বরদায়।
[২১খ সর্য্যস্বর কুতুহলে গগনে উছবেলি গহ কুসমের সয্য বিছেলা।
শ্রীরঘুনন্দন ভাবিয়্যা পঞ্চানন গহ মালতি মন্দিয়্য গেলা।
[২২ক বার মাশে জে জে ভোগ করি নিবাদন দ্বিজ রঘুনাথ বলে ভাবি পঞ্চানন।
[২৩ক বার মাষে জে জে ভোগ করি নিব্যাদন দ্বিজ রঘুনাথ বলে ভাবি পঞ্চানন।
[২৪ক তেমতি দারুন সোক পাইল রাজন দ্বিজ রঘুনন্দন বলে ভাবি পঞ্চানন।
[২৫ক শ্রীরঘুনন্দন বলে ভাবিয়্যা পঞ্চানন কন্যর তরেত্তে বুজায় তখন।
[২৬ক নেতর আচল দিয়া বদন দিই মুছাইয়্যা চিত্র্যারে বামা সঘরে ক্রন্দন।
কন্যরে বুঝায় সর্ব্বজন।
পঞ্চানন পদতলে দ্বিজ রঘুনন্দন বলে সে দেসে চলে রাজার নন্দন।
[২৮ক দ্বিজ রঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের পায় আসর সহিত প্রভু হবে বরদায়।
[২৯ক দ্বিজ রঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের পায় পুজা সাঙ্গ হইল অষ্টমঙ্গলা এই হয়।
[৩০ক, খ রত্ন সিংহাসনে প্রভু রহিলানেন তখন এতো ছুরে মঙ্গল সায় হইল সমার্পন।
জে জন গাওায় গীত ভক্তি করি মনে সর্ব্বকাল যুখে জায় ছুর্খ নাত্রি জানে।
রনে বোনে জয় হয় সর্ব্ব আত্ত ভুল ভাব আর ভক্তি পুজা সকলের মুল।
এক মনে যুনে জেবা ঠাকুরের গিত ধন পুত্র বর পায় সদাই হরসিত।
শ্রীরঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের পায় হরি হরি বল সভে জাগরন হইল সায়।
বিপ্রবর্গে মহাপ্রভু না ছাড়িবে দয়া জমিদারবর্গে দিবে চরণের ছায়া।
সোলোআনা বর্গে রক্ষ রায় গুনমনি নাএকেরে ধন পুত্রে বাড়াবে আপনি।
অবসেযে গাএন বাএন মাগি বর হাত্তে দিবে তাল মান গলায় মধুর স্বর॥

এইতি। লিখিতং শ্রীরামকান্তনাথ পণ্ডিতং সাকিম খুরুট ২৫ অগ্রান যুকুর বার এক প্রহরের বেলা তিথি ত্রিয়দসি এই সাংদার্থং। এইতি সন ২২০২ সয় ১২ সাল। [সন ১২২২ সাল]। অক্ষর দোস নাস্তিকং। ইতি বয়নং লিখিতং।

[৩১ক শ্রীরঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের পায় ভকত নাএকে প্রভু হবে বরদায়॥

লিখিতং শ্রীরামকান্তনাথং তিলকনাথং পণ্ডিতের পুত্র রামদেবনাথ পণ্ডিতে পৌত্র শ্রীবর্দ্ধিনাথ পণ্ডিত গাএনে রক্ষং দেব পঞ্চাননং শ্রীবিশ্বানাথং পুত্রেং রক্ষং রক্ষং দেবগনং বংসং-বির্দ্ধি দিয়ং দেবং দিবিংগনৈ এই নিবাদনং ইতি॥

১৩০ পঞ্চাননমঙ্গল

দ্বিজ দুর্গারাম (?)

পুঁথিসংখ্যা ৯৫১; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের।

৭ঁশ্রীশ্রীরামঃ। জয় পঞ্চানন॥

তারক নামেতে বির দুর্জ্জয় আছিল কাক্তিকের হাতে তার তনু তেয়াগেল।
ভারার কারন হেতু ভাবে দেবগন সভা করি বসিলেন জত দেবগন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু বসিলেন দেবতা সকল যুরপুরি সোভা জেন দেব আখণ্ডল।
সচিকান্ত সিবাকান্ত রমাকান্ত রায় যুরলোকে বসিয়া করএ জুক্তি সার।
হেনকালে ব্রহ্মা তবে বলেন বচন পঞ্চমুখে গান কর দেব ত্রিলোচন।
পঞ্চমুখে গান জদি তুমি সে করিবে তবে ত তারক বির উর্দ্ধার হইবে।
যুকদেব নারদ সঙ্গে দেব ত্রিলোচন বিনা জন্ত্রে নয়া গান করে তিন জন।
এক মুখে আলাপ দুই মুখে স্তুতি করে য়ার দুই বদনে কৃষ্ণের স্তব করে।
পঞ্চ মুখে গান করে দেব ত্রিলোচন দ্রপদ হইয়া গঙ্গা চলি[ল] তখন।
বিন্দু বিন্দু পড়ে নির বুজিয়া কারণ হস্ত পাতি লইলেন দেব ত্রিলোচন।
মহাঁমন্ত্র মহাদেব কৈল উস্বরন দেব য়ংসে হইল জন্ম নাম পঞ্চানন।
জোগবলে জনম হইল পঞ্চানন্দ রায় নিজমুর্ত্তি নিজরূপে দেব সমুকে ডাড়ায়।
সমুখে দেখিয়া সিযু কন দেবগণ সংসারবিজই নাম হইল পঞ্চানন।
হেনকালে ব্রহ্মাদেব কহে মহেস্বরে ব্যধিরাজ ভার দেহ এই ত কুমারে।
দির্ব্ব সরবন্ধ মাথে জটাজুটা সাজে রতন নপুর পায় রুনুঝুনু বাজে।
যুবর্ন্নেরি জটা ভুজে কটিতে কিঙ্কিনি অতি মাজা খিন তার মৃগরাজ জিনি।
অপুর্ব্ব সাজন য়ংঙ্গে করে ঝলমল তিমির নাসিয়া জেন চাঁন্দ্রে উর্জ্জল।

নানা য়ভরন পরি দেখি ১ক] [১খ তে মনহর প্রকাস করিল জেন সস দিবাকর।
তলোয়ার কাটারি বান্ধা বরচী ঠিকরু।.........

১৩১ পদমেরু গ্রন্থ

সঙ্কলয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯৫০; পত্র (২৫৩+স্থচীপত্র ২) ২৫৫; পুঁথি অখণ্ডিত; স্থচীপত্র অসমাপ্ত; আকার ১৬"×৫১/২"। লিপিকাল ১২৬৩ সাল; লিপিকর অজ্ঞাত। স্থচীপত্রের (২খ) এক কোণে "শ্রীনিত্যানন্দ দাষ সাং চণ্ডিনগর" সমকালীন অক্ষরে লেখা আছে। অপর পৃষ্ঠায় প্রকীর্ণ পদাবলী আছে (স্থচী শেষাংশে দ্রষ্টব্য); লিপিকাল ১২৬৪ সাল। পুঁথিতে চার রকমের হস্তাক্ষর আছে। প্রাচীনতম হস্তাক্ষর ১২৬৩ সালের ৫০ বৎসর পূর্বের হইতে পারে। দুই মাপের পত্র আছে। পদসংখ্যা ১৪৬০। বিভিন্ন তাল ও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। স্থচীপত্র, শেষ, আরম্ভ ও পদস্থচী প্রদত্ত হইল।

স্থচীপত্র,
শ্রীহরিশ্রী
পদভরসা
সন ১২৬৩ সাল
শ্রীরাধাশ্যামস্থন্দর জয়তি ॥
প্রথম শ্লোকে মঙ্গলাচরনং গুর্ব্বাদিবন্দনা
য়ধিবাস ১
আদৌ পুর্ব্বরাগ সপ্নবিলাস ২
পুনুসচ শ্রীমত্যা পুর্ব্ব রাগ বংসিধ্বনি শ্রবনে জথা ৫
পুর্ব্ব রাগ প্রেমসিক্ষা ৯
শ্রীমহাপ্রভুকে সিন্ধুরূপে বর্ন্নন ১০
সাক্ষ্যাত পুর্ব্বরাগং ১০
শ্রীকৃষ্ণোস্য পুর্ব্বরাগ ১২
শ্রীকৃষ্ণস্য স্নানোকালে দরসন পুর্ব্বরাগ ১৭
শ্রীকৃষ্ণস্য পুর্ব্বরাগ সায়ম্নে দর[স]নং ২০
অথ শ্রীমতির পুর্ব্বরাগ দস দসা শ্রীমহাপ্রভুর সহিত ২২
অথ পুর্ব্বরাগে নবঢ়ার রসওদগার ২৮
শ্রীকৃষ্ণের রসওদগার ৩০
দিবাস্যাশে কালে জলকেলি ৩১
রূপয়ভিসার ৩২
উভয় নিবেদন তত্র শ্রীমৎ মহাপ্রভু ৩৪
অলসপদ তত্রচিৎ মহাপ্রভু ৩৫
অথ কুঞ্জভঙ্গ গ্রিহাগমনং ৩৬
শ্রীচৈতন্নদিরূপে বর্ন্নন ৩৭
অথ রসওদগার ৩৭
অথ য়নুরাগ ৩৮
পুনশ্চ কুঞ্জভঙ্গতে স্যাধিনভত্তিকা
ওভয় গ্রিহাগমনং ৪৩
য়থ নন্দালয়েমাতি খণ্ডিতা ৪৫
শ্রীমতির নন্দালয়ে গমনবর্ন্ননং
ভোজনং পুনু সসুরালয়ে গমনং ৪৮
শ্রীচৈতন্ন মেঘরূপে বর্ন্নন ৪৯
সর্ব্বকালচিতাভিসার মীলন ৪৯

পুঁথির শেষ,

[২৫০খ ইতি শ্রীপদমের গ্রন্থে শ্রীসঙ্কীর্ত্তনানুসারে শৃঙ্গে রাস মিলন॥ গ্রহাগমন নাস্তি অর্থাত নিত্যধামে শ্রীশ্রীমতি রাধিকা কৃষ্ণ সখিশহকারে বিয় মত্ত অত্র স্থলে রসবর্ন্নন গ্রন্থ সমাপ্ত॥ অথ মধ্য মাশী পূর্ন্নীমা শ্রীশ্রী বলরামচন্দ্রস্য রাসলীলা বর্ন্নণং॥ তহুচিত শ্রীনিত্যানন্দ॥

॥ রাগিনি ॥ ॥ তালো ॥
প্রেমেতে বিভোল নিতাই নদিয়াভুবনে   পুরুবের রাসনিলা পড়ি গেল মনে।
গোকুলে গোপিকা লয়া করিয়াছি রাস   ভক্তের মাঝারে তাহা করিব প্রকাস।
মধু পুন্নিমার তিথি মধুর জামিনি   আকর্ষিয়া নিজজন আনিলা আপুনি।
রামাই সুন্দরানন্দ ভক্তবিন্দ সনে   নিজ অভিলাস রাস জানাইলা সভাজনে।
॥ রগিনি ॥ ॥ তাল ॥
বলভদ্র মহাসয় গোকুলনগরে   ডুবাইল সর্ব্ব লোক প্রেমের সাগরে।
একদিন মধু পুর্ন্নমাসের রজনি   গোপিকার হিদয় রাগ মনে তাহা জানি।
পূর্ব্বে জে জে বালিকা ব্রজের রমুনি   সেই সব জুবা হইল ইহা মনে জানি।
তা সভার সঙ্গে রাস করিবার তরে   জোগমায়া ডাকি প্রভু নিজজিত করে।
অতএব মহানন্দ করি আত্ম মনে   সুনহ রামের রাস নিলাসুকরনে।
মহাপ্রভু বলদেব কৈল অভিসার   মন্দ মন্দ বেনু পোরে অমিয়ার সার।
ক্রোটি ক্রোটি চন্দ্র জেন একত্ত হইয়ে   গমন করিল ২৫০খ] সুধা বর্ষন করিয়ে।
নীল ধটি পরিপাটী কটিতে পাচনি   তাহাতে সবদময় মধুর কিংকিনি।
॥ রাগিনি ॥ ॥ তাল ॥
মহাপ্রভু বলদেব কৈল অভিসার   মন্দ মন্দ বেনু পোরে অমিয়ার সার।
ক্রোটি ক্রোটি চন্দ জেন একত্ত হইয়া   গমন করিল সুধা বর্ষন করিয়া।
নীল ধটি পরিপাটী কটিতে পাচনি   তাহাতে সবদময় মধুর কিংকিনি।
মহালাগ ইন্দ চুড়া মস্তক উপরে   বাম কানে কোকনদ ঝলমল করে।
মুখানি প্রলয় পূর্ন্ন চন্দের আকার   উত্তম নাসিকা সোভে মাঝারে তাহার।
সুরঙ্গ অধরো তার শ্রীবুক মাধুরি   গণ্ড বিকসিত সোভা কি কহিতে পারি।
কর্ন্য জুগ কপালে কুল তন মনহর   ভালের উপরে ভাল অলকা সুন্দর।
রাতুল জুগল নেত্র ভুরুর বিলাস   তাহে দরসন রুচি হাস বিকাস।
একেতে কি সোভা তাহে কণ্ঠের মাধুরি   উছলি পড়য়ে জেন লাবন্য লহরি।
চলিতে নুপুর পদে সুমধুর নাদ   ক্রমে ক্রমে চিত্তে কাম মানয়ে প্রসাদ।
ভ্রমর ভ্রমরি সঙ্গে অনুসরি চলে   বন প্রেবেসিল প্রভু মহা কুতুহলে।
॥ রাগিনি ॥ ॥ তাল ॥
বৃন্দাবন সোভা দেখি অতি মনোহর   ফুটিল মালতি পুষ্প গন্ধামোদকর।
কুন্দ কুরু জাতি চারু চাঁপা নাগেশ্বর   করবী কেতকি চন্দ্রমল্লিকা মন্দার।
পারিজাত কনক চম্পক ভিন্ন ভিন্ন   লতাবেড়া কুঞ্জঘর গন্ধে পরবান।

শ্রীরাসমণ্ডল তায় সুচারু পত্তন ঘনশ্যামর চন্দ্র বাট অতি মনরম।
মহানন্দে মর্ত্ত সখি নাচিয়ে বেড়ায় ভ্রোমর ভ্রমরি তারা সুপঞ্চম গায়।
চন্দ্রের কীরন তাহে করে ঝলমল তাহাতে ২৫১ক] উদয় রামের শ্রীমুখমণ্ডল।
বেনুর ধ্বনি করি রাম আকর্ষে গোপিকা তিন লোক কৈল মুর্চ্ছা ঐছে সর্ব্বাধিকা।
বিশেশে তাহার কিছু করিব বর্ন্নন সুন সুন আরে ভাই হরগীত মন॥
॥ রাগিনি ॥ ॥ তাল ॥ বলদেব মুরুলি বাজায়।
ছিদ্য ধনি বেনু সঞ্চার করিয়া তনু: ব্রহ্মঅণ্ড ভেদি চলি জায়।
জমুনা স্থকিত পানি: নাচিয়ে উঠয়ে জানি: বসমতি পুলকে পুর্ন্নিত।
তরুকুল সম্বভাব: তেজিয়া কামীনি ভাব: সদাসিব তনময় চিত।
ব্রহ্মা আদি দেবগন: মুরছি পড়য়ে মোন: তম্বুর নারদ অচেতন।
অনন্তের ঘরে মায়া: নাগলোকের কিবা কন্যা: গোপীগনের প্রফুল্ল বদন।
সভে ধনি অনুসারে: চলিল আনন্দ ভরে: কারু কারু বেস না হইল।
কারু করে দর্পণ: চিরুনিতে কোন জন: কেস বেস করিতে চলিল।
সভার বদন রাম: নাম অতি অনুপাম: কান্ত কান্ত একান্ত করিয়ে।
বিবিধ সুজন্ত আর: অলঙ্কার পরিবার: মিশ্রিতে মধুর জায় গেয়া॥
॥ রাগিনি ॥ ॥ তাল ॥
এই সব রূপে সারি সারি গোপনারি হেরি লাজ ভয় হরিপদ-অনুসারি।
ছিদ্রাক্ষ ধনি বেনু তুতি প্রায় হয়ে নয়ে জায় আগে আগে পথ দেখাইয়া।
কিবা সে চান্দের সারি: সারি চলি জায় কিঁবা সে বিজুরি মুর্ত্তিমতি হৈল তায়।
কিবা পঙ্কজের বন: লাবন্য বলায় ভাসি ভাসি চলি জায় হেন মনে লয়।
কিবা কনোকের সব পুথলি চলিল কিবা চম্পকের মাল্য হয় বা জানিল।
কিবা কুমদিনি সব কামের পাথারে ভাসি ভাসি আসি পড়ে চান্দের সাগরে।
এইরূপে সকল কামিনি য়েক কালে আশীয়া মিলীল ২৫১খ] সিত্র শ্রীরাম গোপালে।
সভারে করুণা দিঠে চাহে ভগবান সভে চায় মহাপ্রভু রামের বয়ান।
চন্দ্রকান্ত মনি জেন ইন্দমুখি পেয়ে পুরিতে লাগিল দেখ একত্তর হয়া।
রসের সাওরে মর্ত্ত হল বলদেবা রসিক নাগরি নের্ত্ত পঞ্চে করে সেবা।
রোম হর্ষ হইয়ে সে অর্ঘ নিবেদিলা শ্রমজল পাদ্য দিয়া সম্মুখে দাড়াইলা।
অধর নৈবিদ্য দিয়া রহে বিদ্যমান ভোগ নিবেদিয়া জেন করয়ে ধেয়ান।
এইরূপে পরমানন্দ মহোৎসব তা দেখিয়া সুরগনবধু মিলি সব।
পুষ্পবিষ্টি করে সব কেহ নাচে গায় মহা মহা জোগী মনিগন স্তুতি বেদ গায়।
চিন্তিয়া চৈতন্যচান্দের চরনকমল দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

॥ রাগিনি ॥ ॥ তাল ॥

বুঝল তুহিতা বারুনাক্ষ্যা পূর্ন্নবতি ভাবে মনে করিয়া কর্সিতে সিত্রগতি।
বিক্ষের কোটর হইতে ধারামই হয়া রামের নিকটে পড়ে অতি হর্ষে ধেয়া।
রাম ভগবান তাহা আদর করিয়ে গোপীগন সঙ্গে রঙ্গে পান করে ধেয়ে।
মহামর্ত্ত হইল সভে বারুনির পানে কিবা দিগবিদিগ তাহা কিছু নাহি জানে।
বসন আটন কেহ না কর সান্তাল তা দেখিয়া রাম বলে বড় ভাল ভাল।
তেন নেত্র বিঘুর্ন্নিত গোপিকানিকরে রামের মাধুর্য্য রুপ পান বহু করে।
অপষ্ট বচন কহে : হাসে অতিসয় লাবন্নের বনে জেন কুন্দ বিকসয়।
মহামনি অলঙ্কার সভার গলায় ছিণ্ডিয়া পড়য়ে জেন গঙ্গা বহি জায়।
বেনি বিলম্বিত তায় জমুনার ধারা রঙ্গন জাদের জেন সরস্বতি পারা।
কুচপদ্ম কোঠা তায় ঝলমল করে শ্বাস ছাড়ে স্বেত অঙ্গে উঠে জেন পড়ে।
নানা বর্ন্ন ভেদে পাট সাড়ি পরিয়াছে তাহাতে লাবন্ন পুঞ্জ উছলি পড়িছে।
চরন না চলে হয় ঝনত ২৫২ক] কার ধ্বনি ধরনি ভূসিত সারি সারি থলমুনি॥

॥ রাগিনি ॥ ॥ তাল ॥

করে কর ধরি সভে রচিলা মণ্ডলি মাঝে নিত্য করে বলদেব মহাবলি।
সুচারু চলন ভঙ্গিএ দক্ষিন বামে চমক লাগয়ে ক্রোটী ক্রোটী রতি কামে।
প্রবাল মুক্তার মালা বলগিত হইয়া কিবা তুলি জায় হিদি পরিসর পেয়া।
নীল ধটী গলিয়ে খুলিয়ে পড়ে আধী আধেক আলুয়ে পড়ে চুড়া বান্ধে জদী।
সুরঙ্গ অধর তাহে চান্দমুখের হাসি দন্তের সেতিমা নিকয়ে রাসি রাসি।
বদন কোমল দিঠি খঞ্জন জুগল এককালে কোকনদ করে ঝলমল।
ভালে ভাল মৃগমদ অলঙ্কার পাতি নাসায় মুকুতা দোলে পরিসর ছাতি।
গণ্ড বিকোসিত চারু স্বেতিমা কদম্ব উথ্যাপিত হয় ভাল প্রসর নীতম্ব।
চুম্বন করয়ে কারু বদন ধরিয়া কারু বা হস্তের তল সুরক্ত দেখিয়া।
কারু বা বাহুর মূলে কারু কারু অংশে কারু বা সুভঙ্গি দেখি সঘনে প্রসংশে।
অন্তরীক্ষে দেবা দেবি দির্ব্ব বেস ধরি হাসে কান্দে নিত্য করে বলে রাম হরি।
ভক্তিভাবে সভেই করয়ে দরসন দিগাম্বর হয়া নাচে দেব পঞ্চানন।
বিশেশে তাহার কিছু করিব রচন সুনহ রসিক সভে হয়ে এক মন॥

॥ রাগিনি ॥ ॥ তাল ॥

মধু পূর্ন্নমাসি নিসি : পূর্ন্নমি সুন্দর সসি : তাহে বিহরয়ে বলচন্দ্র।
মল্লিকা মালতি জ্যোতি : মধুরি মধুর তথি : সমীর বহয়ে মন্দ মন্দ।

অতি পরিসর স্থল : কান্তিকুল ঝলমল : প্রিতি তরুতলে চিত্ত লেখা।
তাহাতে রামের হাসি : কুন্দ প্রকাসিত রাসি : সুখমুক্তি দিল জেন দেখা।
ক্রম বন্দে নাচি জায় : কেহু হারি জিনি তায় : কেহু প্রসংসিয়ে ভাল।
বলদেব নিত্য করে : সর্ব্ব নারির চির্ত্ত ২৫২খ] হরে পাতে জেন মাধুর্য্যের জাল।
কেহু মৃদু গান করে : কেহু তাহে তাল ধরে : কেহু প্রেমে করে কোলাকোলি।
চৈতন্য চরন ধরন : হৃদয়ে করি স্বরন : দ্বিজ মাধব রস বলি ॥
॥ রাগিনি ॥ ॥ তালো ॥
চারু গণ্ড সুরমনি কুণ্ডল : মুখশোভা লোল নয়ান : নলিন রাতা : রতি মতি খোভা।
হাসলময় ভাস মনি সারস রসনাং তাথৈ তাথৈ থই সবদে বিকসিত দসনা।
কর কঙ্কন ঝম্পন বড় কঙ্কন কলনা কিলিত কিংকিনি মধুর মাখন বোলনা।
হরস পরস হাস মধুর মধুর বিমলতাং গৌরচরন হৃদি ভাবিত মাধব কথিত জা ॥
॥ রাগিনি ॥ ॥ তাল ॥
এই সব রূপে রাস বেহার করিয়া জল বেহারের লাগী বোলয়ে ডাকিয়া।
আইস আইস জমুনা করিব জলকেলি কালিন্দি না আইসে তথা মহা মত্ত বলি।
তবে রাম হলে তারে কৈল আলিঙ্গন ভয় পেয়ে কালিন্দি শে কৈল জে স্তবন।
কৃপা করি কালিন্দিরে বেহার করি রাম তিরে উঠি স্তব পড়ে আনন্দের ধাম।
তবে গোপী করি বেস কৈল মহাসয় নিকুঞ্জের মাঝে মহা জোগপীঠ হয়।
সভে মেলি রাম সঙ্গে চলু সেই ঠাঞি কত কত উপহার ভুঞ্জে তাঁহা জাই।
সুখেতে বঞ্চিয়া নিসি : হেরি অবসান নিজ নিজ গৃহতঁহি করল পয়ান।
বলরামের রাসলিলা হইল সমাধান দ্বিজ মাধব করু এই রস গান ॥
ইতি গৌরাঙ্গ হে কৃপাঙ্কুর মাধব দিনবরে ॥ (তুলনীয় পুঁথিসংখ্যায় ৫০১)।

আরম্ভ,
৭শ্রীশ্রী ॥ বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান। তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তী : কৃষ্ণচৌতন্য সংঙ্গকং ॥ পদমেরুগ্রন্থ আরব্ধ ॥

॥ পদসূচী ॥

২৭. কালিআর রূপ মরমে লাগিয়ে শান্ত না হয় মোনে (উদ্ধবদাস) ৭. ৬ক, খ]
২৮. যে দেখি জমুনার ঘাটে (ঘনশ্যামর দাষ) ৮. ৬খ]
২৯. রাইক ঐছে দসা হেরি একা সখি তুরিতঁহি করল পয়ান (জদুনন্দন) ৯. ৬খ, ৭ক]
৩০. কুসমিত কানন হেরি সচিনন্দন (রাধামোহন) ১০. ৭ক]
৩১. সুনইতে চমকিত গ্রহ পড়িবার (গোবিন্দদাস) ১১. ৭ক]
৩২. লোচন শ্যামর বচনহি সামরূ চারূ নিচোর (গোবিন্দদাস) ১২. ৭ক, খ]
৩৩. সহজে ননিক পুতুলি গৌরি (জ্ঞান) ১৩. ৭খ]
৩৪. অপরূপ তুয়া মুরলিধ্বনি (জ্ঞানদাস) ১৩. ৭খ]
৩৫. রাইক রাগ কহিলি বহু মোয় (রাধামোহন) ১৪. ৭খ]
৩৬. কানুক ঐছন বাত (জ্ঞানদাস) ১৫. ৭খ, ৮ক]
৩৭. নিজ সখি বদন হেরি সুধামুখি বুঝি কহে গদগদ বাত (রাধামোহন) ১৬. ৮ক]
৩৮. মধুর মধুর তুয়া রূপ (গোবিন্দদাস) ১৭. ৮ক]
৩৯. হামারি নিঠুরপোনা সুনই ইন্দুমুখি (রাধামোহন) ১৮. ৮ক,খ]
৪০. আহা বিলপএ বর কান (জদুনন্দন দাশ) ১৯. ৮খ]
৪১. রাইর কুঞ্জ গমন সুনি মাধব অটপন প্রেম অনুমানি (রাধামোহন) ২০. ৮খ,৯ক]
৪২. গদাধরে কহে প্রিয় ভকতহি গনে (বাসুদেব ঘোস) ২১. ৯ক]
৪৩. সুন সুন এ সখি বচন বিসেষ (বিত্থাপতি) ২২. ৯ক] •
৪৪. সখির বচনে ধনি স্থির করি চিত (জদুনন্দনদাশ) ২৩. ৯ক]
৪৫. থরহরি কাপএ গদগদ ভাসা (রাধামোহনদাস) ২৪. ৯ক,খ]
৪৬. পহিলহি রাধামোহন মেলি (গোবিন্দদাস) ২৫. ৯খ]
৪৭. সুরতক আশে ধরল পহু পানি (গোবিন্দদাশ) ২৬. ৯খ]
৪৮. বালা রমনি রমনে নাহি সুখ (বিত্থাপতি) ২৭. ৯খ, ১০ক]
প্রেমশিক্ষে সম্ভগ সমাপ্ত ॥ সিন্ধু রাগ শ্রীচৈতন্য বর্ন্নং ॥
৪৯. গৌরাঙ্গ করুনাসিন্ধু অবতার (গোবিন্দদাস) ১. ১০ক]
সাক্ষাত পুর্ব্বরাগ তদচিত শ্রীমহাপ্রভু ॥
৫০. হেদে গো নদিয়াবাসি হের গোরাচান্দ্রে (বাসুঘোষ) ১০ ক]
৫১. এই ত গোকুলবাসি : কেহু কিছু জানসি (বংশীবদন) ১. ১০ক,খ]
৫২. কালিয়া বরন : হিরন কিরন : জখন পড়এ মোনে (চণ্ডিদাস) ২, ১০খ]
৫৩. সুনইতে কানহি : আনহি সুনত : বুঝইতে বুঝই আন (বলরামদাস) ৩. ১০খ, ১১ক]
৫৪. রাই এমন কেনে বা হইলা : কিরূপ দেখিয়া আইলা (জ্ঞানদাস) ৪. ১১ক]

৫৫. আলো সই কি হইলো মোর প্রেমজ্বালা (বংসিবদন) ৫. ১১ক]
৫৬. দেখিএ নাগর সিরমনি (অজ্ঞাত) ৬. ১১ক,খ]
৫৭. রাইমুখে সুনলো : ঐছন বোল (অজ্ঞাত) ৭. ১১খ]
৫৮. নাগর নিকট সঞে : জোতি আওল (ব্রজানন্দ) ৮. ১১খ]
৫৯. দ্যুতি মুখে সুনইতে ঐছন রিত (দ্বিজ হরিদাস) ৯. ১১খ, ১২ক]
৬০. মনমথ কেলি লুবধ অতি মাধব (অজ্ঞাত) ১০. ১২ক]
৬১. ধরি সখি আচরে ভই উপচঙ্ক (গোবিন্দদাশ) ১১. ১২ক]
৬২. আরে মোর আরে মোর গোরা দ্বিজমনি (বাসুদেব) ১২. ১২ক,খ]
৬৩. অনুক্ষন হেরইতে : তোহে অনুচিত (ঘনস্তামর দাশ) ১৩. ১২খ]
৬৪. কালিদমন দিন মাহ (গোবিন্দদাস) ১৪. ১২খ]
৬৫. দুই বাহু উভ করি : দেখাল্যা কনয়া গিরি (জদুনন্দন) ১৫. ১২খ,১৩ক]
৬৬. গেলি কামিনি : গজহুগামিনি (বিদ্যাপতি) ১৬. ১৩ক]
৬৭. যুভলে নাগরে কহিছে কথা : বিসেখা শুন্দ্রি আইল তথা (জদুনন্দন) ১৭. ১৩ক,খ]
৬৮. অপরুব পেখনু রামা (বিদ্যাপতি) ১৮. ১৩খ]
৬৯. যুন যুন এ ধনি কর অবধান (জদুনন্দন) ১৯. ১৩খ]
৭০. অলখিতে রঙ্গিনি ভাঙু ভুজভঙ্গিনি (গোবিন্দদাস) ২০. ১৩খ,১৪ক]
৭১. এত যুনি দুতি চলিল ধনি পাশ (জদুনন্দন) ২১. ১৪ক]
৭২. চম্পক দাম হেরি চিত কম্পিত (গোবিন্দ্দাস) ২২. ১৪ক]
৭৩. কাঞ্চন জোতি কুসমময় গোরি (গোবিন্দদাস) ২৩. ১৪ক,খ]
৭৪. গহন বিরহ লাগী (গোবিন্দদাশ) ২৪. ১৪খ]
৭৫. সুন সুন গুনবতি রাধে (বিদ্যাপতি) ২৫. ১৪খ]
৭৬. মুদিত নয়নে হিএ ভুজ জুগ চাপি (বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাশ) ২৬. ১৪খ]
৭৭. সে জে নাগর গুনধাম (বুড় চণ্ডীদাশ) ২৭. ১৫ক]
৭৮. সুন সুন গুনবতি রাই (জ্ঞান) ২৮. ১৫ক]
৭৯. এ ধনি কর অবধান (বিদ্যাপতি) ২৯. ১৫ক]
৮০. সুন্দরি তহু বর হৃদয় পাসান (বল্লবদাস) ৩০. ১৫ক]
৮১. এ ধনি এ ধনি বচন সুনু (চণ্ডীদাস) ৩১. ১৫খ]
৮২. না জানি প্রেমরশ নাহি রতিরঙ্গ (বিদ্যাপতি) ৩২. ১৫খ]
৮৩. এ ধনি কমলিনি সুনতহি বানি (বিদ্যাপতি) ৩৩. ১৫খ]
৮৪. আজু এক অপরূব গৌরাঙ্গের ভাব (রাধামোহন) ৩৪. ১৬ক]

৮৫. পরিহর এ সখি তোহে পরনাম (বিদ্যাপতি) ৩৫. ১৬ক]
৮৬. হাম সিখা অব চরিত বিসেষ (বিদ্যাপতি) ৩৬. ১৬ক]
৮৭. সখিগন সঙ্গে চললি বররঙ্গিনি (জগতদুল্লভ) ৩৭. ১৬খ]
৮৮. আপন করি তোহে ইহ জৈছে জানত (রাধামোহন) ৩৮. ১৬খ]
৮৯. সকল সখি পর : বোধিএ কামিনি (সিংহ ভুপতি) ৩৯. ১৬খ, ১৭ক]
৯০. অভিনব গোরি বশতি পতিগেহ (গোবিন্দদাশ) ৪০. ১৭ক]

শ্রীকৃষ্ণস্য পুর্ব্বরাগ সম্ভগ সমাপ্তং ॥ যথা মহাপ্রভু ॥

স্নানকালে দরশন পুর্ব্বরাগ তদচিত মহাপ্রভু ॥

৯১. ভক্তবিন্ধ সঙ্গে রঙ্গে গোরা পহুঁ চলে (অজ্ঞাত) ১. ১৭ক]
৯২. সহচরি মেলি চললি বররঙ্গিনি কালিন্দি (গোবিন্দদাস) ২. ১৭ক,খ]
৯৩. থির বিজরি বরন গুরি পেখনু ঘাটের কুলে (চণ্ডিদাস) ৩. ১৭খ]
৯৪. কনক বরন কিয়ে দরপন নিছনি দিয়ে জে তার (চণ্ডীদাশ) ৪. ১৭খ]
৯৫. আজু শুভ মঝু দিন ভেলা (বিদ্যাপতি) ৫. ১৭খ]
৯৬. সজনি ও ধনি কে কহ বটে (লোচনদাস) ৬. ১৮ক]
৯৭. জাঁহা পদযুগ ধরই (বিদ্যাপতি) ৭. ১৮ক]
৯৮. আর কবে হবে মোর শুভ সুখ দিন (অজ্ঞাত) ৮. ১৮ক]
৯৯. সুন সুন সুন্দর নাগররাজ (গোবিন্দদাস) ৯. ১৮ক, খ]
১০০. সুনত দোতি নিবেদন পুঞ্জে (লোচনদাশ) ১০. ১৮খ]
১০১. মাধবি তরুর তলে বশি (ঘনস্যাম) ১১. ১৮খ]
১০২. হেথা দুতি আওল রাইক পায (অজ্ঞাত) ১২. ১৮খ, ১৯ক]
১০৩. কানুক ঐছে দসা সুনি রাই (লোচনদাস) ১৩. ১৯ক]
১০৪. অভিশার মেলি : গৌরাঙ্গ চরিত কিছু (বিশ্বম্ভর) ১৪. ১৯ক]
১০৫. গোবিন্দানন্দিনি রাই বিচারিয়া মনে (লোচন) ১৫. ১৯ক,খ]
১০৬. সুন সুন যুন্দর কানাই (বিদ্যাপতি) ১৬. ১৯খ]
১০৭. অবনত বয়নি না কহে কিছু বানি (জ্ঞানদাস) ১৭. ১৯খ]
১০৮. সৌরভে আগরি রাই সুনাগরি (গোবিন্দদাস) ১৮. ১৯খ, ২০ক]

অথ স্নানকালে দরশন সম্ভগ সমাপ্ত ॥

পুর্ব্বরাগ শ্রীকৃষ্ণস্য সায়ন্য দরশনং জথা তদচিত শ্রীমহাপ্রভু ॥

১০৯. কি হেরিলাম বলে গোরা বেলি অবসানে (বাসুঘোষ) ১. ২০ক]
১১০. জব গোধলি সময় বেলি : ধনি মন্দির (বিদ্যাপতি) ২. ২০ক]

১১১. বেলি অসকালে : দেখিনু ভালে (চণ্ডীদাস) ৩. ২০ক,খ]
১১২. সুন সুন নাগর করি অনুমানি (অজ্ঞাত) ৪. ২০খ]
১১৩. এ সুখে বিহি কি পুরায়ব সাধা (কবিবল্লভ) ৫. ২০খ, ২১ক]
১১৪. সুন ল·রাজার ঝি (বিদ্যাপতি) ৬. ২১ক]
১১৫. কি এ হিমকর কর কিএ নির ঝর ঝর (গোবিন্দদাস) ৭. ২১ক]
১১৬. বেলি অবসানে : হেরিএ নয়ানে (ব্রজানন্দ) ৮. ২১ক,খ]
১১৭. না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ (বিদ্যাপতি) ৯. ২১খ]
১১৮. হামারি বচন সুন রাই (জদুনন্দন) ১০. ২১খ]
১১৯. এ ধনি পদুমিনি সহজহি ছোটী (বিদ্যাপতি, রাধামাধব) ২১খ, ২২ক]
গোধলি সময় দরশন সম্ভগ সমাপ্ত ॥ অথ পুর্ব্বরাগ শ্রীমতির দসম দশা।
জত্র জত্র গৌরচন্দ্র তত্র তত্র পদং ॥ লালসো উদ্বেগয়াগর্য্যাতালবং জড়িমা তথা
বৈয়োগ্রং ব্যাধিরুন্মাদ মোহ মৃত্যুদশা দশ। তথা লালসা ॥ ততো শ্রীগৌরচন্দ্র ॥
১২০. কুসমিত কানন হেরি সচিনন্দন (রাধামোহন) ১. ২২ক]
১২১. সখিগন সঞে নাহি হাস পরিহাস (ঘনস্বামর দাস) ২. ২২ক]
১২২. মন্দির মাঝে বৈঠলি সুন্দরি দিনকর (জ্ঞানদাস) ৩. ২২ক, খ]
১২৩. কানড় কুসম হেরি সচিনন্দন করতলে (রাধামোহন) ৪. ২২খ]
১২৪. তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দুরসএে লোচন (গোবিন্দদাস) ৫. ২২খ]
১২৫. কাহে পুন গৌরকিসোর (রাধামোহন) ৬. ২৩ক]
১২৬. তহু মোনমোহন কি কহব তোয়ো (কবিসেখর) ৭. ২৩ক]
১২৭. ধরনি সয়নে ঝরএ নয়ন সঘনে কাপএ অঙ্গ (গৌরদাশ) ৮. ২৩ক]
১২৮. দেখ দেখ গৌরবরন গুনধাম (রাধামোহন) ৯. ২৩খ]
১২৯. মাধব ধৌরজ না কয় গমনে (গোবিন্দদাস) ১০. ২৩খ]
১৩০. আজু হাম নবদ্বিপ দ্বিজরাজ পেখনু (রাধামোহনদাস) ১১. ২৩খ, ২৪ক]
১৩১. থোরি বএস ধনি ভাল মন্দ নাহি জানি (রাধামোহন) ১২. ২৪ক]
১৩২. কাঞ্চন গৌরি ভোরি বৃন্দাবনে খেলই সহচরি মেলি (গোবিন্দদাস) ১৩. ২৪ক]
১৩৩. কাঞ্চন কমল নিন্দি মুখ সুন্দর (রাধামোহন) ১৪. ২৪ক,খ]
১৩৪. তুয়া রূপ জগজন করত ধেয়ান (রাধামোহন) ১৫. ২৪খ]
১৩৫. লাখ বান হেম জৌতি : অপরূপ গৌরযোতি (রাধামোহন) ১৬. ২৪খ]
১৩৬. নিরমল কুল সিল : কাঞ্চন গোরি (জদুনন্দন) ১৭. ২৪খ, ২৫ক]
১৩৭. অদভুত রূপ দৈবে হেরি (রাধামোহন) ১৮. ২৫ক]

১৩৮. অনধিগন্তা কশ্বিক গদকারনমার্পত (সনাতন) ১৯. ২৫ক,খ]
১৩৯. ভাবহি গদগদ কহত সচিসুত কো ইহ আনন্দধাম (রাধামোহন) ২০. ২৫খ]
১৪০. আঁচরে মুখসসি গোয় (গোবিন্দদাস) ২১. ২৫খ]
১৪১. খেনে হাসই খেনে রোয় দিসি দিসি হেরই তোয় (জদুনন্দন) ২২. ২৫খ, ২৬ক]
১৪২. পুরবহি শচীসুত ভাবহি উনমত (রাধামোহন) ২৩. ২৬ক]
১৪৩. যব তুয়া নয়ন মুরলী বিষ জারল (রাধামোহন) ২৪. ২৬ক]
১৪৪. যছু মুখলাবণী কত কুলকামিনী (রাধামোহন দাস) ২৫. ২৬ক,খ]
১৪৫. লুঠই ধরনি ধরি সোই (গোপাল) ২৬. ২৬খ]
১৪৬. গোপকুমার সামাঝ : মিমং সখি পুছুক (রামানন্দ রায়) ২৭. ২৬খ]
১৪৭. সখি কাহে কহ বিপরিতি (জদুনন্দনদাসক দাস) ২৮. ২৬খ, ২৭ক]
১৪৮. কানুক নিঠুর বচন সুনি সো সখি (পরমানন্দ দাস) ২৯. ২৭ক]
১৪৯. মোরে উপেখিল স্যাম সুনাগর (জদুনন্দন দাস) ৩০. ২৭ক]
১৫০. কৃষ্ণ অকুরূন হইলা আমারে (জদুনন্দন দাশ) ৩১. ২৬খ, ২৭ক]
১৫১. সখিগন বিভোর হইয়া (মোহনদাস) ৩২. ২৭খ]
১৫২. সুনিয়া নিঠুর বচন আমার (জদুনন্দন দাস) ৩৩. ২৭খ, ২৮ক]
১৫৩. রাইক জিবন সেষ সুনি সহচরি (গৌরসুন্দর দাস) ৩৪. ২৮ক]
১৫৪. কানুর বদন হেরি : উলছিত অন্তর (গোবিন্দদাশ) ৩৫: ২৮ক]
১৫৫. কুচ পর হাত ধয়ল বলী : কমল গরাসন কমল কলি (কবিবল্লব) ৩৬. ২৮ক, খ]

পুর্ব্বরাগের দসম দসা সম্ভগ শ্রীমতির সমাপ্ত।

পুর্ব্বরাগস্য গীতং শ্রীরাধিকায়াং শ্রীকৃষ্ণস্য সমাপ্ত।

সংক্ষিপ্ত রসোদগার॥ বিভাস॥

১৫৬. পুন কবলিত অতি ললিত হেম তনু (গোবিন্দদাস, শ্রীবল্লভ) ১. ২৮খ]
১৫৭. আজি কেনে তোমা এমন দেখি (বিদ্যাপতি) ২. ২৮খ, ২৯ক]
১৫৮. চৌদিগে চকিত নয়ানে ঘন হেরসি (গোবিন্দদাস) ৩. ২৯ক]
১৫৯. নিতি নিতি দেখি নাহিক লাজ (জ্ঞানদাস) ৪. ২৯ক]
১৬০. দুর কর রে সখি সো পরসঙ্গ (গোবিন্দদাস) ৫. ২৯ক, খ]
১৬১. কি কহব রে সখি কহইতে লাজ (বিদ্যাপতি) ৬. ২৯খ]
১৬২. সখি সঙ্গে কহে ধনি রসের প্রসঙ্গ (অজ্ঞাত) ৭. ২৯খ]
১৬৩. গকুলে দেব দেয়াসিনী আয়ল নগরহি ঐছে ফুকারি (সেখর) ৮. ২৯খ, ৩০ক]
১৬৪. কহ সখি কি এ ভেল (অজ্ঞাত) ৯. ৩০ক]

১৬৫. চৈতন্য কলপতরু অদ্বৈত সে সাখা গুরু (উদ্ধব দাশ) ১০. ৩০ক]
১৬৬. প্রভাতে উঠিয়া : গোরা বিনদিয়া (গৌরদাস) ১১. ৩০ক, খ]
১৬৭. প্রভাতে উঠিয়ে বররাজ (সেখরদাস) ১২. ৩০খ]
১৬৮. য়ুবল মিতা হে কি কহব সে সব রঙ্গ (অজ্ঞাত) ১৩. ৩০খ]
১৬৯. বিরল সঞে জব বসন উতারনু লাজে (বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাশ) ১৪. ৩০খ, ৩১ক]
১৭০. হেথা সকাল সিনানে চলিলা গোরি (সেখর) ১৫. ৩১ক]
১৭১. হেরইতে বিনদিনি ভুলল রে (গোবিন্দদাস) ১৬. ৩১ক]
১৭২. তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম (গোবিন্দদাশ) ১৭. ৩১ক]
১৭৩. বিপিনহি কেলি কয়ল দুহু মেলি (গোবিন্দদাস) ১৮. ৩১ক, খ]
১৭৪. নবদ্বীপে সুনি সিংহনাদ (কৃষ্ণদাস) ১ . ৩১খ]
১৭৫. হেম বরন বর : সুন্দর বিগ্রহ (জ্ঞানদাস) ২০. ৩১খ, ৩২ক]
১৭৬. লাখ বান কাঞ্চন জিনি রসে ঢর ঢর (গোবিন্দদাস) ২১. ৩২ক]
১৭৭. বিকচ সরজ ভানু মুখমোণ্ডল দিঠে (অনন্তদাস) ২২. ৩২ক]
১৭৮. ভালে সে চন্দন চান্দ : কামিনি মোহন ফান্দ (গোবিন্দদাস) ২৩. ৩২ক, খ]
১৭৯. ভালে সে চন্দ্রন চান্দ্র : নাগরিমোহন ফান্দ্র (বলরাম দাস) ২৪. ৩২খ]
১৮০. জত রূপ তত বেস : ভাবিতে পাঁজর সেস (জ্ঞানদাস) ২৫. ৩২খ, ৩৩ক]
১৮১. স্যাম রূপ হেরি প্রান কান্দে (অনন্তদাস) ২৬. ৩৩ক]
১৮২. স্যাম নাগর বর রসিয়া (অজ্ঞাত) ২৭. ৩৩ক, খ]
১৮৩. চল চল চল সখি স্যাম দরসনে (অজ্ঞাত) ২৮. ৩৩খ]
১৮৪. কৃষ্ণ অনুরাগে হিয়া ছির নাহি ধরে (নরত্তম দাস) ২৯. ৩৩খ]
১৮৫. বিনদিনি কনক মুকুর কাঁতি (স্যামানন্দ) ৩০. ৩৩খ, ৩৪ক]
১৮৬. কি এ সুভ দরসনে : উলসিত লোচনে (অজ্ঞাত) ৩১. ৩৪ক]
১৮৭. পহিল সমাগম রাধা কান (গোবিন্দদাষ) ৩২. ৩৪ক, খ]
১৮৮. রাধামাধব বিজই বলে (নরত্তমদাস) ৩৩. ৩৪খ]
১৮৯. কীর্ত্তন ছারিএ গদাধর গৌরহরি (গৌরদাস) ৩৪. ৩৪খ]
১৯০. কেলি বিলাস দোহে করি সমাধান (জদুনাথ দাষ) ৩৫. ৩৪খ]
১৯১. চৈতন্য করুনার সিন্ধু পুউরুব আবেসে (গৌরদাস) ৩৬. ৩৫ক]
১৯২. সুন সুন প্রানপ্রয়া মোর নিবেদন (অজ্ঞাত) ৩৭. ৩৫ক]
১৯৩. সুন সুন্দর স্যাম ব্রজবেহারি (গোবিন্দদাস) ৩৮. ৩৫ক]
১৯৪. তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি (বলরাম) ৩৯. ৩৫ক, খ]

১৯৫. দোঁহ তিরপ্রিত ভেল দোহ নিবেদনে (নরত্তম দাস) ৪০. ৩৫খ]
১৯৬. চৈতন্তবিলাস জাগী যুরধনি তিরে (বাধু) ৪১. ৩৫খ, ৩৬ক]
১৯৭. রস জাগরনে : নিকুঞ্জ ভুবনে (জর্গনাথ দাস) ৪২. ৩৬ক]
১৯৮. কি রূপ হেরিলাম সই নিকুঞ্জ মাঝারে (জদুনাথ দাস) ৪৩. ৩৬ক]
১৯৯. কৈছে ঘুমায়ত জুগল কিসোর (গোবিন্দদাস) ৪৪. ৩৬ক]
২০০. উঠিয়া সে বিনদিনী : না হেরিএ রজনি (গোবিন্দদাস) ৪৫. ৩৬ক, খ]
২০১. বিনদিনি বোল : বিনদ সোনল : জাগল : অতি সে তুরিত (জগদানন্দ) ৪৬. ৩৬খ]
২০২. প্রাননাথ কি আজু হইল : কেমনে জাইব ঘর (বিদ্যাপতি) ৪৭. ৩৬খ, ৩৭ক]
২০৩. ষুনিয়া ধনির বানি নাগর সুজান (বসু রামানন্দ) ৪৮. ৩৭ক]
২০৪. মনেতে সঙ্কচ ভাবি ধনি (বসু রামানন্দ) ৪৯. ৩৭ক]

॥ চৈতন্য নদিরূপে বর্ন্নন ॥

২০৫. গৌরাঙ্গ রসের নদি প্রেমের তরঙ্গ (দুখিয়া সেখর) ১. ৩৭ক, খ]
২০৬. নিজ গ্রহে বসি গোরারায় (নরর্ত্তমদাশ) ২. ৩৭খ]
২০৭. নিজ মন্দিরে ধনি সখিগন মেলি (কানুদাস) ৩. ৩৭খ]
২০৮. কহো কহো সুন্দরি রজনীবিলাস (বিদ্যাপতি) ৪. ৩৭খ, ৩৮ক]
২০৯. চিরনী করে করী : কেস বেস করী (কবিসেখর) ৫. ৩৮ক]
২১০. না পুছ না পুছ সখী পৃয়াকো প্রিরীত (জ্ঞানদাস) ৬. ৩৮ক]

ইতি রূপাভিসার সম্ভগ কুঞ্জভঙ্গ নিবেদন সমাপ্ত ॥

চৈতন্য সীংহ রূপের বর্ন্নন ॥

২১১. কলিজুগ মত্ত মতঙ্গ জমরদলে কুমতি করিনী দুরে গেল (বলরামদাস) ৩৮খ]
২১২. গোরা রূপ লাগীল নয়ানে (বাসুঘোষ) ১. ৩৮খ]
২১৩. মলাম মলাম স্যাম অনুরাগে (রামানন্দ বসু) ২. ৩৮খ]
২১৪. কানু অনুরাগ বাগ সম পৌঠল ত (বিদ্যাপতি) ৩. ৩৮খ, ৩৯ক]
২১৫. এমন কালিয়া চাঁন্দে কে আনিলে দেসে (অজ্ঞাত) ৪. ৩৯ক]
২১৬. রূপে ভরল দিঠে : সোঙরি পরস মিঠে (গোবিন্দদাস) ৫. ৩৯ক]
২১৭. কি হইল কি হইল মোর কানুর পিরিতি (চণ্ডীদাস) ৬. ৩৯ক, খ]
২১৮. ষুন্দরি এই বেলায় ঝাঁট কর বেস (জদুনাথদাস) ৭. ৩৯খ]
২১৯. ধনি ধনি বলি অভিসারে (অনন্তদাস) ৮. ৩৯খ]
২২০. বসি গোরা নটবর জাহ্নবির কুলে (বাসুদেব ঘোস) ৯. ৩৯খ, ৪০ক]
২২১. আইস আইস সুবদনি রসমই রাধা (দ্বিজ হরিদাস) ১০. ৪০ক]

২২২. কি সোভা হইয়াছে আজু ছরধনির তিরে (নরহরদাস) ১১. ৪০ক]

২২৩. আজ বর শোভা রে মধুর বিন্দ্রাবনে (অনন্ত দাস) ১২. ৪০ক, খ]

২২৪. নিধুবনে শ্যাম বিনদিনী ভোর (শিখররায়) ১৩. ৪০খ]

২২৫. রাই কানুর প্রিতিরীতির কালাই আরে কবি (নরহরদাস) ১৪. ৪০খ]

২২৬. ভোলে ভোলে রে দোঁহার রূপে নয়ান ভোলে (গোবিন্দদাস) ১৫. ৪০খ, ৪১ক]

২২৭. মাতল কীর্ত্তন রসে গৌর গদাধর (নয়নানন্দ) ১৬. ৪১ক]

২২৮. রতিরসে মাতল অতিশয় নাহ (হরিবল্লভ) ১৭. ৪১ক]

২২৯. কমলে ভ্রমর রহু মাতি (গোবিন্দদাস) ১৮. ৪১ক, খ]

২৩০. কীর্ত্তন সমাধি ভেল অব (নয়নানন্দ) ১৯. ৪১খ]

২৩১. রতি রস ছরমে শ্যাম হিয়ে সুতলি (গোবিন্দদাস) ২০. ৪১খ]

২৩২. অধরে অধরে দুহু ধরি (জদুনন্দন) ২১. ৪১খ, ৪২ক]

২৩৩. দস দিস নিরমল ভেল পরকাশ (রায়শিখর) ২২. ৪২ক]

২৩৪. অকরুন পুন বান অরুন উদিত মুদিত কুমদ কান (জগদানন্দ) ২৩. ৪২ক]

২৩৫. উঠ উঠ গোরাচান্দ নিসি পোহাইল (বাসুদেব ঘোস) ২৪. ৪২ক, খ]

২৩৬. রাই জাগ রাই জাগ সারী শুক বলে (বিদ্যাপতি) ২৫. ৪২খ]

২৩৭. রোসে পৃক কহে সারি শুক দোঁহাকারে (অজ্ঞাত) ২৬. ৪২খ]

২৩৮. সারি সুক পীক দেখি নিসি অবসান (বৃন্দাবনদাস) ২৭. ৪২খ]

২৩৯. রজনিক সেষে জাগি সচিনন্দন শুনইতে অলি (রাধামোহন দাস) ২৮. ৪২খ, ৪৩ক]

২৪০. উঠিয়া বিধুমুখি : রজনি প্রভাত দেখি (নরহরিদাস) ২৯. ৪৩ক]

২৪১. রজনিক সেসে জাগি সচিনন্দন তুতহি ভাবে ভেল ভোর (রাধামোহনদাস) ৩০. ৪৩ক]

২৪২. উঠিলা নাগর বড় নিদ্রের ঘোরে (অজ্ঞাত) ৩১. ৪৩ক, খ]

২৪৩. কি আজু হইল বন্ধু পোহাইল সর্ব্বরী (শ্যামানন্দ) ৩২. ৪৩খ]

২৪৪. দেখ সখি গৌর নওল কিসোঁর (রাধামোহনদাস) ৩২. ৪৩খ]

২৪৫. সন অহে হরি বেস করহ মোর (জদুনন্দন) ৩৩. ৪৩খ, ৪৪ক]

২৪৬. আনন্দ নির যতনে হরি বারত অলক তিলক নিরমাই (গোবিন্দদাস) ৩৪. ৪৪ক]

২৪৭. জামিনি সেসে বেস করব তুহু (গোবিন্দদাস) ৩৫. ৪৪ক]

২৪৮. ধনি ধনি কর অবধান (গোবিন্দদাস) ৩৬. ৪৪ক, খ]

২৪৯. আকুল কুটিল কুল সবরি (গোবিন্দদাস) ৩৭. ৪৪খ]

২৫০. সাধনভক্তকা রসে গোরা দ্বিজমুনি (গৌরদাস) ৩৮. ৪৪খ]

২৫১. হরি নিজ আচরে রাই মুখ মোচই (গোবিন্দদাস) ৩৯. ৪৪খ, ৪৫ক]

২৫২. বেস বনাই বদন পুন হেরই পদযুগে (গোবিন্দদাস) ৪০. ৪৫ক]

২৫৩. রতনে জরিত কুঞ্জ পরিএ রহিল (গোবিন্দদাস) ৪১. ৪৫ক]

অনুরাগ অবিসার অলস কুঞ্জভঙ্গ সাধনভক্তকা গ্রহাগমন সমাপ্ত ॥
অসদা উক্তি বাছল্য ছলে প্রকারান্ত রসউদ্গার লিক্যতে ।

২৫৪. ও মোর জিবন : সরবস ধন : গোনার নিমাই চান্দে (জগন্নাথদাস) ১. ৪৫ক]

২৫৫. সভাবে সকল কাজে নিজক্রিয়া প্রভাতে (সেখর) ২. ৪৫খ]

২৫৬. দেবি ভগবতি পুর্ন্যমাসি খ্যাতি (জদুনন্দন দাস) ৩. ৪৫খ]

২৫৭. বামক নিল বসন কাহে পীন্ধ (গোবিন্দদাস) ৪. ৪৫খ, ৪৬ক]

২৫৮. অন্তরে জানেন দেবি সকল বাড়তা (জদু) ৫. ৪৬ক]

২৫৯. পুর্ন্নমাসির কথা তখন সুনি জসমতি (অজ্ঞাত) ৬. ৪৬ক]

২৬০. দেখিয়া কুন্দলতা : জটিলা উনমতা (সেখর) ৭. ৪৬ক, খ]

২৬১. যশোদা শুন্দরি : না জানে চাতুরি (সেখর) ৮. ৪৬খ]

২৬২. যরতি জতন করি : কহে শুন সুন্দরি (সেখররায়) ৯. ৪৬খ, ৪৭ক]

২৬৩. পথগতি মিলন রাধা কান (কবিসিখর) ১০. ৪৭ক]

২৬৪. কুন্দ সঙ্গে আইল রাই : নন্দের ভবন (জাদবিন্দু) ১১. ৪৭ক]

২৬৫. বসিলা সুন্দরী পীঢ়ার উপরি রন্ধন করিতে সাধে (অজ্ঞাত) ১২. ৪৭ক, খ]

২৬৬. ভোজন মন্দির : ভিতর বাহির (সিখর) ১৩. ৪৭খ]

২৬৭. রন্ধনে রমনি : হইয়া মলিনী বাহির হইয়া বসি (সিখররায়) ১৪. ৪৮ক]

২৬৮. পরম সাদরে ধনি নন্দের ভবনে (জাদুবিন্দ) ১৫. ৪৮ক, খ]

২৬৯. কুন্দলতা সনে কথা কয় নন্দরানী (সেখর) ১৬. ৪৮খ]

২৭০. সখি সাথে জায় পথে রাই বিনদিনী (কবিসেখর) ১৭. ৪৮খ]

২৭১. ধনি কুন্দলতা বিসাখা ললিতা বাইরে (সেখর) ১৮. ৪৮খ, ৪৯ক]

২৭২. নবদ্বীপ গগনে উয়ল দিন রাত্তি (বলরাম দাস) ৪৯ক]

॥ সর্ব্ব কালাচিত গৌরচন্দ্র । সর্ব্ব কালোচিতাভিসার তদ্ভাবাকান্ত শ্রীমহাপ্রভু ॥

২৭৩. রাধাপ্রেমদয়ে গোরার স্থির নাহি হয় (বৌষ্টবদাস) ১. ৪৯ক,খ]

২৭৪. করিবর রাজহংসী গতি গামিনি (বিদ্যাপতি) ২. ৪৯খ]

২৭৫. দেখ দেখ নব অভিসারিনি রাই (অজ্ঞাত) ৩. ৪৯খ, ৫০ক]

২৭৬. নব অভিসারিনি কুঞ্জহি ভেটল (রাধামোহনদাস) ৪. ৫০ক]

২৭৭. কিএ সুভ দরশনে : উলসিত লোচনে (অজ্ঞাত) ৫. ৫০ক]

২৭৮. পহিল সমাগম রাধা কান (গোবিন্দদাস) ৬. ৫০ক, খ]

২৭৯. হাটের পর্ত্তন : শ্রীসচিনন্দন (সেখর) ৭. ৫০খ]
২৮০. কীর্ত্তন বিলাসে সাজো গোরা দ্বিজমুনি (মোহন দাস) ৮. ৫১ক]
২৮১. সুন্দরী মাধব : তুয়া পথ হেরই (মোহন) ৯. ৫১ক]
২৮২. ত্বং কুচবল্লিত মোক্তিক মালা (সনাতন) ১০. ৫১ক]
২৮৩. কৃষ্ণ অঙ্গকান্তি গোরার জাগএ অন্তরে (অজ্ঞাত) ১১. ৫১ক]
২৮৪. কুন্দ কুসমে করি কবরিক ভার (গোবিন্দদাস) ১২. ৫১ক,খ]
২৮৫. মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী (নরত্তমদাস) ১৩. ৫১খ]
২৮৬. ও মুখ সরদ সুধাকর সুন্দর (নরোত্তমদাশ, শ্রীবল্লভ) ১৪. ৫১খ]
২৮৭. কি কহব মাধব প্রেমক রিতী (গোবিন্দদাশ) ১৫. ৫১খ, ৫২ক]
২৮৮. বিস্বম্ভর গাছ কাঁতরি গদাধর (সেখর) ১৬. ৫২ক]
২৮৯. জিনি কনকাচল কান্তী উজীআর (নরত্তমদাস) ১৭. ৫২ক]
২৯০. অম্বরে ডম্বর ভর নব লেহ (গোবিন্দদাশ) ১৮. ৫২ক, খ]
২৯১. নিলিম মৃগমদে তনু অনুরঞ্জনি (গোবিন্দদাশ) ১৯. ৫২খ]
২৯২. কি করব মৃগমদ লেপনে তোর (গোবিন্দদাস) ২০. ৫২খ]
২৯৩. গুরুজন নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ (গোবিন্দদাষ) ২১. ৫২খ]
২৯৪. দুহু জন মিলল কুঞ্জক মাহ (বষ্ণমদাস) ২২. ৫৩ক]
২৯৫. শুন শুন যুন্দরি বচন আমার (বৈষ্ণবদাস) ২৩. ৫৩ক]
২৯৬. মাধব কি কহব দৈব বিপাক (গোবিন্দদাস) ২৪. ৫৩ক, খ]
২৯৭. সুন মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগী (গোবিন্দদাস) [২৫.] ৫৩খ]
২৯৮. শীতহি ভিত অতি গোরা নটরায় (অজ্ঞাত) ২৬. ৫৩খ]
২৯৯. পৈথলি রজনি পবন বহ মন্দ (গোবিন্দদাস) ২৭. ৫৩খ]
৩০০. কানু অনুরাগে চলত বিভোর (নরোত্তম দাস) ২৮. ৫৩খ, ৫৪ক]
৩০১. হিম ঋতু নিশি দিশি দিশি রহ বাত (গোবিন্দদাশ)২৯. ৫৪ক]
৩০২. দোহ জন মাতল মনমথ জাগী (বৈষ্ণবদাশ) ৩০. ৫৪ক]
৩০৩. বিনদিনি কৈছনে তেজলি গ্রহ (নরত্তম) ৩১. ৫৪ক,খ]
৩০৪. নিতাই মাতালিয়ে রে কি মদ খয়ায়ে (অজ্ঞাত) ৩২.৫৪খ]
৩০৫. লাখ বান হেম চম্পক জিনি গোরা তনু (রাধামোহনদাস) ৩৩. ৫৪খ, ৫৫ক]
৩০৬. মাথহিঁ তপন তপত পথ বালুক আতপ দহন (গোবিন্দদাস) ৩৪.৫৫ক]
৩০৭. রাধা মাধব জব দুহুঁ মেলি (রাধামোহন) ৩৫. ৫৫ক]
৩০৮. জল মাহা উঠল দোহজন তির (মোহন দাস) ৩৬. ৫৫ক]

৩০৯. কে জাবে কে জাবে ভাই ভবসিন্ধু পার (লোচন) ৩৭. ৫৫ক]
৩১০. কীর্ত্তন বিলাসে : ভাবের আবেসে (নরত্তম দাস) ৩৮. ৫৫খ]
৩১১. গগনে অব ঘন : মেহ দারুন (রায় সিখর) ৩৯. ৫৫খ]
৩১২. বুঝিএ গৌরাঙ্গের ভাব সব সহচরে (বাসুদেব) ৪০. ৫৫খ]
৩১৩. অবিরত ঝর ঝর বরিখত জলধর (জগদানন্দ) ৪১. ৫৫খ, ৫৬ক]
৩১৪. মন্দির বাহিরে কঠিন কপাট (গোবিন্দদাস) ৪২. ৫৬ক]
৩১৫. কুলবতি কঠিন : কপাট উঘাটন (গোবিন্দদাস) ৪৩. ৫৬ক]
৩১৬. মেঘ যামিনী চলল কামিনী (গোবিন্দদাস) ৪৪. ৫৬ক, খ]
৩১৭. দুহু জন মিলল কুঞ্জক মাহ (গোবিন্দদাস) ৪৫. ৫৬খ]
৩১৮. সুন সুন গুনবতি রসময়ী রাধা (নরত্তম দাশ) ৪৬. ৫৬খ]
৩১৯. কি কহব পুনফল তোরি (গোবিন্দদাস) ৪৭. ৫৬খ, ৫৭ক]
৩২০. কণ্টক গারি কমল সম পদতল মন্দির বাট ঝাঁপী (গোবিন্দদাশ) ৪৮. ৫৭ক]
৩২১. গৌরাঙ্গ করুনাসিন্ধু অবতার (গোবিন্দদাস) ৪৯. ৫৭ক]
৩২২. রাইপ্রেমে আব্রিত : ভাবে বিভাবিত (নরত্তমদাস) ৫০. ৫৭ক, খ]
৩২৩. অবহু রাজপথে পুরজন জাগী (বিদ্যাপতি) ৫১. ৫৭খ]
৩২৪. কিবা সে দোঁহার রূপ কিসোর কিসোরি (সিখর রায়) ৫২. ৫৭খ, ৫৮ক]
৩২৫. রতিরস সমাধিয়া কিসর কিসরি (বৈষ্ণবদাস) ৫৩. ৫৮ক]
৩২৬. সুন সুন প্রানবন্ধু নিবেদন করি (বৈষ্ণবদাশ) ৫৪. ৫৮ক]
৩২৭. কি সোভা হঞাছে আজু নিকুঞ্জেতে (বৈষ্ণবদাস) ৫৪. ৫৮ক, খ]
৩২৮. পেখনু গৌরচন্দ্র অনুপাম (ঘনস্যাম দাশ) ৫৫. ৫৮খ]
৩২৯. রামানন্দ স্বরূপের সনে (নরহরি) ৫৬. ৫৮খ]
৩৩০. মুরুলিরে মিনতি করিয়ে বারে বার (উদ্ধব দাস) ৫৭. ৫৮খ, ৫৯ক]
৩৩১. বিপরিত ভাব গোরার কহনে না জায় (নরত্তমদাশ) ৫৮. ৫৯ক]
৩৩২. মনিময় নূপুর : জতনে আনি ধনি (গোবিন্দদাস) ৫৯. ৫৯ক, খ]
৩৩৩. বিপরিত বেসে মিলল বড় সুন্দরী (অজ্ঞাত) ৬০. ৫৯খ]
৩৩৪. ঘরে হইতে সুনিলাম মুরুলি নিসান (জ্ঞানদাশ) ৬১. ৫৯খ]
৩৩৫. মুরুলি সিখিবে রাধে : সিখাব মনের সাধে (কুঞ্জদাস) ৫৯খ, ৬০ক]
৩৩৬. নিকুঞ্জ মন্দিরে দেখ অদ্ভুৎ তরঙ্গ (কুঞ্জদাস) ৬০ক]
৩৩৭. সব অবতারের সার গোরা অবতার (বলরাম) ৬২. ৬০ক]
৩৩৮. তপা দিনে হেরে গোরা পভাত সময় (নরোত্তম) ৬৩. ৬০খ]

৩৩৯. সহজই সীত সময় অতি হিম (রাধামোহন) ৬৪. ৬০খ]
৩৪০. হিম ঋতু দিনহু মিলল দুহু কুঞ্জে (রাধামোহন) ৬৫. ৬০খ, ৬১ক]
৩৪১. রাই প্রেমদিত গোরার অন্তর মাঝারে (মোহন দাস) ৬৬. ৬১ক]
৩৪২. গগনে নিমগন দিনমনি কাঁতি (গোবিন্দদাস) ৬৭. ৬১ক]
৩৪৩. ঝাঁপল দিনমনী পড়তহি নীর (রাধামোহন) ৬১ক]
৩৪৪. গোরা অবতারে জার : না হইল ভকতি শার (পরমানন্দ) ৬৮. ৬১ ক, খ]
৩৪৫. স্নরধনী তিরে গোরা কিঙ্কনাভিলাসে (নরত্তম) ৬৯. ৬১খ]
৩৪৬. হরি রহু কাননে কামিনী লাগী (গোবিন্দদাস) ৭০.৬১খ]
৩৪৭. অকপটে তরুমুলে বৌসে গোরারায় (মোহন) ৭১.৬২ক]
৩৪৮. কি কহিব রে সখি রাই সোহাগী (গোবিন্দদাস) ৭২. ৬২ক]
৩৪৯. চাতক সঙ্কেত আজু : করিএ হরি জাগরন (রাধামোহন) ৭৩. ৬২ক, খ]
৩৫০. প্রান্তর মিলল হিয়ানন্দ ভেলি (রাধামোহন) ৭৪. ৬২খ]
৩৫১. স্নরধনি তিরে নব ভাণ্ডির তলে (জ্ঞানদাশ) ৭৫. ৬২খ]
৩৫২. নিকুঞ্জমন্দিরে : সেজ বিছাওই : সঘনে কাঁপএ দেহ (সিবরামদাস) ৭৬. ৬২খ]
৩৫৩. সে জে বিসভানু স্নতা : মরমে পাইএ বেথা (বড়ু চণ্ডীদাস) ৭৮. ৬২খ, ৬৩ক]
৩৫৪. পবনক পরসই : বিচলিত পল্লব (কানুরামদাস) ৭৯. ৬৩ক]
৩৫৫. দেখ দেখ পুরুত্তম অবতার (রাধামোহন) ৮০. ৬৩ক]
৩৫৬. মন্দির তেজি : কানন মাহা পৌঠই (কানুরামদাস) ৮১. ৬৩ক, খ]
৩৫৭. রসের হাটেতে আইলাম সাজায়া পসার (কানুরামদাস) ৮২. ৬৩খ]
৩৫৮. উদ্বেগ দেখিএ ধনির সহচরিগন (লোচন) ৮৩. ৬৩খ]
৩৫৯. তোহাঁরি সঙ্কেত : কুঞ্জে কুসম সর (জতুনন্দন) ৮৪. ৬৩খ, ৬৪ক]
৩৬০. সখি মুখে স্ননইতে স্ননঅবি তুপ (অজ্ঞাত) ৮৫. ৬৪ক]
৩৬১. হেরইতে দুঁহুজন দুহু মুখ ইন্দু (জতুনন্দন) ৮৬. ৬৪ক]
৩৬২. স্নরধনি তির : তরুনতর তরুগন (রাধামোহন) ৮৭. ৬৪ক]
৩৬৩. বাসীত বারী : কপ্পুরিত তাম্বুল : কুসমিত মদন সয়ান (গোবিন্দদাস) ৮৮. ৬৪ক, খ]
৩৬৪. উজোর রাতী : সেজ নব কিসলয় (গোবিন্দদাস) ৮৯. ৬৪খ]
৩৬৫. অনুপাম মন অভিলাষ (বলরামদাস) ৯০. ৬৪খ]
৩৬৬. ধনি সহজে রাজার ঝি (কানুরামদাস) ৯১. ৬৪খ, ৬৫ক]
৩৬৭. কি লাগি গৌর মোর (জ্ঞানদাস) ৯২. ৬৫ক]
৩৬৮. মধুরিত রজনি : উজোয়ল হিমকর (গোবন্দদাস) ৯৩. ৬৫ক]

৩৬৯. উদ্বেগ দেখিএ ধনির সহচরিগন (লোচন) ৯৪. ৬৫ক]

৩৭০. মাধব কাহে আনে আসোল রামা (গোবিন্দদাস) ৯৫. ৬৫খ]

৩৭১. সুন সুন মাধব বিদগধরাজ (নরোত্তমদাষ) ৯৬. ৬৫খ]

৩৭২. চলিলা নাগররাজ ধনি দেখিবারে (নরোত্তমদাষ) ৯৭. ৬৫খ]

৩৭৩. দুহু দোঁহে দরসনে পুলকিত অঙ্গ (নরোত্তমদাস) ৯৮. ৬৫খ, ৬৬ক]

৩৭৪. কিসলয় সয়নে সুতলি ধনি গোর (নরোত্তমদাশ) ৯৯. ৬৬ক]

৩৭৫. কি লাগিয়ে মোর : গৌরসুন্দর (নরহরি) ১০০. ৬৬ক]

৩৭৬. গগনে গরজে ঘন নিসি আন্ধিআরী (অজ্ঞাত) ১০১. ৬৬ক]

৩৭৭. এ ঘোর রজনী : মেঘ গরজনী : কেমনে আওব পৃয়া (জ্ঞানদাষ) ১০২. ৬৬ক, খ]

৩৭৮. ভুজগে ভরল পথ : কুলিষপাত সত (গোবিন্দদাশ) ১০৩. ৬৬খ]

৩৭৯. কানুর লাগিএ : জাগিয়ে পোহানু (অনন্ত দাস) ১০৪. ৬৬খ]

৩৮০. গরজএ গগনে সঘনে ঘন ঘোর (ঘনস্যাম) ১০৫. ৬৬খ, ৬৭ক]

৩৮১. কো ইহ পুন পুন করত ঝঙ্কার (ঘনস্যাম) ১০৬. ৬৭ক]

৩৮২. করে ধরি রাই মন্দিরে মাহা বৌঠল (ঘনস্যামর দাশ) ১০৭. ৬৭ক, খ]

৩৮৩. পুরব প্রেমের ভরে গৌরাঙ্গসুন্দর (বাসুদেব) ১০৮. ৬৭খ]

৩৮৪. একদিন বর : নাগর সিখর : কদম্ব তরুর মুলে (চণ্ডিদাস) ১০৯. ৬৭খ]

৩৮৫. মঙ্গল ঐছন সঙ্কেত ভাবিয়া রাই (তরুনীরমন) ১১০. ৬৭খ]

৩৮৬. অরুন নয়নে ধারা বহে (বাসুদেব ঘোস) ১১১. ৬৮ক]

৩৮৭. কুসমাবলিভিরূপক্ষ্ফুরতল্পং (সনাতন) ১১২. ৬৮ক]

৩৮৮. সাজল কুসম : সেজ পুন সাজই (গোবিন্দদাস) ১১৩. ৬৮ক]

৩৮৯. কানুক সন্দেসে : বেস বনাওনু (গোবিন্দদাশ) ১১৪. ৬৮ক, ৬৮খ]

৩৯০. আজু রজনি হাম : কৌছে বঞ্চিব (রাসুঘোস) ১১৫. ৬৮খ]

৩৯১. দেখ সখি অটমিক রাতী (গোবিন্দদাস) ১১৬. ৬৮খ]

৩৯২. এ হেন সুন্দরী বেস কেন বনাইলাম (বাসুঘোষ) ১১৭. ৬৮খ, ৬৯ক]

৩৯৩. বন্ধুরে লইএ কোরে : রজনী গোঙাব গো (নরোত্তমদাস) ১১৮. ৬৯ক]

৩৯৪. দেখ দেখ গৌরচন্দ অবতার (রাধামোহন দাশ) ১১৯. ৬৯ক, খ]

৩৯৫. তেজ সখী কানু আগমন আসা (বলরাম দাষ) ১২০. ৬৯খ]

৩৯৬. ওগ্নী ধনী ধরনী ডাড়িয়ে তনু করত বিসাদ (বিদ্যাপতি) ১২১. ৬৯খ, ৭০ক]

৩৯৭. তামাল ধরিএ ধনি মাগএ বিদায় (নরত্তমদাস) ১২২. ৭০ক]

৩৯৮. কি লাগি আমার গোরারায় (পরসাদ) ১২৩. ৭০ক]

৩৯৯. চান্দাবলী রতি : ছরমে ঘুমায়ল (অজ্ঞাত) ১২৪. ৭০ক]
৪০০. আজু কেনে গোরাচান্দের বিরস বয়ান (বাসুদেব) ১২৫. ৭০ক, খ]
৪০১. উমত ঝুমত : ঢরত গীরত : চলত চরন থোর (নরহরি) ১২৬. ৭০খ]
৪০২. আরে মোর সোনার বন্ধুর (চণ্ডিদাস) ১২৭. ৭০খ]
৪০৩. আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গরায় (নরহরি) ১২৮. ৭০খ, ৭১ক]
৪০৪. গোরা পঁহু বিরলে বসিয়া (নরহরি) ১২৯. ৭১ক]
৪০৫. ভাল হৈল আরে বন্ধ আইলে সকালে (চণ্ডিদাস) ১৩০. ৭১ক]
৪০৬. নখ পদ হ্নিদয়ে তোঁহারি (গোবিন্দদাস) ১৩১. ৭১ক, খ]
৪০৭. ভাবের আবেসে কহে গৌরাঙ্গরায় (বৈষ্টব দাষ) ১৩২. ৭১খ]
৪০৮. কাহা নখচিহ্ন চিহ্নলি তুহু সুন্দরী (গোবিন্দদাস) ১৩৩. ৭১খ]
৪০৯. তবে নিলোৎপল মুখমণ্ডল বিরস কাহে ভেল (শীখর) ১৩৪. ৭১খ, ৭২ক]
৪১০. ধনি না চেনে আপন কোপে (নরহরি) ১৩৫. ৭২ক]
৪১১. রাইক ভাব : হ্নিদয় বুঝি মাধব (গোবিন্দদাস) ১৩৬. ৭২ক]
৪১২. রাই করল জব গাঢ়ভীমান (ভুপতি) ১৩৭. ৭২খ]
৪১৩. দুহু দোঁহা দরসনে বাঢ়ল আনন্দ (গোবিন্দদাস) ১৩৮. ৭২খ]
৪১৪. অনাদর পেএ গোরা অভিমানে চলে (বৈষ্ণবদাস) ১৩৯. ৭২খ]
৪১৫. রাই অনাদর : হেরি রসীকবর (গোবিন্দদাষ) ১৪০. ৭৩ক]
ইতি খণ্ডিতা সংপুর্ন্ন॥ অথো কলহান্তরিতা আরব্ধ ॥
তদুচিৎ মাহাপ্রভু ॥ রাগিনী তুড়ি ॥
৪১৬. মান বিরহ জবে পহু ভেল ভোর (রাধামোহন) ১. ৭৩ক]
৪১৭. কুঞ্জহি নিকসই মানিনি রাই (চন্দ্রশেখর) ২. ৭৩ক, খ]
৪১৮. তোদের দোহর দৈবের ঠাম (চণ্ডীদাস) ৩ ৭৩খ]
৪১৯. আঁধল প্রেম : পহিলে না হেরল (গোবিন্দদাষ) ৪. ৭৩খ]
৪২০. জাকর চরন নখর রুচি হেরইতে (গোবিন্দদাস) ৫. ৭৩খ]
৪২১. চরন ধরি হরি : হার পেন্ধাওল (গোবিন্দদাস) ৬. ৭৪ক]
৪২২ চরন নখরমুনী রঞ্জন ছাঁন্দ (গোবিন্দদাষ) ৭. ৭৪ক]
৪২৩. একেহু নাগরি : সব গুনে আগোরি (গোবিন্দ) ৮. ৭৪ক]
৪২৪. কহল মো খলজন দেখিনু কান (গোবিন্দদাস) ৯. ৭৪ক, খ]
৪২৫. সুন্দরি কত সমুঝাওব তোয় (গোবিন্দদাস) ১০. ৭৪খ]
৪২৬. সুনইতে কানু মুরলীরব মাধুরী (গোবিন্দদাস) ১১. ৭৪খ]

৪২৭ কৈছে চরন করপল্লব ঠেলনী (ঘনশ্যাম) ১১. ৭৫ক]
৪২৮. তিল আধ মঝু বিনে : সয়নে সপনে (গোবিন্দদাস) ১২. ৭৫ক]
৪২৯. কি কহলি : কঠিন : কালিয়ো হ্রদে পৈঠবি (গোবিন্দদাষ) ১৪. ৭৫খ]
তত্র শ্রীমতি উক্তি উৎকণ্ঠা তদ্রুচিৎ মাহাপ্রভুঃ ॥ সুহই: ॥
৪৩০. মোহে বিহি বিপরিত ভেল (চৈতনদাস) ১, ৭৫খ]
৪৩১. সখির বচন সুনি কহে বিনদিনি (অজ্ঞাত) ২. ৭৫খ]
৪৩২. মান কয়ওলিত কয়ওলি (চন্দ্রসিখর) ৩. ৭৬ক]
৪৩৩. সো বহুবল্লভ সহজই ভোর (বিদ্যাপতি কবী) ৪. ৭৬ক]
৪৩৪. কুঞ্জরবর গতি মন্থর : চলত গমন নারি (সসীসিখর) ৫. ৭৬ক, খ]
৪৩৫. কানুক হেরি : চলল বর সহচরি (চন্দ্রসিখর) ৬. ৭৬খ]
৪৩৬. কি কহবী কি তব : তুরিত করি কহ কহ (চন্দ্রসিখর) ৭. ৭৬খ]
৪৩৭. কতহু ছলা করি : কহতই সহচরি (গোবিন্দদাষ) ৮. ৭৬খ, ৭৭ক]
৪৩৮. দুতিক বচনে নাগর রাজ (অজ্ঞাত) ৯. ৭৭ক]
৪৩৯. বদসি জদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী (জয়দেব) ১০. ৭৭ক, খ]
৪৪০. চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি (জ্ঞানদাষ) ১১. ৭৭খ]
৪৪১. হাঁসিএ নেহার রাই হাঁসিএ নেহার (জ্ঞানদাস) ১২. ৭৭খ]
৪৪২. তুহু জদি মাধব চাহসি নেহ (বিদ্যাপতি) ১৩. ৭৭খ, ৭৮ক]
৪৪৩. সুন্দরি বেরি এক কর অবধান (ঘনস্যাম) ১৪. ৭৮ক]
৪৪৪. রাই জব হেরল হরিমুখ ওর (কবিসেখর) ১৫. ৭৮ক]
৪৪৫. দুরে গেও মানীনী মান (বিদ্যাপতি) ১৬. ৭৮খ]
৪৪৬. মাধব এক নিবেদন করি তোয় (গোবিন্দদাষ) ১৭. ৭৮খ]
অথো দুর্জয় মান ॥ তদ্রুচিৎ মহাপ্রভু ॥
৪৪৭. বরন কাঞ্চন দসবাঁন (বাসুদেব ঘোষ) ১. ৭৮খ]
৪৪৮. দুর্জয় মানে প্রবল বর সুন্দরী (বৈষ্ণবদাষ) ২. ৭৮খ, ৭৯ক]
৪৪৯. মদনকুঞ্জ পর : বৈঠল মোহন : বিন্দাদেবি মুখ চাই (সিংহ ভুপতি) ৩. ৭৯ক]
৪৫০. মাধব নিপট কঠিন তনু তোর (ভুপতিনাথ) ৪. ৭৯ক, খ]
৪৫১. মদনকুঞ্জ তেজি : চলল চতুর দুতি (ভুপতিনাথ) ৫. ৭৯খ]
৪৫২. অখিল লোচন তম : তাপ বিমোচন (চম্পতিপতি) ৬. ৭৯খ, ৮০ক]
৪৫৩ সখি হে কাহে কহোসি কটু ভাসা (চম্পতি) ৭. ৮০ক]
৪৫৪. রাইক নিঠুর : বচন সুনি সহচরি (চম্পতিপতি) ৮. ৮০খ]

৪৫৫. বৃন্দে করে ধরি রোদতি শ্যাম (রসিক) ৯. ৮০খ, ৮১ক]

৪৫৬. বর নাগর সাজই নাগরি বেসা (ভুপতি) ১০. ৮১ক, খ]

৪৫৭. অপরূপ রাধা মাধব রঙ্গ (বিদ্যাপতি) ১১. ৮১খ]

তেতো সখি উক্তি মান প্রকারন্তং জথা তদুচিৎ মহাপ্রভু ॥

৪৫৮. সদাসিব ঘরে গোরা পোহাইল রজনী (রসিক) ১. ৮১খ]

৪৫৯. পিয়ো সখী নিকটে : জাই কহে দ্রুতগতি (উদ্ধব দাষ) ২. ৮১খ, ৮২ক]

৪৬০. কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁন্দে ঘনে ঘনে (বাসু ঘোষ) ৩. ৮২ক]

৪৬১. অবনত বয়নি ধরনি নখে লেখি (বিদ্যাপতি) ৪. ৮২ক]

৪৬২. মাধব অপরূপ পেখনু রামা (গোবিন্দদাস) ৫. ৮২ক, খ]

৪৬৩. তোহারি বিরহ বেদনে বাউর : সুন্দর মাধব মোর (কবি বিদ্যাপতি) ৬. ৮২খ]

৪৬৪. সো বর সঠ গুন : গুরুবর গুরুতর (চম্পাতিপতি) ৭. ৮২খ]

৪৬৫. রাইক বচন সুনিএ সহচরি (বৈষ্ণবদাষ) ৮. ৮২খ, ৮৩ক]

৪৬৬ সুন মাধব রাধা সাধিনা ভেল (বিদ্যাপতি) ৯. ৮৩ক]

৪৬৭. সুনি সখি বচন মনহি অনুমান (জ্ঞানদাস) ১০. ৮৩ক]

৪৬৮. কানু উপেখি : রাই মহি লিখই (গোবিন্দদাস) ১১. ৮৩ক, খ]

ইতি শ্রীপদমেরূ গ্রেন্থে সংকীর্ত্তনানুসারে রসপর্জ্যাং গীত সখিবচনং শ্রুত্বা মানং ও মিলনং সংপুর্ন্ন॥ ততো সুকোক্তি মানং জথা তদুচিৎ মহাপ্রভু ॥

৪৬৯. সুরধনি তিরে বসি গৌরাঙ্গসুন্দর (বৈষ্ণবদাষ) ১. ৮৩খ]

৪৭০. তরু পর রহিয়া : সুক ফুকারিয়া (উদ্ধবদাস) ২. ৮৩খ, ৮৪ক]

৪৭১. সহচরি লৈএ : জেখানে বসিএ (উদ্ধবদাস) ৩. ৮৪ক]

৪৭২. সুন্দরি দুরে কর বিপরিত রোস (উদ্ধবদাস) ৪. ৮৪ক]

৪৭৩. গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক (জ্ঞানদাষ) ৫. ৮৪ক, খ]

ইতি শ্রীপদমেরূ গ্রন্থে সংকীর্ত্তনানুসারে রসপর্জ্যা গীত সুকবচনং শ্রুত্বা মানং ও মিলনং সংপুর্ন্নং ॥ প্রকারানন্তরং মানং বংশীধ্বনি শ্রবনেন জথা॥ স্তম্ভাবাবৃতঃ শ্রীমহাপ্রভুঃ ॥

৪৭৪. ব্রজভাব ভাবি গোরা প্রমাবিষ্ট হৈল (বৈষ্ণবদাষ) ১. ৮৪খ]

৪৭৫. জমুনা সমিপে : নিপতরু হেলন (উদ্ধব) ২. ৮৪খ, ৮৫ক]

৪৭৬. সুন সুন নিলজ কান (উদ্ধবদাস) ৩. ৮৫ক]

৪৭৭. কড়জোরে কানু : কওল কত কাকুতি (উদ্ধবদাষ) ৪. ৮৫ক]

৪৭৮. দুরে গেও মানিনী মান (বৈষ্ণবদাস) ৫. ৮৫ক]
ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে সংকীর্ত্তনানুসারে রসপর্জ্যাং গীত বংশীধ্বনী শ্রবনেন মানং ও মিলনং সংপুর্ন্ন॥ পুনচ্ছ প্রকারানন্তরং মানং মানং জথা তদুচিৎ মহাপ্রভুঃ ॥

৪৭৯. লএ ভক্তগনে : গদাধর সনে (বৈষ্ণবদাষ) ১. ৮৫খ]

৪৮০. দেখ রাই কানু সখি সনে (উদ্ধবদাস) ২. ৮৫খ, ৮৬ক]

৪৮১. নিমগন দুহুঁজন রতিরনরঙ্গে (জ্ঞানদাষ) ৩. ৮৬ক]
ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে সংকীর্ত্তনানুসারে রসপর্জ্যাং গীত বাক্যস্খলন মান সংপুর্ন্ন॥ তদুচিৎ মহাপ্রভু ॥

৪৮২. নিন্দাবেসে দেখে গোরা জাগর সমান (বৈষ্ণবদাস) ১. ৮৬ক]

৪৮৩. শ্যামহি কোরে : সুতিএ সুন্দরি (মোহন) ২. ৮৬ক]

৪৮৪. হেরিএ রসিকবর রাইক চরিত (চণ্ডিদাস) ৩. ৮৬ ক,খ]

৪৮৫. অন্তরে জানল ধনি মিছা করি মান (গোবিন্দদাস) ৪. ৮৬খ]
তত্র প্রিতিবিম্ব মান ॥ তদুচিৎ মাহাপ্রভু ॥

৪৮৬. অপরূপ গৌরাঙ্গের লিলা (হরিরামদাশ) ১. ৮৬খ]

৪৮৭. কুঞ্জে প্রেবেসিয়ে রাই চারু পানে চায় (গোবিন্দদাশ) ২. ৮৬খ, ৮৭ক]

৪৮৮. ধনি মরমে পাইএ দুখ : বষনে ঝাঁপিয়ে মুখ (বিদ্যাপতি) ৩. ৮৭ক]

৪৮৯. মনে বিচারিএ ধনি শ্যাম অঙ্গে চায় (জদুনাথদাস)৪. ৮৭ক]
অথো নির্হেতু মান॥ তদুচিৎ গৌরচন্দ্র॥ ধ্রুব তালৌ॥

৪৯০. কাঞ্চন কোমল : জিনিয়া মুখ সুন্দর (রাধামোহন) ১. ৮৭ক, খ]

৪৯১. রসবতি রাধা রসময় কান (গোবিন্দদাস) ২. ৮৭খ]

৪৯২. বড় অপরূপ দেখিনু হাম (সিখর) ৩. ৮৭খ]

৪৯৩. চিত পুঁথলি সম সহচারি থাবি (কান্তদাষ) ৪. ৮৭খ, ৮৮ক]

৪৯৪. ঢুঁড়য়ে সকল সখিগন মেলি (গোবিন্দ) ৫. ৮৮ক]

৪৯৫. ইহ মধু জামিনী মাঁহ (গোবিন্দদাষ) ৬. ৮৮ক]

৪৯৬. হাঁসি হাঁসি সহচরি : জবহু জানাওলু (রাধামোহনদাস) ৭. ৮৮ক, খ]
ইতি শ্রীপদমেরুগ্রন্থে সংকীর্ত্তনানুসারে রসপর্জ্যাং গীতঃ ইতি নিহেতু মান সমাপ্ত॥ পুনচ্ছ নির্হেতু মান তদুচিৎ গোরচন্দ ॥

৪৯৭. কাঞ্চন কোমল : জিনিএ মুখ সুন্দর (মোহন) ৮৮খ]
ইতি শ্রীপদমেরু গ্রন্থে সংকীর্ত্তনানুসারে রসপর্জ্যাং গীত : ইতি দ্বিতিয় নিহের্তু মান সমাপ্ত ॥ দর্পনার্থে প্রিতিবিম্ব দিস্বমানং জথা তদ্ভাবাব্রত শ্রীমহাপ্রভু ॥ পদং।

৪৯৮. অপরূপ গৌরাঙ্গের লিলা (হরিরাম দাশ) ১. ৮৮খ, ৮৯ক]

৪৯৯. রসবন্তি রাই রসিক বড় ঠাম (উদ্ধব দাশ) ২. ৮৯ক]

৫০০. সুন্দরী জানহু তুয়া দুর ভান (গোবিন্দদাস) ৩. ৮৯ক]

৫০১. জাহা সখিগন সব : রাই বুঝাওত (উদ্ধব দাশ) ৪. ৮৯ক]

৫০২. নিজ প্রীতিবিম্ব রাই জব সুনল (উদ্ধব দাশ) ৫. ৮৯খ]

৫০৩. রতিরসে মাতল রাধা কান (রায়) ৮৯খ]

দর্পনার্থে মানং সংপুর্ন। তদান্তে রসদ্গার তদচিৎ শ্রীমহাপ্রভু ॥

৫০৪. কি কহব রে সখি আজুক ভাব (বাসুদেব ঘোষ) ১. ৮৯খ]

৫০৫. সুন সাঙ্গাতিনি নাগর চতুরপনা (অজ্ঞাত) ২. ৮৯খ, ৯০ক]

৫০৬. কানু সে বরই চতুর (রায়) ৩. ৯০ক]

অথ প্রিতিবিম্ব মান সংপুর্নঃ। অথ অঙ্গ দরসয়তি প্রিতিবিম্ব মানং জথা তদুচিত মহাপ্রভু ॥

৫০৭. রাই ভাবা জোগে গোরা জাহ্নবির জলে (রায়) ১. ৯০ক]

৫০৮. নিকুঞ্জ মন্দির রাই প্রেবেসিলা রঙ্গে (বলরামদাস) ২. ৯০ক, খ]

৫০৯. মরকত দরপন শ্যাম হৃদয় মাহা (গোবিন্দ দাশ) ৩. ৯০খ]

৫১০. সুন ধনি কহি তুয়া কানে (গোবিন্দদাস) ৪. ৯০খ]

৫১১. এ ধনি এ ধনি বচন সুন (চৈতন্ত দাশ) ৫. ৯০খ, ৯১ক]

৫১২. রাই কানু বিলাসই নিকুঞ্জ ভুবনে (রায়) ৬. ৯১ক]

৫১৩. শ্যামরু তনু কিএ জলদ বিরাজ (গোবিন্দ দাশ) ৯১ক]

অথ স্বপ্নোদ্দেস মানং জথা : সুদভাবাবিতং শ্রীচৈতন্য প্রভুঃ।

৫১৪. নিন্দাবেসে দেখে গোরা জাগর সমান (বৈষ্ণব দাশ) ১. ৯১ খ]

৫১৫. আপন মন্দিরে : সুতিয়া সুন্দরী (মোহন) ২. ৯১খ]

৫১৬. প্রাতে সহচরি : সঙ্গহি বৈঠলি মানিনী (বৃন্দাবনদাস) ৩. ৯১খ]

৫১৭. অন্তরে জানল ধনি মিছা করি মান (গোবিন্দদাস) ৯১খ]

অথ জোগি মিলনং ॥ পুর্ব্বক্রম ॥ তদুচিত মহাপ্রভু ॥ তত্র গৌরচন্দ্র ॥

৫১৮. দেখিলাম গোরাচান্দের মলিন বদন (বৈষ্ণবদাস) ১. ৯২ক]

৫১৯. মনো মাহা কোপবে কত নাহি ভেল (মোহন) ৯২ক]

৫২০. ওহে রসরাজ : সাধ নিজ কাজ (বৈষ্ণবদাস) ২. ৯২ক]

৫২১. সোয়থ জাগাই : সিঙ্গ ধনি করতহি (গোবিন্দ দাষ) ৩. ৯২ক, খ]

৫২২. জটিলা সাস ফুৎকারি তহি বোল (বিদ্যাপতি) ৪. ৯২খ, ৯৩ক]

৫২৩. সবহু আপন ভবনে গেল (গোবিন্দ দাশ) ৫. ৯৩ক].
৫২৪. বড়ই চতুর সো বড় কান (বিদ্যাপতি) ৬. ৯৩ক]
নাপীতিনী মিলন। তদ্ভাবাব্রত শ্রীসচিসুত॥
৫২৫ ভাব ভরে গদগদ চিত ঃ খেনে উঠে ক্ষেনে বৈসে (বলরাম) ৯৩ক, খ]
৫২৬. নৃপুমুলে রহু বংশীধারী (মোহন) ৯৩খ]
৫২৭. ধরি নাপীতিনি বেস ঃ মহলেতে পরবেস (দ্বিজ চণ্ডীদাশ) ৩. ৯৩খ, ৯৪ক]
৫২৮. নাপিতিনি কহে স্থন লো সোই (চণ্ডীদাস) ৪. ৯৪ক]
৫২৯. নাপিতিনি করে ধরি ঃ রাই চন্দামুখি (চণ্ডিদাস) ৫. ৯৪ক, খ]
৫৩০. দোহু লুবধ বড় ঃ মনসিজ জাগী (বৈষ্ণবদাস) ৬. ৯৪খ]
দাসখতী মিলনং পুর্ব্ব উক্তি তদচিৎ মহাপ্রভুঃ॥
৫৩১. মান ভরে গোরাচান্দ জর জর গাত (রায়) ১. ৯৪খ]
৫৩২. তুহু জদি মাধব চাহসি নেহ (বিদ্যাপতি) ২. ৯৪খ]
৫৩৩. রাইক বচন স্থনী নাগররাজ (রায়) ৩. ৯৪খ, ৯৫ক]
দাসখত লিখ্যতে।
৫৩৪. মৃদু মলয় সরজেষু (চন্দসেখর) ১. ৯৫ক]
৫৩৫. ইয়াদিকিঙ্ক গুন স্থমদ্র সত সাধু রাধা (চন্দসেখর) ২. ৯৫ক]
৫৩৬. লিখিএ করজ পাতী দিল স্যামরায় (বৈষ্ণবদাশ) ৩. ৯৫ ক,খ]
অথ মানার্থে সংকির্ন্ন রসদ্গার তত্র শ্রীমহাপ্রভু।
৫৩৭. আজুক প্রেমক নাহিক ওর (বাস্থদেব ঘোস) ১. ৯৫খ]
৫৩৮. মান দহনে মোর তনু ভেল জর জর (দলপতী) ২. ৯৫খ]
৫৩৯. সজনি কি কহব কৌতুক ওর (কবিসেখর) ৯৫ খ, ৯৬ক]
বিদেসি মিলনের রসদ্গার তদুচিত মহাপ্রভুঃ॥
৫৪০. আছিল হাম অতি মানিনী হোয় (বিদ্যাপতি) ৯৬ক]
৫৪১. দোহে নিবেদনে স্থখি দোহু মন মান (বৈষ্ণবদাশ) ৯৬ক,খ]
৫৪২. বন্ধুমুখ হেরইতে নাহি রহে মান (রায়)৩. ৯৬খ]
তথা সয়ংদৌত্যরূপেন মিলন মানিনি তদ্ভাবাকান্তা শ্রীমহাপ্রভুঃ। তত্র গৌরচন্দ্র॥
৫৪৩. ইহ কলিকাল ধর্ম্ম ঃ প্রভু মোর চৈতন্য (হরিদাস) ১. ৯৬ খ, ৯৭ক]
৫৪৪. এক দিন মনে রভস কাজ (চণ্ডীদাস) ২. ৯৭ক]
৪৪৫. যবহু জানলু রসিকরাজ (রায়) ৯৭ক]
৫৪৬. হরিনামে পশরা সাজাএ গোরারায় (রায়) ৯৭ক]

৫৪৭. গোকুল নগরে : ইন্দ্রপূজা করে (চণ্ডীদাস) ৪. ৯৭ক, খ]

৫৪৮. দেয়াসিনী বেসে মহলে প্রবেশে (চণ্ডীদাস) ৫. ৯৭খ, ৯৮ক]

৫৪৯. নাগর আপনী হইলা বনিকিনি কৌতুক করিব মনে (চণ্ডিদাস) ৬. ৯৮ক, খ, ৯৯ক]

৫৫০. বাদিআর বেশ ধরি বেড়ায় সে বাড়ি বাড়ি (দ্বিজ চণ্ডীদাস) ৭. ৯৯ক,খ]

অথ চিকিৎস্যা মিলন আরব্ধ তত্রুচিৎ মহাপ্রভুঃ। ভাটিআরি।

৫৫১. গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে বেড়ায় চিকিৎস্যা করী (চণ্ডীদাস) ৯৯খ]

বাজিকর মীলন আরব্ধ তত্রুচিৎ গৌরচন্দ্র ॥

৫৫২. বাল্যলিলা গোরাচাঁন্দের না হয় বর্ন্নন (রায়) ১০০খ]

৫৫৩. রসিক নাগর সাজি বাজিকর (উদ্ধব) ১০০খ]

৫৫৪. গোরামুখ বিমল কমল হেম জিনি তাহে (বৈষ্ণবদাস) ১০১ক]

৫৫৫. মুঞ্জ মুখ কমল বিমল রসে পরিমলে জানমু (গোবিন্দদাস) ১০১ক]

৫৫৬. গুরুজন পরিজন সব নিন্দ গেলী (অজ্ঞাত) ৩. ১০১ক]

৫৫৭. রাই অঙ্গ ছটায় : উদিত ভেল দস দিস (নরোত্তমদাস) ৪. ১০১খ]

অথ প্রেমবৈচিত্ত তত্র মহাপ্রভুঃ।

৫৫৮. কির্ত্তন পরিশ্রমে প্রিয় গদাধর (বাসুদেবঘোস) ১০১খ]

৫৫৯. শ্যামক কোড়ে জতনে ধনি সুতল (গোবিন্দদাস) ১০১খ]

৫৬০. সবহুঁ সখিগন : নিকটহি হেরল (রায়)৩. ১০২ক]

৫৬১. রোদতি রাধা শ্যাম কড়ি কোড় (গোবিন্দদাস)৪. ১০২ক]

৪৬২. হরি হরি গোরা কেনে কান্দে (বাসুঘোষ) ৫. ১০২ক]

৫৬৩. রসবতি বৈঠে রসিকবর পাস (গোবিন্দদাস) ৬. ১০২খ]

৫৬৪. কত পরকারে তহি পরিচয় দেল (গোবিন্দদাস) ৭. ১০২খ]

পুন প্রেমবৈচিত্তং তত্রুচিত মহাপ্রভুঃ।

৫৬৫. গৌর সুধাকর বৈঠল নিরজন (রায়) ১০২খ]

৫৬৬. শ্যামরি চন্দ গৌরি অব বৈঠলি নিরজন (বল্লভদাস) ২. ১০২খ, ১০৩ক]

৫৬৭. সজনি প্রেমক কহই বিসেস (বল্লভদাস) ৩. ১০৩ক]

৫৬৮. নাগর সঙ্গে রঙ্গে ধনি বিলসই (গোবিন্দদাস) ৪. ১০৩ক]

৫৬৯. বহুক্ষনে পরিচয় ভেলা (গোবিন্দদাসক দাস) ১০৩ক, খ]

ইতি প্রেমবৈচিত্তং সমাপ্তং। (অতঃপর কেবলমাত্র পদসূচী প্রদত্ত হইবে।)

৫৭০. মাতল কীর্ত্তন রসে গৌর গদাধর (নরহরি) ১. ১০৩খ]

৫৭১. শ্যাম সুধারসে ভোললা (গোবিন্দদাস) ২. ১০৩খ]

৫৭২. মরূছিত শ্যাম নানিক সই বোল (গোবিন্দদাস) ৩. ১০৩খ]

৫৭৩. আর কিএ কনক কসিল তমু সুন্দরি (গোবিন্দদাস) ৪. ১০৩খ, ১০৪ক]

৫৭৪. ধনি কোড়ে বিনোদ নাগর (বল্লভদাস) ৫. ১০৪ক]

৫৭৫. গৌর গদাধর মেলি সুরধনি তিরে (নরোত্তমদাস) ১০৪ক]

৫৭৬. রাধাবল্লভ বিলসই কুঞ্জ কি মাঝ (গোবিন্দদাস) ১০৪খ]

৫৭৭. পরসিতে রাই তমু আপনে···কানু (মাধবিদাস) ১০৪ক, খ]

৫৭৮. দুরে গেও···(গোবিন্দদাস) ১০৪খ]

৫৭৯. কির্তন বিলাসে গোরা (নয়াননন্দ) ১০৪খ, ১০৫ক]

৫৮০. বিলসই রাধা শ্যাম নিকুঞ্জ হি মাঝ (বলরাম দাস) ১০৫ক]

৫৮১. বিনদিনি কান্দে শ্যাম বলিআ (বলরাম দাস) ১০৫ক, খ]

৫৮২. নিধুবনে কি আনন্দ ভেল (বলরাম) ১০৫খ]

৫৮৩. সরূপ রামানন্দের মুখ হেরি (বাযু) ১০৫খ]

৫৮৪. সখি আর কি কহিতে ডর (অজ্ঞাত) ১০৬ক]

৫৮৫. যাহার লাগিআ কৈমু কুলের লাঞ্ছনা (জ্ঞানদাস) ১০৬ক]

৫৮৬. বন্ধুর লাগিআ সব তেআগিমু লোকে অপজস কয় (জ্ঞানদাস) ১০৬ক]

৫৮৭. গ্রহে গুরুজন : স্বামির বচন : জা লাগি না দিমু কানে (জ্ঞানদাস) ১০৬ক,খ]

৫৮৮. কৌতুকে দুহু কুল কমল তেয়াগিমু যো পদপঙ্কজ আস (অজ্ঞাত) ১০৬খ]

৫৮৯. আক্ষেপ তেজিএ ধনি করহ সাজনি (বলরামদাস) ১০৬খ]

৫৯০. রামানন্দ স্বরূপের সনে (নরহরি) ১০৭ক]

৫৯১. সজনি লো সই : খানিক বৈসহ শ্যামের বাঁসির কথা কই (চণ্ডীদাস) ১০৭ক]

৫৯২. বিসম বাঁসির কথা কহিলে না হয় (চণ্ডীদাস) ১০৭ক]

৫৯৩. কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর (বিদ্যাপতি) ১০৭ক,খ]

৫৯৪. গুরুজনার জালায় প্রান করএ বিকলি (জ্ঞানদাস) ১০৭খ]

৫৯৫. কালা গরলের জ্বালা : আর তাহে অবলা (দ্বিজ চণ্ডিদাস) ১০৭খ]

৫৯৬. সোন তোরে কি বলিব বাঁসী (জদুনন্দন দাস) ১০৭খ, ১০৮ক]

৫৯৭. চল চল চল সখি শ্যাম দরসনে (নরত্তম দাস) ১০৮ক]

৫৯৮. গৌরাঙ্গচাঁন্দের ভাব কহনে না জায় (নরহরি দাস) ১০৮ক]

৫৯৯. ধিক রহু নারির যৌবনে (নরহরিদাস) ১০৮ক,খ]

৬০০. কোন বিধি নিরমিল কুলবতি নারি (চণ্ডীদাস) ১০৮খ]

৬০১. ধিক রহু জিবনে পরাধিনি জিয়ে (চণ্ডীদাস) ১০৮খ]

৬০২. রাজার ঝিআরি কুলের বৌহারি স্তামি সোহাগিনি নারি (বলরাম) ১০৮খ, ১০৯ক]
৬০৩. অনক্ষন কোনে থাকি বসনে আপনা ঢাকি (অজ্ঞাত) ১০৯ক]
৬০৪. জত নিবারএ পাপ নিবার ন জায় রে (চণ্ডীদাস) ১০৯ক]
৬০৫. কেন বা বিসাদ এত কর বিনদিনি (নরহরি) ১০৯ক,খ]
৬০৬. সখিগন বচনে বনায়ল বেস (জ্ঞানদাস) ১০৯খ]
৬০৭. মিলল রাই নিকুঞ্জে রাই কমলিনি (নরোত্তম দাস) ১০৯খ]
৬০৮. আরে মোর গৌর কিসর (নরহরি) ১০৯খ]
৬০৯. তোমরা মোরে ডাকিএ সুধাঅনা প্রান আনছান বাসী (চণ্ডীদাস) ১০৯খ, ১১০ক]
৬১০. দ্বিবস রজনি দিন গুনি গুনি কি হইল দারুন বেথা (দ্বিজ চণ্ডীদাস) ১১০ক]
৬১১. সুন্দরী সুনবি বচন হামার (গোবিন্দ দাষ) ১১০ক,খ]
৬১২. সখি হে ফিরিআ আপন ঘরে জাও (মুরারি) ১১০খ]
৬১৩. কি করিব কোথা জাব কি হবে উপায় (প্রেমদাস) ১১০খ]
৬১৪. দেখিলে কলঙ্কি মুখ কলঙ্ক হইবে (চণ্ডীদাস) ১১০খ, ১১১ক]
৬১৫. কাহে বিয়োগি ধ্বনি রাই (ঘনস্তামরু দাস) ১১১ক]
৬১৬. কনক চম্পক গোরাচাঁন্দে (নরহরি) ১১১ক]
৬১৭. ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিএ ছাই (কবি চণ্ডীদাস) ১১১ক]
৬১৮. আপনা আপনি দিবস রজনি ভাবিএ কতেক দুঃখ (চণ্ডীদাস) ১১১ ক, খ]
৬১৯. বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই (কবি চণ্ডীদাস) ১১১ খ]
৬২০. কি-এ বিধি তোহে বিমুখ (রায়) ১১১ খ]
৬২১. গৌর সুন্দর মোর (নরহরি দাস) ১১২ ক]
৬২২. পঞ্চবানধারি পর মন্দকারি তোরে আর বলিব কী (উদ্ধব) ১১২ ক]
৬২৩. কতিহু মনু তনু দহসি হামারি (বিদ্যাপতি) ১১২ ক]
৬২৪. কুলের বৌরি হইল মুরুলি করিল সকল নাসে (চণ্ডীদাস) ১১২ ক, খ]
৬২৫. আরে মনমথ নাহি তুয়া ধরম বিচার (ধরনি) ১১২ খ.]
৬২৬. মদনমোহন নাগর জোই (রায়) ১১২খ, ১১৩ক]
৬২৭. গোরাচাঁন্দে দেখিআ কি হইনু (জদু) ১১৩ ক]
৬২৮. তাহারে বুঝাই সই পাই তার লাগী (চণ্ডীদাস) ১১৩ ক]
১২৯. নিস্বাস ছারিতে না দেয় ঘরের গ্রহিনি (চণ্ডীদাস) ১১৩ ক]
৬৩০. গুরুজনের বচনে পাঁজর ধসি গেল (অজ্ঞাত) ১১৩ক, খ]
৬৩১. এ কি পরমাদ আই (সিবরাম) ১১৩ খ]

৬৩২. ননদি লো মিছাই লোকের কথা (সিবরাম) ১১৩ খ]

৬৩৩. সোই এত কি সহে পরানে (চণ্ডীদাস) ১১৩ খ]

৬৩৪. সজনী কানুকে কহবি বুঝাই (বিদ্যাপতি) ১১৩খ, ১১৪ক]

৬৩৫. নব অনুরাগে মীলল দুহু কুঞ্জে (প্রেমদাস) ১১৪ ক]

৬৩৬. এ সখি কাহে কহসি অনুজোগে (বিদ্যাপতি) ১১৪ ক]

৬৩৭. পুরুব স্মোরিএ গোরারায় (নরহরি) ১১৪ ক]

৬৩৮. কি বুকে দারুন বেথা কুন দেসে জাইব (চণ্ডীদাস) ১১৪ক, খ]

৬৩৯. পিরিতি সুখের সাগর দেখিআ নাহিতে নামিলাম তায় (চণ্ডীদাস) ১১৪খ]

৬৪০. সুখের লাগিআ পিরিতি করিনু স্যাম বন্ধুআর সনে (চণ্ডীদাস) ১১৪খ]

৬৪১. পাপ পরানে স্ববে কত জ্বালা (চণ্ডীদাস) ১১৪খ]

৬৪২. ধরম করম গেল গুরু গরবিত (চণ্ডীদাস) ১১৫ক]

৬৪৩. সুখের লাগিআ এ ঘর বান্ধিনু আনলে পুরিআ গেল (জ্ঞানদাস) ১১৫ক]

৬৪৪. কানু পরিবাদ মোনে ছিল সাধ (চণ্ডীদাস) ১১৫ক]

৬৪৫. সুন সুন বিনোদিনি রাই (কবিসেথর) ১১৫ক, খ]

৬৪৬. কি মোর ঘর দুআরের কাজ (অজ্ঞাত) ১১৫খ]

৬৪৭. নব অনুরাগ ভরে রহিতে নারিনু ঘরে (প্রেমদাস) ১১৫খ]

৬৪৮. দেখে গোরা নিলাচল নাথ (নরহরি দাস) ১১৫খ, ১১৬ক]

৬৪৯. কুঞ্জ হি ভেঠল নাগর স্যাম (জ্ঞানদাস) ১১৬ ক]

৬৫০. বন্ধু সকলি আমার দোষ (চণ্ডীদাষ) ১১৬ ক]

৬৫১. অহে স্যাম ও বড়ি সুজন জানী (সেখর) ১১৬ ক, খ]

৬৫২. অহে কানাই বুঝিলাম তোমার চিত (জ্ঞানদাস) ১১৬ খ]

৬৫৩. কি মোহিনি জান বন্ধু কি মোহিনি জান (দ্বিজ চণ্ডীদাস) ১১৬ খ]

৬৫৪. সুন্দরী কাহে করসি তুহুঁ খেদ (প্রেমদাস) ১১৭ ক]

৬৫৫. তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই (চণ্ডীদাস) ১১৭ ক]

৬৫৬. বিসের অধিক বিস পাপ ননদিনী (বলরাম) ১১৭ ক]

৬৫৭. দুখিনি বেথিত বন্ধু সোন দুখের কথা (বলরামদাস) ১১৭ক, খ]

৬৫৮. তোমার লাগিএ বন্ধু জত দুখ পাই (জদু) ১১৭ খ]

৬৫৯. ভাব ভরে গর গর চিৎ (বলরাম) ১১৭খ, ১১৮ক]

৬৬০. সো কুলবতি অতি ঃ দুলহ গতাগতি (গোবিন্দদাস) ১১৮ ক]

৬৬১. দোহ রসময় তনু গুনে নাহি ওর (বিদ্যাপতি) ১১৮ ক]

৬৬২. এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি স্থনি (চণ্ডীদাস) ১১৮ ক, খ]
৬৬৩. নিতুই নতুন পিরিতি দুজন : নিতি নিতি বাঢ়ি জায় (চণ্ডিদাস) ১১৮ খ]
৬৬৪. গদাধর গৌরাঙ্গ কুতহলি (নরহরি) ১১৮ খ]
৬৬৫. ভানু ভবনে করি বহুবিধ রঙ্গে (কবিসিখর) ১১৮খ, ১১৯ক]
৬৬৬. কর জুড়ি মন্ত্র পড়ি রাই ফেলে পাটী (সেখর) ১১৯ ক, খ]
৬৬৭. গৌরাঙ্গচান্দের মনে কি ভাব উঠিল (বাসুদেব ঘোস) ১১৯ খ]
৬৬৮. তবে পাসাক্রীড়া ইহা হইল দোহার (অজ্ঞাত) ১১৯ খ]
৬৬৯. রাই কানু পাসা খেলে : নিজ চিত্র কুতুহলে (অজ্ঞাত) ১১৯খ, ১২০ক]
৬৭০. নাগর নাগরি : সঙ্গে সহচরি : বিনদ পসার খেলা (উদ্ধব দাস) ১২০ ক]
৬৭১. বৃন্দা কুন্দলতা দোহে মেলি (মাধব) ১২০ক]
৬৭২. মনহর বেস : রচই সব সখিগন (রাধামোহন) ১২০ ক, খ]
৬৭৩. রাধা মাধব পাসক খেলত : করি কতো বিবিধ বিধান (রাধামোহন) ১২০ খ]
৬৭৪. জটিলা গমন কথা : স্থনি সসোঙ্কিৎ (মাধব) ১২০খ, ১২১ক]
৬৭৫. জটিলা আসিএ তবে : কহএ সভারে এবে (জদুনন্দন) ১২১ক]
৬৭৬. স্থরুজ আরাধিআ সহচরি মেল (মোহন) ১২১ক, খ]
৬৭৭. পুরুব আবেসে গোরা স্থরধনি তীরে (কৃষ্টদাস) ১২১খ]
৬৭৮. নিরমল জমুনার বাড়ি জে বহনি (প্রেমদাস) ১২১খ]
৬৭৯. অঙ্গে বসন হিন : জতহু গোপিগন (প্রেমদাস) ১২১খ, ১২২ক]
৬৮০. নিরমল সরদ পুন্নিমা সসোধর (প্রেমদাস) ১২২ক]
৬৮১. সরদ পুন্নিমা : নিরমল রাতী : উজর সকল বন (চণ্ডীদাস) ১২২ক, খ]
৬৮২. কীর্ত্তন বিলাসে গোরা সব সহচরে (রায়) ১২২খ]
৬৮৩. রমুনিমোহন : বিলসিতে মন (অজ্ঞাত) ১২২খ, ১২৩ক]
৬৮৪. সরদ হিমকর স্থরধনি তীর (রায়) ১২৩ক]
৬৮৫. সরদ চন্দ : পবন মন্দ : বিপিনে ভরল কুসম গন্ধ (গোবিন্দদাস) ১২৩ক, খ]
৬৮৬. বিপিনে মিলিল গোপনারি (গোবিন্দদাস) ১২৩খ]
৬৮৭. পুরবের রাস গোরা করিএ স্মরন (রায়) ১২৩খ, ১২৪ক]
৬৮৮. ঐছেন বচন কহল জব কান (গোবিন্দদাশ) ১২৪ক]
৬৮৯. মণ্ডলি রচিয়া সহচরে : তার মাঝে (নয়নানন্দ—মাধবনন্দন) ১২৪ক, খ]
৬৯০. ব্রজরমুনিগন : হেরি হরসিত মন (জ্ঞানদাশ) ১২৪খ]
৬৯১. দেখ দেখ গৌরবর রসরাজ (রাধামোহন) ১২৪খ]

৬৯২. কাঞ্চন মনিগন জনু নিরমাওল রমুনিমণ্ডল সাজ (গোবিন্দদাস) ১২৪খ, ১২৫ক]
৬৯৩. পুরবহি রাসে মগন গোরা নটবর প্রিয় গদাধর করি বামে (বৈষ্ণবদাস) ১২৫ক]
৬৯৪. রাস বেহারে মগন শ্যাম নটবর রসবতি রাধা বামে (উদ্ধবদাস) ১২৫ক]
৬৯৫. গৌর ভকতগন পুছই তরুকুল দেখল নবদ্বিপ চন্দ (কৃষ্ণদাসানুদাস) ১২৫ক, খ]
৬৯৬. পনস পিয়াল চ্যুত বর চম্পক অশোক রঙ্গন বায়া নিপ (উদ্ধব দাস) ১২৫খ]
৬৯৭. ভক্তবিন্দ মেলি ভুমে স্বরধ্বনি তিরে (রায়) ১২৫খ]
৬৯৮. যুথে যুথে রঙ্গিনিঃ বরজ বর কামিন্দি (গোপালদাস) ১২৫খ, ১২৬ক]
৬৯৯. পারিসদগন ছারি গৌর সুনটবর গদাধর সঙ্গহি লেল (কবি কর্ম্মী কৃষ্ণদাস) ১২৬ক]
৭০০. সকল রমুনিগন ছোরি বর নাগর রাইক করে ধরি গেল (উদ্ধবদাস) ১২৬ক]
৭০১. সহচর মেলি গোরা স্বরধনি তীর (রাই) ১২৬খ]
৭০২. সভে মেলি বৈঠলি কালিন্দি তীর (রাধামোহন দাসকো দাস) ১২৬খ]
৭০৩. জত পারিসদ বেথিত সকল ধৈরজ ধরিতে নারি (কবি কৃষ্ণদাস) ১২৬খ, ১২৭ক]
৭০৪. জত নারিকুল বিরহে আকুল ধৈরজ ধরিতে নারি (জ্ঞানদাস) ১২৭ক]
৭০৫. সুরধনি তীরে মন্দ সমীরন কত ফুল তাহে বিকাস (কৃষ্ণদাস) ১২৭ক, খ]
৭০৬. কালিন্দি তীরে ধীর সমিরন কুন্দ কুমদ (গোবিন্দদাস) ১২৭খ]
৭০৭. মধুর মৃদঙ্গ বাজে অমিআ রসাল (কৃষ্ণদাস) ১২৭খ, ১২৮ক]
৭০৮. বাজে বাজে বলয়া (রাধামোহন) ১২৮ক]
৭০৯. বাজত মৃদঙ্গ করতাল এক মেলি (কৃষ্ণদাস) ১২৮ক]
৭১০. বাজত দম্ফ রবাব পাখাওজ করতল (গোবিন্দদাষ) ১২৮খ]
৭১১. তা তা থৈ থৈ মৃদঙ্গ বাজই ঝনর ঝনর করতাল (কবিসিখোর) ১২৮খ]
৭১২. তাগর তা তা দধী দম্বা উয়ারে (মাধব) ১২৮খ, ১২৯ক]
৭১৩. কাঁচা সে সোনার তনু ডগমগ অঙ্গ (বাসু) ১২৯ক]
৭১৪. শ্যাম অঙ্গ নটন ছন্দ : অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ রঙ্গ (কৃষ্ণকান্ত) ১২৯ক]
৭১৫. বাহুঁ কর সুভঙ্গি করি নাচে গদাধর (রায়) ১২৯খ]
৭১৬. নাচত বৃষভানু কুমারি : অঙ্গে অঙ্গে বাহু জুরি (সেখর) ১২৯খ]
৭১৭. পুন নাচ গদাধর করিয়া নিয়ম (রায়) ১২৯খ]
৭১৮. চান্দবদনি পুন নাচিতে হবে (দুখিনি) ১৩০ক]
৭১৯. বাজে ঝিম্রিরে ঝিম্রিরে ঝিম্রি মৃদঙ্গ সুস্বর (কৃষ্ণদাস) ১৩০ক]
৭২০. তা তা থৈ থৈ বাজএ মৃদঙ্গ : নাচত বিধুমুখি অঙ্গ বিভঙ্গ (সিখর) ১৩০ক]
৭২১. অখিল ভুবনক নাথ নাচত শ্রীবাস আদি (রামানন্দ) ১৩০ ক, খ]

৭২২. নাচে রে নাগর সিরোমনি (অজ্ঞাত) ১৩০খ]
৭২৩. ভাল নাচিছে গোরা হরিগুন গানে (বাসনা) ১৩০খ]
৭২৪. নাগরচান্দা ভাল নাচিছ আপন রঙ্গে (অজ্ঞাত) ১৩০খ, ১৩১ক]
৭২৫. পুরব আবেসে মগন দোহে ভোর (রায়) ১৩১ক]
৭২৬. নাচত অঙ্ক বন্ধ করি রাই (মাধব) ১৩১ক]
৭২৭. প্রিয় গদাধর মিলি নাচে বিশ্বম্ভর (রায়) ১৩১ ক,খ]
৭২৮. নাচত নাগরি নাগর কান (সেখর) ১৩১খ]
৭২৯. দৃমিকি দৃমিকি মাদল বাজত (কবিসিখর) ১৩১খ]
৭৩০. বাজে গিরি গিরি দৃমি দাং দৃমি দাং (সিবরামদাস) ১৩১খ, ১৩২ক]
৭৩১. দাং দৃমিকি দৃমি মাদল বাজত (রামানন্দ) ১৩২ক]
৭৩২. বাজে ধিনীং ধিনীং বাজে ধিং নীং ধিং নীং (সিবরামদাস) ১৩২ক]
৭৩৩. দেখ দেখ গোরা নট রঙ্গ (নয়ানন্দ) ১৩২খ]
৭৩৪. নাচত নব নন্দলাল রসবতি করি সঙ্গে (অজ্ঞাত) ১৩২খ, ১৩৩ক]
৭৩৫. সুরধনি তিরে চারু তরু সোভিত কুঞ্জ কুসম পরকাস (নরোত্তম) ১৩৩ক]
৭৩৬. কদম্ব তরুর ডাল নামিআছে (নরোত্তম) ১৩৩ক]
৭৩৭. নর্ত্তন তেজি গদাধর গৌরাঙ্গ (নরোত্তম) ১৩৩ক, খ]
৭৩৮. রাস অবসানে অবস ভেঁল অঙ্গ (অনন্ত দাস) ১৩৩খ]
৭৩৯. মোছিআ অঙ্গ পহিরল বাস (রায়) ১৩৩খ]
৭৪০. কেলি সমাধি উঠল দুহু তীরহি বসন ভূসন (নরোত্তম দাস) ১৩৩খ, ১৩৪ক]
৭৪১ বিলসই গোরা গদাধর মুখ চেঞা (নয়নানন্দ) ১৩৪ক]
৭৪২. দোঁহ অতি বিদগধ অপরূপ নেহা (জ্ঞানদাস) ১৩৪ক]
৭৪৩. একাসনে বৈঠল চৈতন্য রায় (অজ্ঞাত) ১৩৪ক]
৭৪৪. কুসম আসনে হরি বামে কিসোরি গোরি (নরোত্তম দাস) ১৩৪ক, খ]
৭৪৫. রজনিক সেষে ঝঙ্করু মধুকর (রায়) ১৩৪খ]
৭৪৬. ঝঙ্করু বন ভরি মধুকর মধুকরি কুজই কোকিলবৃন্দ (বলরাম) ১৩৪খ, ১৩৫ক]
৭৪৭. অপরূপ গদাধর গৌরাঙ্গ বিলাস (অজ্ঞাত) ১৩৫ক]
৭৪৮. দেখ সখি অপরূপ কাজ (জদুনন্দন দাস) ১৩৫ক]
৭৪৯. নিজ গ্রহ গমনে চলু গোরা গদাধর (রায়) ১৩৫ক]
৭৫০. কতহুঁ জতনে দুহুঁ নিজ নিজ মন্দিরে (রাধামোহন) ১৩৫খ]
৭৫১. গোরা গদাধর চলু নিজহি ভবন (অজ্ঞাত) ১৩৫খ]

১৫২. নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান (রাধামোহন) ১৩৫খ]
১৫৩. অপরূপ গোরাচাঁন্দে বিভোর হইয়া (জ্ঞানদাস) ১৩৫খ, ১৩৬ক]
১৫৪. গোঠে মিলল নাগর রায় (বিত্তাপতি) ১৩৬ক]
১৫৫. আজুকার নিসি নিকুঞ্জেতে বসি (চণ্ডীদাস) ১৩৬ক, খ]
১৫৬. কি কহিব রাইয়ের গুনের কথা (কবিরঞ্জন) ১৩৬খ]
১৫৭. রাধার প্রেমের ভরে বিনোদ নাগর (উদ্ধবদাস) ১৩৬খ]
১৫৮. সুন্দরি তুরিতহি করহ পয়ান (গোবিন্দদাস) ১৩৬খ, ১৩৭ক]
১৫৯. দোহার দুলহ দরর্শনে ভেল (বিত্তাপতি) ১৩৭ক]
১৬০. পুরুব স্যয়রি গোরা মুরুলি বাজায় (রায়) ১৩৭ক]
১৬১. পরম মধুর মৃদু মুরলি বোলায়ত অধর সুধাধরে (রায়সিখর) ১৩৭ক, খ]
১৬২. নব জৈবনি ধ্বনি : জগ জিনি লাবনি (গোবিন্দদাস) ১৩৭খ]
১৬৩. দেখ রে সখি শ্যামচন্দ্র ইন্দুবদনি রাধিকা (জ্ঞানদাস) ১৩৭খ]
১৬৪. মত্ত মধুকর : বিবিধ গুঞ্জর : কোকিল পঞ্চম গায় (অজ্ঞাত) ১৩৭খ, ১৩৮ক]
১৬৫. নব নায়রি নব নায়র : নৌতুন নব নেহা (অনন্তদাশ) ১৩৮ক]
১৬৬. বাজত তান রবাব পাখোআজ (অনন্তদাস) ১৩৮ ক]
১৬৭. কানন ভ্রমন লটন দুহু মেলি (উদ্ধবদাস) ১৩৮ক, খ]
১৬৮. মঝু মোনে দংশল মদন ভুজঙ্গ (গোবিন্দদাস) ১৩৮খ] •
১৬৯. রতিরঙ্গ উঠিত : সয়নহি নাগর (রাধামোহন) ১৩৮খ]
১৭০. উদসল কুন্তল ভারা (কবিরঞ্জন) ১৩৮খ, ১৩৯ক]
১৭১. বিগলিত চিকুর : মিলিত মুখমণ্ডল (বিত্তাপতি) ১৩৯ক]
১৭২. গৌরদেহ সুধা সুবদনি শ্যামসুন্দর নাহ রে (সীংহ ভূপতী) ১৩৯ক, খ]
১৭৩. মদন সোহাগল শ্রমজলবিন্দু (বিত্তাপতি) ১৩৯খ]
১৭৪. রতি অবসানে : বৈঠল শ্যামসুন্দর (রাধামোহন) ১৩৯খ]
১৭৫. আলসে সুতল দোহেঁ মদন সয়ানে (নরোত্তম দাস) ১৩৯খ, ১৪০ক]
১৭৬. হেরি দোহে নিসি অবসান (জদু) ১৪০ক]
১৭৭. চললহি মন্দিরে নৌতুন কিশোরি (গোবিন্দদাস) ১৪০ক]
১৭৮. নিজ গ্রহ গমন করল ধ্বনি রাই (গোবিন্দদাস) ১৪০ক, খ]
১৭৯. আরে মোর গৌর কিশোর (রাধামোহন) ১৪০খ]
১৮০. কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে (বিত্তাপতি) ১৪০খ]
১৮১. আজুক রজনি নিধুবোনে আনি (রাধামোহন দাস) ১৪০খ, ১৪১ক]

৭৮২. কি কহব রে সখি কেলি বিলাস (বিদ্যাপতি) ১৪১ ক]
৭৮৩. সখি হে কি কব নাহিক ওর (কবি বিদ্যাপতি) ১৪১ক]
৭৮৪. বন্ধুর প্রসঙ্গে অঙ্গ হইল অথির (অজ্ঞাত) ১৪১খ]
৭৮৫. জটিলা আসিয়া এবে : কহএ সতারে ডরে (যদুনন্দন) ১৪১খ, ১৪২ক]
৭৮৬. মিত্র পুজাইএা বিস্বসর্মা দ্বিজরাজ (মাধব) ১৪২ ক]
৭৮৭. সুরজ আরাধি চললি সুধামুখি (রাধামোহন) ১৪২ক]
৭৮৮. পুলক পুরিত প্রেমে গোরা নটরায় (নরোত্তমদাস) ১৪২ক, খ]
৭৮৯. চাঁন্দবদনি ধনি করু অভিসার (গোবিন্দদাশ) ১৪২খ]
৭৯০. মধুঋতু জামিনি সুরধনি তির (নয়নানন্দ] ১৪২খ]
৭৯১. স্বরস বসন্ত সময় বন সোভন মোহন (অনন্ত দাস) ১৪৩ক]
৭৯২. ফুটল কুসম অলিকুল মেলি (জ্ঞানদাস) ১৪৩ক]
৭৯৩. নবদ্বিপে উদয় করিল দ্বিজরাজ (বাসুদেব ঘোস) ১৪৩ক, খ]
৭৯৪. বিন্দা বিপিনে : বিহরই মাধবি (গোবিন্দদাস) ১৪৩খ]
৭৯৫. মধুর মধুর গৌরকিসোর : মধুর মধুর নাট (সেখররায়) ১৪৩খ]
৭৯৬. মধুঋতু মধুকর পাঁতি (বিদ্যাপতি) ১৪৩খ, ১৪৪ক]
৭৯৭. ঋতুপতি রাতি রসিক রসরাজ (বিদ্যাপতি কবি) ১৪৪ক]
৭৯৮. বাজত দিগি দ্বিগি ধৈ দ্রিমি দ্রিমিয়া (বিদ্যাপতি) ১৪৪ক]
৭৯৯. কির্ত্তন বিলাসে নাচে গৌর বিস্বম্ভর (বাসুঘোস) ১৪৪ক, খ]
৮০০. রাস বিলাসে মুগধ নটরাজ (উদ্ধবদাস) ১৪৪খ]
৮০১. মামিয়ং চলিতা বিলোক্য (জয়দেব—কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভব রোহিনি-রমনেন) ১৪৪খ, ১৪৫ক]
৮০২. হেনই সমএ এক সখি (জদুনন্দন) ১৪৫ক]
৮০৩. রাই হেরল জব সো মুখইন্দু (নরত্তমদাস) ১৪৫ক, খ]
৮০৪. সরস বসন্ত : সুধাকর নিরমল (অনন্ত দাস) ১৪৫ খ]
৮০৪ক. বৃন্দাবন রম্য স্থান (নরোত্তমদাস) ১৪৫খ]
৮০৫. রজনি উজাগরি : নাগর নাগরি (গোবিন্দদাস) ১৪৫খ, ১৪৬ক]
৮০৬. দেখ সখি গৌরি সুতল স্যাম কোর (গোবিন্দদাস) ১৪৬ক]
৮০৭. চমকি কহত সুক সারিক জোর (গোবিন্দদাস) ১৪৬ক]
৮০৮. পদ উধ কাক : কোকিল ডাক (চণ্ডীদাস) ১৪৬ক, খ]
৮০৯. কাঁচা কাঞ্চন : কাঁতি কলেবর (রাধামোহন দাস) ১৪৬খ]
৮১০. কাজর রুচিহর : নয়ন বিশালা (সেখর) ১৪৬খ, ১৪৭ক]

৮১১. চলিতে না পারে জৌবনের ভরে (শিখর) ১৪৭ক]
৮১২. জানল ঘর পর নিন্দ ভেল ভোর (শিখর) ১৪৭ক, খ]
৮১৩. অপরূপ রাধা মাধব মেল (সেখর) ১৪৭খ]
৮১৪. বিনদিনি বিনদ নাগর বর কান (সেখর) ১৪৭খ, ১৪৮ক]
৮১৫. সহচর সঙ্গে গোরা নটরাজ (রায় সেখর) ১৪৮ক]
৮১৬. অঙ্গলি লোলত : অঙ্গ কুটিল (সেখর) ১৪৮ক, খ]
৮১৭. নটহি নটবর : রাসমণ্ডল রমনিমণ্ডলি মাঝারে (অনন্তদাস) ১৪৮খ]
৮১৮. মধুর বৃন্দাবনে নাচত কিসোরি কিসোর (অজ্ঞাত) ১৪৮খ, ১৪৯ক]
৮১৯. নিরজ নয়নি নির্ত্ত নবিন মধুর মধুর বাওত (মাধবদাস) ১৪৯ক]
৮২০. সকল কলারস সাগর নাগর (ঘনস্যামদাস) ১৪৯ক]
৮২১. নাহি উঠল দোহে মোছল অঙ্গ (মাধব) ১৪৯ক]
৮২২. ভরি নাওর কোর (অজ্ঞাত) ১৪৯ক, খ]
৮২৩. হরি কোড়ে হরিনি : নয়নি তব লোপই (কবিসেখর) ১৪৯খ]
৮২৪. পুনু হরি নাগরি চুম্বই বেরি বেরি (কবিসেখর) ১৪৯খ, ১৫০ক]
৮২৫. চির পবনে ধনি সিতল ভেল (কবিসেখর) ১৫০ক]
৮২৬. রতিরস শ্রমজুত : নাগর নাগরি (রাধামোহন দাস) ১৫০ক]
৮২৭. সেস রজনি মাহা : সুতল সচিসুত (রাধামোহন দাস) ১৫০খ]
৮২৮. অলসে আকুল ভেল রসবতি রাই (সেখর) ১৫০খ]
৮২৯. সুরত সমাপি সুতল বর নাগর (অজ্ঞাত) ১৫০খ, ১৫১ক]
৮৩০. রতিরসে অবস অলস অতি পুরিত (গোবিন্দদাস) ১৫১ক]
৮৩১. কুসম সেজ পর কিসোরি কিসোর (জ্ঞানদাস) ১৫১ক]
৮৩২. নিসি অবসানে : সয়ন পড় আলসে (উদ্ধবদাস) ১৫১ক, খ]
৮৩৩. নিসি অবসানে : বৃন্দাদেবি জাগল (উদ্ধবদাস) ১৫১খ]
৮৩৪. বানরি সবদ : সারি সুখ ফুকরত (উদ্ধবদাস) ১৫১খ, ১৫২ক]
৮৩৫. রজনিক সেষ অলস জুত দুহুঁ জন (উদ্ধবদাস) ১৫২ক]
৮৩৬. জয় জয় মঙ্গল : আরতি সোহকি (বলদেব দাস) ১৫২ক]
৮৩৭. মঙ্গল আরতি জুগল কিসোর (স্যামানন্দ) ১৫২ক, খ]
৮৩৮. রাইক বেস বনায়ত কান (স্যামদাস) ১৫২খ]
৮৩৯. বেস বনাই : বদন পুন হেরইতে (গোবিন্দদাস) ১৫২খ]
৮৪০. নব নব পল্লব তরুকুল মণ্ডল বিতুপতি বসন্ত উজোর (রায়) ১৫২খ, ১৫৩ক]

৮৪১. স্বরস বসন্তে বহে মলয় পবন (নরোত্তমদাস) ১৫৩ক]
৮৪২. সময় জানি তব কানন দেবি (মাধব) ১৫৩ক]
৮৪৩. পিচকারি খেলা সভে আরম্ভ করিলা (মাধব) ১৫৩ক, খ]
৮৪৪. গোবিন্দের বাম অংসে : পুষ্পধনু অবতংসে (অজ্ঞাত) ১৫৩খ]
৮৪৫. সহচরিগন করে ধরি পিচকারি (মাধব) ১৫৩খ, ১৫৪ক]
৮৪৬. দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গের লিলা (মোহনদাস) ১৫৪ক]
৮৪৭. জত সহচরি : লয়া পিচকারি (কৃষ্ণদাস) ১৫৪ক, খ]
৮৪৮. জতনে নাগরি নেই নাগর কোড়ে (মোহন) ১৫৪খ]
৮৪৯. ফাগুয়া সমর গোরার : মনেতে পরিএ (কৃষ্টদাস) ১৫৪খ]
৮৫০. রাধে বলে চল জাব শ্রীবৃন্দাবনে (অজ্ঞাত) ১৫৪খ, ১৫৫ক]
৮৫১. সড় রিতু বৃন্দাবনে বসন্ত প্রকাস (অজ্ঞাত) ১৫৫ক]
৮৫২. মদনমঞ্জরি সখি হইল আগুআন (বংশী) ১৫৫ক]
৮৫৩. ফাগুআ খেলে রে গোরা নদিআ নগরে (বাসুদেব ঘোস) ১৫৫ক]
৮৫৪. ফাগু খেলে বোনমাল সখিগন সঙ্গে (বংশী) ১৫৫ক, খ]
৮৫৫. ফাগু খেলে নানা রঙ্গে রাধা দামুদর (বংশীদাস) ১৫৫খ]
৮৫৬. ফাগুসরে হারি স্যাম পালাইলা দুরে (বংশী) ১৫৫খ, ১৫৬ক]
৮৫৭. নিবার গোপিকা রাই নিবার গোপিরে (বংশীদাস) ১৫৬ক]
৮৫৮. ললিতা গো গাড়ুয়া ভরিয়া আন জল (বংশীদাস) ১৫৬ক, খ]
৮৫৯. ফাগু রনরঙ্গ গোরার পরে গেল মনে (নরোত্তম) ১৫৬খ]
৮৬০. হোরি তরঙ্গেত : রঙ্গেত সামরূ (গোবিন্দদাস) ১৫৬খ]
৮৬১. বৃন্দাবনে ধুম পরল রঙ্গ হোরি (উদ্ধবদাস) ১৫৬খ, ১৫৭ক]
৮৬২. নিলাচলে কনকাচল গোরা (গোবিন্দদাস) ১৫৭ক]
৮৬৩. বিহরই নিধুবনে জুগল কিসোর (জ্ঞানদাস) ১৫৭ক]
৮৬৪. খেলত ফাগু বিন্দাবন চাঁন্দ (গোবিন্দদাস) ১৫৭ক, খ]
৮৬৫. রঙ্গে হো হো হরি (সিবরামদাস) ১৫৭খ]
৮৬৬. হোরি খেলত গোরা ত্রিদোসের নাথ (নরোত্তমদাস) ১৫৭খ]
৮৬৭. ঋতুপতি রাধা মাধব সঙ্গ (দ্বিজ হরিদাস) ১৫৭খ, ১৫৮ক]
৮৬৮. এ ধনি মানিনি মান নিবারো (দ্বিজ হরিদাস) ১৫৮ক]
৮৬৯. ফাগু খেলত বর নাগর রায় (গোবিন্দদাস) ১৫৮ক]
৮৭০. রাধা পারি সহ খেলত নন্দদুলাল (উদ্ধব) ১৫৮খ]

৮৭১. খেলত রাধাস্যাম রঙ্গ ভরি বিন্দা বিপিন সমাঝ (উদ্ধবদাস) ১৫৮খ]
৮৭২. বিহরতি সহ রাধিকায়া রঙ্গে (সনাতন) ১৫৮খ, ১৫৯ক]
৮৭৩. খেলাতে হারিয়া স্যাম ঃ পলাইতে চায় (রাধামোহন) ১৫৯ক]
৮৭৪. প্রানবল্লভ গৌরসুন্দর আমার (অজ্ঞাত) ১৫৯ক]
৮৭৫. এসো বন্ধু আর বার খেলিব ফাগুয়া (অজ্ঞাত) ১৫৯ক, খ]
৮৭৬. পুন রঙ্গে হোরি ঃ খেলতো স্যাম গোরি (সিবরাম) ১৫৯খ]
৮৭৭. রাধা মাধব নাচত হোরি আনন্দে (সিবরাম) ১৫৯খ]
৮৭৮. হোরি হো রঙ্গে মাতি (সিবরাম) ১৬০ক]
৮৭৯. হোরি রঙ্গে ভেল ভোর (রায়) ১৬০ক]
৮৮০. বাজে দৃগ দৃগ থৈয়া থৈয়া হোরি রঙ্গে (অজ্ঞাত) ১৬০ক, খ]
৮৮১. ঋতুপতি বিহরই নাগর স্যাম (গোবিন্দদাস) ১৬০খ]
৮৮২. বিসভানু কুমারি নন্দকুমার (উদ্ধবদাশ) ১৬০খ]
৮৮৩. সোময় সু জানিএ জত সখিগন (বলরাম) ১৬০খ, ১৬১ক]
৮৮৪. নাগরি নাগর অরুন বসন বড় (উদ্ধবদাস) ১৬১ক]
৮৮৫. সভে মেলি চললহি কালিন্দি তির (কৃষ্ণদাস) ১৬১ক]
৮৮৬. বৃন্দার রচিত কতেক প্রকার (বলরামদাস) ১৬১ক, খ]
৮৮৭. হোরিক রঙ্গে ছরমে ঘুমাওল (কৃষ্ণদাস) ১৬১খ]
৮৮৮. বিদায় মাগিয়া ধ্বনি চলু নিজ গ্রহ (বৃন্দাবন) ১৬১খ]
৮৮৯. গৌর বরন হিরন কিরন অরুন বসন তায় (গোবৰ্দ্ধনদাস) ১৬২ক]
৮৯০. ঋতুপতি রজনি ঃ বিলসই কামিনী (গোবৰ্দ্ধনদাস) ১৬২ক]
৮৯১. সুন সুন সখি তোমারে কহিএ (উদ্ধব) ১৬২ক, খ]
৮৯২. নিপতিত পবিত বন্ধন পানী (সনাতন) ১৬২খ]
৮৯৩. মধুবোনে মাধব দোলত রঙ্গে (জ্ঞানদাস) ১৬২খ]
৮৯৪. দোলত রাধা মাধব সঙ্গে (জ্ঞানদাস) ১৬২খ, ১৬৩ক]
৮৯৫. অঞ্জলি ভরিয়া ফাগু লেই সখিগনে (নয়কান্ত) ১৬৩ক]
৮৯৬. শ্রমজলে বিথারল দোহ বয়ান (কৃষ্ণদাস) ১৬৩ক]
৮৯৭. অলসে অবস অঙ্গ রাধা কান (কৃষ্ণদাস) ১৬৩ক, খ]
৮৯৮. পুরুবের ফুলদোল মনেতে পরিএ (রায়কৃষ্ণ) ১৬৩খ]
৮৯৯. চল চল চল সখি জাইব বিপিনে (রায়) ১৬৩খ]
৯০০. ফুলবোন গোরাচাঁন্দ দেখিয়া নয়ানে (বাসুদেব ঘোস) ১৬৩খ, ১৬৪ক]

২০১. ফুলগেন্দু লেই সব সখিগন (গৌরদাস) ১৬৪ক]
২০২. বন মাহা কুসম : তোরি সব সখিগন (গোবিন্দদাস) ১৬৪ক]
২০৩. নিধুবোনে রাধামাধব কেলি (জদুনন্দন) ১৬৩ক, খ]
২০৪. সমর সমাধিএ জুগল কিসোর (জদুনন্দনদাস) ১৬৪খ]
২০৫. ফুলবোনে দোলত ফুলময় তনু (জদুনন্দন দাস) ১৬৪খ]
২০৬. কুসম হিণ্ডর মঞ্চহি দোলন রসময় (রায়) ১৬৪খ, ১৬৫ক]
২০৭. দেখ ঝোলত গৌরকিসোর (উদ্ধবদাস) ১৬৫ক]
২০৮. নব ঘন কানন সোভন পুঞ্জ (গোবিন্দদাস) ১৬৫ক,খ]
২০৯. বিপিনে বেহার করত নন্দ নন্দন সুবদনি ধ্বনি করি সঙ্গ (সিবরাম) ১৬৫খ]
২১০. দেখ সখি ঝুলত জুগল কিসোর (জগন্নাথ) ১৬৫খ, ১৬৬ক]
২১১. ঝুলয়ে সুন্দর রসময় গোরা না জানি কি রসে (নরহরিনাথ) ১৬৬ক]
২১২. ঝুলত শ্যাম গৌরি বাম আনন্দে রঙ্গে মাঁতিয়া (রাধামোহন, উদ্ধবদাস) ১৬৬ক]
২১৩. তখন সুচিত্রে বিসখা জুকতি করিঞা (গোবিন্দদাস) ১৬৬খ]
২১৪. বেগে ঝুলা আনি রতন হিণ্ডোলা (কৃষ্ণদাস) ১৬৬খ, ১৬৭ক]
২১৫. তবহুঁ ঝুলাওত মারতহি মানে (নরোত্তম) ১৬৭ক]
২১৬. কি হোলো কি হোলো বলি তুরিতে ধ্বনি আওলি (নরোত্তম) ১৬৭ক]
২১৭. দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজমুনিয়া (বাসুঘোস) ১৬৭ক,খ]
২১৮. ঝুলত সুখময় শ্যাম গোরি (নরহরি) ১৬৭খ]
২১৯. আজু রচিত নব ললিতা হিণ্ডোর (নরহরি) ১৬৭খ]
২২০. আজু ললিত হিণ্ডোর মাঝে (নরহরি) ১৬৭খ, ১৬৮ক]
২২১. কুসুমচয় বর হার নটত কত ভ্রমর গুন গুন বোল (উদ্ধবদাস) ১৬৮ক]
২২২. দেখ সখি ঝুলত বিনদ বিনদিনী (অজ্ঞাত) ১৬৮ক, খ]
২২৩. সুরধ্বনি তিরে আজু গৌরাঙ্গ কিসর (রামানন্দ দাস) ১৬৮খ]
২২৪. আজু রাধা শ্যাম সঙ্গেতে ঝোলে (নরহরি) ১৬৮খ]
২২৫. কালিন্দির কুল : বিকসিত ফুল : মর্ত্ত অলিকুল (উদ্ধবদাস) ১৬৮খ, ১৬৯ক]
২২৬. নওল নওল নও রঙ্গমে (অজ্ঞাত) ১৬৯ক]
২২৭. উথলই কালিন্দি নির (সিবরাম) ১৬৯ক,খ]
২২৮. ঝুলনা হইতে : নাম্বিলা তুরিতে : রসবতি রসরাজ (বৈষ্ণবদাস) ১৬৯ খ]
২২৯. সুরধ্বনি তিরে আজু গৌর কিশোর (রামানন্দ দাস) ১৬৯খ]
২৩০. দেখি সখি গৌরচন্দ বর রঙ্গি (সিবরাম) ১৭০ক]

৯৩১. রাধাকুণ্ড সদনে হর্ষ বদনে (উদ্ধবদাস) ১৭০ক]
৯৩২. জত সেবাপরা সখি চতুরা (উদ্ধবদাস) ১৭০ক, খ]
৯৩৩. মনের আনন্দ : সখি মন্দ মন্দ (উদ্ধবদাস) ১৭০খ]
৯৩৪. হোর দেখনা ঝুলন রঙ্গ (উদ্ধব) ১৭০খ]
৯৩৫. রাধারানি শ্যাম রসরাজ (অজ্ঞাত) ১৭০খ, ১৭১ক]
৯৩৬. দোলা অতিসএ : বেগ লাগি দুহুঁ (উদ্ধবদাস) ১৭১ক]
৯৩৭. জব দুহুঁ নিজ করে চালে হিণ্ডোর (উদ্ধবদাস) ১৭১ক]
৯৩৮. নাগর অতিসয় বেগে ঝুলাঅ (উদ্ধবদাস) ১৭১ক, খ]
৯৩৯. বিচলিত বেস কেস কুচ কাঁচলি (উদ্ধবদাস) ১৭১খ]
৯৪০. কিএ অপরূপ ঝুলন কেলী (উদ্ধবদাস) ১৭১খ]
৯৪১. অতিসয় ছরমে ঘরমে জুত দুহুঁ জন (উদ্ধবদাস) ১৭২ক]
৯৪২. কাঞ্চন কমল : কান্তি কলেবর (গোবিন্দদাস) ১৭২ক]
৯৪৩. ঝুলন হইতে সেবএ উঠিতে : গগনে নিরখি বেলা (সিখর) ১৭২ক, খ]
৯৪৪. সখিগন মেলি লইয়া মুরলি (সীখর) ১৭২ খ]
৯৪৫. নাগর আসিয়া ইঙ্গিত বুঝিয়া : ধরল রাইর করে (সিখর রায়) ১৭২খ, ১৭৩ক]
৯৪৬. সখিগনে কানু বার বার (গোবিন্দদাস) ১৭৩ক, খ]
৯৪৭. এ ধনি সুন্দরী : কহো পুন তোয় (সীখর) ১৭৩খ]
৯৪৮. মুরলি পাওল জব রাইক পাস (মাধব) ১৭৩খ]
৯৪৯. সহচর সঙ্গহি গৌরকিসোর (মাধব) ১৭৩খ]
৯৫০. রতন মন্দিরে দুহুঁ নাগর নাগরি (অজ্ঞাত) ১৭৩খ, ১৭৪ক]
৯৫১. বৃন্দাদেবি নিজ পরিজন সঙ্গহি গাগরি ভরি মধু নেই (উদ্ধবদাস) ১৭৪ক]
৯৫২. নবিন কিসোরি সখি নব মধুপানে (অজ্ঞাত) ১৭৪ক]
৯৫৩. নাগর নাগরি কেলি বিলাস (সীখর রায়) ১৭৪ক, খ]
৯৫৪. মকর কুণ্ডল রনে নাচত (রাধামোহন দাস) ১৭৪খ]
৯৫৫. শ্রমজলে ভীগল : নীল পিতবাস (মাধব) ১৭৪খ]
৯৫৬. জলকেলী গোরাচান্দের মোনেতে পরিল (বাসুদেব ঘোস) ১৭৫ক]
৯৫৭. সব সখি মেলি করল পয়ান (গোবিন্দদাস) ১৭৫ক]
৯৫৮. জলকেলি সাধে (সিখর) ১৭৫ক, খ]
৯৫৯. রাধা সখি সঞ্জে ও বর নাহ (রাধামোহন) ১৭৫ খ]
৯৬০. নাহি উঠল তিরে : সবহুঁ সখিগন (গোবিন্দদাস) ১৭৫খ]

৯৬১. বেস বনাইএ নাগরি নাগর সহ গন কুঞ্জেহি জাই (কৃষ্ণদাস) ১৭৫খ]
৯৬২. আজি কেনে গোরাচাঁন্দের বিরস বয়ান (বাসু) ১৭৬ক]
৯৬৩. সাজহি সচিস্থত হেরি বয়ান মত কি কহত কছু নাহি জানি (রাধামোহন) ১৭৬ক]
৯৬৪. না জানি য়ে কো মুথুরা সঞে আওল (গোবিন্দদাস) ১৭৬ক]
৯৬৫. ঝাপল উতপল লোরে নয়ান (গোবিন্দদাস) ১৭৬ক]
৯৬৬. হের দেখ সাজহি গৌরাঙ্গ বেআকুল (রাধামোহন) ১৭৬ক, খ]
৯৬৭. নামহি অক্রর : ক্রুর নাহি জা সম (গোবিন্দদাস) ১৭৬খ]
৯৬৮. জাহি লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞ্জন (গোবিন্দদাস) ১৭৬খ, ১৭৭ক]
৯৬৯. কি করিব কোথা জাব সোআথ না হয় (বিদ্যাপতি) ১৭৭ক]
৯৭০. আজি পরভাতে দেখিল কার মুখ (জ্ঞানদাস) ১৭৭ক]
৯৭১. মুরুছিত রাই : হেরি সব সখিগন (জদুনন্দনদাস) ১৭৭ক, খ]
৯৭২. রাই প্রবধিআ চলল সহচরি মিলল জাঁহা সে মুরারি (অজ্ঞাত) ১৭৭খ]
৯৭৩. তুতি[র বচনে] বদ গদসি রমুনি : কুঞ্জে মিলল ধনি (সিবরামদাস) ১৭৭খ]
৯৭৪. কানু মুখ হেরইতে : ভাবিনি রমুনি (বিদ্যাপতি) ১৭৭খ, ১৭৮ক]
৯৭৫. হেরি গোরার মুখসশী মাহান্ত সকলে (বাসুদেব ঘোস) ১৭৮ক]
৯৭৬. শ্রীমুখপঙ্কজ চাহি গোপিগন নঅনে বহএ লোর (চণ্ডীদাস) ১৭৮ক]
৯৭৭. কেন তোমি জাবে কাঁমিনি তেজিআ (চণ্ডীদাস) ১৭৮খ]
৯৭৮. খলপোনা ছাড় : খল খল কহ (চণ্ডীদাস) ১৭৮খ, ১৭৯ক]
৯৭৯. গুনিত গোপত গোপত পিরিতি (চণ্ডীদাস) ১৭৯ক]
৯৮০. ঘেরল আপদ ঘুচিল বিবাদ (চণ্ডীদাস) ১৭৯ক, খ]
৯৮১. উঁকি য়ে তোমার উনমত চিত উচিত তোমার নয় (চণ্ডীদাস) ১৭৯খ, ১৮০ক]
৯৮২. চেতন হরিয়া চলিল ছাড়িয়া কহিতে পরান ফাটে (চণ্ডীদাস) ১৮০ক]
৯৮৩. ছটফট করে ছাআ ঘরে গেল ছাপিতে নাহিক ঠাই (চণ্ডীদাস) ১৮০ক, খ]
৯৮৪. জর জর জর জারিল অন্তর জবে সে সুনিল ইহা (চণ্ডীদাস) ১৮০খ]
৯৮৫. ঝর ঝর ঝর বহে প্রেমবারি ঝমুরু নয়ন দুটি (চণ্ডীদাস) ১৮০খ, ১৮১ক]
৯৮৬. ঞকি মথুরা ঞকি চতুরা ঞকি পরের বসে (চণ্ডীদাস) ১৮১ক, খ]
৯৮৭. টলবল করে টলটল দেহে (চণ্ডীদাস) ১৮১খ]
৯৮৮. ঠানল রমন ঠমকে বৈঠস ঠারাঠারি করে তারা (চণ্ডীদাস) ১৮১খ]
৯৮৯. ডাহিনে শৃগালি ডাকে একজনা ডাহিনে (চণ্ডীদাস) ১৮২ক]
৯৯০. ঢর ঢর ঢর বহে অনিবার ঢরকি (চণ্ডীদাস) ১৮২ক]

৯৯১. আনন্দ ছারিআ আনল জারল (চণ্ডীদাস) ১৮২ক, খ]
৯৯২. তুমি কি নিদান তাহা সে নিদান (চণ্ডীদাস) ১৮২খ]
৯৯৩. থাকি থাকি থাকি বেথিত অন্তর (চণ্ডীদাস) ১৮২খ, ১৮৩ক]
৯৯৪. দক্ষিন নয়ন নাচল জখন দেখিল বিপদ দসা (চণ্ডীদাস) ১৮৩ক]
৯৯৫. ধরম করম সকল মজিল ধাধসে পরান রাখি (চণ্ডীদাস) ১৮৩ক, খ]
৯৯৬. নবিন নাগরি নবিন নোরেতে দেখিতে নাহিক পায় (চণ্ডীদাস) ১৮৩খ]
৯৯৭. পরবসে তুমি পরের কথাএ পহিলে এমন কর (চণ্ডীদাস) ১৮৩খ, ১৮৪ক]
৯৯৮. ফিরিআ না চাহ ফিরি কথা কহ (চণ্ডীদাস) ১৮৪ক]
৯৯৯. বল বল দেখি বিকল পরান বুক বিদরিআ মরি (চণ্ডীদাস) ১৮৪ক]
১০০০. ভালের বড় ও ভামিনির প্রিয় (চণ্ডীদাস) ১৮৪খ]
১০০১. মনের মরম মনেতে জানহ মানসে মরমে জতি (চণ্ডীদাস) ১৮৪খ]
১০০২. যাহার কারনে যগ যন ভরি যত বড় ভেল রায় (চণ্ডীদাস) ১৮৪খ, ১৮৫ক]
১০০৩. রসে রসাইআ রমুনি তেজিআ (চণ্ডীদাস) ১৮৫ক, খ]
১০০৪. লহ নিদারুন নবল নাগর ললীত ত্রিভঙ্গধারী (চণ্ডীদাস) ১৮৫খ]
১০০৫. বল বল দেখি বিরস হইলে বাঁচিব কেমন করি (চণ্ডীদাস) ১৮৫খ, ১৮৬ক]
১০০৬. সুনহ নাগর স্বরন জে লয়ে তারে সে এমন কর (চণ্ডীদাস) ১৮৬ক]
১০০৭. শ্যাম সুনাগর রায় (চণ্ডীদাস) ১৮৬ক, খ]
১০০৮. ষাম ষাম বলি ষদা ষাম হেরি ষকল ষোপিল শ্যামে (চণ্ডীদাস) ১৮৬খ]
১০০৯. হা হরি হা হরি হরি হরি হরি হব সে হুতাসে সারা (চণ্ডীদাস) ১৮৬খ, ১৮৭ক]
১০১০. ক্ষেনে কত সত ক্ষেমা নাহি চিত (চণ্ডীদাস) ১৮৭ক]
১০১১. সুনিয়া আভিরিনি চিত্তগিত বোল (চণ্ডীদাস) ১৮৭ক]
১০১২. হরি হরি কি কহব গৌরচরিত (গোবিন্দদাস) ১৮৭ক, খ]
১০১৩. আজুক প্রাতর : কান্দি সচিনন্দন (রাধামোহন) ১৮৭খ]
১০১৪. হেদে রে নদিআবাসি : কার মুখ চাও (গোবিন্দ ঘোস) ১৮৭খ]
১০১৫. অতমিত জামিনিকান্ত (গোবিন্দদাস) ১৮৭খ, ১৮৮ক]
১০১৬. হরি লহ নিরদয় রসময় দেহ (গোবিন্দদাস) ১৮৮ক]
১০১৭. কানু নহ নিঠুর : চলতহি মধুপুর (গোবিন্দদাস) ১৮৮ক, খ]
১০১৮. খেনে ধ্বনি রোই রোই খিতি লুটত (সিবরামদাস) ১৮৮খ]
১০১৯. খেনে খেনে কান্দি : লুটই রাই রথ আগে (রাধামোহন) ১৮৮খ]
১০২০. কোথা জাহ পরান রাধার (সঙ্কর) ১৮৮খ, ১৮৯ক]

১০২১. না দেখিআ রথ আর না দেখি ধুল (রাধামোহন) ১৮৯ক]

১০২২. রাইক সেস দসা দেখি নাগর : অলখিত রথছে উতারি (গোবিন্দদাস) ১৮৯ক]

১০২৩. হরি হরি গোরা কোথা গেল (বাসু) ১৮৯ক, খ]

১০২৪. হরি কি মথুরা পুরি গেল (অজ্ঞাত) ১৮৯খ]

১০২৫. অব মথুরাপুর মাধব গেল (বিদ্যাপতি) ১৮৯খ]

১০২৬. হে হরি মাধর্য্যগুনে : হরিলে সে নেত্র মোনে (চৈতন্য) ১৯০ক, খ]

১০২৭. ব্রজেন্দ্রকুল দুগ্ধসিন্ধু : কৃষ্ণ তাহে পুর্ন ইন্দু (অজ্ঞাত) ১৯০খ, ১৯১ক]

১০২৮. নবঘন শ্যাম অহে প্রান আমি তোমা পাসরিতে নারি (নরোত্তম) ১৯১ক]

১০২৯. মথুরার নাম স্থনি প্রান কেমন করে (চম্পতিপতি) ১৯১ক, খ]

১০৩০. ওহে পরান গিরিধর (রাধাবল্লব দাস) ১৯১খ]

১০৩১. সীংহদ্বার ছারি গোরা সমুদ্র আবে ধায় (বাসুদেব ঘোস) ১৯১খ]

১০৩২. তখন ধাওল বিরহিনি কালিন্দি রোধ (চম্পতিপতি) ১৯১খ, ১৯২ক]

১০৩৩. কুঞ্জে প্রবেসিয়ে ধনি করে উতরোল (অজ্ঞাত) ১৯২ক]

১০৩৪. কাঁহা মোর প্রাননাথ মুরুলি বদন (রাধামোহন) ১৯২ক]

১০৩৫. পুনু অব মুরুছল গোরি (বিন্দু) ১৯২ক, খ]

১০৩৬. মুরুছল সহচরি মুরুছল গোরি (জদুনন্দন) ১৯২খ]

১০৩৭. তিল আধ প্রকট : অপ্রকট পুন হোয়ই (গোবিন্দদাস) ১৯২খ]

১০৩৮. সেই সে পরাননাথ পেলাম দুখ দুরে গেল (অজ্ঞাত) ১৯২খ, ১৯৩ক]

১০৩৯. আজু কহত ভাবে সচির কোঙর (রাধামোহন) ১৯৩ক]

১০৪০. রোই রোই জপে গোরা কৃষ্ট নাম মধু (বাসুদেব ঘোস) ১৯৩ক]

১০৪১. বিরলে বসিআ য়েকেশ্বরে (বাসু) ১৯৩ক]

১০৪২. গম্ভির ভিতরে গোরারায় (নরহরি) ১৯৩ক, খ]

১০৪৩. কহ সখি জীবন উপায় (বাসুঘোস) ১৯৩খ]

১০৪৪. হরি হরি গোরা কোথা গেল (বাসুঘোস) ১৯৩খ]

১০৪৫. চেতন পাইআ গোরারায় (অজ্ঞাত) ১৯৩খ]

১০৪৬. আহা মরি কোথা গেল গোরা কাঁচা সোনা (বাসুঘোস) ১৯৪ক]

১০৪৭. গোরা গুনে প্রান কান্দে কি বুদ্ধি করিব (অজ্ঞাত) ১৯৪ক]

১০৪৮. সন্ন্যাশী হইআ গেলা : পুনু নাহি বাহুড়িলা (বাসুদেব ঘোস) ১৯৪ক, খ]

১০৪৯. হেদে রে পরান নিল জিয়ে (বাসু) ১৯৪খ]

১০৫০. ব্রিন্দাবোন হেরি গোরা পুরব সঙরে (বাসুদের ঘোস) ১৯৪খ]

১০৫১. হরি গেও মধুপুর আকুল সুকুমারি (গোবিন্দদাস) ১৯৪খ, ১৯৫ক]

১০৫২. এই ত মাধবিতলে : আমার লাগিআ প্রিয়ে (গোবিন্দদাস) ১৯৫ক]

১০৫৩. সখিগন হেরি কাতর ভেল সুকুমারি (গোবিন্দদাস) ১৯৫ক, খ]

১০৫৪. অঙ্কুর তাপ তপনে জদি জারল (বিদ্যাপতি) ১৯৫খ]

১০৫৫. মো জদি জানিতাম প্রিয়া জাবে রে ছারিয়া (গোবিন্দদাসীআ) ১৯৫খ]

১০৫৬. সজল নয়ন করি : প্রিয়া পথ হেরি হেরি (বিদ্যাপতি) ১৯৬ক]

১০৫৭. চির চন্দন উরে হার না দেলা (বিদ্যাপতি) ১৯৬ক]

১০৫৮. না হো দয়স সুখ বিহি কৈলে বাধ (বিদ্যাপতি) ১৯৬ক, খ]

১০৫৯. গরবিনি গো হাম গরবিনি গো হাম গরবিনি (অজ্ঞাত) ১৯৬খ]

১০৬০. সখি রে জে দিন মাধব পয়ান করল (অজ্ঞাত) ১৯৬খ]

১০৬১. মদন স্বরজালে এ তনু জরজর (বিদ্যাপতি) ১৯৬খ]

১০৬২. ধিকস্তু মাম ধিকস্তু মাম ধিকস্তু মাম সখি (অজ্ঞাত) ১৯৭ক]

১০৬৩. মোনের দুখ সই মোনেতে রহিল (বিদ্যাপতি) ১৯৭ক]

১০৬৪. নিজ গ্রহ তেজী চলল ধনি বিরহিনি (পুরুসত্তম) ১৯৭ক, খ]

১০৬৫. রাইক কুঞ্জে রোদন বহু কলরব (রায়) ১৯৭খ]

১০৬৬. রাইক সেস দসা হেরি নিজ সখি (পুরুসত্তম দাস) ১৯৭খ]

১০৬৭. আহা গোরা প্রভু মুরুছাই (বাসু ঘোস) ১৯৭খ, ১৯৮ক]

১০৬৮. জেখানে পড়িআ আছে রাই (পুরুসত্তম) ১৯৮ক]

১০৬৯. জৈছে উপায় : জিবই সুকুমারি (অজ্ঞাত) ১৯৮ক]

১০৭০. স্যাম বলি তামালেরে : সমাদরে রাই (রায়) ১৯৮খ]

১০৭১. তখন ললিতা কহেন সুকুমারি (রায়) ১৯৮খ]

১০৭২. কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে (সীখর) ১৯৮খ, ১৯৯ক]

১০৭৩. নিলাদ্রি গমন জব করে গোরারায় (অজ্ঞাত) ১৯৯ক]

১০৭৪. নবদ্বিপবাসি এক নিলাচলে পোছে (নবদ্বিপ দাস) ১৯৯ক]

১০৭৫. ধজ্যং কুরু ধজ্যং কুরু গচ্ছয়ে মথুরায়ে (জদুনন্দন) ১৯৯ক, খ]

১০৭৬. মধুপুর নাগরি হাস কহত ফেরি (অজ্ঞাত) ১৯৯খ]

১০৭৭. স্তব স্তুতি রাজদার মাহা (গোবিন্দদাস) ১৯৯খ]

১০৭৮. বরজক কুশল সুনিতে হরি আকুল (গোবিন্দদাস) ১৯৯খ, ২০০ক]

১০৭৯. কি করিলা গোরাচান্দ নদিআ ছারিআ (পরমানন্দ) ২০০ক]

১০৮০. মাধব তোহ রহিলি মধুপুর : ব্রজপুর আকুল (গোবিন্দদাস) ২০০ক, খ]

১০৮১. নিসি দিসি জাগরি : ব্রজকুল নাগরি (গোবিন্দদাস) ২০০খ]
১০৮২. কি ছার পিরিতি কৈলে পরানে বধিআ এলে (গোপ্ত) ২০০খ]
১০৮৩. নিরদয় হে আর কি ব্রজে জাবে না (অজ্ঞাত) ২০১ক]
১০৮৪. কুঞ্জভুবনে ধ্বনি : তুয়া গুন গনি গনি (গোবিন্দদাস) ২০১ক]
১০৮৫. বিরহে ব্যাকুল রাই স্বাসহীন (রায়) ২০১ক]
১০৮৬. বান্ধিতে লাগীল চূড়া তিলক হইল (গোবিন্দদাস) ২০১খ]
১০৮৭. সেই সে পরাননাথ পেলাম গো দুখ দুরে গেল (অজ্ঞাত) ২০১খ]
১০৮৮. দিন মাস গনি গনি বরিখ সে গেল (বাসুঘোস) ২০১খ, ২০২ক]
১০৮৯. যদি কানু রহল মধুপুরে (গোবিন্দদাস) ২০২ক]
১০৯০. পুন নাহি হেরব সো চাঁন্দবয়ান (জ্ঞানদাষ) ২০২ক]
১০৯১. প্রিয়া জত কয়ল সোহাগ (রাধামোহন) ২০২ক]
১০৯২. দারুন বিরহানলে : বিরহিনি কাতর (রায়) ২০২ক, খ]
১০৯৩. কানু জাহা কেলি : কয়ল জত কৌতুক (রাধামোহন) ২০২খ]
১০৯৪. সজনি অদ্ভুত প্রেম করিৎ (রাধামোহন) ২০২খ]
১০৯৫. কি ফল পরিচয় কথন অনেক (রাধামোহন) ২০৩ক]
১০৯৬. হামারি বচন জত বিবিধ বিধান (রাধামোহন) ২০৩ক]
১০৯৭. এত বিলাপ : করল ললিতা সখি (রাধামোহন দাষ) ২০৩ক, খ]
১০৯৮. পুরব সোঙরিয়া গোরারায় (নরোত্তম দাষ) ২০৩খ]
১০৯৯. পরান পিয়া সখি হামারি পিয়া (বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস) ২০৩খ]
১১০০. কালিক অবধি করিআ প্রিয়া গেল (বিদ্যাপতি) ২০৩খ, ২০৪ক]
১১০১. জোই নিকুঞ্জে : রাই পরলাপই (জ্ঞানদাস) ২০৪ক]
১১০২. আরে কালা ভ্রমরা তোমার মুখেতে নাহি লাজ (জ্ঞানদাস) ২০৪ক]
১১০৩. ভ্রমর দুত করি : কি তোহে সম্বাদব (চম্পতিপতি) ২০৪ক, খ]
১১০৪. তখন ধায়ল বিরহিনি কালিন্দি রোধ (চম্পতিপতি) ২০৪খ]
১১০৫. মরিব মরিব সই নিশ্চয়ে মরিব (গোবিন্দদাসিয়া) ২০৪খ]
১১০৬. বিরহ আনলে জদি : দেহ খোওায়বি (ধরনি) ২০৪খ]
১১০৭. কে মোরে মিলায়ে দিবে সো চান্দবয়ান (গোবিন্দদাস) ২০৫ক]
১১০৮. বিরহে ব্যাকুল ধনি কিছু নাহি জানে (রসময়) ২০৫ক]
১১০৯. কথা কহিতে কহিতে মুরুছিত হয়ল গেয়ান (নরত্তমদাস) ২০৫ক, খ]
১১১০. রাইক সেস দসা : মধুমঙ্গল হেরি (পুরুষত্তোমদাস) ২০৫খ]

১১১১. হরি হরি কি ভেল গোকুল মাহ (পুরূসোত্তম) ২০৫খ]
১১১২. রাইক চেতন করিতে মধুমঙ্গল (রায়) ২০৫খ, ২০৬ক]
১১১৩. তৈখনে সাজল সখি দুই চারি (গোবিন্দদাস) ২০৬ক]
১১১৪. গোকুল ছাড়ি : জবহু আওলি তুহু (পুরূসত্তমদাস) ২০৬ক]
১১১৫. রজনি প্রভাতে : মাতা জশোমতি (পুরূসতম) ২০৬ক, খ]
১১১৬. গোকুল নগরে : ভ্রময়ে জনু বাউরি (পুরূসোত্তমদাস) ২০৬খ]
১১১৭. সোই জনক ব্রজরাজ (পুরূসত্তোমদাস) ২০৬খ]
১১১৮. প্রভাতে উঠিআ : শ্রীদাম সুভল (পুরূসত্তোম) ২০৬খ, ২০৭ক]
১১১৯. সুন মাধব কি কহব রাইক তাপ (রাধামোহন) ২০৭ক]
১১২০. রাইক ব্যাধি বিরহ সোন কান (রসময়দাস) ২০৭ক, খ]
১১২১. মাধব জাই না পেখসি বালা (কবি বিদ্যাপতি) ২০৭খ]
১১২২. সখিগন কন্ধরে থোই (রাজা সিবসিংহ, রূপনারাঅন, লছিমি দেবি) ২০৭খ]
১১২৩. রাইক দসা সখির মুখে (বড়ু চণ্ডিদাস) ২০৭খ, ২০৮ক]
১১২৪. নাগরি সেষ দাসা সুনি নাগর (গোবিন্দদাস) ২০৮ক]
১১২৫. উলসিত মঝু হিআ : আজু আওব প্রিয়া (গোবিন্দদাস) ২০৮ক]
১১২৬. জোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি রাই (বলরাম দাস) ২০৮ক, খ]
১১২৭. আরে মোর গৌর কিসর (নরহরি দাস) ২০৮খ]
১১২৮. সিশির দুরন্ত : অন্ত অবহু সখি (রায়) ২০৮খ, ২০৯ক]
১১২৯. হিমঋতু হিমাচলে হিম বহে বাত (কৃষ্ণদাস) ২০৯ক]
১১৩০. বরজ তেজিআ দুতি মাথুর জায় (গোবিন্দদাস) ২০৯ক]
১১৩১. হিমঋতু হিমকর বাত (উদ্ধবদাশ) ২০৯ক]
১১৩২. আঘন মাসে : আস বহু আছিল (জ্ঞানদাস) ২০৯ক, খ]
১১৩৩. তোহারি সঙ্কেত : নিকুঞ্জে বসিআ (অনন্তদাস) ২০৯খ]
১১৩৪. রাই বিরহ সুনি নাগর কান (গোবিন্দদাস) ২০৯খ]
১১৩৫. পাপী মাঘে পহু কয়ল সন্ন্যাস (রামানন্দ) ২০৯খ, ২১০ক]
১১৩৬. হিম হিমকর কর : তাপে তাপাওল (বিদ্যাপতি) ২১০ক]
১১৩৭. ফুটল কুসম : নব কুঞ্জ কুঠির বন (বিদ্যাপতি) ২১০ক]
১১৩৮. হাম অবলা দুখ সহনে না জায় (বিদ্যাপতি) ২১০ক, খ]
১১৩৯. ফুটল কুসম সকল বন অন্ত (বিদ্যাপতি) ২১০খ]
১১৪০. সখি কহবি কানুর পায় (দ্বিজ চণ্ডীদাস) ২১০খ]

১১৪১. রাইক বচন শ্রবনে অবধারই (রায়) ২১০খ, ২১১ক]
১১৪২. সিসিরিক সীত : সোমাপলি সুন্দরী (গোবিন্দদাস) ২১১ক]
১১৪৩. টারল হৈবন সীসীরক অন্ত (গোবিন্দদাষ) ২১১ক]
১১৪৪. কি কহব মাধব রাইক খেদ (কবিসেখর) ২১১ ক, খ]
১১৪৫. আও রে মধুঋতু : মধুর জামিনি (গোবিন্দদাস) ২১১খ]
১১৪৬. ফাগুনে গনইতে গুনগন তোর (গোবিন্দদাস) ২১১খ]
১১৪৭. মদনমোহন : মুরুতি মাধব (গোবিন্দদাস) ২১১খ]
১১৪৮. একে বিরহানল সহজে দুরন্ত (ঘনশ্যামরুদাস) ২১২ক]
১১৪৯. রাই বিরহ সুনি কান (গোবিন্দদাস) ২১২ক]
১১৫০. কোথা পহু গুননিধি কর অব বাস (প্রেমদাস) ২১২ক, খ]
১১৫১. সখি হে গিরিষ ঋতু পরবেস (রায়) ২১২খ]
১১৫২. তপঋতু তপন তাপিত তপময় (রায়) ২১২খ]
১১৫৩. বাঢ়ল বিরহিনির বিরহ হুতাস (রায়) ২১২খ, ২১৩ক]
১১৫৪. এবে বিরহানলে : দহই কলেবর (গোবিন্দদাস) ২১৩ক]
১১৫৫. তাপে তাপিত তনু জেঠহ মাহ (রাধাবল্লভ দাস) ২১৩ক]
১১৫৬. সুন সুন নিঠুর কানাই (ভূপতি) ২১৩ক, খ]
১১৫৭. করতলে বদন চান্দ বহু থির (গোবিন্দদাস) ২১৩খ]
১১৫৮. কাননে কামিনি কোই না জায় (গোবিন্দ) ২১৩খ]
১১৫৯ বিরহ বেদনা সুনি : দুতি মুখে (গোবিন্দদাষ) ২১৩খ, ২১৪ক]
১১৬০. হাম ধনি তাপীনি : মন্দিরে একাকিনি (বিদ্যাপতি) ২১৪ক]
১১৬১. সোনা সত বান জিনি গৌরাঙ্গ আমার (নরহরিদাষ) ২১৪ক]
১১৬২. উঅল নব নব মেহ (গোবিন্দদাস) ২১৪খ]
১১৬৩. গগনে গরজে ঘন ফুকরে মউর (অজ্ঞাত) ২১৪খ]
১১৬৪. দেখ সখি বরিসা তরঙ্গ (দ্বিজ নন্দ) ২১৪খ]
১১৬৫. দারুন বিরহ : জীও ভেল অন্তর (অজ্ঞাত) ২১৫ক]
১১৬৬. এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর (বিদ্যাপতি) ২১৫ক]
১১৬৭. মোর নব নব : সোর সুনত : বাঢ়ত মনমথ পীড় (সিংহ ভূপতি) ২১৫ক]
১১৬৮. কে জাবে মথুরাপুর কার নাগাল পাব (বলরাম দাস)২১৫ক, খ]
১১৬৯. তুহু বিছরলী গোরি : রহলি মথুরাপুরি (গোবিন্দদাস) ২১৫খ]
১১৭০. পরথে পেন্নু পুরুষ পুরুসত্তম (গোবিন্দদাষ) ২১৫খ]

১১৭১. ঝর ঝর জলধর ধার (গোবিন্দদাস) ২১৫খ, ২১৬ক]
১১৭২. কি কহব মাধব রাইক খেদ (নন্দনদাস) ২১৬ক]
১১৭৩. রাই বিরহ হরি দুতি মুখে সুনি (গোবিন্দদাষ) ২১৬ক]
১১৭৪. সরদ চান্দ জিনি গোরা মুখ চাঁন্দে (কৃষ্ণদাস) ২১৬ক, খ]
১১৭৫. সখি হে প্রিয়ে রহল পরবাস (রায়) ২১৬খ]
১১৭৬. সবল সরদ ঋতু সয়স্ত না ভেল (রায়) ২১৬খ]
১১৭৭. রাইক বিরহ : প্রেখর হেরি সখিগন (গোবিন্দদাষ) ২১৬খ, ২১৭ক]
১১৭৮. আওল সরদ : নিসাকর নিরমল (চম্পতিপতি) ২১৭ক]
১১৭৯. সুনহ নিকরুন কান : তুয়া রাই ভেল নিদান (গোবিন্দদাষ) ২১৭ক, খ]
১১৮০. হিমঋতু সময়ে সঙ্কেত কুঞ্জে ধ্বনি (উদ্ধবদাস)২১৭খ]
১১৮১. রাই বিরহ সুনি কান (গোবিন্দদাস) ২১৭খ]
১১৮২. ইহ পহিলে মাঘক মাহ (কেসব ভারতি) ২১৭খ, ২১৮ক]
১১৮৩. ইহ মাহ ফালগুন ভেল (অজ্ঞাত) ২১৮ক]
১১৮৪. ইহ আওয়ে চৈত্রক মাহ (অজ্ঞাত) ২১৮ক]
১১৮৫. ইহ মাধব পরবেস (অজ্ঞাত) ২১৮ক]
১১৮৬. অব জেঠ মাহা ইহ আই (অজ্ঞাত) ২১৮ক]
১১৮৭. ইহ বিরহ দারুন বাঢ় (বিন্দু ?) ২১৮খ]
১১৮৮. ইহ সঘনে বাঢ়ত দাহ (অজ্ঞাত) ২১৮খ]
১১৮৯. মঝু প্রান কঠিন কঠোর (অজ্ঞাত) ২১৮খ]
১১৯০. এ দুখ কহবহি কাহ (অজ্ঞাত) ২১৮খ]
১১৯১. এত দুখ সহে কেন ছাতিয়া (দুল্লভ) ২১৮খ, ২১৯ক]
১১৯২. মঝু প্রান করে আনচান (অজ্ঞাত) ২১৯ক]
১১৯৩. জবে দেখি পৌষহি মাস (সচিনন্দন দাস) ২১৯ক]
১১৯৪. খোই কলাবতি মানে (অজ্ঞাত) ২১৯ক, খ]
১১৯৫. ওই দেখহ অনুরাগে (দাস গোবিন্দদাশীয়া) ২১৯খ]
১১৯৬. কন্দর্প গাইব সব মধুমাস (অজ্ঞাত) ২১৯খ]
১১৯৭. মোহই মাধবি মাস (অজ্ঞাত) ২১৯খ]
১১৯৮. বঞ্চিত বহ নিসি বাস (অজ্ঞাত) ২২০ক]
১১৯৯. অন্তরে আওয়ে আশাঢ় (অজ্ঞাত) ২২০ক]
১২০০. পাপি শাওন মাস : বিরহিনি জিবনে নৈরাশ (অজ্ঞাত) ২২০ক]

১২০১. রাতি দিবস বহু ধন্ধ (অজ্ঞাত) ২২০ক]
১২০২. নিন্দু আপন পরভাস (অজ্ঞাত) ২২০খ]
১২০৩. পত্তিয় সময় কলাই (অজ্ঞাত) ২২০খ]
১২০৪. কিরিতি কর অব হামে (অজ্ঞাত) ২২০খ]
১২০৫. কোই করই জনি রোথে (অজ্ঞাত) ২২০খ]
১২০৬. পহিলহি মাঘ : গৌর বর নাগর (অজ্ঞাত) ২২১ক]
১২০৭. দোসর ফালগুন : গুন গনে নিমগনে (অজ্ঞাত) ২২১ক]
১২০৮. মধুময় সময় : মাস মধু আওল (অজ্ঞাত) ২২১ক, খ]
১২০৯. দুখময় কাল কাল মানিয়ে : আওল পাপ বৈশাখ (অজ্ঞাত) ২২১খ]
১২১০. গনি গনি মাহ : জৈঠ অব পৈঠল (অজ্ঞাত) ২২১খ]
১২১১. ঘন ঘন মেঘ গরজে দীনে জামিনি (অজ্ঞাত) ২২২ক]
১২১২. পুন পুন গরজন : বজর নিপাতন (অজ্ঞাত) ২২২ক]
১২১৩. আওল ভাদর : কো করু আদর (অজ্ঞাত) ২২২ক, খ]
১২১৪. আওল আসিন : বিকসিত সরদীন (অজ্ঞাত) ২২২খ]
১২১৫. আওল কাত্তিক : সব জগ নত্তিক (অজ্ঞাত) ২২২খ]
১২১৬. আয়ল আঘন : মাহ বা নীয়ল (অজ্ঞাত) ২২২খ, ২২৩ক]
১২১৭. আওল পৌষ মাহ অতি দারুণ (বাসু) ২২৩ক]
১২১৮. দীন রজনী গুনি গুনি সেষ (অজ্ঞাত) ২২৩ক]
১২১৯. অব ভেল ফালগুন মাস (অজ্ঞাত) ২২৩খ]
১২২০. দেখ শীশীর নিশী বহি গেল (অজ্ঞাত) ২২৩খ]
১২২১. অব মাশ ভেল বৈশাখ (অজ্ঞাত) ২২৩খ]
১২২২. ইহ জৈঠ পৈঠল আগী (অজ্ঞাত) ২২৩খ]
১২২৩. অব মাশ ভেল আশাঢ় (অজ্ঞাত) ২২৩খ, ২২৪ক]
১২২৪. অব ভেল শাঙন মাশ (অজ্ঞাত) ২২৪ক]
১২২৫. অব ভেল ভাদর মাশ (অজ্ঞাত) ২২৪ক]
১২২৬. দস দিস ভেল পরকাস (অজ্ঞাত) ২২৪ক]
১২২৭. দেখ সেই কাত্তিক মাশ (ঘনসামদাষ) ২২৪ক]
১২২৮. দেখ পাপী আঘন মাস (অজ্ঞাত) ২২৪ক, খ]
১২২৯. অব পৌস ভেল পরবেস (অজ্ঞাত) ২২৪খ]
১২৩০. আঘন মাস : রাস রস সাওর (গোবিন্দ দাষ) ২২৪খ, ২২৫ক]

১২৩১. সজনি কো কহ আওব মাধাই (বিদ্যাপতি) ২২৫ক]
১২৩২. আজি কালি করি কত কাল বহি গেল (কৃষ্ণদাষ) ২২৫ক, খ]
১২৩৩. বন্ধুরে কহিয়ো মোর কথা (জ্ঞানদাষ) ২২৫খ]
১২৩৪. মাবব কি কহব বিরহ বিসাদ (বলরাম দাষ) ২২৫খ, ২২৬ক]
১২৩৫. জব রিতুপতী নব পরবেস (নব কবিসিখর) ২২৬ক]
১২৩৬. জব তুহু নাওল নব নব নেহ (গোবিন্দদাষ) ২২৬ক]
১২৩৭. হামারি জত দুঃখ বিরহ হুতাস (গোবিন্দদাষ) ২২৬ক, খ]
১২৩৮. আসি দুতি রাই নিয়ড়ে (রায়) ২২৬খ]
১২৩৯. আঘন মাস ঃ লাহ হিয়া দাহই (বল্লব রাজকিশোর ?) ২২৬খ]
১২৪০. পৌষ তুশার ঃ তুশানলে ডারল (অজ্ঞাত) ২২৬খ]
১২৪১. মাঘহি দীন ঃ নিসী সিসির কসী (অজ্ঞাত) ২২৭ক]
১২৪২. ফালগুনে মধুপুর ঃ নাগরি নাগর (অজ্ঞাত) ২২৭ক]
১২৪৩. দুরহি বিরহিগন ঃ তেজই জীবন (অজ্ঞাত) ২২৭ক]
১২৪৪. বিকসিত কুসম ঃ ভরল সব কাণন (অজ্ঞাত) ২২৭ক]
১২৪৫. সীতল সতদল ঃ সয়নে স্তায়ল (অজ্ঞাত) ২২৭ক, খ]
১২৪৬. নব নব জলধর ঃ ভরি রহু অম্বর (অজ্ঞাত) ২২৭খ]
১২৪৭. গগনহি সঘন ঃ ঘনহি ঘন গরজন (অজ্ঞাত) ২২৭খ] •
১২৪৮. উদ ভাদর ঃ দিন নিরখিতে তনু (অজ্ঞাত) ২২৭খ]
১২৪৯. উজোর হিমকর ঃ লভন নিরমল (অজ্ঞাত) ২২৭খ]
১২৫০. বিহরই বিহগ ঃ বিহগ তটিনি তট (বলরামদাষ) ২২৮ক]
১২৫১. বিরহিনি কি কহব লাহক দুখ (বলরাম দাস) ২২৮ক]
১২৫২. কানুক ঐছে ঃ দসা সুনি বিরহিনি (জ্ঞান) ২২৮ক]
১২৫৩. মাধব কৈছন বচন তোহারি (জ্ঞানদাষ) ২২৮ক, খ]
১২৫৪. দুতিমুখে সুনইতে ঐছন ভাষ (সিবানন্দ) ২২৮খ]
১২৫৫. কাহে পুন গৌরকিশোর (গোবিন্দ দাষ) ২২৮খ, ২২৯ক]
১২৫৬. আজু হাম পেখলু ঃ চিন্তায় নিমগন (রাধামোহন) ২২৯ক]
১২৫৭. মাধব তোহে জব আনল অক্রুর (রাধামোহন) ২২৯ক]
১২৫৮. কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি ঃ কোমল মুখি (গোবিন্দদাস) ২২৯ক, খ]
১২৫৯. শজনি না বুঝিয়া গৌরাঙ্গ বেহার (রাধামোহন) ২২৯খ]
১২৬০. জদুবধি জদুপুর ঃ তুহু জাই ভোর (রাধামোহন) ২২৯খ]

১২৬১. গুরুজন গঞ্জন বোল (গোবিন্দদাস) ২২৯খ]
১২৬২. শোনার গৌরাঙ্গচান্দে (জ্ঞানদাষ) ২৩০ক]
১২৬৩. কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল : কোকিল শোকিল (গোবিন্দদাস) ২৩০ক]
১২৬৪. তাপীনি তীর : তীর তরু তরুতল (গোবিন্দদাষ) ২৩০ক]
১২৬৫. শহচর অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া (জ্ঞানদাষ) ২৩০খ]
১২৬৬. জো সচিনন্দন : চান্দ জীনি উজোর (রাধামোহন) ২৩০খ]
১২৬৭. মাধব অব না পেখলু মতিহিনা (বিদ্যাপতি) ২৩০খ]
১২৬৮. কুসুমিত কাননে : হেরি কোমল মুখি (বিদ্যাপতি) ২৩০খ, ২৩১ক]
১২৬৯. কি লাগি ধুলায়ে ধুসর (নরহরি দাষ) ২৩১ক]
১২৭০. হরি হরি কি কহব পিরিতি বিশেষ (রাধামোহন দাষ) ২৩১ক]
১২৭১. শো সচিনন্দন : ভুবন আনন্দন (রাধামোহন) ২৩১ক, খ]
১২৭২. সুন সুন সুন্দর স্যাম (রাধামোহন) ২৩১খ]
১২৭৩. শোনার বরন : গৌরাঙ্গ সুন্দর (নরহরি) ২৩১খ]
১২৭৪. সুনইতে গৌরাঙ্গ খেদ (রাধামোহন দাষ) ২৩২ক]
১২৭৫. করতলে চান্দবদন বহু থীর (গোবিন্দদাষ) ২৩২ক]
১২৭৬. রোয়ত পহু নয়নে ঝরূ নীর (গোবিন্দদাস) ২৩২ক, খ]
১২৭৭. কুর্ব্বতি কিল : কোকিলকুল (সনাতন ?) ২৩২খ]
১২৭৮. ভ্রমই গৌরাঙ্গপ্রভু বিরহে ব্যাকুল (রাধামোহন) ২৩২খ]
১২৭৯. মাধব ও নব নায়রি বালা (বিদ্যাপতি) ২৩২খ, ২৩৩ক]
১২৮০. নীরস সরসিজ ঝামরূ বয়ান (গোবিন্দদাষ) ২৩৩ক]
১২৮১. ভ্রমউ ভবন বনে জনু অগেয়ান (গোবিন্দদাষ) ২৩৩ক]
১২৮২. আরে মোর গউর কিসোর (বসু রামানন্দ) ২৩৩ক, খ]
১২৮৩. সে জে মোর গউর কিশোর (সঙ্করদাষ) ২৩৩খ]
১২৮৪. নয়ন কওত : লোর নাহি ঢরকত (ঘনস্যাম দাষ) ২৩৩খ]
১২৮৫. সকতি খীন অতি : উঠই না পারিয়ে (মাধব ঘোষ) ২৩৪ক]
১২৮৬. তেজল গুরুকুল গৌরব লাজ (মাধব) ২৩৪ক]
১২৮৭. নবদ্বিপচান্দ : চাঁন্দ জিনি সুন্দর (রাধামোহন) ২৩৪ক, খ]
১২৮৮. তুয়া পথ জোই : রোই দিন জামীনী (গোবিন্দদাষ) ২৩৪খ]
১২৮৯. তুহু রহ মধুপুর মাহ (গোবিন্দদাষ) ২৩৪খ]
১২৯০. কুঞ্জ ভবনে ধ্বনি : তুয়া নাম গনি গনি (গোবিন্দদাষ) ২৩৫ক]

১২৯১. রাইক দগমি দসা সুনি কান (জদুনন্দন) ২৩৫ক]

১২৯২. নাগরি শেষ : দসা সুনি নাগর (গোবিন্দদাস) ২৩৫ক, খ]

১২৯৩. দুর কর বিরহিনি দুখ (গোবিন্দদাষ) ২৩৫খ]

১২৯৪. নবদ্বিপচান্দের আজু আনন্দ দেখিয়ে (রাধামোহন) ২৩৫খ]

১২৯৫. আওব গোউর : পুনহি নদিয়াপুর (নরহরিদাষ) ২৩৫খ, ২৩৬ক]

১২৯৬. সখি মুখে শোনল বাত (গোবিন্দদাষ) ২৩৬ক]

১২৯৭. আজুক সপনে : সমুখে এক মুনিবরু (ঘনস্যামরূদাস) ২৩৬ক]

১২৯৮. আজু পরভাতে : কাক কলকলী (জ্ঞানদাস) ২৩৬ক, খ]

১২৯৯. আজু অবধি দিন ভেলা : কাক নিকটে কহি গেলা (জ্ঞানদাষ) ২৩৬খ]

১৩০০. আসিবে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর (জদুনাথ) ২৩৬খ]

১৩০১. প্রিয়ে জব আওব এ মবু গ্রেহে (বিদ্যাপতি) ২৩৭ক)

১৩০২. জব হরি আওব গোকুলপুর (বিদ্যাপতি) ২৩৭ক]

১৩০৩. অঙ্গনে আওব জব রসিয়া (বিদ্যাপতি) ২৩৭ক]

১৩০৪. বন্ধুয়া আসিয়া : হাসিয়া হাসিয়া (অনন্তদাস) ২৩৭ক, খ]

১৩০৫. হামক মন্দিরে : জব আওব কান (বিদ্যাপতি) ২৩৭খ]

১৩০৬. মথুরা সঞে হরি : করি পথ চাতুরি (রাধামোহন) ২৩৭খ]

১৩০৭. আরে মোর গৌর কিশোর (চৈতন্যদাস) ২৩৭খ, ২৩৮ক]

১৩০৮. আইস আইস বন্ধু : আধ আচরে বৈস (গোবিন্দদাস) ২৩৮ক]

১৩০৯. রাধা মাধব চিরদিনে মেলী (রাধামোহন) ২৩৮ক]

১৩১০. চিরদিন মিলন : হোয়ল নিধুবন (রাধামোহন) ২৩৮ক, খ]

১৩১১. নন্দের নন্দন চতুর কান (মোহন) ২৩৮খ]

১৩১২. এতো দিনে সদয় হইল মোরে বিধি (বাসুদেব ঘোষ) ২৩৮খ]

১৩১৩. কি কহব রে সখি আনন্দ ওর (বিদ্যাপতি) ২৩৯ক]

১৩১৪. আজু রজনি হাম : ভাগ্যে পোহায়নু (বিদ্যাপতি) ২৩৯ক]

১৩১৫. দারুন ঋতুপতি জত দুখ দেল (বিদ্যাপতি) ২৩৯ক]

১৩১৬. চির দিন ছিল বিধি মোহে প্রিতিকুল (অজ্ঞাত) ২৩৯ক, খ]

১৩১৭. কিবা কহ লহু লহু নবদ্বিপচান্দ (রাধামোহন) ২৩৯খ]

১৩১৮. নিভৃত নিকুঞ্জে গ্রেহং গতয়া নিশি রহসি মিলীয় বসন্তং (জয়দেব) ২৩৯খ]

১৩১৯. প্রথম সমাগম : লজ্জিতয়া পটু চাটু শতৈরনুকুলং (শ্রীজয়দেব) ২৩৯খ, ২৪০ক]

১৩২০, রাইক ইহু : উতকণ্ঠিত বচনহি (জদুনন্দন) ২৪০ক]

১৩২১. কালিন্দী কানন : কুঞ্জ কুঠিরহি (রাধামোহন) ২৪০ক, খ]
১৩২২. কামুক সংবাদ : পাই বররঙ্গিনি (রাধামোহন) ২৪০খ]
১৩২৩. রাধা বদন : বিলোকন বিকসীত (শ্রীজয়দেব) ২৪০খ, ২৪১ক]
১৩২৪. তোমি মোর নিধি রাই তোমি মোর নিধি (বলরাম) ২৪১ক]
১৩২৫. শোন শোন হে পরান পিয়ে (জ্ঞানদাস) ২৪১ক, খ]
১৩২৬. দুহু জন বেয়াকুল হেরি সখিগন (জদুনাথ দাষ) ২৪১খ]
১৩২৭. মদন মদালশে শ্যাম বিভোর (বিদ্যাপতি) ২৪১খ]
১৩২৮. নিকুঞ্জো মাঝে রাধা মাধব কান (শীবরাম) ২৪১খ, ২৪২ক]
১৩২৯. ঝাপল কনয় : ধরাধর জলধর (ঘনশ্যাম দাস) ২৪২ক]
১৩৩০. বিপরিত রতি অব : শানে কোমল মুখি (দেবকিনন্দন) ২৪২ক]
১৩৩১. চিরদিনে শো বিহি ভেল অনুকুল (বিদ্যাপতি) ২৪২ক]
১৩৩২. চিরদিনে শো বিহি ভেল অনুকুল (বিদ্যাপতি) ২৪২ক]
১৩৩৩. ধনি ধনি রমুনি সিরোমুনি রাই (গোবিন্দদাষ) ২৪২খ]
১৩৩৪. আনন্দে সুবদনি : কছু নাহি জ্ঞান (নরোত্তম দাস) ২৪২খ]
১৩৩৫. আলসে সুতল বর জুগল কিসোর (রাধামোহন) ২৪২খ]
১৩৩৬. রজনিক শেষ : শোময় অরুনোদয় (জদুনন্দন) ২৪৩ক]
১৩৩৭. অতি আনন্দ ভৈ দুহুঁ জন গেল (অজ্ঞাত) ২৪৩ক]
১৩৩৮. চিরদিনে গৌরাঙ্গ চান্দের অপার (দুখি কৃষ্ণদাষ) ২৪৩ক]
১৩৩৯. কেমনে বিনোদ : নাগর আসিয়া (অনন্তদাস) ২৪৩ক, খ]
১৩৪০. রজনিক আনন্দ কি কহব তোয় (অনন্তদাস) ২৪৩খ]
১৩৪১. ঝাপল বিরহ : মিহির নব জলধর (ঘনশ্যাম দাস) ২৪৩খ]
১৩৪২. বিবিধ কুসম : আনিয়ে নাগর (অনন্তদাষ) ২৪৩খ, ২৪৪ক]
১৩৪৩. দুরে গেল জত বিরহ বাধা (অনন্ত) ২৪৪ক]
১৩৪৪. অকলঙ্ক পূর্ন্ন চান্দে : কামিনিমোহন (বৃন্দাবনদাস) ২৪৪ক, খ]
১৩৪৫. তরুমুলে রহি কালা কানু (রায়বসন্ত) ২৪৪খ]
১৩৪৬. সখি বচনে ধনি : হিয়া আনন্দিত (রায়বসন্ত) ২৪৪খ]
১৩৪৭. রসময়ই রাসে করু অভিসার (রায়বসন্ত) ২৪৪খ, ২৪৫ক]
১৩৪৮. বৃন্দাবন মোন মোহন বামে (রায়বসন্ত) ২৪৫ক]
১৩৪৯. রসবতি রসিক শীরমনি পাসে (রায়বসন্ত) ২৪৫খ]
১৩৫০. কানু কলাবতি মরম সন্ধান (রায়বসন্ত) ২৪৫খ]

১৩৫১. নাগর বিলসই গোপীর সমাঝ (রায়বসন্ত) ২৪৫খ]

১৩৫২. রাসমণ্ডল : মাঝে বিলসই : সঙ্গে (রায়বস[ন্ত]) ২৪৫খ, ২৪৬ক]

১৩৫৩. নাগর নাচত নাগরি সঙ্গ (রায়বসন্ত) ২৪৬ক]

১৩৫৪. রাধামাধব বিহরই বিপিনে (রায়বসন্ত) ২৪৬ক]

১৩৫৫. রাধামাধব রতন বিলাস (রায়বসন্ত) ২৪৬ক, খ]

১৩৫৬. স্বজনি বিলাসে দুহু আলসে ভোর (রায়বসন্ত) ২৪৬খ]

১৩৫৭. ভূজে ভূজে বন্ধন : নিবিড় আলিঙ্গন (রায়বসন্ত) ২৪৬খ]

১৩৫৮. নিসি অবসান ভেল সহচারি দেখি (রায়বসন্ত) ২৪৭ক]

১৩৫৯. অহে নাথ করি পরিহার (রায়বসন্ত) ২৪৭ক]

১৩৬০. সুন্দরি না করহ গমন পরসঙ্গ (রায়বসন্ত)২৪৭ক]

১৩৬১. ওহে নাথ না বল এমন (রায়বসন্ত) ২৪৭ক, খ]

১৩৬২. সখিগন কহে নাথ কর অবধান (রায়বসন্ত) ২৪৭খ]

১৩৬৩. সুন্দরি করবহি সত্য পয়ান (রায়বসন্ত) ২৪৭খ]

১৩৬৪. প্রাননাথ না বৈল এমন (রায়বসন্ত) ২৪৭খ]

১৩৬৫. ওহে নাথ কিছুই না জানি (রায়বসন্ত) ২৪৮ক]

১৩৬৬. ওহে রাই জে কহিলে হয় (রায়বসন্ত) ২৪৮ক]

১৩৬৭. আর না কহিয় বন্ধু বিদগদরাজ (রায়বসন্ত) ২৪৮ক]

১৩৬৮. অহে নাথ কি বলিব আর (রায়রসন্ত) ২৪৮ক]

১৩৬৯. রাইক পিরিতি বচনে কানু উলসিত (রায়বসন্ত) ২৪৮খ]

১৩৭০. সখিগন কহে নাথ কর অবধান (রায়বশন্ত) ২৪৮খ]

১৩৭১. সখি হে তুয়া হিয়া কঠিন শোমান (রায়বসন্ত) ২৪৮খ]

১৩৭২. প্রাননাথ তোরে কিছু কহিতে নারিনু (রায়বসন্ত) ২৪৮খ, ২৪৯ক]

১৩৭৩. ধনি তুয়া কিসের গঞ্জনা (রায়বসন্ত) ২৪৯ক]

১৩৭৪. সুন মাধব কি কহব আন (রায়বসন্ত) ২৪৯ক]

১৩৭৫. প্রাননাথ কেমন করিব আমি (রায়বসন্ত) ২৪৯ক]

১৩৭৬. সুন্দরি হাম বলিহারি তোহারি (রায়বসন্ত) ২৪৯খ]

১৩৭৭. আলো ধনি সুন্দরি কি যার বলিব (রায়বসন্ত) ২৪৯খ]

১৩৭৮. স্যামবন্ধু না বলিহ আর (রায়বসন্ত) ২৪৯খ]

১৩৭৯. স্যামবন্ধু চিত নিবারন তুমি (সৈয়দ মরতুজা) ২৫০ক]

১৩৮০. তেজিলাম গৃহের সুখ স্থন হে মুরারি (গোবিন্দদাস) ২৫০ক]

১৩৮১. আজু ভেল গ্রেহগমন তেজী রাই (রায়) ২৫০ক, খ]

১৩২ পদাবলী, কড়চা

লোচনদাস, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫০৩; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১৪½"×৬½"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর আগের। দ্র. পরিশিষ্ট 'ক'।

আরম্ভ,

বিধি দিএছিলো তোরে

শেষ,

দাস লোচনে বলিএ ফারাগ ডিবি ডুবিল য়াপন দোসে ॥

সাপরঘুনি বিস্ব লক্ষ নব লক্ষ জনে কাম এগার লক্ষ দুই লক্ষ পাখি কুণে তিরিস্ব লক্ষ পষুষুনি স্বর লক্ষ বানরা কুছীত দুই লক্ষ হয় মানব কুলে তারা ব্রাহ্মন গেতৃয় বস্ত সুদু চার বয় হয় আত্যা না উধ্যা বিনে পুমু চৌরাসি লক্ষ জায় সহস্র জন্ম খুদ্রদের করি আরাধানা সত জন্ম ভাস্বক করিএ সাধনা দাদস্ব জন্ম সিবমন্তে উপাসোনা হয় তিন জন্ম পার্ব্বতি সেবি বিষ্ণু মন্ত্র পায় বেদনিট্র মধ্য অধ্য কর্ম্মথে বেদমানি বেদ নিস্তধ্য পাপ করে ধর্ম্ম নাহি মানে ধর্ম্ম চারি মধ্য হয় বহু কর্ম্মনিট্র বহু কর্ম্মনিট্র মধ্য এক জ্ঞানি ছট্র কটি জ্ঞানি ছেট্র মধ্য এক জর্ণ মুক্ত কটি মুক্ত মধ্য দুল্লব কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণভক্ত নিস্ব কামি য়তএব সান্ত ভক্তি য়ুসিধ কামি সকলি য়সান্ত

১৩৩ পদাবলী (প্রার্থনার পদ)

নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ৫০৬; পত্র ৭; অখণ্ডিত; আকার ১৩"×৪½"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পুর্ব্বের।

পদসূচী,

১. গৌরাঙ্গ বলিতে কবে হবে পুলক সরির (১খ)

২. হরি হরি কি মোর করম মতি মন্দ (১খ)

৩. রাধা কৃষ্ণ নিসেবন জেই জন করে (১খ)

৪. হরি হরি বিফলে জনম গোঞাইলাম (২ক)

৫. আর কবে মোর হবে সুভদিন (২ক)

৬. তুয়া প্রেম পদসেবা এই ধন মোরে (২ক, খ)
৭. গোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা করি রাখ নিজ পথে (২খ)
৮. মোর প্রভু মদন গোপাল গোপীনাথ (গোবিন্দদাস) ২খ, ৩ক]
৯. ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র (৩ক)
১০. ঠাকুর বৈষ্ণব পদ : অবনির সম্পদ (৩ক)
১১. ঠাকুর বৈষ্ণবগন করোঁ এই নিবেদন (৩ক, খ)
১২. হরি হরি কি মোর করম অভাগি (৩খ)
১৩. হরি হরি আর কি এমন দশা হব (৩খ, ৪ক)
১৪. হরি হরি কবে আর পালটীব দসা (৪ক)
১৫. করঙ্গ কোপিন নঞা ছেড়া কাঁথা গাএ দিয়া (৪ক, খ)
১৬. হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসি (৪খ)
১৭. আর কবে হেন দশা হব (৪খ)
১৮. হরি হরি হেন দশা হইব আমার (৪খ, ৫ক)
১৯. রাধাকৃষ্ণ সেব মুঞি জিবনে মরনে (৫ক)
২০. রাধাকৃষ্ণ প্রান মোর জুগল কিশোর (৫ক)
২১. করে মোর হইব শুভ দিন (৫ক)
২২. হরি হরি আর কি এমন দশা হব (৫ক, খ)
২৩. হরি হরি কবে মোর হব শুভদিন (৫খ, ৬ক)
২৪. কবে আর হইব শুভদিন (৬ক)
২৫. হা হা প্রভু কর দয়া করুনা তোমার (৬ক)
২৬. কবে কৃষ্ণধন পাব : হিয়ার মাঝারে থোব (৬ক, খ)
২৭. এইবার হইলে দেখা রাঙ্গা চরণ দুখানি (৬খ)
২৮. প্রানের হরি হরি এবার মোরে করহ করুনা (৬খ, ৭ক)
২৯. দয়া কর ললিতা গোরি শ্রীরূপমঞ্জরি (৭ক, খ)
৩০. এইবার কর দয়া বৈষ্ণব গোসাঞী (৭খ)

ইতি শ্রীনরোত্তম দাষ ঠাকুরের প্রার্থনা সমাপ্ত ॥

১৩৪ পদাবলী

গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৫০৯ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩½"×৩"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের। পদসূচী,

৮. …কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ জানি ধনি উপনিত কুঞ্জ কুটিরে (৩ক)

৯. মাধব কি কহব দৈব কি পাক (৩ক, খ)

১০. সুন বিনোদিনি দুসর পরানি : কহিএ তোমার কাছে (৩খ)

১৩৫ পদাবলী

নরহরি, গোবিন্দদাস, নয়নানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ৫২১ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের। পদসূচী,

১. প্রেমের ভাই আলি নিতাই রে তুমি মোর দেহ ব্রজবাশ রে (শ্রীনরহরি)

২. শচীর নন্দন বনমালী এ তিন ভুবনে জার (গোবিন্দদাশ)

৩. জয় রে জয় রে গোরা (নয়নানন্দ)

১৩৬ পদাবলী

মুকুন্দ, সুরদাস, গোপাল, নানক

পুঁথিসংখ্যা ৫২৮ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩"×৭"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের। দ্র. পরিশিষ্ট 'ক'। পদসূচী,

১. রাধিকা মুখারবিন্দ কোটি ইন্দু লাজে (মুকুন্দ)

২. গোবিন্দ মুখারবিন্দ : নিরখি দেখো বিচারো (সুর)

৩. দেখ সখি বিকশল নয়ন (গোপাল)

৪. আপেঁ খেল খেলাড়ি রামজি

… … …

গ্যানক দাষ সমজ কর খেল লোরকে জিৎ তোমারি হেতু ॥

১৩৭ পদাবলী

চণ্ডীদাস, নরহরি

পুঁথিসংখ্য ৫৩১ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ২০½"×৭"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের। দ্র. পরিশিষ্ট 'ক'। পদসূচী,

১. গভির সাগরে গতাগতি নাহি মরম জানয়ে জে (চণ্ডিদাস)

২. যুগল পিরিতি কোথা উপজিল পিরিতি বলিব কারে (নরহরি)

১৩৮ পদাবলী

শ্যামানন্দদাস, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৩৩ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩½" × ৪½"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের। পদসূচী,

১. হাচী জিঠী না পড়িল বাধা হরিনি পলাইয়া জাইতে (সামানন্দ দাস)

২. একদিন কানাই ধরিয়া নট বেস (অজ্ঞাত)

১৩৯ পদাবলী

গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৪৮ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ৯" × ৫½"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের। পদসূচী,

১. ···হেরি কান্দে : থির নাহি বান্ধে : করুন নয়ানে চায়

২. প্রেমে ঢরঢর কনয়া কলেবর নটন রসে ভেল ভোর

৩. পদতলে ভকত······

৪. পুলক ব[লিত] অতি ললিত হেম তনু

১৪০ পদাবলী

শেখর রায়

পুঁথিসংখ্যা ৫৫৮ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ৯½" × ৩½"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের। পদসূচী.

১. রাধিকা চতুরি : করিয়া চাতুরি : সখির নিকটে জায়

২. ইঙ্গিত বুঝিয়া : নাগর আসিয়া

১৪১ পদাবলী

তরুণীরমণ

পুঁথিসংখ্যা ৫৮৪ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩½" × ৩½"। লিপিকাল আ. ১২৫ বৎসর আগের। পদসূচী,

১. চির দীন দরশনে আকুল তনু মনে চুরে গেঁও বরম কি তুখ
২. রাইক বয়ন নয়নে জব হেরল মাধব ফুলি ফুলি কান্দি
৩. কাহ প্রানে ঘন কম্পিত এ সহচরি কীয়ে কহব

১৪২ পদাবলী

রুক্মিণীকান্ত মিশ্র

পুঁথিসংখ্যা ৫৮৭ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ৭½"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের। পদসূচী,

১. প্রথমহি পিরিতি কি জবে ভেল য়ঙ্কুর
২. প্রথম মিলন গত : নিজ নিজ কুঞ্জগত : মিলিতে চিন্তিত উৎকণ্ঠা

১৪৩ পদাবলী

জ্ঞানদাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৯৪ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১২½"×২½"। লিপি আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। পদসূচী,

১. সখি হে কি পেখলুঁ তরুমূলে ধন্ধ

১৪৪ পদাবলী

বাসুদেব ঘোষ

পুঁথিসংখ্যা ৫৯৫ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১০½"×৩½"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের। পদসূচী,

১. আজু কেনে গোরাচাঁদের বিরস বদন
২. উমত ঝুমত ঢরহি গিরত (খণ্ডিত)

১৪৫ পদাবলী, শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং

চণ্ডীদাস, সার্বভৌম ভট্টাচার্য

পুঁথিসংখ্যা ৫৯৮ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩½"×৪½"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের। পদসূচী,

১. ...শত শত গুন প্রিয় তব করি জানি

... ...

তিল এক মনে শত যুগ মানে চণ্ডিদাস তার সাখি ॥

২. বন্ধু হে কি য়ার য়ধিক যোয়

.. ..

চণ্ডিদাসে কহে কানুর পিরিতি ভবসিন্ধু হইতে পার ॥

১৪৬ পদাবলী, হিসাব

বাসুদেবঘোষ, লোচন

পুঁথিসংখ্যা ৬০৮; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ৮"×৬"। লিপি ১২১৫ সাল। দ্র. পরিশিষ্ট 'ক'। পদসূচী,

১. কি কহিব এক মুখে গোরাচাঁন্দের লিলা (বাসুদেব ঘোষ)

২. নয়নের পুথলি গোরা না জায় পাসরা (লোচন)

১৪৭ পদাবলী (বারমাসী)

লোচন, কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ৬০৯; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১২"×৪½"। লিপি ১৭৩০ শকাব্দ।

গোধুলি সময় তাথে ঝিকিমিকি বেলা।
হাঁসি হাঁসি ঘর সামাইল বিনদ নাগর কালা ॥
এক্লা আমি বৈস্যা আছি কেউ নাঞিক ঘরে।
বুক দুর দুর করে হেই গো ননদিনীর ডরে ॥
কেও কেও বৈলা হেই গো কৈলাম দারুণ সোর।
সাঁজের বেলায় কোথা হইতে আইল এমন চোর ॥
লোচন বলে অগো দিদি লাজে মৈলাম আমি।
সাশুরি ভুলাত্যে এত কথা সিখাছ তুমি ॥
তুমি জেমন ঢেঁটা। তেস্নি ঢেঁটা বটে সেই নন্দঘোষের বেটা ॥

চৈত্র মাসে বেল মিঠা খেঞাছিলেন রাম। বৈশাখেতে সশা মিঠা সৌল মাছে আম ॥
জৈষ্ঠ মাসে আম্র মিঠা আসাঢ়ে কাঁটাল। শ্রাবণ মাসে খৈ দৈ ভাদ্রে পাকা তাল ॥
আশ্বিনেতে কাগজি মিঠা কাত্তিকেতে ওল। অগ্রান মাসে অন্ন মিঠা চিঙড়া মাছের ঝোল ॥
পৌষ মাসে ঘৃত ঘোল আর পুরপিঠা। আর গরম খেঁচড়ি ভাল খাইতে লাগে মিঠা ॥
মাঘ মাসে খাত্যে ভাল কটুতৈলে সিম। ফাল্গুনে দ্বিগুণ মিঠা বার্ত্তাকুতে নিম ॥
মাসেতে লিখিৎ দ্রব্য করিবে ভক্ষণ। কবিচন্দ্র কহে তবে পাবে আস্বাদন ॥

১৪৮ পদাবলী

বাসুদেবঘোষ

পুঁথিসংখ্যা ৬১৩ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১২"×৩২/১" । লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের। পদসূচী,

১. উঠ উঠ গোরাচান্দ নিশি পোহাইলা
২. পূর্ব্ব লিলা গোরাচান্দের মনেতে পড়িল
৩, আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল

১৪৯ পদাবলী

রামচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ৬১৪ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ৯২/১"×৬২/১" । লিপি আ. ১২৫ বৎসর আগের। পদসূচী,

১. ···বিনদ চুড়া। কত ছান্দে তাহাতে গুঞ্জা বেড়া
২. ধুনাব কথা কেনে কহ মোকে

১৫০ পদাবলী

বাসুদেবঘোষ

পুঁথিসংখ্যা ৬২০ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ৬"×৬" । লিপি আ. ১২৫ বৎসর আগের। পদসূচী,

১. জয় জয় কলরব নদীআ নগরে
২. ··· ··· মনে বিচারিঞা
৩. রচিআছে অপরূপ শয়ন

১৫১ পদাবলী

জ্ঞান, রামানন্দ বসু, বলরাম, অজ্ঞাত, গোবিন্দদাস, সিবরাম দাস

পুঁথিসংখ্যা ৬২৯ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৭২/১"×৫২/১" । লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের। পদসূচী,

১. নিলা···আদী রতন সাজনি (জ্ঞান)
২. মোনহর মধুর মুরতি (বষু রামানন্দ)
৩, দুই ভুরু কামের কামান (বলরাম)

৩. …কল তক রহিবে পুতলী (অজ্ঞাত)
৫. কপালে চন্দন চীন কামিনি মোহন ফান (অজ্ঞাত)
৬. কীসোর বয়েষ বেস (গোবিন্দদাস)
৭. কালা নিলে জাতি কুল (সিবরামদাস)

১৫২ পদাবলী

গোরাদাস, গৌরমোহন, লোচন, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৬৩৭ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩½" × ৪½" । লিপি ১২৫৮ সাল ।

৭ঁ শ্রীশ্রীদুর্গা ঃ ॥
সুরধনি গিএ ঃ গৌরাঙ্গ দেখিএ ।
ঘরে এল সুবদনি বীরলে বশিএ কাদে গুমরিএ ॥
মুখে না নিসরে বানি হেন বেল তথি শকল জুবতি ।
সৈএরে দেখিতে এল মলিন বদন ধনি কোলে তুলে নিল ।
নিজ য়ছল দিয়া মুখানি মুছিয়া মধুর বচনে কয় ।
কহ কার লাগি এং য়নুরাগি য়ামারে কি তুর ভয় ॥
বোল বিধুমুখি ছল ছল আকি বচন বলশি আন ।
গোরাদাশে বলে বেজেচে হিয়াতে নব নেহ গোরা বান ॥

কে য়াছে এমনা মনের বেদনা কাহা বলিব শৈই ।
না কহিলে বুক বিদরিয়া মরি তেই শে তোমারে কই ॥
বেলা য়বশানে ননদিনি শনে জল য়ানিবারে গেলাম ।
গৌরাঙ্গচাদের রূপ নিরখিয়া কলশি ভাগিয়া য়ালাম ॥
কাপ্রে কলেবর গাএ এল জর চলিতে না চলে পা ।
গৌরাঙ্গচাদের রূপ্রের পাথারে শাতারে না প্রলাম থা ॥
চাদ ঝলমল চিয়ঙ্গে শকল শরদ চাদের মালা ।
সুরধনি তিরে ডারিএ রএছে দুকুল করিএ য়ালা ॥
তার নয়ান জোগল দিঘল দিঘল বিষুম কুষুম শরে ।
কামিনি কেমনে ধরজ ধরীবে মদন কাপশি ডরে ॥
তার বুক পরিশর তার হার উপর সুগধি চাপার মাল ।
নয়ান ভরীয়া দেখিতে না প্রলাম ঘোগটী হইল কাল ॥

গৌরাঙ্গ দেখিয়া ধনি নিজ হিয়া থির করিবারে নারে।
গোউরমোহন দাশ তাহে কহে সুনিএ কেমন করে ॥

রাধা চন্দ্রাবলি দোহে জল ভরনে জায়। বিধাতা বিপাক তাহে কৃষ্ণ নিলা গায় ॥
রাধা বলে চন্দ্রাবলি ক্ষশামিলে থাক। কলিশি ভেঙ্গে কালা চুটে কেটে আনিব নাক ॥
কি বুল বলিলী রাধে আহিরের ঝি। তুর মতন নই জে আমী নাক কাটিবি কি ॥
গলাএ কাঠি উদম ঠাঠি পর পাটের শারি। কানুর উদেশে জায় নন্দ ঘোশের বারি ॥
কপালে তিলকর ফোটা দাত করেছ ছলা। ভালাইত কানুর সনে নানা কর কলা ॥
লোচন বলে অগো দিদি কি বলিহ মুখে। শামের শনে রাধা আছে জানে জগত লোকে ॥

ইতি শন ১২৫৮ শাল তারি ২৩ মায ॥

কলির করিৎ কথা চবনে অপূর্ব্ব গাথা বুন ভাই না করিহ হাস।
তিন জোগ হইল গত রূদ্ধ হইল ধম্ম পথ এবে কলি হইল প্রকাস ॥
প্রথম কলির জোরে ধরে এল ব্রাম্ভনেরে সনধে গাইতি হরিলেক গেন।
জদি সুদের ধন পায় অন্নাত খেতে চায় গঙ্গাজলে নেয় সুনা দান ॥
রাজা হল দুরদন্ত পিতিবি হরিল সন্ত কপিলায় হরিলেক খির।
মেথায় এদন দজবারে তপ্ত জলে ঘর পুরে কালে কালে মেঘে হরে নির ॥
নিষ্টে বেক্তির জয় নাই ভিন্ন হইল ভাই ভাই মহতের নাহি রহে মান।
নিচের হইল করি পাগুরি বাদএ টেরি যহংকারে পথে চলে জান ॥

১৫৩ পদাবলী

লোচন, ঘনশ্যামদাস, যদুনন্দন

পুঁথিসংখ্যা ৬৭২; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ৭½"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। পদসূচী,

১. …অরুন আখি বরুন আলয় (লোচন)
২. …জমুনার তটে (ঘনস্যাম দাষ)
৩. কহ কহ সুন্দরি রাধে (জদুনন্দন)
৪. অনক্ষোন হেরি তোহে অনিচিত (ঘনশ্যামর দাষ)

১৫৪ পদাবলী

বৃন্দাবন, চন্দ্রশেখর, গোবিন্দদাস, বংশীদাস, মুকুন্দদাস, বাসুদেব ঘোষ

পুঁথিসংখ্যা ৬৭৬ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩" × ৯½" । লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের । পদসূচী,

১. ভোর অভোর লোর দিঠি পঙ্কজে স্থবল পুছয়ে (বৃন্দাবন)
২. পুছইতে বাত হাত লেই চিরহি (বৃন্দাবন)
১. রাইক মান জানি হরি সাজত (চন্দ্রশেখর)
১. গোরখ জাগাই সিঙ্গাধনি করতহি জটিলা (গোবিন্দদাষ)
১. মোহন বিজই বনে : দুরে গেওঁ সখিগনে (বংসিদাশ)
১. নদিয়া নাগরি বলে ওঁ কে জায় নত্থার বাজার দিঞা (দাস মকুন্দ)
১. ইহায় কপিন কে পরালে গ । বাঁসি চুড়া কোথা (বাযুদেব ঘোস)
২. রূপ হেরি কী না হল্য মরে (বাসুদেব ঘোস)

১৫৫ পদাবলী

বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, শ্রীকৃষ্ণদাস, উদ্ধব

পুঁথিসংখ্যা ৬৭৭ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩½" × ৯½" । লিপিকাল ১২২৮ সাল । পদসূচী,

১. স্থন ল রাজার ঝি : তোমারে কহিতে (বিদ্যাপতি)
১. এ ধনি ধনি বচন স্থন : নিদান দেখিঞা (গোবিন্দদাস)
২. প্রানপ্রিয়া দুখ স্থনি সসিমুখি পুছত (গোবিন্দদাস)
৩. ম্বরে কাল ভ্রমরা তোমার মুখের (গোবিন্দদাস)
৪. যুফলে করিঞা সঙ্গে : বিপিন বেহার রঙ্গে (গোবিন্দদাস)
৫. স্থফল চলিঞা যাইলা রাইএর মন্দিরে (গোবিন্দদাস)
৬. স্থনিঞা সে সব কথা (গোবিন্দদাস)
১. স্থফলের প্রিত ধটি কটিতে আটিল (শ্রীকৃষ্ণদাস)
১. গোবিন্দ হে পিরিতি যক্ষুর জেন না ভাঙ্গে হে (উদ্ধব)

১৫৬ পদাবলী

ভূপতিনাথ

পুঁথিসংখ্যা ৬৭৮ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩½"×৯½"। লিপিকাল ১১৮৫ সাল। পদসূচী,

১. মদন কুঞ্জ পর বৈঠল মোহন বিন্দাদেবি মুখ চাই
২. মাধব নিপট কঠিন মন তোর
৩. মদন কুঞ্জ তেজি চঞ্চল চতুর দুতি বকুল কুঞ্জ চলি গেল
৪. সুন্দরি বুঝল তুয়া পিরিতি ভাতি
৫. সহচরি বুঝি কহবি কটু ভাসা
৬. রাইক নিঠুর বানি শুনি সহচরি বোলত গদগদ ভাশ
৭. বর নায়রি সাজনি নায়রি বেশা

সন ১১৮৫ সাল ॥ তারিখ ২৭ পৌষ রোজ যুক্রুবার।

১৫৭ পদাবলী

লোচনদাস

পুঁথিসংখ্যা ৬৭৯ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৪"×৯½"। লিপিকাল ১১৮৪ সাল। পদসূচী,

১. চরত সোনার বরন এলুঞা পড়িছে গা
২. কি হৈল য়ারে সখি গোরা বরনখানি
৩. য়ার সুন্যাছ য়ারে সখি গোরাপ্রেমের কথা
৪. হের সুন্যাছ য়ার কথা বিরল পাঞা কই
৫. কিহে হৈল্য কিহে হৈল্য গোরা কেনে না জায় পাসরা
৬. নাচে গোরা হেম কমলিয়া

পুষ্পিকা,

সন ১১৮৪ সাল তা ৭ আশ্বিন রোজ সনিবার লিখীতং পঞ্চানন আষ সাং সামাঞীদহ

১৫৮ পদাবলী

বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দদাস, দুখিকান্ত দাস

পুঁথিসংখ্যা ৬৯১ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১২½"×৩"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের। পদসূচী,

১. কিয়া হাম পেখলুঁ রে কনক (বাসুদেব ঘোষ)

১. তপত কাঞ্চন কান্তি কলেবর উন্নত ভাঁওর ভঙ্গি (গোবিন্দদাস)

১. দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে গোরাচান্দে না দেখিলে (দুখিকান্তদাস)

১৫৯ পদাবলী

জ্ঞানদাস

পুঁথিসংখ্যা ৬৯২ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ৯২/১″×৬″। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের। পদসূচী,

১. কি এ ঘর মর দুআরের সাধ লাজ করিবারে নারি

২. বন্ধু হে আর কি তাহারে দিব

৩. পন্থভরন মন্দ পবন কুসুম গন্ধ মাধুরি

১৬০ পদাবলী

গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৭৪১ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩২/১″×৪২/১″। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর আগের। পদসূচী,

১. মধুর মুরুলি সবদ করিলি

২. তবহুঁ মালতি করউ পিরিতি

৩. বিরহ জাতন হিলোলে করই সিনান

৪. ...... দুহুঁ তনু পরষ খেনে

৫. কালি হাম কুঞ্জে কানু জব ভেটে

৬. সজনি জানলোঁ কঠিন পরান

৭. না জানি এ কোন মথুরা

১৬১ পদাবলী

রাধামোহন, গোবিন্দদাস, ঘনশ্যাম, কবিরঞ্জন, বৃন্দাবন, বিদ্যাপতি, জদুনন্দন, নরহরিদাস, চন্দ্রশেখর, লোচন, অকিঞ্চন দাস, চণ্ডীদাস, যদুনাথ

পুঁথিসংখ্যা ৭৫০ ; পত্র ১৪ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪″×৫″। লিপিকাল ১২৪৩ সাল। পদসূচী,

১. মান বিরহ জরে পহু ভেল ভোর (রাধামোহন)

২. আকুল প্রেম পহিলে নাহি হেরহুঁসো বহুবল্লব কান (গোবিন্দদাস)
৩. স্থনইতে কানু মুরুলি বর মাধুরি শ্রবন নেহারলি তোয় (গোবিন্দদাস)
৪. কুলবতি কোই নয়ানে জনি হেরই হেরই (গোবিন্দদাস)
৫. জব হরি তোহারি চরন ধরি সাধল (ঘনস্থাম)
৬. সো মুখচন্দ নয়ানে না হেরলুঁ (গোবিন্দদাস)
৭. কহল ম খলজনি দেখলি কান (গোবিন্দদাষ)
৮. চরনে লাগি হরি হার পিন্ধাওঁল (গোবিন্দদাষ)
৯. একে তহু ষুন্দরি রূপে গুনে আগরি বৈঠলি (গোবিন্দদাষ)
১০. চরন নখর মনি রঞ্জন ছান্দ (কবিরঞ্জন)
১১. কৈছে চরন করপল্লবে ঠেললি (বৃন্দাবন)
১২. পরবষ দেই থেহ নাহি বান্ধলি নিলজ (গোবিন্দদাস)
১৩. জাকর চরন নখর রুচি হেরইতে (গোবিন্দদাষ)
১৪. জা বিহু সয়নে সপনে নাহি হেরলুঁ (গোবিন্দদাস)
১৫. কি কহলি কালিয় কঠিন হৃদে (গোবিন্দদাস)
১৬. সো বহুবল্লভ সহজে বিভোর (গোবিন্দদাস)
১৭. হরিক গরবি গোপি মাঝে বসই (বিত্যাপতি)
১৮. রাইক বিনয় বচন স্থনি সো ধনি (গোবিন্দদাস)
১৯. সো বহুবল্লব কান (গোবিন্দদাস)
২০. সজল নয়ানে রজনি জাগি (গোবিন্দদাস)
২১. তুতির বচন ষুনি নাগররাজ (জতুনন্দন)
২২. ষুন্দরি তোহ মোঝে কাহে কর রোষ (গোবিন্দদাস)
২৩. তুহ জদি মাধব চাহযি নেহ (বিত্যাপতি)
২৪. বিনদিনি বেরি এক কর য়বধান (নরহরিদাস)

চন্দ্রশিখর ঠা[কু]রের পদাবলি

১. নবিন হেন : নবিন দেহ (চন্দ্রসখি)
২. স্বরন জানি কুটিল জনে ভজিল রে (চন্দ্রসখি)
৩. সমন উরূ রমন মোঝে ভূলল রে প্রিয় সখি (চন্দ্রসখি)
৪. সিতল য়ছু য়ঙ্গ দেখি সঙ্গষুখ লালসে (সসিসেখর)
৫. য়তি সিতল মলয়া পবন মন্দ মন্দ বহনা (সসিসেখর)

৬. ফুল ভেল মুল সম হার ভেল ভার গো (সসিসেখর)
৭. হের জব কাই থিন রাই তন্থ দুবরি পিরিতি (চন্দ্রসিখর)
৮. বদয় তুয়া দ্রিদয় বিহি কুলিস কিএ গরল হে (চন্দ্রসেখর)
১. আলসে উলস আখি কহ পহু কি না দেখি (লোচনদাস)
১. নিকুঞ্জ কুটির ঘরে ধরিঞা রাইএর করে (অকিঞ্চন দাস)
২. হারিলে হারিলে শ্যাম রমনির মাঝে (অকিঞ্চন দাস)
৩. সজল নয়ন শ্যাম মলিন বদন (অকিঞ্চন দাস)
৪. রসেতে য়াবেস হঞা শ্যামচান্দের মুখ চাঞা (অকিঞ্চন দাস)
৫. সজল নয়ন শ্যাম মলিন বদন (য়কিঞ্চন দাস)
৬. মুরলি সিখিবে জদি বিনদিনি রাই (অকিঞ্চন দাস)

গোবিন্দদাসের একান্ন পদ

১. নিসি য়বসেষে জাগি সব সখিগন বৃন্দাদেবি মুখ চাই
২. সময় জানি সখি মিলল যাই
৩. নিশি য়বসেষে কোকিলগন কুহরই জাগই রসবতি রাই
৪. হরি নিজ য়াঁচরে রাই মুখ মুছই কুমুকুমে তন্থ পুন্থ মাজি
৫. মনিময় মঞ্জির জতন পরাওঁল উরু পরে দেয়ই হার
৬. গুরুজন জাগল ভৈ গেল বিহান
৭. রামক নিল বসন কাহে পীন্ধ
৮. নিজ গ্রিহ সয়ন করল জব কান
৯. গোঠকি মাঝই করল পয়ান
১০. রজনি প্রভাতে চললি বররঙ্গিনি নদী য়বগাহন রঙ্গে
১১. রাধাবদন চান্দ হেরি ভুলল শ্যামরু নয়ন চকোর
১২. হেরইতে বিনোদিনি ভুলল রে
১৩. তন্থ তন্থ মিলল উপজল প্রেম
১৪. জসোমতি জতনহি : সখি সঞে কহতহি : তুরিত পয়ান
১৫. সির পর থারি জতন করি ধরলহি রাই মন্দিরে চলি গেল
১৬. নিজ মন্দির তেজি চললি নিতম্বিনি নন্দ মহলে গ্রিহে জাই
১৭. সখাগন সঙ্গে রঙ্গে জদুনন্দন ভোজন করত দোন ভাই
১৮. বিবিধ মিঠাই আচলে ভরি দেল

১৯. ব্রজ নিজগন সঙ্গে
২০. গোধন সঙ্গে রঙ্গে জদুনন্দন
২১. আনহি ছল করি যুফল করে
২২. নিজ মন্দিরে ধনি বৈঠল বিরহিনি প্রিয় সহচরি মুখ চাই
২৩. প্রিয় সখি গমন করল প্রতি বনে বন প্রবেস কুণ্ডক তির
২৪. কানুক দরসন ভেলা
২৫. সখিগন সঙ্গে চললি বররঙ্গিনি ভানু আরাধন লাগী
২৬. নব নব কুসুম তোড়ি সব সখিগন সরষ সময়
২৭. নব ঘন কানন সোহন কুঞ্জ
২৮. য়ান ছলে আন পথে গমন করল
২৯. শ্রমজলে ভিগেল দুহুক শরির
৩০. সখিগন পুছত বারেবার
৩১. সব সখিগন মেলি করত পয়ান
৩২. নাহি উঠল তিরে সবহু সখিগন রসবতি
৩৩. রতন থারি ভরি চিনি কদলি সব আনল রসবতি রাই
৩৪. মন্দ পবন বহে মোহন স্থান তাহে সিতল জমুনার কূল
৩৫. সখিগন মেলি করত জয়কার
৩৬. নিজ মন্দিরে মহোন বৈঠলী রষবতি গুরুজন নিরখি
৩৭. গোখুরি ধূলি উছলি ভরু অম্বর ঘন হাম্বারব হৈহৈ
৩৮. গৌরি গোঠে প্রবেষ কওঁল সব ধেনুগন
৩৯. সাঁজ সময়ে গৃহে য়াওঁত জদুপতি জসোমতি
৪০. মদন নিছই মুছি মুখমণ্ডল বোলত সুমধুর বানি
৪১. কতহু জতন করি রসবতি নাগরি
৪২. মন্দির বাহির স্থল য়তি সুন্দর তাহে সেজ অনুপাম
৪৩. রূপরূপ মোহন স্যাম
৪৪. নিজ গৃহে সয়ন করল জদুরায়
৪৫. কাননে কুসুম পরকাস
৪৬. গুরুজন পরিজন ঘুমায়ল জানি সময়
৪৭. সখিগন মেলি করত কত রঙ্গ
৪৮. রাধা মাধব দুহু তনু মিলনে উপজল আনন্দ

৪৯. বাড়ল রস বৈঠল দুহু জন মোছইতে য়ানন চন্দ

৫০. বাড়ল রতিসুখ বৈঠল দুহু জন মোছই আনন চন্দ্র

৫১. রতিরসে আলসে অলস অবস য়তি দুহু জন সুতল সুভিত নিকুঞ্জে

পুষ্পিকা,

ইতি ॥ একায়ন্ন পদাবলি সমাপ্ত ॥ ইতি । নকলকর ॥ শ্রীপঞ্চানন আস দাষয় দাষ ॥ সকাব্দা ১৭৫৮ ॥ সন ১২৪৩ সাল তাঃ ১১ মাঘ সংপুর্ন ॥

য়থ প্রার্থনা

১. মাধব এক নিবেদন করি তোয় (গোবিন্দদাস)

১. কহে এক বানি ষুন বিনোদিনি (চণ্ডিদাস)

১. প্রাননাথ ভিন্ন না বাসিহ তুমি (জদুনাথ)

১. ধনির বচন সুনি নবঘন য়াকুল হইল্যা প্রানে (খণ্ডিত)

১৬২ পদাবলী

লোচনদাস, শেখররায়, বাউলরামদাস

পুঁথিসংখ্যা ৭৫১ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩″ × ৪½″ । লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের । দ্র. পরিশিষ্ট 'ক' । পদসূচী,

১. ধবল পাটের জোড় পর্য্যাছে রাঙ্গা রাঙ্গা (লোচনদাস)

১. ষুন গো ষুন্দরি না কহি চাতুরি মরম কহিএ তোরে (সেখররায়)

১. এ দুতি দআমই কর অবধান (বাউলরামদাস)

১৬৩ পদাবলী

গোবিন্দদাস, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭৮০ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩½″ × ৪½″ । লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের । দ্র. পরিশিষ্ট 'ক' । পদসূচী,

১. না জানিএ কোহি মথুরা সহে আওল

২. নামহি অক্রুর ক্রুর নাই জা সম

১. সখি হে না জানি কি দসা অবে মন্দ (অজ্ঞাত)

১৬৪ পদাবলী (গোবিন্দদাস)

গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, গোপালদাস, বল্লভদাস, অনন্ত ?

পুঁথিসংখ্যা ৯১৫ ; পত্র ৬০ ; খণ্ডিত ; আকার ১২½"×৫"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের। পদসূচী,

১. চম্পক শোন কুসুম কনকাচল
২. কুন্দন কনয় কলেবর কাঁতি
৩. কলি তিমিরাকুল অখিল
৪. অপরূপ হে[ম]মণি ভাস
৫. পুলক বলিত অতি ললিত
৬. পতিত হেরি কাঁদে থীর নাহি বান্ধে
৭. প্রেমে ঢর ঢর কনয় কলেবর নটন
৮. পদতলে ভকত কলপতরু সঞ্চরু
৯. নিরূপম হেমজোতি জিনি বরনা
১০. নিরদ নয়ানে নীর ঘন সিঞ্চন পুলক
১১. ভাবে ভরল হেম তনু অনুপাম রে
১২. জাম্বুনদ তনু বদন অম্বুজে
১৩. সুরধনি তীর তীর মহা বিহরই
১৪. চিত্তচৌর গোর অঙ্গ রঙ্গে
১৫. শ্যাম গোর গোরি রস
১৬. সহজহি কাঞ্চন গোরা
১৭. দেখত বেকত গৌর
১৮. আজু সচিনন্দন নব অভিশেক
১৯. নীলাচলে কনকাচল গোরা
২০. সই কেমন বিধাতা সে
২১. জাম্বুনদ তনু বদন অম্বুজে
২১ক. জয় জগতারণ কারণ ধাম
২২. জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম
২৩. সুরধনি বারি ঝারি
২৪. অভিনব নীল জলদ তন ঢলঢল
২৫. কুবল নীল রতন দলিতাঞ্জন মেঘ
২৬. অঞ্জন রঞ্জন জগজন রঞ্জন
২৭. অরুনিত চরণ রনিত মনি মঞ্জির
২৮. কানড় কুশুম কলেবর কাঁতি
২৯. মুখমণ্ডল জিনী শরদ সুধাকর
৩০. মরকত মুকুর মঞ্জু মুখমণ্ডল মুখরিত
৩১. কুসুমিত কুঞ্জে কলপতরু কাননে
৩২. নব নীরদ তনু তড়িত লতা জনু পীত
৩৩. তনু ঘন গঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন
৩৪. শ্যামর অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গে
৩৫. চাঁচর চিকুর চুড়ে বলি চন্দ্রক গুঞ্জা
৩৬. কুবলয় কানড় কুসুম কলেবর
৩৭. বহন বারিদ বরন বন্ধুর বিথুরি
৩৮. নয়ন নিন্দ নীরজ কেলি নিহারি
৩৯. মুখরিত মুরুলী মিলীত মুখ
৪০. আজু বিপিনে আওত কাহ্নু
৪১. কন্দন কনক কলিত কর কঙ্কন
৪২. মুদির মরকত মধুর মুরতি মুগধ
৪৩. শ্যাম সুধাকর ভুবন মনোহর
৪৪. একু অনেক একু পুন রাজসী কনক
৪৫. ধ্বজাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতং
৪৬. রাধারমন রমনি মনমোহন
৪৭. সুরপতি ধনু কিয়ে শিখণ্ড চুড়ে
৪৮. কুটিল কুন্তল কুসুম ছলি কান্ত কুবলয়
৪৯. উজর জলধর শ্যামর অঙ্গ
৫০. নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ
৫১. রাধা বদন চন্দ্র হেরি ভুলল

৫২. গোঠই বিজই ব্রজরাজ কিশোর
৫৩. গোঠে গোচর গৃহ গোপাল
৫৪. গোখুরি ধূলি উছলি ভরু অম্বর
৫৫. ঘন ঘন শৃঙ্গা বেনু রব সুনি
৫৬. কুঞ্চিত কেশনী নিরূপম বেশনী
৫৭. সুরত শৃঙ্গারিনী রাস বিহারিনী
৫৮. নিরূপম কাঞ্চন রুচির কলেবর
৫৯. সরদ সুধাকর মণ্ডল মণ্ডন
৬০. আওয়ে কুশুম বলি রাই রমনি মনি
৬১. কঞ্জ চরণ যুগ জাবক রঞ্জন খঞ্জন
৬২. নিসশি নিহারসি ফুটল কদম্ব
৬৩. ঢল ঢল সজল জলদ তনু সোহন
৬৪. মরকত দরপন বরণ উয়োর
৬৫. চুড়ক চূড় শিখণ্ডক
৬৬. সজল জলধর অঙ্গ মনোহর
৬৭. নীল রত কিয়ে নবঘন ঘটা
৬৮. মত্ত ময়ুর শিখণ্ডিক পণ্ডিত
৬৯. চিকন কালা গলায় মালা
৭০. আয়ু জো পেখলুঁ গোরি কিশোরি
৭১. দেখ সুবল বিপিনে কোন গোরি
৭২. কালি দমন দিন মাঁহ
৭৩. জাইতে জমুনা পথে রসবতি
৭৪. নিরমল বদন কমল বর
৭৫. কাঞ্চন কমল পরান উলটাওল
৭৬. রতন মন্দির মাহাঁ বৈঠলি
৭৭. হেরইতে হেরি না হেরি
৭৮. সই হরি মেলি চললি বর
৭৯. কণ্ঠহি কণ্ঠ মিলি অব সমুঝিএ
৮০. পতি অতি দুরমতি কুলবতি
৮১. যাহাঁ নিকসই তনু তনু যোতি
৮২. কর জলকেলি অলি সঙ্গে বালা
৮৩. মুরুলি মিলিত অধর নব
৮৪. পাপ চকোর চান্দ বলি
৮৫. মুখ দিজরাজ অলক কুল
৮৬. মঝুথ বিমল কমল রস
৮৭. কাহাঁ কুমুদিনি কাহাঁ উওল হিমকর
৮৮. কালিয় দমন জগহিঁ তুয়া
৮৯. কনকলতা কিয়ে বিকসল
৯০. কানন কুশুম কাহে তোরসি
৯০ক. মদন কিরাত কুসুম শর দারুণ
৯১. মনমথ মকর ডরহি ডর
৯২. সহজে অনঙ্গ ভুজঙ্গমে দংশল
৯৩. তুয়া মুখচন্দ কোটি জিনি
৯৪. মঝু মনে দংশল মদন ভুজঙ্গ
৯৫. শুনইতে চমকই গৃহ
৯৬. লোচন শ্যামর বচন শ্যামর
৯৭. তুয়া অপরূপ রূপ হেরি
৯৮. কাঞ্চন গোরি ভোরি বৃন্দাবন
৯৯. রঙ্গিনী সঙ্গ তুঙ্গ মনি
১০০. আচরে মুখসশি গোই
১০১. মাধব সো অতি সুন্দরি বালা
১০২. মাধব ধৈরজ না কর গ মনে
১০৩. কাঞ্চন জোতি কুশুমময় গোরি
১০৪. মঞ্জু রঞ্জুল নিকুঞ্জ মন্দিরে
১০৫. গহন বিরহ গহ লাগি
১০৬. রসবতি সরস পরস রঙ্গে
১০৭. চাঁদ নেহারি চন্দনে তনু
১০৮. কী এহি মকর কীয়ে নিঝর
১০৯. কতয়ে নাগরি যুবতি সুমুরুতি
১১০. প্রেম আগুনি মনহিঁ গুনি

১১১. যছু কর উপর চিরদিন
১১২. চম্পক দাম হেরি (গোবিন্দদাস ?)
১১৩. ধরি সখি আঁচর ভই উপচঙ্ক
১১৪. অভিনব গোরি বসতি পতি
১১৫. সুরত তিয়াসে ধরল পহুঁ পানি
১১৬. সৌরভে আগরি রাই সুনাগরি
১১৭. আদরে আগুসরি রাই
১১৮. পেখনু সখি যুগল কিশোর
১১৯. দরসনে নয়নশরে হানই
১২০. পহিল সমাগম বাধা কান
১২১. রতিরণ রঙ্গভূমি বৃন্দাবন
১২২. রাধা মাধব কুঞ্জ পৈঠলি
১২৩. নবঘন কীরণ বরন নাগরি
১২৪. কাহে কাহ্ন ঘন ঘন (জ্ঞানদাস)
১২৫. চহু দিগে চমকিত নয়ন
১২৬. বেনুক ফুকে বুকে মদনানল
১২৭. পহিলহি কুল তূল সম উড়ল
১২৮. যাহাঁ দরসনে তনু পুলকি
১২৯. দশনে লোর দুহুঁ দিঠি ঝাঁপ
১৩০. কুটিল কটাক্ষ ঘন বরিসনে
১৩১. হৃদয় মন্দিরে মোর কাহ্নু ঘুমাওল
১৩২. ঘন রসময় তনু অন্তর
১৩৩. যো গিরি গোচর বিপিনহি
১৩৪. আধক আধ আধ দিঠি
১৩৫. রাইক কানড় ছাঁন্দে (গোপালদাস)
১৩৫ক. কাজরত মরম তিমির জনু
১৩৬. আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
১৩৭. যব হরি পানি পরসে ঘন
১৩৮. কালিয়ো পেখলুঁ কালি
১৩৯. ধনি ধনি কো বিধু বৈদগধি সাধে
১৪০. এ ধনি আঁচরে বদন ঝাপাও
১৪১. সুন্দরি না কর পসায়ন আন
১৪২. এ ধনি পদুমিনি পড়ব অকাজ
১৪৩. তুয়া গুনে কুলবতি বরত
১৪৪. অম্বরে ডম্বরু করুন নব মেহ
১৪৫. কি করব মৃগমদ লেপনে
১৪৬. মন্দির বাহিরে কঠিন
১৪৭. কুলবতি কঠিন কপাট উদঘাটলুঁ
১৪৮. অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ
১৪৯. নীল মৃগমদে তনু অনু
১৫০. মনিময় নূপুর জতনে আনি
১৫১. মেঘ জামিনি চলল কামিনি
১৫২. কুহু জামিনি ঘন তিমির দুরন্ত
১৫৩. কুন্দ কুশুমে ভরি কবরিক ভার
১৫৪. পৌনিম রজনি পবন পহে মন্দ
১৫৫. মাথহি তপন তপত পথ
১৫৬. সবহুঁ বধুজন চলু বৃন্দাবন
১৫৭. হরি রহু কাননে কামিনি লাগি
১৫৮. গগনহি নিমগন দিনমতি কাঁতি
১৫৯. হিমঋতু যামিনী যামুন তীর
১৬০. গুরু দুরু বঞ্চত উযোর বর চন্দ
১৬১. ভীতক চীত ভুজগ হেরি
১৬২. জব ধনি ঘর সঞে ভেলি বাহার
১৬৩. মন্দির বাহির পদ (গোবিন্দদাস ?)
১৬৪ কণ্টক গাড়ি কমল সম
১৬৫. আজু কৈছনে তেজলি গেহ
১৬৬. নব যৌবনি ধনি জগ জিনি
১৬৭. কাঞ্চন মণিগন জনু নিরমায়ল
১৬৮. বাজত ডম্ফ রবাব পখাওজ
১৬৯. যমুনা তীর সুধীর সমীরন

১৭০. ও নব জলধর অঙ্গ
১৭১. জলদহুঁ বিযুরি বিযুরি
১৭২. সরদ চন্দ পবন মন্দ
১৭৩. বিপিনে মিলল গোপনারি
১৭৪. মদন মদানলে শ্যাম বিভোর
১৭৫. গোরি স্থনাগরি অধরে অধর
১৭৬. শ্যামক কোরে জতনে ধনি
১৭৭. সজনী শ্যাম স্থনাগর (বল্লভদাস)
১৭৮. সখি হে কো বহু (বল্লভদাস)
১৭৯. রজনী উজাগরি নাগর নাগরি
১৮০. হিমকর মলিন নলিনিগন
১৮১. জাগহ রে বৃখভানু কুমারী
১৮২. চললহুঁ মন্দিরে নওল কিশোরী
১৮৩. রামক নীল বসন কাহে পীন্ধ
১৮৪. আকুল কুটিল অলককুল সম্বরি
১৮৫. পহিলহিঁ তোহারি বচন পরমান
১৮৬. যামিনী শেষে বেশ করব তুহুঁ
১৮৭. আনন্দ নীর যতনে হরি বারত
১৮৮. করতল কুস্থমে মোখ মাজই
১৮৯. সাজল কুস্থম সেজ পুন সাজই
১৯০. কাহ্নক লাগি জাগি পোহাওলুঁ
১৯১. বাসিত বারিক পুরিত তাম্বুল
১৯২. উজর বাতি সেজ নব কিসলয়
১৯৩. ঘন ঘন নাদ সমীপহিঁ স্থনিএ
১৯৪. হিময় নিসি হিমময় বাত
১৯৫. দেখ সখি অঠমিক রাতি
১৯৬. কান্থক শন্দেশ বেশ
১৯৭. মধুরিতু রজনী উজোরল হিমকর
১৯৮. ভূজগে ভরল পথ কুলিস পাত

(পত্রসংখ্যা ৪১ খণ্ডিত)

২০৪. উজর সশধর দীপ জালল
২০৫. জঙ্গম হেমলতা সম সো ধনি
২০৬. পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে
২০৭. রজনি উজাগরি তুহাঁরি পরস
২০৮. হরিনীনয়নী তেজি নিজ মন্দিরে
২০৯. বিরহক বেদন সো বর নারি
২১০. কি কহব রাই সোহাগি
২১১. নখ পদ হৃদয় তুহাঁরি
২১২. কাহাঁ নখচিহ্ন চিহ্ন তুহুঁ স্থন্দরি
২১৩. নয়নক অঞ্জনে অধর ভেল
২১৪. জানলুঁ রে হরি আপন সোহাগ
২১৫. মাধব অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা
২১৬. সহজহিঁ গোরি রোখে তিন
২১৭. জামিনী জাগি অলস দিঠি
২১৮. ডগমগ অরুণ উজাগরে লোচন
২১৯. সামর তনু কিএ তিমির বিরাজ
২২০. এ ধনি জনি কহ কাহ্নক সন্দেস

(পত্রসংখ্যা ৪৫ খণ্ডিত)

২২৭. পদুমিনি পুন পরবোধ
২২৮. বদন না কর মলিন চাঁদ
২২৯. চাঁদবদনি তুহুঁ রামা
২৩০. প্রেম আগুনি মনহি গুনি গুনি
২৩১. তেজহ দারুন মানিনী নাহ
২৩২. স্থন্দরি তুহুঁ বড়ী হৃদয় পাশান
২৩৩. স্থন্দরি আর কত (গোবিন্দদাস ?)
২৩৪. মাধব রাধা সাধিনা ভেল
২৩৫. দেখ সখি নাগর নাহ স্থজান
২৩৬. আদর বাদর করি কত বরিখ
২৩৭. মধুর মুরলী সবদে বারসি নয়নে

২৩৮. তুহুঁ গুরবিনি বাসক গেহ
২৩৯. কো করে তুহুঁ মান কি দুর
২৪০. কানন কুঞ্জে কুসুম সরে জর
২৪১. রসবতি রাধা রসময় কাহ্ন
২৪২. তুহুঁ সুপুরুখ বর বিদগধ
২৪৩. কাহ্ন উপেখি রাই মনি লেখই
(পত্রসংখ্যা ৪৯ খণ্ডিত)
২৫০. সুনইতে অনুখন জছু নব
২৫১. নিতি চিত আকুল দরসন লাগি
২৫২. আধল প্রেম পহিলে নাহিঁ হেরনু
২৫৩. সুনইতে কাহ্ন মুরলীরব মাধুরি
২৫৪. চরনে লাগি হরি হার পিন্ধাওল
২৫৫. কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরয়ে
২৫৬. সো মুখচন্দ্র নয়নে নাহিঁ হেরনু
২৫৭. কহল মোঁ থল জনু দেখলুঁ কাহ্ন
২৫৮. সে বহুবল্লভ সহজ হি ভোর
২৫৯. সুন বহুবল্লভ কান
২৬০. সজল নয়নে রজনি জাঁগি
২৬১. মধুর মধুর তুয়া রূপ
২৬২. যাকর চরন নখরুচি হেরইতে
২৬৩. চললি রাজপথে রাই সুনাগরি
২৬৪. এই ত বৃন্দাবন পথে
২৬৫. ত্রিভুবন বিজই মদন মহারাজ
২৬৬. সুন সুন সুন্দর কাহ্নাই তুমি
২৬৭. চিকুরে চোরা তুসি চামর কাতি
২৬৮. এই মনে বোনে (গোবিন্দদাস ?)
২৬৯. তোহাঁরি হৃদয়াবলি বদরিকাশ্রমে
২৭০. কি করব গোরস দানে
২৭১. অহি রমনি জত চালায়া (অনন্ত ?)
২৭২. এ নব নায়িকা শামর চন্দ
২৭৩. যব লহু লহু হাসি মরমে মরমে
২৭৪. রিতুপতি বিছুরত নাগর শ্যাম
২৭৫. নটবর ভঙ্গী ফাগু রঙ্গী নাগর
২৭৬. না জানি এ কোন মথুরা
(পত্রসংখ্যা ৫৫ খণ্ডিত)
২৮৩. ...কৈছনে তেজ বন
২৮৪. কাহ্নু নহ নীঠুর চলত
২৮৫. সুনলহুঁ মাথুর চলল মুরারি
২৮৬. হৃদয় বিদারত মনমথ বান
২৮৭. তুহুঁ রহ নিকরুন মধুপুর মাহ
২৮৮. অঙ্গে অনঙ্গ জব মরমে
২৮৯. নিশি দিশি জাগরি মধুপুর
২৯০. তুহুঁ বিছুরলি গোরি রহলি
২৯১. তুহাঁ সম্বাদ ভরমে হম পামরি
২৯২. করতলে চাঁদ বদন রহু থীর
২৯৩. তুয়া পথ যোই রোই দিন
২৯৪. উগুল নব নব মেহ
২৯৫. এতদিনে গগনে অথির
২৯৬. নিরসি সরসিজ ঝামর বয়ান
২৯৭. অচপল চীত রতন
২৯৮. সুন মাধব তু অতি সুন্দরি
২৯৯. রাধা নাম আধ সুনি
৩০০. যব তুহুঁ বঢ়াওল নব নর
৩০১. জাহাঁ পহুঁ অরুন চরনে চলি
৩০২. আঘন মাঁস রাস রস
৩০৩ নীল গগনে অরুন কিরন
৩০৪. কুঞ্জ কঞ্জর ভেল কোকিল
৩০৫. ঘুমে আলাপই কত পরবন্ধ
৩০৬. শুন শ্যামর চন্দ
৩০৭. ভাল ভেস মাধব তুহুঁ

৩০৮. কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি কমল
৩০৯. খিতিতলে সুতলি বালা
৩১০. গুরুজন গঞ্জন বোল
৩১১. ঘন সুন্দরি তুয়া পথ
৩১২. চিত অচপল চরিত গতি
৩১৩. ছোড়ল সুখময় কুশুম
৩১৪. জো হতপন্থ নয়নে ঝরু নীর
৩১৫. বার বার জলধর জাল
৩১৬. টারল হিম হিম শি[শি]রক অন্ত
৩১৭. তাপনী তীতীর তরুতল
৩১৮. থীর বিযুরি সম বালা
৩১৯. দারু দারুণ দইত দুলহিঁ
৩২০. ধৈরজেঁ না রহ সুখময়
৩২১. নন্দ নন্দন নিচয়ে নিরখলুঁ
৩২২. পরখি পেখলুঁ পুরুষ উত্তম
৩২৩. ফাগুনে গনইতে গুনগন তোর
৩২৪. বাসিত বিসদ বাসগৃহে
৩২৫. ভমই ভবন জলে জনু
৩২৬. মদনমোহন মুরুতি মাধব
৩২৭. বিঝলি রাজ নগর মাহাঁ
৩২৮. লুনিক পুতলি সম বালা
৩২৯. শিশিরক শীত সমাপলি সুন্দরি
স্বঅক্ষর শ্রীদিগাম্বর দেবশর্ম্মার ॥

১৬১ পাতড়া (প্রহেলিকা)

নরোত্তমদাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৩৮; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ৯১/২"×৩১/২"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন।

৭ঁ শ্রীহরিঃ ॥

জাবার বেলায় পথে সম্বল নাহিক সাঁথে হেনকালে সুধামৃত পড়্যা গেল মনে।
হঞাছিলাম বিস্মিত স্বিতি হৈল আচম্বিত প্রাপ্তিবস্তু নিল কোন জনে।
বুঝি বাজিআর ঝি লাগাইঞা ভিলকি দেখাইঞা য়কৈতব ধন।
সর্ন্নকারের বহুরি ফেরে ফুরে কৈলে চুরি তামা দিঞা লইল রতন।
কলিঙ্গ দেসেতে ছিল গাছে চড়ি হেথা আইল সঙ্গে করি দুই হাঁড়ির ঝি।
কি করিতে কিবা করি আপনি বুঝিতে নারি সেই হৈতে বাউল হৈঞাছি।
ফাঁস্যারার খুড়ি আদর করিল বড়ি স্তিখ্‌ণ অস্ত্র দিলে তিরি কলাতে।
ধন প্রান সব নিল প্রানে জেন কেনে না মারিল মুই রহি কি যুখ ভুঞ্জিতে।
বাদিআর সতিনি সঙ্গে করি দুই ফনি সেই ফনি দংসিল কপালে।
বিসেতে জারিল গা কোথা হাথ কোথা পা য়মনি পড়িলাম ভূমিতলে।
নরোঁত্তম দাসে কয় এ কথা য়র্ন্নথা নয় রাথ প্রেয়ে হিদয়ে ভরিঞা।
চৈত্র রূপের দশা হবে পরোম আনন্দ পাবে কেনে মর ভাবিঞা গুনিঞা ॥

দষদশা। ১লালসা বাড়ে ২উদ্দেসমানসা ৩জাগরন ৪স্তম্ভ না সরে বচন ৫জড়িমা দসাউস্থি ৬বৈবস্বতেক ৭ব্যাধি য়সেষ ৮উনমাদ চেষ্টা ৯মহতি বড়ই বিসম ১০ য়ন্তরে ব্যাকুলি বাহিরে য়চেতন। স্ত্রিস্নুনর্ম্মং বিভাহেস্থ বির্ত্তার্থেঃ প্রাণসঙ্কটে গোঃ ব্রাহ্মন হিতার্থেস্থ নাম্নি্তস্যা জ্জুগব্ধিতং ॥

১৬৬ পাতড়া (প্রাকৃত)

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৫৪; পত্র ৬; খণ্ডিত; আকার ১৬½"×৪"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের।

[১২ক বত্তের্ভব সমুরো ॥ ভবই সুমবইবা ॥ কুপখিপ্প ॥ মস্জো বুড্ডখুপ্পো ॥
রুধো রুম্ভ রুন্নো ॥ মৃজেলু্ড সো ॥ কৃঞঃ কয়কুণৌবা ॥ কয়ই কুণইবা ॥
হীয় হিত্তং তব্যক্তা সুকা ॥ কাহীয় কাহিই কাউং ॥ ভুবোহো হবৌ ॥
হোই হবই ॥ ভূঃক্তে ॥ হূঅং ॥ প্রাদের্হবঃ ॥ পহবই ॥ ব্বিবস্তো লগাদে ॥
লগগই ওট্টই ॥ শকেশ্চ অতবতী রাশ্চ ॥ সক্কই চঅই তরই তীরই ॥...
[১২খ ...প্রাকৃতং গাথাদৌ ॥ সংস্কৃতবচ্ছেষঃ।...
[১৩খ... তাদৃক তেহী কীদৃক কেহী ঈদৃক এহী ॥ ইদম ইমু নপুংসকে।
ইমু ধম্মু ॥ কথং কেমুকিমৌ ॥ কিমু কহেই কিম কহেই ॥
জিমতি মাদির্যথা তথাদেঃ ॥ জিম বস্থণ তিমণক্ক। জিম তিম জিধতিধ
জধা তধা ॥ কিম কিম্পাদিঃ ॥ কিম্প ভণই কিব কহেই। কিম কহ কম্পাদি ॥
গাহুল্যাদির্গাথাদিরল্লাদৌ ॥ গাহুলী বহ্বতী ॥ খেদে ॥
হিঅডা ফুট্টসই উত্তব্ভা ॥
[১৪খ সুপা সহ যুষ্মদস্ম দোঃ স্থানে তুহং হমুং ইত্যাদির্ভবতি ॥
[১৫ক লহেবি লহেপ্পি লহেপ্পিণু লহণং লহণত্তুং লহেব্বত্তুং ॥
ঋতোঽচিগুণঃ ॥ মবেপ্পি ॥ উতোঽল্বাদেরুবঃ ॥ ক্রুবণত্তুং ॥
[১৬খ বেপবিহাসে সাধিক্ষেপেচ ॥ অরে বিস্ময়েচ ॥ মরু উহমারি অহহ সকটাক্ষবিস্ময়ে ॥
চল্লী মমসী গম সম ভাল্ল বেল্ল বহু বহু বহ্ বহ্ কলমল বহ্ই
মদন বেদনায়াং ॥...

১৬৭ পাতড়া

বিদ্যাপতি ?

পুঁথিসংখ্যা ৫৭৫ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩"×৩"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

৭ঁ শ্রীহরি ॥ শ্রীদুর্গা ॥

গৌরাঙ্গপ্রভু ভণ্ড চিড়ায়ত অকালকুস্বাণ্ড নেড়া কি আপদ করেছেন কৃষ্ণহরি বলে গোউর বলে ডাক রসনা গউরমন্ত্রে উপাসনা নিতাই বলে নিত্য করে ধূলায় গড়াগড়ি গউর বলে আনন্দে মেতে ভোজনে বসেছ ত্রিশ জেতে বাগতি কোটাল ধুবাকুল ও একত্তে সমস্ত বেশন পত্র জবার ফুল দেক্তে নারে চক্ষের স্থুল কালিনাম স্থনেলে কর্ন্নে হস্ত বলে দআতে কালি কিস তুল হব না কালি তালাবায়ি পথ না চলা আট্‌কবেনা কালিগঞ্জের আঁটি হাড়ির কালিকে বলি তুম ভেড়েরাকে কাল মুসকাল ভয়ভঞ্জিনি কালি মাএের সনে বদ করে কাল কাটে দক্ষ-স্থতা মক্ষদা মা সংসারজননি সবা মা সংকর সরণাগত যে মায়ার পদতলে তুয় ও সব প্রেদির বিটী রামসনা সামা মাএের নাম সনা সাক্তরা বলের ভাও গায়না বলে দিয়েছেন বলে দিএছেন বলি ইদিকে ডোম কোটাল কে কেবল সিষ্ট চাদের প্রতি নাই উম্য···

১৬৮ পীরের কালাম

হৃদয়রাম

পুঁথিসংখ্যা ৯৩৮ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪½"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

রাজা বড় পুন্ন্যবান অভিরত অর্জ্জদান দাতা বলি কর্ন্নের সমান
ষুকদেব শম জ্ঞানি কুবের শমান ধ্যনি ষুরেশ্বর বির পুন্যবান।
বাজায় মহুরি কাড়া রণশিহা শানি পড়া নানা বাদ্য জয় জয় ধ্বনি
দুই কন্য মদনেরে নরপতি দান করে খোসালিত সাহেব আপনি।
শত শোড়োস দিল দান রাজা বড় ভাগ্যবান আনন্দের শিমা কিছু নাঞি
শর্ন্ন আদি সিংহাসন রাজা করে সমার্পন ভাল বুরা না যুনি গো[সা]ঞি।
রার্ধ্য দিয়া তার তরে কন্যার শব দান করে [মদনের] বাড়িল দৌলত
দু শতিনে থাকি ঘরে পুজা করে সত্যপিরে খোশাল হইয়া পুজরত।
মদন হইল রাজা পুত্র স্বম পালে প্রেজা দৌলত বাড়ে দুনিঞার বিছে
বন্দখানা মাতা পিতা পায় বড় দুঃর্খ স্থতা এই দুঃর্খ মনে মোর আছে।

একিদা শাধুর মনে জে জন কালাম ষুনে   পরিপুর্ণ তার মনস্কাম
দিলে হয়া খোসালিত হিন্দুরে শপিলে গিত   কালাম রচিল হ্রি[দ]য়রাম

১৬৯ পীরের গীত

শঙ্কর

পুঁথিসংখ্যা ৯৯৪ ; পত্র ৬ ; খণ্ডিত ; আকার ১১"×৪"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের। ৭শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

অথ সর্ত্ত নারায়নের পুস্তক লিক্ষ্যতে ॥

একদিন য়াসমানে বসিয়া খোদায়   দুনিয়ার তামাসা দেখিতে পির জায়।
রাজা দুব্বাসন আছে দুনিয়া ভিতরে   ভিক্ষার খাতিরে জান রাজার দুয়ারে।
জবরিল আসি বলে ষুন দেয়ান জি   কৃষ্ণপরায়ন রাজা সেথা জাবে কি।
অভিমর্ন্য দুত জেন রাজা পরিক্ষীত   কৃষ্ণনামে বাড়ে তার পরম পিরিত।
তুমি সে ফকির বেসে জাবে তার ঘরে   ফকিরের বেস রাজা দেখিতে না পারে।
সাহেব বলেন জদি না মানেন আমায়   দেখা দিব গিয়া তার রানি বর্ল্যবায়।
এত বলি সাহেব সিতার সিবারিল   রাজার দুয়ারে গিয়া উপনিত হৈল।
রাজার দুয়ারে জত আছিল দুয়ারি   দেয়ানে দেখিয়া যুক্তি করে দুই চারি।
কেহো বলে মনস্য য়ে নহে কদাচিত   নবঘনশ্যাম কৃষ্ণ হেন মোর চিত্ত।
কেহো বলে সেই বটে ১খ] কেহো বলে নয়   অর্জুন সারথি কৃষ্ণ কেহো কেহো কয়।
এই মত চিন্তা জত কর্য্যাছিল বস্যা   তাদের নিকটে পির দাণ্ডাইলা এস্যা।
সাহেব কহেন বাত্তা মেরা দুয়ানে   মেরা হকিগত্ত তেরা রাজা আগে দে।
এত ষুনি দুয়ারি ধাইল নব রড়ে   নিবেদন কৈল্য গিয়া রাজার হুজুরে।
ফকির দাণ্ডায়্যা এক দেখা করিবারে   হকুম হইলে রাজা আনি গিয়া তারে।
রাজা কহে কোহি হৈয় হুজুরে আমার   এই দুয়ারির গর্দ্দান লে কে মার।
দুয়ারি এত্তেক ষুনি জায় পালাইয়া   ফকিরে ডাকিয়া বলে জাহ জি ভাগিয়া।
ফকিরের মুখ রাজা কভু নাহি দেখে   ষুনিয়া তোমার নাম গোসা হৈল্য মোকে।
সাহেব কহেন বাবা তাজা রহো তুঞি   কাহে রাজা গোসা হোএ চলে জাই মুঞী।
এতো বলি সাহেব সিতাব সিবারিল   উনকা ইমান বুঝা গেয়া জেসা দিল।
রানি সিবু জথায় জাবো কয়েন কাদির।
তে···পাছানে [২খ মুঝে তয় তো পুজা নেঞি   আঁটকুড়া হয় উসে খুব বেটা দেঞি।

এত বলি চলি চলি জায় ভেকধারি   জেখানে গোবিন্দ পুজে বল্লবাসুন্দরি।
যুভক্ষনে সাহেব দিলেন দরসন   হকুম পিরের গিত সকরেতে কন॥

স্নান করি পুজে খানি গোবিন্দের পায়   এমন সময় পির দেখা দিল তায়।
সাহেব বলেন মা মেরা দুয়ানে   ভুখা ফকির মুঝে খানে কুচ দে।
বল্লবা বলেন দেয়ান আগে বৈস্ত তুমি   বিষ্টু পুজা করিয়া প্রসাদ দিব আমি।
বাঘছাল বিছায়ে বসিল ভেকধারি   গোবিন্দের পুজা করে-বল্লবাসুন্দরি।
লক্ষ্যের তুলসি দেয় জতন করিয়া   গোবিন্দের পাদপদ্মে দিছেন গনিয়া।
করজোড়ে দেয়ানে মাগেন পরিচয়   গোবিন্দে দিলেন মালা বলি জয় জয়।
গোবিন্দেরে মালা দিয়া ভাবে বশ হয়্যা   তোমার গলাতে হে পড়িল কি লাগিয়া।
সাহেব বলেন মা জান নাই তুমি   জেই কৃষ্ণ ভজ তুমি সেই ২খ] সেই কৃষ্ণ আমি।
বল্লবা বলেন জদি তুমি নারায়ন   দ্রোপদি রর্ক্ষা কৈল্য গোরূড়বাহন।
তবে জদি তুমি বট সেই চক্রপানি   নিজ মুর্ত্তি ধর প্রঁভু দেখুক আভাগিনি।
হাসিতে লাগিলা প্রভু ভক্তের কথায়   চতুর্ভূজ মুর্ত্তি হয়্যা সমুখে দাণ্ডায়।
রতন কিরিটী মাথে শ্রবনে কুণ্ডল   কেসর বলয়া হাথে করে ঝলমল।
শ্রীবৎস্য কোস্তভচিন্ন সোভে হৃদিমাঝ   কর্ন্নেতে কনকলি অধিক বিরাজ।
রূপ দেখি বল্লবা পড়িল পদতলে   কাতরে করুনাময় করিলেন কোলে।
বর মাগো বলিয়া বলে গদাধর   তোরে বর দিয়ে আমি জাই অতপর।
বল্লবা বলেন বর দিবেন গোসাঞী   প্রিতিদিন পদ জেন দেখিবারে পাই।
আর এক বর দেহ কৃষ্ণ মহাসয়   তোমার প্রসাদে জেন গৃহ মোর হয়।
সাহেব বলেন আমি সত্য জদি হব   এককালে দোন বেটা তোমার হইব।
এতবলি গায়েব হইল ভেকধারি   কৃষ্ণ পুজে ঘরে গেলা বল্লবাসুন্দরি।
পিরের হকুম তাহে রদ নাহি হৈল্য   যুভর্ক্ষনে ৩ক] রূপবতি ঋতুস্নান কৈল্য।
প্রাননাথ সনে রামা বঞ্চিলা বাসর   সেইদিন হইতে তার রহিল জঠর।
দুই মাসে দাসি চেড়ি করে কানাকানি   চারি মাস হৈতে গভ্য হৈল্য জানাজানি।
খুজয়ে সিতল ভূমি মুখে উঠে হাই   প্রান কেমন কেমন করে অন্ন রুচে নাই।
পাটীখ্যান সরাগুণ্ডি খাতে সাদ জায়   দিনে দিনে হৈল্য তার পাণ্ডুর আবায়।
সাত মাসের গভ্য জখন বল্লর্বা হইতে   দুজন সতিন তার পাইল যুনিতে।
নিলাবতি বলে দিদি সর্ব্বনাস হৈল্য   আমা দুহার এতো দিনে আদর ঘুচিল।
জে বিস খাইয়া টলিলেন ত্রিপুরারি   মনুস্তের সাধ্য কিবা জারিবারে পারি।

কয় মাসের গর্ব্ভ জিজ্ঞাসা করিয়া   সাধের সহিত বিস দিব খাওাইয়া।
এত বলি গেলা দুহে বল্লবা নিকটে   বড় দু সতিনে দেখি বিধুমুখি উঠে।
তিন জনে একত্রেতে বসিলা কোতুকে   হৃিদয়ে বিসম খেদ জিজ্ঞাসয়ে তাকে।
কয় মাসের গর্ব্ভ তোর কহ না আমাকে   কপট বচনে কথা কহে বল্লবাকে। ৩খ]
যুভক্ষ্ণনে যুভ সাধ খাওাব তোমারে   এতেক কপট কথা কহে বল্লবারে।
দু জনার কথা যুনি হৃিদয়ে উল্লাস   বলেন দিদি গর্ভ্য মোর হৈল্য সাত মাস।
সাত কথা বল্লবা করেন নিবেদন   হুকুম পিরে পিরের গিত সঙ্করেতে কন॥

দু জনার কথা যুনি হরসিত রাজরানি সাদ কথা করে নিবেদন
যুন দিদি বলি তোরে জদি সাধ দিবে মোরে একে একে যুন দুই জন।
কর গো সাদের লেখা নৌতন দুবাই সাঁখা আর দিবে কনকের চুড়ি
বস্ত্র অভরন জত তাহা নিবেদিব কত পরিবারে দিবে দিব্য সাড়ি।
ভোজনের পরিপাটী কহে মান্ধাতার বেটী খণ্ড চিনি কলা মর্ত্তমান
আম্র পনস জত তাহা নিবেদিব কত এ সব খাইতে সাদ জান।
পায়স পিষ্টক আদি করিয়া এসব বিধি সাত সাগা আর কলা ভাজা
পালঙ্গ মুগের সাতে আদা আলু দিয়ে তাতে মৎস্য যুপ বেঞ্জনের রাজা।৪ক]
…তাহে দিয়ে ফুলবড়ি ধান্যছুলি জামিরের রস
মদগুর মৎসে্যর ঝাল   …কৈ মৎস্য ভাজা গণ্ডা দস।
নিবেদন করে রামা পচা মৎস্যে দিবে গিমা…   সহিত
আম্র দিয়ে সোলি সাল রোহি মৎস্যে দিবে ঝাল বাত্তাকু বড়িতে পরামিত।
…ভাজা ওল কলা ঘ্রিতে ভাজা কাচকলা দুগ্ধে গুড়ে প্রথমে মিশায়া
খাড়ি মুযুরের যুপ…বারে অপরূপ ঘ্রিতের সান্তল তাতে দিয়া।
বল্লবার কথা যুনি ভাল বলে দু সতিনি…বেস হইলা গিয়া ঘরে
সাদ দিতে বল্লবারে বিস আনে বেন্যাঘরে বিরোচিল কাতর সঙ্করে॥

বিস কিনি আনি ঘরে চড়াল্য রন্ধন   পায়স পিষ্টক আদি জতেক বেঞ্জন।
সকল বেঞ্জন অন্নে বিশ মাখাইয়া   বল্লবারে লয়্যা দিল হরসিত হয়্যা।
আনন্দ হইয়া রামা যুচি সান্তি মন   অন্য বেঞ্জন কৃষ্ণে করে সমপ্যন।
কৃষ্ণে নিবেদিয়ে৪খ] রামা অবসেসে খায়   বিস পান কৈল্য জেন অমৃতের প্রায়।
নিলাবতি বলে দিদি আঁখি ছলছল   রক্তবর্ণ্য হৈল্য চক্ষু বিসেতে ঘেরিল।

এত বলি দু সতিনে প্রবেসিল ঘরে বল্লবা ভোজন করি বৈসে তার পরে।
রত্ন সিংহাসনে রামা করিলা শয়ন হেনকালে জানিলেন সর্ত্তনারায়ন।
সাহেব বলেন জবরিল মেরা ভাই বান্দা জায় খারাপ দেখিতে চল জাই।
এত বলি পির প্রভু গমন করিল বল্লবা নিকটে গিয়া দরসন দিল।
গা তোল গা তোল বলি বলে বল্লবারে কত নিদ্রা জাও বাছা বিস দিয়ে মোরে।
কেমন বিসের কথা কহ হে গোসাঞি বিস বলি কোন কালে আমি জানি নাই।
সাহেব বলেন সাদ মাগ্যাছিলে কারে বিস দিয়ে বেটী আজি মের‍্যাছিল তোরে।
লেহ কৃষ্ণ বলি জখন সমপ্যিলে তুমি বাচিল তোমার প্রান বিস খাইলাম আমি।
দিন কত বেটী মোর সাবধানে রহ বিপত্য পড়িলে তুমি আমারে ডাকিহ।
এত যুনি বল্লবা পড়িল পদতলে বাহু পাসরিয়া ৫ক] পির করিলেন কোলে।
এথা দু সতিনে তারা যুক্তি করে ঘরে বল্লবা মরেছে চল দেখি গিয়া তারে।
এত বলি দু সতিনে গমন করিল ফকিরের কোলে রামা দেখিতে পাইল।
নিলাবৃতি বলে দিদি সর্ব্বনাস হৈল্য এ ছুড়ি জবনের সঙ্গে জাতি মজাইল।
কখন না দেখে রাজা জবনের মুখ ঘরে বসি ফকির করয়ে এতো যুখ।
রাজারে কহিতে দোহে করিলা গমন হুকুম পিরের গিত সঙ্করেতে কন॥

রাজার নিকটে গিয়া দু সতিনে দাণ্ডাইয়া বলে যুন যুন দণ্ডধারি
বল্লবা হইতে তোর কলঙ্ক হইল জোর তার কথা নিবেদন করি।
গ্রিহিনির পাপে গারি মজে যুন দণ্ডধারি রাজা পাপে রাজ্য নষ্ট জায়
লক্ষি না থাকয়ে ঘরে প্রেজা সে পালায় ডরে তার সাক্ষি কহি তব পায়।
রাবন রাজার পাপে লঙ্কা নষ্ট সিতা সাঁপে রাজদণ্ড সকলি মজিল
সত্যাযুরে মাযুরে দেবতা সকলে ডরে শ্রীর পাপে সেই নষ্ট ভেল।৫খ]
পত্ম পুরানের কথা কহিতে অন্তরে বেথা যুবতি জে বেস্যার ভুবনে
সর্ত্ত বযু তার···হইল নরকগামি জিয়ন্ত জে পাপের কারনে।
কোথার ফকির আসি ঘরের ভিতর বসি রাত্রি দিন ঘরে বসি থাকে
যুবতি ফকির কোলে যুয়্যা থাকে কামভোলে দোহে কথা কহে মুখে মুখে।
দেখি তার কদাচার সহিতে না পারি আর তে কারনে এথা আইলাম ছুটে
পুন পুন কহি আমি যুনিয়া না যুন তুমি দেখি মোর প্রান জায় কেছে।
জে জান সে কর তুমি কি য়ার কহিব আমি এ কথায় কোন প্রিওজন
অপরাধ কর ক্ষেমা পাছে দোস ঘটে আমা তেঞি পাকে করি নিবেদন।

দু জনার কথা যুনি ক্রোধ ভেল নৃপমনি বল্লবারে কাটীবারে জায়
রাজা জায় ক্রোধভরে কালখাণ্ডা লয়্যা করে কাতর সহরে এহা গায় ॥

হাথে খড়্গা করি রাজা কাটীবারে জায় সাহেব গাম্বেব হৈল্য দেখিয়া রাজায় ।
প্রান ৬ক] নাথ দেখি তবে রানি দাণ্ডাইল গলায় বসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিল ।
রানি বলে প্রাননাথ করি নিবেদন রক্তবর্ন্ন চক্ষু তোমার কিসের কারন ।
রাজা বলে তোর দোস যুনিয়া স্রবনে অতেব আইলাম তোরে মারিতে পরানে ।
রানি বলে আমার এমন ভাগ্য হব তোমার সহস্তে মিতু আমি না কি পাব ।
জে নারি হয় ভাগ্যবতি স্যামিহস্তে মরে পুস্পরথে চড়ি জায় বৈকণ্ঠ নগরে ।
রানির যুনিয়া বানি রাজা মোহ গেল রাজা বলে এতো কভু দুচারিনি নৈল ।
চোর আর ছেনার মুখেতে ঝাঁটী কয় রাজা বলে য়ে তো কভু দুচারিনি নয় ।
হাথে খড়্গা করি রাজা ঐমনি ফিরিল দু মাগি ফিকির কহিতে লাগিল ।
হাথে খড়্গা করিবারে কাটীতে জে গেলে ঔসধে ভুলাল্য তোমায় তেঞি ফিরি আলো ।
এত যুনি লজ্জায় পড়িল নরপতি পাত্রের সহিত রাজা করয়ে যুগতি ।
পাত্র বলে মহা ৬খ]··

১৭০ পুরাতন গদ্য

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭০২ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩২"×৩" । লিপি আ. ১২৫ বৎসর আগের ।

৭ শ্রীশ্রীরামঃ ॥

রাজা পরিক্ষিৎ পাণ্ডুবংশাবতংশ পরম ধর্ম্মিষ্ঠ অত্যন্ত শিষ্ট শান্ত দান্ত প্রকৃতি পরম দয়ালু দানশীলান্তঃকরণ শুদ্ধবুদ্ধি ধীর প্রবীণ কুরুকুলোদ্ভব মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তি ভজন সাধন ভাবনা কুশলাতিকুশলা সর্বশাস্ত্রজ্ঞ সমীক মুনি গলদেশে মৃত সর্প প্রদান কারণ ব্রহ্মসাপ প্রাপ্ত শ্বরণাতি ভয় ভাগীরথী তটাশ্রয় জন্মেজয়াদি পুত্রগণ রাজ্য ক্ষেত্র সুরোত্তম নিরন্তর হরিচরণারবিন্দে চিত্তার্পণ বেদব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব গোস্বামির চরনারবিন্দে কনক দণ্ডে ন্যায় ষষ্টাঙ্গ প্রনিপাত কৃতাঞ্জলি হয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥

১৭১ প্রমেহর ঔষধী

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭৩৬ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩১/২" × ৩১/২" । লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের । দ্র. পরিশিষ্ট 'ক' ।

৭ঁশ্রীদুর্গা।

প্রেমেহর ওষধী ॥

জবার পাত চিনির পানাতে ফেলাইয়া হস্তে কচালিয়া লালি পারা সত্বে নির্গত হয় তাহাই ছাকিয়া সেই পানা খাইবে প্রস্রাব নির্ম্মল হইয়া ভাল হয় ॥১॥

লাকার গাছ জলে হত্যে আনাইয়া তার মূল কলার ভিতর পুরিয়া খাইবে ॥২॥

বটের আঠাতে একখানি ফুল বাতাসা ভিজাইয়া খাইয়া জল খাইবে ॥৩॥

অপরাজিতা মূল তিনটী মরিচ দিয়া বাটীয়া খাইবে কিম্বা কলার মধ্যে পুরিয়া খাইবে ॥৪॥

মালাগাঁথা কোঙ্গার সত্ত চিনির পানাতে খাইবে ॥৫॥

[১খ অথ খচাই বিদ্যা···

১৭২ প্রহ্লাদচরিত্র

ভরতপণ্ডিত

পুঁথিসংখ্যা ৭৮৩ ; পত্র ৮ ; খণ্ডিত ; আকার ১২১/২" × ৪১/২" । লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের । রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে ।

[৪৫ক ভরথপণ্ডিত বলে স্তন সর্ব্বজন জেইমতে সিস্থ জিয়াইলত ব্রাহ্মন ॥

[৪৮খ ভরথপণ্ডিত বলে আর নাঞি গতি হরির চরনে সিস্থ দিল ওথা মতি ॥

[৪৯ক আগম পুরান শ্রীভাগবত গিত রচিল বৈষ্ণব রস ভরথপণ্ডিত ॥

১৭৩ প্রহ্লাদচরিত্র

ভরতপণ্ডিত

পুঁথিসংখ্যা ৮৪৮ ; পত্র ১৬ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩" × ৪১/২" । লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের । গ্রন্থরচনাকাল ১১৭৫ সাল (রুদ্র পিঠে সমুদ্র সমুদ্র পিঠে বান) ।

ভনিতা ও পুষ্পিকা,

[৩৬ক হরির চরন মনে বসি ভাব সর্ব্বক্ষনে ভরথপণ্ডিত কহে সার ॥

[৫৪খ আগম পুরানে গাই[লি] প্রহ্লাদচরিত্র রচীল বৈষ্ণব রস ভরথপণ্ডিত ॥

[৬১ক নৃসিংহ স্মরনে সর্ব বিঘ্নবিনাসন প্রেতভূত যক্ষভয় নহে কদাচন।
এ সব বৈষ্ণব রস প্রহ্লাদকথন ভবভয় প্রলয় কারন মহাধন॥
সাদরে সুনহ ভাই না করিহ হেলা   দুস্পার সংসার সিন্ধু তরিবার ভেলা।
ভারতের শ্রেষ্ঠ এই প্রসাদ চরিত   পাঁচালির ছন্দে কহে ভরথপণ্ডিত॥

প্রহ্লাদচরিত্র সংপুর্ন্ন॥ হরিবোল হরি॥ নৃসিংহাবতারায় নম॥ একোহী কৃষ্ণে সকৃত প্রনামি দশাস্বমেধী ন চ জাতি তুল্যং। দশাস্বমেধী পুনরেপি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুর্নভবায়॥ হা রাম জানকীনাথ কৌশল্যা নন্দ বন্ধন। সংসারসাগরে ঘোরে পরিত্রাহী জনার্দ্দন॥ হা কৃষ্ণ দ্বারিকানাথ ক্কাসি জাদবনন্দনঃ। মথুরেস হৃশীকেষ ত্রাতা ভব জনার্দ্দন॥৩॥ অহে রাম ঘনশ্যাম চুম্বামি মুখপঙ্কজং। জদি জীবামি সোকেন পুনঃ পস্যামি তে মুখং॥৩॥ জথা দৃষ্টং তথা লিখীতং লিক্ষকো নাস্তি দোষকঃ। ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥৪॥

প্রসাদের চরিত্র এ অপূর্ব্ব কথন   সুনিলে কলুসনাশ বিঘ্ন বিমোচন।
অনেক প্রসঙ্গ ইথে বুঝে বিজ্ঞজন   মুর্খ ইহা কি বুঝিব ভারথকথন।
পুন্যবান জন ইহা করয়ে শ্রবন   পাপ ধ্বংস হয়্যা হয় বৈকুণ্ঠে গমন।
ধনবান দুখিত নাহিক ইথে ভিন্ন   জে বুঝে ইহার মর্ম্ম সেই জন ধন্য।
জাহারে গুরুর দ ৬১ক] য়া দৃঢ় রূপে হয় সেই সে বুঝিতে পারে অন্য হৈতে নয়।
লিখিলা পুস্তক দত্ত সদাসিবদাস সংপ্রতি কৃষ্ণরামপুরে নকুণ্ডে নিবাস
আদরসে করিয়া দৃষ্ট লিলিলাঙ পুথি   শোধন করিবে লিপি দোস থাকে জদি।
ভিম হেন ক্ষেত্রি তাঁর রনে ভঙ্গ হয়   মুনির মনে ভ্রম হয় সাস্ত্রে হেন কয়।
সর্ব্বেতে সকলে বিজ্ঞ নাহিক সংসারে   লিখিলাঙ আপনার জ্ঞান অনুসারে।
কৃষ্ণরামপুরে ঘর বর্ণ্যে সুতকার   কৃষ্ণভক্ত পূন্য সদা স্বভাব তাহার।
ভক্তিমার্গ সতন্তর স্বভা হৈতে নয়   ভক্তিতে প্রবিন সুতকারের তনয়।
লিখাইলা প্রহ্লাদচরিত্র ভক্তি করি   পুস্তক সংপুর্ন্ন হৈল বল হরি হরি।
রূদ্র পিঠে সমুদ্র সমুদ্র পিঠে বান   সনের গননা এই বুঝ সাবধান।
ধনু মাসের ত্রয়োদস দিনে দ্বিপ্রহরে   গ্রন্থ পূর্ন্ন হৈল সভে ভজ হরিহরে॥ শ্রীশ্রীঠাকর॥
আক্ষান তাঁহার যুখময় যুভঙ্কর   বড় ভাগ্যবান তাঁর চারিটী কোঙর।
জেষ্ঠ যুত শ্রীচৈতন্য মধ্যম জুগল   তস্যানুজ কীসোরে সণদ অনুবল।
সর্ব্বানুজ ইস্বরি এ ভাই চারি জন   চারি জনে সর্ব্বাথে রক্ষীবে নারায়ন।
চারি পুত্রে ভাগ্যবান শ্রীযুখময় দাস   পূর্ন্ন কর গোবিন্দ তাঁহার অভিলাস॥৪॥

১৭৪ বক্রনাথের বন্দনা

সন্ন্যাসী কৃষ্ণগিরি

পুঁথিসংখ্যা ৫২৫ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ২২"×৮"। লিপিকাল ১২২৬ সাল।

৭শ্রীশ্রীদুর্গা স্বহায়

বক্রনার্থের বন্দনা লিক্ষ্যতে

যুড়িঞা উভয় কর বন্দ দেব মহেস্বর বক্রমুনি জাহার আক্ষান
কৈলাস ছাড়িঞা সিব উদ্ধার করিতে জিব বিরভুমে হইলা অধিষ্টান।
বির বংসে মহারাজা করিঞা সিবের পুজা নানা বিধি করে আওজন
পাপহরা নদিতিরে বিরাজিত মহেস্বরে সেইস্থান দেখিতে বিচক্ষন।
সন্নাসি নাগার ঘটা সিরে আবড়িঞা জট্টা তারা বৈষে সিবের নিকটে
ব্রহ্মচারি দ্বিজগন করে নানা আওজন পুজা করে পাপহরা তটে।
সেতগঙ্গা মহাতির্থ তাহা বা কহিব কত যুন যুন অপুর্ব্ব কাহিনি
এক দিগে তপ্ত জল আর দিগে যুসিতল হেন বানি কভু নাহি যুনি।
প্রেবেষ করি অগ্নিকুণ্ডে পাপকর্ম্ম তীর্থ খণ্ডে সেই কুণ্ডু দেবের সাক্ষাত
অগ্নির সমান বারি প্রেবেষ করিতে নারি চাল্ল দিলে নাহি হয় ভাত।
জিওচ কুণ্ডে করিলে শ্রান বন্ধা হয় পুত্রবান পুত্র নঞা করে নানা ভোগ।
ফাগু···অনেক দেসের জাতি আসিঞা করে···।
কেহু আনে চাল্ল কড়ি কেহু বা গুবাক ছড়ি মানান করএ কতজন।
ব্যানি সিখের চরন ধরি কহে সন্নাসি কৃষ্ণগিরি অন্তকালে জেন পাই ত্রিপুরারি ॥

পুষ্পিকা,

ইতি বক্রনাথের বন্দনা সোমাপ্ত ॥ পাঠক শ্রীরামকানাই বাড়ই সাকিম গোয়ালপাড়া ॥ সন ১২২৬ সাল তারিখ ২ আশাড় ॥

১৭৫ বনশোভা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৫৯ ; পত্র ২ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩½"×১½"। লিপি আ. ১০০ বৎসর পূর্বের।

শাল : তাল তমাল হিন্তাল দেবদারু মন্দার : পারিজাতক : আম্ব আম্বাতক : পলাশ পিয়াল : কদম্ব কেলিকদম্ব খদিরাশন শুসোভনং বট বিল্ল বকুল বালাসনা পুষ্প পনস

পিপ্পল: নারিকেল খর্জুর গুবাক কুটজ কুম্ভ অশ্বথ্যাদি বৃক্ষ॥ চকোর চাতক কোকিল খগ বেঙ্ক চাস ভাস শুকসারি কপোত কোপতি ময়ূর ময়ূরিনী ইত্যাদি পক্ষ শব্দ করিতেছে॥

ব্যাঘ্র ভল্লুক বৃক মৃগ মহীশ বৃষভ: শ্বরভ শৃগাল বরাহ সিংহাদি নানা জন্তীয় পশব নিজ নিজ শব্দেতে কোলাহল শব্দ: করিতেছে। বনমধ্যে অপূর্ব্ব স্বরোবর: শেত রক্ত নীল পীত পদ্মাদি বিক ৪২ক]সিত হইয়াছে। কিবা চতুর্প্পার্শেতে জাতি জোতি মল্লিকা মালতি সেজুতি টগর নাগেশ্বর কুন্দ করবীর নাগচম্পকাক্ত পলাশ ঝুণ্টিকা চন্দ্রমল্লিকা গোলাপ গগণোমোদিতা সেফালিকা শোভিতা কাঞ্চন কনকচম্পক স্থলপদ্মাদি বিকশিতা॥ তরুলতা মাধবিলতা শ্যামলতা কুঞ্জে কুঞ্জে বেষ্টিতা তত্র মধুপানামত্তা ভ্রমরা গুর্জ্জায়মানা ধ্বনি করিতেছে॥১১৮

পুষ্পবৃষ্টি॥ জাতী যূতী মালতী সিজূতী মল্লিক নবমল্লিকা গজমল্লিকা শাফালিকা স্বর্ন্ন যূথিকা অশোক বকরাজ পুগ চম্পক বন্ধুক ভুবক কাঞ্চন রক্তচন্দন দ্রোণ মদন হরিচন্দন সন্তান বরুণ নাগ পুন্নাগ স্থবঙ্গ নাগরঙ্গ করবীর মন্দার কোবিন্দার টগর কুন্দ পারিজাত কনকচম্পক করুবক বকুল দোলঙ্গ লবঙ্গাদি॥

১৭৬ বন্দনাপালা, রাজবল্লভীবন্দনা

রূপরাম, দ্বিজ গঙ্গারাম

পুঁথিসংখ্যা ৮৮০; পত্র ৫। অখণ্ডিত; আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

॥ ৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ॥ গনেসের বন্দনাঃ॥

পদযুগে করি নতি বন্দ দেব গনপতি সোভে দন্ত বদনকমলে
অতি মনুহর তনু জিনি প্রভাতের ভানু পদ্মরিক বদনমণ্ডলে।
সদারেক দ্রহ সান্তি নকর রোচি কান্তি কলঙ্ক জিনিঞা দিজরাজে…

একদিন কুতুহলে পারিজাত মালা গলে বসে আছেন ঠাকুর মহেস।
পারিজাত মালা দেখি মনেতে হইল স্থক্ষি মাগে মালা কার্ত্তিক গনেস।
এতো স্থনি বিশ্বনাত কারে দিব পারিজাত ভাবেন ঠাকুর ম্রিত্তঞ্জয়।
সপ্ত সিন্ধু স্নান করি জে আসিবে তরাতরি তারে মালা দিব গো নির্চ্চঅ।
এতো স্থনি স্বড়াননে জাত্রা কৈল স্থভক্ষ্যনে গনেস পড়িল পাতাস্তরে।
মুস্থক উড়িতে নারে সেইখানে স্তব করে তারে দঅা হইল দিগাম্বরে।
অতুল চর[ন] রাজে স্থবর্ন্ন নপুর বাজে কিঙ্কিনি বলাঅ বিবসিত।
তরনি স্বরনি জাম প্রকাসিত মনিরাম মধুলো[ভে] অলি গায় গিত।১খ]

[২ক বন্দ দেব গৌরির নন্দন।...
দিজ ধর্ম্মের দাষ গায় দআ কর গনরায় নাএকের করিবে কল্লান।
ধর্ম্মের আদেস পান দ্বিজ রূপরাম গান আসরেতে হঅ অধিষ্টান।
স্থনিলে জাহার গিত মনে হইয়া হরসিত দ্বিজ রূপরাম এহা গান॥

॥ ধর্ম্মের বন্দনা ॥

কা[ত]র কিংঙ্কর ডরে আসরে স্বোঙর করে তেজ ধর্ম্ম বৈকণ্ট নগর
বিলম্বনা দণ্ড কত দেখ নাট স্থনো গিত আপনি আসরে কর ভর।
মজিয়া বিদ্যার রসে পড়ি স্থনি নানা দেষে নাই জানি গিতের স্বরনি
আপনি করিলে দআ দিলে ধর্ম্ম পদছাআ আমি মুক্ক কি বলিতে জানি।
ধবল অঙ্গের জতি ধবল আসনে স্থিতি ধবল বরনে বাড়ি ঘর
ধবল ভূসন সোভা মনিময় অতি লোভা আল করে পরম স্থন্দর।
কে জানে তোমার বেদ ব্রহ্ম সোনাতন ভেদ পাণ্ডববংসের জতুমনি
তুমি জল তুমি স্থল বিপরিত বুদ্ধি বল [২খ]জোগরূপে জর্ম্মি আপনি।
একরূপ নানা ঠাই নিঅম করিতে নাই জাজপুর আগ্যের দিহারা
দেবতা অস্থর নর সভে হৈয়া সতন্তর পরিপুন্ন কৈল্য ঘর ভরা।
ধন্য প্রভূ যুগপতি জাড়গ্র্যেমের জার স্থিতি দআর ঠাকুর কালুরায়
গাএন বাঅে[ন] জত তুআ সেবে অভিরথ দআ করি রেখ রাঙ্গা পাঅ।
দক্ষিনেতে দামুদর নাটমন্দি ঘর বন্দ প্রভূ রাজ রাজেস্বর
কাতর কিঙ্কর ডরে আসরে স্বোঙর করে হরি হরি বলো সর্ব্ব নর।
উর প্রভূ নিরাঞ্জন সরূপে সোনাতন স্থন্ন মুরুতি নৈরেকার
ধম্ম আইল ঘরে চাঁদআ ঝলমল করে বৈসো ধর্ম্ম খষ্টার উপরে।
জাজপুর তথা স্থান জথা ধর্ম্ম অধিষ্টান চারি চারি পণ্ডিত সকল
সোলোম্বঅ গতি লৈয়া পুজায় বসিল গিয়া কলসে লইল গঙ্গাজল।
বল্লকা নদির তিরে দেবতা অস্থর নরে চারি পণ্ডিত পোজে নিরাঞ্জন
ঘন পড়ে জঅদ্ধনি দুর হৈতে সব্দ স্থনি জঅ জঅ স্বআল ভূবন।
হরিচন্দ্র মহারাজা আনন্দে করি পুজা পুত্র কেটে দিল বলিদান
মদনা তাহার রানি চক্ষে না পড়িল [পানি] আগ্য পূজা দিল সাবধান।
বিসম ধর্ম্মের ঘর মনে বড় করি ডর একমন হইলে হঅ পার
দুই মন করে জদি তারে বাম হঅ বিধি আচম্বিতে পড়ে মহামার।

উরো উরো ধর্ম্মরাজ পরিপুর্ণ কর কাজ দানপতি আছে মুখ চাএ
মনে মনে করি ভঅ না জানি কেমন হঅ পার কর আপনি আসিএ ।২খ]
আমি দিজ অল্পগ্যানি ভাল মন্দ নাই জানি দোস গুন সকলি তোমার
রুপরাম গান গিত ধর্ম্ম হইল হরসিত পথে দেখা দিল করতার ॥

॥ দুর্গার বন্দনা ॥

কোথা আছ জঅদুর্গা এ মের মসানে দণ্ড চারি উর দুর্গা সেবক স্বোঙরনে।
নাই জানি ধ্যেনমন্ত্র সমএর বেলা তোমার স্বোঙর দুর্গা লইলাম ছাদলা।
তোমা স্বোঙরিএ গো মন্দিরে দিলাম ঘা পুত্রভাবে উরিবে গাএনের গুরু মা।
বদ্ধমান হইতে উর সর্ব্বমঙ্গলা ঘটে ভর করিয়া ছাড়িয়া দেহ গলা।
অসুর বধিতে গ্যালি হিমিলঅ গিরি বান রাজা বধিয়া বলালে দিগাম্বরি।
অসুর বধিতে গ্যালে অসুভসংঙ্কলা মৈসেসুর বধিয়া গলাঅ মুণ্ডমালা।
অসুর বধিয়া গো অসুর কৈলে চুর হ্রিরেধর খর্গেতে হানিলে মৈসেসুর।
জে কা[লে] জন্মিল কৃষ্ট দৈবকি উদরে তার পক্ষেবল হৈয়া রহিলে গোপঘরে।
কে বুঝিতে পারে এতো তোমার মন্ত্রনা শ্রীহরি করিলে পার প্রলঅ জমুনা।
তোমা বধিবারে কংঙ্‌ষ ধরিল চরনে হাতে হৈতে সর্ব্বজআ উরিলে গগনে।
গগনে উরিয়া গো বলালে দসভূজা বিধি বিষ্ণু বিষ্ণু তোমার কৈল্য পুজা।
আস্বিনে অম্বিকাপুজা না করে অর্চ্চনা সেই জোন কিবে জানি কৃষ্টের ভজনা।
মদন অসুরে গো জেকালে হৈল্য রন কাতরে হইল কাম কৃষ্টের নন্দন।
নারদের উপদেসে সেবিয়া মঙ্গলা 'দারুন মুশল গলে হইল চাঁদমালা ॥
ক্ষিনতনু অন্ধকারে দেখিতে না পাই জদি ছল করি থাক রাউলের দোহাই।
এক দণ্ড তেজিবে রাউলের বাষ ঘর ৩ক] আসরে স্বোঙরন করে কাতর কিংঙ্কর।
কত কত গুনি আছে আমি কোন ছার ক্ষিরদের কোলে জেন ঘোলের পসার।
জালিয়ার জালেতে ছাঁকিয়া তোলে পানি সেইরূপে কর পদ গিতে গাথনি।
জালিয়ার জালেতে ছাকিএ তোলে পানি মর মুখে গান ঠেকিলে লজ্জা পাবে তুমি।
গাএন লৈ গুনিন লৈ নাটুআর পো দরস্বনে দিএছো গিতের মাআ মোহ।
আন্ন আসরে আইসো দ্রিষ্টি বুলাইয়া আমার আসরে বৈসো জঅ জঅ দিয়া।
আমার আসর ছাড়ি অন্নি আসর জায় দুহাই হরের স্তেবকের মাথা খায়।
কৈলাসে স্বুনিব জখন মন্দিরের ধ্বনি তোমার স্বোঙরিলে বাছা উরিব আপনি।
পুষ্প তুলিতে গ্যেলে পুষ্পের ডাল ভাঙ্গে গিতে ভাল মন্দ গো তোমার পাএ লাগে।

পালি গাএনের মাথায় দিয়া পঞ্চ পা   মুলের কণ্ঠায় বসি লহলি খ্যেলায়।
বিসম ধর্ম্মের মায়া কহনে না জায়   ইশ্বরিমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥

॥ রাজবল্ল´বির বন্দনা ॥

নম গো নম গো মাতা রাজবল্ল´বি   ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেস্বর তব পদ সেবি।
নিবাস করিলে মা গো রাজবলহাটে   কেমনে পরিলে সংক্ষ স্বরবরের ঘাটে।
নিধনের ধন তুমি আঁধলার লড়ি   বড় ভাগ্যবান ছিল হিরে মালি বুড়ি।
তাহার ভার্গ্যের কথা নিবেদিব কি   কৃপা করি হইলে তাহার বনিঝি।
হাটে জায় বাটে জায় গিত লাট জাতে   নানা উপহার বুড়ি তুলে দিতো হাথে।
মালিনি বলেন ঝিএ কার মুখ চায়   স্নান করি সিখে সন্দেস পাড়ি খায়।
রাজবল্ল বি বলে আজি স্বরবরে লাব   নিত্য মর দেখা পাবো এমন স্থানে রব।
মালিনি মাএর পুষ্প স্বদাই জোগান   স্থান ছাড়ি মহামায়া করিল পআন।
হাথেতে তৈলের বাটি করিল গমন   দিঘির পুর্ব্বের ঘাটে দিল দরসন।
পুর্ব্ব দিঘির ঘাটে দেবি দরস্বন দিল   রাজবল্ল´বির রূপে তখন দিঘি হৈল্য আল। ৩খ]
ঘাটে বসি জঅদুর্গা চারি পানে চায়   হেনকালে সাঁখারি সংক্ষ লৈএ জায়।
বকুলের ডাল ধরি হিমন্তের ঝি   সর্ত্তি করে বল তোমার মস্তকেতে কি।
সাঁখারি বলেন মাতা বলি তব ঠাই   লগরে বেচিতে আমি সংক্ষ লৈএ জাই।
রাজবল্ল´বি বলে মর কপালের লেখা   অোলাঅ দেখি পসরা আমারে সংক্ষ দেখা।
এতো সুনি সাখারি হরসিত মন   রাজবল্ল´বির হাথে সংক্ষ দিলেন তখন।
হাসি হাসি হৈমবতি সংখ্ঝ´ হাথে নিল সংখ্যের রূপে মাএর রূপে মিসাইএ গ্যেল।
সংখ্ঝ দেখি ভগবতির চিত হইল হারা   চাহিএ রহিল দুর্গা বিজলির পারা।
রাজবল্ল´বি বলে সুনো সা[খা]রি নন্দন   এই সংখ্ঝ´ জলেঘাটে পরাবে এখন।
সাখারি বলেন মা সুনো মর কথা   ঘাটের কুলে পরিবে সংখ্ঝ´ টাকা পাবো কোথা।
রাজবল্ল´বি বলে বাছা বলি রে তোমারে   পুষ্প ব্যেছে মালিনি মা চলে গ্যেছে ঘরে।
ঘরের পশ্চিমে কুলঙ্গি এক আছে   লঅ না গিয়া টাকা তুমি মালি মাএর কাছে।
মালি বুড়ি দুষখি বড় সাখারি তা জানে   কৌটোর ভিতরে টাকা জানিব কেমনে।
রাজবল্ল´বি বলে সুন আমার বচন   মান নাই সংখ্ঝ´ কর সাখারিনন্দন।
সাখারি বলে মা সুন মর কথা   ঘাটের কুলে পরিবে সংখ্ঝ তৈল্য পাবো কোথা।
জে তৈল্য লৈএ দেবি স্নান করিতে ছিল   সেই তৈল্য দিএ সংখ্ঝ পরিতে বসিল।
বাম হস্ত ৪ক] বাড়াইএ দিলেন তখন   রূপ দেখি সাখারি তখন হইল অচেতন।

রাজবল্ল´বির বাম হস্থে সাখারি ধরিল   হরি হরি বল সাখারির জর্ন্ম´ স্বফল হৈল।
প্রথমে কড়ের সংস্ক পরাল্য সাঁখারি   গরুড়বাহনে জেন ঠাকুর শ্রীহরি।
তারপর জোড়া থর জাথে নন্দিগ্রাম   হনুমানের পিষ্টে সিতে লক্ষন শ্রীরাম।
একে একে সংস্ক দুর্গা সকলি পরিল   সংস্কের রূপে মাএর রূপে মিসাইএ গেল।
কাঁচে বেড়া কাঞ্চন কাঞ্চন বেড়া কাঁছে   কলধৌতো জিনি রূপ মানিক জলিছে।
সাখা[রি] বলিল মা সুন মর কথা   ঘাটের কুলে পরিলে সংস্ক টাকা পাবো কোথা।
ডাক দিয়া বলে দুর্গা হিমস্তের ঝি   বর যোগে লহ তুমি টাকায় কাজ কি।
জে বর মাগিবে তুমি সেই বর দিব   জদি মনে করি তোমায় রাজা করে জাব।
রাজা করিয়া জাব করি অনুমান   সদত থাকিব আমি কভু নৈই বাম।
জখন তোমার বাছা বিপদ হইব   সংস্কটে পড়িলে তোমাঅ উর্দ্ধরিয়া লব।
সাঁখারি বলেন মাতা বলি তব ঠাই   টাকা দিয়া বিদায় কর বরে কাজ নাই।
রাজবল্ল´বি বলে বাছা কি কব তোমারে   নির্চ্চঅ চিনিতে তুমি নারিলে আমারে।
তোমারে করিব রাজা মর মনে তা ছিল   আমি করিব তোমা ভাগ্রো লঅ ভাল।
নহে বর মাগো বাছা হৈএ সাবধান   মালিনির ছেলে বলি করিঅেছ গ্যান।
ব্রাহ্ম´ন রাজার কর্ম্ম্যা জানে সর্ব্বজোন   মনে নাই সংস্কা´ কর সাখারিনন্দন।
সাঁখারি বলেন মাতা বলি তব ঠাই   হার কিন্তু বল আমার বরে কার্য্য নাই। ৪খ]
রাজবল্ল´বি বলে তোমার বচন হইল ডেড়ি   লঅনা গিএ টাকা তুমি মালি মাএর বাড়ি।
গিগ্রগতি জায় তুমি মালি মাএর কাছে   কৌটর ভিতরে আমার সাতটি টাকা আছে।
এতো সুনি সাখারি তথা করিল গমন   মালি বুড়ির ঘরে গিয়া দিল দরশন।
সাখারি বলেন বুড়ি নিবেদিব কি   ঘাটের কুলে সংস্ক´ পড়িল তোমার ঝি।
এতো সুনি মালি বুড়ি হেট করে মাথা   আজি থাবো তাই নাই টাকা পাবো কোথা।
সাখারি বলেন বুড়ি সুনো গো উত্ত´র   আমারে কহিল টাকা কৌটোর ভিতর।
এতো সুনি মালি বুড়ি চারি পানে চায়   কুলঙ্গিতে কোটো দেখে দেবির কৃপায়।
চিত্রবিচি[ত্র] কৌটোর গাএ ল্যেখা   ঢাকন ঘুচাএ দেখে সাতটি আছে টাকা।
টাকা দিয়া সাখারিরে বিদায় করিল   পুষ্প গাঁথা ক্ষেমা দিয়া ভাবিতে লাগিল।
স্তান করি মহামাআ করিছে গমন   নআন ভরিয়া রূপ দেখিল তখন।
বুড়ি বলে আইসো আমার জনক জননি   মা বলিয়া কোলে বসি ডাকিতে আপনি।
এতো সুনি হাসিতে হাসিতে কন দেবি   তোমার ছেলে নৈই আমি শ্রীরাজবল্ল´বি।
আজি হইতে আমি মা গো রাজবল্ল´লরহাটে যাব   নিত্য কৃএ দেখা পাবে এমন স্থানে রব।
মালিনি বলেন সুন হিমস্তের ঝি   তুমি জদি ছেড়ে জাবে আমার হবে কি।

দাআন যুড়িয়া ছাগ আনিঞা জোগাবে   তোমার পুষ্প না হইলে পুজা নাই হবে।
এতো বলি বিদায় আমি তোমার সাক্ষেতে   আসন্ন কাল হইলে তোমায় তুলে লব রথে।
দ্বিজ গঙ্গারাম গায় রাজবল্লবির পায়   হরি হরি বলো গো বন্দনা হই[ল] সায়॥ ইতি ৫খ]

১৭৭ বন্দনাপালা (সরস্বতী, মনসা)

রঘুনাথ

পুঁথিসংখ্যা ৯৪৮ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩½"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ওঁ নম সরস্বি।

করিআ প্রনতি স্তুতি বন্দো মাতা সরস্বতি কবিতার মুখে বেদবানি
নারায়ন দেব সঙ্গে তোমারে বন্দিনু রঙ্গে সেতপদ্মাসনে ঠাকুরানি।
পরিধান সেতবস্ত্র পুথি খুঙ্গি মুসিপত্র   সেত বিনা হাথে যুদায়নি
পিছে পাটের থোপ লোলে শ্রবনে কুণ্ডল দোলে অজ্ঞান তিমির বিনাসিনি।
বিনা বাদ্য সপ্তসরা তব নারায়ন দারা মৃদঙ্গ মন্দিরে বাকদেবি
ব্যসবাল্মি মুনি তর্ত্ত নারায়ন জানি তোমারে সেবিআ হইল কবি।
দেবাসুর নাগ নর মৃগ পক্ষ জলচর সর্ব্ব ঘটে বৈ[স] সরস্বতি
তোমা বিনে বাক ব্যয় কাহার সকতি হয় বোল বলা তুয়া তোমার প্রিক্রতি।
সাস্ত্র সঙ্গিতধারা গলে গজমতি হারা য়ভরন মনিময় কত ,
রবি সযি পুরহুত সে হয় তোমার দুত আর ছত্র দেবগন জত।
নারায়ন সঙ্গে জথা আছ গ ভারথি মাতা তেজ দেবি বৈকুণ্ঠ নগর
য়বোল! তনয় ডাকে পদছায়া দেহ মোকে বৈস মোর কণ্ঠের উপর।
মৃদঙ্গ মন্দিরে ধ্বনি মিসাইয়া বাকবানি কণ্ঠে বসি বল যুবচন
রাগসঞ্চ তাল মান কিছু মোর নাহি জ্ঞ্যন তব পদে লইনু সরন।
সঙরিতে ছয় ভাগ বন্দিলাঙম ছয়ে রাগ প্রিয়া জার ছত্তিস রাগিনি
নাম তোমার মধুমতি উর দেবি সরস্বতি রঘুনাথ বিরচিত বানি॥

উর্য্যা মনসা মাতা ত্রিজগতে ধাত্তি ধাতা জোগ জাপ্প জোগের নন্দিনি
উৎপতি পাতালপুরি বিস্বমাতা বিসহরি সৈল যক্ষ নির্ম্মল ধারিনি।
মা সর্ব্ব ঘটে বৈস তুমি ক্ষেতি ক্ষেত্রদার ভূমি আলয় স্থির তরুলতা
মনসা মনের মাজে সকল দেবতা পুজে মনসা জানেন মনের কথা।
মা বিধি অগচর গুন বট তুমি নিদারূন সদয় হৃদয় পরাৎপর

জগতিজ চান্দ্রমুতা তুমি জগতের মাতা এ তিন ভুবনে হরি হর।
কেয়ুর কঙ্কন হার অভরন জত আর বিলক্ষিআ বিরাজিত য়হি
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে আগম পুরানে বলে জগতে জগতি ক্রপামহি।
মা জে জন তোমাকে জানে জগি জপ করে মনে জখন জেমন দেহ মতি
প্রকাস না জানে কেহ জারে পদছায়া দেহ দুর কর দাসের দুর্গতি।
মা ভুজঙ্গ আসনে বসি মুখে মৃদুমন্দ হাসি আনন্দে আমদ য়বিরত
একমনে একভাবে জেবা তোমার পদ স্তবে ফল দেহ 'তাহার সর্ব্বত।
সহিবে সকল ভার তোমা বিন্য কেবা আর অবধি য়সেষ মাআ জান
সৃজন পালন হরি ছলিলেন ত্রিপুরারি জনমিলে পাতাল ভুবন।
এক মনে এক ভাবে জেবা তোমার পদ স্তবে আপনি করহ পৃতিকার
মনসা মহিমামএ সকল দেবতা কএ অতি গুন গরিমা তোর।
সহিবে সকল ভার সোনাতনি সভাকার মাআরূপে বোলো ঘটে ঘটে
নাএক কামনা করি আরপিল বিস ২খ]···

১৭৮ বন্দনাপালা (ষষ্ঠীবন্দনা)

রঘুনন্দন

পুঁথিসংখ্যা ৯৬২ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পুর্ব্বের।

··· ··· ··· বটবিক্ষ তলে পুজা হইব অবনি।
কাতি কান্তি দাসি দিল বিরালবাহন অবনিমুণ্ডলে মাতা দিল দরসন।
দারিত্ম···সনে দিবি বসীল তখনে পুজা নাগি চিন্তিত কহেন দাসিগনে।
কিরুপে নইব পুজা প্রিথিবিমুণ্ডল ইহার বারতা মোরে কহিবে স[ক]ল।
মধুপুর গ্রাম সেই উর্ত্তরে বসতি সেই গ্রামে এক নৃপ আছে জন্মবদ্দি।
পুত্র কন্য লাগি সদাই ভাবে দুখ মোনে জাগ জর্জ্জ করে সদাই দেব আরাধনে।
···জদি কোলে পুত্র হয় গ জননি তবে ত পুজিবে তোমার নিবেদিনু আমি।
পাসানে বান্ধাবে পিড়ি ফুলগাছ বেড়া য়জা মেস মহিস দিবেক জোড়া জোড়া।
দাসির বচনে মাতা ভাবে মনে মন কোন বুর্দ্ধে জাব আমি তাহার ভুবন।
কাতি কান্তি দুই দাসি করে নিবেদন ব্রম্ভনির বেসে জাও রাজ নিকেতন।
বিরাল সঙ্গতি লহ জাইতে রাজপুর আগে পাছে বিরা চলিবে দুর দুর।
যুনিএগ্র দাসি বানি সষ্টী ভগবতি চৌষষ্টী বিরাল মা ডাকিলা সিগ্রগতি।
আগু ধায় কাল্য ধল্য য়ার গেবো থেবো অবিলস মেলাক্য লক্ষী লক্ষ দেই সেবা।

উমো ধায় ঘুমো ধায় নাম তাদের ছোচা   আসান্ত বামন্ত ছোটে নাক কান বোচা।
ঘড়ঘড়্যা ধড়ধড়্যা চলিল তরায়   বেড়্যাকেড়্যা···   লাকে লাথে ধায়।
ভুলো ব্যরেল বোন বিরেল চলে গজপতি   য়েম কেম দুই সত ধায় সিগ্রগতি।
কামদাম বোলা হোলা লাফে লাফে জায়   ঝোলা ভোলা কেদ মেদ পাএ [পাএ] ধায়।
হুম ভুম ধুম ধুম হস্তির গম[ন]   ধোনা মোন্না কাল্যসোনা দিল দরসন।
উদ্‌কে বেরাল খুদ বেরা[ল] তিন সত চলে   পব···তে বেরাল সব মষ্টে মষ্টে বলে।
জটে মটে করিল গমন তিন ভাই   জতেক বিরাল আল্য লেখাজোকা নাঞি।
রক্কিনি বক্কিনি বিরাল জায় তরাতরি   সচে মচে বিরাল চলিলা তার পরে।
শ্রীরঘুনন্দন বলে ভগ[ব]তির পাএ   নাএকেরে তরে মা হবে বরদাএ॥

সষ্টিদেবি বলে ষুন কহ সভে নিজ গুন কোন বিরেল কত গুন ধর
ষুনিঞা দেবির বানি কহে নিজ কাহিনি দাণ্ডাইয়া দিবির গোচর।
প্রথমেতে কাল্য ধল্য হাত জোড় করি বলে নর হই[আ আমারে] মারে নাথি
নির্ম্মুল হইয়া জায় পুরি তার কেউ না রয় বংসে তার নাহে দিতে বাতি।
ছোচা বোচা দুই জনে···বি বিস্ময়···

১৭৯ বাঙ্গালা মন্ত্র, প্রতিবেদন

শ্রীরামভারতী, অজ্ঞাত •

পুঁথিসংখ্যা ৫৪৩ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৫"×২½"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। দ্র. পরিশিষ্ট 'ক'।

ছাড় মারিবার মন্ত্র॥ ইকট দেসের বিকট রাজা তাথে বৈসে জত প্রজা ইকট আসন বিকট বসন বিকট মাথার কেস উস বলে উসি ছাড় এই দেস ছায়া মল ডিম মল মল তার মায়া শ্রীরামভারতির আজ্ঞা সকল মরে জা।

১৮০ বাঙ্গালা মন্ত্র

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৬৫ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৫½"×২"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

৭শ্রীদুর্গা॥ উঠারন ঝারে না মানে জা পুত্র সংগানে ইতাল পড়া আর ইতাল পৈড়া অমুকার অংগে আকচ বিকচ পচামিনা খৈট পচাড় পানিভরণ গুয়া গাঁড় মৌয়া গাঁড় কাটা ঘায় পোড়া ঘায় বিপরীত ঘায় সুখিয়া জায় হুঁকার কালীর আজ্ঞা গুরু পায়॥

১৮১ বাঙ্গালা মন্ত্র (টোটক)

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭০৪ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৭"×৪২/১" । লিপি আ. ১২৫ বৎসর পূর্বের ।

৭শ্রীশ্রীহরি ॥ সাপুরে মন্ত্র

ধবল কোমল বিস ফুল সরবনি সোঙরে বিস তোই জন্মস্থান হর বিস হর নিঝ্যরে ঝর কার আজ্ঞা চণ্ডি আজ্ঞা জা হারিঝির পা । টোটক ইতি ।

১৮২ বাঙ্গালা মন্ত্র

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭০৭ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৪"×২২/১" । লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের ।

৭শ্রীহরিঃ অথ নিন্দাটি ॥

ওচোল আড় নিচল পানি তাহাএ বস্থে কুম্ভকারিনী কুম্ভকারিনী বলি তোরে অমুক্কে নিদ্রায় আও কর্য়া দেয়ো উঠ মাটি কর্ম্মা থাটা এ মন্ত্র স্থনিয়া স্থখ হইলা বলাই গোটী চণ্ডী আজ্ঞা হাড়িঝিয়ের পা । নিন্দাটি বলে তো চল্যা জা ॥ ইতি ইন্দুরস্য মৃৎপতিত সময়ে নীত্বা মন্ত্রেন বেষ্টয়ন ॥১॥

অথ পুষ্পপড়া ॥

ফুল ফুল কামশ্চর ফুল পড়িবে নায়াগেশ্বর এ ফুল লইয়া করে যান ব্রহ্ম ফাট্যা জায় প্রান ধনাঞি মনাঞি গৌরির বাপ চণ্ডীর স্মরনে আক্রোষ নাঞিক আর হব সিদ্ধি গুরুর পা কামরে কামাক্ষা মা কার আজ্ঞা হাড়িঝিয়ের আজ্ঞা ॥

তৈলপড়া ॥

ওঁ তৈল তৈল মহাতৈল আমার এ তেল গোয়ঁা তেল অমুকের কাটা ঘা পোড়া ঘা থালানি গাদ ঘা খোস পচাড়ো বামুনহাটি চৌষষ্টি দেবা সিজুইয়া জা কার আজ্ঞা ব্রহ্মা[র] আজ্ঞা ।

আঠুনি বান্ধা ॥

গঙ্গা দুর্গা যমুনা বলি অমুকের ধরূক নামুনি উঠনি হরসিদ্ধি গুরুর পা কামরে কামাক্ষা মা কার আজ্ঞা মহীপালের আজ্ঞা । ইতি ত্রিনিমন্তবং পঠেৎ ॥

১৮৩ বাঙ্গালা মন্ত্র (তুক)

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭১৪ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১০"×৩২/১" । লিপি ১২৫২ সাল ।

শ্রীশ্রীহরিঃ সরণং

রবিবারে পুষ্যা নক্ষত্রে তুলিয়া আকন্দের মূল হস্তে থুইলে সঙ্গে না বেন্দে ॥১॥

বেঙ্গের তৈল মাখিয়া জোখের গুঁড়ি হাথে মাখিলে অগ্নিতে হাত পোড়ে না ॥

উন্মত্ত কুকুরের দক্ষিন পাঁজরের হাড় শনি মঙ্গলবারে স্ব স্ত্রীর নাম আপন অঙ্গে লেখে সে শীঘ্র আইসে ॥

১৮৪ বাঙ্গালা মন্ত্র

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭২০ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৯"×৫২/৪" । লিপি আ. ৫০ বৎসর পূর্ব্বের ।

৭দুর্গা অনম ।

হড় বিষ হড় মহাদেবেড় বড় জেখানে উঠিল বিষ সেইস্থানে মড় সন্য মণ্ডপ সন্য ঘড় হড় বিষ তু সিঘ মড় নিধোবানী কাপড় কাচে সুখড়োনিড় থাড়ে অমুকেড় অঙ্গে বিষ আমী মাড়ী তিন তালে ১ তাল ২ ৩ যা বিষ তু সপ্ত তাল সিদ্ধি ধর্ম্ম গুরূড় পা কামরূপে কামিক্ষা মা চণ্ডি আজ্ঞা হাড়িড় ঝিএ পা ॥

১৮৫ বাঙ্গালা মন্ত্র

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭২৪ ; পত্র ২ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৫"×৩" । লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বের ।

৭শ্রীদুর্গাঃ ভরন মন্ত্র ওঁ সিদ্ধিঃ ।—

গনপতি পুজিয়া পুজিব স্বরসতি ভানু পুজিয়া বর মাগি লব তথী সান্তরি সান্তরি আনিল মাটি মেরে মণ্ডলে চন্দনের ছিটি ধা দেবি ধা শিঘ্র ধা শুধ্যভাবে পুজম তোমার দুই পা সেবক স্বঙরে দেবি বেগে ধা বেগে ধা ॥১॥ কালি করকটি মা আহিত বরনে জয় দেবি বাসলি মা বসিলাম ধেয়ানে বসিয়া মা করি স্বঙরন উর গো উর গো মা মত্ত ভুবন চারি হাত দেখ্যা মার লাগে ডর হাতখানেক । জিভা মার করে নড়বড় সিংহবাহনে দেবি রথে কর ভর সেই মুর্ত্তী ধর মা সঞ্চার বরাবর সেই মুর্ত্তী ছাড়ি জদি কৈলাসকে জাও দোহাই হরের মা কার্ত্তীক গনেসের মাথা খাও ॥২॥

নমো নমো নমো মাতা নমো নারায়ণি ভবানি ভৈরবী দেবী ঈশ্বরী ঝিয়ারি বাণ ফরমান ধেনু ঘরে অধিকারি নরনারী ছিল তারা মনস বাসনা বড় বলে ছোট ভাই মধ্যে প্রেষ ত্রিদশ ভ্রম বত্রিশ কোটী দেব দৈত্য লইয়া নাচেন্ত ঈশ্বর ভর দেবী ভর সত্বরে ভর জয় দেবী বাসুলীর আজ্ঞা শীঘ্র ভর ।৩। একে সে কাল কালিন্দীর পানি তাহাতে অধিক কাল কাত্যায়নী অসুর দলন্তী দেবী সর্ব্বমঙ্গলা উরিয়া পাতার কন্ধে কর নানা খেলা ভর দেবী ত্যাদি ।৪।

পরিমান দগড় হুমহুমি দগড়ন বাজে ঘণ্টা ঘাগর উরমান সাজে চাপ চাপ করিয়া দেবী কাড়ে রা ঘরে অন্ধকার খেতি না বয় বা চৌষট্টী চেড়া চেড়া সঙ্গ লো নীল অনিল ভর বীর অষ্ট জনা সপা পরি সখা ভয় বীর হনুমান ঈশানের কুবির ভর মন্ত্রী জাম্বুবান হর খিতি মহা ভর দেবী সরেশ্বর কাণ্ডরের কামিক্ষা দেবী কর হুহুঙ্কার তুমি দেবী কালিকা রিঙ্কিনি লহ লহ জিভ্বা আটাট করো চামুণ্ডা মুণ্ডমালাভরণা দেবী লালাসা দেবী সা উন্মত্তা সা দুর্গে স্থিতি মর্ত্তে পা মোর আবাহন সুন্যা দেবী শীঘ্র ধা শুদ্ধভাবে পুজম তোমার দুই পা সেবক স্মরণে ॥

৭ঁআগে নে কামরূপা দিল দিল বিদ্যা দিল কামিক্ষ্যা মা দিল হাটে বাটে ডুমুরু বাজে কাণ্ডসেঁ কালি ধাওয়েঁ ধা ধা ধা চৌয়রসে ধা বেতনে গৌরী ধা লোয়াটনে মোসান ধা নগ্ন নগ্ন কালি নগ্নবেস সাত বেরি নগ্ন বাটী সত্মিপুর পাতাল ভাই বাপ দেখে নগ্ন ছোয়া ছুত হোয় মোহো মোহো কালি জগত মোহি আও ।১॥ ৭ঁকাণ্ডর দেস কামিক্ষা দেবি জাহাঁ বসে ইসমান জোগী লাওএ পিলা তিলক করে নয়না চামারি তিন হাঁশে তিলক বসে তিলক বিচ মোহনলাল বসে অমুকী দেখি তিলক কা রঙ্গ কবি না ছোড়ে ওসকা সঙ্গ ঘর ছোড়ে ঘর আঙ্গন ছোড়ে ঘরকা ছোড়ি ছায়া হাম ছোড়ে পরচিত করে পেট ফুলকুড়ি হোকে মার গুরু কা সকত মেরা ভকত ঈশ্বর মহাদেব কা দোহাই । বাচা তেরি দোহাই জোগা জয়পালকা দোহাই নয়না জোগিনীকে দোহাই ॥২॥

ওঁ সিদ্ধিঃ। হস্তে কর‍্যা নিলেন গোসাঞী খটক ডম্বুর আর বাগছাল বসোয়ার পিঠে প্রভু ফিরেন সয়াল সিজ্জিলেন জ্ঞান স্থাপিলেন শ্রীনর তবে কোন মহাপ্রভু এত কর বল ইহা সুনে দেবী মনে হাসে স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে দৈত্য দানব ডাকিনী বান্ধ নাগফাঁশে ডাহিনে না চাই কুচাই বামে বেউড় বাঁস সাত তাল মাটী বন্ধ উর্দ্ধ চৌদ্দ তাল মন ছয় কেরোয়াল আয় বাপ গোরা ক্ষেত্র-পাল অমুকার শরীরে থাকিতে কারু নাই প্রকাশ অনদি ধর্ম্মের আজ্ঞায় লংস্কার ধাম্মিক বিভিসন তার তো হুহুকার মা কালির আজ্ঞায় সিঘ্র চল ॥ ঠেকরী ॥ শঙ্খচক্র বন্ধচক্র বরাবার চক্রে নৃসিংহ বীর করিয়া সন্ধান গগণ চাপিয়া ধায় দেবী দৈত্য ডাকিনী তারা পলাইল ডরে নে বান বেতাল বান দুর্জয় বাণ ছুটে পোনোরো বাণে সন্ধান করে সপ্ত পাতাল ভেটে কোপে এড়ে দিয়াছেলেন নৃসিংহ বীর বুঝিয়া আপন বল এমনি মণ্ডল কেট্যা পৃথিবী করিব রসাতল আরে সুন হিড়ম্ব পিচাসি দৈত্য দানা ভূত প্রেত ডাহিন যোগিনী জে থাকে অমুকার কন্ধে ছাড় শীঘ্র ছাড় ছুটল চক্রসুর বাণ কাহুরু নাহি নিস্তার ছাড় বীর নৃসিংহের আজ্ঞায় শীঘ্র ছাড় ॥ জ ॥ প ।

অমর সমর গাজ নাম সংয়ং অমর্ত্তি অমুকার অঙ্গের বেদনা জ্বা কার আজ্ঞা কামের কামেক্ষা হাড়িঝির চণ্ডির আজ্ঞা ॥ নল নিল দুই ভাই তোমাকে চিরে করিলাম এক ঠাই শ্রীরাম দেন পরীক্ষা জেমন ছিল তোমরা দুই ভাই শীঘ্র আসিয়া হও এক ঠাঞী পবনের পুত্র

বীর হনুমান শীঘ্র আসীয়া মোর নলের মুঠে দাও টান তুমি থাকিতে আমার নলের বল বিক্রম টুটে ঈশ্বর মহাদেবের শির ফুটে অমুকের অমুক দ্রব্য যে চোরে চোরি করিয়া লইয়া গিয়াছেলে দ্রব্বি চুরি করিয়া যেখানে রাখিয়াছে তাহা ধরিয়া দাও মোরে চোর ছাড়িয়া সাধু ধর তবে তোমারে দোহাই ধর্ম্মের ধর্ম্মের ধর্ম্মের সে কার আজ্ঞা রাজা রাম সীতার আজ্ঞা শীঘ্র চল।

আচাল চালো সুচাল চালো চালান সুচা লোও দুই ভাই চালান সুচা চলনেতে চল শীঘ্র চল অমুকার অমুক দ্রব্য ইত্যাদি সে কার আজ্ঞা রামসীতার আজ্ঞা শীঘ্র চল ॥ স্ফীঁ স্ফীঁ ধীঁ ধীঁ সঙসৃজা ওঁ নৃং নৃং নৃসিংহ মহাপিঙ্গলায় স্বাহা ॥

কুম কুণ্ডোড়ি তৈ বিষম জোড়ি নাগ কুণ্ডড়ি সংসার বেড়া বাজায় নাগ পুজায় নাগ দেশে নাগ সভায় নাগ অমুকার কাছে অন্যথা হয় গোহত্যা গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যার পাপ লাগে তোকে দোহাই ধর্ম্মের ধর্ম্মের ধর্ম্মের সে কার আজ্ঞা কামিক্ষার আজ্ঞা ॥…

১৮৬ বাঙ্গালা মন্ত্র

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭৫২ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩½"×৩"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের।

সাজিলা নরসিংহ করে [ধরে]ন স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল কাঁপে তিন ভুবন।
চাঁদ সুরুজি লুকাল আগাসের তারা কুড়ুম্বের পিঠে লড়ে বশুন্ধরা।
তেত্তিস কুটি দেবতা হঞে গেল জড় অনাদ্দি ধর্ম্ম গোসাই সভাকারে বড়।
রথে চাপে জম জায় এক ভিত পাজি পুথি কাড়ে নিল চিত্রগোপিত।
দশ কুড়ি শিজিলা বিজিলা বাই মহানদী সমুদ্রের মদ্ধে দোলাই ॥
পালন্ত বিভীষণ দশসিরে ভাই পালন্ত দশ শত চেড়ানি
লাগায় জং সর্গ ছাড়ে পালায় খেতৃ মালঞ্চ।
আগু জায় নরসিংহ পাছু জায় ডমর তরাসে পালায় জলকুণ্ডর।
জলকুণ্ডর পালায় সে না কাড়ে রা কার্ত্তিক গনপতির মা
সির্জ্জিলায়া ধুলিপঞ্চক সরব বিছায়া বলেন্ত মাহাদেব অমুকার অঙ্গে লঙ্কার কুয়াড় সকল ঘুচায়।
ই কুয়াড়ে কে য়াছে ডাইনি য়াছে জুগিনি আছে ভূত আছে পেরেত আছে।
আদকুণ্ডরি খণ্ডগামি মুখদোবি পিচাশি বায় বাতাশ।
ই খণ্ড ছাড়ে আর খণ্ড জা বড় বা ব্বির নরসিংহ আজ্ঞা ॥

১৮৭ বাঙ্গালা মন্ত্র

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯৬৫ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৬"×২" লিপি আ. ২০০ বৎসর আগের।

শ্রীরামঃ সরণ

ওঁ চিমি চিমি চিচে মিচি চেমি স্বাহা। ওঁ নমঃ ক্ষিপ্রকামিনীং অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা ॥

চয়নকুমারী।

১৮৮ বানের কবিতা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭৩৩ ; পত্র ৬ ; খণ্ডিত ; আকার ৯½"×৩½। লিপিত আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।

অথ বানের কবিতে লিক্ষতে ॥

অবধান কর ভাই যুন সর্ব্বজন মন দিআ [যুন] সভে কবিত্রি রচন।

সন হাজার বাহাত্ত সালে প্রথম আস্বিন্যে দামুদরে আইল বান যুন সর্ব্বজনে।

আড়া চার জল হৈল পর্ব্বত উপরে মুনিস্ত ডুবাতে মন কৈল দামুদরে।

পর্ব্বত হইতে জল পড়ে মহাতেজে হুড় হুড় দুড় দুড় করে জলের বাদ্র বাজে।

জোজন যুড়িআ বান হৈল পরিসর ১খ] উফাড়িআ ফেলে কত গাচ জে প্রাথর।

প্রথমে ভাসিল কুটি নদি যুড়ে ফেনা পুখুর হইল হারা বেগে বঅ হানা।

তিন আদি কাষ্ট সব হৈল একাকার পর্ব্বত সমান হএ বহে ঢেউ সব।

ভাসিল মআল সর্প পর্ব্বতিআ বড়া আনন্দে চলিল বেঙ্গ তাহে চাপ্যা ঘড়া।

চাপিআ ভুজঙ্গ পিষ্টে মনে মনে হাশে ভেটিব যুমুদ্র আজি মনের হরিসে।

অজগর বলে ভাই কর অবধান কোনকালে নাই হঅ এত অপমান। ২ক]

এককালে কৃষ্ণকে গিলিআছিল কালি শেই অপরাধে বেঙ্গের ঘড়া হলি।

পক্ষ আদি ভাশে কত ইকুড়্যা ইন্দুর নেউল কটাস ভাশে সিগাল কুকুর।

সসারু হরিন বরা কুম্ভির আপার সাদুল মহিস গণ্ডা যুড়িল সাতার।

ভলু্ক ভাসিল জলে বিধির বিপাকে পড়িআ বানরগন পরিত্তাই ডাকে। ২খ]

জলের কলর কিছু যুনিতে না পাই হাকা হরি কর‍্যা তারা ডাকে বাপ ভাই।

নিশিজোগে ভাসে গেল কত সত কালা এখুনি দেখিব ভাই ৩ক] মুনি সগর খেলা।

কেহ যুআ নিদ্রা জাঅ দুই ত সতিনে ধরাধরি কর‍্যা ভাসে ত্রিন জনে। ৩খ]

দৈবের নিবন্ধ হেতু পুত্র নাই কল্যা   চল গিআ মরি গঙ্গাসাগরের জলে।
জলের কলর কিছু ষুনিতে না পাই   হাকাহাকি কর‍্যা তারা ডাকে বাপ ভাই।
নিসি জোগে ভেসে গেল কত সত কলা   এখুনি দেখিব ভাই মুনি সগর খেলা।
ডুবিআ মরিল জলে কত কত ছেল্যা   বুড়া বুড়ি মৈল তারা রাম নারাঅন বল্যা।
কেহ ষুআ নিদ্রা জাঅ খট্টার উপরে   দিআল ভাঙ্গিআ জল প্রবেসিআ ঘরে।
বারি হআ দেখে জল উঠানে সাতার   চালে উঠে বলে দেবি রক্ষ এইবার। ৪ক]
নারিকে কহিল তবে না ছাড়িহ মোরে   সাহস করিআ উঠে চালের উপরে।
চালের উপরে কত কুলের কামিনি   তা সভার শোকে পতি তেজিল পরানি।
তবে ত প্রলঅ বান করিআ পআন   দেখিতে দেখিতে গিআ পালা বৰ্দ্ধমান।
মোগল পাটান ভাশি বড় বড় কাজি   জলেতে ভাসিল আরহন কর‍্যা তাজি।
নেপ তুলা ভাসে গেল কাগচের গড়া   রাউত সহিত কত ভাসে উঠে ঘড়া।
পরানে কাতর বির নাঞি হঅ স্থির   ফকির ভাসিল জলে স্মঙরিআ পির ॥ ৪খ]
কত কত ভেশে গেল শেক সেএ ভেআ   বৈষ্টব ভাসিল জলে মালা তিলক নআ।
ব্রাহ্মন বলেন বাম হৈল ভগবান   খুঙ্গি পুতি ভাশে গেল ভাগবত পুরান।
আছিল বিরাল জত আন্ধারিআ কোনে   উবুডুবু বা কর‍্যা তারা মরিল পরানে।
দোক্তরির তক্তি ভাশে কাপাসের মাল   ছাগল গাড়র কত ভাসে পালে পাল।
তামুলির গুআ পান বন্নিকের কড়ি   গুআলার ভাসে গেল দুগ্ধলি দড়ি।
গুআলা সহিত কত ভাসে গেল পাল   হেমজল খাএ তারা মরিল রাখাল। ৫ক]
হাজিল চাসির ধান্য ভাসিল লাঙ্গল   গোন্ধবেনের ভেসে গেল নলঙ্গ জাঅফল।
মদকের মুড় গেল তাতির বসন   ছুতারের চিড়ে মুড়ি বেপারির মুন।
কলুর ভাসিল তৈল মালির বাগান   দম্ফ ভাসে গেল রে ফুকুরে কান্দে কান।
পটিদারের পটি কত ছিল তানা ছন্দে   সকল পটি ভেস্যা গেল মাথা হাথ কান্দে।
ভাটের কাটারি গেল দৈবগের পাঁজি   মিআ সভার ভাশে গেল পুরাতন কাজি।
কুমারের চাক গেল রজকের পাটা   ডমের চুপড়ি গেল হাড়ির গেল ঝাঁটা। ৫খ]
শাখারির শঙ্খ গেল নাপ্তির আলতা   শনারের শনা রূপ কামারের জাতা।
গাএন গুনিন ভাশে হাথে করি জন্ত   শাপুড়ের শাপ গেল ভুলে গেল মন্ত্র।
কাটুনির চরখা গেল জোলাদের ষুতা আক্ষটির লল গেল মুচির গেল জুতা। ৬ক]
জেলেদের জাল [গেল] বাগদির লাঠি   বারুঅের বারুই গেল ষুড়ির গেল ভাটি।
বাজিকর ভাসে গেল মারে মালসাট   তুতেদে[র] তুতঘ··· ॥

১৮৯ বৈদ্যক (হারিসের মন্ত্র)

পুঁথি ৯২৪ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫" । লিপি সন ১২৭৫ ।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর জিউ । হারিসের মন্ত্র ॥

যু যুঃ ॥ যুকর যুকর চিতা জো জানো তাহ চরিতা । তাকর বংসে না হঅ হারিসা । কন কন হারিসা । দন্ত হারিসা । অন্ত হারিসা । নাসা হারিসা । গুহ্য হারিসা । হুঁতি হুঁতাল । লিলাম । বির্দ্ধান । জো জানন্তি । ন প্রকাসন্তি । চতুথ্য গ্রামের গোহত্যা । ব্রহ্ম হত্যা শ্রীহত্যার পাতকমন্তি । ভবন্তি । জদি না সির্দ্ধন্তি । ৩ অগোস্ত মুনি । গোহত্যা ব্রহ্ম হত্যা । স্ত্রীহত্যার পাতক ভবন্তি । ইতি সমাপ্তং । জথা দিটং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তিকং ভিম স্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম । জতনে লিখিলাম পুথি চুরি করে জে যুক তাহার পিতা গাধা হঅ সে ॥ ইতি সন ১২৭৫ সাল তারিক ১৭ আস্বিন বুধবার পঞ্চমি রাত্রি ১ প্রহর লিখিতং শ্রীমধুযুদন গোস্বামি পটনাথের শ্রীরাধিকা প্রসাদ গোস্বামি সাঃ চান্দ[সি]না পঃ বগড়ি ॥ তঃ পশ্চিম ॥ মন্ত্র দিআছেন শ্রীগোপাল কবিরাজ পদবি পাতর সাঃ মড়াসোল পঃ বিষ্ণুপুর তঃ··· ।

১৯০ ব্যঙ্গচিত্র

অজ্ঞাত

পুঁথি ৫৭৪ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩"×২½" । লিপি আ. ১২৫ বৎসর পূর্ব্বের ।

৭ঁ শ্রীদুর্গা ॥

রাধে ত্বং চৌয্য গ্রনাসি কেশব কুতং । কণ্ডে ধন্য কস্ত বা হংসীয়ান মৃগেন্দক্ষনং বিন্দু যুধা হস্তীন্দ কুম্ভদ্বয়ং মচ্চিত্তং হরি মধ্যকং বিধি জতং নেদং নবন্যা দিব চেচথ্বং কৌতুক বিক্ষনবতী সদা ত্বাং দেব দেবোহরিঃ ॥···শ্রীহেহে বাল গোপাল ত্বং হে নরনাং মুরারিঃ নমা ধারি কেশব মারুতি রাখালো সখীত্বং মুঞ্চ রাধা কাঙ্গস লে মা ॥২॥ তৈলান মোক্ষো ভালোবক্তে জেনঃ কিং পূন্নোঃ হস্ত পাদোগতং মাং স্নাতা তিষ্টা খেতে কিছু দেয়না সর্ব্বথা কয় রান্দ মা ॥ লজ্জাসিলগতং পোত্ত সা জদিক্কোছু দিতে চায় তত্র বৈরি মাগিরা ॥

১৯১ ব্রাহ্মণসঙ্গীত

দুর্গাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঁথিসংখ্যা ৬১৮ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৯"×৫½" । লিপি ১৮২০ শক । সন ১৩১৫ সাল ।

৭ঁশ্রীশ্রীদুর্গা সহায় ওঁ তৎসৎ

১৮২০ শক ৭ পৌষ বুধবার প্রাতঃকাল

ব্রাহ্মণসঙ্গিত। অর্চ্চনা

দেবজ্ঞান দিবজ্ঞান, দেহ প্রীতি শুদ্ধ তুমি মঙ্গল আলয়। ধৈর্য্য দেহ তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ বিবেক বৈরাগ্য দেহ দেহ ও পদ আশ্রয়—

প্রথম

রাগীণী তাল একতালা বাদ্য একতালা

কালিয়া বিশায়া তনু কেবা নিল রে।

তুমি মা গুনবতি আমার তব দাসী—

কেনে গেলাম আমী মায়ামৃগ ধরিতে দুরাশয় পিপাশা মৃগ ধরিতে হে দেবর লক্ষন—

যদি কেহ নাই তাই দাদা আমার বলাই মৃগবরা নাই কৈলাশ ক্ষেত্রে—

দাদা তবে তুমি কোন সংগ্র কথাবার্তা বলা নাই—

১৯২ ভক্তি উদ্দীপন

নরোত্তমদাস

পুঁথিসংখ্যা ৫২০; পত্র ১০; অখণ্ডিত; আকার ১২"×৪"। লিপিকাল ১১১১ সাল।

৭ঁশ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ জ্জয়তিঃ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দোহদ্বৈতচন্দ্রায়ঃ নমো নমঃ॥ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্যঃ জ্ঞানাঞ্জন স্বলাকয়াঃ॥ চক্ষুরুন্মীতং জেনঃ তস্মৈঃ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

প্রথমে বন্দিব শ্রীগুরুর চরণ জাহার কৃপায় জীব পাইল প্রেমধণ।

নির্ত্যানন্দ গোশাঞি বন্দো অবধৌত বেশে পাষণ্ডদলন জার নাম সর্ব্বদেশে।

অদ্বৈত গোশাঞি বন্দো সাবধান মনে জাহার কৃপায় পাইল চৈতন্য চরনে।

শ্রীবীরভদ্র গোস্বামীর চরনের রেনু জীবনে মরনে আর নাহি তুয়া বিনু।

গঙ্গার চরণপদ্ম করি শিরোপরি শ্রীগুরু ১খ]চ্চরণধুলি ভরসা আমারি।

বন্দিব সে গুরুদেব আনন্দিত হঞা চক্ষুদাণ দিলা মোরে অন্ধক দেখিঞা।

কৃষ্ণবীজ নামমন্ত্র শ্রবনেত দিলা নামমন্ত্র চন্দ্র শূর্য্য হৃদয়ে পসিলা।

অঃজ্ঞানাদি তম জত অন্ধকার ছিল নামমন্ত্র চন্দ্রশূর্য্যে সব নাশ কৈল।

সরবস পূর্ণ ধনঃ গুরুর চরণ জাহার আজ্ঞাতে পাই বৈষ্ণব রত্নধণ।

সাবধান মনে বন্দো বৈষ্ণব গোসাঞি জীবনে মরনে মোর আর কেহো নাঞি।

এক নিবেদন করোঁ স্থন ভক্তগণ জেমতে পাইবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির কথা হয়ে বহু দুর প্রাপ্তির উপায় তাহা নিবেদি প্রচু ২ক] [২খ র।

বালককালেতে স্বপ্নে সাধু আজ্ঞা পাঞা মন মর্দ্ধ্যে শিদ্ধি হয়েঃ কৃষ্ণগুন গাঞা।

এবে ত পৌগণ্ড আশি উপসন্ন হয়ে আচম্বিতে অন্য কথায় কৃষ্ণগুন গায়ে।
অন্যন্য বালক সঙ্গে হস্ত তালি দিঞা কৃষ্ণগুণ গায়ে তবে নাচিয়া নাচিঞা॥
এবে ত কৈশর আশি হয়ে উপস্থিত নানান্ দুর্দ্দৈবি তবে পড়ে আচম্বিত।
মাতাপীতা স্থানে তবে দৃঢ় আজ্ঞা নঞা বৈষ্ণব গুরু করিঞ দূর পথে জাঞা।
জদি তারে আজ্ঞা নাঞি দেই মাতাপিতা মন মধ্যে সাধু আজ্ঞা স্মরি সপ্নকথা।
মাতাপীতার আজ্ঞা তবে কিছুই না মানে ক্রোধে উপবাশ করি রহে প্রিয়স্থানে।
এই মত ২খ] [৩ক কথো দিণ বিসাদ করিঞা সেই উপাসনা করে মাতাপীতাকে ছাড়িঞা।
সাধুসঙ্গ হৈতে তবে শ্রর্দ্ধা ভক্তি হয়ে শ্রর্দ্ধা হৈলে তবে সাধুসঙ্গ সে করয়ে।
এই গুপ্তকথা তবে বুঝি ভক্ত ঠাঞি শ্রীগুরু প্রসাদে এই সব ধন পাই।
তবে তার দেহে কৃষ্ণ বীজাঙ্কুর হয়ে উপসাখা জত হএ তাহা করি ক্ষয়ে।
উপসাখার অর্থ শুনহ সর্ব্বজ্ঞণ জীবহিংশা কুটীনাটী বিশুর্দ্ধাচরণ।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি সকলি ছাড়িয়্যা মনের সহিতে কায় বাক্যে ঘুচাইয়্যা।
ঋপুভয় দেবাদেবী পূজা করে মনে শ্রীঃগুরু কৃষ্ণভক্তি তারে ছাড়ে সেইক্ষণে।
আপনার মনমধ্যে ছাড়ি এই সব তবে তার মন সাত্র হয়ে ত ৩ক] [৩খ বৈষ্ণব।
কৃষ্ণগুণ তার দেহে তীন ত প্রকার স্বত্বগুণ রজগুণ তমগুণ আর।
স্বত্বগুণ হৈলে তবে কৃষ্ণপ্রেম পাই রজ তমে স্বর্গ পাইলে তাহা নাঞি চাই।
সেই সত্ব গুণ হয়ে তীন পরকার কায়ীক বাচীক এই মানশীক আর
মানশীকে কৃষ্ণ পাই কায় বাক্যে নাঞি সেই মানশীক নাম প্রকারেত দুই।
দুই মত মানশিক নির্ম্মল নির্ব্বন্ধ নির্ম্মলেতে কৃষ্ণ পাই না ছুই নির্ব্বন্ধ।
সেই ত নির্ম্মল হয়ে দুই ত প্রকার স্বদম্ভ এক বুঝি নিদম্ভ সে আর।
নিদম্ভেতে কৃষ্ণ পাই স্বদম্ভে অতি দূর তবে হৃদয়ের মধ্যে জম্মে প্রেমাঙ্কুর।
তবে ত জানিতে চাহি হরিনামের তর্ত্ত কিবা ৩খ] [৪ক বস্তু বটে সেই কেমন মহর্ত্ত।
বত্তিশ অক্ষরে জে হইলা সোল নাম বত্তিষ অক্ষরে তবে হরেকৃষ্ণ রাম।
না জানিঞা নাম লৈলে স্বর্গবাষ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে সেহ জাইতে না পায়ে।
সেই হরিনামের অর্থ শুন শর্ব্বজন জে জানিলে পাই রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন।
বাদার্থাদি করি পুছে জানিবার তরে শুনিঞা ভজয়ে শুখে সাধএ অন্তরে।
হরেকৃষ্ণ রাম হৈলা প্রকারেতে তীণ জেই তিণ ভাব কৈলে প্রেমগন্ধহীণ।
হরীনাম বুঝিব এ শিব অভিধানে সাবধানে শুনিতে চাহি ইহার প্রমানে।
তবে সাধু কহে ভক্ত ইহ বাক্য নহে হরিনামে শ্রীরাধিকা দৃঢ় নাম কহে।
কৃষ্ণ হরিনাম ৪ক] [৪খ রাধার হরে নাম হৈল তবে মহাঁসয় কহে সাবধান পাইল॥

তবে পুছে আরবার স্থন মহাসয়ে   কৃষ্ণ রাম নামের ক্কে কিবা ফল হয়ে।
তবে সাধু কহেন শুনহ ভক্তজন   কৃষ্ণনাম সাক্ষাত কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দণ।
তবে কহে রামনাম তীন মত হয়ে   বলরাম ভৃগুরাম শ্রীরাম কহে।
সাধু কহে তীন রামর কোন রাম নহে   রাম সব্দে রমণ রাধিকা মাত্র হয়ে।
রাধাকৃষ্ণের রমন এই ত সাধন   এমত জানিলে পাই কৃষ্ণের চরণ।
এই ত পরম ফল পরম পুরুষার্থ   জার আগে ত্রীণ তুল্য চারি পুরুষার্থ।
অহৌতীক বলি তবে তার নাম কহে   অহৌতিক ভক্তি হৈলে শুর্দ্ধ ভক্তি ৪খ] [৫ক হয়ে।
ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্চা জদি মনে হয়ে   সাধন করিলে প্রেম উৎপর্ন্ন না হয়ে॥
তথাহিঃ॥ ভূক্তিমুক্তিস্প্রিহা জাবৎ পীচাশী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তি শুখসাধ্ব্য কথো শুখদয়ো ভবেৎ॥ ইতিঃ॥১॥
সাধনভক্তি হৈতে তবে রতী উপজয়ে   রতী গাঢ় হৈলে তবে প্রেম নাম কয়ে।
প্রেমে ঋর্পু ক্রমে ক্ষয় স্নেহাদি বাড়য়ে   রাগানুগাদিক ভাব মহাভাব হয়ে।
য়ৈছে ইক্ষুবীজ রস গুড় খণ্ডসার   সড়করা শিতা মির্শ্রী উর্ত্তম মিশ্রী আর।
সাত্তিক বীভীচারি ভাবের মিলণ   কৃষ্ণভক্তি রস হয়ে অমৃত আস্বাদন।
ঐছে দধী শিতা চ মরীচ কর্প্পুর   মিলনে রশাল হয়ে অমৃত ৫ক] [৫খ মধুর।
আলম্বণ উদ্দিপন স্থায়ীভাব করি   রাগ বৈধিভাব ইবে কহিব বিবরি।
রাগার্ত্মিকা হৈলে পাই কৃষ্ণপ্রেমধন   সাধণ ভক্তিতে পাই কৃষ্ণের চরণ।
সাধন হয়েণ ঐছে দুই ত প্রকার   এক বিধিভক্তি হয়ে রাগানুগা আর।
বৈধি বলিএ যার রাগ দেহে নাঞি   বৈধি বলিএ তারে সর্ব্বসাস্ত্রে গাই।
এই বৈধি রাগে ভক্তি কিছু নাঞি হয়ে   রাগানুগা ভক্তি বলি সর্ব্বসাস্ত্রে কহে।
নির্ত্যশির্দ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্ব্য কভু নয়   শ্রবনাদ্য শুর্দ্ধচির্ত্তে করএ উদয়।
গুরুপাদাশ্রয় শিক্ষা গুরুর সেবণ   চৌশট্টি অঙ্গা ভক্তি আগে করিব সাধন।
এক অঙ্গ সাধে কেহো সাধে বহু অঙ্গ   নিষ্ঠা ৫খ] [৬ক হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ।
এক অঙ্গে শির্দ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ   অম্বুঋশি আদি ভক্ত বহু অঙ্গ সাধণ।
বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজ কৃষ্ণের চরণ   নিশির্দ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন।
অজ্ঞানেতে জদি হয়ে পাপ উপস্থিত   কৃষ্ণ তারে শুর্দ্ধ করেণ না করাণ প্রাশ্চিত্ত।
অহিংসক অমানিনে বুলে ভক্ত সঙ্গে   জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তের কভু নহে ভঙ্গে।
বিধিভক্তি সাধনের কৈল বিবরণ   রাগানুগা ভকতের স্থনহ লক্ষণ।
রাগাত্তিকা ভক্ত মুক্ষ্য ব্রজবাশিজন   তার অনুগত ভক্ত রাগানুগা নাম।
ঈষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা জেই সেই ত সাধণ   ঈষ্টে অবিষ্টতা এই স্বরূপলক্ষণ॥৬ক]

অতঃপর কহি রাগী ভক্তের কথন দিপ্তরূপে সর্ব্বদা আছেণ ব্রজজন।
রাগার্ত্তিকা ভক্তের সমাণ নাহি লেখি রাগানুগা কহি তাঁর অনুগত দেখি।
অনুগত বিনে কার্য্যশিদ্ধি নাহি হয়ে অতএব রাগার্ত্তিকা কহিএ আশ্রয়ে।
রাগার্ত্তিকা বিনে ভাই ব্রজপ্রাপ্তি নাঞি এই সব লেখিলেণ শ্রীরূপগোসাঞি।
নির্ত্যসির্দ্ধ পরিবার রাগাত্মি্কা করি শ্রুতিমুলী রাগানুগা কহিব বিচারি।
কামরূপা সম্বন্ধ এ দুই রূপ হয়ে গোপীকার প্রেমরশ কাম নাম কয়ে।
কামরূপা কহি তার সামান্য লক্ষণ সম্ভোগের প্রায় মাত্র করএ ভজন। ৬খ]
আপ্তকাম গন্ধহীণ কাম কৃষ্ণসুখে রাগানুগাকে কামি বলি না জানে মূঢ় লোকে।
কামগায়ীর্ত্রি দিক্ষাএ কামরস হয়ে সেই কাম রতি তবে তীন মত কহে।
সামর্থা সাধারনী সমঞ্জসা তীণ সামর্থা কহিএ কৃষ্ণ সুখেতে প্রবিণ।
গোপী নির্ত্যশির্দ্ধা সামর্থা সদা দিপ্ত করে তার ভাব প্রেমচেষ্টা কে কহিতে পারে।
অপূর্ব্ব মাধুরি প্রাপ্তি গোপীকার প্রেম নির্ম্মল উজ্জ্বল রস যেন দগ্ধ হেম॥
সাধারনী সমঞ্জসা আপ্তকামে সুখি নায়কের শুখগন্ধ কিছুই না লেখি।
কাম অনুগা আর সম্বন্ধনুগা হয় এই দুই রাগানুগা প্রেমের আশ্রয়। ৭ক]
রাগাত্তিকা ভজনের সম্বন্ধ অধিকারি তার অনুগত হব সেরূপ আচরি।
তবে তার কামানুগা সম্বন্ধ নিশ্চয় গোপী অনুগত বিনে ঐছে ভাব নয়।
গোপীকার প্রেমকথা ভজন আচরি ভাবসির্দ্ধ হৈলে পায়ে ব্রজলোকপুরি।
প্রেমসেবা পরিপাটী করি নিজ সুখে রাধাকৃষ্ণলীলাকথা সুনি সখীমুখে।
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি লোভ সদা চির্ত্তে আসা শাস্ত্র যুক্তি নাঞি মানে না করে জীজ্ঞাসা।
রাগাত্মিকা ব্রজবাশি বিবিধ প্রকার কামরূপা এক সে সম্বর্ন্ধরূপা আর।
কামরূপা গোপীগণ প্রেমরূপা কহে এমণ করিলে মাত্র্ ব্রজপ্রাপ্তি হ ৭খ] [৮ক য়ে।
রাগার্ত্তিকার অনুগা হইব অনুরাগে অন্য অভিলাস কথা চিত্তে্ নাহি লাগে।
অপিক্ষর কর্ম্ম্ নহে জাথে ভক্তি হানী সাস্ত্রবিধি বাক্য তাহে শত্রু্ প্রায় জানি।
রাগভক্তি নিরন্তর সুনি জার স্থানে শিক্ষাগুরু বলিয়া বলিব সেইজনে।
শাস্ত্রবিধি বাক্যাদি শুনিএ বিস্তর কিছু নাহি মানে চির্ত্তে রাগেতে তৎপর।
অন্য কথা স্বাদ নাঞি লাগে রাগ বিনে রাগী ভক্তজনারে দুর্ল্লভ করি মানে।
শ্রুতিগণ গোপীকার অনুগা হইঞা বৃন্দাবনে ক্রীড়া কৈলা গোপীদেহ পাঞা।
মুনিগণ সাধন করিলা এই মতে বৃন্দাবনে বিহরিলা শ্রীকৃষ্ণ সহিতে। ৮ক]
গোপীকার অনুগত ছাড়িয়া ভজন ঐছে ভাব করিলে না মিলে বৃন্দাবন।
অনুগতি ছাড়িয়া জে সাস্ত্রাদি আচরে গোপীকার প্রসাদ না পায়ে কোনকালে।

রাগানুগা ভজনে মিলয়ে কুঞ্জ সেবা দেখিব দোহাঁর রূপ ভরি রাত্রিদিবা।
সর্ব্ব বাঞ্চা পূর্ন হব সখির সহিতে গানাদি বিচার কথা শুনিব ভাল মতে।
সাধুগণ করে রাধাকৃষ্ণ গুনগাণ তদ্ভাবে ভাবিত তবে করি এক মন।
জে রস হইব গাঁণ সেই রশে মণ সেই আরোপিয়া আমি করিব ক্রন্দণ।
অভিসার গাণ জদি হয়ে রাধিকার তাঁর সঙ্গে থাকিব আশ্রয় হ ৮খ] [৯ক এ। তাঁর।
কুঞ্জে অভিসার জদি কৃষ্ণ করেণ রঙ্গে রঙ্গেতে থাকিতে চাহি রাধিকার সঙ্গে।
তুরিত মীলণ হৈলে করিব দর্ষণ বিলম্ব হইলে তাঁর করিব অণ্বেশণ।
বাসকসর্জ্জাদি জদি শুনিএ শ্রবণে কুঞ্জেতে থাকিতে চাহি রাধিকার সনে।
কৃষ্ণ না আইলে কহি উৎকণ্ঠিকা বচণ উৎকণ্ঠায় তাঁর সঙ্গে করিব ক্রন্দণ।
সঙ্কেতস্থানেতে কেহোঃ করএ গমণ একর্ত্তর না পাইলে বিঃপ্রলব্ধায় মণ।
খণ্ডিতা বলিয়া জদি নায়েক অঙ্গে চিহ্ন নায়েকে দেখিলে তাঁরে করে ভীহ্নাভীহ্ন।
কলহান্তরিতা কহি কলহ হইলে দেখা স্থনা আছে সঙ্গ হয়ে মাণ গেলে। ৯ক]
প্রষিতভর্তৃকা কহি সে দূর গমণ স্বাধিণভর্তৃকায় করে নায়ক স্বঁরণ।
আপ্তরস গাঁণ জদি হয়ে উপস্থিত তদ্ভাবে ভাবিত তবে করি এক চীত্ত॥
আশ্রয় আলম্বণ উদ্দিপন কহে সাধুসাস্ত্র গ্রন্থে এই তিণ মত হয়ে।
বিশেষ সামান্য দুই স্থনহ বচণ সামান্য আশ্রয় গুরু বৈষ্ণব আলম্বণ।
রাধাকৃষ্ণ উদ্দিপণ সামান্য বীচার আশ্রয় হইব বিষয় চরণ রাধার।
আলম্বণ কৃষ্ণকথা গ্রন্থ দরসণ বংশীর্দ্ধনি পুষ্পোদ্যাণ দর্ষণ উদ্দিপণ।
শীখীপুচ্ছ গ্রহন মেঘাদি দরসণ দেখিলে স্থনিলে মাত্র কহে উদ্দিপণ।
স্থন স্থন য়োহে ভক্ত করি নিবেদণ ৯খ] [১০ক অপরাধ না লইবে কিছু করিল বর্ন্নণ।
এ সব সাধনে পাই শ্রীবৃন্দাবণ এমণ করিলে সখি মধ্যে একজণ।
পুর্ব্বাপর জদি এই বাক্য হয়ে মন্দ তথাপিহ এই গ্রন্থে বৈষ্ণবের আনন্দ।
বৈষ্ণব ক্রীপাতে হেন সাধন করিলে অবশ্য অবশ্য তাঁরে রাধাকৃষ্ণ মিলে।
শ্রীলোকনাথ প্রভুর পদধুলি আশ ভক্তিউদ্দিপণ কহে নরোর্ত্তম দাশঃ॥
ইর্ত্যাদিঃ॥ ইতি শ্রীভক্তিউদ্দিপনঃ সাধকাবস্থা গ্রন্থ সংপূর্ন্ন মোস্তঃ॥ য়থা ইতিঃ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং॥ মিদং শ্রীচৈতন্যদাসানুদাশ দে দাসষ্যঃ ইতি॥ সন ১১১১॥ তাঃ ৩ মাঘ ঃ মঙ্গলবার॥ ইতি শ্রীভক্তি উদ্দিপণ॥

১৯৩ ভক্তিচিন্তামণি, অজ্ঞাত পদ

বৃন্দাবনদাস, গতিগোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৩৪ ; পত্র ২০ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩১/২"×৪১/২"। লিপিকাল ১১৩১ সাল। গ্রন্থরচনাকাল ১৫৫৭ শকাব্দ (মুনি অমর বাণ শশী শক)। দ্র. পরিশিষ্ট 'ক'।

শেষ, গ্রন্থরচনাকাল, ভনিতা ও পুষ্পিকা,

[২৩খ অজ্ঞান তিমীর ঘোর অন্ধকার নাষে [২৪ক অহর্নীশী প্রভু তার বুলে পাষে পাষে।
মনি অমর বান সষী সক পরমীত হেনকালে রচীল জে ভক্তীর মাহাত্ম্য।
অজ্ঞান তিমীর নাষে যুনিলে পুস্তক এই ত ভজনা বিনু সব নিরর্থক।
শ্রীবৃন্দাবনদাস বলে ভক্তীচিন্তামনী আনন্দে পাইব জেবা চিন্তে চীন্তামনি॥

ইতি শ্রীভক্তীচিন্তামণী পঞ্চদশোধ্যায় সমাপ্ত॥ শকাব্দ ১৬৪৬॥ তেরিখ॥ ১৪ পৌষ॥ সন ১১৩১ সাল॥ লিখীতং শ্রীকৃষ্ণকীঙ্করদাস কাএস্থ সাকিম সসেমপুর॥ প্রগনে জাহানাবাদ॥ পুস্তক শ্রীকৃষ্ণচরন ভুই সাকিম কনকাবতী কনকপুর প্রগনে চন্দ্রকোনা সরকার মন্দারণ॥ ইতি॥ হস্তী বিচলীত পাদানাং জিভ্বা বিচলীত পণ্ডিত ভীমস্বাপী রনে ভঙ্গো মনিনাঞ্চ মতীভ্রম॥ আদরস শ্রীসীতারাম কল্যার: জথাদৃষ্ট তথা লিখীতং দোসক নাস্তীঃ কিমধীকং॥ সোমবার মোকাম শ্রীতেঙ্গরাম ভুয়ের বাড়িতে শ্রীশ্রীহরিবোল হরি॥ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যো নম॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরন:—

॥ পদ ॥

হেন দসা কত দিনে হব
ব্রজে বৃকভানুপুরে আভির গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব।
জাবটে আমার করে এ পানিগ্রন হবে
বসতি করিব সদা তায়
সখির পরম পেষ্ট জে হয় তাহার ছেষ্ট
অনুচরি হব তার পায়।
তিহো কৃপাবান হইয়া জুগল চরনে লইয়া
আমারে করিব স্বমর্পন
সফল হইব দষা পুরিব মনের আসা
সেবি দুই যুগল চরন।
বিন্দার আদেষ পাইয়া প্রেম সেবা নব চাইয়া
নয়নে বহিব অশ্রুধার

অনঙ্গমঞ্জরি সখি অনাথিনি মোরে দেখি
রাখিব আপন পদছায়।
সেই সে চরনে মতি এই সে উভুল গতি
সেভ্য সাদে পুরে সর্ব্ব আষ
তাহার চরন আষে শ্রীনিবাষ স্থত ভাষে
কহে গতিগোবিন্দদাষ॥

১৯৪ ভক্তিরসাত্মিকা

অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৭৪৯ ; পত্র ৫ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩″ × ৪১/২″। লিপিকাল ১১৮৪ সাল।

[১খ ৭॥শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥ চৈতন্যচন্দ্রায় নম॥ শ্রী॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় পতিতপাবন জয় জয় মহাসয়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুনা সাগর কৃপা কর নিতাইচান্দ রসের সাগর।
কলিজুগে য়বতির্ন্ন হইলা দুই ভাই চৈতন্য ঠাকুর মোর দয়ার নিতাই।
ভক্তগন সঙ্গে করি প্রেম পরচার জারে তারে কৈল দয়া না কৈল বিচার।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই মহাসয় জিবের নিস্তার কর হইঞা সদয়।
নিত্যানন্দ বলেন প্রভু কর য়বধান জিবের নিস্তার হেতু কেমন সন্ধান।
চৈতন্য বলেন নিতাই কহিএ তোমারে জিবের নিস্তার হএ ভজিলে কৃষ্ণেরে।

[৩খ উচ্চ করি বেদি বান্ধি তাহাতে বসিঞা পরম য়ানন্দে থাকে মগন হইঞা।
প্রভু কহে নীত্যানন্দ এই বাক্য হয় উচ্চ করি বেদি বান্ধি য়াচ্ছাদন না দেয়।
বর্সাকালে সেই জিবের কোন সুখ হয় এই ত লক্ষন তুমি কহিবে নিস্‌ছয়।
ইহা কহি নীতাই কহে স্থন মহাসয় য়াৰ্চ্চাদন বিনে সেই স্থখ নাহি পায়।
প্রভু কহে নিত্যানন্দ এইমত হয় ভক্তভুক্তসেষ কৃষ্ণপ্রেমের উদয়।
গুরুস্থানে মন্ত্র জিব করিব শ্রবন হরিনাম হএ সেই মন্ত্রের পুজন।
বৈষ্ণব জানিঞা গুরু করিবে পূজন ভক্তভুক্তসেষ হএ য়ভিষ্ট পুরন।

[৪ক বৈষ্ণবের পদে ভক্তি য়াস্তিক হইঞা চিদানন্দ বিগ্রহ দেহি এমতি জানিঞা।
এইমত ভাব জদি করে জিবগন সেই জিবের প্রাপ্তি হয় ব্রজেন্দ্র নন্দন।
নিত্যানন্দ বলেন প্রভু এত দয়া হৈল কলিতে জিবের তবে ভকতি নহিল।
প্রভু কহে নিত্যানন্দ তুমি দয়াময় ভক্তি সেবার বিনাস কোথাও না হয়।

[৪খ নিত্যানন্দ বলেন প্রভু করোঁ নিবেদন   বৈষ্ণবে য়বিশ্বাস জিব করিব সঘন।
প্রভু কহে নিত্যানন্দ কর য়বধান   বৈষ্ণবে য়বিশ্বাষ করিলে নরকে পয়ান।
পুন নিত্যানন্দ কহে প্রভুর চরনে   য়বিশ্বাষি লোক তবে নহিল তারনে।
প্রভু কহে নিত্যানন্দ য়ার কিছু হয়   বৈষ্ণবে বিশ্বাষ হৈলে য়বশ্য তরয়।
গুরু য়ফরাধি হঞা বৈষ্ণবে দৃঢ় হয়   তথাপিহ সেই জিবের য়ব্যাহতি হয়।

[৫ক বিশ্বাষ নহিলে জিবের কিছু নাহি হয়   এই ত লক্ষন নিতাই কহিল তোমায়।
নিত্যানন্দ বলেন প্রভু স্থন দয়াময়   বর্ন্নায়াশ্রম মধ্যে ব্রাহ্মর্ন শ্রেষ্ঠ হয়।
এই ত বিপ্রের বিশ্বাষ কেমতে বা হয়   এই সব তর্ত্ত মোরে কহ মহাসয়।
প্রভু কহে সেই বিপ্র য়ভিমান ত্যাগ হয়   বৈষ্ণবেতে স্থর্দ্ধ চির্ত্তে বিশ্বাষ না হয়।
ভজিলেই সেই বিপ্র ভক্ত নাহি হয়   ইহার প্রমান স্থক লোমস মুনি কয়।

[৫খ চৈতর্ন্য নিত্যানন্দ উক্তির প্রকার   ভক্তিরসার্ল্লিকা কহে য়কিঞ্চন কৃষ্ণদাস॥
ইতি॥ ভক্তিরসার্ল্লিকা সমাপ্ত॥ জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখোক দোস নাস্তিং॥ লিখিতং পঞ্চানন য়াস। সাঃ সামাঞিদহ। ইতি। সন ১১৮৪ এগার সওাঁ চৌরাসি সাল। তারিখ ২৯ উনতৃসা কার্ত্তিক সংক্রান্তি॥ রোজ বুধবার॥ তিথি দোয়াদসি॥ সময় ছয় দণ্ড রাত্রিতে সংপুর্ন হইল॥

১৯৫ ভাগবত (প্রথম স্কন্ধ)

সনাতন বিদ্যাবাগীশ

পুঁথিসংখ্যা ৯০১; পত্র ৬৪; অখণ্ডিত; আকার ১২$\frac{1}{2}$"×৫$\frac{1}{2}$"। লিপিকাল ১৭০০ শকাব্দ।

আরম্ভ,

৭ঁ শ্রীকৃষ্ণশরণং॥
বেদান্তেতে ব্রহ্ম বলি জাহারে বাখানে   প্রধান পুরুষ বলে দরশন আনে।
বিশ্বের উদ্ভব হেতু জেই মহাশয়   প্রণমঃহোঁ বিঘ্নরাজ পদযুগোশয়।

[৬খ প্রথম স্কন্ধেতে এই   দ্বিতি অধ্যাতে সেই   নৈমিষিয় উপাখ্যান স্থত।
বিবরিল হরিগুন   তাহা দেখী সনাতন   ভাষাবন্ধ রচিলা অদ্ভুত॥
[১০ক জন্ম গুহ্যকথা এই তৃতিয় অধ্যাতে   সনাতন বিরচিল প্রথম স্কন্ধেতে॥
[১২ক প্রথম স্কন্ধেতে চারি অধ্যা নিরূপন   ভনে সনাতন নারদের দরসন॥

[১৫ক প্রথম স্কন্ধেতে এই পঞ্চম অধ্যায় সনাতন ভাষাবন্ধ বিরচিল প্রায় ॥
[১৬খ প্রথম স্কন্ধেতে ব্যাস নারদ সম্ভাস ভনে সনাতন ছয় অধ্যায় প্রকাস ॥
[২০ক প্রথম স্কন্ধেতে এই সপ্তম অধ্যায় দ্রোনি দ্রগু সনাতন বিরচীল প্রায় ॥
[২৪ক প্রথম স্কন্ধেতে এই অষ্টম অধ্যায় কুন্তি স্তব সনাতন রচিল ভাষায় ॥
[২৭খ নবম অধ্যায় এই প্রথম স্কন্ধেতে সনাতন বিরচিলা সাধুগন হিতেঁ ॥
[৩০ক পরিক্ষীত উপাক্ষান প্রথম স্কন্ধেতে দশম অধ্যায় সনাতন বিরচিতে ॥
[৩০ক, খ একাদস অধ্যায় যে প্রথম স্কন্ধেতে কৃষ্ণ সমাগম সনাতন বিরচিতে ॥
[৩৫খ পরিক্ষীত জন্ম এই প্রথম স্কন্ধেতে বিরচিলা সনাতন দ্বাদস অধ্যাতে ॥
[৪০খ, ৪১ক প্রথম স্কন্ধেতে শিল ভাগবত মতে তৃয়োদস অধ্যা সনাতন বিরচিতে ॥
[৪৩খ চতুর্দ্দশ অদ্ধা এই প্রথম স্কন্ধেতে সনাতন বিরচিলা দেসভাষা মতে ॥
[৪৮ক পঞ্চদশ অধ্যায়েতে স্বর্গ আরোহন প্রথম স্কন্ধেতে বিরচিল সনাতন ॥
[৫১খ প্রথম স্কন্ধেতে শোল অধ্যায় হইল সনাতন ধরা ধর্ম্ম সম্বাদ রচিল ॥
[৫৪খ প্রথম স্কন্ধেতে সপ্তদশ অধ্যায়েতে কলির নিগ্রহ সনাতন বিরচিতে ॥
[৫৮খ বিপ্রসাঁপ পরিক্ষীতে আঠার অধ্যায় সনাতন বিরচীলা লৌকিক ভাষায় ॥
[৬৩খ, ৬৪ক সনাতন বিরচিল দেশভাষাবন্ধ সমাপ্ত হইল এ প্রথম নামে স্কন্ধ ॥

কালকলানিধি বিষ্ণুপদ কাল শশী সাকমিতে তুলাধরে পদ্মকান্ত বসি।
কৃষ্ণ পক্ষ রবি তীথি তৃতীয় প্রহরে সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কটক নগরে।
শিশুমতি সনাতন সাধু সভাকারে বিনয় করিএ পুটাঞ্জলী পুরস্কারে।
অর্থ না বুঝিয়া জেই রচনা করিল স্থধিবে অর্থানুসারে বিনয় করিল।
কৃষ্ণ যশ কথনে রসনা শুদ্ধ হয় এই হেতু রচনাতে বাঢ়িল আশয়।
কৃষ্ণ যস বলি সভে করিবে গ্রহন ভক্তি কৈলে পাবে রস বলে সনাতন ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধ ভাষাপ্রবন্ধে ব্যাস উক্ত অনুসারে সনাতন বিরচিতং সম্পুর্ন ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোষকঃ ॥ ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥১॥ প্রষ্ট ভঙ্গো কটী ভঙ্গো তুল দৃষ্টিরধোমুখঃ ॥ দুঃখেন লিখীতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালএত ॥ লিখিতং শ্রীমহাদেব দাস দত্ত সাকিন বারুআ পুরুষোত্তমপুর ১১হিঁ মাহষ্টে সন ১১৮৫ অমলি সকাব্দা ১৭০০ সালে লিখা হইল ॥ মালিক শ্রীদরপনারায়ন দত্তোজা নিবাস বারদা সমিপ কৃষ্ণনগর ॥ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় জয়তাং ॥ শ্রীগুরুভ্যা নমঃ ॥

১৯৬ ভাগবত (দ্বিতীয় স্কন্ধ)

সনাতন বিদ্যাবাগীশ

পুঁথিসংখ্যা ৯০২ ; পত্র ৩৬ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২২"×৫"। লিপি সন ১১৮৫।

[৫ক সনাতন কৃষ্ণচন্দ্র বন্দিআ সতত   করিলেন রচনা প্রাকৃত ভাগবত ॥

[১০খ কৃষ্ণপদ সনাতন বন্দিয়া সতত   করিলেন রচনা প্রাকৃত ভাগবত ॥

[১২খ তৃতিয় অধ্যায় এই দ্বিতিয় স্কন্ধেতে   সনাতন রচিলা প্রাকৃত ভাগবতে ॥

[১৫ক চতুর্থ অধ্যায় এই দ্বতিয় স্কন্ধেতে   সনাতন রচিলা প্রাকৃত ভাগবতে ॥

[১৮খ দ্বতিয় স্কন্ধেতে এই পঞ্চম অধ্যায়   পুরুষের সংস্থান বর্ন্নন হৈল প্রায়।
কৃষ্ণচন্দ্র সনাতন বন্দিআ সতত   করিলেন রচনা প্রাকৃত ভাগবত ॥

[২২ক দ্বতিয় স্কন্ধেতে সষ্ট অধ্যায় হইল   সনাতন ভারথী বন্ধেতে বিরচীল ॥

[২৬খ দ্বতিয় স্কন্ধেতে এই সপ্তম অধ্যায়   ব্রহ্মা নারদেতে হৈল সম্বাদ কথায়।
কৃষ্ণপদ সরসিজ বন্দিয়া সতত   সনাতন রচিলা প্রাকৃত ভাগবত ॥

[২৮খ অষ্টম অধ্যায় এই দ্বিতিয় স্কন্ধেতে   পরিক্ষীত প্রস্ন সনাতন বিরচিতে ॥

[৩২খ দ্বতিয় স্কন্ধেতে এই নবম অধ্যায়   ভাগবত উৎপত্তি নিরূপীল প্রায়।
শ্রীকৃষ্ণচরনপদ্ম বন্দিয়া সতত   সনাতন রচিলা প্রাকৃত ভাগবত ॥

[৩৬খ এই ত শ্রীভাগবত মহাপুরানেতে   সংহিতা পারমহংস ব্যাসবিরচিতে।
দ্বতিয় স্কন্ধেতে হৈল দসম লক্ষন   অধ্যায় দসমে হৈল ভনে সনাতন।
জার সুত্রে বধ হৈয়া এ তিন জগত   নানা চিত্র নর্ত্তন করএ অবিরত।
তাঁর তরে জিজ্ঞাসা করহ সাধুগন   ইথে জে স্খলিত অর্থ হৈয়াছে রচন।
শোল স সোড়ষ সাকেতৈষ শেষ হৈতে   সোমসুত দিনে নিসি সপ্তমী শেষেতে।
সাঙ্গ হৈল রচনা প্রাকৃত ভাগবত   কৃপা করি সাধুগন সুনিবে সতত।
ইহাতে অর্থের ক্রুটী হৈয়াছে আমার   অবস্য সুধিবে তাহা করিয়া বিচার।
পুর্ন্ন হৈল দ্বতিয় স্কন্ধের ভাষাবন্ধ   ইহা সুনী ভবসিন্ধু তর সাধুবৃন্দ ॥

লিখীতং মহাদেব দত্ত মাহ আষাঢ় সন ১১৮৫ ॥

১৯৭ ভাগবত (তৃতীয় স্কন্ধ)

সনাতন বিদ্যাবাগীশ

পুঁথিসংখ্যা ৯০৩ ; পত্র ১১৬ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২২"×৫২"। লিপিকাল ১৭০০ শকাব্দ।

[৫খ প্রথম অধ্যায় এই তৃতিয় স্কন্ধেতে   বিদুর সম্বাদ হৈল উদ্ধব সহিতে।
শ্রীকৃষ্ণচরণে মতি আরোপী সতত   সনাতন রচিল প্রাকৃত ভাগবত ॥

[৮খ তৃতিয় স্কন্ধেতে এই দ্বতিয় অধ্যায়   সনাতন বিরচিলা প্রাকৃত ভাষায় ॥

[১০খ তৃতিয়ে তৃতিয় যেই অধ্যায় হইল   দেষভাষাবন্ধে সনাতন বিরচিল ॥

১৩খ চতুর্থ অধ্যায় হৈল তৃতিয় স্কন্ধেতে   উদ্ধব বিদুর দুহাঁকার সম্বাদেতে।
কৃষ্ণচন্দ্রপদে নতি করিয়া সতত   সনাতন রচিলা প্রাকৃত ভাগবত ॥

[১৮খ তৃতিয় স্কন্ধেতে এই পঞ্চম অধ্যায়   তত্ত্বোৎপত্তি সনাতন রচিল ভাষায় ॥

[২০খ তৃতিয় স্কন্ধেতে ষষ্ঠ অধ্যা নিরূপন   পরাত্মপ্রবেস বিরচিল সনাতন ॥

[২৩খ তৃতিয় স্কন্ধেতে সপ্ত অধ্যায় হইল   বিদুরের প্রস্ন সনাতন বিরচিল ॥

[২৬ক অষ্টম অধ্যায় এই তৃতিয় স্কন্ধেতে   ঈশ্বর দর্শন সনাতন বিরচিতে ॥

[৩০ক নবম অধ্যায় এই তৃতিয় স্কন্ধেতে   ব্রহ্মার স্তবন সনাতন বিরচিতে ॥

[৩২খ উৎপত্তির ক্রম এই দশম অধ্যায়   সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায় ॥

[৩৬ক তৃতিয় স্কন্ধেতে এই এগার অধ্যায়   কালের স্বরূপ ইথে নিরূপিল প্রায়।
কৃষ্ণচন্দ্র চরন বন্দিয়া অনুক্ষন   ভাগবত প্রাকৃত রচিলা সনাতন।
সাধু সভাকার প্রিত হবেক ইহায়   কৃষ্ণপদে ভক্তি মাত্র দিবেন আমায় ॥

[৪০খ, ৪১ক তৃতিয় স্কন্ধেতে এই সৃষ্টির বর্ন্না   দ্বাদস অধ্যায় সনাতনের রচনা ॥

[৪৫ক তৃয়োদস অধ্যায় যে তৃতিঅ স্কন্ধেতে   ধরনী উদ্ধার সনাতন বিরচিতে ॥

[৪৮খ চতুর্দ্দস অধ্যায়এ তৃতিয় স্কন্ধেতে   সনাতন বিরচিল দেঁসভাষা মতে ॥

[৫৩খ তৃতিয় স্কন্ধেতে এই বৈকুণ্ঠ বর্ন্নন   পঞ্চদস অধ্যায় রচিল সনাতন ॥

[৫৭খ জয় বিজয়ের ভ্রংস তৃতিয় স্কন্ধেতে   সনাতন বিরচিলা সোড়ষ অধ্যাতে ॥

[৬০ক সতর অধ্যায় এই তৃতিয় স্কন্ধেতে   দৈত্য উৎপত্তি সনাতন বিরচিতে ॥

[৬২খ, ৬৩ক অষ্টদস অধ্যায়এ তৃতিয় স্কন্ধেতে   হিরন্নাক্ষ বধ সনাতন বিরচিতে ॥

[৬৫খ তৃতিয় স্কন্ধেতে উনবিংসতি অধ্যায়   হিরন্নাক্ষ বধ হৈল প্রাকৃত ভাষায় ॥

[৬৯ক তৃতিয় স্কন্ধেতে এই বিংসতি অধ্যায়   সৃষ্টিক্রম সনাতন রচিল ভাষায় ॥

[৭৩ক কর্দ্দম মনুতে এই সম্বাদ হইল   একবিংসতমে সনাতন বীরচিল ॥

[৭৬ক তৃতিয় স্কন্ধেতে দেবহুতির প্রদান   বাইস অধ্যায় সনাতন দ্বিজ গান ॥

[৮০খ তৃতিয় স্কন্ধেতে তৃয়োবিংসতি অধ্যায়   দেবহুতি অনুতাপ বিরচিল প্রায় ॥

[৮৪ক তৃতিয়েতে চতুর্ব্বিংষ অধ্যা নিরূপন   কর্দ্দমের সন্যাস রচিল সনাতন ॥

[৮৭খ তৃতীয় স্কন্ধেতে দেবহুতি কপিলেতে   সম্বাদ হইল এই ভক্তিযোগ মতে।
পঞ্চবিংস অধ্যায়য়ে পরিপুর্ন্ন হৈল   দেসভাসা মতে সনাতন বিরচিল ॥

[৯২খ তৃতিয় স্কন্ধেতে এই তত্তসমন্বায় সনাতন বিরচিল সড়বীংস অধ্যায় ॥

[৯৫ক তৃাতয় স্কন্ধেতে এ কপিল যোগমতে প্রকৃতি পুরুষ বিবেকের বিষয়েতে।

সপ্তবিংষ অধ্যায় এ সংপুন্ন্র্ হইল দেষভাষা মতে সনাতন বিরচিল ॥

[৯৯খ তৃতীয় স্কন্ধেতে এই কাপীল যোগেতে সাধনের অনুষ্ঠান কথন বিধিতে।

অষ্টবিংস অধ্যায় প্রাকৃত ভাগবত সনাতন রচিলা সাধুর অভিমত ॥

[১০৩ক তৃতিএ কাপিল ভক্তিযোগের লক্ষন উনত্রিংস অধ্যায় রচিল সনাতন ॥

[১০৬ক তৃতিয় স্কন্ধেতে কর্ম্ম বিপাক বর্ন্ননা ত্রিংস অধ্যায়েতে সনাতনের রচনা ॥

[১১০ক এই ত কাপীল যোগ তৃতিয় স্কন্ধেতে জিবগতি বিপ্র সনাতন বিরচিতে।

একত্রিংস অধ্যায় হইল নিরূপন ইহা নিত্য সাধুগন করিবে শ্রবন ॥

[১১৩খ এ কর্ম্ম বিপাক যোগ কাপীল মতেতে সনাতন বিরচিল তৃতিয় স্কন্ধেতে।

দ্বাব্বিংষ (?) অধ্যায় এই সংপুর্ন্ন হইল সাধু প্রীতিহেতু আত্মতত্ত বিরচিল।

ভক্তগণ ইহাতে করিবে সমাদর অপসব্দ বলিয়া তেজিবে হতাদর ॥

[১১৬খ তৃতিয় স্কন্ধেতে এ কাপিল উপাখ্যান তৃয়ত্রিংস অধ্যায় এ সনাতন গান ॥

রচনাকাল ও পুষ্পিকা,

ঋতু চন্দ্র কাল সশি সাক পরিমিতে পঙ্কজনিপতি বৈসে রূদ্রবাহনেতে।

শুক্ল পক্ষ তীথিতে দ্বাদশি নিরূপন হইল তৃতিয় স্কন্ধ সাঙ্গ নিরূপন ॥

সমাপ্তশ্চায়ং তৃতিয় স্কন্ধ ভাষাবন্ধ ॥ লিখিতং শ্রীমহাদেব দাস দত্ত সাকিন বারুআ পুরুষোত্তমপুর ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোষকঃ ভীমস্যাপী রনে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ১ প্রষ্টভঙ্গো কটীভঙ্গো তুলদৃষ্টিরধোমুখ দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েত ॥ মাহ আষাঢ় ১৫ সৃন ১১৮৫ অমলি সকাব্দা ১৭০০ সালে সমাপ্ত তেসাং ॥

১৯৮ ভাগবত (চতুর্থ স্কন্ধ)

সনাতন বিদ্যাবাগীশ

পুঁথিসংখ্যা ৯০৪ ; পত্র ৭৮ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২$\frac{3}{4}$" × ৫"। লিপিকাল আ. ১৭০০ শকাব্দ।

[৪খ চতুর্থ কন্ধেতে এই প্রথম অদ্ধ্যায় দাক্ষায়ন সনাতন রচিল ভাসায় ॥

[৬খ, ৭ক চতুর্থ স্কন্ধেতে এই দ্বিতয় অদ্ধ্যায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাসায় ॥

[৮খ চতুর্থ স্কন্ধেতে এই তৃতিয় অদ্ধ্যায় উমারুদ্র সম্ভাসন প্রাকৃত ভাশায়।

গোবিন্দচরন গতি দ্বিজ সনাতন বিরচিল ভাসাবন্ধে স্থনহ সর্জ্জন ॥

[১১ক চতুর্থ স্কন্ধেতে এই চতুর্থ অদ্ধ্যায় সতি মৃত্যু সনাতন রচিল ভাসায় ॥

[১৩ক চতুর্থ স্কন্ধেতে এই পঞ্চম অধ্যায় যজ্ঞধ্বংশ সনাতন রচিল ভাসায় ॥
[১৫খ শষ্ট অদ্ধ্যা চতুর্থ স্কন্ধেতে সমাপন রূদ্রের সান্তনা সনাতন বিরচন ॥
[১৯ক চতুর্থ স্কন্ধেতে এই সপ্তম অধ্যায় দক্ষজজ্ঞ সনাতন রচিল ভাসায় ॥
[২৩খ চতুর্থ স্কন্ধেতে হৈল অষ্টম অধ্যায় ধ্রুবতপ সনাতন রচিল ভাশায় ॥
[২৭ক, খ চতুর্থ স্কন্ধেতে এই নবম অদ্ধ্যায় ধ্রুবের চরিত্রবন্ধ হইল ভাষায়।
শ্রীকৃষ্ণ বন্দিয়া বিরচিল সনাতন ভাসা ভাগবত সাধু করহ শ্রবন ॥
[২৮খ চতুর্থ স্কন্ধেতে জক্ষ মায়ার বিধান দশম অদ্ধ্যায় দ্বিজ সনাতন গান ॥
[৩১ক চতুর্থ স্কন্ধেতে এই এগার অদ্ধ্যায় মনুবাক্য সনাতন রচিল ভাশায় ॥
[৩৩খ চতুর্থ স্কন্ধেতে এই দ্বাদশ অদ্ধ্যায় ধ্রুবকিত্তি সনাতন রচিল ভাষায়।
ভাসাবন্ধে ভাগবত করিল রচনা স্নেহ করি শ্রবন করহ সাধুজনা ॥
[৩৫খ তের অধ্যায়েতে অঙ্গ রাজার সন্ন্যাশ ভাসাবন্ধে সনাতন করিল প্রকাশ ॥
[৩৭খ, ৩৮ক চতুর্থ স্কন্ধেতে রাজা প্রথুর চরিতে নিশাদ উৎপত্তি চতুর্দ্দশ অধ্যায়েতে।
ভাগমত মতে কৃষ্ণ বন্দি অনুক্ষন ভাষাবন্ধে রচনা করিলা সনাতন ॥
[৩৯ক চতুর্থ স্কন্ধেতে এই প্রথুর চরিতে ভনে সনাতন পঞ্চদশ অদ্ধ্যায়েতে ॥
[৪০খ চতুর্থেতে প্রথু স্তব শোড়শ অধ্যায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাসায় ॥
[৪২খ ধরনি নিগ্রহ এই চতুর্থ স্কন্ধেতে সনাতন বিরচিল সতর অদ্ধাতে।
[৪৪ক চতুর্থ স্কন্ধেতে হৈল অঠার অদ্ধ্যায় ধরা দেহে সনাতন রচিল ভাসায় ॥
[৪৬ক চতুর্থ স্কন্ধেতে উনবিংশতি অধ্যায় প্রথুর বিজয় গিত হইল ভাষায় ॥
[৪৮ক চতুর্থ স্কন্ধেতে এই বিংশতি অদ্ধ্যায় প্রথুযজ্ঞ সনাতন রচিল ভাসায় ॥
[৫০খ, ৫১ক চতুর্থ স্কন্ধেতে একবিংশতি অদ্ধ্যায় প্রথু বাক্য সনাতন রচিলা ভাসায় ॥
[৫৪খ চতুর্থ স্কন্ধেতে হৈল বাইশ অধ্যায় কুমারোপদেশ এই প্রাকৃত ভাশায় ॥
[৫৬ক চতুর্থ স্কন্ধেতে ত্রিয়বিংশতি অধ্যায় প্রথুর চরিত্র হৈল প্রাকৃত ভাশায়।
কহে সনাতন ইহা সুন সাধুগন বিবুদ্ধ করিবে ইথে নিরূপিয়া মন ॥
[৬০খ চতুর্থ স্কন্ধেতে চতুর্ব্বিংশতি অদ্ধ্যায় রূদ্রগিতা সনাতন রচিলা ভাসায় ॥
[৬৩খ চতুর্থ স্কন্ধেতে পঞ্চবিংশতি অধ্যায় পুরঞ্জন উপাক্ষান হইল ভাষায় ॥
[৬৪খ চতুর্থ স্কন্ধেতে পুরঞ্জন উপাক্ষান ছব্বিস অদ্ধ্যায় বিপ্র সনাতন গান ॥
[৬৬খ চতুর্থ স্কন্ধেতে সপ্তবিংশতি অধ্যায় পুরঞ্জন উপাক্ষান রচিল ভাশায় ॥
[৬৯খ চতুর্থ স্কন্ধেতে পুরঞ্জন উপাক্ষান আঠাইস অধ্যায় হইলা সমাধান।
ভক্তিরসে রসিক জে হও সাধুজন ভনে সনাতন তবে করহ শ্রবন ॥
[৭৪খ চতুর্থ স্কন্ধেতে পুরঞ্জন উপাক্ষান একোনতিংসংতমে হৈল সমাধান ॥

[৭৭ক প্রচেতশ উপাক্কান চতুর্থ স্কন্ধেতে ত্রিংশ অদ্ধ্যা হৈলা সনাতন বিরচিতে ॥
[৭৮খ একত্রিংশ অদ্ধ্যায় এ চতুর্থ স্কন্ধেতে সনাতন বিরচিলা দেশভাশামতে ॥
বসু চন্দ্র ঋতু সসি সাক পরিমিতে নিবসেন পদ্মবন্ধু মিথুন রাসেতে।
সুক্ল পক্ষ বুধবার পঞ্চমি তিথিতে চতুর্থ স্কন্ধের ভাসা পুর্ন্ন কটকেতে।
কৃষ্ণানন্দতনয় তনয় সনাতন বিরচিল ভাসাবন্ধ ভক্তের কারন।
ভক্তিরসে রসিক জে সাধুজন হবে ইথে জে রহস্য আছে বিচারিয়া লবে ॥
ইতি শ্রীভাগবত্ত চতুর্থ স্কন্ধ সম্পুর্ন্ন ॥

১৯৯ ভাগবত (পঞ্চম স্কন্ধ)

সনাতন বিদ্যাবাগীশ

পুঁথিসংখ্যা ৯০৫ ; পত্র ৬১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২½"×৫"। লিপিকাল ১২২৯ সাল
[৪খ, ৫ক প্রথম অধ্যায়ে হৈল পঞ্চম স্কন্ধেতে প্রিয়ব্রত উপাক্ষাণ স্তবকৌসেতে।
রচিল প্রাকৃত ভাগবত্ত সনাতন সাধুগণ সমাদরে করহ শ্রবন ॥
[৭ক পঞ্চম স্কন্ধেতে হৈল অগ্নির বর্ন্নন দ্বিতিয় অধ্যায়ে বিরচিল সনাতন ॥
[৮খ ঋসভদেবের আবির্ভাব পঞ্চমেতে সনাতন বিরচিল তৃতিয় অধ্যাতে ॥
[১০ক পঞ্চমে ঋষভদেব চরিত্রবর্ন্নন চতুর্থ অধ্যায়ে বিরচিল সনাতন ॥
[১৩ক পঞ্চম স্কন্ধেতে এই পঞ্চম অধ্যায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায় ॥
[১৪খ অধ্যাএ হইল ষষ্ট পঞ্চম স্কন্ধেতে ঋষভচরিত্র সনাতন বিরচিতে ॥
[১৫খ ভরতচরিত্র এই পঞ্চম স্কন্ধেতে সপ্তম অধ্যায়ে সনাতন বিরচিতে ॥
[১৭খ ভরতচরিত্র এই অষ্টম অধ্যায় পঞ্চম স্কন্ধেতে হৈল প্রাকৃত ভাষায়।
জেষ্ঠ নন্দতনয় তনয় সনাতন রচনা করিলা সাধুজনের কারণ ॥
[১৯খ পঞ্চম স্কন্ধেতে হৈল নবম অধ্যায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায় ॥
[২২ক পঞ্চম স্কন্ধেতে এই দসম অধ্যায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায় ॥
[২৩খ পঞ্চম স্কন্ধেতে দ্বিজ রভুগণ কথা এগার অধ্যাএ হৈল ভাষাবন্ধ গাঁথা।
সনাতন রচন সজ্জন পান কর সাধু হৈলে ইথে নিত্য করিবে আদর ॥
[২৫ক পঞ্চম স্কন্ধেতে এই দ্বাদস অধ্যায় দ্বিজ রভুগণ কথা রচিল ভাষায় ॥
[২৬খ তৃয়োদস অধ্যাএ যে পঞ্চম স্কন্ধেতে সনাতন বিরচিলা দেশভাষাএতে ॥
[৩০ক, খ পঞ্চম স্কন্ধেতে ভরত উপাক্কান চতুর্দ্দস অধ্যাএতে সনাতন গান ॥
[৩১খ প্রিয়ব্রত বংশানুবর্ন্নন পঞ্চমেতে ভাষাবন্ধে হৈল পঞ্চদশ অধ্যাএতে ॥
[৩৪ক পঞ্চমে ভুবনকোষ করিল বর্ন্নন যোড়স অধ্যায়ে বিরচিল সনাতন ॥

[৩৬ক শঙ্কর্ষন স্তু[তি] এই পঞ্চম স্কন্ধেতে সনাতন কৃত সপ্তদস অধ্যাএতে ॥
[৪০খ পঞ্চমে ভুবনকোশে বর্শদেব স্তুতি অষ্টাদশে সনাতন রচিল সংপ্রতি ॥
[৪৩ক, খ পঞ্চম স্কন্ধেতে জম্বুদ্বিপের বর্ন্নন উনবিংশ অদ্ধ্যায় রচিল সনাতন ॥
[৪৭ক পঞ্চম স্কন্ধেতে এই বিংসতি অধ্যায় সনাতন বিরচিল ভুগোল ভাশায় ॥
[৪৮খ পঞ্চম স্কন্ধেতে একবিংশতি অধ্যায় সূর্য্যরথ সনাতন রচিল ভাশায় ॥
[৫০ক পঞ্চম স্কন্ধেতে জ্যোতিশ্চক্রের বর্ন্ননা দ্বাবিংশ অধ্যায় সনাতনের বর্ন্ননা ॥
[৫১খ পঞ্চম স্কন্ধেতে তৃয়োবিংশতি অধ্যায় শিসুমার চক্রস্থিতি প্রাকৃত ভাষায়।
সনাতন বিরচিলা সাধুগন হিতে শ্রবনে কৃতার্থ হয় প্রানি এ ভাবেতে ॥
[৫৪খ পঞ্চম স্কন্ধেতে চতুর্বিংশতি অধ্যায় সপ্ত পাতালের স্থিতি বলিল ভাসায় ॥
[৫৬ক পঞ্চম স্কন্ধেতে পঞ্চবিংশতি অধ্যায় শঙ্কর্শন মাহাত্মেয়ে রচিল ভাষায় ॥
[৬১ক পঞ্চম স্কন্ধেতে হৈল নরক বর্ন্নন ষড়বিংশ অদ্ধায় বীরচিল সুনাতন ॥

রচনাকাল ও পুষ্পিকা,

ভাসায় পঞ্চম স্কন্ধে সমাপ্ত হইল সুজন সভায় বিনয়েতে নিবেদিল।
গজ সশি রস চন্দ্র সাক পরিমিতে কমলিনিপতি বৈশে বৃশ্চিক রাসেতে।
কৃষ্ণ চতুর্দ্দসি তিথি উসনা বাসরে সমাপ্ত রচনা হৈল দ্বিতিয় প্রহরে।
গোবিন্দ গিরিস গৌরি গিরিজানন্দনে সমভাব দেখি জেই এই দেবগনে।
সেই কৃষ্ণভজন রশের সুখ পায় ভেদবুদ্ধি করে জেবা ভুলি বলি তায়।
কৃষ্ণতত্ত জানিতে জে করয়ে বাসনা এই গ্রন্থ সাদরে সুনুক সেই জনা।
শ্রবন করিয়া পুন করে ব্যবসায় তবে সে শ্রীকৃষ্ণতত্ত পদ ইথে পায়।
কৃষ্ণ জিব কৃষ্ণ শিব কৃষ্ণ চরাচর কৃষ্ণময় সংশার বুঝিল অতঃপর।
উপাধিবশেতে নানা রূপ তিনি হন কেবল জানিহ ভক্ত ভজন কারন ॥

ইতি শ্রীভাগবত পঞ্চম স্কন্ধ ॥ ১০ হি মাহ আস্বীন সন ১২ স ২৯ সাল রোজ রবিবার দ্বিতিয় প্রহরে হৈলা সম্পূর্ন্ন ॥ হরির্ন্নাম হরির্ন্নাম হরির্ন্নামৈব কেবলং কলৌ নাস্তেব ৩ গতিরং অথা ॥

২০০ ভাগবত (ষষ্ঠ স্কন্ধ)

সনাতন বিদ্যাবাগীশ

পুঁথিসংখ্যা ৯০৬; পত্র ৫১; অখণ্ডিত; আকার ১২১/২"×৫"। লিপিকাল ১২২৯ উমলি সাল।

[৫ক বিষ্ণু জমপুরুস সম্বাদ সষ্ঠ স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে হৈল দেশভাশাবন্ধে ॥
[৭খ ষষ্টম স্কন্ধেতে এই দুতিয় অদ্ধ্যায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাসায় ॥

[১০ক ষষ্টম স্কন্ধেতে হৈল ত্রীতিয় অধ্যায় জমদুত সম্বাদ এ হইল ভাসায় ॥
[১২ক ষষ্টম স্কন্ধে হৈল চতুর্থ অদ্ধ্যায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাশায় ॥
[১৬ক ষষ্টম স্ক[ন্ধে] এই হৈল পঞ্চম অদ্ধ্যায় দক্ষ নারদের সাপ হইল ভাসায় ॥
[১৮খ সষ্টম স্কন্ধে এই ষষ্ট অদ্ধ্যায় হইল দেশভাশবন্ধে সনাতন বিরচিল ॥
[২০খ ষষ্ট স্কন্ধে পুর্ন্ন হৈল সপ্তম অধ্যায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাসায় ॥
[২৩ক নারায়ন ধর্ম্মপদেসে সনাতন অষ্টম অধ্যায়েতে করিলা বিরচন ॥
[২৭ক সষ্ট স্কন্ধে হৈল এই নবম অধ্যায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাসায় ॥
[২৯ক ষষ্ট স্কন্ধে হৈল এই দসম অধায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাসায় ॥
[৩১ক, খ সষ্ট স্কন্ধে বৃত্রবধ এগার অধ্যায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায় ॥
[৩৩খ ষষ্ট স্কন্ধে বেত্রবধ দ্বাদশ অধায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায় ॥
[৩৫ক ষষ্ট স্কন্ধে ইন্দ্রজয় অধ্যা ত্রয়োদশ সনাতন বিরচিল সঙ্গিত সরস ॥
[৩৮খ সষ্ট স্কন্ধে চিত্রকেতু চরিত্র বর্ন্নন চতুর্দ্দশ অধ্যায় রচিল সনাতন ॥
[৪০ক ষষ্ট স্কন্ধে চিত্রকেতু সকোপ রোদন পঞ্চদশ অধ্যায়ে রচিল সনাতন ॥
[৪৪ক রচনা হইল এই সোড়স অধ্যায় বিপ্র সনাতন ভনে প্রাকৃত ভাশায় ॥
[৪৬খ ষষ্ট স্কন্ধে চিত্রকেতু উপাক্ষান হৈল সতর অদ্ধ্যায় সনাতন বিরচিল ॥
[৫১ক ষষ্ট স্কন্ধে মরুত উৎপতি অষ্টাদশে সনাতন বিরচিল সঙ্গিত সরশে ॥
[৫৩ক ব্রত আচরিল দ্বিতি,তাহা ত কহিল এইখানে ষষ্ট স্কন্ধ সমাপ্ত হইল ॥
ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরানেতে ষষ্ট স্কন্ধ এক উনবিংশতি অধ্যাতে।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ প্রাকৃত ভাশায় সনাতন বিরচিল সাধুর সভায় ॥

॥ শ্লোক ॥ প্রেষ্টভঙ্গ কটি গ্রিবা তুল্য দ্রষ্ঠ অধোমুখ। দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ ॥ ইতি সমাপ্তাশ্চায়ং গ্রন্থং লোকানাং শোকহারকং॥ লিখিতং শ্রীরামপ্রসাদ দাস বসু। শ্রীল শ্রীযুৎ শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশএর মনোনিত হৈল: এ পুস্তক মোকাম কিল্লে খোরদাতে। লিপি সমাপ্ত করিলাঙ: ৩ হি মাহ পৌস: রোজ রবিবার: সন ১২ স ২৯ স অমলি। শ্রীহরিশরনং ॥ ইতি ॥

২০১ ভাগবত (সপ্তম স্কন্ধ)

সনাতন বিদ্যাবাগীশ

পুঁথিসংখ্যা ৯০৭; পত্র ৬০; অখণ্ডিত; আকার ১২$\frac{1}{2}$"×৫$\frac{1}{2}$"। লিপিকাল ১৭০০ শকাব্দ।

[৫খ যুধিষ্ঠির নারদ সম্বাদ সপ্তমেতে সনাতন বিরচিলা প্রথম অধ্যাতে ॥

[১০খ সপ্তম স্কন্ধেতে হৈল দ্বতিয় অধ্যায় সনাতন বিরচিলা প্রাকৃত ভাষায় ॥
[১৩ক, খ সপ্তম স্কন্ধেতে হৈল তৃতিঅ অধ্যায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায় ॥
[১৭ক সপ্তম স্কন্ধেতে এই চতুর্থ অধ্যায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায় ॥
[২৩ক প্রহ্লাদচরিত্র এই সপ্তম স্কন্ধেতে সনাতন বিরচিল পঞ্চম অধ্যাতে ॥
[২৫খ প্রহ্লাদচরিত্র এই সপ্তম স্কন্ধেতে সনাতন বিরচিলা ষষ্ঠ অধ্যায়েতে ॥
[২৯খ সপ্তম স্কন্ধেতে এই দৈত্যানুশাষন সপ্তম অধ্যায় বিরচিলা সনাতন ॥
[৩৫ক সপ্তম স্কন্ধেতে এই প্রহ্লাদ চরিত অষ্টম অধ্যায় সনাতন বিরচিত ॥
[৩৯খ, ৪০ক সপ্তম স্কন্ধেতে এই নবম অধ্যায় সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায় ॥
[৪৪খ সপ্তম স্কন্ধেতে এই ত্রিপুরবিজয় দশম অধ্যায় রামতনুজ তনয় ॥
[৪৬খ, ৪৭ক সদাচার নিন্নর্য় এ সপ্তম স্কন্ধেতে সনাতন বিরচিল এগার অধ্যাতে ॥
[৪৮খ সপ্তম স্কন্ধেতে এই আশ্রম লক্ষন দ্বাদস অধ্যায় বিরচিল সনাতন ॥
[৫২ক সপ্তম স্কন্ধেতে তৃয়োদস অধ্যা হৈল জতিধর্ম্ম সনাতন বিপ্র বিরচিল ॥
[৫৫ক চতুর্দ্দশ অধ্যায় যে সপ্তম স্কন্ধেতে সনাতন বিরচীলা দেসভাষা মতে ॥
[৬০খ ভাষা ভাগবত এই সুধাতরঙ্গিনি পরমহংসি সংহিতার অর্থবিলাসিনী ।
শ্রবণে অশেষ জন্ম কলুসনাসিনী অর্থজলস্নানে কৃষ্ণভক্তি বিবর্দ্ধিনি ।
সপ্তম স্কন্ধেতে পঞ্চদস অধ্যা হৈল প্রাকৃত চরিত সনাতন বিরচিল ।
সংপ্রতি সপ্তম স্কন্ধ সম্পুর্ন্ন হইল সবিনয়ে সাধু সভাক্কারে নিবেদিল ॥

পুষ্পিকা,

কলষে সরসিরুহ বিকাসিনি রসে শুক্লপক্ষ তিথি ষষ্টিমঙ্গল দিবসে ।
দ্বিতিয় প্রহরে পুর্ন্ন হৈল মুনি স্কন্ধ কৃষ্ণানন্দতনুজ তনুজ ভাষাবন্ধ ।
পুর্ব্বস্কন্ধে সকাব্দ আছএ নিরূপন পুনরপি এ হেতু না করিল রচন ॥

সুভমস্তু সর্ব্ব জগতাং ॥ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো জয়তি ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোষকঃ। ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। প্রষ্ট ভঙ্গো কটী ভঙ্গো তুল দৃষ্টিরধোমুখ ॥ দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েত ॥ লিখীতং শ্রীমহাদেব দাস দত্ত সাকিন বারুয়া পুরুষোত্তমপুর ৩১ হিঁ মাহ আষাঢ়স্য ১১৮৫ অমলি শুভমস্ত্ত সকাব্দা ১৭০০ সালে সমাপ্ত ॥ শ্রীগুরুগোপাল সদা স্বহায় ॥ শ্রীসরশ্বতী চরনে মম শরনং ॥

২০২ ভাগবত (অষ্টম স্কন্ধ)

সনাতন বিদ্যাবাগীশ

পুঁথিসংখ্যা ৯০৮ ; পত্র ৭৫ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২২/২"×৫১/২"। লিপিকাল ১৬৯৯ শকাব্দ।

[৪ক অষ্টম স্কন্ধেতে মন্বন্তরানুবর্ন্নন প্রথম অধ্যায় বিরচিল সনাতন ॥

[৭ক ভাগবত পুরানেতে অষ্টম স্কন্ধের মতে গজেন্দ্রমোক্ষন উপাখ্যান
দ্বিতিয় অধ্যায় হৈল সনাতন বিরচিল সাধুগন কর অবধান ॥

[১০ক অষ্টম স্কন্ধেতে এই তৃতিয় অধ্যায় গজেন্দ্রমোক্ষন হৈল প্রাকৃত ভাষায় ॥

[১২খ অষ্টম স্কন্ধেতে এই গজেন্দ্রমোক্ষন চতুর্থ অধ্যায় বিরচিলা সনাতন ॥

[১৬ক অষ্টম স্কন্ধেতে এই সুধা মথনেতে পঞ্চম অধ্যায় সনাতন বিরচিতে ॥

[১৯ক,খ অষ্টম স্কন্ধেতে এই অমৃত মথন ভাষাবন্ধে বিরচিলা বিপ্র সনাতন।
সষ্ঠ অধ্যায়েতে হৈল সুধাতরঙ্গনী সর্জ্জন বিষয় ভবসন্তাপভঙ্গিনী ॥

[২৩ক,খ অষ্টম স্কন্ধেতে এই অমৃত মথনে সপ্তম অধ্যায় বিরচিল সনাতনে ॥

[২৭ক অষ্টম স্কন্ধেতে মায়াকামিনি বর্ন্নন অষ্টম অধ্যায় বিরচিল সনাতন ॥

[২৯খ অষ্টম স্কন্ধেতে সুধ[া] মথন বর্ন্নন নবম অধ্যায় বিরচিলা সনাতন ॥

[৩৪ক অষ্টম স্কন্ধেতে এই দেবাসুর রন দসম অধ্যায় বিরচিল সনাতন ॥

[৩৭খ অষ্টম স্কন্ধেতে দেবাসুরের সংগ্রাম একাদশ অধ্যাতে রচিল ঘনরাম ॥

[৪১খ নারায়ন শঙ্কর সম্বাদ অষ্টমেতে সনাতন বিরচিলা দ্বাদস অধ্যাতে ॥

[৪৩খ অষ্টম স্কন্ধেতে মন্বন্তরানুবর্ন্নন ত্রয়োদশ অধ্যাতে রচিল সনাতন ॥

[৪৪খ চতুর্দ্দস অধ্যায় হইল অষ্টমেতে সনাতন বিরচিলা দেসভাষা মতে ॥

[৪৭ক অষ্টমেতে পঞ্চদস অধ্যায় হইল গোবিন্দ ভাবিয়া সনাতন বিরচিল ॥

[৫১খ কস্যপ অদ্বিতি কথা অষ্টম স্কন্ধেতে সনাতন বিরচিলা ষোড়স অধ্যাতে ॥

[৫৩খ ইশ্বরের অবতার অষ্টম স্কন্ধেতে ভনে সনাতন সপ্তদস অধ্যায়েতে ॥

[৫৬খ বৈরোচন বামন সম্বাদ অষ্টমেতে ভনে সনাতন অষ্টাদশ অধ্যাএতে ॥

[৬০ক অষ্টম স্কন্ধেতে এই বামন চরিতে ভনে সনাতন উনবিংশ অধ্যায়েতে ॥

[৬৩ক বিশ্বরূপ দরসন অষ্টম স্কন্ধেতে সনাতন বিরচিল বিংসতি অধ্যাতে ॥

[৬৫খ অষ্টম স্কন্ধেতে বলি নিগ্রহ হইল একবিংস অধ্যা সনাতন বিরচিল ॥

[৬৮খ অষ্টম স্কন্ধেতে হৈল বলির মোক্ষন দ্বাবিংষ অধ্যায় বিরচিল সনাতন ॥

[৭০খ অষ্টম স্কন্ধেতে মায়া বামন চরিতে ভনে সনাতন ত্রিয়োবিংস অধ্যায়েতে ॥

[৭৫খ অষ্টম স্কন্ধেতে ভাষা ভাগবত মতে   মৎস মনু কথা চতুর্ব্বিংস অধ্যাএতে।
সাধুগন হিতে বিরচিল সনাতন   পুন্ন হৈল অষ্টম স্কন্ধের বিবরন ॥

পুষ্পিকা,

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকে নাস্তি দোসকঃ। ভীমস্যাপী রনে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম প্রষ্ঠ ভঙ্গো কটী ভঙ্গো তুল দৃষ্টিরধোমুখঃ। দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবং পরিপালয়েত॥ লিখীতং শ্রীমহাদেব দাস দত্ত সাকীন বারুআ পুরুসোত্তমপুর মাহ বৈসাখ ৩ হি৺ রবিবার প্রতিপদ তিথৌ সন ১১৮৫ অমলি শকাব্দ ১৬৯৯॥

২০৩ ভাগবত (নবম স্কন্ধ)

সনাতন বিদ্যাবাগীশ

পুঁথিসংখ্যা ৯০৯; পত্র ৮৬; অখণ্ডিত; আকার ১২½"×৫½"। লিপিকাল আ. ১৭০০ শকাব্দ।

[৪ক ঐল উপাখ্যান এই নবম স্কন্ধেতে   সনাতন বিরচিল প্রথম অধ্যাতে॥
[৬খ, ৭ক নবম স্কন্ধেতে হৈল দ্বিতিয় অধ্যায়   বিরচিল সনাতন প্রাকৃত ভাষায়॥
[১০খ নবম স্কন্ধেতে হৈল তৃতিয় অধ্যায়   সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায়॥
[১৬ক] নবম স্কন্ধেতে এই চতুর্থ অধ্যায়   অম্বরিষ উপাখ্যান হইল ভাষায়॥
[১৮ক পঞ্চম অধ্যায় নবমেতে নিরূপম   অম্বরিষচরিত্র ভানিল সনাতন॥
[২৩ক নবম স্কন্ধেতে শৌভরির উপাখ্যান   ষষ্ঠ অধাএতে বিপ্র সনাতন গান॥
[২৫ক নবম স্কন্ধেতে হৈল সপ্তম অধ্যায়   হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান রচিল ভাষায়॥
[২৭ক, খ নবম স্কন্ধেতে হৈল অষ্টম অধ্যায়   সগরচরিত্র এই প্রাকৃত ভাষায়॥
প্রাকৃত এ ভাগবত সুধাতরঙ্গীনি   সনাতন বিরচিল সর্জ্জনপাবিনী॥
[৩১ক নবম স্কন্ধেতে হৈল নবম অধ্যায়   সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায়॥
[৩৬খ নবম স্ক[ন্ধে]তে হৈল দসম অধ্যায়   ভনে সনাতন রামচরিত্র ভাষায়॥
[৩৯খ নবম স্কন্ধেতে একাদস অধ্যাএতে   সনাতন বিরচিলা শ্রীরামচরিতে॥
[৪১ক নবম স্কন্ধেতে হৈল দ্বাদস অধ্যায়   সুর্য্যবংস সনাতন রচিল ভাষায়॥
[৪৩খ নবম স্কন্ধেতে ত্রয়োদস অধ্যায়েতে   সুর্য্যবংস ভনে সনাতন বিরচিতে॥
[৪৭খ নবম স্কন্ধেতে ঐল চরিত্র বর্ন্নন   চতুর্দ্দস অধ্যায় রচিলা সনাতন॥
[৫১খ পঞ্চদস অধ্যায় নবম স্কন্ধ মতে   হৈহয় অর্যুন বধ বর্ন্নিল ভাষাতে॥
[৫৪খ নবম স্কন্ধেতে বিস্বামিত্রের বর্ন্নন   ষোড়স অধ্যায় বিরচিল সনাতন॥
[৫৬ক ক্ষত্র বৃদ্ধ বংস এই নবম স্কন্ধেতে   ভনে সনাতন সপ্তদস অধ্যায়েতে॥

[৬২খ নবম স্কন্ধেতে হৈল যজাতি বর্ন্নন অষ্টাদস অধ্যায় রচিল সনাতন ॥

[৬৪খ, ৬৫ক যজাতিচরিত্র এই নবম স্কন্ধেতে ভনে সনাতন উনবিংষতি অধ্যাতে ॥

[৬৯ক ভরথচরিত্র এই নবম স্কন্ধেতে সনাতন বিরচিল বিংসতি অধ্যাতে ॥

[৭২ক নবমেতে ভরথবংশের বিবরন একবিংষ অধ্যায় রচিল সনাতন ॥

[৭৬খ বৃহদ্রথ বংসের বর্ন্নন নবমেতে দ্বাবিংষ অধ্যায় সনাতন বিরচিতে ॥

[৮০খ সেই স্বসা সতিরে সে বিবাহ করিল ত্রয়োবিংষ অধ্যায় নবমে সমাপিল ॥

[৮৬ক, খ শ্রীল ভাগবত মহাপুরান বিদিত সংহিতা পরমহংশী ব্যাশ বিরচিত।

জদুবংশ রচন চতুর্বিংশতি অদ্ধ্যায় হইলা নবম স্কন্ধ প্রাকৃত ভাষায়।

গগন যুগল ঋতু সমুদ্র কুমার সাক পরিমিতে বিরবিক্রম রাজার।

ধনঞ্জয় জানে সপ্ত সৈন্ধব সোওার অস্ব নিমেশেতে চন্দ্র করেন বেহার।

ভ্রগুজ বাসরে তিথি পতিপদি দিনে নবমের ভাসাবন্ধ পুর্ন্ন স্থভক্ষনে।

কলিকতা ঘোসাল বংশে কৃষ্ণানন্দ তাঁর পুত্র ভুবনবিদিত রামচন্দ্র।

তাঁহার মদ্ধম পুত্র করি শিস্থলিলা ভাসা ভাগবত বিদ্ধাবাগিস রচিলা ॥

জথা দ্রষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসকঃ ভিমস্যাপি রনো ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥ ইতি শ্রীভাগবত মহাপুরান নবম স্কন্ধ সমাপ্ত হৈলা ॥ এই সমাপ্ত হৈলা ॥

২০৪ ভাগবত (চতুর্থ স্কন্ধ)

সনাতন বিদ্যাবাগীশ

পুঁথিসংখ্যা ৯১১ ; পত্র ৪৬ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২ $\frac{3}{8}$" × ৫ $\frac{3}{8}$"। লিপিকাল ১১৯৮ সাল। ভনিতাংশ ৯০৪ সংখ্যক পুঁথির অনুরূপ।

রচনাকাল ও পুষ্পিকা,

[৪৬খ বসু চন্দ্র ঋতু শশী শকে পরিমিতে নিবসেন পদ্মবন্ধু মিথুন রাসিতে।

শুক্লপক্ষ বুধবার পঞ্চমী তিথিতে চতুর্থ স্কন্ধের ভাসা পূর্ন্ন কটকেতে।

কৃষ্ণানন্দতনয়তনয় সনাতন বিরচিল ভাসাবন্দে ভক্তের কারণ।

ভক্তিরসে রসিক জে সাধুগণ হবে ইথে জে রহস্য আছে বিচারিয়া লবে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধ সমাপ্ত ॥ লিখিতং শ্রীগোপীনাথ দাস ঘোষ ॥ সাং বাঙ্গালা শ্রীযুৎ মাতুল দর্পনারায়ণ দত্তজার পঠনার্থে ॥ হস্তি টলতি পাদেণ জিহ্বা টলতি পণ্ডিত। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ ইতি সন ১১৯৮ সাল তারিখ ১৬ অস্বীন ॥

২০৫ ভাগবত (পঞ্চম স্কন্ধ)

সনাতন বিদ্যাবাগীশ

পুঁথিসংখ্যা ৯১২ ; পত্র ৫৪ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২১/২"×৫"। লিপিকাল সন ১২৩০ সাল। ভনিতাংশ ৯০৫ সংখ্যক পুঁথির অনুরূপ।

রচনাকাল ও পুষ্পিকা,

[৫৪খ ভাষায় পঞ্চম স্কন্ধে সমাপ্ত হইল সজ্জন সভায় বিনয়েতে নিবেদিল।
গজ সশি রস চন্দ্র সাক পরিমিতে কমলিনিপতি বৈশে বৃশ্চিক রাশেতে।
কৃষ্ণ চতুর্দ্দশি তিথি উসনা বাসরে সমাপ্ত রচনা হৈল দ্বিতিয় প্রহরে।
গোবিন্দ গিরিশ গৌরি গিরিজানন্দনে সমভাব দেখে জেই এই দেবগনে।
সেই কৃষ্ণভজন রশের সুখ পায় ভেদবুদ্ধি করে জেবা ভুলি বলি তায়।
কৃষ্ণতত্ব জানিতে জে করয়ে বাসনা এই গ্রন্থ সাদরে সুনুক সেই জনা।
শ্রবন করিয়া পুন করে ব্যবসায় তবে সে শ্রীকৃষ্ণতত্ব পদ ইথে পায়।
কৃষ্ণ জিব কৃষ্ণ শিব কৃষ্ণ চরাচর কৃষ্ণময় সংশার বুঝিল অতঃপর॥
উপাধি বসেতে নানা রূপ তিনি হন কেবল জানিহ ভক্ত ভজন কারন॥

ইতি॥ শ্লোক॥ গনেশ গিরিজা বিষ্ণু মাতরো দেব শঙ্কর॥ শ্রীদুর্গা সারদা দেবি চিত্রগুপ্ত নমস্তুতে॥ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ॥ সিবস্তেসাং সদাস্তেসাং জেসাং কৃষ্ণপদে মতি॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপৌরান পঞ্চম স্কন্ধ লিপি সমাপ্ত হৈলা॥ ইতি তাং মাহ ভাদ্রর রোজ রবিবার সায়ংকালে এ শ্রীভাগবত পঞ্চম স্কন্ধ খোরদা মোকামে শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয়ের মনোনিতে এ পুস্তক ত্বদ্বিয় শ্রীরামপ্রসাদ দাস বোস ইহা লিখিয়া বিশ্রাম দিলাঙ সন ১২৩০ সালে কিন্তু এক নিবেদন বক্তা ঠাকুরমহাশয়দিগে আমার শতং কোটি নমস্কার॥ আমার দোশাদোশ ক্ষমা করিবা॥ শ্লোক॥ প্রিষ্ঠ ভঙ্গ কটি গ্রিবা তুল্য প্রষ্ঠ অধোমুখং॥ দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ॥ শ্রীসুভমস্তু॥

সনাতন বিদ্যাবাগীশের ভাগবত প্রসঙ্গে সিউরী-রতন-লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ৺শিবরতন মিত্র মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য (দ্র. পরিশিষ্ট 'খ')।

২০৬ মঙ্গলচণ্ডীর পূজাপদ্ধতি (সং)

মহাদেব বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য

পুঁথিসংখ্যা ৮৮২ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৮"×১৩"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

নমো মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ ॥ অথ মঙ্গলচণ্ডিকা পূজাবিধিঃ ॥ কৃত নিত্যক্রিয়ো যজমানঃ পবিত্র পানিরাচান্তঃ কুশাশনাদ্যুপবিষ্টঃ কর্ত্তা গুরুং সম্পূজ্য। ব্রাহ্মণান স্বস্তি বাচয়িত্বা উদঙমুখঃ সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ ওঁ তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি ওঁ সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি পঠিত্বা ওঁ তৎসদিত্যুচ্চার্য্য ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শূদ্রশ্চে দাসঃ সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক দীর্ঘায়ুষত্ব বিপুলৈশ্বর্য্য সন্তত্যাদি সকলাভীষ্টসিদ্ধি-কামঃ শ্রীমঙ্গলচণ্ডিকা প্রীতিকামো বা যথাশক্তি গনেশাদি নানা দেবতা পূজাপূর্ব্বক শ্রীমঙ্গল-চণ্ডিকা জগৎস্থষ্ট্যাদি শ্রীপতি দত্ত স্বর্গারোহন পর্য্যবসানরূপ শ্রীমঙ্গলচণ্ডিকা মাহাত্ম্যপ্রকাষক শ্রীমঙ্গলকাখ্য গীতং যথা প্রচরদ্রূপং তৌর্য্যত্রিক বিধিনা গায়কমহং গাপয়িস্থে পরগামি ফলেতু গাপয়িষ্যামীতি বিশেষঃ। স্মার্ত্তাস্ত গীতবাদিত্রোপচারৈ মঙ্গলচণ্ডিকাং পূজয়িস্থে ইতি পূজায়াঃ প্রাধান্যমাহুঃ। কেচিত্তু নৃত্যগীতাদিভি মঙ্গলচণ্ডী বহিত্রোত্তোলনমহং করিস্থে ইতি সঙ্কল্পয়ন্তি তন্তমাবিধং সঙ্গতমতব্রতিন্মেঙ্গাঙ্গিভাব বিরোধাৎ পূর্ব্বাঙ্গীকরণে পূজাপূর্ব্বকেত্যনন্তরং অমুক কামসিদ্ধার্থ প্রাগঙ্গীকৃত মঙ্গলচণ্ডিকা পূজেত্যাদি সপ্রংযোজ্যং। সর্ব্বাপৎ সান্তিকাম ইতি পর্য্যন্তং দেয়ং ন তদানীং কামনায়াঃ সিদ্ধত্বাৎ ॥ ততোদ্বেদিভেদে সঙ্কল্পশূক্তং পঠেৎ ॥ এবং দেবীমাহাত্ম্য পাঠস্য যথাশক্তি পাঠাবৃত্তিং সঙ্কল্পয়েৎ। স্বয়ং পূজাদ্য শক্ত্যৌ ব্রাহ্মণান বৃনুয়াৎ ॥ ততো গায়কং বরয়েৎ বরণানুষ্ঠানক্রমেনাভ্যর্চ্য এতন্মঙ্গল বাসরমারভ্যাগামি মঙ্গল বাসরং যাবৎ জগৎ স্থষ্ট্যাদীত্যাদি সঙ্কল্পিত গান কর্ম্মনি গায়কত্বেন ভবন্ত ২ অমুক গোত্র-মমুক দেবশর্ম্মানং বৃণে। ততো বৃতোহস্মীত্যাদি ॥ ততোহস্ত্রায় ফড়িতি দ্বারদেশং প্রোক্ষ্য গণেশাদি দ্বারদেবতাঃ সম্পূজ্য উক্ত শ্রী...দ্বারস্থিয়ৈ নমঃ অধঃ হ্রিঁ হেন্যৈ নমঃ। ততো ভূতান সম্পূজ্য মাষভক্ত বলিং দত্বা ওঁ অপসপ নিত্বত্যাদি মন্ত্রৈর্ভূতানপসারয়েৎ ॥ ততঃ বাস্তপুরুষং সম্পূজ্য আশনশুদ্ধিং বিধায় উপবিশ্য বামে ওঁ গুরুভ্যাং নম ইত্যাদি দক্ষিণে গণেশায় নম ইত্যাদি পৃষ্ঠে ওঁ রুদ্রায় নমঃ মধ্যে ওঁ মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ ইতি নমস্কৃত্য ভূতশুদ্ধিং মাতৃকান্যাসং যথোক্তং কৃত্বা ঋষ্যাদি ন্যাসং কুর্য্যা তথা ॥ সম্মোহন ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মঙ্গলচণ্ডিকা দেবতা মম সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধৌ বিনিয়োগঃ। শিরোমুখ হৃদয়েষু ন্যসেৎ ॥ এবং সামান্য করাঙ্গ ন্যাসৌ কুর্য্যা ততো হ্রীং বীজেন প্রাণায়ত্রয়ং কৃত্বা আত্ম-হৃদয়ে আধারশক্তয়ে নম ইত্যাদি পীঠন্যাসং হেসাঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাশনায় নমঃ ইত্যন্তং ন্যস্য। ততঃ পারিজাত বণে রম্যে ইত্যাদি ধ্যাত্বাত্মানং দেবীরূপং বিচিন্ত্য যথোক্তক্রমে নার্ঘ্যং সংস্থাপ্য তজ্জলেনাত্মানং পূজোপকরনাদিমভ্যুক্ষত পঞ্চদেবতা নবগ্রহ দশদিকপালান আধারশক্ত্যাদীশ্চ সম্পূজ্য পূর্ব্বস্থাপিত দেবীঘটে প্রতিমায়াস্বা সুগন্ধি চন্দন রক্তচন্দনাক্ত বিল্লপত্র নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প রক্তবর্ণ পুষ্পানিকর কচ্ছপিক মুদ্রমানীত্বা যুদিধ্যায়েৎ যথা ॥ পারিজাত বণে রম্যে নানা পুষ্প বিভূষিতে। সিংহ পদ্মাশনা সৌম্যা জটামুকুটমণ্ডিতা।

শূলাক্ষ শূত্রবরদ কমণ্ডলুধরা পরা। চতুর্ভুজা সুস্মিতাস্যা সর্ব্বাভরনভূষিতা। তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা সুপ্রতিষ্ঠা সুলোচনা। এতদ্রূপং ত্রিলোকেষু স্তুয়মানং নিবেশয়েৎ। যেষা ললিত-কান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা। বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভূজা গৌরদেহিকা। রক্তপদ্মাশস্থা চ মুকুটত্রয়মণ্ডিতা। রক্তকৌষেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা। নব যৌবন চার্ব্বাঙ্গী ললিত-প্রভা॥ ইতি ধ্যাত্বা মনসা দেব্যা মোনৌ পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা ঘটে আবাহয়েৎ নবপ্রতিমাচেৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রেঃ প্রতিষ্ঠাং সম্পন্না বিধায়া বাহ্য ষোড়শোপচারৈর দুর্গাপূজোক্ত মন্ত্রৈঃ ক্রমেন পূজয়েৎ দেয়মর্চ্চিতং কৃত্বা সম্প্রদান শ্রীমঙ্গলচণ্ডিকাঞ্চ সম্পূজ্য সর্ব্বং দেয়মিতি॥ ততঃ ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য। ওঁ চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ ধীমহি। তন্নো গৌরি প্রচোদয়াৎ। ইতি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্যাৎ। অগ্ন্যাদি কোণে বিশেষঃ। লক্ষ্মে সুবর্ণবর্ণায়ৈ চতুর্ভুজায়ৈ বরপদ্ম যুগাভয়ধারিন্যৈ সুবর্ণ বর্ণায় শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণে হরয়ে। পাশাঙ্কুশ বরাভয়ধারিন্যৈ রক্তবর্ণায়ৈ গৌর্য্যৈ। মৃগটঙ্কাভয়বরধরায় সুবর্ণ বর্ণায় শিবায়। নীলোৎপল করায়ৈ শান্তায়ৈ রক্তবর্ণায়ৈরত্যৈ। পাশাঙ্কুশ ধনুঃ পুষ্পবাণধরায় কামদেবায়। দেব্যা দক্ষিণ পার্শ্বে শঙ্খায় নিধায় বামপার্শ্বে পদ্মায় নিধয়ে। পূর্ব্বাদি পদ্মদলমূলে লক্ষ্মী সরস্বতী প্রীতী কীর্ত্তি কান্তি শান্তি শুষ্মা। ততো ব্রাহ্ম্যাদ্য ষট শক্তীঃ পূজয়েৎ কেচিৎ অনঙ্গপূর্ব্বাঃ কুশুমাকুশু মাতুরা মদনা মদনাতুরা গগনরেখা গগনবাসিনীঃ পূজয়েৎ। এব জয়ন্ত্যাদীঃ পূজয়েৎ। তত চতু …পূজয়েৎ…ততোঽস্ত পূজা যথা। বামোর্দ্ধে শূলায় দক্ষিণোর্দ্ধে অক্ষসূত্রায় দক্ষিণাধো বরদ মুদ্রায়ৈ বামাধঃ কমণ্ডলবে॥ সর্ব্ব দানব দুষ্টঘ্ন চ সর্ব্বদানবমঙ্গলঃ। নমস্তেঽস্ত মহাশূল চণ্ডিকা প্রীতিবর্দ্ধন॥১॥ ওঁ অসুরাণাং বধার্থায় পাপসংহরণায় চ। নির্ম্মিতাত্বং পুরা ধাত্রা অক্ষমালে নমোঽস্তুতে॥২॥ বরদা বরদা নিত্যং মুদ্রা মুদ্রিতরূপিনী। দেবীহস্তস্থিতা নিত্যা সর্ব্বদা কাম-দাযিনী। রূপিণীত্যপি॥৩॥ কারন্যজলপূর্ণোঽয়ং কমণ্ডলুরয়ান্তকঃ। যজ্জলস্পর্শনেনেব পাপং ভস্মময়ং ভবেৎ॥৪॥ ওঁ সিংহাশনায় নমঃ। ততঃ পূর্ব্বদ্বারে শ্রীং ইতি মন্ত্রেন পূজয়েৎ॥ ততঃ সিদ্ধপুত্র বটু রণাদি ৪ হেতুকাদি ক্ষেত্রপালান ৮ অসিতাঙ্গাদি স্তেব বান এবং নবগ্রহান দশদিকপালান প্রণবাদি নমোঽন্তেন প্রত্যেক নাম্না অশক্তাশ্চেদেকত্র পূজয়েৎ॥ বটুকাদি লোকপালাস্তান সালঙ্কৃত স্ত্রীরূপান শান্তরূপান বিচিন্তয়েৎ॥ ততঃ সর্ব্বে দেবেভ্যঃ দেবীভ্যশ্চ পূজয়েৎ। যথাশক্তি জপিত্বা মন্ত্রজপং সমর্প্য ছাগাদি বলিং যথাবিধিনা দত্বা স্তুতিং পঠেৎ যথা॥ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভে নানা রত্ন বিভূষিতে। চার্ব্বাঙ্গি চারুচরিত্রে নমস্তে চণ্ডনায়িকে॥১॥ সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে মঙ্গলে শুভদায়িনি। সর্বতো রক্ষ মাং দেবি চণ্ডিকে পরমেশ্বরি॥২॥ নমঃ কমলপত্রাক্ষি কালিকে কালরাত্রিকে। কলিকল্মষসংহারে ক্ষমাং কুরু কুমারিকে॥৩॥ ত্রৈলোক্যা ভয়দে দেবি দৈত্যদর্পবিনাশিনি। বাঞ্ছাতিরিক্ত বরদে নমস্তে পরমেশ্বরি॥৪॥ ইন্দ্রাদি সুর সংঘাতৈঃ কৃত পাদাভিবন্দনে। চন্দনাগুরুলিপ্তাঙ্গি নমো মঙ্গল-

চণ্ডিকে ॥ ৫ ॥ অশেষ মঙ্গলাধাররূপে মঙ্গলরূপিধারিণি। মঙ্গলং কুরু দেবেশি মঙ্গলে পদ্মমেখরি ॥ ৬ ॥ দুরন্ত দৈত্যদর্পঘ্নে দুর্গে দুর্গতিহারিণি। দারিদ্র দুঃসহং দুষ্খং দেবি দারয় দারয় ॥ ৭ ॥ পরমানন্দ সন্দোহদা শ্রী দুর্ম্মতিনাশিনি। সর্ব্বতো রক্ষ মাং দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥ ৮ ॥ চণ্ডে প্রচণ্ড চণ্ডারি খণ্ড লক্ষন পণ্ডিতে। নমস্তে চণ্ডিকে দেবি চণ্ডারিং মম নাশয় ॥ ৯ ॥ ভুবনেশিভবারাধ্যে ভুবনত্রয়ধারিণি। ভয়ং হর ভবানি ত্বং ভবভীতিবিনাশিনি ॥ ১০ ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানাং দাত্রি মাতৃস্বরূপিনি। রাজদণ্ড্যগ্রহেভ্যশ্চ সদা সর্ব্বত্র রক্ষ মাং ॥ ১১ ॥ জগদ্বন্দ্যে প্রসীদ ত্বং জগদ্বন্দ্য জয়রিহে। জগদানন্দ সন্তান দাত্রি দুষ্খং বিনাশয় ॥ ১২ ॥ জয়ং দেহি জগদ্বন্দ্যে ধনং দেহি ধনাত্মিকে। রাজ্যং দেহি রমা রূপে নমস্তে সর্ব্বমঙ্গলে ॥ ১৩ ॥ পুত্রান দেহি প্রজাধীশে সুখং দেহি সুখাবহে। মুক্তিং দেহি মহাদেবি নমস্তে সর্ব্বমঙ্গলে ॥ ১৪ ॥ কায়েন মনসা বাচা ত্বত্তোনান্যা গতির্মম। অন্তশ্চারেণ ভূতানাং দ্রষ্টী ত্বং পরমেশ্বরি ॥ ১৫ ॥ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং শক্তিহীনং সুরেশ্বরি। যৎ পুজিতং ময়া দেবি পরিপুর্ণং তদস্তু মে ॥ ১৬ ॥ ততোদন্তবদ ভূমৌ নিপত্য প্রণমেৎ ॥ এবং সতি বিভবে প্রতিদিনং পুজয়েৎ। অষ্টম দিনেত্বয়ং বিশেষঃ। কৃত নিত্যক্রিয়ঃ হোমং যথাশক্তি সন্ধ্যায়া সংকল্প যথোক্ত বিধিনা অগ্নিস্থাপনং কৃত্বা হুত্যা যথাবিধি সম্পূজ্য বলিং দত্বা দক্ষিণাং দদ্যাৎ পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্পিত কৃতে তৎ কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থমিতি যথাশক্তি কাঞ্চন মূল্যাদিকং দদ্যাৎ। দেবীমাহাত্ম্য পাঠস্য দক্ষিনাং পাঠকায় গায়কো ব্রাহ্মণশ্চেৎ অভিলাপপূর্ব্বকং গান দক্ষিণাং গায়কায় যদি ব্রাহ্মণো ন ভবেৎ তদা পরিতোষিকং দদ্যাৎ ॥ প্রথম দিবস পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমেন আচ্ছাদিত সপ্ত তরি মঙ্গল ঘটাদি বহিত্রং গীতবাদ্যাদিভিঃ সালঙ্কৃত সুবেশাভি স্ত্রীভিঃ সধবাভি দেবীগৃহে স্থাপয়েৎ ॥ এতৎ ক্রিয়ায়া মহোৎসবত্বাৎ সৌবোনেসথঃ করণীয়ঃ ॥ ইতি শ্রীমহাদেব বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য বিরচিতা মঙ্গলচণ্ডিকা পূজাপদ্ধতিঃ সমাপ্তা ॥

২০৭ মনসামঙ্গল

কালিদাস

পুঁথিসংখ্যা ৭১৯; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১২"×৩"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের।

…ভনে দেব ত্রিপুরারি নিত্য তেজ বিদ্যাধরি মদনে ওলায় মম মন
দেখি তব মুখসষি মমুক্ষ সাগরে ভাশী ত্রান কর দিআ আলিঙ্গন।
পরিহর মিত্যা আশ মর সঙ্গে কর বাষ যুন বামা মনুজ জুবতি
তেজিয়া সভার সঙ্গ তব সঙ্গে যর্দ্ধ যঙ্গ হইয়া থাকীব রূপবতী।
যুনিয়া সিবের বানি ইসত হাশীয়া ধনি দাড়াইলা তেজীয়া নাচন
বদন আসাদি বাষ দাড়াইয়া এক পাষ হাশে জত বিদ্যাধরিগন।

রানি বলে ভাল আমি জিয়াইলাম মিত্ত্য স্বামি ঠেকীলাম ভাঙ্গড়ের হাথে
এই সে হইল কর্ম্ম নষ্ট হইল সতীধর্ম্ম কলঙ্ক রহীল ত্রিজগতে।
বলে রানি বিশ্বনাথ তুমি ত্রিজগত তাত আমাকে হরিলে হবে লাজ
আমি সে মনিস্য জাতি তুমি সে দেবেন্দ্রপতী ইশ্বরের জোগ্য নহে কাজ।
তুমি ধর্ম্ম অবতার কেনে কর পাপ ছার এহিত গগনস্থিত য়তীসয়
নিবেদন তব পদে য়ার কি বলিব ইথে রক্ষকে ভক্ষক জদি হয়।
সিব বলে তেজ ভ্রম পাপ পুর্ণ্য··· সেহ দেখ করিছে স্তবন
কি করিবে মোর পাপে তনু দহে কামতাপে আশী দেহ প্রেম আলিঙ্গন।
মুনি দেবগনে হাশে রানির য়ন্তরে সোষে ভদ্র তনু হৈল রম্ভাসার
এ বর বুঝিলাম স্থুল গেল মোর জাতী কুল কোন জনে করিবে নিস্তার।
এত চিন্তি বিদ্যাধরি হৃদে দ্রুঢ় মন করি চণ্ডীকাচরন করে ধ্যান
মনসামঙ্গল গান কাব্যরষ অনুপাম কবি কালীদাষে রষ গান॥

২০৮ মনসামঙ্গল

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ৭৯৯ ; পত্র ১০৬ ; খণ্ডিত ; আকার ১২½"×৪½"। লিপিকাল সন ১২৬২ সাল।

শেষ ও পুষ্পিকা,

[১১০খ স্বর্গ জাইতে মনসা দোঁহার দিল ধ্যান জয় দিয়া আকাশে উঠিল রথখান।
পৃথিবীমণ্ডলে দেবী দিয়া সুভাদিষ্টী স্বর্গবাস গেলা দেবী ক্ষ্যাতি থুয়্যা শ্রিষ্টী।
এতদুরে সাঙ্গ হইল মনসামঙ্গল ক্ষেমানন্দ বলে কর নাএকে কুসল॥

ইতি মনসামঙ্গল সমাপ্তং॥ জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসকং ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥ লিখিতং শ্রীপতিতপাবন দেবশর্ম্মা সাকিম ঘোসপুর হাল সাকিম···পরগনে জাহানাবাদ॥ পঠনার্থে শ্রীনদেরচাঁদ পড়্যার সাকিম কয়াপাট পরগনে বগড়ি॥ জেলা··· থানা গড়বেতা তরফ কাদড়া সরকার গোওালপাড়া শন ১২৬২ বার শর্ত্ত বাশষ্টী সাল তারিখ ৩১ এক[ত্রিশ] ভাদ্র রোজ সনিবার বেলা তিন প্রহর তিথী ত্রিতিয়া॥

২০৯ মনসার সারী

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ৯৮৬; পত্র ২০৫; অখণ্ডিত; আকার ১৪"×৫"। লিপিকাল সন ১২২১ সাল।

[১ক মনষার শারী এই খুজিতে হইবেক নাই জানিবেন এই

[১খ অথ মনসার পুস্তক লিক্ষতে ॥

যুন ভাই আর্দ্যকথা দেবি হইল বরদাতা স্বহায়পুর্ব্বক বিসহরি
বলিভদ্র মহাসয় চতুভুজ সম হয় তাহার তালুকে ঘর করি।
তাহার রাজতি সেষ চলি গেলা সর্গদেষ তনয়ে দিয়া অধিকার
শ্রীযুত অস্কর রায় পুর্ণ্য অবধি তায় রনে বনে বিজই তাহার।
তিন পুত্র অল্প বয় প্রসাদ গুরু মহাসয় তালুকের করে লেখাপড়া
তাহার কলম বসে প্রজা নাহি চাষ চষে সমন নগর হইল কাথড়া।
রনে পড়ে বারা খা বিপাকে ছাড়িতে গা যুক্তি করে জননি জনকে
দিন কথ ছাপা জাই তবে সে পরান পাই দেয়ানে হইল বড় ঠক।
শ্রীযুৎ অস্কর রায় অনুমতি দিল তায় যুক্তি দিল পালাবার তরে
যুনহ মণ্ডল তুমি উপদেস বলি আমি গ্রাম ছাড় রাত্রের ভিতর।
প্রসাদ তাহার পাত্র ইঙ্গিত পাইল মাত্র পালাইবে সঙ্কর মণ্ডল
প্রসাদ হরিস হয়্যা যুক্তি দিল আস্বাসিয়া ধান্য কিনি দিল ত সর্ব্বল।
নিজ গ্রাম ছেড়ে জাই জগন্নাথপুর পাই প্রাৎকালে নিসি অবসান ১খ]
[২ক তথা বেদে লম্বদার উর্দ্ধরিতে দিল ঘর হাড়ি চালু সিধায় জা পান।
রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাহারে ভেটিতে জাই নাম তার রায় ভরামল
তিনি দিলেন ফুল পান আ[র] গ্রাম তিনখান বসতি বড়ই যুস্থল।
এমত কতেক দিন আমার অস্তিম দিন কপালেতে লিখিল বিধাতা
যুন পুত্র ক্ষেমানন্দ কত না করিয়ে দন্দ খড় কাটীবারে বলে মাতা।
তোরা কি রাজার বেটা কার নাম খড়কাটা দেখ পুত্র পরের আশ্রম
জননি এতেক জদি গালি দিল নানা বিধি তথাপি না ঘুচে মনের ভ্রম।
মনে করি সবিস্ময় বেলা আছে দণ্ড ছয় সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই
অবসান দেখি বেলা গ্রামের উত্তর র্জ্জলা খড় কাটিবারে দুহে জাই।
তথা ছাওাল চারি পাচে খোলা দিয়া জল সেচে মৎস্য ধরে পঙ্কেতে ভুসিত
আমার কৌতুক বড় ছায়াল চারি পাঁচ জড় সেইখানে হইল উপনিত।

আগে আমি কহি গিয়া মৎস্য ধর আমা লয়্যা তারা বলে ইহা নাহি হয়
জত মৎস্য ধর‍্যাছিল সকলি কাড়িয়া নিল অল্পবুদ্ধি মনে নাহি ভয়।
গা[লা]গালি দেয় তারা [২খ মৎস্য ছিল হাড়িভরা সকল লইল ক্ষেমানন্দ
জত সিষুগন মেলি দেয় সভে গালাগালি পথ আগুলিয়া করে দন্দ।
মৎস্য লয়্যা অভিরাম চলি গেলা নিজ ধাম জত সিষু গেলা ঘরাঘরে
আমি হইলাম একেশ্বর মনেতে করিয়া ডর রহিলাম খড় কাটিবারে।
একলা রহিলাম জদি খড় না মিলিল বিধি কপালে লিখন এই লাগী
আচম্বিতে আইল ঝড় পগারেতে গোড়ার খড় সমুখে দাণ্ডাইল মুচি মাগি।
সেই গ্রামের কর্ম্মকার পগার গোড়া তার খড় কাটিবারে গেলাম আমি
মুচিনির মুর্ত্তি ধরি বলে দেবি বিষহরি জিজ্ঞাসিল কোথা আছ তুমি।
মুচিনির কথা যুনি ক্ষেমানন্দ বলে বানি জগন্নাথপুরে আছী আমি।
বিচিত্র বসন আনি বিসহরি বিনদিনি কাপড় কিনিতে আছে টাকা
বসন দেখাইয়া মোরে কপট চাতুরি করে জত্নে লুকাইয়া দেয় টাকা।
চরনে পিপিড়া খায় ক্ষেমানন্দ ফিরা চায় সমুখে মুচিনি অদরসন
মুচিনিরে না দেখিয়া মনে সবিস্ময় হয়্যা ভাবি দুঃখ এই কোন জন।
পাইলাম অনেক তাপ দেখিলাম বহুত সাপ আমারে বেড়িল কতগুলা
বেষ্টীত ভুজঙ্গঠাটে অবতার মাজ মাঠে দেখিয়া উড়িল মুখে ধুলা।
দেখিলাম জেই মতে মানা কৈল প্রকাসিতে কহিলে না হব তোর ভাল
যুন পুত্র ক্ষেমানন্দ২খ] [৩ক কবিত্র করহ বন্ধ আমার মঙ্গল গায়্যা বোল।
ব্রাহ্মনিচরন আসে গাইল কেতকাদাষে তুয়া বিনে অন্য নাহি গতি
জেই গায় গায়ায় তুমি তারে রক্ষ্য মায় তবে রনে বনে হইবে সারথি॥

শেষ ও পুষ্পিকা,

[২০৫খ সিতাদেবি উর্দ্ধারিয়া অগ্নিরূপা সিতা লয়্যা দেসে আইলা শ্রীরাম লক্ষন
রাবনের বধ হেতু সমুদ্র বান্ধিল সেতু কেতকাদাসেতে যুরচন॥
সেতবন্ধ সদাগর পশ্চাত করিয়া সংঙ্খাদহ সদাগর গেল এড়াইয়া।
বাহ বাহ বলে ঘন ডাকে বহিতাল পশ্চাত করিয়া চলে লঙ্কার ময়াল।
পরম কোতুকে জায় সাত মধুকর এড়াইয়া হেদে দহ চাঁদ সদাগর।
সাধুর প্রভাবে কেহ নাই বলে রহ সাত ডিঙ্গা লয়্যা সাধু গেল কালিদহ॥

ইতি বানযুর্দ্ধের পালা সাঙ্গ হইল ইহা পর জাগরন হইবেক ইতি সন ১২২৭ বার সও সাতাইষ সাল। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তি ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ

মতিভ্রম ॥ এই পুস্তক শ্রীরামকান্ত যুগি সাং কাযুন্দে তারিখ—২৬ শ্রাবন বেলা ডেড় প্রহরের মর্দ্ধে সমাপ্ত ॥

২১০ মহলকালি

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৩৯ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫"। লিপিকর কৃষ্ণচরণ ঘোষ ; লিপিকাল ১২৩৭ সাল।

[১ক শ্রীশ্রীরামঃ।

মুসকুর হরফশ্চেব দফাত করহ স্তথা বৃস্তি বৃস্ততি জিলা চ রেগনা নিমু রেগনা গোসা মুসলুস এতে মহল একাদস। ওসত হেকাত বালা চৈব মর্দ্ধম কির্দ্ধার হুন কির্দ্ধার হুন মুসলুস কেন্দরা এ সপ্ত বিজানা একুন অষ্টাদশ মহল পরিমান ॥১॥ মুসকুর ঠাকুর বোলাইএ দুই হরফে বলে তিন বৃস্তে বলে অনেকে বলে দুই কীর্দ্ধারে বলে অনেকে বলে দুই জিলাতে বলে অনেকে বলে চারি রেগনাতে বলে অনেকে বলে অষ্ট নিমু রেগনাতে বলে অনেকে বলে ঔশত হেকাত বালা এতে মহল মুসকুর্র বোলা ॥১॥ হরফ ঠাকুর বোলাইএ দুই দফাতে বলে অনেকে বলে তিন বৃস্তে বলে অনেকে বলে দুই কীর্দ্ধারে বলে অনেকে বলে দুই জিলাতে বলে অনেকে বলে চারি রেগনাতে বলে অনেকে বলে অষ্ট নিমু রেগনাতে বলে অনেকে বলে ওসত হেকাৎ বালা এতে মহল হরফ বোলা ॥২॥ দফাত ঠাকুর বোলাইএ দুই করতে বলে তিন বৃস্তে বলে অনেকে বলে দুই কীর্দ্ধারে বলে অনেকে বলে দুই জিলাতে বলে অনেকে বলে চারি রেগনাতে বলে অনেকে বলে অষ্ট নিমু রেগনাতে বলে ওশত হেকাত বালা এতে মহল দফাত বোলা ॥৩॥ করত ঠাকুর বোলাইয়ে ই বৃস্তে বলে অনেক বলে দুই কীর্দ্ধারে বলে অনেকে বলে দুই জিলাতে বলে অনেকে বলে অষ্ট নিমু রেগনাতে বলে অনেকে বলে ওসৎ হেকাৎ বালা এতে মহল করত বোলা ॥৪॥ বৃস্তি ঠাকুর বোলাইয়ে দুই বৃস্ততিতে বলে অনেকে বলে দুই কীর্দ্ধারে বলে অনেকে বলে অষ্ট নিমু রেগনাতে বলে অনেকে বলে তিন মুসকুর্রে বলে অনেকে বলে দুই জিলাতে বলে অনেকে বলে চারি রেগনাতে বলে ওসৎ হেঁকাত বালা এতে মহল বৃস্তি বোলা ॥৫॥ বৃস্ততি ঠাকুর বোলাইএ দুই মর্দ্ধম কীর্দ্ধারে বলে অনেক বলে দুই জীলাতে বলে অনেকে বলে চারি রেগনাতে বলে অনেকে বলে অষ্ট নিমু রেগনাতে বলে ওসত হেকাত বালা এতে মহল বৃস্ততি বোলা ॥৬॥ মর্দ্ধম কীর্দ্ধার বোলাইএ : দুই ছোট কীর্দ্ধারে বলে অনেকে বলে দুই জিলাতে বলে অনেকে বলে চারি রেগনাতে বলে অনেকে বলে অষ্ট নিমু রেগনাতে বলে অনেকে বলে ওসৎ হেকাৎ বালা এতে মহল মর্দ্ধম কীর্দ্ধার বোলা ॥৭॥ ছোট কির্দ্ধার বোলাইএ দুই জিলাতে বলে অনেকে বলে চারি

রেগনাতে বলে অনেকে বলে অষ্ট নিমু রেগনাতে বলে অনেকে বলে ঔসৎ হেকাৎ বালা এতে মহল ছোট কীর্দ্ধার বোলা ॥৮॥ জিলা বোলাইএ: চারি রেগনাতে বলে অনেকে বলে অষ্ট নিমু রেগনাতে বলে অনেকে বলে ঔসত হেকাত বালা এতে মহল জীলা বোলা ॥৯॥ রেগনা বোলাইএ: অষ্ট নিমু রেগনাতে বলে অনেকে বলে ঔসৎ হেকাত বালা এতে মহল রেগনা বোলা ॥১০॥ ঔসতের ঔসত বোলাইএ হেকাতের হেকাত বালা মহল বালা বেস সভার তলে করেন প্রবেশ ॥১১॥ হস্তী বিচলিত পাদানং জিহ্বা বিচলিত পণ্ডিত। ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনির্নাঞ্চ মতিভ্রম ॥১॥ লিখিতং শ্রীকৃষ্ণচরণ ঘোষ সাং রূপপুর জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিক ॥ ইতি সন ১৩৩৭ সাল তারিখ—১৩ বৈসাখ—

২১১ মহাভারত (স্ত্রী পর্ব)

নিত্যানন্দদাস ঘোষ

পুঁথিসংখ্যা ৭২৬; পত্র ৩৭; খণ্ডিত; আকার ১৩½"×৪½"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের।

[৬ক ভারথের পুণ্যকথা যুনিলে ঘুচএ ব্যথা কালর কলুস হয় নাস
শ্রীকৃষ্ণচরনে মন নিবেশিয়া অনুক্ষন বিরচিলা নিত্যানন্দদাষ॥

[২৩খ যুন যুন ওরে ভাই হয়্যা এক মোন নিত্যানন্দ ঘোষ বলে ভারথকথন॥

[৩৫ক যুন যুন ওরে ভাই হয়্যা এক মন নিত্যানন্দ ঘোষ বলে ভারথকথন॥

[৩৭ক [ভারথের পুন্যকথা] যুনিলে ঘুচএ ব্যথা ভবজন্ম হয়্যা থাকে জত
নিত্যানন্দ ঘোষ বলে মুকতি হইব হেলে ভজ কৃষ্ণচরন যুখদ॥

২১২ মহাভারত

অনন্ত মিশ্র

পুঁথিসংখ্যা ৭৬০; পত্র ১৩ (৫০-৫৩, ৬০-৬২, ৬৪-৬৮, ৯০); খণ্ডিত; আকার ১৩½"×৫"। লিপিকাল আ. ১১০ বৎসর পূর্বের।

[৫১ক মিনতি করিঞা রাজা বোলে আর বার মিশ্র অনন্তে ভনে প্রনতি রাজার॥

[৬০ক জৈমুনি ভারথকথা রহস্য শ্রবনে মিশ্র অনন্তে ভনে শ্রীকৃষ্ণচরনে॥

[৬২ক যুনিঞা অর্জুনের কথা বভ্রুবানের মনে বেথা কোপানলে জলিল অন্তরে
জৈমুনি ভারথ পোথা অপুর্ব্ব জাহার কথা রচিল অ[ন]ন্ত অনুশারে॥

[৬৫ক জৈমুনিভারথকথা অপুর্ব্ব শ্রবনে মিশ্র অনন্তে ভনে শ্রীকৃষ্ণচরনে॥

[৬৮খ জৈমুনিসংহিতা যুন নিরোপন জ্ঞানে মিশ্র অনন্তে ভনে শ্রীকৃষ্ণচরনে॥

২১৩ মহাভারত

নিত্যানন্দ ঘোষ

পুঁথিসংখ্যা ৭৯৩; পত্র ৪৩; খণ্ডিত; আকার ১৪২"×৪২"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের।

ভনিতা,

[৯খ, ২৭ক বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃত লহরি ষুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলেকে তরি।
ষুন ষুন অরে ভাই হৈয়া এক মন নিত্যানন্দ ঘোস বলে ভারতকথন॥

[১৮ক, খ ভারতের পুন্যকথা ষুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা কলির কলুস বিনাশন।
সেবী কৃষ্ণপদদ্বন্দ্ব কহে ঘোস নিত্যানন্দ পদবি কবীন্দ্র সুষোভন॥

২১৪ মহাভারত

কাশীরাম, জিত ঘটক, শম্ভুদাস, কবীন্দ্র, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯২০; পত্র ৬৭৫; অখণ্ডিত; আকার ১৫২"×৬২"। লিপিকাল ১২৩০-৩৩ সাল; বিচিত্রিত; দুইটি সূচীপত্র আছে। সেই ক্রমে বিন্যস্ত হইল। পর্বসংখ্যা ২০। মুষলপর্ব একটি কবীন্দ্রের, অন্যটি কাশীরামের। বৃহৎ শান্তিপর্ব আছে কাশীরামের ভনিতায়।

আদ্যপর্ব্ব॥ পরিচয়, ভনিতা ও পুষ্পিকা,

[১৫১খ ইন্দ্রানি নামেতে মোর পুর্ব্বাপর স্থিতি দ্বাদশ তির্থেতে জথা বৈশে ভাগিরথি।
কায়স্তকুলেতে জন্ম বাস সিংহ গ্রামে প্রিয়ঙ্করদাশ পুত্র সুধাকর নামে।
তস্যজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাশ পিতা কৃষ্ণদাশানুজ গদাধর জেষ্ঠ ভ্রাতা।
কাশিদাশ কহে সাধুজনের চরনে হইব নির্ম্মল জ্ঞান সুন এক মনে।
সুবুদ্ধি রসিক জন সুধাসিন্ধুবত এতদুরে আদিপর্ব্ব হৈল সমাপত॥১২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারত আদ্যপর্ব্ব সমপ্ত॥ ইতি সমাপ্তাশ্চায়ং গ্রন্থং লোকানাং শোকহারকং॥ প্রষ্ট ভঙ্গ কটি গ্রিবাতুল্য দ্রষ্ট অধোমুখং॥ লিখিতং বহু দুখেন পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ॥ ইতি তাং মাহ আশ্বীন রোজ রবিবার তিথৌ আমাবস্যাং বেলা তৃত্তিয় প্রহরে॥ সন ১২ স ৩০ সালে লিপি সমাপ্ত হৈলা॥ এ পুস্তক শ্রীযুৎ শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয়ের মনোনিতে লিপি সমাপ্ত করিলাঙ॥ লিপিরিয়ং মহাগ্রামনিবাসি রামপ্রসাদ দাস বসু॥ ইতি॥ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি॥

আদ্য ১ পর্ব্ব ১৫১খ]

সভাপর্ব্ব ॥ শেষ ও পুষ্পিকা,

[৫৫ক কাশিরাম দাশ কহে পাঁচালির মত এতদুরে সভাপর্ব্ব হৈল সমাপত ॥

ইতি শ্রীমহাভারত সভাপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ [৫৫খ ইতি তাং ২ হি মাহ আস্বীন রোজ শুক্রবার সন ১২ স ৩০ অমলি তিথৌ পঞ্চমি এ পুস্তক সম্পুর্ন্ন হৈলা ॥ এই সম্বৎসরে দো আস্বিনি হৈবাতে শ্রীশ্রী দুর্গোৎসব কাশি ও নদিয়ার পণ্ডিতেদের বেবস্থা অনুসারে বংদেশি ব্রাহ্মন ও কায়স্ত সকলে কার্ত্তিক মাশে পুজা করিলেন উড়িশ্যা দেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথজির শ্রীমন্দিরে ॥ শ্রী বিমলা ঠাকুরানের পুজা দো আস্বিনির বিধান না মানিঞা ॥ পুর্ব্বানুসারে আস্বিন মাশে ১৬ দিন পুজা করিয়া দশেরা করিলেন ॥ এ পুস্তক খোরদা মোকামে শ্রীল শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয়ের বাসায় লিখি সম্পুর্ন্ন করিলাম ॥ শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি ॥

সভা ২ পর্ব্ব ৫৫খ]

বনপর্ব্ব ॥ ভনিতা ও পুষ্পিকা,

[৩ক ভারতের পুন্যকথা পাপের বিনাশ বনপর্ব্ব শুনিঞা রচিল কাশিদাস ॥

[১১ক বনপর্ব্ব সুধারস শাম্বরাজা বধে কৃষ্ণদাসানুজ কাশি কহে কৃষ্ণপদে ॥

[১৫ক মহাভারতের কথা জ্ঞানের প্রকাশ গদাধরদাশাগ্রজ কহে কাশিদাশ ॥

[১৮খ কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রিত বিরচিল কাশিরাম দাশে ॥

[৩১ক, খ মহাভারতের কথা অমৃত লহরি শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ ভবসিন্ধু তরি।
কাশিদাশ প্রভূ জে শ্রীনীলশৈলারূঢ় দক্ষিনে অগ্রজানুজা সন্মুখে গরূড় ॥

[৪২ক কাশিদাশ কহে বনপর্ব্ব উপাক্ষান ॥ এথা হৈতে ঘটক জীতি আরম্ভ ॥

[৪৪ক ভারতপঙ্কজে রবি মহামুনি ব্যাশ পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাশ ॥

[৪৫ক ভারতের কথা শ্রুতিসুখদাতা কহিলেন মুনি ব্যাশ
পাঁচালির ছন্দে মনের আনন্দে রচিল তাঁহার দাশ ॥

[৫৪খ গিতছন্দে অভিলাশ রচে দ্বৌপায়নদাশ কৃষ্ণপদে মাগিয়ে ভকতি ॥

[৬০খ দ্বৈপায়নদাস কহে দণ্ড দিবে উচিত জে হয় ॥

[৭৪খ ভারথপঙ্কজে রবি মহামুনি ব্যাশ পাঁচালি করিল জিত ঘটক প্রকাশ ॥

[৭৬খ ঐ, [৮২ক ঐ, [৯০খ ঐ, [৯৬ক ঐ

[৯৯খ অপুর্ব্ব রচিল গ্রন্থ মহামুনি ব্যাশ পাচালি করিল জিত ঘটক প্রকাশ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারত ঘটক জিতি বনপর্ব্ব সমাপ্তঃ ॥ হরয়ে নম হরিদাসায় নম ॥ শ্লোক ॥ রে চিত্ত চিন্তয় চিরং চরনৌ মুরারে। পারং গমিস্তসি জদি ভবসাগরস্ত ॥

অর্থাকলত্রমিত রে সুহৃদঃ সথায়ং সর্ব্বং বিলোকয় সখে মৃত্যুক্ষকাভ্যং॥ লিখন পরিশ্রম বেত্তা বিদ্বিজ্জনোনাস্তঃ। সাগর খেদং লঙ্ঘন হনমানেন জানাতি॥ ইতি॥ ১৮ অঠার হি মাহ পৌশ॥ সন ১২৩০॥ সালে খোরদা মুকামে শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয়ের বাসায় লিপি সমাপ্ত করিলাঙ॥

বন ৩ পর্ব্ব ৯৯খ]

বিরাট পর্ব্ব॥ শেষ ও পুষ্পিকা,

[৪ক কাশিদাস কহে ইহা পাঁচালি রচিয়া ইত্যাদি জনেতে জেন সুনে মন দিয়া॥

[১৮ক বিজয়পাণ্ডবকথা ভিমের গমনে কাশিরাম কহে সাধু ভিমের গমনে॥

[৪৯খ মহাভারতের কথা অমৃত লহরি কাহার শকতি তাহা বর্ন্নিবারে পারি।

পাণ্ডবের উদয় সুনয় জেই জন সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে তার ব্যাশের বচন।

মনেতে সন্দেহ করি না করিহ হেলা কলিভবসাগর তরিতে এই ভেলা।

ইহার শ্রবনে জত সুখ লভে নর তাদ্রসি নাহিক সুখ সংশার ভিতর।

ব্যাশের চরিত্রকথা অপুর্ব্ব ভুবনে ইহকালে সুখ অন্তে বৈকুণ্ঠ গমনে।

সেই কথা কহি আমি পাঁচালির মত এতদুরে বিরাটপর্ব্ব হৈল সমাপত॥৩১॥

ইতি॥ প্রষ্ঠ ভঙ্গ কটিঃ গ্রিবা তুল্য দ্রষ্ঠ অধোমুখং॥ দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ॥ ইতি সমাপ্তাশ্চায়াং গ্রন্তং লোকানাং শোকহারকং॥ লিখিতং রাম বোসেন গৌরচন্দ্রস্য প্রিত্তয়েৎ॥ ৪ হি মাহ মাঘ রোজ বুধুবার তিথৌ চতুর্থি সন ১২৩০ সালে শ্রীমহাভারত বিরাট পর্ব খোরদা মুকামে লিপি সমাপ্ত করিলাঙ॥ ইতি॥

বিরাট ৪ পর্ব্ব ৫৯খ]

উদ্যোগ পর্ব্ব॥ ভনিতা ও পুষ্পিকা,

[৬ক বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃত লহরি সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি।

ভারতবংশের কথা জেই নর সুনে তাহার অধর্ম্ম ক্ষয় হয় দিনে দিনে।

সংশার বিশয় তেজ্যে মতি দেহ মন সেই অনুসারে চিন্ত শ্রীকৃষ্ণচরন।

যেন মতে পাণ্ডবের করালে বিজয় সম্ভুদাশে তেন প্রভু হইয় সদয়॥

[১৫ক, খ বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃত লহরি সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি।

ভারতবংশের কথা সুনে পুন্যবান কবিন্দ্র কহিল হরি পরাগল খান॥২॥

ইতি শ্রীমহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব সামাপ্তঃ॥ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ॥ [১৫খ ইতি শ্রীমহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ৯ হি মাহ মাঘ রোজ শোমবার দিবা এক প্রহরের সময়ে লি[পি]য়া বিশ্রাম

দিলাঙ জত্যপি আয়ু সেশ থাকে তবে আর পর্ব লিখিব এ পরে শ্রোতাঠাকুরদিগকে এই ভেট গ্রন্থ পাঠ করিবেন। কিন্তু কেহো গোপনিয় না করেন॥ তথাহি সাস্ত্রবাক্য॥ লিখিতং বহুজত্নেন জদ্যোপয়তি পুস্তকং॥ মাতা তস্য ভবেৎ গর্দ্ধীং পিতা তস্য স্থকরঃ॥১॥ অদাতা বংশদোশেন কর্ম্মদোশে দরিদ্দিতা। ঔধুত্ত মাতৃদোশেন পিতৃদোষেন মুর্খতা॥১॥ ইতি তাং সন ১২৩০ সালে এ পুস্তক খোরদা মোকামে শ্রীল শ্রীযুৎ শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা জিউর চিত্তানন্দের জন্য লিখিতং শ্রীরামপ্রসাদ দাস বোশ সাকিন পরগনে মাতকদ নগর মৌজে মহাগ্রাম লিখি সম্পূর্ন করিলাঙ॥

উদ্যোগ ৫ পর্ব্ব ১৫খ]

ভীষ্মপর্ব্ব॥ ভনিতা ও পুষ্পিকা,

[২০ক ইন্দ্রানি নগরবাসি কাশিরাম দাশ কৃষ্ণপদে শতত রহুক মোর আশ॥

[২৬ক, খ কাশিরাম দাস কহে পাঁচালির মত এতদুরে ভীষ্মপর্ব্ব হৈল সমাপত॥১২॥

শ্রীহরিঃ চরনে সরনঃ॥ ইতি তাং ৩ মাহ ফাল্গুন রোজ গুরুবার দিবা দুপ্রহর উপরান্ত শ্রীমাহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব লিখিয়া বিশ্রাম দিলাঙ ইতি॥ ইতি তাং সন ১২৩০॥ সমপ্ত॥ অঙ্ক মহারাজা রামচন্দ্রদেব খোরদা মোকামে শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয়ের নিকটে এ পুস্তক লিপি সমাপ্ত করিলাম॥ লিখিতং মহাগ্রামনিবাসি রামপ্রসাদ বোস॥ জত্যপি লিখিবাতে সহ হৈয়া থাকে তবে মহাশয়েরা আমার দোশ ক্ষমা করিবা॥ জে অক্ষর ও পয়ার না থাকে তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিবেন ইতি॥

ভীষ্ম ৬ পর্ব্ব ২৬খ]

দ্রোণপর্ব্ব॥ শেষ ও পুষ্পিকা,

[৩৫খ কাশিরাম দাস কহে স্থনে পুণ্যবান অন্তকালে হইবেক বৈকুণ্ঠ পয়ান॥২২॥

[৩৬ক ত্রিপদি॥ গোবিন্দচরনে মন নিবেসিয়া অনুক্ষন রচিলাঙ দ্রোনপর্ব্ব পুথি

শ্রষ্টি কৈল ব্যাশমুনি অমৃত সমান জানি শ্রবনে না হয় অধোগতি।

গোবিন্দের লিলারস জাহাতে সংশার বস ত্রিভুবনে এইমাত্র সার

ভক্ত সাধু অনুক্ষন নিবিষ্ট করিয়া মন অবহেলে ভবসিন্ধুপার।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন জুগে ঈশ্বর ধ্যান জজ্ঞ পুজা প্রকাশিল

সেই ব্রন্দাবনচাঁদ ধরি নটবর ছাঁদ কেবল গোপিরে প্রেম দিল।

আরে ভাই হয় নয় বিচারিয়া দেখয় দেখ সভে আগমনিগমে

নিতাই চৈতন্য বই প্রেমদাতা আর কোই পাসাণ্ডি মরম নাহি জানে॥৪॥

শ্লোক॥ হরে দুরিতনাসনঃ প্রকট পুতনামর্দনঃ প্রভো সকটভঞ্জনঃ॥ অশে স্থন্দরির মন কৃষ্ণদোপিপতেঃ ভবাব্ধি পতিতং নরকং কিমপি মাং ন সংত্রায়শে॥১॥ ইতি শ্রীমহাভারত

দ্রোনপর্ব্ব সমাপ্ত: ॥ ১৪ মাহ ফাল্গুন রোজ রবিবার তিথৌ ত্রিয়োদসি দোল পৌর্ন্নিমার এ পুস্ত লিখি সম্পুর্ন্ন করা গেল ॥ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ সন ॥ ১২৩০ ॥

দ্রোণ ৭ পর্ব্ব ৩৬খ]

কর্ণপর্ব্ব ॥ শেষ ও পুষ্পিকা,

[১৭খ ব্যাশবিরচিত গাঁথা কাশিদাশ সেই কথা বিরচিল পাঁচালির মত

স্থনি মিলে চতুর্ব্বর্গ এতদূরে কর্ন্নপর্ব্ব স্থধাসম হৈল সমাপত ॥৭৮॥

ইতি শ্রীমহাভারত কর্ন্নপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ ইতি তাং ২০ মাহ ফাল্গুন সন ১২৩০ অমলি ইতি ॥ [১৮ক ইতি কর্ন্নপর্ব্ব সমাপ্ত হৈলা ॥ শ্লোক ॥ অবধৌবিধৌবধুমুখে ফনিনাং নিবাশে। স্বর্গে স্থধা বসতি বৈরি বুধা বদন্তি ॥ খারাং খয়াৎ পতিমৃতাং বিশদর্চ্চ্যপাতাৎ ॥ কণ্ঠে স্থধা বসতি বৈ ভগবতজনানাং ॥১॥

কর্ণ ৮ পর্ব্ব ১৮খ]

শল্যপর্ব্ব ॥ শেষ,

[৪খ মহাভারতের কথা অমৃতের ধার ইহলোকে পরলোকে হিত উপগার ॥
ইতি শ্রীমহাভার[ত] শৈল্যপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ সন ১২৩০ সাল ॥

শৈল্য ৯ পর্ব্ব ৪খ]

গদাপর্ব্ব ॥ শেষ,

[৭ক বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃত সমান গদাপর্ব্ব মুনি কহে জন্মজয় স্থান ॥

ইতি শ্রীমহাভারত গদাপর্ব্ব সমাপ্তঃ। শ্লোক ॥ রে চিত্ত চিন্তয় চিরং চরনৌ মুরারে পারঙ্গমস্তশি জদি ভবসাগরস্ত। অর্থাকলত্রমিতরে স্থহৃদঃ স্থথায়ং সর্ব্বং বিলোকয় সখে মৃগতৃষ্ণকাভ্যং ॥১॥ জীর্ন্ন তেরি সরদন্তিবগভির নিরা বালাবয়ং সকলমর্থমনর্থহেতু। নিস্তার বীজমিদমেব কৃসোদরিনাং জন্মাধরঃ তমসিসং প্রতি কর্ন্নধারঃ॥ হরিন্নাম হরিন্নাম হরিন্নামৈবলং ॥ কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরং জথা ॥১॥ হরে মুরারে মধু কৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ স্মরে॥ জজ্ঞেশ নারায়ন কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ে মাং জগদিশ রক্ষয় ॥১॥

গদা ১০ পার্ব্ব ৭খ]

শৌপ্তিকপর্ব্ব ॥ শেষ,

[৪খ বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃত সমান স্থনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে বৈকুণ্ঠেতে স্থান ॥
ইতি শ্রীমহাভারত শৌপ্তিক পর্ব্ব সমাপ্তঃ ॥

শৌপ্তিক ১১ পর্ব্ব ৪খ]

স্ত্রীপর্ব্ব ॥ শেষ ও পুষ্পিকা,

[১৪ক, খ কাশিরাম দাশ কহে স্থনে পুন্যবান চিত্ত দিয়া স্থনিলে জন্ময় দিব্যজ্ঞান ॥

ইতি শ্রীমহাভারত স্ত্রিপর্ব্ব সমাপ্তঃ ॥ ইতি তাং ২৩ স হি মাহ জ্যৈষ্ঠ রোজ মঙ্গলবার তিথৌ দশমি দিবা এক প্রহরের সময় লিখি সম্পুর্ন করিলাও ইতি তাং সন ১২৩০ সালে ॥ শ্লোক ॥ প্রষ্ট ভঙ্গ কটি গিবা তুল্য দ্রষ্ট অধোমুখং ॥ লিখিতং বহু জত্নেন পুত্রবৎ পরিপালয়েত ॥ শ্লোক ॥ জাতু জাতু ধনং জাতু প্রানৌ বা জদি জাস্যতি। তদাপি দক্ষিনং হস্তং ন দত্যাৎ পরহস্তকে ॥১॥ বেদে রামায়নে চৈব পুরানে ভারথে। আদ্যঃ প্রান্তে চ মদ্ধে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গিয়তে ॥১॥ নারায়ন পরাবেদা নারায়ন পরাক্ষরা। নারায়ন পরা মুক্তি নারায়ন পরা গতি ॥১॥ দোহা ॥ সপ্ত দ্বিপ নব খণ্ডমে ভোজনদাতা জোয়। ওাকো দেখা নন্দগ্রহমে মাখন মাঁগত রোয় ॥১॥ যোগযাগ মানত নহি হোমবৃত্ত নহি লেত। ওাকো ব্রজকে ছোহরি ঝুটি মাখন দেত ॥১॥

স্ত্রি ১২ পর্ব্ব ১৪খ]

শান্তিপর্ব্ব ॥ আরম্ভ ও শেষ,

[১খ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ অথ সান্তিপর্ব্ব লিক্ষতে ॥

[৯খ বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতের ধার ইহার অধিক সুখ কিছু নাহি আর।
ব্যাশসিষ্য বৈসম্পায়ন মহামুনি জন্মেজয়ে কহিলেন ভারথকাহিনি।
সেই কথা কহি আমি পয়ার রচিয়া ইত্যাদি সকল লোক বুঝ মন দিয়া।
শ্রীমহাভারতে সান্তিপর্ব্বের আক্ষান কবিন্দ্র কহেন স্থনে পরাগল খান ॥

ইতি শ্রীমহাভারত সান্তিপর্ব্ব সমাপ্তঃ ॥ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ ॥ হরয়ে নম হরিদাসায় নমঃ ॥ শ্রীরামঃ ॥

সান্তি ১৩ পর্ব্ব ৯খ]

অভিষেক পর্ব্ব ॥ ভনিতা ও শেষ,

[৪ক কবিন্দ্র কহেন সব অমৃত সমানে জাহার শ্রবনে মহাপাতক দাহনে।
এই সব কথা স্থনি কৃষ্ণে হয় মতি ভাব কৃষ্ণনাম পরিনামে ভাল গতি ॥

ইতি শ্রীমহাভারত অভিসেকপর্ব্ব সমাপ্তঃ ॥

অভিসেক ১৪ পর্ব্ব ৪খ]

অশ্বমেধ পর্ব্ব ॥ ভনিতা ও শেষ,

[৩৬ক বিজয়পাণ্ডবকথা স্থন মন ধরি স্থনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি।
কবিন্দ্র বলেন অশ্বমেধকথা সার একমন করি শুন সকল সংশার ॥১॥

ইতি শ্রীপাণ্ডববিজই অশ্বমেধপর্ব্ব সমাপ্তঃ ॥ ইতি তাং ৭ হি মাহ আসাড় রোজ গুরুবার তিথৌ স্থক্লা একাদসি দিশে দেড় প্রহরের সময় এ পুস্ত শ্রীমাহাভারত অশ্বমেধপর্ব্ব খোরদা

মোকামে : শ্রীল শ্রীযুৎ শ্রীমান ভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয় মহপ্রতাপে স্থর বাসাতে এ পুস্তক লিখিয়া সম্পুর্ন্ন করিলাঙ ॥ ইতি তাং সন ১২৩০ সাল ॥ শ্রীরাধিকাই নম ॥

অশ্বমেধ ১৫ পর্ব্ব ৩৬খ]

আশ্রম পর্ব্ব ॥ ভনিতা ও শেষ,

[১৪ক, খ॰ কাশিদাশ বিরচিল পাঁচালির মত এতদুরে আশ্রমপর্ব্ব হৈল সমাপত ॥

ইতি শ্রীমহাভারত আশ্রমপর্ব্ব সমাপ্তঃ ॥ ইতি ১১ হি মাহ আসাড় রোজ শোমবার শ্রীশ্রীস্নান পৌন্নিমার দিবস তিন ৩ প্রহর দুই ঘড়ির সময় এ পুস্তক লিপিয়া বিশ্রাম দিলাঙ ॥ সন ১২৩০ সাল ॥ শ্লোক ॥ হাহা নাথ পরিত্রাহি অকিঞ্চন জনঃ প্রভো। বিজয় শ্রীরাধিকাকান্ত প্রাননাথ নমস্তুতে ॥

আশ্রম ১৬ পার্ব্ব ১৪খ]

মুষল পর্ব্ব ॥ ভনিতা, শেষ ও পুষ্পিকা,

[৫ক, খ বিজয়পাণ্ডবকথা স্থনি সুখ পাই কৃষ্ণপদে মতি হয় ইথে ভেদ নাহি।

মুসলপর্ব্বের কথা এই সমাপন কবিন্দ্র কহেন স্থনে পরাগল খান ॥

ইতি শ্রীমহাভারত শ্রীমুসলপর্ব্ব লিপি সমাপ্ত করিলাঙ ॥ ১৩ র হি মাহ আসাড় রোজ বুধু বাসরে সন ১২৩০ সাল এ পুস্তক সম্পুর্ন্ন হৈলা ॥ কবিন্দ্রেন কৃতং পর্ব্ব তৎ সম্পুরনং ॥ শ্রীহরিঃ শরনং ॥

মুসল ১৭ পর্ব্ব ৫খ]

মুষল পর্ব্ব ॥ ভনিতা, শেষ ও পুষ্পিকা,

[৭খ কাশিরাম দাস কহে পাচালির মত এতদুরে মুসলপর্ব্ব হৈল সমাপত ॥

ইতি শ্রীমহাভারত মুসলপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ ইতি ১৪ হি মাহ আসাড় সন ১২৩০ সালে এ পুস্তক সম্পুর্ন্ন হৈলা ॥

মুসল ১৮ পর্ব্ব ৭খ]

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ॥ আরম্ভ, ভনিতা, শেষ ও পুষ্পিকা,

[১খ ৭৭শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ ইত্যাদি ॥

[১১ক অষ্টাদশপর্ব্ব এই শ্রীমহাভারত সমাপ্ত হইল পাঁচালির জেই মত।

লস্কর পরাগল খান ভুবনে বাথান কবিন্দ্র কহেন স্থনে পরাগল খান ॥

হরিবোল হরিবোল হরি হরি হরি হরিবোল ॥ শ্রীরাধামাধবায় নমঃ ॥ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি ॥ ইতি মহাভারত স্বর্গারোহন পর্ব্ব সম্পুর্ন্নং ॥ [১১খ ইতি তাং ১৭হি মাহ আষাড় রোজ রবিবার তিথৌ সপ্তমি কৃষ্ণপক্ষে দিবাশেশের এক প্রহরের সময় খোরদা মোকামে শ্রীল শ্রীযুৎ শ্রীভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয়ের বাসাতে লিপি সম্পুর্ন্ন হৈলা ॥ লিপিরিয়ং মহাগ্রামনিবাসি

শ্রীরামপ্রসাদ বোশ ॥ শ্লোক ॥ প্রেষ্ট ভঙ্গ কটি গ্রিবাতুল্য দ্রষ্ট অধোমুখং ॥ দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ ॥ কিন্তু এক নিবেদন আমার বক্তা ঠাকুরেদিগে লেখিবাতে জে দোশাদোশ আছে তাহা মহাশয়েরান তাহাকে সুদ্ধ করিবেন এ পুস্তক অনেক জত্নে শ্রীভাই দত্তজা মহাশয় লেখাইলেন আমিহ কিছুই লেখিতে না জানি ॥ ইতি সন ১২৩০ সাল ॥

স্বর্গারোহন ১৯ পর্ব্ব ১১খ]

বৃহৎ শান্তিপর্ব্ব ॥ ভনিতা, শেষ ও পুষ্পিকা,

[৪১খ ইন্দ্রানি নগরে গ্রাম পূর্ব্বাপর স্থিতি দ্বাদশ তির্থেতে জথা গঙ্গা ভাগিরথি।
কায়স্তকুলেতে জাত বাস সিঙ্গ গ্রাম প্রয়ঙ্করদাসপুত্র সুধাকর নাম।
তস্যজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
কাশিরাম দাশ কহে পাঁচালির মত ভারতেতে সান্তিপর্ব্ব সুধাসিন্ধুবত ॥

[৪৮খ সান্তিপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আক্ষান জত্নেতে রচিল জাহা ব্যাস ভগবান।
দ্বিজগন মুখে তাহা করিয়া শ্রবন পাঁচালির মত কাশি করিলা গায়ন ॥

[১১০খ, ১১১ক হৃদয়ে চিন্তিয়া সদা হরিপদদ্বন্দ্ব কাশিরামদেব কহে পয়ার প্রবন্ধ ॥
পুষ্তক হইল সাঙ্গ সুন সর্ব্বজন লিখিল পুস্তক আমি করিয়া জতন।
লিখিল পুস্তক আমি সারদা কৃপায় হরি হরি বল সভে সান্তিপর্ব্ব সায়।
সুন মহাজন সভে মোর নিবেদন অতি ক্লেশে এ পুস্তক করিনু লিখন।
দোসাদোস লিখকের না লইবে সভে মোর প্রতি দয়া করি সভাই সুধিবে।
এই বৃহদ সান্তিপর্ব্ব জগতের সার ইহার পাঠেতে ভব শংশারেতে পার ॥

ইতি শ্রীমহাভারত বৃহদ সান্তিপর্ব্ব লিখিয়া সংপূর্ন্ন করিলাঙ ॥ শ্লোক ॥ যদাক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহিনঞ্চ জদ্ভেৎ। পূর্ন্নং ভবেৎ সর্ব্বং শ্রীহরিঃ নামানি কীর্ত্তনাদ ॥১॥ ভীমস্যাপি রনে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ জদি সুদ্ধমসুদ্ধ স্বাম মদোসবিত্থতে ॥১॥ ইতি তাং ২৭ মাহ ফাল্গুন অর্ক্কবাসরে কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদসি গতং ত্রিয়োদসি এই তিথির মদ্ধে দিবা তৃতিয় প্রহরে এ পুস্তক লিখিয়া বিশ্রাম দিলাঙ ॥ এ পুস্তক সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীমান শ্রীভাই গৌরিচরন দত্তজা মহাশয় ॥ সাকিন বারদা পরগনে পহরাজপুর মৃতালুকে সরকার কটক ॥ এ পুস্তক শ্রীরামপ্রসাদ বোস মহাগ্রাম নিবানি বাশি খোরদা মোকামে লিখিয়া সম্পূর্ন্ন করিলা সন ১২৩৩ সালে ॥ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ শ্রীহরি ॥ শ্রীসুভমস্ত ॥ শ্লোক ॥ রামরামেতি ২ রামো রাম মনোরমে। শহস্র নাম তৎতুল্য শ্রীরামনাম বরাননে ॥১॥ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেদশে। রঘুনাথায় নাথায় সিতাপতয়ে নম ॥১॥ লক্ষ্মীপতে কমলনাভ শুরেশ বিষ্ণু। জজ্ঞেশ জজ্ঞ মধুসূদন পুরস্কাক্ষং। ব্রহ্মান্যদৈবৎ জনার্দ্দন বাসুদেব। লক্ষ্মি নৃসিংহ মম দেহিক রাবনস্তং ॥১॥ অনাথোহং যগন্নাথং নাথঃ তং মে ন সংশয়। জস্য নাথো জগন্নাথ তস্য দুঃখ কথং

প্রভো ॥১॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি জো মাং স্মরতি নিত্যসঃ ॥ জলং ভিত্বা জথা পদ্মং নরকাঃ দুঃখরামিহং ॥১॥১১১ক]

[৫৬৫ক শ্রীলক্ষ্মিনারায়ন সামর্থ ইতি শ্রীমহাভারতষ্টাদশ পর্ব্ব স্বঅক্ষর শ্রীরামপ্রসাদ স্বরিয় শ্রীযুৎ ভাই গৌরহরি দত্তজা মহাশয় সাকিন মৌজে বারদা পরগনে পায়দ্রাহ রাজপুর ॥ কিল্লে খোরদা মোকামে এ পুস্তক লেখিয়া বিশ্রাম দিলাঙ। এক পুস্তকের সকল পর্ব্ব তফসিল বমৌজব পাঁচ সত্ত চৌসট্ট পত্রে সম্পুর্ন হৈল

এ পুস্তকের পর্ব্বের পত্র স্মারির তালিক ৪ ॥

পর্ব্ব ১	আদ্য—	১৫১ পত্র	পর্ব্ব ১২	স্ত্রিপর্ব্ব—	১৪ পত্র
পর্ব্ব ২	সভা—	৫৫ পত্র	পর্ব্ব ১৩	শান্তি—	৯ পত্র
পর্ব্ব ৩	বন—	৯৯ পত্র	পর্ব্ব ১৪	অভিসেক—	৪ পত্র
পর্ব্ব ৪	বিরাট—	৪৯ পত্র	পর্ব্ব ১৫	অশ্বমেধ—	৩৬ পত্র
পর্ব্ব ৫	উদ্যোগ—	১৫ পত্র	পর্ব্ব ১৬	আশ্রম—	১৪ পত্র
পর্ব্ব ৬	ভীষ্ম—	২৬ পত্র	পর্ব্ব ১৭	মুসল—	৫ পত্র
পর্ব্ব ৭	দ্রোন—	৩৬ পত্র	পর্ব্ব ১৮	মুসল—	৭ পত্র
পর্ব্ব ৮	কর্ন্ন—	১৮ পত্র	পর্ব্ব ১৯	স্বর্গারোহন—	১১ পত্র
পর্ব্ব ৯	শৈল্য—	৪ পত্র	একুন—১৯		৫৬৪ পত্র
পর্ব্ব ১০	গদা—	৭ পত্র	পর্ব্ব ২০	বৃহদসান্তি—	১১১ পত্র
পর্ব্ব ১১	শৌপ্তিক—	৪ পত্র	২০		৬৭৫ পত্র

সূচীপত্র (আরম্ভে),

শ্রীরামঃ॥ আদ্যপর্ব্ব সভাপর্ব্ব বনপর্ব্বমতঃপরং। বিরাটপর্ব্ব বিজ্ঞেয়ং চতুর্থং তদনন্তরং। উদ্যোগং পঞ্চমং পর্ব্ব ভীষ্মপর্ব্বঞ্চ ষষ্ঠমং সপ্তমং দ্রোণপর্ব্বঞ্চ কর্ণপর্ব্বমথাষ্টমং। নবমং শৈলপর্ব্বঞ্চ গদাপর্ব্বমতঃপরং। স্ত্রীনামেকাদশং পর্ব্বঞ্চ ষষ্ঠীকঞ্চমতপরং। আনুষাসনিকং পর্ব্বচাশ্বমেধিকমেব চ। ভীমপর্ব্বং চ বিজ্ঞেয়ং শে[া]ড়ষং মৌষলং তথা। দানং সপ্তদশেজ্ঞেয়ং স্বর্গারোহনিকং তথা ইত[্য]ষ্টাদশ পর্ব্বানি কথিতানি ময়া বিভো। যে পঠান্তি নরা মর্ত্যা ত বৈ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥

১ আদ্য—	১৫১	৯ শৈল্য	৪
২ সভা—	৫৫	১০ গদা	৭
৩ বন—	৯১	১১ শৌপ্তিক	৪
৪ বিরাট—	৪৯	১২ স্ত্রিপর্ব্ব	১৪
৫ উদ্যোগ—	১৫	১৩ সান্তি	৯
৬ ভীষ্ম—	২৬	১৪ অভিসেক	৪
৭ দ্রোন—	৩৬	১৫ অশ্বমেধ	৩৬
৮ কর্ন্ন—	১৮	১৬ আশ্রম	১৪
একুন	৪৪৯	১৭ মুসল	৫
		১৮ মুসল	৭
		১৯ স্বর্গ	১১
			১১৫
			৪৪৯
			৫৫৪ [৫৬৪]

মধুসুদন গোবিন্দ বাসুদেব জনার্দ্দন ॥ মম চত্বারি নামানি মহাদুরিতনাশন

২১৫ মাধবসঙ্গীত গ্রন্থ

পরশুরাম

পুঁথিসংখ্যা ৯১৪ ; পত্র ৯৫ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩" × ৫"। লিপিকাল শকাব্দ ১৬৮১, সন ১১৬৬ সাল। প্রাপ্তিস্থান পুরী। কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথি হইতে পারে।

আরম্ভ,

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ অথ মাধবসঙ্গীত গ্রন্থ লিখ্যতে ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌঃ। গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ সন্দৌ-তমোনুদৌ ॥১॥ আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ। বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥২॥ সর্ব্বে শঙ্কর নারদাদয় ইহা জাতোস্বয়ং শ্রীরপিঃ প্রাপ্তা দেব হলায়ুধোপি মিলিতা জাতশ্চ তে বৃষ্ণয়ঃ ॥ ভুয়ৎপি ব্রজবাসিনৌ প্রকটিতা গোপাল গোপ্যাদয় পূর্ণ প্রেমরসেশ্বরেহবতর শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি ॥৩॥ দুস্কর্ম্ম কোটিনিরতস্য দুরন্ত ঘোর দুর্ব্বাসনানিগড়শৃঙ্খল তস্য গাঢ়ং। ক্লিস্যন্মতেঃ কুমতি কোটি কদর্থিতস্য গৌরং বিহ্নান মম কো ভবতেহ বন্ধু ॥৪॥ রাগ সুহই ॥ কনক দ্রব চম্পক রোচনয়া জলদামিনিবল্লিবিধ দ্যুমুনিং। বিবিধোত্তম গৌরুপমান ঘটাত্যতি নিন্দিত

সুন্দর গৌরতনুং। অসরির পরার্দ্ধপরং রুচিরং ভজ গৌরশরীর মুদারতরং ॥ধ্রু॥ সরোভব শান্ত শশাঙ্কমুখং হরিনাম পিযুষ পরিস্ফুরিতং। সুকুঞ্চিত কেশ বিশেষলসঃ তুলসী নবমঞ্জরিমালযুতং॥ শতপত্রক পত্রলয়ং নয়নং অবলোকন তাপিত পাপহরং॥ করুণাকর কীর্ত্তন কীত্তিময়ং কলিকাল ভুজঙ্গম দর্পহরং॥ তদিত্যাখ্যাধায়ন শ্রবণ নতি পণ্ডিতামৃতমিদং। ধয়ন্নিত্যং গোবর্দ্ধন মুহুদিন ত্বং ভজ মনঃ॥ মনশিক্ষাদ্যেকাদশক বর মে তন্মধুরয়া গায়ত্যুচ্চৈঃ সমাধিগত সর্ব্বাভেশ্রিয়॥ সযুথং শ্রীরূপনুগ ইহ ভবন গোকুলবনে জনো রাধাকৃষ্ণগুণ ভজনরত্নং স লভতে ইতি শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিনাং বিরচিতং মনঃশিক্ষাদ্বেকাদশক বরং সম্পূর্ণং॥ নম ললিতায়ৈ॥ লাস্তোল্লাসভুজগশক্র পড়ত্রি পত্র পট্টাংশুকামরুণ কঞ্চুলি কাঞ্চিতাঙ্কিং গোরোচনা রুচিবিগর্হন গোরিমানাং দেবী গুণৈঃ ১খ] সুললিতং ললিতাং নমামি॥১॥ রাধাসুধাং কিরণমণ্ডল কান্তি দন্তি বক্তুশ্রিয়ং চকিত চারুচামরনেত্রাং। রাধাপ্রসাদন বিধান কলা প্রসিদ্ধাং দেবী গুণৈঃ সুললিতং ললিতাং নমামি॥২॥ বাৎসল্য বৃন্দ বসতং পশুপালরাজ্ঞাঃ সখ্যানুশিক্ষণ কলাসু গুরুং সখীনাং। রাধাব্রজেশসুত জীবিত নির্ব্বিশেষাং দেবিং গুণৈঃ সুললিতং ললিতাং নমানি॥৩॥ রাধামুকুন্দ পদসম্ভব ঘর্ম্ম-বিন্দু নির্ম্মঞ্চলেপ করনীকৃত দেহলক্ষ্মী। উত্যুঙ্গ সৌহৃদ বিশেষরসোৎ প্রগলভ্যাং দেবিং গুণৈঃ সুললিতং ললিতাং নমামি॥৪॥ ধূর্ত্তে ব্রজেন্দ্রতনয়ে তমুসুষ্ থ রম্যা মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনি লাঘবায়। রাধে গিরং শৃনিহিতামিতশিক্ষয়ন্তী দেবিং গুণৈঃ সুললিতং ললিতাং নমামি॥৫॥ যাদ্ধামপি ব্রজকুলে বৃষভানুজায়া প্রেক্ষাস্বপক্ষ পদবিং মমুরুধ্যমানাং। সত্যস্ত দিষ্ট অটনেন কৃতার্থয়ন্তী দেবিং গুণৈঃ সুললিতং ললিতাং নমামি॥৬॥ রাধামতি ব্রজপতে কৃতমাত্মজেন কণ্ঠং মনাগ পিবিলোক্য বিলোহিতাক্ষীং রাগুক্তিভিস্তমচিরেন বিলজ্জয়ন্তীং দেবিং গুণৈঃ সুললিতং ললিতাং নমামি॥৭॥ রাধাব্রজেন্দ্রসুত সঙ্গম কুণ্ডচর্য্যাং রম্যাং বিনিশ্চিত রতিমখিলোৎস বেত্মা। তাং গোকুলপ্রিয়সখী নিম্বমুখ্যাং দেবিং গুণৈঃ সুললিতং ললিতাং নমামি॥৮॥ নন্দন্নমুলিন ললিতাং নিপত্যানি যঃ পঠতি নির্ম্মল দৃষ্টিরষ্টৌ প্রত্যাবিকর্ষতি-জননিজবৃন্দমধ্যেতং ক্যং উদাপতি কুলোজ্জল কীর্ত্তিবন্ধ॥

প্রেমের স্বভাব ভাব ভব না জানিঞা জড়যোগ চর্য্য করে নামগুণ গাঞা।
নারদ প্রেহলাদ শুক বিরিঞ্চি বাসব সনকাদি করে নিতি জার অনুভব।
হেন প্রেমধন প্রভু সকরুণ হঞা দুরন্ত দুর্গতে ২ক] দিল জাচিঞা জাচিঞা।
যে কর্ণবিবরে কৃষ্ণকথা নাহি জায় প্রেমার লালসে হেন সেহ লাগে গায়।
রাধাকৃষ্ণ পরিচর্য্যা প্রতি গৃহে গৃহে ভাবের সঞ্চার আজ্জি প্রতি দেহে দেহে।
যত অবতার প্রভু কৈল যুগে যুগে কলিযুগে গৌরপ্রভু অখিলের ভাগ্যে।
ধন্য কলিকাল চারি যুগের ভিতরে গৌরাঙ্গ করুণানিধি জাহাতে বিহরে।

অপার গুণের কথা সুধার সমুদ্র কহিতে না পারে কত প্রজাপতি রুদ্র ।
আনন্দে সাঁতর চিত্তে গৌরাঙ্গের গুণে ভুবনমোহন গোরারূপ পড়ে মনে ।
দামিনি হ্যমনি জিতি নব গোরচনা চম্পক কুসুম কান্তি জিনি কাঁচাসোনা।
অবদাত তনু পুন ঢল ঢল করে এক অঙ্গ রূপ শত নয়নে না ধরে ।
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি ও মুখমণ্ডল তাহে কত শত ধারা ধাঞাছে উপর ।
সুমেরু সিঞ্চিত জেন সুরধনি ধারে সতত বাহিঞা পড়ে নাভিসরোবরে ।
বিপুল পুলক ভুজ গভির আরম্ভ মুকুলিত হৈল কিয়ে কলিকা কদম্ব ।
ভ্রমর ভুলিল কত মঞ্জুরির মালে নিজগুণগাণে পুন কুম্বুকণ্ঠ দোলে ।
বঙ্কিম নয়ন অঙ্গে কত কান্তি ধরে অরুণ উদয় জেন সুমেরু শিখরে ।
চরণসরোজে শোভে নখ নিশামণি রুনুর ঝুনুর মণিমঞ্জীরের ধ্বনী ।
নটেন্দ্র উপাধি জার নাগরি নিকরে সে পদ মাধুরি গতি কে বর্ণিতে পারে ।
নাচিতে নাচিতে গৌর যেইদিগে চায় সে সকল লোকে সুখসাগরে ভাসায় ।
স্বেদ অশ্রু বৈবর্ণতা পুলক বেপথু মিছা স্বরভঙ্গ সেই সাত্বিকের সেতু ।
অনুক্ষণ এই অষ্ট ভাবের বিকার তাহাতে আস্বাদে যত পুরুব বিহার ।
প্রতিক্ষণে হয় যত প্রেমের আনন্দ সকল সম্পূর্ণ করে প্রভু নিত্যানন্দ ।
কভু গোরা নামরূপ কভু হয় নামী নাম ২খ] গ্রাম ভাণ্ডারের নিত্যানন্দ স্বামি ।
হইল অনন্ত নাম বিস্তার কারণে সম্বরণ স্থল তাহে সহস্র বদনে ।
জয় জয় আনন্দ উদয় নিত্যানন্দ জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র গৌরভক্তবৃন্দ ।
জয় জয় দামোদর জয় শ্রীনিবাস স্বরূপ গোসাঞি জয় জয় হরিদাস ।
জগত পবিত্র জয় রূপ সনাতন জয় জয় নরহরি শ্রীরঘুনন্দন ।
জয় জয় অচ্যুতানন্দ মাধব মুকুন্দ জয় বাসুদেব জয় রায় রামানন্দ ।
জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গবিলাসি শুক্লাম্বর আদি যত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ।
গৌরপ্রিয়বর্গ যত শুদ্ধ শান্ত দান্ত দ্বাদশ গোপাল যত চৌষষ্ঠি মহান্ত ।
একে একে বন্দনা করিতে সাধ মনে ভয় কর কাঁপে ক্রমভঙ্গের কারণে ।
সর্ব্ব পরাৎপর শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি জার সম ত্রিভুবনে অন্য কেহো নাঞি ।
কেবা তাহে অগ্রগণ্য কেবা তাহে অনু এই ভএ ক্রমে ক্রমে না লেখিল দুহু ।
বন্দনার অভিলাসে করি অনুভব বিলাসিতে কৈল প্রভু মহামহোৎসব ।
যত গৌরভক্তবর্গ আসি সেইকালে একত্র হইলা সভে সে রসমণ্ডলে ।
মণ্ডলে কুণ্ডলাকারে ভ্রমিঞা ভ্রমিঞা পুনঃ পুন প্রণমিয়ে অবনি লোটাঞা ।

পুন মুখ নিরখিঞা জোড় করি হাথ পুনপুন পদতলে করি প্রণিপাত।
পরশুরামের এই পরম বাসনা মাধবসঙ্গীত মহাপ্রভুর বন্দনা ॥

ভনিতা,

[৩ক পরশুরামের এই পরম বাসনা মাধবসঙ্গীত মহাপ্রভুর বন্দনা ॥
[৩খ কঞ্জ চরণে মণিমঞ্জির ঝংকৃত নখমণি উজর কিরণে
পদতলে অমল সরোরুহ শীতল পরশুরাম রহু শরণে ॥
[৪ক হৃদয় নিহিত মান বনি বনমালং পরশুরাম মন লোচনজালং ॥
[৫ক শ্রীগুরুদেব পদ কৃপা অনুভবে রচিল পরশুরাম সঙ্গিতমাধবে ॥
[৬ক পাঞা গুরু উপদেশ কৃষ্ণসেবা সবিশেষ অনন্ত মহিমা গুণগ্রাম
আপনি কলম ধরি লিখন করেণ হরি পরশুরামের মাত্র নাম ॥
[১০ক পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান মাধবসঙ্গীত গীত আনন্দিতে গাণ ॥
[১৩খ রচিল পরশুরাম করি পরিহার শুনিলে জানিয়ে কৃষ্ণ প্রিয় পরিবার ॥
[১৩খ তুমী ত সভার প্রাণ তোমা বিনে না জানি আন এইরূপে দেখিয়ে সপনে
পরশুরামের মনে আর নাহি তোমা বিনে তুমী আমার হবে কতদিনে ॥
[১৬ক শ্রীগুরুদেব পদ কৃপার বিহিত রচিল পরশুরাম মাধবসঙ্গীত ॥
[১৯ক পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান মাধবসংগীত গীত আনন্দিতে গান ॥
[২০খ সহজে তোমার নাম বাঞ্ছাকল্পতরু রচিল পরশুরাম সেবি নিজ গুরু ॥
[২২খ পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান কাতর কিঙ্করে প্রভু কর অবধান ॥
[২৩ক তুমী সে সভারে জান তোমারে জানএ হেন কে আছে ভুবন চতুর্দ্দশে
কহ শ্রীমুখের বাণী কহিলে কারণ জানি কাতর পরশুরাম ভাসে ॥
[২৫ক শুনিঞা পরশুরাম আসাবন্ধ মনে পাইব ভক্তির লেশ মহাপ্রভুর গুণে ॥
[২৭খ পরশুরামের রহু গুরুপদে আশে দেহ পদছায়া প্রভু মনোহরদাসে ॥
[২৯খ পরশুরামের শুনি ত্রাশ পাইল মনে না জানি রসিকরায় কত বন্ধ জানে ॥
[৩০ক মরাল গমন নখ কমল চরণ তহিঁ সে পরশুরাম লইছি শরণ ॥
[৩০খ পরশুরামের যত্ন এই অনুভবে মাধব মাধব নিত্য সঙ্গীতমাধবে ॥
[৩৩খ পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান শ্রবণে লভিএ রাধাকৃষ্ণের কল্যাণ ॥
[৩৭ক সখীবৃন্দ রাধাকৃষ্ণ একত্র করিয়া বৃদ্ধকালে দেখি যেন নয়ন ভরিয়া ॥
[৩৮খ শুনিঞা আনন্দে কৃষ্ণ দিলেন মেলানি পরশুরাম বলে ধন্য ধন্য ঠাকুরাণী ॥
[৪১ক মনে করি কল্যে হয় কহিবার কথা নয় বিধিরে বলিব আর কী
পরশুরামের মনে রাধা কাহ্নু কুঞ্জবনে দেখিঞা দিনেক যদি জী ॥

[৪১ক না জানি না শুনি বলিঞা রহিতে পরাণে সোয়াথ নাঞি
হএ নহে পুন পরোক্ষে শুনিহ পরশুরামের ঠাঞি ॥
[৪১খ পরশুরামের মনে আন নাহি ভায় সেই সুখদাতা যেই কৃষ্ণগুণ গায় ॥
[৪৩খ এ অঙ্গ রুচির অঙ্গ সুচারু চরণ পরশুরামের এই জাতি প্রাণধন ॥
[৪৫ক ক্ষেত্রি অবতংশ মহারাজ বংশ কুমার শিখর শ্যাম
যার দেশে বসি সংগীত বিলাসী রচিল পরশুরাম ॥
[৪৯খ সময়ে যে করি কর্ম্ম সেই হয় সুরু পরশুরাম বলে এই বুঢ়ি নাটের গুরু ॥
[৫০ক অনঙ্গ তরঙ্গ কত রসের সায়রে ভালে সে পরশুরাম পাশরিতে নারে ॥
[৫১ক পরশুরামের রহু গুরুপদে ধ্যান মাধবসঙ্গীত গীত আনন্দিতে গাণ ॥
[৫৪খ পরশুরামের রহু গুরুপদে নতি শুনিলে লভিয়ে যেন রাধাকৃষ্ণে রতি ॥
[৫৪খ যৌবন কাননে মদন দহনে দহিছে দেখিঞা পটে
পরশুরামের অপাত অন্তর সহজে সঙ্কট বটে ॥
[৫৬ক পরশুরামের কাষ্ঠ পাষাণ পরাণে তথাপি সে সব দশা না হয় লিখনে ॥
[৫৯খ শুনিঞা পরশুরামে বাঢ়িল আনন্দ অভিপ্রায় কথা প্রেমভক্তি অনুবন্ধ ॥
[৬০খ পরশুরামের মনে এই উঠে ভয় কৃষ্ণানুসন্ধানু সুখে পাছে বাধা হয় ॥
[৬২ক ডাকিয়া পরশুরাম বলে শুন রাধা কৃষ্ণভক্তি সুখে পড়ে কর্ম্মদোষ বাধা ॥
[৬৩ক কায়বাক্যমনে শ্রীকৃষ্ণ যে জনে জানএ আনহি ছন্দ
পরশুরামের সেই সে দোসর ভুবন ভিতরে মন্দ ॥
[৬৬ক এইরূপে ফিরে ধনি মন্দীর ভিতরে পরশুরামের মন যেমত সংসারে ॥
[৬৭ক কোন কার্য্যে মহাতপা লভিলে বৈষ্ণব কৃপা উপাপোহ ভক্তবৃন্দ সনে
পরশুরামের খেদে জন্মাদি মনের সাধে মোক্ষ হৈতে ভাল লক্ষ গুণে ॥
[৬৯খ পরশুরামের শুনি সন্দেহ ভাঙ্গিল কৃষ্ণ হেন গুণনিধি কেনে না ভজিল ॥
[৭২ক পরশুরামের মনে আন নাহি ভায় জন্মে জন্মে ভজি যেন বৈষ্ণবের পায় ॥
[৭৩খ তুমী সে করুণাসিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু মোরা সভে চরণ কিঙ্করি
খণ্ডিয়া সকল মায়া মনোহরদাসে দয়া কর কৃষ্ণ না কর চাতুরি।
অনুজ কিশোরদাস তার পুর অভিলাস কৃপা কর বৃন্দাবনদাসে
মাধবদাসের মনে বিলসহ অনুক্ষণে প্রিয়া যত পরিনত বেশে ॥
[৭৭খ শ্রীগুরুদেব পদরজ কৃপা লেশে রচিল পরশুরাম সঙ্গীত বিশেষে ॥
[৮১ক সখীবৃন্দে পুনঃপুন করিল পিরিত রচিল পরশুরাম মাধবসঙ্গীত ॥
[৮১ক চন্দনচর্চ্চিত হেম দরপন গায় পরশুরামের মনে সেহো নাহি ভায় ॥

[৮২ক সহজে পরশুরাম সহচরিভাবে বসন ভূষণ লৈঞা সঙ্গে সঙ্গে যাবে ॥
[৮২খ পরশুরামের মনে আন নাহি ভায় রাধাকাহ্নু বলি যদি লোকে গুণ গায় ॥
[৮২খ পরশুরাম কহে যুগতি না ভায় মদন কলাগুরু যো দরশায় ॥
[৮২খ, ৮৩ক সৌভগ মদমণি কিঙ্কিণিভাষিণী কিনিকিনি কামিনি কাহ্নু সনে
পরসুরাম কহ ভুবন চতুর্দ্দশ পদ নিরজ রজলেস পনে ॥
[৮৫খ গুরুপদ সরসিজ শরণ বিহিত রচিল পরশুরাম মধুর সঙ্গীত ॥
[৮৫খ ললিতা বিশাখা সহচরি সেবি পরশুরাম সুখদায়নি দেবি ॥
[৮৮ক পরশুরামের মন ধরণে না জায় লোটাঞা পড়িল যেন ললিতার পায় ॥
[৮৮ক মুখ সুখসিন্ধু ইন্দু ঝলমল অমৃত প্রমৃত বাণী আখরে আখরে সিচিত পরশুরামের পুহুর প্রাণি
[৯০ক পরশুরামের বাণী শুন বন্ধুগণে এইরূপে দেখি নিত্য অন্তর নয়নে ॥
[৯০ক পরশুরাম পহুঁ করই মনোরথ কর কিশলয়গণ দংশী ॥
[৯৩খ পরশুরামের বাণী শুনি ইতিহাস রঙ্গিনি সকল করে গন্ধ অধিবাস ॥
[৯৪খ পরশুরাম দিন সাধনসঙ্গ হিন ব্রাহ্মণ কুলশিল পাঞা
দিবস দুই চারি প্রকারে বিহরি রাধাকৃষ্ণ গুণ গাঞা ॥
[৯৫ক পরশুরামের রহু গুরুপদে আশা এহোকালে পরকালে বৈষ্ণব ভরসা ॥
শকাব্দা ১৬৮১ সাল সন ১১৬৬ সাল—

গ্রন্থপরিচয় ও আত্মপরিচয়,

॥ কামোদ রাগঃ ॥

শুন শুন বন্ধু ভাই রাধাকৃষ্ণ গুণ গাই শ্রবণে অনন্ত পুণ্যধাম
বন্দিয়া বৈষ্ণবপদে সঙ্গীত সুখের সাধে মাধবসঙ্গীত জার নাম।
গোকুলে গোপাল খেলা রূপ রস রাসলীলা যেমত জন্মিল পূর্ব্বভাগে ৫ক]
যত সখাসখীগণে নিত্য প্রকৃতির সনে কৃষ্ণকান্তা হৈল অনুরাগে।
বৈষ্ণব গোসাঞি মুখে শুনিঞা চিত্তের সুখে রচনা করিতে করি সাধ
পুরাণ পণ্ডিত নহি পাঁচালি প্রবন্ধে কহি না লবে আমার অপরাধ।
মহা মহা কবি যত জানিঞা শ্রীভাগবত মুক্ষ মুক্ষ ভক্তি অনুসারে
ভাগ্যবান লোক গায় পাপ তাপ দন্ত জায় গ্রন্থ করি রাখিল সংসারে।
আমী তাহে অল্পজ্ঞান অল্প ধন অল্প প্রাণ গুণহীন সহিত সংসারি
সতত চঞ্চল মন সঙ্গ ছাড়া সাধুজন ভুরি কর্ম্মে নহি অধিকারি।

শুনি বৃন্দাবন গুণ   রসের লালসে মন   অবিরত জিহ্বার আরতি
অপটু লোকের ঠাঞি   শ্রবণের সুখ নাঞি   তেঞি করি পত্র দশ পুথি।
মূল রাসপঞ্চধ্যায়   ভক্তিশাস্ত্র অভিপ্রায়   পঞ্চরাত্রি বিবিধ সংহিতা
ভক্তি মুক্তি নানা গ্রন্থ   কৌমার গৌতমী তন্ত্র   বিষ্ণু রুদ্র পুরাণের কথা।
নাটক নাটিকা ভেদ   গোপালতাপিনি বেদ   বৃহজ্ঞানদিপিকা বিহিত
নিত্যপ্রিয় সখাসখী   নামগ্রাম যূথ লেখি   এইহেতু মাধবসঙ্গীত।
রাধাকৃষ্ণ গুণগ্রাম   প্রিয় পরিকর নাম   উত্তম মধ্যম ভক্তিভেদ
সাধনসন্ধান শিক্ষা   শ্রবণে লভিয়ে দিক্ষা   সুষ্ঠু ভক্তিবিধান নিশেধ।
বুঝিঞা প্রাকৃত ভাষ   না করিহ অবিশ্বাস   সন্দেহ না কর্য কিছু মনে
সর্পের দংশন নরে   প্রাকৃতে নির্বিষ করে   সে কোথা পুরাণপাঠ শুনে।
সংসার সর্পের তন্ত্র   নাহি মানে অন্য মন্ত্র   অগাধ উপায় আর নাঞি
হইঞা সদৃঢ়চিত্ত   কৃষ্ণকথা সুললিত   গুরু কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
ছন্দবন্ধ অলঙ্কার পদ্যপদ্য চমৎকার   না থাকিলে কবিত্তের দোষ
তথাপি সৎকথা গুণে   গৌরব রাখিবে মনে   অবিজ্ঞা৫খ]নে না করিহ রোষ॥
যেন সাধারণ জলে   শীলায় সংসর্গ হৈলে   শিরধার্য্য করে সর্ব্বজন।
অথবা পুষ্পের সনে   সতের সংসর্গ গুণে   কণ্ঠে করি কলার বাসনা।
এতেক জানিঞা সভে   দোষ তেজি গুণ লবে   কারণ বুঝিঞা কৃষ্ণকথা
যদি স্বর্ণভূষা হয়   সে ত পরিত্যজ্য নয়   না থাকিলে গঠনচিত্রতা।
শুনিলে সকামি পক্ষ   ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ   যশ কীর্ত্তি সঞ্চয় শান্তনা
দুঃখ শোক জায় দূরে   প্রাচীন পাতক হরে   কান্ত কৃতি কৃতান্ত বঞ্চনা।
অমুক্ত যতেক জনে   শ্রদ্ধা করি যদি শুনে   মুক্তিপথে করি তিরস্কার
রাধাকৃষ্ণ রস পাঞা   ভাবের ভাবক হঞা   দিনে দিনে প্রেমের সঞ্চার।
ভক্তলোক শুনে যদি অশান্ত ইন্দ্রিয় বাদি   শান্তি ধর্ম্ম লাভ অল্প দিনে
গান্ধর্ব্বা সখীর সঙ্গে   হাস্য লাস্য লীলারঙ্গে   আশক্তি করায় কৃষ্ণসনে।
যেন সুরেশ্বরী ধারা   তিন লোকে পাপহরা   ততোধিক হন কৃষ্ণকথা
তীর্থসেবা তীর্থজলে   বেদবিধি পুণ্যকালে   কৃষ্ণকথা শুনে যথা তথা।
জানিঞা না জানে মন   বৈষ্ণব প্রভুর ধন   ভক্তপদে হঞা প্রণিপাত
চম্পক নগরি গ্রাম   তাহাতে নিবাস ধাম   মিরাস পুরুষ ছয় সাত।
লোকনাথ হরি রায়   তৎ সুত সুবুদ্ধি রায়   তাঁর পুত্র শ্রীমধুসূদন
দ্বিজকুলে জনমিঞা   তাঁহার নন্দন হঞা   বিরচিল কুঞ্জের কীর্ত্তন।

পাঞা গুরু উপদেশ   কৃষ্ণসেবা সবিশেষ   অনন্ত মহিমা গুণগ্রাম
আপনি কলম ধরি   লিখন করেণ হরি   পরশুরামের মাত্র নাম ॥

ওড়িয়া পদ,

॥ রাগ বিহাগড়া ॥
॥ পদ উৎকল ॥

কি য়ে সুধা কি এ বিষ দেহ কি এ রসকুপ   কহিবা বেলকু দিসে সপন স্বরূপ ॥
না লো বৃথভানু তনি   দিসই এ দশা এবে এমন্ত ন জানি ॥ ধ্রু
তনু অনুরূপ তাঙ্কু ন দিশে উপামা   কাহিঁ ন রহিলা আজ্ঞ সুন্দরি গারিমা ॥
কঞ্চুলি জলদ বাস কিরণ চপলা   সে রূপ সে নাশবেশ দুর্দরে পসিলা ॥
মুখ সুখসিন্ধু ইন্দু বিন্দু বিন্দু ঘাম   অসিত অদ্ভুত জ্যোতি রাধা আধা নাম ॥ ২৯খ]
বহুল দিঘল কেশ রস কলা ফণী   গরলে ভরিলা তাঙ্ক বঙ্কিম চাহানি ॥
বৃষভানু তনি ধনি মন মোহিলা   ধৈরজ ধেয়ান বস লাজ কাজ গলা ॥
মরাল গমন নখ কমল চরণ   তহিঁ সে পরশুরাম লইছি শরণ ॥

শেষ,

॥ রাগ মঙ্গল গুজ্জরী ॥

যমুনার জলতট   নিকট নিপট   পুরটময় নটশালা
চৌদিগে শারি শারি   বরজ নাগরি   বর নাগর নন্দবালা।
সুবীণা সপ্তসরা   মুরুজ মন্দিরা   খঞ্জরি কপিলাস বীণা
ডিণ্ডিমি ঝাঁঝরি   মুরুলী মহুরি   বাজে বিবিধ বাজনা।
কুমারিগণ সঙ্গে   মদন মনরঙ্গে   কেহো বা কৃষ্ণ হেরি হাসে
যুবতি যত ধন্যা   পরসি বরকন্যা   ব্রাহ্মণে বেদবিধি ভাসে।
মহি গন্ধ শিল   ধান্য দুর্ব্বাদল   কুসুমমালা পুগফলে
লইঞা দধি শর   সর্পিস সিন্দুর   পরসে কাহ্নু পদতলে।
শঙ্খ কজ্জল   পরসি ভালতল   দলিততর গোরোচনা
সেত সর্শপ   হরিদ্রা আদি উগ   গঠন মণি রূপা শোনা।
স্বস্তিক দর্পণ   চামর চন্দন   পরসি সুখময় ভালে
হরিত নাগবল্লী   রতন দিপ পল্লী   করিঞা পরিসর থালে।
রূপ ঝলমল   শ্রীমুখমণ্ডল   নিরখি আরতি অপার
বেদবিধি মত   আরতি করত   সভেই শত শত বার।

কুসুম দধি মধু লইঞা ব্রজবধূ অর্চ্চিঞা কানুর চরণে
আনন্দে হুলথুলি মঙ্গল হুলাহুলি কৌতুক কুসুমকাননে।
কক্ষায়ে হেমঘট উপরে চিত্রপট জল সায়ে দ্বিজরাণী
সুন্দরি সব [৯৪ক পাশে আনন্দ আবেশে সোহাগ লোটাএ ধরণী।
রাধিকা কৃষ্ণগুণ গাইছে গোপীগণ বাজিছে বিবিধ বাজনা
ললিত অভিনব গুণ মান যে সব তাল লএ মুরুছনা।
মিলিঞা সব সই যমুনা জল সাই আইলা বরের নিকটে
লইয়া কন্যাগণ করিল প্রদক্ষিণ সমুখে ধরি অন্তঃপটে।
যবে সে ছিলা দূরে তুহুঁ সে তুহুঁ করে সঘনে আইস আস্ত বলি
নিকট দরশনে দহন নিবারণে কুসুম করে পেলাপেলি।
শ্রীঅঙ্গে পুষ্পমালা অর্চ্চিঞা ব্রজবালা কানুরে করে পরনাম
নাগরবর হরি স্বীকার কৈল নারি দিলেন নিজ পুষ্পদাম।
মধুর নব শাখা কর্পূর যব মাখা বেঢ়িঞা ললিত নলিনী
নাগরবর হাথে কুমারিগণ সাথে করিল কুসুম ছামনি।
লইঞা কন্যাগণে রাখিল কুঞ্জবনে ললিত লতিকার ঘরে
বিবিধ বাস দিঞা রাখিল সোয়াইঞা বিচিহ্নক করি পদশিরে।
চলহ বর হরি খুজিঞা আন নারি ধরিঞা তোল তার হাথে
চলিতে শ্যামরায় নূপুর বাজে পায় যুবতিগণ চলু সাথে।
গোবিন্দ আগমন জানিঞা কন্যাগণ অন্তরে উপজল ভয়
চাতুরি করি তায় পরসে জানি পায় নূপুরে করে পরিচয়।
রসিকবর হরি কামিনি কর ধরি আইলা নিপতরুতলে
বেঢ়িঞা গোপীগণে রতন সিংহাসনে বসিলা কিশলয় দলে।
উপরি ঘট দল বরের করতল সমুখে বসাইঞা বালা
কুমারিগণ লঞা কানুর বুকে দিঞা বান্ধিল বকুলের মালা।
আভির প্রকরণে শ্রীনন্দনন্দনে সঙ্কল্প করিঞা রচনা
সদত ফুল জলে দিলেন করতলে পুরল কামিনি কামনা।
মনের কউতুকে দিলেন জউতুকে বলয়া মণিময় হার
অভয়া ফল জল দিলেন দূর্ব্বাদল করিঞা বহু পরিহার।
গোত্র গতি আদি গমন সপ্তপদি উপল প ৯৪ক]রসিল পায়
বসন সিন্দুর আপনি দিল বর গোপিনি মঙ্গল গায়।

সিদ্ধ সুর নর চারণ কিন্নর সগণ শোভন আকাশে
বাজাএ দৃমি দৃমি দুন্দুভি ডিণ্ডিমি কৌতুকে কুসুম বরিষে।
শ্রীরূপ সনাতন পরম কারণ অনেক পুরাণের ভাসা
সে সব উক্তি শুনি মঙ্গল অনুমানি মাধবসঙ্গিত আশা।
নাগরবর শ্যাম, প্রসঙ্গ অনুপাম বিবাহ বিধি বৃন্দাবনে
অশেষ পাপ হরে জাতনা জায় দূরে শ্রদ্ধায়ে যেই জন শুনে।
ধন্য সে ঠাকুরাল রহুক বহুকাল ধনি সে পাত্র পরধান
ধন্য সে সব প্রজা বৈষ্ণবপদ পূজা করেণ হরিগুণ গাণ।
পরশুরাম দিন সাধন সঙ্গহিন ব্রাহ্মণ কুলশিস পাঞা
দিবস দুই চারি প্রকারে বিহরি রাধাকৃষ্ণ গুণ গাঞা॥
কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিনরীশ্বরী। নন্দগোপসুতং দেহি পতিং মে কুরুতে নম

॥ রাগ মুলতান ॥

কুঞ্জে লো আজু মদন তরঙ্গ রসবতি নায়রি শ্যামক সঙ্গ ॥ধ্রু॥
এতেক কৌতুক করি যত সখীগণে যুথে যুথে দাণ্ডাইলা কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
কেহো বলে কন্যাগণ জাহ বাসঘরে একত্রে শয়ন শয্যা বিধি কন্যা বরে।
কেহো বলে কর নারীর কেশ মার্জ্জন একত্রে বসিঞা কুঞ্জে করহ ভোজন।
কেহো বলে কন্যাপৃষ্ঠে সিন্দূরমণ্ডলি আপনে লেখুন বর বিধি বাক্যবলী।
আপনে লেখিয়া আপে মুছিবে কানাঞি কহিঞা সম্মুখ ছাড়ি পৃষ্ঠ দিবে নাঞি।
কর ধরি বাসঘরে করুণ পয়ান বিবাহের পরে পূজা এ সব বিধান।
কেহো বলে সখি তুমী কেন কুঞ্জবনে কাহ্নু সঙ্গে কুলবতি কেমন বিধানে।
কেহো বলে সুখময় সুন্দর কানাঞি স্বেচ্ছায়ে যে করে তাঁহা যুক্তি বিধি নাঞি।
নবীন নাগরী সব নব অনুরাগে ২৪খ] রূপ গুণ পরিচয় করে কৃষ্ণ আগে।
গোপালি ধনিষ্ঠা কৃষ্ণা খঞ্জনাক্ষি নীলা বিশারদা তারাবলী শঙ্করি বিমলা।
চকোরাক্ষি কুঙ্কুমাদি মেলি নব রঙ্গী পরিহাস প্রীতকথা কহে কৃষ্ণ সঙ্গে।
কেহো বলে প্রাণবন্ধু নিবেদন করি কুলটা করিলা তুমী গোকুলের নারী।
এ রূপ রসের কূপ নয়ান হিলোলে চাহিতে চমকে প্রাণ হিয়া বরা দোলে।
কেহো বলে তৃভঙ্গ ললিত নটছাঁদে দেখিলে আকুল প্রাণ না দেখিলে কাঁদে
কেহো বলে কেমন সে বিদগধ বিধি শ্যামরূপে ঢালিঞা দিয়াছে কত নিধি।
আর তাহে ভাঁতিয়া চলন ধিরে ধিরে ডুবিল যুবতিজাতি রসের পাথারে।

ভুবন ভুলিল শ্যামরূপের বাতাসে কেহো বলে মুরুলী আছিল কোন দেশে।
শুনিঞা বংশীর ধ্বনি কে রহিব ঘরে প্রতি ফুকে বুকে বিন্ধে সন্ধানিঞা সরে।
এইমত বিলাপ করে গোপীগণ লঞা ব্রহ্মরাত্রি গোঙাইলা আনন্দ করিঞা।
পরশুরামের রহু গুরুপদে আশা এহোকালে পরকালে বৈষ্ণব ভরসা ॥
ইতি শকাব্দা ১৬৮১ সাল সন ১১৬৬ সাল—

২১৬ মানিকপীরের জহুরানামা

জয়রদ্দি (জইদি)

পুঁথিসংখ্যা ৯৩৬ ; পত্র ১২২ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪" × ৫"। লিপিকাল সন ১২২৪ সাল।
দ্র. পরিশিষ্ট 'ক'। গুঞ্জর ফকিরের ভনিতায় দুইটি গান আছে।
ভনিতা,

[৩খ গরিব জইদি গায় গজ মানীকের বরে ধন পুত্র পাবে বর জতেক আসরে ॥
[৫খ গরিব জইদি গায় দুয়া কর মরে ধন পুত্র বর দেহ নাএকের তরে ॥
[৫খ বাগের মহলা দেওান একে একে লেই ভাবিয়া মানিক দেওান গরি[ব] জইদি গাই ॥
[৮ক গরিব জইদি গায় গজমানিক ভাবিয়্য বদর করিবে দুয়া খোসালিত হইয়্যা ॥
[৯ক গরিব জইদি গায় মানিক ভাবিয়্য বদর করিবে দুআ বালক দেখিয়্যা ॥
[১০ক গরিব জইদি গায় মানিক ভাবিয়্য বদর করিবে দুয়া বালক দেখিয়্য ॥
[১২ক গরিব জয়রদ্ধি গ্যয় মানিকের বরে জেই সনে ভনে মানিক দয়া কর তারে ॥
[১৩ক গরীব জয়রদ্ধি গাই মানিক ভাবিয়্য জেই সনে ভনে দয়া কর সিয়্য ॥
[১৩খ গরিব জয়রদ্ধি গায় মানিকের বরে জেই সনে ভনে মানিক দুয়া কর তারে ॥

[১ক একদিন আল্লা সাহেব দরগায় বসিলা বার আউলে লইয়্য কিছু কহিতে লাগিলা।
খোদায় বলেন কেবা মেরা বাত লবে দুনিঞায় গিয়্য জেবা জহুরা করিবে।
সেইজনে দিব আমি দুনিঞার ভার কলিকালে মানিক নামে হবে য়বতার।
হাজি গাজি মাহাঁমাদ রহিম করি[ম] বলে রচুল পক্যম্বর হজ্জৎ মাদার সকলে।
হেনকা[লে] হাজির বদর আল্লার হজুর দুয়া করতার করিব জাহির।
দুনিঞায় গেলে পাব কতো মনপুত এই বাত আমায় আল্লা কহিবে তুরিত।
আল্লার বান্দার গুন একে একে কয় কামিনির হাতে পল্লে মন হবে লয়।
তয় বদর বলেন তাহা আমি নাঞি জানি এইসব বিবরন কয়্য দেবে তুমি।
বান্দার জতেক গুন সকলি কহিল যুনে দাওান আল্লার ঠাঞি বিদায় মাগিল।

আর্ল্লার দরবারে বদর নোঙাইল [ল] মাথা খোদার হুজুর তবে কহিছে বারোতা।
বদ[র] বলেন খোদা এক বাত কহিব ফকির [মু]র্সিদ বেসে দুনিঞায় জাব।
সকলি দিলেন আর্ল্লা ফকিরের বেস বিসেসএ বিসেসএ রস্থ জে হইল বয়েস।
পাএ মোজা দিল দাওান ইজার জামাজোড়া আসআন দিলেন দুল্ল দুল্লু পৈরি ঘোড়া।
হাথে করি নিল তবে বেউড় বাঁসের বাড়ি ষুরৎ বদনে দির্ব্ব সাজাইল দাড়ি।
গলায় ছিম্লি [১খ লি মালা মাথায় টোপ সাজে মানিক রতন ঝলমলয় বিরাজে।
আর্ল্লার ঝোলা কাঁন্ধে নিল হাস্ব বদন তাহার ভিতর দাওান দেখে ত্রভুবোন।
মমিন সংহতি খোদায় দিলেক তখন বন্দিয়া আল্লার কদম করিল গমন।
ছুয়া কর করতার মাতা কাদে গনি চলিল বদর সাহেব মুখে আল্লার ধনি।
দিল্লির সহর জান জাহিরা করিতে উপনিত লাহুর সহর অচ্ছম্বিতে।
ফকির বেসে লহুর সহরে ভিক্ষ্য মাগে দাম দাম মাদার বলি ফুকারে দুর ভাগে।
ফকিরজির জেই ষুনি নর নারি চারি কড়ি বাহির করে সম্ভাল করি।
ভির্ক্ষ্য লহ ভির্ক্ষ্য লহ ষুন দাওান মুনি দাওান বলেন ভিক্ষ্য নাঞি লব আমি।
মমিন বান্দার লার্গ্যা জিজ্ঞাসে কারন বিন্য মুর্স্বিদের হাথে ভির্ক্ষ্য না লস কখন।
এই কথা বান্দা ভাবে নিরবধি মুর্স্বিদ বলিয়্যা নাঞি জানি জর্ম্মাবধি।
দাওান উপায় তবে কহে বারে বার এদ আল্লা এদ আল্লা বল তিন বার।
তবে তোদের হাথের ভির্ক্ষ্য পারি লহিবারে নতুবা লইলে গুন আল্লার দরবারে।
একথা যুনিঞা বান্দা মুর্স্বিদ হইল লাহুর সহরের সভে ভিক্ষ্য আনি দিল।
কেহ দেই বাটা বাটা কেহ থাল পুরে কেহ বলে রাখি এরে হিয়ার মাঝারে।
কোন নারি কান্দে সেই ফকির লাগিয়্য কেহ বলে জাই চল সঙ্গ গোড়াইয়্য।
ফকির প্রবধ তবে দিল সভাকারে জাহির কারন জাই দিল্লির সহরে।
লাহর সহর হৈতে য়ামনি চলিল। ১খ]
[৩ক ৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ৭ শ্রীশ্রীনারায়ন

... ... য়া এহার মায়ে প্রান ধরে।
এইরূপে বদর ছা[ড়িয়া সা]ন্তিপুর অয়ছম্বিতে সাহাবাজার হইল গুজুর।
গোলামালি সাহেবেরে কহেন বচন চাটিগা স[হরে জা]ব জহুরা কারন।
তথায় হইতে দাওান চলে তরাপর সপ্তগ্রামে উপন্নিত হইল সর্ত্তর।
জেইখা[নে গ]ঙ্গাদেবি অবতির্ন্ন হল বদর মুর্স্বিদ তথায় আসি দেখা দিল।
ত্রিবিনির ঘাটে তবে আইলা তখন তপিস্ব্যা করয় জথা রিসি মুনিগন।
নলখাকড়া কারো যঙ্গেতে বেরেয় সত সত মুনিগনে তপিস্বে করয়।

চঞ্চল নআন কার চঞ্চল আছে মন   তেকারনে নাঞ্রি পায় গঙ্গা দরসন।
হেনকালে ফকির সভায় কয় কথা   কি লাগিয়া বসি আছ কহিবে বারতা।
/কেহ বলে নেড়িয়া ফকির কয় কি   গঙ্গারে তপিস্যা করি তেরা বাপ কি।
এই বাত যুনি বদর কন্নে দিল হাত   আল্লা আল্লা তোবস্তবা একি বিসম বাত।
উজ হএ যে ইলাহিলেল্লা জপি মনে   আসি দেখা দিব খোদা বসিয়া বিমানে।
যুর্দ্ধি মোনে ডাক গঙ্গা মেরা বাত রাখ   নহে বা আপনি ডাকি নয়ান ভরে দেখ।
এত বাক্য বদর জদি পাদ্রিগনে বলে   ঘ্রত ঢেলে জেন অগ্নি উথরলে।
কাঁহাকা ফকির তুঞ্রি কাঁহা তেরা ডেরা   দ্বায়াদস বৎসর বসে তপিস্ত করি মোরা।
নলখাকড়া অঙ্গে ব্যারয় অমনি   তবু নাঞ্রি দিল দেখা ব্রহ্মার জননি। ৩ক]
[৩খ কোথাকার ফকির তুঞ্রি কর ভারি ভুরি   দাওান বলেন দেখ আমার জাহিরি।
এতেক বলিয়া বদর হইল কোপানলে   উজা কর্য্য তপিস্যয় বসিল বাগছালে।
করতার কর পার এইবার এইবার   দেখা দেহ গঙ্গা ডাকে বড় ভাই তোমার।
এই বাক্ত বলে বদর গঙ্গা স্বওরিয়া   দেখা দিল গঙ্গাদেবি আনন্দিত হয়া।
জেইমাত্র গঙ্গাদেবি দেখিতে পাইল   চতুর্ভুর্জ রিসি মুনি ব্রহ্মলোকে গেল।
দেখিয়া বদর তবে ভাবে মোনে মন   হস্ত দেখে চতুর্ভুর্জ হইল পাদ্রিগন।
পাদপদ্মে কতো গুন আমি জে দেখিব   সোন সোন গঙ্গামাই ডাকিতে লাগিব।
গরিব জইদি গায় গঙ্গ মানীকের বরে   ধন পুত্র পাবে বর জতেক আসরে।৪॥২॥
গঙ্গা গঙ্গা বলে বদর ডাকিতে লাগিল   জবন বলি দেবি দেখা নাঞ্রি দিল।
বদর বলে তব যুরৎ দে[খি]ব নয়ানে   গঙ্গা বলে সপ্ত ঢেউ সহ জদি প্রানে।
যুনিঞা দাওান মনে আনন্দিত হই   না সহিব সপ্ত ঢেও আল্লার দোহাই।
মাই গঙ্গা হইল তবে সপ্ত ঢেউ তাল   দেখিয়া ভাবেন বদর পড়িল জোঞ্জাল।
মোনে মোনে ভাবে বদর সওরী করতার   এদ আল্লা এদ আল্লা এইবার এইবার।
আল্লা বলে বদর স্বওর করিল   বিমানে বসিয়া [আল্লা] এ সব জানিল।
/পবন ডাকিয়া আল্লা বলেন তখন   ঝোলা বান্ধিতে গঙ্গা বলিবে এখন।
সেত মাছি রুপে পবন চলিল সর্ত্তর   বদর মুর্স্বিদে আসি বলে তরাপর।
যুনিঞা বদর মুর্স্বিদ ঝোলা জে পাতিল ৩খ]   [৪ক সপ্ত ঢেও গঙ্গামাতা তথায় হইল।
সপ্ত ঢেউ তাল মাথা হইল সর্ত্তর   আসমানে উঠে ঢেউ জমিন থরথর।
বদর পাতেন ঝুলি স্বওরন করতার   সম্ভাইল গঙ্গাদেবি ঝোলার ভিতর।
আস্তে বেস্তে বান্ধে ঝুলি রসা রসি দিয়্যা   ঝোলার ভিতর গঙ্গা রহিল পড়িয়্যা।
ঐরূপে ভাগিরথি রহিল পড়িয়্যে   জহুরা করিব মনে বদর ভাবিয়্যা।
জাহা কর করতার এইবার এইবারে   পাটচাস করি আজি দরিয়া উপরে।

জাহিরা করিব মনে পাট বনে তায় হেকমোত আল্লার অঙ্কুর ব্যরয় তরায়।
একদিনে অঙ্কুর দ্রিতিয়া পত্র হইল ডালে মুলে ফলে ফুলে সাত দিনে কৈল।
বদর দরিয়ায় আনন্দে রাঙ্কে সাক লহ আল্লা দিমু প্রতম মেরা বাত রাখ।
গঙ্গা বলে মর তরে ছাড়ে দেহ তুমি পুব্বে বড় ভাই ছিলে বুঝিলেম আমি।
বদর বলেন গঙ্গা এক বাত কব অবসাদ মানিলে ঝোলার মুখ ছাড়ে দিব।
অবসাদ মানে গঙ্গা ঝোলার মুখ ছাড়ে অগ্নি উথরল জেন সাত ঢেঊ পড়ে।
আগুন উত্তাব তবে ত্রিবিনিতে হইল সেই যবধি কুণ্ডা জর্ম্ম দরিয় কৈল।
ছাড়্যা দিলাম গঙ্গা বলেন বদর এক বাত গঙ্গাদেবি রাখিবে জে মোর।
পাথর আনিঞা দিবে আমার হুজুর ত্রিবিনিতে আর এক করিব জহুর।
যুনিঞা দাওানের কথা এড়াইতে নারে সেতবন্ধ হইতে এক [৪খ আনিল পাথরে।
দরিয়ায় ভাসিল পাথর দেবির ক্রিপায় ভাসিতে ভাসিতে পাথর আইল তথায়।
খোসালিত হইল বদর পাথর দেখিয়া বিস্বকর্ম্মার তরে তবে আনিল ডাকিয়া।
পান ফুল দিয়া বদর বলেন বচন সাত দিবা রাত্রে বাড়ি মসিদ গঠন।
বিসাই বলেন বদর আরতি কুলাবে সাত দিবা রাত্রি তুমি আন্ধার করিবে।
প্রভাত হইলে নিসি আমি নাঞি রব পড়িআ রহিবে বাড়ি আমি চলে জাব।
বদর বলেন বিসাই এই কোন বাত নিশিকে ডাকিব আজি না পোহাবে রাত।
নিসিকে ডাকিয়া দাওান বচন বলিল বিস্বকর্ম্মা বাড়ি ঘর গড়িতে লাগিল।
ঐরূপে দুই দিন গুজরিয়া জায় বিমানে বসিয়া আল্লা করে হায় হায়।
বাড়ি ঘর বিসাই করিবে নির্ম্মান ভেস্তে মক্কা মদিনা জে পাডুয়া অপমান।
এতেক ভাবিয়া খোদায় হজ্জৎ আলি তরে সেত কাক হয়া তুমি জায় তরাপরে।
যুনি করতার কথা তখনি চলিল চাঁপাডালে বসি কাক ডাকিতে লাগিল।
উদয় দিল অস্তগিরি আপনি করতার কুড়ুল ফেলে পালাইল অর্দ্ধ বাড়িঘর।
দেখিয়া বদর তবে বিসাই পালাইল দফরগা গাজির তরে ডাকিতে লাগিলা।
আইল দফগা গাজি বদর হুজুরে ফুল সিন্নি পাবে থাক ত্রিবিনির ধারে।
তোমার গরিমা গুন নরলোকে গাব বেঙ্গমা বেঙ্গমের ডিম নিসানে রাখিব।
ত্রিবিনি দফগ্রা গাজি ৪খ] [৫ক সমার্পন দিয়্যা চাটিগাঁ সহর জান আনন্দিত হয়া।
চলিল বদর দাওান খোসালিত মন খড়ম পায়েতে গঙ্গা পারেন তখন।
তিন দিন মজ্‌লিস করিয়া পথে রয় মমিন সঙ্গতি দেওান মোনকথা কয়।
বদর বলেন মমিন এক বাত কব দিল্লির যুলতন বাদসর হুজুর জাব।
মমিন বলেন চল বাদষার হুজুর পশ্চাতে চাটিগা সহর করিব জহুর।
এতেক ভাবিয়া দেওান করিল গমন বাদসার দরবারে গিয়া দিল দরসন।

ফকিরের বেস দেওান মউরপুচ্ছ পাখা   পুন্নমের চন্দ্র জে[ন] গগনে দিল দেখা।
বাদযা জিজ্ঞাসা করে দেওানের তরে   কি লাগে আইলে কহ আমার দরবারে।
ফকির বলেন বাদস্বা রাখ মেরা বাত   এক ভিক্ষা মাগি সত্য কর মোর সাত।
আগে সত্য কর তবে কহিব বচন   উজির যুনিঞা বাত ভাবে মনেমোন।
ফকিরের বাক্য যুনি বাদস্বা জে জলিল   তর্জ্জন গর্জ্জন করে কহিতে লাগিল।
কাঁ[হা]কা ফকির তেঞি কেও তেরা ডের[া]   মেরা হুজুর বাত কহ এসা বুক তেরা।
বদর বলেন বাদস্বা তোরে ভয় নাঞি   দরবার ভিতর জেন বসি তোর জামাই।
উজির বলেন বাদস্বা যুন মর বাত   বন্দি করে রাখ কারাগারে রাখ তিন রাত।
কুপিত হইল বাদস্বা ফকিরের বোলে   তর্জ্জন গর্জ্জন করি দরআনে বলে।
বাদস্বার আরতি পায়্যা জত নিসাচরে   ঢেকাঢোকা ফকিরে সভে মারে।
কেহ গোঁপ মোচড়ায় করে ত তর্জ্জন   মমিন সংহতি দেওান ভাবে মনেমোন।
দপ্প চুন্ন করি আজি বাদস্বার তরে   য়দরস্বান্ন হইল দেওান ৫ক] সভে চমৎকারে।
দরবার ভিতর বদর পায়্য য়পমান   মমিন সংহতি দেওান কাননেতে জান।
বনমর্দ্ধে বসিলেন খো[সা]লিত হই   হরিব বাদস্বার বেটি সব বাগ লই।
গরিব জইদি গায় দুয়া কর মরে   ধন পুত্র বর দেহ নাএকের তরে॥
কুপিত হইয়া বদর জত বাগ ডাকে   পড়িল বাগের সাড়া চলে লাকে লাকে।
আগুদলে ধায় বাগ হুম তার নাম   বাগিনি সহিত গিয়া করিল ছালাম।
তবে চলে কেঁদ মেঁদ বদর হুজুর   গোবাগা সোবাগা ধায় লম্পেতে প্রচুর।
জটিয়া মটিয়া জায় সিংহের প্রতাপ   চাঁদা চিল্য দুই ভাই জোজোনেক লাফ।
চামরে সামরে ধায় সঙ্গে ঘরঘড়ে   তার পাছু কালা বাগ উঠে আর পড়ে।
তরঙ্গিনি চলে জদি তরঙ্গিনি নাম   বড় হুমা জায় জেন পর্ব্বত সমান।
আবলাকে সামলাকে দুই জোন চলে   লম্প দিয়া নাকেস্বরি পড়ে আগুদলে।
সোনা ধনা দুই ভাই পবন গমন   এক রাত্রে ফিরে জে আঠার দিনের গন।
উদ বুদ আমানে সামানে চারি জন   আগড় ভাঙ্গিয় তারা ফিরে য়নক্ষন।
মাতআলে সাতআলে তিন লাক সঙ্গে   বার লাখ বাগ আইল আপনা[র] রঙ্গে।
বাগের মহলা দেওান একে একে লেই   ভাবিয়া মানিক দেওান গরি[ব] জইদি গাই॥
বদর বলেন বাগ মেরা বাত লবে   জার জত নিজগুন আমারে কহিবে।
একে একে বাগ সব মহলা জে দেই   আগুদলে হুম বাগ মহলা করই।
আলুম আলুম করি ডাকি মোহা সবদে ৫খ]   সর্গ মর্ত্ত রসাতলে মোর ডাকে সুদে।
বাগিনি বলেন তুমি যুন দেওা[ন] মুনি   তোমার হুকুম পালে ঔলটি মেদনি।

গোবাগা সোবাগা বলে মোর শুন কই   কাদালে মানবোন পানে গুড়ি মেরে রই।
প্রচ্ছাব করিতে নর বসে সেই ঠাঞি   লম্প দিয়া ঘাড়ে পড়ে ধরে নিঞে জাই।
কেদ মেদ বলে দেওা[ন] মোর আয়রজে কবই   ঘাড়ে ধরে মনুস্বের চুমুকে রক্ত খাবই।
জটে বাগ বলে আমি থাকি বিলের আড়ে   এও বিচি পড়েছিল কাঁকড়ার গাড়ে।
ঝাপান করিয়া পড়ি জিউনির ঘাড়ে   এড়থলি ছিড়ে গেল কাকড়ার দাড়ে।
সোবাগা বলে দেওান মোর নিবেদন   কাজিপাড়ায় একদিন দিলাম দরসন।
সিকার লাগিয়া থাকি ছাচিইয়া তলে   মুখ পোড়াইয়া দেছে তপ্ত ফেন ফেলে।
জটিয়া মটিয়া বলে যুন দেওান জি   দু পাইয়্য জিবের হাতে আমি ঠেকেচি।
চাঁদা চিলে বাগ বলে মোর নিবেদন   আওড়ের ঘর পাইলে হরসিত মন।
একদিন গিয়্যছিলাম আওড়ের ঘরে   আগড় খুল্‌তে নারি ঔঠি চালের উপরে।
সিআল পোড়ায়া পোঁদে দিলেক য়মনি   লাপায়্য পড়িলেম ভুমে যুন দেওান মুনি।
চামরে সামরে ঘড়ঘড়ে চারি জোনে   এক জোনে লক্ষ ৬ক] দেই এক এক জোজোনে।
কালা বাগ বলে আমি সমুদ্দুরে কালা   বর্জ্জর সবদ জেন আমার মহলা।
চিকুর ঝনঝনা জদি পড়ে মোর ঘাড়ে   চক্ষু মেলে নাঞি চাই গা নাঞি নড়ে।
নাপানে ঝাপানে বলে যুন মন দিয়্য   মানুসের গন্ধ পায়্য বেড়াই লাপাইএ।
তরঙ্গিনি যুরঙ্গিনি দুই জন হাসি   ছুতরের কাজলা আঁটা কাটে গিয়া বসি।
পথ বায়ে পথের পথুজোন জায়   লোব বসে তাদিক্যেরে মোর মন ধায়।
সিকার [পাইয়া] জেন ঝনঝনা ডাকে   য়ণ্ডকোস রহি গেল কাজলার কাটে।
বড় হুম বলে আমি জখন ডাকি বোনে   গর্ব্ভবতি গর্ভ খসে পড়ে আঁধার কোনে।
আবলাকে সামলাকে বলে দুই জোন   বাতাস প্রমান ফিরি জেন সমন।
নাকেশ্ব[রী] বাগ বলে যুন দে[ওা]ন মুনি   উলটি পালটি আমি করি জে তব মেদনি।
সোনা ধনা দুই ভাই বলেন বচন   একরাত্রে ফিরি জে আঠার দিনের গন।
উদ বুদ আমালে সামালে চারি ভাই   বোন হতে বারাালে জিবের রক্ষ্য নাঞি।
আগড় ভাঙ্গিয়া মোরা বুলি ঘরে ঘর   চারি ভায়ের গুন বলি তোমার গোচর।
মাতালে সাতালে বাগ তিন লাখ সংঙ্গে   বার লাখ মহলা দেই আপনার রঙ্গে।
বাগের মহলায়ে দেওান আনন্দিত হই   [৭ক চাদা চিলে বাগ পুনু হুমর্ত্তরে কই।
বদর বলেন বাগ মেরা বাত লবে   মহল হইতে বাদস্বার বেটিরে আনে দিবে।
চাদা চিলে হুম বাগ নাকেস্বরি বলে   দুদবিবী আনি দিব তব পদতলে।
আরতি পাইয়া সভে করিল গমন   বাদস্বার বাটিতে গিয়া দিল দরসন।
চৌদিগে চৌয়রি নিসি ঘোর য়ন্ধকার   লম্প দিয়া উঠে বাগ পাচির উপর।

মহল ভিতরে বাগ প্রেবেসে তখন   সর্ন্ন ঘরে দুদবিবী করিচে সয়ন।
চারিদিগে দেউটি জলিচে দুর দুর   ঝিলিমি মসারি সোভা চৌদল উপর।
নিদ্রাগত দুদবিবী হইয়াছে বিভোলা   চারি বাগ চারি খুর ধরিল চৌদলা।
লম্প দিল চারি জোন পাচির উপর   না জা[নে] বাদস্বার বেটি নিদ্রায় বিভোর।
খাট্টায় হইয়াছে আল মানিক রতনে   সর্ন্ন ভরে লইয়া বাগ প্রেবেসে কাননে॥
জেইখানে বদর বসে খোসালিত মন   সেখানে দুদবিবী নিঞা দিল দরসন।
পালঙ্গ হইতে দেওান মসারি খসাইল   মনমর্দ্ধে একু ঠাঞি দুই চন্দ্র উদয় দিল।
বিবীর যুরৎ দেওান [৭খ দেখিয়া নআনে   গা তোল গা তোল বদর ডাকি ঘনে ঘনে।
অচৈতন্য আছে বিবী নিদ্রায় বিভোলা   বদর দেখিয়া চমৎকার হেন বেলা।
বিবী বলে কহ দেখি তুমি কোন জোন   কাননের মর্দ্ধে আন কিসের কারন।
দেওান বলে এসব তর্ত্তেতে দেহ মন   দরবার ভিতর বা[দ]স্বা কৈল অপমান।
তেকারনে আনিলেম বাগ ভ্যজাইয়া   করহ আমারে সাদি আনন্দিত হয়া॥
দুদবিবী বলে আমার আছে এক পোন   ত্রতা যুগে ভজি আমি রামনারায়ন।
তার পরে থাকি আমি গকুলে গুপিনি   নন্দের নন্দনে সদা খায়াইতেম ননি।
চতুর্ভুজ রুপ হয়া দেখাবে আমারে   তাহারে করিব সাদি বলিনু তোমারে।
বদর বলেন বিবী মেরা বাত রাখ   নয়ান মুদিত করি সেই রুপ দেখ।
মুদিত নয়ান বিবী আনন্দে হইল   ফকির বেস তেজি বদর রাম রুপ হল।
বাম হাথে ধনুক দক্ষিন্যা সরাসন   সিরেতে ধরিছে ছত্র ঠাকু[র] লক্ষ্মন।
দেখিয়া বা[দ]স্বার বেটি লাগে চমৎকার   পুনুরুপি হই বদর কানাঞি অবতার।
সঙ্খ চক্র গদা পদ্য বনমালা ধরি   বলরাম সঙ্গে করি বাজায় মুরারি।
কদম্বতলাতে দাড়াইল হয়া কালা   হরসিত হয়া বিবী গলে দিল মালা।
দোহেতে গন্ধর্ব্ব বিভা হইল বনি   প্রভাতে হইল নিসি উদয় দিনমুনি।
[৮ক গরিব জইদি গায় গজমানিক ভাবিয়্য   বদর করিবে দুয়া খোসালিত হইয়্যা॥
বাছা বাছা করি জননি ডাকিছে আকুল পরান হয়্যা॥
রজনি প্রভাতেতে ককিল কাড়ে রা   সর্জ্জ্যা হইতে গাত্র তুলে দুদবিবীর মা।
মুকিল আচিল সভে ডাকে ঘনে ঘন   দুদবিবী নাহি ঘরে সর্ন্ন্য নিকেতন।
হায় হায় করে বাদস্বা কি হইল বেটি   ধনবিবী সিরে ঘাত ভুমি জায় লুটি।
উজির ডাকিয়া বাদস্বা বলেন বচন   দেস দেসান্তরে সভে কর অন্যসন।
হুকুম পাইয়্যা সভে চারিদিগে ধায়   কোথায় বাদস্বার বেটি দেখা নাঞি পায়।
নগরে নগরে খুজে প্রিতি ঘরে ঘরে   না পাইল অন্যসন সভে চমৎকারে।

হেনকালে উজির বাদস্বায় কয় কথা   কাননের মর্দ্ধে চল খুজিব সর্ব্বতা ।
উজির বচনে বাদস্বা হরসিত মন   সহর সহিত সব করিল সাজন ।
তুরকি টাঙ্গন লক্ষ লক্ষ সয় হাতি   নানা বাদ্য কোলাহল রায়বাঁসে সংহতি ।
ক্রিমিতে ক্রিমিতে বন প্রবেসে তখন   দেখিয়া বাদস্বার বেটি ভাবে মনে মন ।
ত্নদবিবী বলে দেওান চায়্য দেখ হেরি   আমা লাগি মাতা পিত্যা হইল বোনচারি।
আসিচে আমার বাপ উজির সংহতি   কিরূপে ছলনা করি বল সিগ্র গতি ।
বদর বলেন বিবী যুন[৮খ হ বচন   রামসিত্য হয়া দোহে করিব ছলন ।
বামে হইল সিত্য বিবী বদর হইল রাম   বনমর্দ্ধে দুই চন্দ্র উদয় অনুপাম ।
এহাত দেখিয়া বাদস্বা ভাবে মনে মন   বনমর্দ্ধে রামসিত্য দেখি কি কারন ।
কহ কহ উজির বুঝিতে না পারি   ত্নদবিবী কোথা গেল কেবা কৈল চুরি ।
হেনকালে বদর দেওান বলে[ন] বচন   মুদিত করই নয়ন দেখিবে এখন ।
এত যুনি উজির বাদস্বা নয়ন মুদিত   বদর ত্নদবিবী রুপ হইল অসূচম্বিত ।
বাদস্বা বলেন বেটি এ আর কেমন   মহ[লি হ]ইতে বনমর্দ্ধে আইলে কি কারন ।
ত্নদবিবী বলে বাপা না জান ভারতি   জম্মে জম্মে বদর আমার হয় পতি ।
সাদি করিবারে আইল তোমার দরবারে   অপমান করিতে চাহ বন্দি কারাগারে ।
সেই য়পমানে দেওান বনেতে আসিয়া   পালঙ্গ সহিত আনে বাগ ভেঙ্গাইয়া ।
দোহেতে গন্ধর্ব্ব বিভা করিনু কাননে   বিচার করহ বাপা জাহা লয় মনে ।
বাদস্বা বলেন বেটি রাখ মেরা বাত   আনন্দে করহ বিভা চল মর সাত ।
এতো বাক্ক বাদস্বা জদি বলে দোহাঁকারে   হরসিত হয়া বিবী চলে নিজ ঘরে ।
[৯ক বদর ত্নদবিবী বাদস্ব আইল নিজ দেসে   বাদ্যভাণ্ড কোলাহোলে আনন্দে বিসেষে ।
ধনবিবি ধড়ে প্রান য়মনি বসিল   সহর সহিত সব দেখিতে আইল।
জেমন রাম সিত্য আইলে দেসে য়জর্দ্ধে আনন্দ   সহর সহিত সব লাগে গেল ধন্ধ ।
বাদস্বা বলেন তবে উজিরের তরে   কাজি মল্লা ডাক সাদি দিব তরাপরে ।
তখনি জানিল [আল্লা] ভেস্তিতে বসিয়্যা   হাজি কাজি মহাম্মদে দিলেন পাটাইয়্যা ।
রহিম করিম সেক ফকোরান সংহতি   কাজি হয়া দিল্লি সহর উপস্থিতি ।
বদর মুর্স্বিদ বৈসে পালঙ্গ উপরে   দেখিতে বাদস্বার জামাই ভাঙ্গিল সহরে ।
ঘন ঘন ডাকে বাদস্বা উজির উজির   বেটি সাদি কাজি ডাকহ তুরিতী ।
পত্রর পাঠায় বাদস্বা দেস দেসান্তরে   জতেক বাদস্বা আইল দিল্লির সহরে ।
হেনকালে বাদস্বা বলে ধনবিবীর তরে   নগরের নারিগনে ডাক তরাপরে ।
এত যুনি বলে বিবি দুদবেটি তরে   কেমনে মজায় মন ফকিরের উপরে ।

তবে ত জ[ন]নি শুনে বারে বারে কয়ে   ইলাহিলেলেল্লা তবে হৃদয় ভাবিএ।
যুন যুন আরে বাছা বলি জে তোমারে   সাদ করে বিভা দিব বাদস্বার কুমারে।
প্রবধ করএ মাএ যুন গ জননি   আনিঞা দিলেন মোরে আল্লা গুনমনি।
তখন ত ধনবিবী হরসিত হইল   আত্যর ব্যত্তার কার্জ্জ সব সারাইল।
বাদস্বার আওরঙ্গ পায়্য মোল্লারে ডাকিল   কেতাব কোরান লইয়া চারি মোল্লা আইল।
কেতাব কোরান খুলি করিল [গনন]   খোদার ঘটন তাহা হইল মিলন।
গরিব জইদি গায় মানিক ভাবিয়া   বদর করিবে দুআ বালক দেখিয়া॥

[রূপ কালা॥ ঘরে ঘরে কালা গুন নাম   আঁচলে লিখিআ নিব কালা নিজ নাম॥
এমন কালিআ চাঁদে কে আনিল দেসে   কুলবতির কুল নিল নটবর বেসে॥
কি খেনে বাড়ালেম পা জমুনার জলে   ত্রিভঙ্গে ভঙ্গিমে বাসি বাজায় কদমতলে॥
ফকির গুঞ্জর গায় অসার ভাবিয়্য   খসিল বিক্ষির পত্র চলিল ভাসিয়্য॥

মজলিস করিয়া সব বাদস্বা বসিল   ভেস্তে হইতে চারি মল্লা তখনি আইল।
করিল মামড়াতলা কদলির বন   বসি তার মাঝে বদর খোসালিত মন।
কাজি মল্লা [জারি] কল্মা পড়ান হরিসে   বদর করেন সাদি আনন্দে বিসেষে।
হাজি গাজি সেক ফরিদ আখন বসিল   আস্তেবেস্তে খোদায়তালা বোহোর ভাঙ্গিল।
জুল পাড়াইআ আর্ক বান্ধিল তখন   বদরে তুদবিবী বাদস্বা করে সমার্পন।
প্রভাত হইল নিসি বোহে অনুকুল   কাপড়ে কাগুর দিয়া তবে খেলে ফুল।
বিবী মারে গেড় ফেলে দেওানের পায়   দেওান মারেন ফুল বিবীর মাথায়।
ঐরূপে বিবাহ করিল দুইজোনে   রঙ্গ রসে বঞ্চে নিসি আনন্দিত মনে।
মুকিল জোগায় দলি তুদবিবির তরে   অষ্ট য়ভরন বিবী পরেন সাদরে।
গুজরে য়নেক দিন রঙ্গ রসে ভোলে   সকলি পাসরে গেল কামিনি পাইয়ে কোলে।
[য়চ্যটন] প্রান স্মর করেম কামিনি   নয়ান কোনে ঠারে বান হানেন রমনি।
বৎস্যর গুজারে জায় তপিস্য নাঞি মনে   নিদ্রাগত হয়া বদর দেখিল সপনে।
"এদ আল্লা এদ আল্লা" বলে তিন বার   জহুরা করিতে জাব মনে নাঞি আমার।
তুদবিবি [১০ক ডাকি দেওান বলেন বচন   চাটিগাঁ সহর জাব জহুরা কারন।
বার [ব]ৎস্যর থাক তুমি ন্যয়রের ঘরে   পাইব জোবন নব যুগন্তের পরে।
এই বাক্য যুনি বিবী হাসি হাসি কয়ে   মুখে বসন দিয়া বিবী গোসা করে রয়ে।
পাগল হএ আছ দেওান না জান পিরিতি   জাইবে জহুরা কারন ছাড়িয়া যুবতি।

য়লি জদি না করে কমলে মধুপান   ব্রিথা বিকসিত কমল অকারনে জান।
দেখ ল[ক্ষ্য জোজন] আস্তেরেতে ভানুর পিরিতি   য়হে সরবরে থাক্যে পদ্ম হয় বিকসিতি।
মালঞ্চের ফুল পড়ে ঝড়ে অকারনে   কা[মিনি অকারে]ন রএয় পতির বিহনে।
কেমনে কুলাব কাল য়ুনহ দেওান   মুকিল ডাকিয়া বিবী দুখের কথা কন।
গ[রিব জইদি গা]য় মানিক ভাবিয়্য   বদর করিবে দুয়া বালক দেখিয়্য ॥

হায়ে রে মরি মালা গাথিয় জতনে রে   মনের মানি[ক রাখি]য় জতনে।
এক ডালে পঞ্চ ফুল কোন ডালে ফুটে   কোন কুড়ি বিনি য়ুতে গাঁতে
হার হৈল কেমন   ছিল মানি[ক রত]ন   নাঞিক্ক জলে বাতি   য়ন্ধকারে উঠে রাতি
সেই ফুল চিনিব কেমনে রে।
ফকির গুঞ্জর গায় য়সার ভাবিয়া   [খ]সিল বিক্ষির পত্র চলিল ভাসিয়া ॥

দেওানের বাক্কে তবে বাঁদিগন কন   নারি জৈবন ছিরকাল নাঞি রন।
বারয়েয় প্রবর্ত্ত হয়ে রসের সঞ্চার   চদ্ধয়ে বৈভুত সোলোএ পদ্ম প্রকাস তার।
আঠারএ হবে স্বস্থ্য কুড়িতে জননি   পঁচিসে বরিসে বুড়া হইবে রমনি।
বাঁদির বচনে কুপিত হইল দেওান   [১০খ মেরা বাতে জহুরাতে য়ুরৎ সমান।
মুকিলের হাথে বিবী সমার্পন দিয়া   চাটিগা সহর জান তপিস্ব্য লাগিয়া।
হায় হায় করে বিবী কান্দিতে লাগিল   তপিস্ব্য কারন হেতু বদর চলিল।
গলায় খিলিকা দিল সোনার খড়ম পায়   চারি দণ্ড মজ্‌লিস দেওান সাঁকারালে টেকে হয়।
উজ হয়া এবার নমাজ করিল   গঙ্গা বদর বলে নাম জহুরা রহিল।
তথা হইতে ঐরূপে করিল গমন   চাটিগাঁ সহর ঘাটে দিল দরসন।
দরিয়ার কুলে বাগছালের আসন   এ[ক]মনে করে দেওান আল্লারে সওরন।
এ ইলাহিলেলেল্লা বচন বলে ঘনে ঘন   বিমানে বসিয়া আল্লা জানিল তখন।
খোদায় খোনকার জদি বিসম খাইল   কাসিতে কাসিতে মুখে কর্পুর খসিল।
হাথে করে নিঞা ফুল হইল চিন্তিত   সোনার বরন পোকা ম্রনালে বিকসিত।
আল্ল[া] বলেন জাহ পোকা তোরে দিমু বর   মানিক নামে দুদবিবীর হইবে কুমার।
হেনকালে দুদবিবী রিতু দরসন   দামাদ নাহিক ঘরে ভাবে মনে মন।
এক দুই তিন বাদে চতুর্ত হইল   বাদস্বার হুজুর বাঁদি কহিতে লাগিল।
আচিল কহেন কথা সেলাম করিয়া   স্নান করিতে জাবে দরিয়াএ।
কাপড়ের কাণ্ডার দিবে জোজনের পথে   দুদবিবি স্নানে জাবে মোনে হরসিতে।

এতেক শুনিঞা বাদস্বা খোসালিত হইল   উজির ডাকিআ সিগ্র কাণ্ডার খাটাইল।
বিমানে বসিয়া আল্লা ভাবে মোনে মোন   [১১ক রিতুস্থানে দুদবিবী করিছে গমন।
খোদায় বলেন ফুল জাহ তরাপার   জেখানে তপিস্ব্য করে আউলে বদর।
জাহ বলে দরেএ আল্লা ফুল ফেলে দিল   ভাসিতে ভাসিতে দির্ল্লির সহর লাগিল।
তপিস্ব্য করয় বদর বসি বাগছালে   আল্লার হুকুম আছে হাথ উঠিল তৎকালে।
ফুল দেখি দেওান বড় খোসালিত হইল   দুদবিবী সাজে ভাল ফুলে কহিতে লাগিল।
কি করিব আরে ফুল সাজে না আমায়   দুদবিবী সাজে ভাল বলিলেম তোমায়।
এতো বলি দরেয় দেওান ফুল ফেলে দিল   দোহাই আল্লার ফুল চাটিগাঁ সহর চল।
বিবীর হাতে ক[দ]ম ফুল উঠিহ তৎপর   য়ন্ন্যের হাথে না উঠ দোহাই করতার।
এখানেতে দুদবিবী স্নান করিতে চলে   বাঁদি সংঙ্গে আনন্দিত দরিয়ার কুলে।
কেহ মাজে অঙ্গ তার তৈল হলিদ্রা দিয়া   আমলা ঘ্যসে মেথি লএ মাথাঘসা দিয়া।
রঙ্গ রসে পানি খেলে মুকিল সংহতি   এহেন কালে ফুল ভ্যাসে আইলেন তথি।
বিবী বলে পদ্ম ধরে দিবে জেই জন   বাড়িবে তাহার সম্মান খোদার সদন।
হুকুম আছএ আল্লার না উঠে কার করে   দুদবিবী হাত পাতে উঠিল সর্ত্তরে।
দেখিয়া কমল ফুল আনন্দ জন্মিল   বদর নাহিক ঘরে ভাবিতে লাগিল।
নিজ গ্রেহে দুদবিবী চলিল তরাএ   নানা য়ভরন আচিল বিবীরে পরায়।
বেলা য়বসেষেতে বেসের পড়ে তরা   চাচর কুন্তল জেন মউর [১১খ পেকম ধরা।
সতেস্বরি হার পরে গলা ভরি পলা   পুর্ন্নমের চন্দ্র জেন বদন উর্জ্জলা।
বেসের উপরে বেষ তায় দিল চুয়া   নাপান করিয়া খায় গণ্ডা দস গুআ।
বুকেতে কাঁচলি দিল দেখিতে মনহর   জেন প্রকাস করিল দিনের দিবাকর।
বসন পরিল বিবী নাম খুঙাঠুটি   বাইস গজ কাপড় বা হাঁথে হয় মুঠি।
বেস সারা হইল বাদি বলেন বচন   পতি জার ঘরে নাঞি তার বেস য়কারন।
পুরুস প্রবাস জার নারি বেস করে ঘরে   মালির মালঞ্চের ফুল অকারনে পড়ে।
পদ্ম প্রকাসে ভ্রমর না করে মধু পান   পুরুস বিনে নারীর জৈবন অকালে জান।
জৈবনে জাগএ নারি চারি পর রাতী   ব্রথা কাল বৈয়্যা জায় প্রবাসে জার পতি।
এতেক বচন জদি আচিলেতে কএ   ঘরে নাঞি দামাদ বিবী করে হাএ হাএ।
কান্দে দুদবিবী এখন হয়্য জরজর   য়ভিমান করে বিবী বঞ্চে বাসঘর।
পালঙ্ক উপরে জদি সয়ন করিল   এদ আল্লা বলে তিন বার স্বঙরিল।
বদর দেওান বলি হ্রিদয় ভাবয়   সেই পদ্ম ফুল বিবী হ্রিদয় রাখএ।
/বিমানে বসিয়া আল্লা জানিল কারন   সয়তান সয়তান বলি ডাকি ঘনে ঘন।

আসি দেখা দিল সয়তান আল্লার হুজুরে সিগ্র গতি প্রেবেস কর বদরের স্বরিরে।
হুকুম পাইয়া সয়তান অমনি চলিল নিসিজোগে বদরে[র] স্বরিরে প্রেবেসিল।
সপনেতে দোহা দোহে বদন হেরীল বৎসরে পথে স…রিল। ১১খ]
অম্বরে যম্বর দিল বদনে বদন নিসির যপনে দোহে হইল আলিঙ্গন।
চুম্ব আলিঙ্গন দোহে রমন হইল …ছিল বিবীর সেই পদ্ম কমল।
নাসিকা বাটেতে পোকা ম্রনাল হইতে নাভি সতদলে বসি জন্ম নিতে।
দুদ[বিবীর] গর্ভে মানিক প্রেবেষ করিল নিদ্রাভঙ্গ হয়া বিবী ভাবিতে লাগিল।
বিছানা হাতাড়ে মনে হায় হায় করে দেখা দিয়া যদর্সন হইলে আমারে।
এইরুপে দুই জোনে ব্যভার হইল বাদি ডাকিয়া বিবী কহিতে লাগিল।
প্রবদ করএ বাদি কান্দ অকারন সপনের কথা সত্য না হয় কখন।
প্রভাত হইল নিসি ঔদয় ভানু দিল ম্রিতুস্মান [বি]বিলোকে সব সারাইল।
গরিব জয়রদ্দি গায় মানিকের বরে জেই সনে ভনে মানিক দয়া কর তারে॥
বাড়িতে লাগিল মানিক মনের হরিসে এক দুই তিন হইল চারি পঞ্চ মাসে।
ছয় মাসে ভুমিতলে গড়াগড়ি জায়ে গর্ভ লক্ষন দেখে বাদি করে হায়ে হায়ে।
সাত আষ্ট মাসে মনে বাদিগন ভাবে দেখিলে কুপিত দাও[ন] বদর জে হবে।
বলিতে কহি[তে] নয় গুজরিয়া জায় যুক্তি করে বিস্বকর্ম্মে ডাকিব তরায়।
তার মর্দ্ধে ছিল জে দুষ্ট এক বাদি আ[ল্লা] বিসাই বিবাদে লাগএ বিধি।
তাম্বখোল দেহ গড়ি যুন বিস্বকর্ম্ম বসন ভুসন দিব পঞ্চাস মহর [স]র্ম্ম।
[১২খ আরতি পাইয়া বিসাই তৎপর চলিল সালঘরে হুতাসন আনল জালিল।
তাম্বখোল নির্ম্মাইল রুপার ঢাকনি যুবর্ন্নর খিল বিসাই গঠিল তখনি।
আনিএ দিলেন খোল বিবী বির্দ্ধমানে অস্ত্র অলঙ্কারে দিয্য তোসে নানা ধনে।
বিদায় হইয়া বিসাই নিজ গ্রেহে গেল নয় মাস গুজরিয়া দস মাষ হইল।
গর্ভে থাকিয়া মানিক ভাবে মনে মন দুদবিবী জননিকে না দিব জাতন।
প্রসব সময় দিন উবিস্তিত হইল ফলে ফুলে দেওান যমনি ভুমিষ্ট হইল।
নাঞি কান্দে নাঞি কাটে চুপ করি রয় তাম্ব খোপুরি বাদি দরিয়ায় ভাসায়।
গাইব মানিকের গুন হ্রিদয় ভাবিয়্য আসর সহি[ত] দেওান দয়া কর সিয়্য॥
অ মর দুখিনির বাছা কোথা গেলে পাব॥
কান্দিতে লাগিল বিবী সিরে করাঘাত হানি কোথা গেলে পাব সে সোনার বরনখানি।
মানিক দেওান আমার দরিয়ায় ভ্যসে জায় গুমরে গুমরে বিবী করে হায়ে হায়ে।
তাম্বখোলে মানিক দেওান যগ জলে ভ্যসে জায় দ্বিমান বসিয়া আল্লা দেখিবারে পায়।

আপনি বসিল তার কাণ্ডারি হইয়া   বত্তিস ভাড়ের কোসা জেমন নৌক জায় বায়ে।
এইরুপে মানিক দেওান দিপ সহর জায়   একুস দিবস বৈ কিনারা গিয়া পায়।
মদু নামে মালি ছিল তথায় বসত্তি   মালঞ্চ আছএ তার নদি কিনারাতি।
নারিকেল ফুটে ফুল তার মা[লি]ঞ্চ সুথাইয়্যা রএ   বার [বা]ৎ [১৩ক সর গন্ধে তার মালাঞ্চ মুঞ্জরএ।
নিসিতে দেওান কিনারা লাগিয়াছে   নানা বর্ন্নে পুস্প তথায়ে বিকসিত হয়াছে।
প্রভাতকালে রাখালেতে গোচারনে জায়   আকুল হইল সভে পুস্পের সুবায়।
মল্লিকা মালতি টগর গন্ধরাজবত্তি   এইউলি সিউলি ফুটে আর জাতি জুতি।
রঙ্গন পিয়ঙ্গ চাঁপা কেতুকি পারিজাত নাগেশ্বর   তুলসি সতদল তারা আছএ যে বিস্তর।
নানাবর্ন্নে পুস্প পরি রাখালেতে পাড়ি   মদু মালি তরে কেহ বলে রড়ারড়ি।
সুনিঞা ধাইল মালি রমনি সহিত   তোর মালঞ্চে ফুল ফুটে হইয়া বিকসিত।
এতো জদি মদু মালি ছাওাল মুখে স্তনে   মালঞ্চ দেখিতে তবে ধায় দুই জনে।
দুই দিগে দুই জন নি[রি]ক্ষন করে   গুনগুন ধর্ব্বনি তথায়ে ভ্রর্[ম]র ঝঙ্কারে।
খুজিয়া ব্যড়ায় দোহে না পায় দর্ন্নেসন   ক্যাসেবোনে মদুসুদন দেখিল তখন।
তাম্রখোল দেখিয়্যা মালাকার ভাবে মনে   হেদে ওরে ধরে নিঞা জাই দুই জনে।
রতন মানিক বলে গ্রেহে নিঞা জায়   ঘরের ভিতর লয়্যা ঢাকনি খসায়।
মানিকের রুপ দেখি করে নিরক্ষন   কি বুদ্ধি করিব দোয়া ভাবে মনে মন।
গরীব জয়রদ্ধি গাই মানিক ভাবিয়্যা   জেই সনে ভনে দয়া কর সিয়্যা ॥
ছাওাল দেখিয়া দোহে কৌতুক হইল   দোহের বলে বাঁজা বাঁজি বিধাতা করিল।
মালি বলে মালিনি বলিব তোর তরে   পেটে পানি [১৩খ বেঁন্ধে জাও সই সেঁগাতিনির ঘরে।
সইএর বাড়ি সাদ খাএয়ে আইস তৎপর   তবে সে জাইব আমি হিরা ধ্যএর ঘর।
তরাপর মালিনি পানি বান্ধে পেটে   সাদ খাই মালিনি সইয়ের বাড়ি ভেটে।
সই সই বলে তারে করএ আদর   কত দিনের হল সই জিজ্ঞাসে সত্তর।
নয় মাস গুজারীয়া দস মাস হইল   সইয়্য বাড়ি আসি বলে মোনে সাদ ছিল।
ভাল ভাল বল্যে সভে আসিষ করিল   নানা উপহারে তারা সাদ খাওাইল।
বিদায় হইয়া রামা জায় নিজ ঘরে   আই মাই মরি বেথায় মালি আস্য ধর।
এ পাট পড়সি ডাকি ধায় মালাকার   উহু উহু মরি হির্যএ ডাক তরাপর।
ডাকিল হির্য্যা দায়্য সানন্দিত হয়্যা   সুনে হির্যা ধাই তবে আইল ধাইয়্যা।
অন্ধকারে নিসিজোগে কেহ না দেখিতে পায়   সেহ ফলে ফুলে মানিক ভুমে পড়িয়া কান্দয়।

মহু মালির বাড়ি মানিক য়বত্তির্ন্য হল মমিনে আমিন হিন্দু হরি হরি বল।
গরিব জয়রদ্ধি গায় মানিকের বরে জেই সনে ভনে মানিক তুয়া কর তারে॥
এইরুপে মানিক দেওান বাড়িতে লাগিল এক দুই তিন চারি পঞ্চ দিন হইল।
পাচ দিনে তৈল বিলায় পাচুটে ব্যভার ছ দিনে সেটেরা করিল মালাকার। ১৩খ]
[১৪ক [ছ দিনে সেটেরা] পুজা করএ মালিনি সাত দিন হইল মানিক গুনমনি।
আট দিনে আট কৌড়ি আট ভাজ দেঅ রজত কাঞ্চন সর্ন্ন্য তায় ফেলে দেয়।
নয় দিনে নর্ত্তা করে মালিদিগের ম্যয্যে একুসেয়ে সষ্টি পুজে হরসিত হএয়ে।
একুস চুর খৈই একুস পুখুর দুগ্দ হরসিত হইল দুহে দেখি পুত্রমুখ।
এক দুই তিন মাস হইল গুজরন চারি পঞ্চ বৈইভূত ছয়ে ভোজন।
ঐরুপে মানিকচন্দ্র বাড়িতে লাগিল এক দুই তি[ন] চারি বৎসর হইল।
পঞ্চ ছয় সাত আট মানিকের জজুহুর নয় দস তপিস্ব্য বদর এ বার বৎসর।
আল্লার নামেতে বদর তপিস্ব্য করিল দুদবিবী বেগম ঘরে মনে পড়ে গেল।
রমনি পড়িল মনে আকুল পরান তপিস্ব্য ছাড়িয়া তবে আইসে নিজ ধাম।
সোনার খড়ম পায় হাথে আসা বাড়ি ষুলতন রাজার নগর জান রড়ারড়ি।
বাদসার আস্তর আছে মালিদিগের ঘর বাসা করি তার ঘরে রহিল বদর।
হেনকালে দুদবিবী জায় স্বরবর ফকির দেখিয়া মালিরে জির্জ্ঞাসে সর্ত্তর।
ষুন ষুন মালিনি মেরা বাত লবে কোথাকার ফ[কি]র ঐই সত্য বাত কবে।
মালিনি বলেন বিবী আমি নাঞি জানি দেওানের তরে বাত জিজ্ঞাস আপনি।
বদরে[র] রুপ বিবী দেখিয়্য নয়ানে ষুনহ দেওান বাত ডাকে ঘনে ঘনে।
বদর কহেন বাত মেরা বাত ষুনহ রুপসি এ বার বৎসর হই আল্লার তপস্বি।
রমনি বলিয়া মোর··· ···

২১৭ মানিকপীরের জহুরানামা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯৩৭; পত্র ১ (বাহিরে ও ভিতরে ৪ পৃষ্ঠা); খণ্ডিত; আকার ১৪"×৫"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা

একদিন আল্লার দরবার হইয়্যছিল হাজি গাজি মহাম্মাদ রচুল বসিল।
মর্কা মদিনা হইতে এক য়াউলে য়াইল বর্ত্তিস আলমের কথা কহিতে লাগিল।
খোদায় আছেন তথা বসিয়া দরবারে কপিলার উপায়্য হেতু বলিচে সভারে।

হাজি গাজি সেক ফরিদ বলিচেন উপায়   বদরের ন্যাকড়া জদি মানিক নামে হয়।
হিন্দুকুলে বলাইল্য সরূপনারান   জবনকুলে বলাও নাম সক্তি যুলপান ॥
সভে বলে ত্বদবিবির ব্যটা হও তুমি   খোদায় বলেন তব যমুজ হব আমি।
মানিক দায়ান হয়ে গোঠেরে থাকিব   তোমার নপর ভাই গঞ্জ হই জাব।
দিগরক্ষ্যা করিতে জে দস যবতার হয়   মাআ করি ত্বদবিবির বালক সেই হয়।
গভভে নাহি রয়ে দায়ান মায়ার কারনে   পানি লইতে ত্বদবিবি চলিল তখনে।
মানিক দায়ান হোথা বালক হইয়্য   জমুনার ঘাটে দায়ান রহিল বসিয়্য।
ত্বদবিবি দেখে বাল[ক] আনন্দিত হইল   মানিক দায়ান লাগি কহিতে লাগিল।
যুনহ ত্বধের বাছা আমার বাত রাখ   কোথা তেরা মা বাপ কোথা তুমি থাক।
মানিক দায়ান কহে যুন বলি মাই   ত্বনিনাএ ফিরি আমি মা বাপ নাঞি।
জদি মো সংঙ্গে লহ যুন গ জননি   তোমার বালক হয়ে থাকি তবে আমি।
ত্বদবিবি বলে বাবা আইস মোর বাড়ি   ত্বনিনার উপরে বাবা হইছি আঁটকুড়ি।
এত যুনি মানিক বলে তোমার বাড়ি জাব   গরুর রাখাল হইয়া তোমার গ্রেহে রব।
এতো বলি ত্বদবিবি মানিক কোলে লইয়া   আপন গ্রেহেতে তবে উপনিত হয়া।
দিনে দিনে বাড়ে দায়ান ত্বদবিবির য়ালয়   খির সর নবনি দধি ত্বগ্ধ খাওয়ায়।
একেলা জে ত্বদবিবী আপন গ্রেহে আছে   তপস্বে করিতে ওথা বদর আউল্যে গেছে।
দ্বদস বৎসর হয় তমু নাঞি ত আইসে   ত্বদবিবির তরে মানিক দায়ান জিজ্ঞাসে।
কহ দেখি জননি গ কহ না সর্ত্তরে   বাবা দায়ান আমার গেল কোথাকারে।
ত্বদবিবি বলে বাবা কহি তুয়া ঠাঞি   ত্বই পুত্রবর লাগি তিনি গেছে আল্লার ঠাঞি।
মানিক দায়ান বলে যুন বলি মাই   তোমার পুত্র হইব আমরা ত্বই ভ[া]ই।
গর্ভ নাঞি হব তব মায়র খাতিরে   জহুরা কারন হেতু মা বলি তোমারে।
এইরূপে কত দিন জায় গুজরিয়া   গাইব গুনের কথা মানিক ধিয়াইয়া ॥
এইরূপে মানিক দায়ান দির্ল্লিপ সহরে   দ্বদস বৎসর হইল ত্বদবিবির ঘরে।
মায়ারূপে মানিক দায়ান থাকি মৌনরূপে   যন্তরে ধিআন দায়ান ডাকিছে আল্লাকে।
আল্লা আল্লা বলি সদা করিছে স্বঙরন   খোদায় ক্ষোনকা আল্লা জান[এ] তখন।
ফকির হইল তখন করিলা গমন   ত্বনিআয়ে ত্বদবিবি করিতে ছলন।
আল্লা রচুল দায়ান দাম দাম ফুকারে।   ...   ...

॥ পুঁথির ভিতর পৃষ্ঠা ॥

আগে জলপিড়ি দিআ   চাঁদরে বশায়ন হআ   মনশার বারি জেই ঘরে।

শিংহাশনে দুটি বারা গলায় পুষ্পের বারা মুরর্জ শিন্দুর কিব্বাশাতা।
চাঁদ বলে চেঙ্গমুড়ি কন্ন মর ভরা বুড়ি লুকাইআ রহিআছ এথা ॥

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥ আল্লা করতা ॥ এলাহি
বন্দো আল্লা করতার দুনিঞা স্থান জার বিমানে বসিআ জেবা রয়ে
একেলা বসি আল্লা ভাবিচেন খোদায়তাল্লা জার মুখে আউলের জন্ম হয়ে ॥
গাজি প্যাকোম আর রহিম করিম অবতার হস্রত আউলে হইল
আল্লার দরবার হইতে আইলেম দুনিঞাতে জেই জাহা অহুরা করিল।
আল্লার হস্ত পস্ত কায়া নাঞি এলাহি রছুল দুই ভাই মহাম্মদ হাজি গাজি মোল্লা
আল্লা কেরামোত কৈল দুই সত আউলে জনমিল বিমানে বসিলা খোদাএতাল্লা।
বুর্জুকি খোনকার কএ জমিনে জহুর হএ নিজ গুন প্রকাসিতে তারা
মক্কা মদিনাএ আইল ভেস্তে আল্লা দেখা দিল খোদাএ কেরামত দেখে তারা।
ভেস্তে আল্লা বসি রএ সকল আউল্যারে কএ দুনিঞায় বুজুকি করিব
মনে ভাবে খোদাএতাল্লা কি করি এলাহি আল্লা ভাবি দাওান অঙ্গে এক য়াউলে জনমিব।

সউনরূপ বিমানে রয়ে সকলি য়াউলেরে কয়ে ফ[কি]র হইয়া যেথা জাবে
যুনিঞা য়াল্লার বানি হর্জ্জত আলি গুনমনি পাড়ুআয়ে জবন ভেস্তি হবে।
ভাবিয়া য়াল্লার পাএ হাজার সেলাম তাএ তুমি দাওা[ন] দুয়া জে করিবে
জে গায়ে তোমার গুন মন কর নিরমল মানিক সাহেব সহায় হইবে ॥
প্রথমে বন্দিহু দেব গজেন্দ্রবদন আল্লার কদন বন্দো হয়ো একমন।
এলাহিলেলেল্লা বন্দো খোদায় খোনকার রছুল পেকোম্বর বন্দো মহাম্মদ য়ার।
রহিম করিম বন্দো মক্কা আর মদিনা পাঁড়য়ে যুবি খাঁ বন্দো করিয়া ভাবনা।
সাত সতো আউলে জার জোগান সহিতে এক পক্ষি জার বিসায়ের মসিদ গড়িতে।
ন লাক য়াসি হাজার বন্দো পাঁড়ুউয়া মকাম সাবাজার মকম বন্দো গোলামালি নাম।
জোড়হাতে দাওানের বন্দিলাম পাএ রজকের বাড়ি জার কাঁথা কথা কএ।
ত্রিবিনি দফর্গা বন্দো করি[আ] সেলাম জার পুরি বিশ্বকর্ম্মা আপনি নির্ম্মান।
দক্ষিনে মামরা গাঁজি বন্দো পুবে গোরাচাঁদ মাদার বদর বন্দো যার সাদে চাঁদ।
বন্দিহু বড়কা কাজি দুয়া কর মোরে বন্দিলাম আব্বদান…

২১৮ মানিকপীরের জহুরানামা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৯৮৪ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ৯২/২"×৩২/২" । লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের ।

[চখ...গান ফুল আরগ জাদরদ ডিংঙ্গিয়া সহুরে সহুরে হয় সমর খবর পাঠায় লিখিয়া ।
...জতেক আছেন বির দোছদার তুরিত চল্যআ আইস মুলুক আমার ।
চড়ি...দের উপরে জবর দাদলিতে তোমরা আসিয়া যেন মদিনার পাতে ।
নবির আ....র উপর জেবা বামে তলার আখেরে দোজকে জাবেক হুকুম আল্লার ।
হাএ হাএ করিয়া হানিফা হইয়া মার মার উজির ডাকিয়া হুকুম করেন পাতসার ।
সন সন রহে উজির বলি হে তোমারে নগদ জিনিস জসমার্তা আছে আমার ঘরে ।
খাটানচি ডাকিয়া খাটায় কর হে তুমার হুজুর গভুর জতেক নস্কর কর হে সুমার ।
ইত্যাদি ।

২১৯ রতিভেদ

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৩৭ ; পত্র ২ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪২/২"×৫" । লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের ।

[১শ্রীহরি শ্রীগুরুদেব শ্রীচরনস্বহায় ॥ শ্রীরতিভেদা পত্রা লিক্ষতে । জস্য বাস পুরানাদৌখ্যাত স্থানং চতুষ্টয়েঃ ॥ ব্রহ্ম মধুপুরে দ্বারাবর্ত্তা লোকেব চ ॥ ইতি ॥ ধাম হয় কয় প্রকার ৪ চারি প্রকার ৪ ॥ কি কিঃ চারি প্রকার ৪ ॥ ব্রজ ১ মথুরা ১ দ্বারকা ১ গোলক ১ ॥ ব্রজে থাকেন নন্দনন্দন তাঁর নাম গোবিন্দ ।১। মথুরাতে থাকেন বাসুদেব তার নাম শ্রীকৃষ্ণ ।২॥ দ্বারকাতে থাকেন বৃষ্ণ তার নাম মোহাবৃষ্ণু ॥৩॥ গোলকের ইস্বর : তার নাম পরোমেস্বর ৪॥ রতি হয় কয় প্রকার ৩ তিন প্রকার । কি কি : তিন প্রকার ॥ সাধারনি ১ সমঞ্জসা ১ সামর্থা ১ সামথা বা কোথা ॥ সাধারনি বা কোথা । সমঞ্জসা বা কোথা । সামর্থা রতি ব্রজে রাধিকাদি করিঞা ১ সাধারনি রতি মথুরাতে কুবুজা য়াদি করিঞা ॥২॥ সমঞ্জসা রতি দ্বারকাতে রুক্মিনি আদি করিঞা ॥৩॥ গোলকে : রতি সুন্য : কারন কি নানা লিলা নাই । য়তয়েব রতিস্বুন্য ॥ গোলকপ্রাপ্তি হয় কিসে : ভক্তি দ্বারা কোন ভক্তি দ্বারে । সাধনভক্তি দ্বারে । সাধনভক্তি বলি কারে । নানাবিধ ভক্তি বিধিভক্তি বলি কারে নানাবিধ ভক্তি : বিধিভক্তি বলি কারে চৌসষ্টী ভক্তি ইহা দ্বারে গোলক

প্রাপ্তি : ॥ ভক্ত হয় কয় প্রকার ৩ তিন প্রকার তিন প্রকার কি কি সাধনভক্তি ১ প্রেমভক্তি ১ ভাবভক্তি ৩ সাধনভক্তিতে কোথা প্রাপ্তি প্রেমভক্তিতে কোথা প্রাপ্তি ভাবভক্তিতে কোথা প্রাপ্তি সাধনভক্তিতে গোলকপ্রাপ্তি ভাবের বিজাতি হৈলে মথুরা গোলকপ্রাপ্তি ভাবের বিজাতি কি : না ১ প্রথম পীঠ] নাবিধ মিশ্রা রাগ হৈলে মথুরা দ্বারকাপ্রাপ্তি সাধারনি বলি কেনো সমঞ্জসা বলি কেনো সামথা বলি কেনো সাধারনি বলি কৃষ্ণ য়ঙ্গে লেপন করিলেন কৃষ্ণ তার পিষ্টে হস্ত দিতে পরোম সুন্দরি হৈল্যা। কৃষ্ণের মাধুরি দেখিঞা কন্দর্পপ পিড়িত হৈল্যা ॥ কৃষ্ণের উর্ত্তম কোচা ধরিলেন আমাকে কৃপা কর। তেহো কহিলেন বলদেব ভাই আছেন সখাগন আছেন কিরূপে হয়। তবে কংসের বাড়ি হৈতে আসিঞা কৃপা করিব। তাহাতে মনস্তরূপ কার্য্য নহিল য়তএব সাধারনি রতি বলি ॥১॥ সমঞ্জসা বলি কেনো ॥ বিবাহিতা রাত্রে বা দিবাতে মিলন হয়। য়তএব সমঞ্জসা রতি বলি ।২॥ সামথী রতি রাধিকাদি করিঞা। ব্রজে সামথা রতি সব্বেরি হয়। ললিতা বিসাখার কোন রতি। তার সামর্থা রতি। শ্রীরূপ মঞ্জরির সামর্থা রতি ॥ কিন্তু ললিতা বিসাখার এক গুন রতি আছে। কোন রতি সঞ্চারি রতি। তথাহি ॥ রসামৃতসিন্ধৌ ॥ সঞ্চারি স্যাৎ সমলাভা কৃষ্ণরধ্যোহু য়ুবিদিভিঃ য়ধিকা পোস্য নানা বেক্ত্ং ভাব উহ্লাসাইতর্য্যতে ॥ সঞ্চারি রতি বলি কেনো : না : য়তি পুব্বে কৃষ্ণর চির্ত্ত তাহাতে পসিল। সেই হৈতে হাস্য হর্স নাঞি। ললিতা সুধাইলেন কেনো তোমাকে হর্ষজুক্ত দেখিনা : তবে বিবরন করিঞা কহিল জে জার পরম সুন্দরি আছে তাহাকে দেখিলাঙ সেই হৈতে বুদ্ধি বল নাঞি। য়তএব প্রান বাচা দায় তবে জানিলাম আমাদিগ্যে ত্যাগ করিবেন। তবে উপায় চিন্তিঞা তাহাতে সঞ্চার করিঞা দিলেন :। মিলন করিঞা তাঁহা ২ দুই পীঠ]র সখি হৈয়া থাকিলেন। য়তএব সঞ্চারি রতি বলি শ্রীরূপমঞ্জরির সামর্থাও বলি আর সঞ্চারিয় বলি। য়ার একগুন বিসেষ রতি আছে। সে : কি রতি না : ভাব উহ্লাস রতি। ভাব উহ্লাষ রতি বলি কেনো। না : দুএর সুখের সুখি। নন্দনন্দন রাধিকার ভাবে উহ্লাসা রতি বলি ॥ এক : নাএক বহু নায়িকা ইহাতে : কি : মান জন্মাইলা ॥ য়তএব ভাবোহ্লাসা রতিক্রমে মান যর্ম্মাইলা। জদি মান যর্ম্মিত তবে রাধিকার নিকট থাকিতে পায় না। ভাব কার : রতি কার : উল্লাস কার : য়াশ্রয় কি। রতি নন্দের নন্দনের ভাব রাধিকার। উল্লাষ রূপমঞ্জরির। য়াশ্রয়ে আপনে। জুতেস্বরি মধ্যে কয় প্রকার না : ৫ পাঁচ প্রকার। রাধা ১ চন্দ্রাবলি ২। পালিকা ।৩। শ্যামালা ।৪। ভদ্রা ৫ ॥ রাগ কয় মত প্রকার রাগ তিন মত প্রকার : কি কি : তিন প্রকার মঞ্জিস্তা রাগ ১ নিল রাগ ২ কুসুম রাগ ৩। মঞ্জিস্তা রাগ রাধিকার ১। নিল রাগ চন্দ্রাবলি ২॥ কুসুম রাগ শ্যামলা ভদ্রাদি করিঞা। ৩। তেহো কয় প্রকার। না : দুই প্রকার। কি কি : দুই প্রকার। মধুর স্নেহো ১। য়ার ঘৃত স্নেহো ২ মধুর স্রেহো রাধিকা ১ ঘৃত স্নেহো চন্দ্রাবলি পালিক শ্যামালা আদি ৬। তথাহি।

রতিভেদ ভবেৎ ত্রাগো রতি পঞ্চবিতা মতা। সান্ত দাস্য স্তথা সক্ষ্য বাৎস্থল্য মধুরেব চ। রস হয় কয় প্রকার। ৫। পাঁচ প্রকার। সান্ত ১ দাস্য ২ সক্ষ্য ৩। বাৎসল্য ৪ মধুর ৫। পাঁচ রসের পাঁচ ভক্ত কি ঃ এক ভক্ত। নাঃ পাঁচ ভক্ত। কি কি ঃ পাঁচ ভক্ত। সান্ত রস ভক্ত সানন্দ সনক সনাতন ৩ তিন পীঠ] কুমার য়াদি করিঞা ১। দাস্য রসে বল ভক্তি করিঞা ২। সর্ক্ষ্য রসের ভক্ত শ্রীদাম সুভলাদি করিঞা ৩॥ বাৎসল্য রসের ভক্ত জসদা, নন্দ আদি করিঞা ৪॥ মধুর রসে রাধিকা য়াদি করিঞা ॥৫॥ সান্ত রসের ভক্ত গোলোক প্রাপ্তি। ১॥ তবে থাকে ব্রজের চারি ভাব ঃ কি কি চারি ভাব। দাস্য ১ সক্ষ্য ২ বাৎসল্য ৩ মধুর ৪॥ মধুর বলি কেনো ঃ না শৃঙ্গার মধুরোজ্বল। শ্রীঙ্গার রসঙ্গ কমল লিলাকে কহি। জেখানে নিলা য়াছে তারে শ্রীঙ্গার বলি। মধুর রস বলি॥ উজ্জ্বল রস বলি। তবে স্রিঙ্গার ব্রজে আছে। এবং দ্বারকাতে আছে। তবে সে মধুরে বারভির্ন্নিতা। সেই মধুর দুই মত হয়। স্বকিয়া মধুর। আর পরকিয়া মধুর। সকীআ মধুর কোথা। পরকিয়া মধুর রস বা কোথা। সাকিয়া মধুর দ্বারকাতে রুক্মিনি আদি করিঞা। পরকিয়া মধুর ব্রজে রাধিকা য়াদি করিঞা। সেই মধুর দুই মত হয়। য়নোতা য়লোটা মধুর মনিকন্যা য়াদি করিয়া পুষ্টা মধুর রাধিকা আদি করিঞা। সেই প্রোষ্টা মধুর দুই প্রকার। সম্ভোগ ইৎসাময়ী। আর তদভাব ইসাত্তিকা। সম্ভোগ ইৎ-সাময়ি বা কে য়ার তদ্ভাব ইৎসার্ত্তিকা বা কে। সম্ভোগ ইৎসাময়ী চন্দ্রাবলি। য়ার তদ্ভাব ইৎসার্ত্তিকা য়াদি করিঞা।২। সম্ভোগ ইৎসাময়ীভাবে জে চলে দ্বারকাপ্রাপ্তি॥১॥ য়ার তদ্ভাব ইৎসার্ত্তিকাভাবে জে চলে তার ব্রজপ্রাপ্তি ॥২॥ শ্রীপঞ্চমিতে রবিবারে সওা প্রহর রাত্রিতে মিলন। শ্রীসিবচতুর্দ্দস্যাবধি বৈষ্ণবতোসনীয়। ইষ্টসার সিথি রাগ পরমা বৃষ্ণতা ভবেৎ॥ তন্ময়ী জো ভবেৎ ভক্তি সার্থ রাগার্ত্তিকা ভবেৎ। ইত্যাদি॥ পঞ্চবান॥ কে ঃ কে ঃ মাদন ১ মদন ২ সোষন ৩ স্তম্ভন ৪ মোহন ৫॥ পঞ্চ গুন॥ সব্দ ১ গন্ধ ২ রূপ ৩ রস ৪ স্পর্সা ৫॥ সংপুর্ন্ন॥ হেমন্ত ১ সিসির ২ বসন্ত ৩ গৃর্স ৪ বর্সা ৫ সরৎস্থ ৬॥ ছয় ঋতু॥ ৪ চারি পীঠ]

২২০ রসিকচরিত্র

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫০২ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩ই"×৯ই"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ॥ ৭শ্রীরাকৃষ্ণ॥—

শ্রবনং পূর্ব্বরাগে চ প্রবাসে চাপি কৃর্ত্তনং শ্রবনং প্রেমবৈচিত্রে রসল্যাস চ সেবনং য়র্চ্চনং কুঞ্জনিলায়াং মানে চাপি চ বন্ধনং দাস্যভাবে সদা জুক্তং ঃ প্রেম সেবা বিধিয়তে ঃ মহাঁরাসে ভবেৎ সুক্ষ্যং সম্ভোগ চাত্মনিবেদনং ঃ নবধা ভক্তিজোগেন সির্দ্ধ চিহ্নস্য লক্ষনং ॥১২॥ সোক

মোহর্জ্জঃরা রোগ ক্ষুৎত্রিষ্ণা শ্রমসম্ভবাং য়াধ্যাতিকৈক নিগদিতা তাপ সাস্ত্র বিলাষদৈ ॥১॥ য়তি জাড্যাদি সনতাপ বর্স্য সনি সমুস্তবা তাপো নিগদিতা দৈব সাস্ত্রা ওভ্যাস শ্রমৈ সহ ॥২॥ মৃগ ব্রাঘ্য নৃপশ্চৌরঃ প্লবঙ্গমঃ সরীস্রিপৈ জায়তে জো নৃনাং তাপো ভৈতিক সঃ নিগন্ততে ॥৩॥

বৈরাগ্য পঞ্চ প্রকার ॥ কি কি ॥

মরকট ।১। সুস্ক ।২॥ ফুল্ল্য ।৩॥ জুক্ত ।৪। রসপক্ক্য ।৫॥ মরকট বৈরাগ্য ফেরে ইস্রি চরাইয়া। সংসারেতে ফেরে সেই বৈরাগ্য করিয়া ॥ সুস্ক বৈরাগ্য ফেরে ভোগ বিলাস তেয়াগিয়া। সর্ব্ব ধায় পিছে সানস্ততা দেখিয়া ॥২॥ ফুল্ল্য বৈরাগ্য ফেরে নামগুন গায়ে। সর্ব্বলোক ধায় পিছে বৈষ্ণব জানিয়ে ॥৩। জুক্ত বৈরাগ্য ভজে য়ারপগত হয়ে। সর্ব্বক্ষ্যন থাকে সেই গোপিভাব লয়ে ॥৪॥ রসিক বৈরার্গ্য ভজে রস পক্ক লয়ে। প্রেম রস য়াস্বাদয়ে রসিক হইয়ে ॥৫॥ রসিক চরিত্র কিছু বুঝনে না জায়। সেই সেই সব তত্ত্ব কিছু কিছু পায় ॥ ইতি ॥ শ্রীভাগবতে ॥ য়নেন সাস্তর বহু বিত্যাতএ : য়ল্পসূচ কাল বহু বিঘ্ন তত্র : জদেব সারঃ তদনি উপায়ঃ হংস জথা খির পিবাম্বুমিহং। ইতি।

২২১ রাধিকামঙ্গল, ধামালী পদ, পদ

দ্বিজ কবিচন্দ্র, দ্বিজ শঙ্কর, লোচন, সালেবেগ

পুঁথিসংখ্যা ৬৫৯ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩″ × ৪½″। লিপিকাল আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন।

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ঃ

জার প্রেমে বস হরি বন্দো দেবি ব্রজেশ্বরি কল্পতরু রসবতি রাধা
নাগরি নাগরের বামে সভে সকৌতুক শ্যাম প্রিয় য়ঙ্গে হেলনি য়ঙ্গ আধা।
মিসামিশি য়ঙ্গ প্রায় ছটায় কিরন জানা জায় বিরাজএ রাজ সিংহাসনে
কোকিল ভ্রমর গায় কি তুলনা দিব তায় সুধন্য সুখদ ব্রিন্দাবনে।
ভালে সিন্দুরের বিন্দু জেন সরতের ইন্দু কবরি বান্ধ্যাছে কাম ছান্দে।
কাল জাদে।
রূপে বৃন্দাবন য়ালা মালতি মল্লিকা মালা বেঢ়ায়্যা বান্দ্যাছে নানা ছান্দে।
রাইরূপ সরতের চান্দে।
কনকের ঝাঁপা পিঠে মুকুতার ঝুরি হেটে বদন হেরিয়া কাম কান্দে।
য়ঞ্জনে রঞ্জিত আঁখি জেন খঞ্জনিয়া পাখি ভুরুজুগে কামের কামান
শ্রবনে কুণ্ডল দোলে কদম্বের কোর মূলে তদুপরি বউলি সুঠান।
মুখে হাসি মন্দ মন্দ জেন কত কোটি ইন্দু নাসায় মোতিকার ঝলমল
সোনার বরন কায় কি তুলনা দিব তায় মলয়া জে সোভে সুসিতল।

মনিময় হার গলে   পদক প্রবাল কোলে   নানা চিত্র পুরটের কাঁঠি
জুগল কুচের মাঝে   বুকের কাঁচুলি সাজে   দেখিয়া পড়এ ভোলে দিঠি।
কত ভাঁতি নানা মরুপামা।
রসিক বিনদরায়   নিরখিতে মোহ পায়   যাহা মরি যনঙ্গের ধাম।
দ্বিভুজে সরল শাঁখা   কি কব তাহার লেখা   যাগে সোভে কনক কঙ্কন
যাগে পাছে বাজুবন্ধ   ঝাঁপা দোলে মন্দমন্দ   রতনজড়িত সুগঠন।
কি বুঝিতে পারে ভাব   বামাঙ্গুলে রত্ন ছাব   কত ভাতি যঙ্গুরি যঙ্গুলে
নিল বসন কায়   মন্দছবি দেখা জায়   কলধৌত টাড় বাহুমুলে।
জিনিঞা চম্পকদল   দুই উরু নিরমল   কনক মেখলা মধ্যদেসে
কনক নুপুর পায়   জাবক রঞ্জিত তায়   দসাঙ্গুলে পাসুলি প্রকাসে।
কিবা সে দসনরুচি   জিনিঞা দাড়িম্ব বিচি   ওষ্টজুগ পাকা বিম্বফল
মৃদু মন্দমন্দ হাসি   জেন যমিঞার রাসি   তাম্বুলের রাগ ঢল ঢল।
ত্রৈলক্যতারিনি এই   তুমি চিদানন্দমই   প্রকৃতি প্রধানা অজা নিত্যা
পদ নখ ছটা হত্যে   কোটি বিষ্ণু জন্মে তাথে   মহামায়া মহোদরি নিত্যা।
ব্রহ্মা দেব যগোচর   জত স্রিষ্টি চরাচর   ভকতবচ্ছলা ভানুসুতা
কে বুঝে তোমার ছলা   যত দেবি তব কলা   তুমি গৌরি সিন্ধুপুত্রি সিতা।
নারায়ন বস হয়্যা   সহস্র কমল দিয়া   পুজে দুটি চরন কমল
তুমি স কৃষ্ণের প্রান   তুমি জপ তপ ধ্যান   তন্ত্র মন্ত্র তুমি বুদ্ধি বল।
যার না কহিব কত   মুরুলিতে যবিরত   ত্রিভঙ্গি হইয়া করে গান
পসু পক্ষ পুলকিত   সুনি মুরলির গিত   জমুনা বহএ উজান।
কেবল জুগলভাব   ভক্তিরসপুঞ্জ লাভ   দ্বিজ কবিচন্দ্র ইহা বলে
রাধা দামোদর হরি   মো পাপিরে লহ তারি   সদা মতি রহু পদতলে॥

জলকে জাত্যে দেখ্যাছি পথে বরন চিকনকালা ঘরের লোকে বাদ উঠায় যাই মা ই কি জ্বালা।
সয়ন সপন জদি বা কখন দেখ্যা যয়ামি হরি নাবল জোবন কুবচন তোর সাতি করিতে পারি।
গরুর রাখাল জাতি গোয়াল তায় তজিব কে দ্বিজ সঙ্কর বলে রাধার মন মজিয়াছে॥পদ॥

বড় ভাল নন্দের দুলাল্যা॥
মাথ কপালে বন্ধে চুড়া বামে দিয়াছে টাল্যা নবিন মেঘের পারা রূপ কে বল্যাছে কাল্যা।

য়ধর বাঁকা কাঁকালি বাঁকা তরু দিয়াছে হেল্যা কুল জুবতির হিয়ার মাঝে দিল য়াগুন জাল্যা।
সখির সাঁথে জলকে জাত্যে দেখ্যায়াইছি কাল্যা য়ামার পানে চায়্যাছিল য়াড় নয়ানে ভাল্যা।
সভাই বলে নন্দের কান গোধন চাল্যাল্যা সব জুবতি লাজে মল্য লোচন রৈল ভাল্যা॥

ধন্য ধন্য সে ধন্য. নগ্র পুরুসোত্তম জাই মরিলে না দণ্ডয়ে জম।
নানা মহাপরসাদ খাইতে বড়ই স্বাদ ব্রাহ্মন চণ্ডাল সব একি সম॥
জগন্নাথ সুভদ্রা ভাই বলরাম।
কহে সালেবেগ হিন নিতি পূজএ মন ললিত তৃভঙ্গ সে ঘনস্যাম॥

২২২ রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড পুস্তক)

কৃত্তিবাস, দ্বিজ মধুকণ্ঠ

পুঁথিসংখ্যা ৮০২ ; পত্র ৩৯০ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩"×৪২" । লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের। রাগরাগিণী আছে।

ভনিতা,

[৪খ কির্তিবাস পণ্ডীতের সরস্য পাঁচালি উত্তরাকাণ্ডে গাইল গিত প্রথম সিকলি॥
[২২খ ফুলিয়ার মুখুটী পণ্ডীত কির্ত্তিবাস রামের চরনে জার সদাই অভিলাস।
[২৪খ দ্বিজ মধুকণ্ঠে ভনে সিব রাজা ত্রিভুবনে দেবতা সিবের আজ্ঞাকারি॥
[২৫খ দ্বিজ মধুকণ্ঠে ভনে : মেনকা বাড়িল মনে : জামাঞি দেখিয়া দিগাম্বর॥
[৬০ক কির্ত্তিবাস পণ্ডীত সকল শাস্ত্র জানে অদ্ভুত গাইল গিত উর্ত্তরা রামায়নে॥
[১৭৫ক কির্ত্তিবাস পণ্ডীতের সকরুন বানি হিয়্যা তোলপাড় করে চক্ষে পড়ে পানি॥
[২৭৩ক দ্বিজ মধুকণ্ঠে ভনে শ্রীরামের চরনে কির্ত্তিবাস বন্দিয়্যা কিছু কহে॥
[মধুকণ্ঠ ২৭৪খ, ২৭৫খ, ২৭৬ক, ২৭৭খ, ২৮৫ক, ২৮৬ক
[৩২৪খ কির্ত্তিবাস পণ্ডীতের সরস পাঁচালি লবকুশ গিত গায় কুড়ি শিকলি॥
[৩৪৫খ কির্ত্তিবাস পণ্ডীতের জন্ম ষুভক্ষনে অদ্ভুত গাইলা গিত উর্ত্তরা রামায়নে॥
[৩৮৫খ সভার ভিতর য়োঝা সর্ব্ব সাস্ত্র জানে পাঁচালি রচিয়্যা থুইল পুস্তক প্রমানে।
এতেক শাস্ত্র আর কোন পণ্ডীত না দেখে স্বরেস্বতির বরে পণ্ডীত রচিলেন ষুখে॥

বিষয়সূচী,

উত্তরাকাণ্ড॥ মুনির আগমন ২খ] লক্ষ্মনভোজন ৯খ-১৪খ] লক্ষার সির্জ্জন ১৫খ] গঙ্গার বাক্যবলি ২২খ] সিবের বিবাহ উপাক্ষন ২৩খ-২৭খ] লঙ্কার স্রির্জ্জন ২৮খ] পর্ব্বতে পাখা-কাটা ৩৫খ] রাক্ষসের জন্মকথা ৩৭খ-৩৯খ] কুবের সনে রাবনের যুদ্ধ ৫৪খ] নন্দি সাঁপ দিলেন

রাবন রাজাকে ৫৫খ] রাবনের দিগবিজয় ৫৭খ] অনারন্য রাজা বধ ৬১খ] শতবাহু অর্জ্জন প্রসঙ্গ ৬২খ] অর্জুন রাজার প্রসঙ্গ ৬১খ] অর্জুনের হাথে রাবনের বন্দি ঘোড়াসালে ৬৭খ] ভোজরাজা অর্জুন রাজায় জুদ্ধপ্রসঙ্গ ৭০খ] জামদগ্নি অর্জুন রাজায় জুর্দ্ধপ্রসঙ্গ কথা ৭৩খ] রেনুকার বিসাদ ৭৬খ] ভৃগুরামে অর্জুনে জুর্দ্ধ ৭৯খ] ভৃগুরামে অর্জুন রাজায় যুর্দ্ধ ৮০খ] সতবাহু অর্জুন বধ ৮২খ] ভৃগুরামের প্রসঙ্গ ৮৪খ] বালি রাজার লেঞ্জে রাবন রাজা বান্ধা ৮৬খ] জম রাবনে যুর্দ্ধ ৮৮খ] পুন্যভোগ কথা ৮৯খ] পাপীদের প্রহার. জমপুরে ৯০খ] জম রাবনে যুর্দ্ধ ৯২খ-৯৪খ] নাগে রাবনে যুর্দ্ধ ৯৬খ] পাতালে বলি রাজার চেঁড়ির হাথে রাবন বান্ধা ১০০খ] বলি রাজায় রাবনে সংবাদ হতেছে ১০১খ] কপীল মু[নি]র সঙ্গে রাবনের সংবাদ হতেছে ১০৬খ] সগর রাজার প্রসঙ্গ ১০৭খ] সগ[র] রাজার উপাক্ষন ১০৮খ] সগর রাজার অশ্বমেধ জজ্ঞ আরম্ভ ১১০খ] রাজা ভগিরথের জন্মকথা ১১৪খ] ভগিরথ গঙ্গা আনিলেন ১১৬খ] রাবন রাজা বধুকন্ধা ১১৭খ] রাবনকে নলকুবের সাঁপ ১১৮খ] ইন্দ্র রাবনে যুর্দ্ধ ১২৪খ] ইন্দ্রজিতের বানে ইন্দ্র বন্দি ১২৬খ] ইন্দ্ররাজা রাবনের কাছে মুক্ত বন্ধন ১২৮খ] অহল্যার সাঁপান্তক ১২৯খ] হনুর জন্মকথা ১৩০খ-১৩১খ] দেবতাদের স্থানে হনুমান বর পাইলেন ১৩৩খ] বালি স্বুগ্রিবের প্রসঙ্গ ১৩৭খ] বালি যুগ্রীবের বিবাদ ১৩৮খ] রঘু রাজার উপাক্ষন ১৪৪খ] দ্বিলিপ রাজার অশ্বমেধ জজ্ঞকথা ১৪৫খ-১৪৭খ] রঘু রাজাতে ইন্দ্রে যুর্দ্ধ ঘোড়ার লাগিয়া ১৪৮খ] দ্বিলিপ রাজার অশ্বমেধ জজ্ঞকথা ১৪৯খ] রঘুরাজার প্রসঙ্গ ১৫০খ] রঘুরাজার ঠাঞি চোদ্দ কোটী কাঞ্চন কৌশল মুনি জাচিঞ্যা কর্ত্তেচেন ১৫১খ] রঘুরাজার প্রসঙ্গ ১৫৩খ] রঘুরাজার উপাক্ষর্ন কথা ১৫৪খ] অগস্ত সংবাদ ১৫৫খ] অজোধ্যায় রামের রাজর্ত্ত ১৬৩খ] সিতার বর্জ্জন ১৬৭খ-১৮০খ] সোনার সিত্যা বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মান ১৮৬খ] মৃগরাজার উপাক্ষন ১৮৭খ] মৃগরাজা ব্রাহ্মনের সাঁপে কৈঁকলাস ১৮৮খ] নিমি রাজার উপাক্ষর্ন কথা ১৮৯খ] দেবজানির প্রসঙ্গ রঘুনাথ কৈইতেছেন ১৯০খ] নিমিরাজার উপাক্ষর্ন রাম বলিছেন ১৯১খ] কুকুর্র সংবাদ ১৯৩খ] রঘুনাথকে কুঃকুর শ্রবন করিতেছে ১৯৪খ] কুঃকুর সংবাদ ১৯৬খ] লবকুশের জন্মকথা প্রসঙ্গ ২০৪খ] লবনবধ ২০৮খ-২১২খ] গিধিনি পেঁচার কন্দুল রঘুনাথের কাছে ২২০খ] গিধিনি পক্ষের্র দণ্ড ২২১খ] অসমেধ ২৩৭খ] অশ্বমেধ জজ্ঞ আরম্ভ ২৩৮খ-২৪৩খ] জজ্ঞের ঘোড়া দিগভ্রমন করিছেন ২৪৪খ] লক্ষন সঙ্গে লব কুসের কথপকথন ২৪৬খ] লবকুশের জুর্দ্ধ ২৪৭খ] অশ্বমেধ লবকুশের যুর্দ্ধ লক্ষ্মন বন্দি ২৪৮খ] লবকুশের যুর্দ্ধ ২৪৯খ] লবকুশের যুর্দ্ধ সাঙ্গ ২৮৬খ] তপোবনে বানর কটকের বর্দ্ধন মুক্ত হইল ২৮৮খ] সিতায় হনুমানে সংবাদ ২৮৯খ] হনুমান ভোজন ২৯০খ-২৯১খ] অশ্বমেধ যজ্ঞ ২৯৯খ] জজ্ঞসাঙ্গ ৩০০খ] তাড়কা বধ ৩৩১খ] রামের বিবাহ ৩৩২খ] লবকুসের পরিচয় ৩৭০খ] সর্গ আরোহন ৩৯১খ] সর্গ রামের আরোহন ৩৯৪খ-৩৯৬]

আরম্ভ,

[১খ ৭৭শ্রীশ্রীরামচন্দ্র পদাম্বুজে নম॥ অথো উর্ত্তরাকাণ্ড পুস্তক লিক্ষিতে॥ শ্লোক॥ রামং লক্ষ্মনং...মুরারে॥

লঙ্কাকাণ্ডে গাইল শ্রীরামের ছত্র্যদণ্ড উর্ত্তরাকাণ্ডে যুন ভাই অমৃতের ভাণ্ড।

সাত কাণ্ডের কথা পাই উর্ত্তরা রামায়নে যুনিলে হইব তুষ্ট জত দেবগনে। ইত্যাদি।

শেষ,

[৩৯৫খ ব্রহ্মার সির্জ্জন উপজিল রাম অবতার ব্রহ্মার চিত্র্যের কথা কেমনে হব প্রচার।
চিন্তিয়্যা বাল্মিকির ঠাঞি পাঠাল্য স্বরেস্বতি স্বরেস্বতি কৃপায় কবির্ত্ত কৈল মহামতি।
রাম জন্মিতে ছিল সাটী হাজার বর্চ্ছর [৩৯৬ক তবন কবির্ত্ত রচিল বাল্মিক মুনিবর।
কির্ত্তিবাস বুঝাইল পাঁচালির ছন্দে সভাকে বুঝাতে কৈল পাঁচালির বন্ধে।
জগজমোহন গিত স্তবন রসাল নপুর কিংকিনি যুনি মন্দিরার তাল।
স্বরেস্বতির বরে য়োঝা রচিল পাঁচালি অমৃত কর্ব্ব্যা জিনিয়্যা গিত কণ্ঠে করে কেলি।
পরকে কথা পড়ে পণ্ডীতেরা যুনে যুনিবার বেলা হয় ঘাকে অদিষ্টানে।
কির্ত্তিবাসের গিত যুনিতে মধুর গিত যুনিলে লোকের ঘুম পালায় দুর।
সর্গেতে দুন্দুবি বাজয়ে ঘনে ঘন গিত যুনিলে হয় লক্ষ্মি আদিষ্টান।
ব্রাহ্মন যুনিলে হয় জ্ঞান বুর্দ্ধি তাজা ক্ষেত্রি যুনিলে হয় প্রীথিবির রাজা।
নানা বর্ন্নে নানা ধনে বৈস্তের বাড়ে ঘর যুদ্র যুনিলে বাড়ে ধনেতে বিস্তর।
নবসাক যুনিলে তারা বাড়ে ধন ধান্যে একমনে যুনিলে বাড়ে রামের কল্যানে।
সংসার তরিতে হৈল রামের পাঁচালি তা যুনিলে বিপর্ত্য ঘুচে বাড়ে ঠাকুরালি।
রামায়ন যুনিলে হয় পুন্ন [৩৯৬খ অভিলাস গিত ছন্দে কির্ত্তিবাস করিল প্রকাস।
সাতকাণ্ড রামায়ন গাইলেন গিত সর্ব্বলে[া]কের কল্যান বাড়ে আনন্দিত চিত্ত।
পুন্ন বিদ্ধী পাপ বিনাসিতে কৈল গিত পণ্ডীতয়্যা জন্মিলেন লোকের করিতে হিত।
জাহার বাড়িতে থাকে উর্ত্তরা রামায়ন ধনে পুর্ত্ত্রে বাড়ে সেই দুখ না পায় কখন।
এক মন হয়্যা জে এক কাণ্ড যুনে ধনে পুর্ত্ত্রে সেইজন বাড়ে দিনে দিনে।
রামনাম কথা ভাই কি কব ব্যাক্ষ্যান মিত্যুকালে স্মঁওরন কৈলে জায় সর্গস্থান।
সাতকাণ্ড বাল্মিক পুরান করিল পাঁচালি রামের সর্গ গমনে রামায়ন সংকলি।
সাতকাণ্ডের কথা ভাই উর্ত্তরাকাণ্ডে পাবে উর্ত্তরাকাণ্ড যুনিলে সব পাপ দুরে জাবে।
জেইখানে পুস্তক পাট করে লোকেরে যুনায় অনক্ষন রামচন্দ্র থাকেন তোথায়।
তাহার হিদয়ে রাম আপনি করেন স্থিতি এক মনে যুনে জদি রামায়ন পুঁথি।
সাতকাণ্ডের কথা উর্ত্তরাকাণ্ডে পাই।...

২২৩ রামায়ণ (আদিকাণ্ড)

কৃত্তিবাস, দ্বিজ মধুকণ্ঠ

পুঁথিসংখ্যা ৮০৩ ; পত্র ৩২০ (৫-৩২৬) ; খণ্ডিত ; আকার ১৩"×৪½"। লিপিকাল ১২৪১ সাল। রাগরাগিণী আছে।

ভনিতা,

[৬ক কিত্তিবাস আরাধিলা বাল্মিক চরনে প্রথম সিকলি গাইলা আন্ত রামাঅনে।

[১৭ক, খ রাম জন্মিতে আছে সাটী হাজার বৎসর অনাগত কায্য কৈলা বাল্মিক মুনিবর।

শ্লোক অর্থে সাত কাণ্ড করিলা বাল্মিকি পাঁচালি রচিতে কিত্তিবাস কৌতুকি।

রাম না হইতে কৈল রাম অবতার হেন মুনির চরনে মোর কোটী নমস্কার।

শ্লোক হইতে রামাঅন সর্ব্বলোক বন্দে কিত্তিবাস বাখানিলা পাঁচালির ছন্দে॥

[৬১খ দ্বিজ মধুকণ্টে ভনে সোক না করিহ মনে কুসর্দ্ধজে রাখিবেন হরি॥

[১৮৫খ রাজা অ পক্ষরাজে হৈল মিতালি আদিকাণ্ড গাইলা ওঝা সরস পাঁচালি॥

[১৯৩খ, ১৯৪ক মৃত পুত্র কোলে কর‍্যা কান্দেন গলাঅ ধর‍্যা মধুকণ্টে কহে হেন বানি॥

[২৮৫খ দ্বিজ মধুকণ্টে কয় মনে না করিহ ভঅ শ্রীরাম ভাঙ্গব হরধনু॥

[২৭৬ক মধুকণ্ট বানি মিলব রঘুমনি ষুন ঠাকুরানি সিতা॥

[৩১২ক মধুকণ্ট বলে মোর সুখের নাহিক ওর একত্রে চলিল সিতারাম॥

[৩২৩ক সমএ সকল ফলে দ্বিজ মধুকণ্টে বলে বন্দিয়া পণ্ডিত বিচক্ষন॥

শেষ,

[৩২৬ক একত্রে ষুতিল রাম সিতা চন্দ্রমুখি রামসিতা এক ঠাঞী অতি বড় ষুখি।

সুনি হরসিত হৈল জত দেবগন এতদিনে নিশ্চঅ মরিল দসানন।

দসরথ রাজার হইল সম্পদসালি তেনমতে সভা উর্দ্ধারিব বনমালি।

শ্রীরামচরিত্র জেন অমৃতের ভাণ্ড এতদুরে সমাপ্ত হইল স্রাদিকাণ্ড।

আদিকাণ্ড সমাপ্ত গাইল কির্ত্তিবাষ জেই জন ষুনে তার সির্দ্ধ অভিলাষ॥ ৩২৬ক]

[৩২৬খ জত্থপী লিখিল পুথি চুরি করে জে মহাঁপাপে ভুক্তমান করে তবে সে।

পরকালে রৌরব নরকে হয় স্থিতি জেইজন হরিবেক আদিকাণ্ড পুথি॥

ইতি আদিকাণ্ড সমাপ্ত॥ লিখিতং শ্রীজগর্ন্নাথ সরকার॥ সাং কয়াপাট॥ পটনাথে শ্রীরাধামোহন সঁ॥ তস্য পুত্র শ্রীনবিন সঁ॥ সাং চাকরান॥ ইতি সন ১২৪১ সাল॥ তারিখ ৪ পোউষ॥ রোজ বিস্পাতিবার॥ রাত্রি॥ তিথি ত্রিতিয়া॥ শ্রীবিনদ পাঁনের বাটীতে বসিয়া পুস্তক সমাপ্ত করিলাম॥

২২৪ রামায়ণ

কৃত্তিবাস, দ্বিজ মধুকণ্ঠ, প্রসাদ, প্রহ্লাদদাস

পুঁথিসংখ্যা ৯১৮ ; পত্র ৭০০ (আদি ৯৮, অযোধ্যা ৩০, অরণ্য ২৯, সুন্দরা ৫০, কিষ্কিন্ধ্যা ২৪, লঙ্কা ২৬১, উত্তরা ২০৮) ; অখণ্ডিত ; আকার ১৫২/২"×৭" । লিপিকাল ১২৩৪ সাল । বিচিত্রিত ; রাগরাগিণী আছে ।

আরম্ভ,

আদিকাণ্ড ॥ আরম্ভ, ভনিতা ও শেষ,

আরম্ভ,

[১খ ৭শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ॥ শ্রীরামানুজায় নম ॥ শ্লোক ॥ রামং লক্ষনং পুর্ব্বজং রঘুবরং শীতাপতিং সুন্দরং কাকুস্তং করুনাময়ং গুণনিধিং বিপ্রঃপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং ॥ রাজন্দ্রং সত্য-সিন্ধুং দসরথতনয়ং শ্যামলং সান্তিমুর্ত্তিং ॥ বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবনারি ॥১॥ অথ রামায়ন আদীকাণ্ড লিক্ষতে ॥ পুন শ্লোক ॥ জয় জয় রঘুনাথ কির্ত্তনং তয় তয় শীরসা কৃতাঞ্জলিং ॥ বাস্পবারি পরিপুন্ন লোচনং মারুতিং নম তরাক্ষ শাস্তকং ॥১॥ জং বেদ বেদান্ত বিদ বিদন্তি পরং প্রধান পুরুসং তথান্যে ॥ বিশ্বপৃতে বিশ্বকারন হেতু-রস্বাতস্মেন মবিঘন বিনাসকায়ং ॥২॥

প্রথমে বন্দিব দেব দেব নারায়ন   ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বরের কারন ।
আদি অন্ত নাহি তার স্থুল সুক্ষ্মগতি   জার তত্ব নাহি পায় অজ পসুপতি ।
নাটকে রচিলা প্রভু সংশারের শার   মায়ায়ে হইল কত বিশ্ব অবতার ।
কুর্ম্ম রূপে ধরনি করিল জগন্নাথে   মিন রূপে বেদোদ্ধারি দিল বিধি হাথে ।
প্রলয় পয়োধি জলে মিন রূপ ধরি   কৃপা করি উদ্ধার করিল বেদ চারি ।
ত্রতিয়ে বরাহ রূপ ধরি গদাধর   ধরিল ধরনি দেব দশন উপর ।
চতুর্থেতে নরসিংহ রূপে অবতার   হিরণ্যকশীপু বিরে করিল সংহার ।
পঞ্চমে বামন রূপ হইল মুরারি   ছলিয়া লইল বলি রসাতল পুরি ।
সষ্টমে পরসুরাম রূপে ভ্রগুপতি   ক্ষেত্রি মারি নিক্ষেত্রি করিলা বসুমতি ।
সপ্তমে শ্রীরাম রূপে প্রভু নারায়ন   রাবন মারিতে কৈল দেবের রক্ষন ।
অষ্টমে হলধর রূপে দেব জগন্নাথে   দলিল অসুরকুল মুসলের ঘাতে ।
নবমেতে বৌদ্ধরূপে জোগের প্রচার   দশমেতে কল্কি রূপে হৈলে অবতার ।
জত জত অবতারে জত হৈল নাম   সংশারে দুলভ রাম নাম অনুপাম ।
সংশারে দুলভ কথা রাম অবতার   ব্রহ্মা বলে কোন মতে হইব প্রচার ।

...   .

[২ক বিধাতা বলিল মুনি স্থন বার্ত্তা সার   কাহা হৈতে রাম নাম হইব প্রচার।
নারদ বলেন প্রভু স্থন আর বানি   অত্রিক মুনির পুত্র চ্যবন মহামুনি।
তাহার গ্রহেতে হব বিষ্ণু অবতার   আপনি আপন নাম করিব প্রচার।
এত বলি জথাস্থানে গেলা মহামুনি   হরশিত হৈল ব্রহ্মা স্থনি এত বানি।
নিজ গ্রহে গেলা ব্রহ্মা ভাঙ্গীয়া দেয়ান   দেবগন গেলা সভে আপনার স্থান।
কিত্তিবাশের প্রনাম বাল্মিকের চরনে   প্রথম শিকলি গাই আদি রামায়নে॥

ভনিতা,

[৭ক রামায়ন ভারথ দুই প্রসিদ্ধ পুরান   বিধিমত কিত্তিবাস করিল বাখান॥
[৪৪ক সেইখানে হৈলা গঙ্গা পশ্চিমবাহিনী   দক্ষিনান দিয়া উত্তরে কৈলা গ্রামখানি।
সেই ফুল্যা গ্রামে কিত্তিবাস ওঝার ঘর   গাঙ্গলাই বাল্মিক পুরান রচি নিরন্তর॥
[৮৪ক মধুকণ্ঠে রচিত ভোর   সুখের নাহিক ওর   হেরইতে সে চান্দ নয়ান॥
[৮৪খ দ্বিজ মাধুকণ্ঠে কহে   মনে না করিহ ভয়ে   রাম ভাঙ্গিবেন হরধনু॥
[৮৫খ শ্রীমধুকণ্ঠে কয়   সভাতে লাগিল ভয়   আনন্দিত মিথিলা সমাঝ॥

শেষ,

[৯৮খ কির্ত্তিবাশ পণ্ডিতের কবিত্ত অমৃতের ভাণ্ড   এতদূরে সমাপ্ত হইল আদিকাণ্ড॥

ইতি॥

অযোধ্যাকাণ্ড ॥ শেষ ও পুষ্পিকা,

[৩০ক কিত্তিবাশ বাখানিল মুনির পুরান   অযোদ্ধাকাণ্ডে গাইল গিত অমৃত সমান।
ইতি শ্রীরামায়ন অযোদ্ধা কাণ্ড সমাপ্তঃ শ্রীহরি শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ জথা দ্রষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোশ নাস্তিকঃ। ভীমস্যাপি রনোভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ এ পুস্তকাধিপতি শ্রীমান শ্রীভাই গৌ[র]হরি দত্তজা মহাশয় শাং বারদা পরগনে পায়ন্দা পহরাজপুর শরকার কটক। বঅমল কুংপনি অঙ্গরেজ বাহাদুর লিপিরিয়ং শ্রীরামপ্রসাদ দাসানুদাস শাং মহাগ্রাম কিন্তু মহাজন সকলকে আমার শত কোটি প্রনাম ইহার পঠনে সুদ্ধাসুদ্ধ জে হয় তাহা ক্ষেমা দিবেন ইতি তাং মাহ মাঘ রোজ স্থক্রবার তৃতিয় প্রহরের সময় সম্পুর্ন হৈলা সন ১২৩৪ সা[ল]। ৩০ক]

অরণ্যকাণ্ড ॥ শেষ ও পুষ্পিকা,

[২৮খ, ২৯ক এতদুরে অরন্যক লিখি সমাধান   লিখকে নায়কে দয়া কর প্রভু রাম।
লিপির না লবে দোশ স্থন রঘুবির   সদাই চঞ্চল চিত্ত নাহি হয় স্থির।
মুনির মতিভ্রম হয় ভিম রন ভঙ্গে   অহোরাত্রি ভ্রাতৃ মোর ছয় রিপু সঙ্গে।
যথা দ্রষ্টি লিখিলাঙ স্থনহে গোশাঞি   জেমন তোমার ইৎসা মোর দোশ নাহি।

শ্রীরামরেন্দ্র দ্বিজে দীনে রাম কর দয়া   আমাধমে অন্তে দেহ ও চরনে ছায়া।
নিরাবধি লিখি জেন তোমার কির্ত্তন   তব নাম কর্ন্নে জেন করিয়ে শ্রবন।
লেখিলাঙ এই গ্রন্থ স্নেহ করি অতি   শ্রীরামচরনে জেন সদা থাকু মতি।
মাঘ মাশ কৃষ্ণ পক্ষ আমাবস্যা তিথি   শ্রাহি মতে মাশের জে হৈল শত্তোসতি।
শনিবার দিবা হৈলা দ্বিতয় প্রহর   খোরোদা মোকামে লিখিলাঙ গ্রন্থবর।
শ্রীল ভাই গৌরহরি বারদা নিবাশি   তাঁর মনোনিত্তে ইহা লিখিলাঙ হরশি।
অতি দিন হিন আমি করি নিবেদন   মোর প্রতি দয়া করি করিবে শোধন।
দোশাদোশ না লই স্থন সাধু জন   মোর মনে ভয় হইতেছে ঘনে ঘন।
লিখিলাঙ ত[ব] কিত্তি স্থনহ শ্রীরাম   শ্রীরামপ্রসাদের বাড়ি সাকিন মহাগ্রাম।
ইতি শ্রীরামায়ন অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত ॥

ইতি তাং মাহ মাঘ রোজ সনিবার তিথৌ আমাবস্যা দিবা দুই প্রহরের সময় লিপিয়া বিশ্রাম দিলাঙ। সন ১২৩৪। সাল ॥ ২৯ক]

সুন্দরাকাণ্ড ॥ ভনিতা ও পুষ্পিকা,

[১৭ক সুন্দরাকাণ্ডে সুন্দর গিত কির্ত্তিবাশ পণ্ডিত হে   রচিলা পোথার অনুশার ॥

[৫০খ মিত্র পাত্র লয়া রাজা করিছে মন্ত্রনা   সুন্দরাকাণ্ড কির্ত্তিবাশ করিলা রচনা।
কির্ত্তিবাশ পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি   জার কণ্ঠে কেলি করেন আপনি শরশ্বতি।

…   …

অদ্ভুত প্রাকৃত কথা কিত্তিবাসের তুণ্ডে   রাম নাম লৈলে ভাই ব্রহ্মহত্যা খণ্ডে।

[৫০খ জোড়হাথে বন্দো হনুমানের চরন   সম্পুর্ন্ন হইল সুন্দরাকাণ্ড রামায়ন।

সুভমস্ত ॥ ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ড রামায়ন সমাপ্ত ॥ জথা দ্রষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসকঃ। ভিমস্যাপি রনো ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ ইতি তাং মাহ ফাল্গুন রোজ সনিবার ত্রিতয় প্রহরে মদ্ধে লিপিয়া সম্পূর্ণ করিলাঙ ॥ সন ॥ ১২৩৪ ॥ ৫০খ]

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ॥ শেষ ও পুষ্পিকা,

[২৪ক কিত্তিবাশ পণ্ডিতের বানি অমৃতের ভাণ্ড   এতদুরে সমাপ্ত হৈল কিস্কিন্ধা কাণ্ড। ইতি শ্রীরামায়ন কিস্কিন্ধাকাণ্ড লিপিয়া রবিবার রাৎ এক ঘটের মদ্ধে বিশ্রাম দিলাঙ ॥ শ্লোক রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে রঘুনাথায় শিতায়া পতিয়ে নমঃ ॥ ইতি তাং ২৪ সহি মাহ মাঘ সন ১২৩ঃ সাল ॥ ২৪খ]

লঙ্কাকাণ্ড ॥ আরম্ভ, ভনিতা ও পুষ্পিকা,

আরম্ভ,

৭শ্রীশ্রীশীতাপতি রামচন্দ্রায় নমঃ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ॥ অথ লঙ্কাকাণ্ড লিক্ষতে ॥ শ্লোক ॥ জয়তি রঘুবংশ তিলকং কৌশল্যা নন্দি বন্দিনো রামঃ ॥ দশবদন নিধনকারী

দাসরথী পুণ্ডরিকাক্ষঃ ॥১॥ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধশে। রঘুনাথায় নাথায় শীতায়া পতিয়ে নম ॥১॥ অথ বন্দনা ॥

সভা অগ্রে বন্দো রামের নিলকান্তি তনু দক্ষিনে বিচিত্র শর বামে দিব্য ধনু।
দক্ষিনে লক্ষন বন্দো শোনার প্রতিমা এ তিন ভুবনে জাব রূপে নাহি শিমা।
দক্ষিনে লক্ষন বন্দো বামে বন্দো শীতা দশরথ রাজা বন্দো রামচন্দ্রের পিতা।
সাতস উন[প]ঞ্চাশ বন্দো দশরথের নারি কেকই সুমিত্রা বন্দো দুই ঠাকুরানি।
কৌসল্যা ভাগ্যের কথা না জায় কথন মা বলিয়া দুগ্ধপান কৈল রামধন।
কৌসল্যার কত ভাগ্য কত অন্ত তার পুর্নব্রহ্ম আবিভুত গর্ব্ভে হৈল জার।
হেন কৌসল্যার পদে মোর পরনাম পুত্রভাবে জারে সুখি হইলেন রাম।
জনক নৃপতি বন্দো হাথে লয়া তাল রাঘবের মীতা বন্দো গোহক চণ্ডাল।
নন্দিগ্রাম বন্দো ভাই হয়া একমন জোড়হাথে বন্দো ভাই ভরথ শত্রুঘন।
লব কুশ বন্দো ভাই করিয়া প্রনাম কুশের বিনায় ডাকে শীতা লবের বিনায় রাম।
হনুমান ঠাকুর বন্দো পবননন্দন তুমি দয়া কৈলে গাই গীত রামায়ন।
বারেক করহ দয়া পবনকুমার তুমার দয়া হৈলে ত্রিভুবনের সার।
সুগ্রিব রাজাকে বন্দো মনের হরিশে জাহা হৈতে শীতা দেবির হইল উদ্দেশে।
রাক্ষশ বিভিসন বন্দো করিয়া বিনয় জাহা হৈতে রাবন রাজা সবংশেতে ক্ষয়।
ছোট বারিন্দ্র বড় বারিন্দ্র বড় গঙ্গা পার তথা গিয়া কৈল ওঝা বিদ্যার সঞ্চার।
কিত্তিবাশ পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবি শরশ্বতি।
সরশ্বতি দেবি বন্দো কোকিলবাহিনি মোর কণ্ঠে বসি বলাও রাম নাম ধ্ব১খ]নি।
রাম রাম বলি জিব এই বারে বার মরিলে মনুস্য জন্ম না হইবে আর।
রাম ছাড়িয়া জেবা অন্য কথা কয় জমদণ্ডে পড়ে সেই জানিহ নিশ্চয়।
রাম নাম বলিতে জিব না করিহ হেলা ভবসিন্ধু তর্যা জাতে রাম নামে বান্ধ ভেলা।
রামায়ন সুধারশ কিত্তিবাশ গায় হরিধ্বনি কর সর্ব্বে বন্দনা হৈলা সায় ॥

ত্রিপদি ॥ সুন রাম নামের মহিম
বিরিঞ্চি বাশব ভব বাল্মিকাদি মুনি সব করিতে নারিল জার শিমা।
বিষ্ণু সম্ভাশিয়া হর আনন্দিত কলেবর আশিয়া বসিল নিজ বাশে
কুমার বিঘ্নরাজ সঙ্গে আশিয়া বসিলা রঙ্গে পার্ব্বতি বসিলা তার পাশে।
দেবি করিলেন জোড়হাথ সুনিঞা জগতনাথ হের বেলা হৈলা অবসান
মোর পুন্ন কর কাম সুনাহ সহশ্র নাম সুনিঞা করিব জলপান।
মহেশ বলেন প্রিয়ে আনন্দিত হয়া গ্রহে হরিশে করহ অন্ন জল
চারি বেদের সার রাম বল একবার পাইবে শহশ্র নামের ফল।

অশ্বমেধ আপ্যাশত   রাজসুই আদি জত   করিলে জতেক পুন্ন হয়
গঙ্গা আদি তির্থস্থানে   হেম রত্ন নানা দানে   এ শব রাম নামের তুল্য নাহি হয়।
কহিয়া রামের নাম   শীব হৈলা অগেয়ান   ডম্বরু সঘনে রাম বলে
রাম নাম বলে শিংহা   আনন্দিত হয়া গঙ্গা   রামের নামে তরঙ্গ উথলে।
রাম নামের পাথা সন্ধি   রাম নাম জপে নন্দি   রাম নাম জপে লম্বোদর
আনন্দিত হয়া মন   রাম জপে সড়ানন   আনন্দে সুধা শ্রবে সুধাকর।
অশ্রুতে পুন্নিত আখি   পুৎস প্রসারিয়া শিখি   নাচিছে মুসক করি সঙ্গে
সিংহ ব্যাঘ্র এক্ মেলি   হরশিতে রাম বলি   নৃত্য করেন বড় রঙ্গে।
বৃসভ শীবের ঠাম   উর্দ্ধমুখে বলে রাম   শিবের গলে বাসুকি বলিছে রাম রাম।
দ্বিজ মধুকণ্ঠে কয়   কত ভাগ্যে হেন হয়   রসনা বারেক বল রাম॥

ভনিতা ও পুষ্পিকা,

[১৫১ক কির্ত্তিবাশ পণ্ডিতের সরস বচন   লঙ্কাকাণ্ডে রচিল ওঝা অমৃত গঠন॥
[১৭০খ বাল্মিক পুরান কৈলা উপদেশ পায়া   কির্ত্তিবাশ গাইল গিত শ্রীরাম সেবিয়া॥
[১৮৩খ কবি কির্ত্তিবাস কয়   দুর হব মনোভয়   রাম নাম লেহ রাত্রি দিনে॥
[২৫৬খ শতকন্ধ রাবনের অপুর্ব্ব আক্ষান   অদ্ভুতের মত কবি কির্ত্তিবাশ গান॥
[২৫৮ক প্রথমে বচন যুদ্ধ হইলা দুজনে   অদ্ভুতের মত ওঝা কির্ত্তিবাশ ভনে॥
[২৫৯খ শীতা ছিলা অশিতা হইলা ক্রোধাবেশে   অদ্ভুতের মত বিরচিলা কির্ত্তিবাশে॥
[২৬১ক অদ্ভুতের মত এই রচিলেন ব্যাশ   শ্রবনে সুখদ সর্ব্ব পাপের বিনাশ।

...   .

কির্ত্তিবাশ বিরচিল সারদার বরে   লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত হইলা এতদুরে॥১৮১॥

ইতি॥ ইতি শ্রীশ্রী রামায়ন লঙ্কাকাণ্ড ও আহো লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত॥ শ্লোক॥ আয়াতি রাম মধুসুদনসাঃ পশ্যন্তি সর্ব্বেচরনারবিন্দং॥ পরস্পরস্তিমিনানুসারেঃ সিন্দুরবিন্দু-বিধবাললাটে॥ ১॥ ইতি তাং ১৪ মাহ বৈসাগ তিথৌ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশি ভৌম বাসরে বেলা তৃতিয় প্রহরের মদ্ধে খোরদা মোকামে লিপিয়া বিশ্রাম দিলাও॥ সন ১২৭৪ অমলি বার ১২ অঙ্ক মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র দেব॥ ২৬১ক]

উত্তরাকাণ্ড॥ আরম্ভ, ভনিতা ও শেষ,

আরম্ভ,

১শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ॥ শ্রীশীতাপতি রঘুনাথায় নমঃ॥ অথ উত্তরাকাণ্ড লিক্ষতে॥ অথ বন্দনা আরম্ভ॥ শ্লোক॥ রামং লক্ষ্মনং পুর্ব্বজং রঘুবরং শীতাপতিং সুন্দরং॥ কাকুস্তং করুনাময়ং গুননিধিং বিপ্রঃপ্রীয়ং ধার্ম্মীকং॥ রাজেন্দ্রং সত্যসিন্দুং দশরথতনয়ং স্যামলং স্যান্তিমুর্ত্তিং॥ বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবনারী॥১॥

বন্দিব অঞ্জনা সুন   অশিম জাহার গুন   অশিম বিক্রম নাম হনু
ফল ভ্রমে শিসুকালে   দিবাকর ধরি বলে   জেন গরাশয়ে অর্দ্ধ তনু।
জানকির অন্যাসনে   প্রভু ভাই দুই জনে   রিস্যমুখে করিলে গমনে
খণ্ডিলে জানকি ভিত   রামচন্দ্র কৈলে মিত   বন্দো হেন বীরের চরনে।
জয় জয় বীর মহাবল
তপন জাহার গুরু   ভক্তিমুর্ত্তি কল্পতরু   বন্দো বীরের চরনকমল।
ইঙ্গিতে মহোদধি তরি   জানকির প্রান হরি   অক্ষাদি মাইলে বীরগন
দগ্ধ কৈলে লঙ্কাপুরি   দশগ্রিব দর্প করি   বন্দো বীর পবননন্দন।
নল উপলক্ষ হেতু   সাগরে বান্ধিলে শেতু   সমরে তুশিলে প্রভু রাম
কপিগনের কর্ত্তা   লক্ষনের প্রানদাতা   হেন বিরে করিয়ে প্রনাম।
জয় কৈলে লঙ্কাপুরি   বিভিসনে দণ্ডধারি   দেশেরে আনিলে রঘুনাথে
রামের পদারবৃন্দ   মকরন্দ মত্ত ভ্রঙ্গ   হেন বীরে বন্দো জোড়হাথে।
হনুমানের গুনে   জে নর শ্রবনে সুনে   রোগ শোক দুঃখ নাহি জানে
তারে রাম হন সুখি   বরদাতা চন্দ্রমুখি   জয়যুক্ত রামের কল্যানে।
মধুকণ্ঠের এই আশ   পুরিবে রামের দাশ   খণ্ডাবে অসেশ অপরাধে
শ্রীরামের গুন চরিত্র   গায় সুনে দিবারাত্র   দিন আধ নাহি হয় বাদ ॥১॥
গোলোক বৈকুণ্ঠপুরি সভাকার পর   জানকি সহিত জথা রাম গদাধর।
তাহাতে বিচিত্র ঘর শোনার চোঙরি   শিংহাসনের উপরে আছে পাট নেতের তুলি।
পারিজাত পুষ্প তথা অতি অনুপাম   তার মধে বিরাসনে ঠাকুর শ্রীরাম।
দুর্ব্বাদল স্যাম রাম ক[২ক মললোচন   কন্দর্প জিনিঞা মুর্ত্তি গজেন্দ্রগমন।
পিতবাশ সঘন চন্দন শোভে গায়   শীতা মন কুমুদ ধনুক শোভে তায়।
জানকি সহিত রঙ্গে রাম নারায়ন   দুখানি চরন চাপে পবননন্দন।
শীরে ছত্র ধরিয়াছে ঠাকুর লক্ষন   শ্বেত চামরের বা করিছে শত্রুঘন।
জোড়হাথে ভরথ ঠাকুর করেন স্তবন   চতুর্মুখে করে ব্রহ্মা শ্রীরামকির্ত্তন।
রাম জয় বল্যা ধ্বনি ডাকে ত্রিলোচন   শিংহা ডম্বরু বাদ্য সুনি সুশোভন।
নারদ মুনি তম্বুরে গায়েন রামায়ন   আপন মুখে সুনেন প্রভু আপন কির্ত্তন।
গোলোকের কথা ভাই কে কহিতে পারি   সর্ব্বক্ষণ সেই স্থানে থাকেন মুরারি।
কিত্তিবাশ বাখানিল মুনির পুরান   জেই সুনে ভনে তার সর্ব্বত্রে কল্যান ॥
ত্রিপদি ছন্দ ॥ শ্রীবঙ্কবেহারি রামকি জা কর হে ॥ ধ্রু ॥

স্থন রাম নামের মহিমা
বিরিঞ্চি বাসব ভব বাল্মিকাদি মুনি সব করিতে নারিল জার শীমা।
বিষ্ণু সম্ভাশিয়া হর আনন্দিত কলেবর আশিয়া বশিলা নিজ বাশে
কুমার বিঘ্নরাজ সঙ্গে আশিয়া বসিলা রঙ্গে পার্ব্বতি বসিলা তার পাশে।
দেবিঃ করিলেন জোড়হাথ স্থন ত্রিদশের নাথ হের বেলা হৈলা অবসান
মোর পুন্ন কর কাম স্থনাহ সহস্র নাম স্থনিঞা করিব জলপান।
মহেশ বলেন প্রিয়ে আনন্দেতে জাহ গ্রহে হরিশে করহ অন্নজল
চারি বেদের সার রাম বল একবার পাইবে সহস্র নামের ফল।
অশ্বমেধ অপস্তুত রাজস্থই আদি জত করিলে জতেক পুন্য হয়
গঙ্গা আদি তির্থ স্থানে হেম রত্ন নানা দানে এ শব রাম নামের তুল্য নয়।
কহিয়া রামের নাম শীব হৈলা অজ্ঞান ডম্বরু সঘনে রাম বলে
রাম রাম বলে শিংহা আনন্দিত হয়া গঙ্গা রামের নামে তরঙ্গ উথলে।
পায়া রাম নামের সন্ধি রাম নাম জপে নন্দি রাম নাম জপে লম্বোদর
আনন্দিত হয়া মন রাম বলেন সড়ানন আনন্দে স্থধাশ্রবে স্থধাকর।
অশ্রুজলে [২থ পুন্ন আখি পুচ্ছ প্রসরিয়া শিখি নাচিছে মুসক করি সঙ্গে
শিংহ ব্যাঘ্র একু মেলি হরিশেতে রাম বলি নৃত্য করেন বড় রঙ্গে।
বৃসভ শীবের ঠাম উর্দ্ধমুখে বলে রাম বাস্থকি তুলিছে বলি রাম
দ্বিজ মধুকণ্ঠে কয় কত ভাগে হেন হয় রসনা বারেক বল রাম ॥
॥ ত্রিপাদ ॥
ক্ষিরোদ পন্নগ শেজে শ্বেত সপ্ত দ্বিপ মাঝে গুপ্তরূপে ছিলা নারায়ন
অমরের স্তুতি পায়া সুর্য্যকুলে পদ্ম হয়া জন্মিলা রাবন সংহারন।
বালককালের লিলা জজ্ঞ দেখিবারে গেলা হরধনু ভাঙ্গি আচম্বিতে
খণ্ডিলে জনক ভিত বঞ্চিলে জানকি চিত ভ্রগুরে রুন্ধিলে শ্বর্গপথে।
পরসিয়া পদরেনু পাশান মানুশি তনু কৃপায় চাণ্ডাল কৈলে সখা
প্রিতৃবাক্যে গেলে বন উদ্ধারিলে কপিগন পাপের জাহার নাহি লেখা।
হেন কপি সংহতি বন্ধ কৈলে নদিপতি ত্রিভুবনে জয় জয় ঘোশে
কপিগন নল হেতু সাগরে বান্ধিলে সেতু জলেতে পাশান তরু ভাশে।
মারিয়া অশেস বৈরি অযোদ্ধায় দণ্ডধারি বেদবত্তি হৈলা অনুবল
অনাথজনার বন্ধু কেবল করুনাসিন্ধু তুম্মি প্রভু ভকতবৎসল।
ধ্যাইতে কিঞ্চিত ধ্যান জোগি হৈলা ইশান নারদ বিনাতে গুন গায়
ব্রহ্মা আদি জত দেবে উ পদপল্লব সেবে করিয়া পরম পদ পায়।

তুয়া পদ অর্ঘজলে ক্ষাতি গঙ্গা ক্ষিতিতলে ত্রিপথগামিনি নাম ধরি
পরশিলে বিন্দু জল ইন্দ্রপদ করতল হেলায়ে সমন ভয়ে তরি।
চরন কমল রাঙ্গা তাহাতে মৃনাল ভঙ্গা হর শিরে মালতির মালে
তুয়া কিৰ্ত্তিলতা ওই বাল্মিক বাখানে তাই প্রসাদে বাখিহ পদতলে ॥

॥ ত্রিপদি ॥

পরম পরাপর অজয় শক্তিধর অভিনব দুর্ব্বাদল চাঁদ বয়ান
রাম রামে গতি কমলা বসুমতি এইখানে গোলোকপতিকে নমো নম।
ক্ষিরোদ হইতে হরি রবিকুলে অবতরি কৌসল্যা উদরে জগমোহন
হর চাপ ভগ্ন করি ভ্রগুরামের দর্পহারি এইখানে গোলকপতিকে নমো নম।
বাপের বচন ধরি বনকে গমন করি সঙ্গে রমণিক নি ধনি অনুজ লক্ষ্মন
নিবসিয়া পঞ্চবটি খয়র দুসন কাটি এইখানে বন রূপকে নম নম।
সুগ্রিবে করিলে দয়া হনুকে চরন ছায়া অপাঙ্গে ইঙ্গিতে বালি করিলে নিধন
জলে পেলি পদ্মবান শ্বেতবন্ধ উপাদান এইখানে কোদণ্ডধারিকে নমো নম।
ধরিয়া প্রচণ্ড বেশ লঙ্কাপুরি পরবেশ রনরঙ্গ রূপে রাম বধিলা রাবন
সেবকেরে কৃপাবান বিভিসনে রাজ্যদান এইখানে ভকতবৎসলকে নম নম।
রাম নামামৃত ভাণ্ড রচনাদি শাত কাণ্ড রচিলা বাল্মিক তপোধন
রাঙ্গা চরন করি আশ রচিলা প্রহ্লাদ দাশ সেবকবৎসলকে নমো নম।
বিদেহি লক্ষ্মন সাথে চড়ি পুষ্পক রথে অযোদ্ধামণ্ডলে রাম করিলা গমন
হর ব্রহ্মা সহশ্রাক্ষি সিংহাসনে অভিশেকি রাজাধিরাজকে নম নম ॥

॥ মঙ্গল রাগেন গিয়তে ॥

প্রনমহ রাম দশরথের কুমার লক্ষ্মন কনেষ্ঠ তাঁর অংশ অবতার।
জনকনন্দিনি শাতা লক্ষ্মি মুর্ত্তিবতি তাহার চরন বন্দো করিয়া প্রনতি।
ভরথ শত্রুঘন বন্দো তুই সহোদর রামের চরন তারা সেবে নিরন্তর।
একভাবে বন্দো হনুমানের চরন হনুমানে বন্দি গাব গিত রামায়ন।
জথা তথা হয় শ্রীরামের গুনকথা জোড়হাথে লম্ব্ শীরে হনু রহে তথা।
পবননন্দন বীর শ্রীরামের দাশ হনুমান শ্মরনে হয় সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ।
সুগ্রিব অঙ্গদ বন্দো করিয়া প্রনতি বিভিসন রাজা বন্দো করিয়া ভকতি।
জোড়হাথ করি বন্দো মন্ত্রি জাম্বুবান ব্রহ্মার তনয় ভল্লুক বড় বলবান।
বন্দ্রিব বাল্মিক মুনি হাথে লয়া তাল শ্লোক ছন্দে রামায়ন রচিলা বিশাল।
অবতার হৈতে ছিল সাঠি সহশ্র বৎসর ভবিশ্যপুরান কৈলা বাল্মিক মুনিবর।

সে সব কবিত্ত লোকে বুঝিতে বিশম কিৰ্ত্তিবাশ কৈল সভাকার মনোরম।
ফুলিয়ার মুকুট পণ্ডিত কিৰ্ত্তিবাশ জার মুখে রামায়ন হইলা প্রকাশ।
হেন কিৰ্ত্তিবাশে বন্দো করিয়া ভকতি জাহার প্রসাদে রামায়ন স্থনি নিতি।
অযোদ্ধা নগর [৩খ বন্দো ত্রিভুবন সার আপনে বিষ্ণু হৈলা জাহে রাম অবতার।
বসিষ্ঠ মুনি বন্দিব কুলের পুরোহিত জাহার প্রসাদে রামায়ন স্থললিত।
ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র দুৰ্ব্বাশা অগস্ত সকল মুনিরে বন্দো জগত বিদিত।
সূৰ্য্যবংশে চন্দ্রবংশে বন্দিব হরিশে কিৰ্ত্তিবাশের প্রসাদে বুঝিলা সৰ্ব্বদেশে।
আদিকাণ্ডে রামের জন্ম শীতাদেবির বিভা রাজ্য হারাইলা রাম অযোদ্ধা আশিয়া।
অযোদ্ধাকাণ্ডে কৈলা রাম কাননে গমন ত্রিতিয়ে কাণ্ডেতে শীতা হরিলা রাবন।
কাণ্ডে কাণ্ডে রঘুনাথের সব অপচয় কিস্কিন্ধাতে মৈত্র লাভ কটক সঞ্চয়।
সুন্দরাকাণ্ডে কৈলা রাম সাগর বন্ধন লঙ্কাকাণ্ডে স্থন ভাই সংগ্রাম বিবরন।
পঞ্চ কাণ্ড হৈতে লঙ্কা অমৃতের সার রাবনের বধ শীতা দেবির উদ্ধার।
রন জয় করি রামের দেশেরে গমন অযোদ্ধার পাটে রাজা রাজিবলোচন।
বেহার করেন সুখে রাজ রাজেশ্বর সপ্তমে উত্তরাকাণ্ড স্থন অতঃপর।
কিৰ্ত্তিবাশ বাখানিল্প মুনির পুরান গিতে মন দেহ সভে বন্দনা সমাধান।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলা রামের ছত্রদণ্ড উত্তরাকাণ্ডে স্থন জেন অমৃতের ভাণ্ড।
সাত কাণ্ডের কথা পাবে উত্তর রামায়নে উত্তরাকাণ্ড স্থনিলে না জায় জমের সদনে।
চিনি লবাত খাই জেন ভাণ্ডে ভাণ্ডে তাহাধিক ফল পাবে স্থন উত্তরাকাণ্ডে।

ভনিতা,

[৫ক কিৰ্ত্তিবাশ পণ্ডিতের শরণ পাঁচালি উত্তরাকাণ্ডে গাইল ওঝা প্রথম সিকলি॥
[১৩৩ক কিৰ্ত্তিবাশ পণ্ডিতরাজ জগতে পুজিত শ্রবন মধুর ওঝা গায়া দিল গিত॥
[১৪৬ক মুনি দেখাইল ভয় কহিলে কথন নয় মধুকণ্ঠ আছে তার সাক্ষি॥
[১৪৮খ বিস্ময় না ভাব মনে মধুকণ্ঠ মধু ভনে বন্দিয়া পণ্ডিত কিৰ্ত্তিবাশ॥
[১৫০ক দ্বিজ মধুকণ্ঠ ভনে শ্রীশ্রীমধুসূদনে কিৰ্ত্তিবাশে বন্দি কিছু কহে॥
[১৫২ক দ্বিজ মধুকণ্ঠ ভনে বিস্ময় হৈলা মুনিগনে সন্দেহ জন্মিলা রঘুনাথে॥
[১৫২খ বাল্মিকি মহাশয় ভাবিবেন শংসয় মধুকণ্ঠ কহে তুমা পাশ॥
[১৫৩ক না আইলে তপোবন দুহাঁর না ভাঙ্গে রন মধুকণ্ঠ কহে দ্রঢ় ভাশ॥
[১৫৩ক কিৰ্ত্তিবাশ পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি জা[র] কণ্ঠে কেলি করেন দেবি সরশ্বতি॥
[১৫৩খ দ্বিজ মধুকণ্ঠ ভনে বিস্ময় লাগে মুনিগনে বিস্ময় লাগিলা রঘুনাথে॥
[১৬০খ দ্বিজ মধুকণ্ঠের বানি সুমিত্রা রাজার রানি এ কথা পাইবে তার পাশে॥

[১৬১খ তুহে হব পরিচয় দ্বিজ মধুকণ্ঠে কয় বন্দিয়া পণ্ডিত কির্তিবাশ ॥
ভনিতা ও শেষ,

বাল্মিকির কবিত্ত কৈলা পণ্ডিত কির্ত্তিবাশ শ্রবনে নরক খণ্ডে থাকে শ্বর্গবাশ ॥২০৮ক]

২২৫ রায়মঙ্গল (দক্ষিণরায়ের পুস্তক)

দ্বিজ হরিদেব, বলরাম

পুঁথিসংখ্যা ৯৩৫ ; পত্র ৮ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫"। রচনাকাল ১৬৪৫ শকাব্দ (চন্দ্র রিতু বেদ বান সক পরিমীতি হরিদেব বিরচিল রায়ের সংঙ্গিত)। ভনিতায় পরিচয় দ্র. পুঁ-প ১খ, পৃ ২২০। আলোচ্য ৯৩৫ ও ৯৪১ সংখ্যক পুঁথি দুইখানি সম্পাদিত হইয়া সাহিত্য-প্রকাশিকা চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীদুর্গা

লিখিতং দক্ষিন রায়ের পুস্তকং ॥

করিয়ে যুগল কর বন্দিনু দক্ষিনস্বর হরসুত ভকত সদয়
জেই তব পাদপর্দ্দ্য একান্ত করএ সর্ব্ব তুমি তারে হয় না সদয়।
স্বর্ন্ন চিরা সিরে ধর গায়ে খাসাজোড়া পর চন্দন তিলক সোভে ভালে
নানা যন্ত্র খরসান সঙ্গতি ধনুক বান সার্দ্দুলবাহন ক্ষেত্রপালে।
মুকুতা শ্রবনমুলে জজ্ঞর্ষুত্র কণ্ঠে দোলে অজানুলম্বিত ভুজদণ্ড
নানা রত্ন অলঙ্কার তুলনা নাহীক আর সিন্দুরে মুণ্ডিত দুই গণ্ড।
অসীচর্ম্ম দুই ভুজে কামান কৃপান সাজে কটিদেসে বিনদ বন্ধান
ঢাল তলয়ার লৈয়া সার্দ্দুল বাহন পায়া অমারাগ্রে করিলা গমন।
বন্দো রায়ের চরন যুগল
কি কব দেহের আভা শত বিধু জিনি সোভা হেম জিনি চরনকমল।
সার্দ্দুল বাহন লৈয়া অমরন নগরে গীয়া রক্ষ্যা কৈলে জতেক খীসন
জতেক দেবতাগণ স্তব কৈল সর্ব্বজন বহু বিধি করিল পুজন।
সিব শক্তি ব্রসারূঢ় দেখিলা জে চন্দ্রচুড়ু দেবগণ করিচে প্রনতি
দ্বিজ হরিদেব গায় রক্ষিবে দক্ষিন রায় তব পাদপদ্মে রহুক ভকতি ॥১ক]
প্রনমহ ক্ষেত্রপতি নিবেদিই তোমারে সিবের দোহাই জদি না উর আসরে।
য়দিষ্টান হৈলা মরে ফলতার বিলে সঙ্কিত রচিত কথা আপনি কহিলে।
আপনি কহিলে রায় আপন মহর্ত্ত তবে সে সঙ্গিতে আমি হইলেম প্রবর্ত্ত।
জেরুপে আমার তরে হইলা অধিষ্টান সেইরুপ কৃপা করি করহ কল্যান।

এই নিবেদন করি তোমার চরনে   কিঞ্চি[ত] করিহ কৃপা সেবক স্বরনে।
সীঘুবুদ্ধি দেখি মোরে দিলে গুরু ভার   না বুঝিয়া সমুদ্রেতে এড়িনু সাঁতার।
পতঙ্গ হইয়া আমি পড়িনু অগ্নিতে   রক্ষিবে দক্ষিন রায় বাড়ব হইতে।
হরিদেব সিষুবুদ্ধি কী বলিব আর   তোমার চরনবিন্দ ভরসা আমার॥

২২৬ রায়মঙ্গল (দক্ষিণরায়ের পুস্তক)

দ্বিজ হরিদেব, বলরাম

পুঁথিসংখ্যা ৯৪১; পত্র ৯৭; খণ্ডিত; আকার ১৪"×৫"। লিপিকাল ১১২৭-৩২ সাল। কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথি। বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য দ্র. পুঁথিসংখ্যা ৯৩৫। রাগরাগিণী, নূতন পদাবলী ও হিসাব আছে। পুঁথির ভিতর পৃষ্ঠায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের খসড়াও আছে।

বন্দনা, আত্মপরিচয় ও গীতারম্ভ,

[৩ক (৯০) ···   ··· নক্ষেত্রিকা   নান্নায় বন্দিলাম চামুণ্ডা চণ্ডিকা।
দুইনায় বন্দিলাম দেব যুগপতি   তাহার চরণে মোর রহুক প্রণতি।
কাঁমরাঙ্গুতে বন্দিলাম সিন্ধুমুণ্ডালিনি   ইছাপুরে বন্দিলাম বিসাললোচনি।
ঝোড়হাটে বন্দিলাম রাএর চরন   বাসুদেবপুরে বন্দো সার্দুলবাহন।
সাঁখরালে বন্দিলাম লক্ষির চরন   গোকুলেতে বন্দিলাম নন্দের নন্দন।
সুরধনির তিরে বন্দো বিনোদ রাখাল   তাহার সহিত বন্দো শোল স গোপাল।
কলিযুগে বন্দিলাম চৈতন্য অবতার   হরিনাম দিয়া কৈলা জিবের উদ্ধার।
মস্থানীর কালিকা বন্দো জোড় দুই করে   বৈরাতে বৈরা চণ্ডি বন্দিলাম শ্বর্ত্তরে।
বাঁঞ্চিখালির মহাঁমায়ার বন্দিলাম চরন   দক্ষিনে জলাদিকুলে বন্দো শ্বরর্ব জন।
উড়স্থানগরে বন্দো দেব জগন্নাথ   বলরাম সুভদ্রা বন্দো হয়্যা জোড়হাথ।
সারেঙ্গায় সাহেবের বন্দিলাম চরন   পাড়ুয়াতে বন্দিলাম আসি হাজার জন।
ত্রিবিনিসঙ্গমে বন্দো দফর খাঁ গাজি   ছেল্লাম করিয়া পুজে জত জন কাজি।
পুড়াসুর ঘাটু বন্দো প্রনাম করিয়া   দ্বিজ হরিদেব কহে সকলে বন্দিয়া॥

॥ অথ দিগপাল বন্দোনা সমাপ্ত॥

আমী সুয়্যা থাকি টঙ্গে   ক্ষেত্রপাল মনরঙ্গে   মোরে দেখা দিলা ততক্ষন
বৃদ্ধ বীপ্র এক আসি   আমার শিয়রে বসি   নিশিজোগে স্বপ্ন কথন।
হরিদেব পুত্র সুন   ব্রত কর পরিত্রান   তবে হয় মোর মননিত
ললাট লিখন জত   খণ্ডন না জায় তাত   দৈববানী হইল আশ্চম্বিত।
কহিতে বলিতে বাত   সেই নিশি প্রভাত   চলি রায় গেলা নিজ পুর

ত্রিতিয় প্রহর বেলা গেলা আমি কুলতলা তথাকারে দক্ষিন ইশ্বরে।
সাদ্দুলবাহন হয়্যা আমার সমুখে গিয়া কহিলা জে বিশেষ কারন ৩ক]
[৩খ তথা দেখি ব্রেম্রগন ভয়ংস্কার হইল মন আজি মোর নাহিক রক্ষন।
হরিদেব যুন পুত্র তোরে দিলাম মইঁামন্ত্র ইহা তুমি করহ রচন
বলি আমা তুমি যুন কর ব্রত পরিত্রাণ যুনি আমি তোমার কথন।
আমি বলি তব পায় গিত নাঞি জানি রায় মুঞি মুর্খ অতি অভাজন
রায় অতি মনদুর্খে ফুঙ্ক দিলা মোর মুখে হুহুঙ্কার ছাড়িনু তখন।
জননি ডাকিছে তোমা কুন্দলেতে দেহ ক্ষেমা তুমি আমা করিহ শ্বরন।
শ্বরন করিবে জবে আমী তুষ্ট হব তবে তোমারে জে কহিলাম সার
বিপক্ষ্য হইলে তেঁরে শ্বরন করিয় মোরে সঙ্কটে করিব উদ্ধার।
লইয়া সাদ্দুলগন পুলকিত হয়্যা মন চলি রায় গেলা নিজ পুর
হরিদেব কহে সার পুর্ব্ব জন্মের সমস্কার কলি ঘোরে করিহ উদ্ধার॥

॥ অথ গিত আরম্ভ ॥

নাগ নর দৈবপুরি যুমেরসিখর নঞি ছিলা ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব মহেশ্বর।
অনিল আনল আর নাহিক পাবন প্রলয়কালেতে মাত্র সেই নিরঞ্জন।
অনন্ত মহিমা রুপ গুনের ভাবন
উলুকবাহনে হয়্যা দেব যুগপতি চৌযুগ বৎসর জলে করিলা স্থিতি।
যুন্যাকার দেখে পুন দেব নৈরাকার শ্রীষ্টীর কারন চিন্তা কৈল মায়াধর।
জলের উপরে স্থিতি কৈলা যুগপতি হরিদেব বিরচয় মধুর ভারথি।
জবে নাহি ছিল মহি তার পূর্ব্বের কথা কহি ভূত ভবিশ্বত বর্ত্তমান
প্রলয় যুগন্তকালে প্রথি ৩খ]
[৫ক (৯১) অনাদ্দ্য বলেন যুন উল্লুক তপোধন অগ্রে জর্ম্মাইব আমি জত মুনিগন।
তবে পুন জর্ম্মাইব নরের ভক্ষন তবে সে কপিলা আমি করিব শ্রজন।
সর্ত্যবাদি কপিলা সর্ত্য কথা যুনি অনাদ্দ্য সদনে পুন জর্ম্মিলা তখনি।
রায়পদসরসিজে ভরসা কেবল দ্বিজ হরিদেব ভনে রাএর মঙ্গল॥
সর্ত্যবাদি কপিলার হইল জনম দস দিগ ইন্দ্র বহ্নি কুবের বরুন।
তবে পুন দিগপাল করিল শ্রজন ইন্দ্র বহ্নি পিত্রিপতি নৈরিত বরুন।
তবে পুন কৈল শ্রষ্টি মরন জিবন জম জর্ম্ম হইল সভের মরন কারন।
তবে পুন কৈল জর্ম্ম জমলোকপাল পাপিষ্ট নরের তরে দিবে তুমি সাল।
বিশেষে কহিলাম তোমায় নরের কারন তোমারে কহিয়া জাই শ্বর্গভুবন।

সর্ত্যবাদি কপিলারে ডাকিলা তখন প্রিথিবিতে কর গিয়া নরের পালন।
কপিলা বলেন য়ুন অনাত্ত গোসাঞি আমা প্রিতি নরলোকের প্রিওজন নাঞি।
যদি শ্রষ্টি কর পুন বলি হে তোমারে নরলোকের ভর্ক্ষ্য দির্ব্য করহে সর্ত্তরে।
হরিদেব বলে জন্ম হইল নরলোকে চিরকাল প্রিথিবিতে থাকহ কৌতুকে॥
একে একে জন্ম কৈল জত দেবগন পুলকিত হয়্যা ব্রহ্মা করে নিবেদন।
নরলোকের চরাচর বুঝ শর্ব্বজন প্রিথিবিতে নরলোকের লহগ্যা পুজন।
তোমার কহিলা৫ক]ম ব্রহ্মা পুরাণের সার প্রিথিবিতে অগ্নি তুমি করহ প্রচার।
বিষ্ণুরে কহিল য়ুন বলি নারায়ন একে একে ত্রিলোচনে করে নিবেদন।
তোমারে ডাকিলাম আমি শ্রষ্টির কারন প্রিথিবিতে কর গিয়া নরের পালন।
তোমারে দিইলাম ভার শ্রীষ্টির কারন য়ুতভাবে করো গিয়া প্রজার পালন।
নরের জনম করি দিলা অঙ্গিকার ব্রহ্মারে কহিয়া দিল পুজার প্রচার।
হরিদেব বলে রায় ভরসা কেবল অনুগত কর রক্ষা সেবকবৎসল॥
অনন্ত অচ্যুত রায় বাযুদেব ঘনোস্যাম দৈবকিনন্দন মধুরিপু
শ্রীমধুযুদন হরি কংসের নিধনকারি বলিরে ছলিতে শর্ব্ব বপু।
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ মুর অরি অধোক্ষজ পদ্মনাভ বৈকণ্ঠে ইশ্বর
নারায়ন মথুরেষ কৃষ্ণ বিষ্ণু ঋসিকেষ জাদব মাধব দামুদর।
সম্ভুরিষ পযুপতি সিব য়ুলি বৃসে স্থিতি সদাসিব সংঙ্কর ভূতেষ
মৃত্যুঞ্জয় কিত্তীবাষ কটাক্ষে অনঙ্গ নাষ নিলকণ্ঠ পিনাকি শর্ব্বেস।
ভবানি শর্ব্বানি গৌরি সিব দুর্গা শাকাম্বরি নারায়নি অনন্তা অপন্না
কাত্যায়নি কামেশ্বরি নগসুত সম্ভুঅরি মহিষমর্দ্দিনি মেঘবন্না।
হরিহর ভগবতি চরনে রহুক মতি এই মোর সতত কামনা
দ্বিজ হরিদেব ভনে কৃপা কর অখিঞ্চনে প্রনমিঞা করিনু রচনা॥
গোরার গুনে চন্দ্র কান্দে য়ুর্য্য কান্দে আর কান্দে বা তারা
পাতালে বাসকি কান্দে বা বলে গোরা গোরা॥ ৫খ]

২২৭ লক্ষ্মীচরিত্র

গুণরাজ খান

পুঁথিসংখ্যা ৮৭৭; পত্র ৪; অখণ্ডিত; আকার ১১" × ৪১/২"। লিপিকাল ১২৬৮ সাল।
[১খ ৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সহায়॥ লক্ষিচরিত্র পুস্তক আরম্ভ॥
প্রনমোহ নারায়ন লক্ষিকান্তপতি তদন্তরে প্রনমহো দেবি স্বরেস্বতি।

গনপতি প্রনমোহ গৌরির নন্দন হর গৌরি প্রনমহো জত দেবগন।
অষ্টলোকপাল বন্দ ধম্ম অবতার একে একে সভাকারে করি নমস্কার।
চন্দ সুজ্জ প্রনমহো দেবসভার মাঝে দেবগন সহিতে বন্দিব দেবরাজে।
ব্যাস আদি মুনি বন্দো জত কবিগন আত্ত দেবতা বন্দো পিতামাতার চরন।
স্বরস্বতির চরনে করিআ নমস্কার লক্ষির চরিত্র কিছু করিব প্রচার।
একদিন কমলা সনে বসি নারাঅন লক্ষিরে পুছিলা কিছু শ্রীমধুসুদন।
ইন্দ্রাদি দেবতা সব বৈসে সুরপুরি কন দোসে ছাড় তুমি কহ না সুন্দরি।
কন গুনে লক্ষি তুমি পুরুসে থাকহ কোন দোসে লক্ষি তুমি পুরুসে তেজহ।
ইহার সকল তর্ত্ত কহ মোর স্থানে তুমার চরিত্র আমি সুনিব শ্রবনে।
শুনিআ কৃষ্ণের কথা লক্ষিদেবি হাসে আমার চরিত্রি কিছু সুন রিসিকেসে।
প্রনাম করিয়া দেবি জোড়হাথ করি মোর নিবেদন কিছু সুনহ শ্রীহরি।
চিতা আ ১খ]ঙ্গার জেবা পাএতে পরসে গুরুর ছাআল সঙ্গে জেবা অজ্ঞান পুরুসে।
আপন হস্তে গাঁথি মালা পরএ আপনি তাহারে ছাড়িএ আমি সুন চক্রপানি।
আপনে চন্দন ঘসি পরে জেই জন তার পাস ছাড়ি আমি সুন নারায়ন।
সন্ধাকালে জেইজন করএ সয়ন তাহারে তেজিএ আমি সুন জনার্দ্দন।
অন্ন জল দেই দান বিরোধ জে করে তাহার সমান পাপি নাইক সংসারে।
বাসি পুস্প করে জেবা অঙ্গেতে ভুসন ভাগিনার সঙ্গে জেবা করএ ভোজন।
অকুমারিগনে জে গমন করে জেইজন তাহারে ছাড়িএ আমি সুন নারাঅন।
দক্ষিন পশ্চীমে জেবা করে মুখ পক্ষ্যালন দক্ষিন মুখে করে জেবা কেস বিচারন।
সর্ন্ধাকালে করে জেবা কেস সংস্কার পুন পুন তেজি আমি সেই ত নচ্ছার।
কুকুর পরস করএ জেইজন চণ্ডাল সমান সেই সুন নারাঅন।
আপনার অঙ্গ জেবা আপনে বাজাঅ সঞ্চিত লক্ষি তার নষ্টঅ হয়্যা জাঅ।
মেমেস নারি জেবা পর পুরুস পরসে তাহারে ছাড়িএ আমী ২ক] সুন রিসিকেসে।
বসন মলিন জার অশুচি বদন সেইজনে তেজি আমি সুন জনার্দ্দন।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা জেবা না দেই নারি তাহারে ছাড়িএ আমি সুনহ শ্রীহরি।
পুত্রকে জে জন স্নেহ তার সত গুন স্বামিরে করিব স্নেহ তার চতুর্গুন।
দেবতা অধিক ভক্তি সত গুন করি আরাধনা করে সদা প্রতিব্রতা নারি।
ইন্দ আমি পুজিলে জতেক ফল পায় তাহার অধিক ফল স্বামির সেবায়।
স্বামী বিনে স্ত্রীলোকের নাস্তিক দেবর্চ্চা জেবা নারি করে এই জার জেবা ইচ্ছা।
যুবতি স্বামির জেবা প্রিয়বাদিনি স্বামির শোভাগ্র সেই পরম রুপিনি।

জপ তপ ছাড়ি জেবা স্বামি সেবা করে আপনার গুনে নারি আপনা পাসরে।
[ন] গাভি গোভির জার দস্ত প্রনতি তাহার স্বরিরে সদা আমার বসতি।
গোধন পুজন জার নির্ত্য সংমস্কার সকল সম্পদ ভোগ হয় ত তাহার।
স্বক্ল বস্ত পরিধান জেহ নারি পরে স্বর্বক্ষন থাকি আমি তাহার স্বরিরে।
স্বামির শেবা জেই নারি করে নিতি নিতি স্বর্বক্ষন থাকি আমি তাহার বসতি।
স্বক্ল বস্ত পরিধান জেই গ্রিহবাসী ২খ] অনুক্ষন কৃষ্ণকথা তোথা আমি বসি।
অঁনিলয় ক্ষমায় পবিত্র অধমা কুকথা কুবুর্দ্ধি জেই তেজি সেইজনা।
খড়মিআ পদ জার বিল দুই কান অলিক্ষিনি নারি সেই সর্ব্বলোকে জান।
উচ্চ কপাল জার বিরল বদন পিঙ্গল বরন কেস পিঙ্গল লোচন।
অতি বড় হাস্য করে খায় বড় গ্রাসে তিল মাত্র আমি না থাকিএ তার পাশে।
পাএ পাএ চাপে জেবা মটা জার চুলি সেই স্ত্রী আলিক্ষি বড় পুন পুন বলি।
জানীবে গোসাঞি সে স্ত্রী আলিক্ষিনি স্বামিকে অভক্তি আর কর্কসবচনী।
কানের উপর জার দুই গটী গণ্ড আলিখ্যি নারি সেই বিভা হইলে রাণ্ড।
গণ্ডস্থল অবধি করিব দুই স্থন শরুপে কহিল সেই নারি অলক্ষন।
আর জত দোস গুন কহিতে না পারি কৃষ্ণ বলেন আর কিছু কহ না ষুন্দরি।
লক্ষি বলেন স্থন দেব গদাধর অল্পমাত্র বলি আমি না পারি বিস্তর।
কুঃকুর ছুএ জেবা চণ্ডাল পরসে রজস্বলা হইলে নারি জদি জায় পাসে।
নাপিতের ঘরে জেবা খেউর কম্ম করে আছুক অর্ন্যের কাজ্জ ইন্দর ধন হরে।
আর এক কথা ৩ক] কহি ষুন নারাঅন জে দিনে জে দর্ব খাইতে করি নিসেধন।
প্রতিপদে কুমুড়া খাইলে আউ হয় হিন দুতিআতে বিরি খাইলে রতি হয় খিন।
ত্রিতিআতে পটল খাইলে চক্ষু হয় স্থল চতুর্থিতে মুলা খাইলে ধনের নিম্মুল।
পঞ্চমিতে শ্রীফল খাইলে কলংক্কিনি হয় সষ্টিতে নিম্ব খাইলে বড় দুখ পায়।
সপ্তমিতে তাল খাইলে হয় মহাজোগ অষ্টমিতে নারিকল খাইলে হয় রোগ।
নমমিতে লাউ কোচু গোমাংস সমান দসমিতে আেল আলু লোকে য়সনমান।
একাদসিতে ঝিঙ্গা সাগ জেবা জন খায় সঞ্চিত লক্ষি তার নষ্ঠ হয়্যা জাঅ।
চতুর্দ্যসিতে মাংস খাইলে দেহে হয় রোগ পুন্নিমাতে মৎস্য খাইলে রোগের সঞ্জোগ
এসব নিসেধ দর্ব্ব খায় জেইজন তাহারে ছাড়িএ আমি ষুন নারাঅন।
আমার বচন জেবা করে ত হেলন তাহারে ছাড়িএ আমি ষুন নারাঅন॥
মনের হরিসে জে তোমার সেবা করে বিনি পুজাতে তুষ্ট হই ত তাহারে।
তোমার পুজাতে জেবা ভক্তি করে ৩খ] তারে অতি তুষ্ট আমি থাকি তার ঘরে।

চিরুনি দন্ত নহে জার বিরল নহে স্তন   তাহার গ্রিহেতে থাকি আমি সর্ব্বক্ষন।
হাতে পাএ হংস চক্র মুত্রিমান নারি   তার মোর সেই বড় স্নেহ শ্রীহরি।
নাভি গোভির জার পদ্মলোচন   চম্পক গাএর বর্ন্ন হংসগমন।
এসব গুন জেই নারি ধরে   স্বর্বক্ষন থাকি আমি তাহার স্বরিরে।
নির্ত্ত কৃষ্ণকথা কয় পবিত্র হইআ   তাহার সরিরে থাকি সুন মন দিয়া।
লক্ষির চরিত্রি জেবা লেখিআ রাখে ঘরে   তাহার ঘরে লক্ষি হয় অবতারে।
ব্রাহ্মন খেত্রিঅ বস্ব সুত্ত চারি জাতি   ভক্তিভাবে ভজিলে হয় স্বর্গেতে বসতি।
রাত্তিকালে স্নে জেবা উঠিআ প্রভাতে   জথন জেস্থানে শুনে আমার চরিত্রে।
হরির চরনেতে করি নমস্কার   লক্ষির চরিত্রি এই করিল প্রচার।
গুনরাজ খান প্রনমিঞা হরিহর   পাঁচালি প্রবন্ধে কহে সুন সর্ব্ব নর ॥
লক্ষিচরিত্র সমাপ্ত ॥

শ্রীসিনাথচন্দ গোস্বামী : সাঃ পাথরবেড়্যা : পঃ বগড়ি তরফ পশ্চীম ॥ ১৫ জস্টি সমবার তিথি সষ্টী ॥ সন ১২৬৮ সাল—

২২৮ লক্ষ্মীচরিত্র

তুলরাম খাঁ

পুঁথিসংখ্যা ৯৫৬ ; পত্র ৪ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৪২" × ৫" । লিপিকাল ১২১৩ সাল।

৭ শ্রীশ্রীদুর্গাঃ ॥

নম গনসায় নম ॥

অথ লক্ষিচরিত্র পুস্তক আরম্ভ ॥

লক্ষিচরিত্র কথা সুন সর্ব্বজন   আদ্য গুরু বন্দ মাতা পিতার চরন।
স্বরসতি নদি ক্রৃপা করিল একবার   তবে সে সঙ্খেপে গুন কহিব প্রচার।
জে ঘরে জে গুন সর্ব্বত্রে থাকেন   জেবা দোসে লক্ষি দেবি পুরুসে তেজেন।
তাহার বিধান কথা সুন সাবধান   লক্ষিচরিত্রকথা সুন সর্ব্বজন।
মেরু ছিষ্টী স্বকল সনে আছেন বসিয়া   লক্ষিরে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ কৌতুক করিয়া।
দস স্থানে লক্ষি দেবি বেড়ায় ভমিয়া   কোন দোসে [বেড়ায় লক্ষি] পুরুস তেজিয়া।
তাহার বিধান কিছু কহ মোর স্থানে   তোমার চরিত্র কথা সুনিব শ্রবনে।
[কৃষ্ণের বচন সুনি] লক্ষিদেবি হাসে   আমার চরিত্রকথা সুন রিসিকেসে।
চিন্তা যুক্তা সর্ব্বক্ষনে থাকিব হেতব   ...য়া কাটী চাটীব।
বাসি পুষ্প পরে জেবা উসায় নিদ্রা জায়   ভগ্ন আসনে বসি জেবা [অন্ন খায়]।

[প]র নারিরে বল সবে জেই জন সেই নরে তেজি আমি যুন নারায়ন।
মাতা সও মাতা হবে করে দুর [দুর] পুন পুন বলি আমি তেজি সেই ছার।
উছিষ্ট ছোঞিয়া জেবা করএ ভোজন স্নান করি তৈল [১খ মাখে তেজি [সেই জন]।
অন্ধকারে সয়ন করে এন ছিণ্ড নোখে তাহারে তেজিয়া আমি না জাই তথাকে।
আপনা[র শরীর্ জেবা] আপনি বাজায় সঞ্চিত ধন তার বিনাস হয়্যা জায়।
পামরিয়া জেই জন স্ত্রীর [কেস ধরে কুকর্ম্মা এলা]ইব বস্ত্র আদি জে[বা] করে।
এমন চরিত্র সব জেবা নরে করে তার ঘরে না জাই আ[মি যুন গদাধরে]।
য়ভক্ষ ভক্ষন করে অগম্য গমন বিবস্ত্র হইয়া জেবা করএ সয়ন।
এসব চরিত্র জারা [না করে পালন তা]হার ঘরে না জাই আমি যুন নারায়ন।
মলিন বসন জেবা পরে সর্ব্বক্ষন ভিজ্যা বস্ত্র [গাএ দিয়া] করএ ভোজন।
প্রদিপের তৈল মাখে আপনার গায় তাহাকে তেজিয়া আমি না জাই তথায়।
আপনি তুলিয়া পুষ্প গাথি জেবা পরে সন্ধ্যাকালে প্রদিপ না দেখি কার ঘরে।
আপনি চন্দ্রন ঘসি পরে জেই জন তাহারে তেজিয়া আমি যুন নারায়ন।
গুরুজনে বল করে গর্ব্বিজনা হরে তার ঘরে না জাই আমি যুন গদাধরে।
পুরুসের ধর্ম্ম এই হইল সাবধান নারির চরিত্র কথা যুন ভগবান।
নিজ স্বামি পরিচর্য্যা করে জেই জন পতিব্রথা নারি সেই যুন নারায়ণ।
পতিব্রথা নারির কথা যুন মন দিয়া সকল১খ] কহিব আমি সঙ্খেপ করিয়া।
দেবতায় ধিক শ্রম সতো গুন করি আরাধিব নিজ স্বামি পতিব্রথা নারি।
স্বামির বচন জেবা পালে সর্ব্বক্ষন তার ঘরে থাকী আমি যুন নারায়ণ।
নানাবিধি পুজিব সর্ব্বক্ষণ তথোধিক পুজীবেক স্বামির চরণ।
স্বামি বিনে স্ত্রীলোকের নাহিক দেবতা সরূপে তোমারে আমি কহি নিষ্টা কথা।
যুর্দ্ধমতে যুসি স্থাপিয়্যা জে ভাবিনি স্বামির সোভাগ্য সেই জগতে বাখানি।
নাভি গভির জার দন্ত সারি সারি তাহার স্বরিরে আমি নির্ত্ত কেলি করি।
স্বামির বচন জেবা পালে সর্ব্বক্ষণ সেই সে মুরত্তি নারি আমার লক্ষণ।
গোধন গেহেতে জেবা নির্ত্ত সেবা করে ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বর দিই তারে।
স্বামিরে ভকতিভাবে সেবে জেই [জন তাহার] স্বরিরে আমি থাকি অনেকক্ষণ।
ভক্তি করি স্বামিকে সেবএ জেই জন সেই নারি পতি[ব্রথা যুন নারায়]ন।
স্বামিকে ভকতিচিত্র থাকএ জাহার সেই ত সোভাগ্য নারি স্বরির আমার।
[স্বামির চরন জেবা] নির্ত্ত অভিলাসি যুন প্রভু নারায়ণ তার ঘরে বসি।
সর্ব্বক্ষণ পতিধর্ম্ম২ক] [পতি তার জীবন পতি সত্য] উদ্ধারিয়া রাখএ আপন।

খড়মিঞা পদ জার বিরল অঙ্গুলি   অলর্ক্ষণ সেই নারি আমি [তারে বলি।
উচ্চ কপা]ল জার বিরল দশন   পিঙ্গিলিয়া কেস জার ডাগর লোচন।
ডাগর বদন জার খামন বড় গ্রাসে   [অলক্ষন] না থাকী সেই নারির পাসে।
নাকের নিস্বাষ বড় করে অনর্ক্ষন   সেই নারি অলর্ক্ষনি যুন নারায়ন।
বিরল দসন জার বড় বড় স্থন   তাহার স্বরিরে আমি না থাকী কখন।
পায়ে পায়ে ঘসে জেই বুর্ক্ষতে হেন জানি   সেই নারি হয় গোসাঞি বড় অলর্ক্ষনি।
স্বামির বচন জার না লহিল মনে   অলক্ষন অল্পআই যুন নারায়ণে।
তোমারে কহিব গোসাই সরূপ বচন   স্বামির সেবা না করিলে স্ত্রীর অলর্ক্ষণ।
কর্ন্নের বাহিরে জার দুই গোটা গণ্ড   সেই নারি অলর্ক্ষন বিভা হইলে রাণ্ড।
জেই নারি পাপ পথে বেড়ায় সতন্তরে   স্বামিকে তেজিয়া নষ্টচিত্র হয় জারে।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে ভূসিত করিয়া   পাপপথে নষ্টচিত্র বেড়ায় ধাইয়া। ২খ]
[স্বা]মি নিন্দয় জেবা পরে ভাল বলে   তার ঘরে আমি না জাই কোনকালে।
স্বামির বাক্য নাই পালে সেই অধগামী   সেই [না]রির কাছে গোসাই নাই জাই আমি।
স্বামিনিন্দা করি জেবা আর গালি পাড়ে   সেই পাপে লর্ক্ষি দেবি তার ঘর ছাড়ে।
স্বামিকে গালি পাড়ে আর গুরুজন দোসে   তার ঘরে না জাই আমি যুন ঋসিকেসে।
আর জত দোস গুন কহিতে না পারি   শ্রীকৃষ্ণ বলেন আর কিছু কহ যুন্দরি।
লর্ক্ষি বলেন আর কিছু যুন গদাধর   অল্পমাত্র কহি আর না কর বিস্তর।
আকাসের তার জদি করএ গনন   তবে সে কহিতে পারি এহার কারন।
কুকুর ছুয়ঙা জেবা চণ্ডাল পরসে   যুর পান কর‍্যা জায় বজ্জ স্নোনা পাসে।
নাপীতের বাটীতে গিয়া খেউরি জেই হয়   আছুক অন্নের কাজ ইন্দ্রে বল নাই রয়।
আর এক কথা কহি যুন নারায়ন   জেদিনে জে দ্রর্ব্ব খাইতে হয় নিসেধন।
প্রতিপদে কুমুড়া না করিবে ভর্ক্ষন   দ্বিতিয়াতে বি[রি] খাইতে নিসাধন।
ত্রিতিয়াতে পলল খাইলে চর্ক্ষে হয় যুল   চতুথিতে মুলা খাইলে ধন হয় নিমুল।
প[ঞ্চমিতে কল ফ]ল খাইলে কলঙ্কিনি হয়   সষ্টীতে নিম খাইলে পযুযুনি পায়।
সপ্তমিতে তাল ৩ক] খাইলে জিবন সংস[য়   অষ্ট]মিতে নারিকেল খাইলে সর্ব্ব বুদ্ধি ক্ষায়।
নবমিতে লাউ খাইলে গোমাংস গ্রাস   দসমিতে কলমি খাইলে স[র্ব্বনাশ]।
একাদসিতে অন্ন খাইলে মহাপাপ হয়   দ্বয়াদসিতে পুতিকা খাইলে ব্রহ্মবধ হয়।
ত্রিয়দসিতে ব[ার্ত্তাকু] জেবা নরে খায়   সর্ব্ব সঞ্চিত ধন তার বিনাষ হয়্যা জায়।
চতুর্দসিতে মাংস খাইলে হয় বড় রোগ   অমাবস্যাতে মৎস্য মাংস গোমাংস ভোগ।
আমাবস্যার রাত্রে নর করএ ভোজন   তার ফল কহি আমী যুন নারায়ণ।

শ্রীকাল যুনিতে তার দস জন্ম জায় তারপর যুকরযুনি সাত জন্ম হয়।
পঞ্চ জন্ম হয় সেই কুকুর যুনি এসে পাপের কথা যুন চক্রপানি।
এই সব নিসাধি কথা না পালে জেই জন তাহাকে তেজিয়া আমি যুন নারায়ণ।
এসব বচন পালয়ে জেই নরে বিনি যুর্দ্ধে পুজায়ে আমি তুষ্ট হই তারে।
তোমারে জেজন ভজে হইয়া সন্তোস তারে তুষ্ট হই আমী না লই কোন দোস।
সযুর সাযুড়ি [সে]বা করএ বৃত গুরূভক্তি দেবভক্তি করে অভিরত।
এইসব ভক্তিমার্গে জেই জন করে নিরন্তর ৩খ] থাকী আমী তাহার স্বরিরে।
এইসব কথা আমী কহিনু তোমায় এইসব স্থানে আমী থাকী সর্ব্বদায়।
লক্ষি কহিলেন এই নারায়ণ স্থানে তুষ্ট হয়্যা রহিলেন আপন ভূবনে।
এইসব কথা হইল জে হয় ভক্তযুক্ত ধনধান্য সম্পদ হয় পুন্ন ধর্ম্মবত।
অধনার প্রচুর ধন দারিদ্রমোচন অপুত্রিকে পুত্রবর দেন নারায়ন।
লক্ষিচরিত্র জেজন লিখিয়া রাখয়ে ধনধান্য পুত্র পৌত্র সর্ব্বত্রে বাড়য়ে।
ধন পুত্র সম্পদ তারে দেন ভগবান তার ঘরে লক্ষি দেবি হৈল অধিষ্টান।
ব্রাহ্মন ক্ষেত্রি আর রূদ্র চারি জাতি ভক্তিতে যুনে জে তার সম্পদ নিতি।
সন্ধ্যাকালে পড়ে কিম্বা পড়এ প্রভাতে জখন তখন পড়ে লক্ষি তুষ্ট তাতে।
শ্রীকৃষ্ণচরণে করিয়া পরিহার লক্ষিচরিত্র কথা করিল প্রচার।
তুলরাম খা বলে দ্রড় ভক্তি করি লক্ষিচরিত্র সাঙ্গ হইল বল হরি হরি।

ইতি লক্ষিচরিত্র পুস্তক সমাপ্ত ॥ জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোকো দোস নাস্তি ভিমস্বাপী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ ইতি সন ১২১৩। তারিখ ২৮ আশ্বীন—

২২৯ লক্ষ্মীচরিত্র

তুলরাম খাঁ

পুঁথিসংখ্যা ৯৫৭ ; পত্র ৪ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫"। লিপিকাল আ. ১২৫ বৎসর আগের। ৯১৬ সংখ্যক কীটদষ্ট আদর্শ পুঁথি হইতে অনুলিখিত।

[১ক ৭ শ্রীশ্রীরাধাক্রেষ্ণ—
নম গনেসায় নম। অথ লক্ষিচরিত্র পুস্তক আরম্ভ ॥
লক্ষির চরিত্রকথা যুন সর্ব্বজন আদ্যগুরু বন্দ মাতাপিতার চরন।
স্বরস্বতি নদি ক্রৃপা করিল একবার তবে সে সঙ্খেপে গুন কহিব প্রচার।

... ...

চিন্তাযুক্ত৭ সর্ব্বক্ষনে থাকিব হেতব তোমার প্রসংসা জথা তথায় রহিব।

চিন্তামুনি হৃদে চিন্তা জেই নরে করে ১ক] তাহার গ্রেহেতে থাকি যুন গদাধরে।
কুলক্ষন জেই নর মাকাটি চটীব তাহার গ্রেহেতে প্রভু আমি নাঞি জাব।

... ...

[২খ জেই নারি পুরুসেরে মহংকার করে তার ঘরে নাঞি জাই যুন গদাধরে।

... ...

[২খ পতি সক্তি পতি মুক্তি পতি তার গুরু [৩ক আমার সমান সেই যুন কল্পতরু।

... ...

[৩ক পত্মিনি নারির কথা যুন নারায়ন রাজহংস হস্তিগনে আমার সমান।
চিত্রানি চিত্রেতে মন দেয় অনক্ষ[ন] হস্তিনি পুরুসে সাথে যুন নারায়ন।
রংক্ষিনি সংক্ষিনি নারি জার ঘরে জাই তাহার গ্রেহেতে আমি কথন না রই।
গস্তানি নারির দেহ আমি হই ছাড়া পুরুস তেজিয়া সেই বুলে পাড়া পাড়া।
[৩খ দন্ত বাত্ত জার [৪ক বাড়ি যুনি গদাধর দুয়ার হইতে ছাড়ি তেজি তার ঘর।
উসায় ছড়া জার বাড়ি সন্ধ্যায় দিপ জ্বালে সদাই বিরাজ আমি করি সেই স্থলে।

২৩০ লক্ষ্মীমঙ্গল

দ্বিজ নরোত্তম

পুঁথিসংখ্যা ৯৩৩; পত্র ১০; অখণ্ডিত; আকার ১৪"×৫"। লিপিকাল ১২২১ সাল।

৭ঁ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥
লক্ষ্মিনারায়ন নম ॥
সুদামা ব্রহ্মন নামে কৃষ্ণ তার সখা সখা সনে বড় ভাব করিয়া আইল দেখা।
গোলকসিখরে কৃষ্ণ দিল দরসন লক্ষ্মি আগ্যা বসিতে দিল রত্ন সিংহাসন।
বসিলেন নারায়ন রত্ন সিংহাসনে যুবর্ন্নের ঝারিতে লক্ষ্মি পাখালে চরনে।
বসিলেন জগদিস রত্ন সিংহাসনে হেনকালে স্বরস্বতি দিল দরসন।
গলে বস্ত্র দিয়া কৈল ভুমিষ্টী প্রনতি হটাতি করা্যা ডানি দিগে বসিল স্বরেস্বতি।
লক্ষ্মি বলে সরেস্বতি মন কর দড় তুমি কেমনে ডাইনে বস্যা আমি বটি বড়।
স্বরেস্বতি বলে রামা আমার কথা যুন প্রথিবির মধ্যে রামা বিদ্যা বড় ধন।
জেই বিদ্যা সেই ধন ভাবিয়া দেখ মনে বিদ্যা রত্ন বড় ধন ই তিন ভুবনে।
হাসিয়া বলেন লক্ষ্মি রত্নকরের ঝি হাবা লোকের বিদ্য নাই তার হবে কি।
তোমার পাণ্ডিত্ত জত বিদ্য পরম রঙ্গি পণ্ডিতের ঘরে অন্ন নাঞি সোঃ বেচুক সুখে খুঙ্গি।
পুরুষের ধন থাকিলে মেগ্যার নাম লখ্যা জতেক কুটম্ব আইসে ধন কড়ি দেখা।

অচোলা মকলা লক্ষ্মি করে দেন ধন   কাঙ্গালের নাঃ করে কোন জন।
দ্বিজ নরর্ত্তম কহে কপালের লেখা   ভাগ্যাসে মাএর সঙ্গে থাঁটরায় দেখা॥
দুহ জনার কন্দুল স্থনি বলে জহ্নুমুনি   এ কন্দুলে আর ১ক] ঘরে না থাকীব আমি।
কেবা ছোট কেবা বড় করিব অপনাম   কন্দুলেতে কাজ নাই দুই জন সমান।
সরস্বতি বলে প্রভু বড় বউ বল্য তুমি   পঞ্চাষ বেঞ্জন অন্ন রান্ধ্যা দিব আমি।
লক্ষ্মি বলে সরেস্বতি মন কর দড়   গোবিন্দে খায়াইয়া হও ত্রিজগতে বড়।
লক্ষ্মি বলেন অন্নাপুন্না গোলক তুমি ছাড়   দেখি কেম[ন] কর‍্যা সরস্বতি হল বড়।
আজ্ঞামাত্র অন্নাপুন্না গোলক ছাড়া গেল   গোলকসিখরে সব অন্ন ছাড় হইল।
লক্ষ্মি বলেন অন্নপুর্ন্না গোলক তুমি ছাড়া   চাড়ি দণ্ডের মত তুমি মরতে গিয়া বাড়।
সরস্বতি নারায়নি তৈল দিল গায়   দাসি সঙ্গে গোরব করি শ্রান করিতে জায়।
স্নান করিয়া পরেন মেঘডম্বুরের বসন   জয় গোবিন্দ ভাব্যা রান্ধে পঞ্চাশ বেঞ্জন।
দ্বিজ নরত্তম গান কপালের লেখা   কাত্তিক মাসে পন্নমায় ঘাঁটরায় দেখা॥
একমনে চিন্ত নর লক্ষ্মির চরন   অস্বজ্য সম্পদ হবে পুত্র আর ধন।
পঞ্চাস বেঞ্জন রামা করেন রন্ধন   গাগরির ভিতর চালু ছিল লক্ষ্মির ভক্ষন।
সেই ষবে ছিল লক্ষ্মি বলেন নারায়নে   রন্ধন হইল নাঞি ষুন প্রানধন।
হাসিতে লাগিল রামা রত্নাকরের ঝি   [২ক কৃষ্ণ বলে খুধায় আকুল হবে কি।
লক্ষ্মি বলেন সরস্বতি গৌরব তুমি ছাড়   ব্রহ্মার জননি আমি ত্রিজগতে বড়।
তণ্ডুল খাইয়া তোমার গায় হইয়াছিল বল   ঔসধ করিয়া স্বামি কর‍্যাছ পাগল।
নারায়ন বলেন আর রহিতে নারি ঘরে   কন্দলেতে গেল প্রান জালা হইল মোরে।
লক্ষ্মি বলেন অন্নপুর্ন্না খির মণ্ডা আন   খাওয়াইয়া গোবিন্দের রাখহ পরান।
আজ্ঞামাত্র অন্নপুন্না ভক্ষদিব্য আনে   হস্ত পাত্যা নিল লক্ষ্মে আনন্দিত মনে।
লহ বিষ্ণু উপহার ভক্ষআমি তরি   বদনেতে তুলি দিল আপনি শ্রীহরি।
খাইয়া শ্রীহরি বইসে রত্ন সিংহাসনে   সরস্বতি ডাহিন দিগে বসিল জতনে।
দ্বিজ নরত্তম বলেন লক্ষ্মি জার সখা   ভাগ্যাসে লক্ষ্মির সঙ্গে থাঁটরায় দেখা।
খাইয়া গোবিন্দ বৈসে রত্ন সিংহাসনে   হাসি হাসি সরস্বতি আইল সেইখানে।
লক্ষ্মি বলেন সরস্বতি বিকথান্ধা করে   কৃষ্ণ কাছে বষ হেস তুমি কৈলি অহংকার।
শ্রীহরি বলেন ষুন প্রয়ে আমার বচন   কি লাগিয়া কন্দুল করহ দুই জন।
কেবা ছোট কেবা বড় আমি নাঞি জানি   বিক্রমআদিতে পণ্ডিত বড় লোক মুখে ষুনি।
[২খ তিন জন চল জাই তাহার ছলে   ছোট বড় ছোটর কথা আজি স্থির ভিতরে।
সরস্বতি বলেন চল তাহার মন্দিরে   আমার সেবক সে বড় বলিবেক মোরে।

দ্বিজ নরত্তম বলে কৃপা কৈলে জাকে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ছোট হইলে নাঞি লব ঘরে   জেই জন বড় হবে লইব তাহারে।
ছোট হইলে বিদায় আমি করিব তাহারে   এই কথা শ্রীপতি জে কহেন দুইাঁরে।
ভাল ভাল সরস্বতি বলেন আপনি   ঝলমল অলঙ্কার পরেন বাকবানি।
লক্ষ্মি বলেন আমারে নাহিক বিদ্যা ধন   কাঙ্গাল বেসে জাব আমি রাজ্যর ভুবন।
লক্ষ্মি মাতা পরিলেন সত ছিড়্যা কানি   তৈল বিহনে কেষে জটা কৈল নারায়নি।
অন্নের বিহনে লক্ষ্মি হইল চাম দড়ি   ছেড়া কানি পরিধান গায়ে উড়ে খড়ি।
মোরে ছোট বলেন জদি বিক্রমআদিত্য   নগরেতে ভিক্ষ্যা মেগ্যা রাজা খাবেন নিত্য।
পুরুসের আকড় হইল বিক্রমপানি   মধ্যখানে বাকবানি কুকিলবাহিনি।
পাছে পাছে জান লক্ষ্মি কাঙ্গালের বেসে   পথের পথুক লক্ষ্মিকে দেখ্যা হাষে।
উপনিত গঙ্গাধর রাজার মন্দিরে   গলে বস্ত্র দিয়া রাজা প্রণাম২খ] গোবিন্দেরে ॥
দ্বিজ নরত্তম গান লক্ষ্মি পদতলে   অন্তকালে দিয় স্তান চরণকমলে ॥
গোবিন্দে বসিতে দিল রত্ন সিংহাসন   হেম গাড়ুতে রাজা পাখালে চরন।
হেনকালে সরস্বতি আইল মহাঁমায়   সোল সর্ত্ত পড়ুা গীয়া প্রণাম কৈল পায়।
ডাহিন ভাগে বসিলেন রত্ন সিংহাসনে   পাষক পাখালে পদ আনন্দীত মনে।
অঞ্জলী করিয়া রাজা করে নিবেদন   হেনকালে আইল লক্ষ্মি পেচকবাহন।
কাঙ্গালে দেখিয়া আদর না করে কোন জন   বাম দিগে বসিলেন লক্ষ্মি ত্রেনেরন আসন।
কাঙ্গালিনী দেখিয়া রাজা তাহারে জিজ্ঞাসে   সভে বলে বাম দিগে উনি বটেন কে।
লক্ষ্মি বলেন এখন চিনিতে পারিবে নাঞি   পাঁচটি অঙ্গুলের কর্ম্ম হয় জার ঠাঞি।
দ্বিজ নরর্ত্তম গান ভাবিয়া ভবানি   খাটরায় দিলে দেখা হইয়া ব্রহ্মনি ॥
রাজা বলে কি লাগিয়া এমন হইলে তুমি   লক্ষ্মি বলেন বসন ভুসণ কোথা পাব আমি।
পট্ট বস্ত্র আনে রাজা লক্ষ্মির কারনে   বস্ত্র পরি বসিলেন রত্ন সিংহাসনে।৩ক]
চরণ পাখালি রাজা জল নিল মাথে   ঘটকর্প্পর কালিদাস আইল সভাতে।
হেনকালে নারায়ণ বলেন বচন   লক্ষ্মি সরস্বতি ইহার বড় কোন জন।
এতেক বচন হইল নারায়নের তুণ্ডে   আকাস ভাঙ্গিয়া জেন পড়ে রাজনের মুণ্ডে।
ডাহিনেতে বসিঞা আছেন সরস্বতি   রাজা বলেন কালিদাস অনেক সাস্ত্রের পুথি।
দ্বিজ নরত্তমে গান ভাবি নারায়নি   কৃপা করি লক্ষ্মি দেখা দিলেন আপনি ॥
সোল সর্ত্ত পড়ুাআদি বসিয়া সভায়   বররুচি পণ্ডিত আদি সভার মুখ চায়।
কালিদাস আনে পুথি বিরানর্ব্ব্যা বোজা   ছোট বড় সাস্ত্র দেখ বুলিচেন রাজা।
তিন মাস তের দিন দেখিল রাত্রি দিনে   কেবা বড় কেবা ছোট সাস্ত্রে নাঞি কোনখানে।

কারে ছোট কারে বড় বলি করিব অপমান   কালিদাস বলে তবে দুইজন সমান।
সরস্বতি বলেন তুমি বৃথা পড়্যাছিলে   অল্পবুদ্ধি কালিদাস হইয়া কেন না মৈলে।
বৃথা কলিদাস তোর নবনত্ন সভা   সাঁপ দিল সরস্বতি কালিদাস হও হাবা।
লক্ষ্মি বলে কালিদাস হাবা হইয়্যা রইয়   ঘরে বস্য কালিদাস খির চিনি খাইয়।
লক্ষ্মি সখা কালিদাস কীসের দুর্গতি   খাওয়াইবা খির চিনি চাঁপাইব হাথি।
আজি হইতে তোমার বাড়ি রব গিয়া আমি   ভয় নাঞি কালিদাস সখা নারায়নি।
ব্রহ্মাঁর জননি বলেন তোমার বাড়ি রব   খুধা হইলে তোমার নাগ্যা মাথায় করি বব।
সরস্বতি বলেন রাজা পুথি আন তুমি   সাস্ত্র জানে না৩খ]ঞি কালিদাস তাহা জানি আমি।
সরস্বতি বাক্য সুনি বিক্রমআদিত্য   রঘুবর্ত্তম পুথি পাট কর্য্যা থাকে নিত্য।
সেই পুথি লই বোঝা আনিল রাজন   দেখিয়া পিঙ্গ[ল] সাস্ত্র আনন্দিত মন।
তিন মাস তের দিন দেখিল রাজন।   ছোট বড় কেহ নহে দোহেতে সমান।
হেনকালে রাজার প্রনছাব পিড়্যা হইল   ঝারি হাথে নরপতি প্রশ্চাবেতে গেল।
রাজা গেল সরস্বতি মনেতে আনন্দ   সভাকার চক্ষেতে সরস্বতি দিলেন ধন্দ।
পুথির কোনে লিখিলেন সরস্বতি বড়   আসনে বসীলেন মাথা মন করি দড়।
প্রশ্চাব করিয়া হেনকালে আইল রাজন   পুথি পাতিয়া আরবার রাজা দেখে একমনে।
পুথির পানে চাহিয়া দেখেন পুথির কোনে   আমার যক্ষর নয় রাজা ভাবে মনে।
বাপের সনে গুয়া খাইয়া লিখ্যা গেল কোলে   আপন যক্ষর নয় রাজা আপনি চিনিলে।
বিক্রমআদিত্য কহে যুন করি দড়   পুথির কোনে লেখ্যা য়াছে সরস্বতি বড়।
সুন্য আনন্দিত হইল দেবি বাকবানী   নারায়ন বলে লক্ষ্মি বিদায় হও তুমি।
দ্বিজ নরর্ত্তমে গান লক্ষ্মিদেবির বর   আসর ষহিত রক্ষা কর গদাধর॥
প্রতিজ্ঞ্যা কর্য্যাছি আমি সুন দুইজনে   বড় হইবেক জে তারে লইব ভবনে।
এই বাক্য তিন জন সত্যবাক্য করি   লক্ষ্মি তুমি বিদায় হও বলেন শ্রীহরি।
সরস্বতির মনে বড় আনন্দ বাড়িল   বিক্রমআদিত্য রাজায় বিধি বাম হইল।
লক্ষ্মি বলেন রাজা তুমি ভিখারি হইলে   মড়ার কানি পর্য্য রাজা চিড়া পিণ্ড খাইয়।
রাজায় সাঁপ দিয়া বিদায় নারায়নি   দ্বিজ নরত্তম গান রক্ষ্য মাঃ ভবানি॥
বিদায় লক্ষ্মিরে দিল প্রভু নারায়নি   সত্যের কারনে জেন রাম গেল বনে।
সেইমত বিদায় হইল ব্রহ্মার জননী   লক্ষ্মি মাতা চলিয়াছেন পর্য্য ছিড়া কানি।
কান্দিতে কান্দিতে মাতা হইল বিদায়   কোন যপরাধে প্রভু ছাড়িলে আমায়।৪ক]
রাজসভা হইতে লক্ষ্মি বিদায় হইল   বিক্রমযাদিত্য লক্ষ্মি তবে সাঁপ দিল।
সাঁপ দিল লক্ষ্মি মাথা বিক্রমআদিত্যে   নগরে নগরে ভিক্ষ্যা মাগে খাবে নিত্যে।

ভবানি বাক্ক আর না জায় খণ্ডন রার্ঘ্যপাট পাত্রে তবে করে সোমার্প্পন।
হইল ভিকারির বেস রাজদণ্ড ছাড়ি রাজার পাএ ধরি রানি অতি দড়বড়ি।
জাত্রাকালে ক্যান্দে বলে যুন প্রাণধোন তোমার সঙ্গেতে আমি করিব গমন।
ভিক্ষ্যা সিক্ষ্যা করে দিবে রন্ধন করিব তেষ্ণায় জোগাব পানি সয়নে সেবিব।
এই বাক্ক যুনি রাএ ছাড়িল নিস্বাস লক্ষ্মি জার গ্রেহে নাঞি তার মৃত আষ।
না জাএয় সংঙ্গেতে তুমি থাকহ গ্রেহেতে রানি বলেন কোন যুখ তোমা বিহনেতে।
রাজার বিহনে রাজ্যে সব অকারন স্বামির বিহনে নারির ব্রথায় জিবন।
কৈলাষ সিখরে সোভা করে ত্রিপুরারি দক্ষিন য়ঙ্গেতে হরি বাম অঙ্গে গৌরি।
চন্দ্র বিহনে নিসি দেখ জায় অকারণ কমল বিহনে ভ্রোম মধুর উদন।
দেখ সত্যের কারনে রাম হইলেন বোনচারি তাহার সঙ্গেতে গেল সিত্যা ত যুন্দরি।
পাইল য়নেক দুঃখ রাবন প্রহারে যুর্দ্ধ করি রাম তবু উর্দ্ধারি সিত্যারে।
দেখ পাণ্ডুগনের সোনে বাদ করে দ্রযুধোন সভামর্দ্ধে দ্রপদির হরএ বসন।
অর্জ্জুন সারথি লজ্জা নিবার[ন] করে পঞ্চ স্বামি সেবা কর‍্য তরে সর্ব্বতরে।
পাসা হারি ধর্ম্মপুত্র বোনচারি হএ দ্রপদি সঙ্গেহতি তারা বিরাট গ্রেহে রএ।
হরিচন্দ্রে সাঁপ দিল যুগের যুগপতি আটকুড়া হআ বোনে ৪খ] গেল নরপতি।
তাহার সঙ্গেতে দেখ গেলেন মদনা জোগ জগি বেস তবে ধরি দুই জোনা।
দুই জোনে গেল বোন ভাবিএ নারায়ন তবে কেন তুমি মোরে ছাড় প্রানধোন।
দেখ সর্গের দুয়ারে ছিল শ্রবৎসরা রাজা একান্ত ভাবেতে সেহ করিত সিবপূজা।
এই ছোট বড় বিচারিএ সনি পিড়া হইল দুইজোনে বোনবাষ ভ্রমন করিল।
তেমনি তোমার সঙ্গে গোড়াইব আমি তব দাসি না ছাড়িহ যুন নৃপমনি।
নাহি চাহে কার পানে না সোনে কার কথা নরর্ত্তম ভনে বাম হইল বিধ্যাতা॥
বৈরাগির বেসে রাজা মহল ছাড়িল ভিক্ষ্যা মেগে খেতে রায় একেল চলিল।
নগরে নগরে বোলে জয় রাধে বলিয়া গ্রেহেস্তে কহেন দেখ আগু বাড়াইয়্যা।
ছেলেতে মারেন ডেলা কুকুর হেলান বৃদ্ধলোকে বলে এই ছিল ভার্গমান।
সারাদিন মাগে ভিক্ষ্যা তিন মুটি পান সন্ধেকাল হইলে রাজা বির্ক্ষতলে জান।
উদর নাহিক পুরে ফেরেন নগরে বোনে বোনে বোনফল খান নৃপবরে।
সষানে সষানে জাএ চিত্যাকানি পরে লক্ষ্মির য়সেষ মায়া কে বুঝিতে পারে।
বোনচারি হয়া রায় বেড়ান তখন লক্ষ্মিমাতা লএ কিছু যুন বিবরন।
নারায়ণ বলে লক্ষ্মি বিদায় হয় তুমি ছোট হইলে ঘরে নাঞি লব আমি।
বিদয় লক্ষ্মিরে দিল দেব ভগবান সত্যের কারনে জেন রাম বোনে জান।

সেই মোত বিদ[য়] হইল ব্রহ্মার জননি মোহামায়া পথে জান পর্য্য ছিড়্যা কানি।
কান্দিতে কান্দিতে মায়া হইল বিদায় কোন অপরাধে প্রভু ছাড়িলে আমায়।
ভার নাঞি নিলে ঘরে তুমি দেব চক্রপনি দ্বদস বৎসর অর্ন্ন নাঞি পাবে আপনি।
সক[ল] ব্রহ্ম দেবলোক জেন অর্ন্ন বিনে মরে নিশ্বাষ ছাড়িয়া দেবি জান ধিরে ধিরে।
[৪খ লক্ষ্মি বলেন নগরেতে কি করিতে জাব ধনঞ্জয় চণ্ডাল আছে তার বাড়ি রব।
তারে কৃপা করিবারে চলিলা নারায়নী কাঁঙ্গালের বেসে জান পর্য্য ছিড়্যা কানি।
সির্খডাই পর্ব্বতে ঘর ধনঞ্জয় চণ্ডাল তার বাড়ি জান লক্ষ্মি বাড়াইতে ঠাকুরাল।
কানি পর্য্য কাঙ্গাল বেসে জান পথে পথে একাকিনী জান লক্ষ্মি কেহ নাঞি পথে।
সিখডাই পর্ব্বতে গেল বেলা অবসেষে ধনঞ্জয়ের ঘরে লক্ষ্মি লোকেরে জিজ্ঞাসে।
ভাগিামন্ত রাজা তারা বলে কটু বানি আপন গৌরবে বলে মোরা নাঞি জানি।
এক বুড়ি ছিল সেই সিখডাই নগরে অই তার কুড়্য দেখ সে সাক সিদ্ধ করে।
ধিরে ধিরে উপনিত চর্ণ্ডালের ঘরে ভার্গিমন্ত নাম তোমার কিছু খাওয়ায় মোরে।
এক বাক্য নারায়নী কহিল চর্ণ্ডালে চর্ণ্ডাল বলেন হরি এত হবেক কপালে।
চণ্ডালিনী বলে মাগি বিদায় হও তুমি তোমার লাগিয়া অর্ন্ন কোথা চাবা আমি।
বেলা আছে অনেক থাকগে নগরে লক্ষ্মি বলেন মাতা রব তোমার কুড়্য ঘরে।
ভাগিমন্ত লোক রাজা স্থান দিবে নাঞি আমি কাঙ্গালের বাড়ি রব বলেন মহামাই।
চর্ণ্ডালিনি বলে সুন চর্ণ্ডালীনি তুমি অতিতে খাওয়াইব নাঞি খাব আমি।
কোন জাত্যর মায়্য তুমি কহ দেখি সুনি চর্ণ্ডালের বাড়ি রবে কাহার রমনি।
লক্ষ্মি বলেন ভাগ্যিমন্ত পরিচয় দিয় রত্নাকর রাজার নাম তাঁর আমি ঝি।
স্বামির নাম দিনবন্ধু পুত্রে বেদমুখ তোমার দুখে আমার দুর্খ আজি মোরে রাখ।
বেলা অবসেষ হইল আজি নাঞি জাব তোমার সিজানা সাক তাই আমি খাব।
তৃনের বিছানা পাতি বসিলান ভবানি সাতটী ছাম্বালেরে দুঃর্খে কান্দেন নারায়নি।
জোলের দড়ি কাঁকাঁলে চণ্ডাল সাক সির্দ্ধ করে মা লক্ষ্মি বল্য চণ্ডা [খ]ল কান্দে উশ্চস্বরে।
লক্ষ্মি বস্য তার কাছে চণ্ডাল না জানে সাক মাগে মহামায় ভর্ক্তের কারনে।
মনে মনে লক্ষ্মিমাতা যুক্তি করেন শার ইহার শমান কাঙ্গাল কেহ নাঞি আর।
ভগ্ন কানি পরা দেখি বলেন পার্ব্বতি মনে মনে বলেন লক্ষ্মি কালি চড়াইব হাতি।
শাক সির্দ্ধ সারা হইল চণ্ডাল ভাবে মনে কিসে করি সাক দিব অতিতের স্থানে।
অতিতে খাওয়াতে হইল চণ্ডালের তরা জাউক বলে হাড়ির মুখের কড়া দুইয়ের সরা।
অতিতে খাওয়াই আগে গিরস্ত জদি খায় গয়ার সাগরের ধন ঘরে বস্য পায়।
এত ভাবি চর্ণ্ডাল হইল হরীস কোন জাত্যর মায়্য তুমি কুড়্যায় আস্য বৈস।

ধিরি ধিরি কালি চারি কুড়্যাতে বসিল   ভাঙ্গা কুড়্যাতে দেখে মাতা কান্দিতে লাগিল।
অতিতে না দিলাম অন্ন এই ছিল কপালে   সরা করি সাক দিল নারায়নির কোলে।
তারা বারা য়াগড় একটী দুয়ারে আচ্ছাদিল   লর্জ্জা পান পাছে চর্ণ্ডাল মনেতে ভাবিল।
কুড়্যার ভিতরে এক ভাঙ্গা গাগরি ছিল   মানিক রত্ন ধন করি তাহাতে রাখিল।
চর্ণ্ডাল বলেন মা গ আর কিছু দিব   তোমার উদর পুর্ন্ন হইলে যুখে ‌কাল জাব।
পরিপুর্ন্ন হইল মোর বলেন মহাঁমাই   চর্ণ্ডাল বলেন তবে আমি কিছু খাই।
তারা হিরা কালিদাস আর গদাই সু   চর্ণ্ডাল খাওয়াইল আগে সত জন সিসু।
চর্ণ্ডাল খাওয়াইয়া সক হস্ত পাখাইল   লতা পাতা পাড়ি চণ্ডাল মাজদুরে সুইল।
চর্ণ্ডালের দুর্খ দেখি ভাবেন নারায়নী   দ্বিজ নরর্ত্তম গান দুখের কাহিনী॥
বারেক করুনা কর সুন দয়ামই   তোমা বিনে কলিযুগে আর কার নই।
চণ্ডালেরা অষ্ট জন সয়ন করিল   মায়ানিদ্রা নারায়নী চর্ণ্ডালকে দিল।
দারুন নিদ্রায় অজ্ঞান হইল ধনঞ্জয়   টেনা কানি পাতি লক্ষ্মি কুড়্যা ঘরে রয়। ৫ক]
চর্ণ্ডালের এত দুর্খ করিয়াছেন রাধানাথ   মহাঁমায়া লক্ষ্মি তার......।
টেনা পরিধান দেখি কান্দেন পার্ব্বতি   লক্ষ্মি বলেন আজি রতো কালি চড়াব হাতি।
অর্ন্ন বিনে চামদড়ি এই ছিল লুল্লাটে   আজি ভুমে সুয়্য থাক কালি সুয়াইব খাটে।
চর্ণ্ডালেরা সাক খাইয়া ভূমে সুইআ দুঃখে   অমৃত মণ্ডা মহাঁমায়া দেন মুখে।
নিদ্রায় আকুল চণ্ডাল সাক পাতা খাইয়া   ব্রহ্মা কান্দে মা বলিয়া দেখিতে না পাইয়া।
কান্দে ব্রহ্মা কোথা গেলে ছাড়ি জননি   তোমার বিহনে মা না বাঁচিব আমি।
মা মা বলিয়া ব্রহ্মা ডাকে ঘনে ঘন   কোথায় জননি আমি পাব দরসন।
মা মা বলিয়া কান্দে কে উশ্চস্বরে   লক্ষ্মি বলেন আমী চর্ণ্ডালের ঘরে।
এত বাক্য কহিলেন ব্রহ্মার জননী   আজি চর্ণ্ডালের ঘরে বস্ত আছি আমি।
হংসেতে চাপিয়া ব্রহ্মা করিল গমন   সিকডাই পর্ব্বতে গিয়া দিল দরসন।
মাকে প্রনিপাত করি বলেন বচন   ত্রিজগত থাকিতে চর্ণ্ডালের বাড়ি কেন।
লক্ষ্মি বলেন আমি ধারি চর্ণ্ডালের ধার   তুমি পুত্র আমার সত্য পালহ একবার।
তুমি পুত্র আছ মাত্র আমার আর কেহ নাই   প্রাননাথ ত্যাগী কৈস জাব কার ঠাঞি।
বিক্রমআদিত্য রাজা ছোট কৈল মোরে   সরস্বতিকে বড় কৈল মনে অহঙ্কারে।
তুমি গিয়া ঘর বাড়ি জ্বালাহ তাহারে   তবে ত্রড়েপৃত মনে হইবেক আমার।
মড়ার কানি পরে জেন বিক্রমআদিত্য   ভিক্ষ্যা মাগিয়া উদর পুরে নিত্য নিত্য।
তুমি পুত্র স্বাহা [খ]য় হইবে চতুর্ম্মুখ   বিক্রমআদিত্য রাজা তারে দেহ দুঃর্খ।
ব্রহ্মা বলে সুন মা আমার বচন   আজ্ঞা হইলে রাজার সব পোড়াব নিকেতন।

লক্ষ্মী তারে আজ্ঞা দিল পোড়াইতে ঘর বাড়ি   রাজার নগর ব্রহ্মা চলে দড়বড়ি।
সাথে করি হুতাসন পবননন্দন   বিক্রমআদিত্যের বাড়ি দিল দরসন।
নিসাভাগ রাত্রি জখন গগনমণ্ডলে   হেনকালে ব্রহ্মা আসি জ্বালাইল আনলে।
হন হন ডাকে অগ্নি পোড়ে বাড়ি ঘর   লক্ষ্মি বলেন হনুমান জাহ তরাপর।
হনুমান আজ্ঞামাত্র চলিল সত্তরীত   বিক্রমআদিত্যর বাড়ি হইল উপনিত।
হাথি ঘোড়া উট আদি লইয়া হনুমান   উপনিত হইল গীয়া লক্ষ্মি বিগ্যমান।
বিশ্বকর্ম্ম রাখ ধর্ম্ম তুমি হ[নু]মন   কোঠাই সাল পুরি করহ গঠন।
আজ্ঞা পাইয়া বিসাই অপুর্ব্ব পুরি গড়ে   লক্ষ্মি বলেন ধনঞ্জয় হাথিতে জেন চড়ে।
হাথিসাল ঘোড়াসাল দরজা বাহিরে   পাথর আনে হনুমান পর্ব্বত উপরে।
ঘর বাড়ি হইল জেমন লঙ্কাপুরি   হাথি ঘোড়া উঠ বান্ধিল সারি সারি।
ধন ধান্য জত কিছু বির হনু আনে   ধনঞ্জয় পালঙ্গেতে সুয়াইল জতনে।
সুবর্ন্ন পাগড়ি মাথে বাধে নারায়নী   কোলে করি আহা মরি উঠ পুত্র তুমি।
জত ডাকেন চণ্ডালেকে ঘুমে অচে[ত]ন   চণ্ডালিনীকে পারান লক্ষ্মি পাটের বসন।
জোগনিদ্রা দিয়াছেন নাঞি উঠেন তারা   রাজনের ঘর বাড়ি সব হইল সারা।
বররুচি আদি-পাত্র সকল পলায়   নগরের লোক জত করে হায়ে হায়ে।
দ্বিজ নরর্ত্তম গান সুন সর্ব্বজন   কদাচিত না ছাড়িবে লক্ষ্মির অভয় চরন॥
বিনদ মন্দিরে ছিল রাজা আর রানি   গায়ে ভাঙ্গ্য চাল পড়ে উঠে নৃপমুনি। ৬ক]
কপাট খসাইয়া বাহির হইল রাজা রানি   ...   ...
হেনকালে রাজা রানি পলাইয়া জায়   হনুমান আনি অগ্নি জ্বাল্য দিল গায়।
পুড়িল পাটের সাড়ি রাজার বসন   উলঙ্গ হইয়া রাজা করেন গমন।
রাজা বলে পুড়ে মরিলাও কি হইল রে বাপ   লক্ষ্মিমাতা আমারে দিলেন এত তাপ
কান্দিতে কান্দিতে রাজা বলে হায়ে হায়ে   দুই হস্ত দিয়া রাজা নেঙ্গ ঢাবকাএ।
পাগল হইল রাজা ধন পুত্র সোকে   কেন লক্ষ্মি বাম হইলে তবু রাজা ডাকে।
উর্ত্তর মুখেতে রাজা করিল গমন   প্রজা পাত্র কার সনে নাঞি দরসন।
গ্রামের উর্ত্তর গেছে মড়াকানি পেলাইয়া   দেখিয়া দাণ্ডায় রাজা মালসাট দিয়া।
মড়াকানি পরে রাজা কান্দে উভরায়   লক্ষ্মির মঙ্গল দ্বিজ নরত্তমে গায়॥
মড়াটেনা পরে রাজা আনন্দিত মনে   ...   ...
মড়াটেনা ঝুলি করি আনন্দিত রায়   কাঁথাখানি পাইয়া বলে দিব মোর গায়।
চিতাপিণ্ড দেখ্য বড় আনন্দিত মনে   এক টুকি পিণ্ড ভাঙ্গা দিলেন বদনে।
লক্ষ্মিকে নিন্দিয়া রাজার বুদ্ধি হইল খাট   কলা তিল চালু খায় এমন লাগে মেট।

আনন্দিত হইয়া রাজা কান্ধে করে   ভিক্ষ্যা মেগ্যা খায় রাজা নগরে নগরে।
কপাল জুড়িয়া ফোটা কান্দে লইয়া ঝুলি   তিলক করিয়া রাজা বাড়ি বাড়ি বুলি।
নগরে নগরে বোলে ভিক্ষ্যা নাঞি পায়   এথা কিছু পাবি নাঞি বলিছে রাজায়ে।
রাজা বলে জানে নাঞি বৈরাগীর বেস   বৃক্ষতলে কান্দে রাজা করি[য়া] আবেস।
লক্ষ্মি জখন হিন হয় কেয় না ভাল বলে   জার ঠাঞি ভিক্ষ্যা চান চড় মারে গালে।
পাগল উন্মত্ত দেখে ছেল্যে নিল সাতে   ড্যেলা ফেল্যা মারে সভে টাকর মারে মাথে।
পুরুস হইয়া জেবা লক্ষ্মি [ছাড়া] হয়ে   কুটম্ববাড়ি গেলে সে সম্বাস না পায়ে। ৬খ]
লক্ষ্মির করুনা সব ষুন সর্ব্বজনে   বিক্রময়াদিত্যর দসা দেখ বিদ্যমানে।
নারি হয়ে জে জন স্বমিরে য়হংকারে   য়ন্ন বস্ত্র নাঞি জোড়ে তার লক্ষ্মি ছাড়ে।
স্বমির স্যেবা একমনে জেই নারি করে   লক্ষ্মি বাঁধা থাকে তবে তাহার দুয়ারে।
রাত্রিদিন নিদ্রা জায় ধনঞ্জয় চণ্ডাল   লক্ষ্মি বলেন উঠ বাছা কর ঠাকুরাল।
কুড়্যা ঘরে বস্য আছেন দেবি নারায়নী   হেনকালে ধনঞ্জয় উঠেন আপনি।
আপনার অঙ্গ পানে ধনঞ্জয় দেখে   বলে সোনা রুপার অলঙ্কার কে দিল আমাকে।
উঠ উঠ চণ্ডালিনী বলেন চণ্ডাল   হেদে দেখ ধনরত্ন বাড়্যাছে ঠাকুরাল।
কেবা মোরে ধন কড়ি আন্যা দিল বয়্যা   চণ্ডালিনী বলে আস্যাছিল ফাঁসুড়্যিায়ার ম্যায়্যা।
হেনকালে বলেন লক্ষ্মি দেবি নারায়নী   পূর্ব্বেতে ছিলাঙম য়ামি তোমাদিগের রিনী।
এখন চিনহ নাঞি ধনঞ্জয় তুমি   মোর নাম মহালক্ষ্মি ব্রহ্মার জননি।
তোমার দুঃখ দেখে বাছা রহিতে না পারি   তুমি বহুত পায়াছ দুঃখ আহা মরি মরি।
তোমার বাড়ি তিন যুগ বন্দি আমি রব   চিনি মর্ত্তা তোমার লাগ্যা মাথায় কর্য়া বব।
এত বাক্য বলিলেন দেবি নারায়নী   গলে বস্ত্র দিয়া স্তব করে চণ্ডালিনী।
ভার্গ্যার নাহিক সিমা ধনঞ্জয় বলে   সতেস্বরি হার দিল চণ্ডালিনির গলে।
হাথি ঘোড়া লহ বাপু ধনঞ্জয় তুমি   কাহারে না কর ভয় সখা আছি আমি।
এত স্তনি চণ্ডাল চণ্ডালিনী ধরে পায়   মহা মহালক্ষ্মি তারে হইল সদয়।
স্তন পুত্র ধনঞ্জয় বলি রে তোমারে   বিক্রমআদিত্য আসিবেন তোমার মন্দিরে।
ঘাষ কাট্যা দিবে সে মোরে বলে ছোট   তোমা নিন্দা কর্য়া তার বুদ্ধি হইল খাট। ৭ক]
সোড়স উপচারে পুজ বলে নারায়নী   তুমি ভক্ত তোমার বাড়ি রহিলাম আমি।
আছিল ঘার্ঘাড়া হাডি ঘোড়াসালে বসিয়া   হেনকালে বিক্রমআদিত্য দেখা দিল আসিয়া।
জয় কৃষ্ণ বলিয়া রাজা দাণ্ডায় ঘোড়াসালে   ... ...খাওআয় ঘাসিদার বলে।
লক্ষ্মি বলেন ধনঞ্জয় বাহির হও তুমি   বিক্রমআদিত্য রাজা আইল আপুনি।
... ...সাধুখাঁ থুইলেন নারায়নী   আইলেন সাধুখাঁ জথা নৃপমুনি।

ঘাসিদার হাড়ি জত উঠিয়া দাণ্ডায় বিক্রমআদিত্য··· ··· ··· ··· ···য়।
ঘাসিদার হাড়ি বলে থাকিতে চান ইনি তোমার আজ্ঞা হইলে তারে রাখিতে
পারি আমি।
এত সুনি ··· ··· ··· ··· উর্ত্তর জানে তবু বলে তোমার কোন দেসে ঘর।
ধোনমালি মোর নাম জাত্যা খড়্যা হাড়ি বে······বড় রব তোমার বাড়ি।
ভাণ্ডাইল জাতি রাজা দসার করনে চণ্ডাল বলে জানি নাঞি রাখিব কেমনে।
অর্ন্ন দিবে উদর পুর‍্যে মাহিনা নাঞি লব দুই বেলা ঘাস কাট্যা আনিয়া জোগাব।
মাহিনাতে কাজ নাঞি [বলেন] রাজন সাধুর্খা আনিয়া তারে দিলেন য়াসন।
সিধা পত্র লও ভাই পক কর‍্য খাও জেমন বাসনা তোমার···রও।
এমন য়ার্জ্জ্যা কেন তোমার হয় চাদমুখে অন্নের জাতনা পাই তুমি রাখ মোকে।
শ্রীধর্ম্ম ঠাকু[র] সাক্ষি বলেন রাজন তোমার বাড়ি রব আমি অন্নের কারন।
তের দিবস আমি অর্ন্ন নাঞি খাই উদর পুর‍্য খাও কিছু ঘাষ কাটিতে জাই।
দির্ব্ব স্থান দিল তারে সিধা সামিগিরি রাজা বলে খুধায় জলে আগে পাক করি।
কান্দে আর পাক করে লক্ষিকে ধিয়ায় হা লক্ষি কি করিলে ৭খ] বলে হায় হায়।
ভোজনে বসিল রাজা আনন্দিত মনে দধি দুগ্ধ নানা দির্ব্য পাঠাইল জতনে।
ভোজন করিয়া রাজা তবে গেল উঠে য়ার জত ঘাস্গড়্যা সভাই মৈল কাট্যা।
মড়াকানি পর‍্য আছে মড়ার কাঁথা গায় আর জত ঘাস্গাড়্যা দেখিতে নারে তায়।
চণ্ডাল বলেন বস্ত্র দিই পরিবার তরে লক্ষি বলেন দিয় নাঞি নিন্দ্য করে মোরে।
চট খুরূপা আনিঞা দিল ঘাসের কারন চট সমাতে খুরূপা হাতে করিলা গমন।
দ্বিজ নরর্ত্তম গান অনন্তরামপুরে ঘর পুত্র ত্রিপুরাদাস পৌত্র বিস্তধর॥
কান্দিতে কান্দিতে জায় কেহ নাঞি সাতে চলিল উর্ত্তর মুখে ঘাস কাটিতে।
খুরূপা করিয়া হাথে কান্দ্যা চলে পথে পৌদে টেনা জোলে চটখানি দিয়া মাথে।
হায় হায় বিধি বাম বোনে গেল জেন রাম তেমনি হইল মোর দসা
রার্জ্জখণ্ড সব ছাড়ি সিংহাসন রইল পড়ি ব্রথায় জ্বিবন যার আসা।
কোথায় রইল ভানমতি বররুচি প্রজাপতি সকলি মরিল ঘর পুর্ড্যা
প্রজাগন ছিল জত সব মোর হইল হত আমি য়াইনু রাজপাট ছাড়্যা।
কিবা হঃ হবেক গতি বলেন রাজা নরপতি আর কিবা ভানুমতি পাব
পোড়ে জেন মোর হিয়া তাহারে জে না দেখিয়া ঘাস কাট্যা কত কাল খাব।
খুরূপা হাতে লইয়া ঘাসে দিল ভ্যজাইয়া দুর্ব্বা চটি তথায় জে য়াছে
ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া চটে তবে থুইয়া তবু ধুলা মাটি তায় আছে।

জেন বান ইস্বরি মড়ার কানি পরি ঘাসের বোঝা করি মাথে
রাজা অধর্ম্মের কারন হইল এমন কান্দি কান্দি চলে পথে।
নগর ভিতরে আইল ধিরে ধিরে বিক্রমআদিত্য রাজা
আইল ঘোড়াসালে ঘাসিদারে বলে স্থান বুঝে পেলাই বোজা।
দ্বিজ নরর্ত্তম করে নিবেদন রক্ষ রক্ষ ৮ক] নারায়নী
তুমি আছ সখা ভাগ্যে হইল দেখা দেখা দিলে হইয়া ব্রাম্বানী॥
রাজা আইল ঘোড়াসালে ঘাসবোজা লইয়া ঘাষ কাট্যা খায় রাজা হাড়িরূপ হইয়া।
অশ্বসেবা করে রাজা সকালে বিকালে হা লক্ষ্মি এত দসা করিলে কপালে।
আর দেসে জাব নাঞি বিধি হইল বাম রায্য ছাড়্যা বোনবাসি হইল শ্রীরাম।
কি হবে আমার গতি বল হরিপৃয়া ঘাষ কাট্যা খাই আমি জনম গেল বয়্য।
রামরাত্রি পোহাইল কখিল কাড়ে রা প্রভাতে রাজন তবে তুলিলেন গা।
খুরূপা চট লইয়া রাজা করিলা গমন গহন কাননে গিয়া দিল দরশন।
হায় বিধি বল্যা ডাকে এই দসা হইল চটে পুরে ঘাষ রাজা বান্ধিতে লাগিল।
হায় বিধি কি বা হইল কি হবে উপায় লক্ষ্মিমাতা এত দুঃর্খ দিলেন আমায়।
বার বৎশর হইল মোর কিবা হইল গতি ধুলায় ধুসর হইআ কান্দেন নরপতি।
আর দেশে জাব নাঞি কিবা হবে আর না বাঁচিব আর আমি কহেন নৃপবর।
প্রানে মোর কাজ নাঞি গলে খুরূপা দিই এত দুঃক্ষ দিলি মোরে রত্নাকরের ঝি।
জয় লক্ষ্মি বল্যা রাজা কান্দে উভরায় আমার এমন দসা কৈলেন মহামায়।
এতক আতিক্ষ্যাপ রাজা করে ঘাষ কাট্যা অভাগার মরন নৈল দশা গেল ফাট্যা।
এত দুঃখ দিলি বিধি বলেন রাজন ভানুমতি মৈল আমার না হইল মরন।
মাথা হাত দিয়া রাজা কান্দেন কাননে কি হবে আমার গতি কান্দে ঘনে ঘনে।
নারায়ন গোলকেতে সরস্বতি লইয়া চণ্ডালের ঘরে আছে রত্নাকরের মাইয়া। ৮খ]
দআময় লক্ষ্মিমাতা বিধি কর দুঃখী লক্ষ্মি বলেন একবার রাজাকে গিয়া দেখি।
পট্টবস্ত্র পরিধান ব্রহ্মনীর বেসে রাজাকে দেখিতে জান ভাবিআ য়বসেষে।
আঁচলেতে মর্ত্তা বাঁধি ব্রহ্মার জননি যুবর্ন্ন পৃতিমা জেন জলন্ত যগিনী।
ঘাষ চাঁচে মহারাজা লক্ষ্মিকে ধিয়ায় মহামায়া লক্ষ্মি তারে কৃপা করিতে জায়।
উপনিত হইল মাতা জথায় রাজন লক্ষ্মি গিয়া রাজা বল্যা ডাকে ঘনে ঘন।
বিক্রময়াদিত্য স্থন আমার বচন ফাঁসুড়্যার মাইয়াএ বলেন রাজন।
সঙ্গে আছে চট খুরূপা কাড়্যা বোন লবে য়বসেষে সব লইয়া গলে ছুরি দিবে।

এত ষুক্তি করে রাজা বিক্রমআদিত্য ... ...
ভয় নাঞি বলে মাতা ব্রহ্মার জননি কান্দে লক্ষিমাতা রাজার দেখে ছিড়্যা কানি।
আমি লক্ষি বটি রাজা সুনহ বচন আইষ দেসে জাই বাছা দুঃর্খ নিবারণ।
রাজা বলে তুমি লক্ষি জানিব কেমনে পদ্ম হাতে দাণ্ডায় দেখি পেচার বাহনে।
নিজমূর্ত্তি দেখাইল লক্ষি নারায়নী চরনে পড়িল রাজ গলে মড়াকানি।
পুত্রভাবে কোলে কৈল দেবি নারায়নি দিলেন অমৃত মর্ণ্ডা খাইতে খির চিনী।
পট্টবস্ত্র দিল রাজায় পরিবার তরে চল জাই দেসে বাছা হাথির উপরে।
দেবহস্তি অন্নপুর্ন্ন আনিল আপনি জরী পাগ রাজারে বান্ধাল নারায়নী।
অর্ন্নপুর্ন্না দেবহস্তি আন্যা দিল তায় কোলে করি মহাঁমায়া আপনি চালায়।
দেসে লইয়া চলিলেন রাজনের তরে স্বর্ন্ন ছাতি ধরে মাতা মাথার উপরে।
দেস দেসান্তর দিয়া লইল রাজনে উপনিত নিজ দেসে আনন্দ বড় মনে।
রত্নময় বাড়ি ঘর করি নারায়নী ভানুমতি আইল ফিরো দেখ্যা নৃপমুনি। ৯ক]
বররুচি পাত্র আইল আর ঘটকর্প রাজারে জিজ্ঞাসে সভে মনে বড় দর্প।
কোথা ছিলে এতদিন জিজ্ঞাসে রাজনে পরবাসে গেল কাল বলে প্রজাগনে।
রাজা বলে বারানসে চারি বৎসর গেল বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা হইল অনেক কাল।
মথুরা পৈরাগ কৈনু এ বার বৎসর রহিতে নারিলাঙ আর মনে হইল ঘর।
লক্ষিমঙ্গল দ্বিজ নরর্ত্তম গায় ভক্ত নায়েকের জেন সুখে কাল জায়॥
রাজা বলে আগে পুজ লক্ষি নারায়নী বররুচি পাত্র আদি পুজা করে নারি।
প্রজাগন আরাধিল পুজা ঘরে ঘরে জোড়হাথে বেদ পড়ে জত দ্বিজবরে।
খির চিনী আনে রাজা নারিকেল সাঁয মর্ত্তোবনে বিস্ত দিতে লক্ষির অভিলাস।
ভানুমতি লইয়া সভে আয়া জত রঙ্গে জতেক পুরির নারি সভে পুজে রঙ্গে।
ছাগল মহিষ মেষ দিলেন রাজন আনন্দে লক্ষির রাজা তুষ্ট কৈইল মন।
ব্রহ্মনীর বেসে দেখা দিলা নারায়নী সুখে থাক আমাকে ডাক সখা আছি আমি।
দুর্ক্ষিদাস হলধর পোদের নন্দন তারে করাইব চাষ বলেন বচন।
মাতায় হাথ দিয়া দেবি হইল বিদায় গলে বস্ত্র দিয়া রাজা ধরে দুটি পায়।
রাজাকে বলেন লক্ষি ভয় নাঞি আর আজি হৈতে লক্ষি সখা হইল তোমার।
দুক্ষিদাসে কৃপা করিতে জান নারায়নী কাঁচাসোনা চাঁদের কোনা দেবি নারায়নী।
লক্ষির মঙ্গল দ্বিজ নরর্ত্তম গায় হরি হরি বলো সভে পালা হইল সায়॥
শন বার সাল ২ দু সয় ২১ সাল॥ লিখিতং শ্রীরামকান্ত নাথ পণ্ডিতং॥ গ্রাম খুরুট॥
২ মাগ তিথি চতুর্থি সোমবার ১ পর রাত্রি সাং দাথং॥

২৩১ শতস্কন্ধ রাবণপালা

কৃত্তিবাস

পুঁথিসংখ্যা ৮৫৩ ; পত্র ১৩ ; অখণ্ডিত ; আকার ১০½"×৪½"। লিপি সন ১১০৭ সাল। ভনিতা,

[৫ক কিত্তিবাস পণ্ডিতের জর্ম্ম স্থভক্ষনে রাম জয় মঙ্গল ধনি বলে সর্ব্বজনে ॥

শেষ ও পুষ্পিকা,

[১৩ক কিত্তিবাস পণ্ডিত বলে স্থন [সর্ব্ব]জনে সতকন্ধ রামযুর্দ্ধ হইল সমাধানে ॥

ইতি সতকন্ধ যুর্দ্ধ সমাপ্ত ॥ লিখিতং শ্রীশ্রীদাম বাঁক্ক সা[কি]ম কয়াপাট এই পুস্তক শ্রীরাজুচরন পাল ॥ বেলা দুই প্রহরে সাম্যক ॥ সাকীম কয়াপাট এগার ৭ সাল ॥ শ্রীশ্রীদামুদর ঠাকুর জিউ ॥ শ্রীশ্রীবলরাম ঠাকুর জিউ মাহ স্বাবনে ৮ বেলা দুই প্রহর সমাপ্ত হইল। রোজ সমবার ॥

২৩২ শিবদাসের আত্মকথা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫৭২ ; পত্র ২ ; অসমাপ্ত ; আকার ৯½"×৩½"। লিপি সন ১১৮৫ সাল।

[১খ ৭ঁশ্রীসিদ্ধদাতা গনেস্ব ॥

সতেক চরনে আগে করি দণ্ডবৎ স্নান করিঞা মুঞি বন্দো সতেকচরন।

স্নান পুজাগন কর পুন্ন্যস্থান জাহার প্রসাদে করি নিতি নিতি গঙ্গাস্নান।

দক্ষিনাবর্ত্ত সঙ্খ সে দখিন বায়ে বাজে গন কর স্নান পুজা সতেকের মাঝে।

সত্ত যুগে হইল জখন ছিষ্টের সঞ্চার ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র হইলা শৃষ্টি লিলাকার।

একত্রে বন্দিএ তিন দেবতা চরন সিবদাসের আত্মকথা করি নিবেদন।

একদিন ব্রহ্মা বসিলা কুসাসনে বিষ্ণু বসিলা তবে গড়ুর আসনে।

মহাদেব বসিলা সাদুল চম্মাসনে।

সিবকে গাইতে প্রভুর গুন আজ্ঞা কৈল নারাঅন দেবসভা ১খ] বিদ্যমান

সিবদাস গোসাই আদেস পাঞা সিব ডম্ব হাতে লঞা আরম্ভ করিল রসগান।

পঞ্চমুখে ছয় রাগ ডাকি নিল মহাভাগ রাগ সব হইল অধিষ্টান।

একে একে ছয় রাগ আলাপেন মহাভাগ ছয় রাগ ছতিস রাগিনি

সিব করেন অনেক তাল ভাগ যুতি তাল মান আবেসে নাচেন যুলপানি।

রাগ রাগিনি মেলা পঞ্চমুখে করে খেলা অধর অমৃত রস গান।

সব এক মুখে প্রবেসিঞা আর মুখে গুন গেঞা আর মুখে হাসি বাহিরায়।
নাক মুখ চক্ষ কর্ন্ন রাগ রাগিনি বর্ন্নন আলাপিঞা করেন ২ক] মুত্তিমান
রাগ রাগিনি ফিরান সিব ভ্রমর জিঞা ডাকে মধুর মাধর্য্য রসগান।
সিব মলার আলাপে জবে মেঘ আরম্ভ করএ তবে আছাদিত করএ গগন
সিব আলাপেন সবতসতি মেঘর্গন গেল কতি নির্ম্মল হইল গগন।
সিব আলাপে বসন্ত রাগ জানে সব বিক্ষভাগ গান ষুনি মাজরে মৃত তরুগন
সিব আলাপেন গন্ধার ষুই সিন্ধুড়া কেদার কামদ একবান……

২৩৩ শিবরামের যুদ্ধ

কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ৭৮৫; পত্র ?; জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের। ভনিতা,

[৬খ রামায়নে রামলিলা কোবিশ্চন্দ্রে গায় রাম নাম বল ভাই জন্ম নাহি তায়॥

২৩৪ শিবরামের যুদ্ধ

কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ৮৫০; পত্র ৪; অখণ্ডিত; আকার ১৬″×৫½″। লিপিকাল ১২২৬ সাল। ভনিতা,

[১খ সমুখে দেখিতে পায় সিবের মধুবন রামাঅনে রামলিলা কবিশ্চন্দ্রে গান॥
[২ক বানরের কথা ষুনি জিজ্ঞাসে লক্ষন রামাঅনে রামলিলা কবিচন্দ্র গান॥
[২খ রামাঅনে রামলিলা কবিশ্চন্দ্র বলে ষুনিলে রামের নাম অবহেলে তরে॥
[৩ক রামায়নে রামলিলা কবিচন্দ্র গাঅ রাম রাম বলে ভাই পাপ দুরে জায়॥
[৪খ রামায়নে রামলিলা কবিশ্চন্দ্রে বলে ষুনিলে রামের নাম তরে অবহেলে॥

শেষ ও পুষ্পিকা,

[৪খ রামাঅনে রামলিলা কবিশ্চন্দ্র গাঅ পুর্ন্ন করি বল হরি অধ্যা হৈল্য সায়॥

পুস্তক সমাপ্তঃ॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিঃ ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গঃ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। পুস্তক সমাপ্ত হইল বেলা সাড়ে তিন প্রহরের সময়ঃ বেহস্পতিবারে সমাপ্ত হইলঃ ইতি সন ১২৬৪ সাল তারিখ ২০ চৌত্র লিখিতং শ্রীরামতারক ঘোষ সাং ফুলুই পরগনে জাহানাবাদ জেল মেদনিপুর পুস্তকমিদং শ্রীকাসিনাথ দত্ত সাং কআপাট পরগনে বগিরি॥ এই পুস্তক জিনি ছাপা করিবে তাহাকে ইষ্টদেবের দিব্য॥

২৩৫ শিবরামের যুদ্ধ

দ্বিজ লক্ষ্মণ

পুঁথিসংখ্যা ৯৩২ ; পত্র ৯ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩১/২" × ৪১/২"। লিপিকাল ১২২৮ সাল।
ভনিতা,

[২খ এত বলি মহাবির প্রবেশিলা বনে বশিষ্টের মত ভনে শ্রীযুত লক্ষ্মনে ॥

[৮ক দ্বিজ শ্রীলক্ষ্মন করিলা বন্দন রাম মহিমা কে জানে ॥

শেষ ও পুষ্পিকা,

[৯ক হনুমান বির এখন আইলেন এখানে বশিষ্টের মত দ্বিজ শ্রীযুত লক্ষ্মনের ভনে ॥

ই[তি] সিবরামের যুর্দ্ধ সমাপ্ত ॥ সন ১২২৮ সাল আখেরি তারিখ ২৮ শ্রাবন রোজ শনিবার তিথি ত্রিয়দসি শুক্লপক্ষ বেলা আড়াই পহরের কালে সমাপ্ত হইল পরগনে বগীড়ী তরপ পশ্চিম লিখিতং শ্রীগোবর্দ্ধন পাঠক সাকিম পাথরবাড়্যা ॥

২৩৬ শিশুজ্ঞান চরিত্র

দ্বিজ দুর্গারাম

পুঁথিসংখ্যা ৮২৩ ; পত্র ২ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩"× ৪১/২"। লিপিকাল সন ১২৬৪ সাল।

[১ক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ নম গনেসায় নমঃ ॥ শ্রীশ্রীস্বরেস্বতি চরনে সঙরন ॥

সিষুজ্ঞ্যানচরিত্র লিক্ষ্যতে ॥

একান্ত হই[য়া গা]ব দেবি স্বরেস্বতি জাহার [স্ত]বন কৈলে খণ্ডয়ে দুর্গতি।

মুখের জড়তা ঘুচে জর্ম্মে [দির্ব্য]জ্ঞ্যান মহাকবি সেই জোন স[ভাতে সম্ম]ান।

দিক্ষ্যাগুরু বন্দিলাম করজোড় করি তেহ য়নুকুল হৈলে [ভবভ]য় তরি।

গু[রুরে] ভকতি হৈলে কৃষ্ণ [ত্র]প্তী হয়ে কৃষ্ণের করুনা হইলে সর্ব্বত্রেতে জয়ে।

জেই গুরু সেই কৃষ্ণ জানিহ কারন এহাতে বি[রো]দ হৈলে নরকে গমন।

সিক্ষ্যাগুরু বন্দিলাম হইআ সাবধান তেহ য়নুকুল হৈলে সর্ব্বত্রে কল্যান।

গুরুকে ভকতি হৈলে সর্ব্ববিদ্যা পায়ে গুরুকে য়ভক্তি কৈলে সর্ব্বত্রে খুআয়ে।

বিদ্যে গুরু পর আর নাহিক নিদান বিদ্যে গুরু হৈতে য়র্দ্ধ পায়ে চর্ক্ষু দান।

বিদ্যের কারনে পুর্ব্বে শ্রীনন্দেন নন্দন ব্রাহ্মনের ভ্রিতু হয়্যা স্যেবিল চরন।

বিদ্যের কারন হেতু রাম দামুদর পড়িবারে গিআছিল য়বন্তি নগর।

ব্রহ্মা আদি দেবগন না পায়ে ধিআনে হেন হরি পড়িল পাট গুরুর স্বদনে।

জাহার স্বরিয়ে বিদ্যে সেই মহাজোন বিদ্যান হইলে সর্ব্বত্রে পুর্জ্জিত সেই জোন।

জর্ম্মদাতা মাতাপিত্যার বন্দিলাম চরন   জাহা হৈতে দেখিলাম এ তিন ভুবন।
পিত্যা হইতে মাতার দুক্ষ্যের নাই ঔর   জঠর জাতনা বড় দুখ্খ্ যতি ঘোর।
দস মাস দয দিন গর্ভের জাতন   খাইতে যুআস্ত নাই সদা পোড়ে মন।
হেন মাতা বন্দিলাম মস্তক উপরি   এক থির দুগ্ধের ধার যুধিতে না পারি।
জর্ম্ম দিআ মাতাপিত্যা কোন কর্ম্ম করে   মুখ্খ্ পুত্র হৈলে গালি দিয়ে জায়ে পরে।
পিত্যা হইআ পুত্রে জদি পাট না পড়ায়   কি কবো তাহার কোথা পুত্র বধ পায়ে।
[১খ ভার্গে পুর্ন্নে জর্ম্মে পুত্র বংসের চুড়ামুনি   সেই পুত্র হইতে সর্গ জনক জননি।
পুত্র হইআ গআতে করয়ে পিণ্ডদান   বংসের তিলক সেই সর্ব্বত্রে বাখান।
কুপুত্র জর্ম্মিলে হয়ে নরকে বসতি   চোর ছিনার ডাকুর সদাই তার মতি।
পুত্র হইতে স্বর্গ পায়ে পুত্র হইতে লর্ক্ক   পুত্র হইতে প্রিত্রিলোক যুখে জায়ে স্বর্গ।
পুত্র হইতে পৃত্রিলোক হয়েতো উর্দ্ধার   বিচার করিআ দেখ গ্রহস্ত সার।
দ্বিজ দুর্গারাম বলে যুন সর্ব্বজোন   সিযু বুঝাইতে আমি করিলাম রচন॥
যুন সিযুগন   আমার বচন   পড়িতে না করিহ হেলা
পরহ কৌতুকে   কাল জাবে যুখে   দুর কর জতো ক্ষের্লা।
বিদ্যেমন্ত জেই   সর্ব্বত্রে পুজই   স্বদেসে বিদেসে জয়।
মহারাজা হয়   সকলে পুজয়   সদেসে বিদেসে তাহার পৌরস
মুখ্খ্ জেই জোন   সোভার হেলন   কখন তাহার নাই জস।
বিদ্যে গোপ্ত ধন   জানিহ কারন   বিদ্যে নাই লয়ে চোরে
ভ্রাত্রি বাটরায়ে   সর্ব্ব ভাগ পায়ে   বিদ্যে ভাগ লইতে না পারে।
বিদ্যের আবেসে   গমন বিদেসে   সর্ব্বত্রে তাহার জয়
বিদে নাই জার   দিবসে আঁধার   চক্ষু থাকিতে ম্নর্দ্ধ হয়।
[না] করিহ হেলা   দুরে জাবে জালা   মন দিআ লিখ পড়
শ্রীদুর্গাচরন   করে নিবেদন   বিদ্যে[বান হ]ন বড়॥
[সা]রদা বন্দিআ পড় জতো সিযুগন   একান্ত হইআ ভাব সিক্ষ্যা[গুরু]র চরন।
প্রথমে আরম্ভ বিদ্যে চৌত্রিস অক্ষ্যর   ......কর ফল লিখ তার পর।
......কনক মকিরি ২খ] কিল্লি আদি...   আংকো আস্কো সিদ্ধি লিখ না করিহ হেলা।
সিখিলে বানান সর্ব্ব জানিবে...ন   অক্ষ্যরে অক্ষ্যরে তবে করিবে প্র[মান]।
বানান সিখিলে কিছু নাই যবোগর   অবোহেলে চালাইবে পুথির যক্ষ্যর।
গুরুদক্ষিন্যা পড় জতো সিযুগন   খত পাটা আদি করি লিখন পড়ন।
অত্তোর্পর কড়ির অংক্ক সিখ জতো বালা   কড়ানে গণ্ডাকে লিখ না করিহ হেলা।

স্বটিকে বুড়িকে লিখ পুন্‌কে আদি জতো চৌকে লিখিতে কেহ না করিহ ভ্রস্তো।
একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ্য তিনে নিত্র হয় চেরে বেদ পঞ্চ বান ছয়ে রিতু কয়ে।
সাতেতে সমুদ্র হয় আটে হয়ে বষু নয়েতে নবোগ্র হয়ে দসে দ্বিগ জান জতো সিষু।
সব্বন্থে খত সিখ জায় হবে জ্ঞ্যান মুখের জড়তা জাবে পড় স্ববিধান।
দ্বিজ দুর্গারাম বলে যুন সর্ব্বজোন সিযু বুঝাইতে আমি করিলাম রচন॥
দআরাম নন্দলাল আর সক্রস্বন রাম হরি মাধব ভরথ গোবর্দ্ধন।
রামনাথ কিসুরাম আর রূপচরন মুক্তারাম রঘুনাথ মকুন্দ মদন।
দ্বাদস বালকে যুন আমার বচন ভিন্ন ভাব কাহারে কেহ না কহিবে কুবচন।
মাতা পিত্যার বার্ক্য কেহ না করিবে হেলন পিত্যামাতা মহাগুরু জানি করিবে স্সেবন।
ব্রাহ্মন দেখিলে সভে হবে দণ্ডবত ২ক] অবোহেলে এড়াইবে স্বমনের পত।
বৈষ্ণব দেখিলে সভে হবে দ্রঢ়ভর্ক্তি বৈষ্ণব করিলে দআ হবে কৃষ্ণপ্রাপ্তী।
বৈষ্ণব বিষ্ণুর স্বংস জানিহ নিদান বৈষ্ণবের আসির্ব্বাদে সর্ব্বত্রে কল্যান।
পিত্যামাতা জেষ্ট ভাই করিআ মার্জ্জন বিস তুল্য দেখিবে পরের অমুল্য ধন।
পড়ুআ পড়ুআ দন্দ না করিহ কেহ মনে করো সকলে হইবে একগ্রহ।
জত্ন করি সোভারে বলিবে জোনেন কায়েক্লেসে ভজ সভে শ্রীগুরুচরন।
দ্বিজ দুর্গারাম বলে ভাবি চক্রধরে সিষুজ্ঞ্যানচরিত্র সমাপ্ত হইল এতোদুরে॥

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লির্খ্যকে দোস নাস্তিঃ ভির্ম্যাস্যাপি রনে ভংঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥ স্বঅক্ষরমিদং শ্রীসষ্টীচরন মণ্ডল। পরগনে মুড় মৌজে পাকুড়তলা॥ এই পুস্তক লিখিআ দিলাম। শ্রীশ্রীধর কআলকে। পরগনে মুড় মৌজে দৌলাতপুর॥ এই পুস্তক লিখিলাম শ্রীচিন্তামুনি মণ্ডলের দরজায় পাট[সা]ল॥ ইতি সন ১২৬৪ সাল তারিখ ৯ ফালুগুন যুক্রবার। দিন্নমান এক ··তি থাকিতে [স]মাপ্ত হইল॥ ২খ]

২৩৭ শীতলাকীর্ত্তন, শ্যামাবিষয়

শঙ্কর, দ্বিজ নরচন্দ্র, দ্বিজ রামপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ৯৭৫; পত্র ২; খণ্ডিত; আকার ১৩"×৫"। লিপিকাল ১২৭০ সাল।

... ... জিছে সিতলা পদ মিনতি করিয়ে।

ধুপ ধুনার সৌরবে আমদ মনহর আতব তণ্ডল চিনি সর্ক্যরা বিস্তর।
নম নম মাজ্জারবাহন নম নম পুর মনোরথ মোর অপরাধ ক্ষেম।
কি বলেছী কি কয়েছী দুখের জালায় মোর অপরাধ ক্ষেম ধরি তুয়া পায়।
সংগুষ্টী সহিত সাধু হয়ে একমন আনন্দে পুজেন সভে সিতলাচরন।
জয় জয়কার হৈল্য এ তিন ভুবনে ক্ষেমস্ব বলিয়ে দিল ঘটে বিসর্জ্জনে।

জননি পাইলা পুজা বন্নিক নগরে তার পর নিজ দেসে চলিলা সর্ত্তরে।
রচিল সঙ্কর কবি সিতলাকিত্তন হরিধ্বনি করি সভে করহ গমন॥

ইতি সিতলামঙ্গ[ল] পুথি সমাপ্ত॥ লিখিতং শ্রীরামনিধি পাল সাং নছিপুর হাল সাং রামকৃষ্ণপুর॥ পঠনাং শ্রীকৃষ্ণমোহন তাঁতি সাং রামকৃষ্ণপুর পরগনে বোরো সন ১২৭০ সাল তাং ১৬ চৈাত্রী॥

॥ অথ সামা বিসয়॥

বাঁম্মা কে নবিন নিরদ ১৩ক]বরনি॥
শব শিবে কিবে শোভা মায়ের নরমালা গলে দুলে
অন্তকালে এই করিবে নিদান কালে দিও রাঙ্গা চরন দুখানি॥
বাঁমা হুঙ্কারে ঘোর রন জোগিনি বাজায় রন পদভরে কাপিছে মেদনি
বাঁমা ভৈরব পিযুস পানে মর্ত্ত হয়ে রনে জ্ঞানে মাঝে নাচে করালবদনি॥

কার বাঁমা নিরদবরনি সমরে॥
এলোথেলো চাঁচর চুল নাশিচে দানবের কুল
মুক্তকেসির গলে শশি তিথ্‌ন অসি করে রে॥
জগোজন জননি সামা কেন আমি পাই জাতনা।
আমি জদি দুসি হই ওগো ব্রহ্মময়ই মায়ের ক্রোধ চিরদিন থাকে না।
মাঃ আশা দিয়ে কেনে ভাসালি তুফানে কি হবে আমার বল না।
শামা বলে জাব চলে এই ছিল মনের বাসনা॥

কালি ব্রহ্ম সোনা সোনাতনি গো॥
এ মা তুমি তারা অনন্তরূপিনি গো।
আদী অনাদী জানি জনকের সিতা তুমি
গোকুলেতে বলাইলে জশোদানন্দিনি গো।
জলদবরনি কায় রুধির লেগেছে গায় ১৩খ]
নরচন্দ্রে বলে দেখো হরমনমোহিনি গো॥

শামা নাচো কতো আর॥
সিবের রিদয়ে পদ বাজিচে তোমার।
জেই শিবনিন্দা শুনি প্রান তেজিলে সিমন্তনি
সেই সিব পদতলে এ কি চমৎকার।

কুলবতির ই কি বেস   আলুয়ে পড়ে কেশ
লাজের না কর লেশ ই কি ব্যাবহার।
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে   মা মা আমি ভেবেচি সার
কেউ করিলে দুনা বেপার   আমার আসল হওা হলো ভার ॥

অভয় পদ সব লুটালি   কিছু রাখিলি না তনয় বলে ॥
সে জে বিস খেয়ে মত্ত হয়ে   তুষ্ট হয় জে বিল্বদলে।
দাতাকর্ন্ন দাতা তুমি   মা যুনেচি সে ভোলার ঠেয়ে ॥
তোমার মাতা পিতা জেমন দাতা   তেম্নি দাতা আমায় হলে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে   ঐ চরন পাব বল্যা
জখন শমন য়েসে   ধরিবে কেশে   ডাকিবো সর্ব্বনাশি বলে ॥

মা গো কার রমনি   রিদয়মনি   নাচিচো উলঙ্গে ॥
মা : নরশির হার   মা : দুলিছে কাল অঙ্গে।
শক্তিরূপা ১৪ক] মহামায়া   কালো রূপে জগত আলো
শোভা করে লোল যুভা   শিব রয়েছে পদতলে।
শিব রিদে চরন থুয়ে   ডাড়িয়েছো ত্রিভঙ্গ হয়ে
কে জানে এ কেমন মেয়ে   নিত্য করে নানা রঙ্গে।
দিজ নরচন্দ্রের বানি   যুন মা গো কাত্যায়নি
অন্তকালে দিও আমায় চরন দুখানি ॥

ওমা তারা এই মনে বাসনা করি ॥
অন্তকালে গঙ্গাজলে জ্ঞানজোগে জেন মরি।
কল্পতরুর মুলে বসি   ভাবিতেছি মা দিবানিশি
কতো দিনে ফল খসি পড়িবে মা আপুনি।
জে জানে আকরসি ধরে   পাড়ে ফল মা আপন জোরে
মা আমায় বিফল কেন হল্যা গো জননি।
দ্বিজ রামপ্রসন্নদের মন   সদাই করে উচাটন
আমারে নিদয় কেন হল্যা গো জননি ॥

২৩৮ শীতলামঙ্গল

দ্বিজ হরিদেব

পুঁথিসংখ্যা ৮৬৭ ; পত্র ৩৪ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের

আরম্ভ,

[১খ ওঁ নম সি[ত]লাই নম নম। বন্দনা॥
প্রনমোহ সিতলাই   তোমার মহিমা গাই   ব্রনমাই ব্রহ্মার তনয়া
কে জানে তোমার স্তুতি   তুমি সর্গ্গ তুমি খিতি   সরনাগতেরে কর দয়া।
বিধি জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম   ব্রহ্ম সঙ্গে তব সম্ম   আহুতি দিলেন সেস বেলা
সুবর্ন্ন মার্জ্জনি হাতে   সুবর্ন্নের কুলা মাথে   অচ্চম্বিতে দক্ষিনে সিতলা।
রাসবেতে আরাহন   সঙ্গে গ বসন্তোগন   অরুন জিনিঞে অঙ্গসোভা
ভুবন জিনিঞে মহন বেস   চামরি জিনিঞে কেস   অমরাকুলের মোনলোভা।
সংঙ্গে ব্রন ব্যধি দেখি   দেবগন হইল সুখি   তারা নাম রাখিল সিতলা
সত্য রজ তুমা তুমি   কিবা স্তুতি জানি আমি   শ্রীষ্টী স্তিতি প্রলএর বেলা।
তুমি স্বহা তুমি স্বধা   বষ্টব পুরানার্ত্তিকা   তুমি শ্রীয় উমেস্যরি মাতা
বুদ্ধিরূপে ক্রপামই   লজ্জারূপো তুমি ত্রৈ   ভবদুর্খ তুমি পরিত্রতা।
গিধি[নি] নিন্দিয়া স্থিতি   দসন নন্দের গাতি   সরদের চন্দ্র জিনি মুখ
সিন্দুরের বিন্দু ভালে   চন্দনের রেখা তলে   রবিসসি একেত্র কৌতুক।
সতেস্বরি হার গলে   বিরাজিত কর্ক্কস্থলে   কনক কাচলি কুচপরে
করাঙ্গুলি মোনহর   সর্ব্বাঙ্গুলি তনু পর   শ্রীরাম লক্ষন সঙ্ক করে।
হরের ডম্বুর মাসা   কেসরি পাইল লজ্জা   য়ভিমানে প্রেবেসিলা বোনে
রামরম্ভা জিনি উরু   বিধি জনি তুর্ম গুরু   পদোযুগে সুপুরনিস্বনে।
জতেক রূপের সোভা   উপমা কি দিব কিবা   তুলনা নাহিক ত্রিভুবোনে
তোমার মহিমা জতো   গাই জদি বৎস্বর সতো   তবো গুন না জায় বর্ন্ননে।
সিতোলা কমল পত্য   চিত্তে করিয়া সত্যো   হরিদেব এই রস গায়
জে জোন তোমারে মানে   রক্ষ মাতা অ[নু]ক্ষনে   মহামাতা হইবে স্বহায়॥

ভনিতা,

[১খ সিতোলা কমল পত্য   চিত্তে করিয়া সত্যো   হরিদেব এই রস গায়
জে জোন তোমারে মানে   রক্ষ মাতা অ[নু]ক্ষনে   মহামাতা হইবে স্বহায়॥
[২খ বিড়ম্বনা বিনে না পুজে নৃপবর   দ্বিজ হরিদেব গান সিতলার কিঙ্কর॥

[২ক সখিবাক্য যুনি ব্রনের জননি আনন্দিত হইল মোনে
সিতলা চরন লইয়া স্বরন হরিদেব র[স] ভনে ॥
[২খ যুনিঞা চলিল স্বাহা প্রনাম করিয়া দ্বিজ হরিদেব গান শিতালা ভাবিয়া ॥
[৩ক হেনমত ছিল জেল্যা কোন দেব হেন কৈলে রাত্রে মদ্ধে মঘ বাজ হইল
সিতলা চরনপদ্মো চির্ত্তে করিয়া সর্ত্তো হরিদেব রচন করিল ॥
[৩খ দেখিয়া কোটাল বড় হইল কোপীত হরিদেব বিরচিল সিতলার গিত ॥
[৪ক তোমার তরেতে ভাই কৈমু নিবেদন হরিদেব ভাবে মোনে সিতলাচরন ॥
[৫ক হরিদেব বলে এতো সিতলার খেলা নৃপে ছলি মহামায়া যুরলোকে গেলা ॥
[৫খ দেবির আদেস পায়্যা জরাযুর ক্রোধ হয়্যা ডাকে জন্ত আপনার দলে
বসন্তজননি পায় দ্বিজ হরিদেব গায় ক্রপা করি রাখ পদতলে ॥
[৬ক রাজগাড় কুমিরে চলে কালমউরা রক্তবিগার রক্তদল ধায়
সিতলাচরন লইয়া স্বরন হরিদেব রস গায় ॥
[৮ক জে রূপে জাহারে ধরে নিবেদন করি দ্বিজ হরিদেব গান সেবিয়া ইস্বরি ॥
[৮খ ছাড়িয়া বসতি পলায় যুবতি রহিতে না পারে ঘরে
সিতলাচরন লইয়া স্বরন কবিতা রচিল হরি ॥
[৯ক সাজন করিয়া জাকু নৃপতির বালা হরিদেব কহ জারে স্বহায় সিতলা।
[১০ক তরনি সাজিয়া চলে নৃপতির বালা হরিদেব বলে জত সিতলার খেলা ॥
[১১খ হয় দেখি কর্ম্প বান করেতে নইল বান মুনি প্রিতি মারিল তখন
মহামুনি কোপে চায় সভে ভস্ম হয়্যা জায় হরিদেব করিল রচন ॥
[১২ক বংসে রহিল মাত্র বিধবা দুই দারা হরিদেব বলে বংস উদ্ধারিব তারা ॥
[১৩ক এতেক যুনিঞা তারে বলে ত্রিলোচনে ব্রহ্মার নিকট জাহ হরিদেব ভনে ॥
[১৪খ তবে তার সঙ্গে আমি রব এক রাত্তি হরিদেব বলে প্রানে হারাইবে হাতি ॥
[১৫ক ভগিরথ বলে বানি আমি কিছু নাঞি জানি আপুনি করহ অন্যাসন
সিতলা কমল পায় দ্বিজ হরিদেব গায় তুমি মোরে হয় যুপ্রসন্ন ॥
[১৫খ হরিদেব বলে সার সিতলাচরন গঙ্গার পিরিতে হরি বল সর্ব্বজন ॥
[১৫খ, ১৬ক হরিদেব বিরচয়ে সেবিয়া সিতলা রক্ষিবে করুনামই প্রলয়ের বেলা ॥
[১৬খ দ্বিজ হরিদেব কহে যুনিতে স্বরির মোহে কৃষ্ণের জতেক বিবরন ॥
[১৭ক হরিদেব বলে সার সিতলাচরন সেতবন্ধ উপাক্ষন অপুর্ব্ব কথন ॥
[১৭খ, ১৮ক দ্বিজ হরিদেব গায় ভাবিয়া সিতলা মায় উমাপদে কৈল প্রনিপাত ॥
[২০ক সিতোলায় স্বরন করে গুনল্লর্ব উচ্চ্যস্বরে হরিদেব কহে এই বানি ॥

[২১ক হরিদেব বিরচোন ভাবিয়া শিতলা রক্ষিবে করুনাময়ই প্রলএর বেলা ॥
[২১খ ব্রহ্মনির বেশ জান রাজদেশ হরিদেব রশ ভনে ॥
[২১খ এন্ত শুনি ভগবতি ডাকিল ভ্রনেয়ে হরিদেব বলে রক্ষ কর নাএকেরে ॥
[২২ক দ্বিজ হরিদেব করিচেন স্তব রক্ষা কর গ সিতলা
তোমার চরন লইয়া শ্বঙরন ভব ভবে বাধ্যেচি ভেলা ॥
[২৩ক তিন শত্য বার লইয়ে দেবি অন্তধ্যান শাধুযুতে বন্ধোন মুক্ত হরিদেব গান ॥
[২৩খ সিতলার কমল পাএ দ্বিজ হরিদেব গা[এ] চন্দ্রমুখি কন্যা বিভা দেএ ॥
[২৪ক হরিদেব ভনে এত সিতলার খেলা আনন্দিতে বসিলেন সাধু যুত বালা ॥
[২৪ক দিজ হরিদেব বলে সিতোলার পদতলে নাএকের করহ কল্যান ॥
[২৫ক বারো মাসে দিব সেবা রমনি বুজায় ভাবিয়া সিতোলা দিজ হরিদেব গাই ॥
[২৬ক যুগে যুগে কেবা কোথা নারি তেজিআছে সিতোলা ভাবিএ দিজ হরিদেব রচে ॥
[২৬খ হরিদেব বিরচন সহায় নারায়ণী দেসেরে গমন এখন করে গুনমুনি ॥
[২৭খ হরিদেব বলে জত সিতলার মায়া কর গ করুনামহি নাএকেরে দয়া ॥
[২৯ক হরিদেব বলে জত সিতলার খেলা যষ্ট মঙ্গলা মা গ কহিতে লাগিলা ॥
[? সিতলা চরনতলে দ্বিজ হরিদেব বলে রাখিবেন পদছায়া দিয়া ॥
[? দ্বিজ হরিদেব গায় সর্ব্বজোন প্রলপায় স্বর্গমর্ত তোমার ভুবন ॥
[শেষ পৃষ্ঠা : এত্তেক যুনিয়া মাত্তা আনন্দ বিধান দ্বিজ হরিদেব বলে রাজা সর্গে জান ॥

মধ্য,

আনন্দিত মন সভে ক্ষেত্র নিলাচল তবে দেখে সভে ধ্বজ পতকা ।২৬খ]
[২৭ক নোঙ্গর করিয়া ঘাটে গলে বস্ত্র জোড়পুটে যবে আঠার নলাএ দিল দেখা ।
পুরির ভিতরি] জায়ে সভে যন্ন কিন্তু খায়ে দেখে প্রভুর কমল চরন
যুভদ্রা বলাই জার জগবন্ধু যবত্তার সাধু জত প্রনামি তখন ।
প্রনাম প্রভুর পায় যন্নের বাজায়ে জায় আটক্য কিনিল সর্ব্বজনে
প্রসাদ ভোজন করি উঠে ডিঙ্গী তরাতরি মহাপ্রভু সঙরন করি ।
এড়্যাই খেত্রস্থান তরনি বাহিয়া জান সংগ্রামেতে দিল দরসোন
সাগরতিথ্যর স্থা[ন] সকলে করি স্নান প্রিতিপুর্নে করিল তর্পন ।
গঙ্গাসাগর বায়ে মগরায়ে জায়ে নেয়্য হেতেগড় করিল পশ্চাত
পবনবেগেত্তে জায় খুনিঞায়ে এড়ায়া রাএ বোড়ালে ক্রপুরায়ে প্রিনিপাত ।
গুনর্ম্ব হরসিতে কুদল এড়ায় তাতে রসাঘাটে দিল দরসোন
মনে মানি পুলকিত কালিঘাটে একচিত্ত নিরক্ষিল কালির চরন ।
নোঙ্গর করিয়া তরি উঠে সভে তরাতরি দরসন করএ ইশ্বরি

ভাবিয়্য সিতলার পায় হরসিত দেখি মাএ কবিতা রচিল দেব হরি ॥
দেখিয়ে কালির পদ পুলকিত হইল গঙ্গাজলে বিল্ব্য জবাএ পুষ্পাঞ্জলি দিল।
কালিকা প্রনামি বালা হরসিত মন চড়িয়া ডিঙ্গায় সভে করিল গমন।
এড়াইল ভবানিপুর বেতড়ে দরশন ভক্তি করি বন্দিলেক চণ্ডির চরন।
চিতপুরে চিত্রেস্বরির সওরন লয়্যা দক্ষিন সহর তবে তরি জায় বায়্য।•
পবন গমনে ডি[ঙ্গা] খড়দহে জাএ জোড়হাথে সামযুন্দরে প্রনমিল পাএ।
আনন্দিতে সাধুযুত চলে কুতুহলে দেখিতে যুভদ্রা বলাই মাহেসেতে চলে।
জগবন্ধু বলরাম যুভদ্রা ঠাকুরানি প্রনাম করিআ চলে সাধু গুনমনি।
এড়াইয়া বল্লভপুর দেগঙ্গায়ে গেল নিমগাছে জবাফুল জথাএ ফুটিল।
য়মনি চলিল ডিঙ্গা সকলে বাহিএ চুচুড়ার সাঁড়েস্বরের চরন বন্দিএ।
বাহ বাহ বলি তবে রাজার নন্দন ত্রিবিনির তির্থস্থান পাইল তখন।
ত্রিবিনিতে স্নানদান করে রাজবালা বাহিআ চলিল তরি দুই প্রহর বেলা। ২৭ক]
পবনবেগেতে তরি চলিল তরায় হুগুলি সহ[র] ব্যায়ে নিজ ঘাট পাএ।
নিজ ঘাটে শাধুপুত্র আইল তখন দুত পাটাইয়া দিল আপন ভুবন।

শেষ,

নাএকের তরে রক্ষ সিতলা ভগবতী তোমার চরনে জন্মে জন্মে রয় মতি।
জমিদারবর্গে রক্ষ সিতলা নারায়নি রাজবিত্তি ধোন পুত্র বাড়াবে আপনি।
গোমস্তা পাটারিবর্গে রক্ষ মোহামায় এই নিবেদন মাত্রা করি তব পায়।
সোলআনাবর্গে রক্ষে করিবে সিতলা ধোন পুত্র…

দ্র. পরিশিষ্ট 'ক'।

২৩৯ শীতলামঙ্গল

দ্বিজ হরিদেব

পুঁথিসংখ্যা ৮৯৫; পত্র ১; অসমাপ্ত; আকার ১৪ৡ"×৫ৡ"। লিপি আ. ১০০ বৎসর পূর্বের।

এতেক যুনিয়া দোহে প্রনাম করিয়ে দ্বিজ হরিদেব [গায়] কমলা ভাবিয়ে ॥

২৪০ শীতলামঙ্গল

বল্লভ, শঙ্কর, কবিবল্লভ

পুঁথিসংখ্যা ৮৭১; পত্র ১৫; খণ্ডিত; আকার ১৩ৡ"×৪ৡ"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের।

[২ক তোমার চরন আসে শ্রীযুত বল্লবে ভাসে আপুনি হইবে ধজাধর ॥
[৩ক সঘনে পাড়য়ে গালি বসি ঘাটকুলে সিতলার পদ সেবি সঙ্করেতে বলে ॥
[৩খ কহেন সঙ্কর কবি আট আঁখরিয়া হবি ॥
[৪খ সিতলা চরন সেবি কহেন সঙ্কর কবি সিতলা হইবে ধ্বজাধর ॥
[৫ক যুনিয়া রোগের মাতা সন্তুষ্ট হইল সিতলার পদ সেবি সঙ্কর রচিল ॥
[৫খ সভে আসি প্রনমিল সিতলা চরনে সিতলা চরন সেবি সঙ্করেতে ভনে ॥
[৬ক দেখিয়া রোগের মাতা প্রসন্ন হইল সিতলার পদ সেবি সঙ্করে রচিল ॥
[৭খ বসন্তের কথা যুনি দেবি হরসিতে কহেন সঙ্কর কবি জা কর আমাতে ॥
[৭খ, ৮ক সিতলা চরন সেবি কহেন সঙ্কর কবি দেবি জারে প্রসর্ন্ন বদনে ॥
[৮খ, ৯ক এত যুনি সদাগর দেখিবারে পায় সিতলার পদ সেবি সঙ্করেতে গায় ॥
[১০ক আছাড় খাইয়ে পড়ে সভার গায় সিতলার পদ সেবি সঙ্করেতে গায় ॥
[১০খ এত বলি কুটুম্বু ডাকিতে সাধু জায় সিতলার পদ সেবি সঙ্করেতে গায় ॥
[১৩ক রানির সহিত যুক্তি করে নরপতি শ্রীকবিবল্লভ মাগে গোবিন্দভকতি ॥
[১৪ক সিতলাই চরনে মজুক নিজ চিত শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গীত ॥
[১৫খ শ্রীকবিবল্ল[ব] গান শ্রীগোপিনন্দন নিররোধ আসা করে গোবিন্দচরন ॥

২৪১ শীতলার সারিগান

দ্বিজ হরিদেব

পুঁথিসংখ্যা ৮৭৪ ; পত্র ২৪ ; অসমাপ্ত (জরাসিন্ধু জন্ম, খাণ্ডব, নাগ, ভল্লুক, গন্ধর্ব ও হস্তীপালা পর্যন্ত) ; আকার ১৫"×৫২/১" । লিপি আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন ।

ভনিতা,

[১খ হরিদেব যুরচোন ভাবিএ ব্রহ্মানি জর্জ্জ্যসেনি নাম মা গ এই বসন্তোজননি ॥
[২খ হরিদেবের মন ভাবি অনক্ষ্যন ক্রপা কর জর্জ্জ্যস্তনি ॥
[৩ক দ্বদস হাজার বৎশ্চর মর্দ্ধের কারন দ্বিজ হরিদেব ভাবে সিতোলার চরন ॥
[৪ক হরিদেব করে সার সিতোলার চরন প্রকায করিতে পুজা এ তিন ভুবন ॥
[৪খ হরিদেব বিরচিত ভাবি জর্জ্জ্যশ্যানি অন্তোকালে পাই জেন ঐই [চ]রন দুখানি ॥
[৫খ হরিদেব বলে ভাবো সিতোলার চরন দেবিপদে সার পার এ তিন ভুবন ॥
[৬ক হরিদেব করি স্তব সিতোলায় দণ্ডবত বরদাতা হয়ো তবে মুনি
জে তোমা চরন সার ভবভয় নাহি তার অন্তোকালে রক্ষিবে আপনি ॥
[৬খ হরিদেব বিরচিত দেবি পদে গতি জরাসিন্ধু জন্ম হইল জগত বেক্ষিতি ॥

[৮ক পুজা নিঞে ভগবতি হলেন য়ন্তর্দ্ধ্যান নিজ গ্রেহে জাহ রাজা হরিদেব গান ॥
[৯খ হরিদেব বিরচিত ভাবিয়ে সিতলা রক্ষিবে করুনামই প্রলয়ের বেলা ॥
[১০খ হরিদেব বিরচিত সিতলার গিত জিজ্ঞাষা করেন গুন মনে আনন্দিত ॥
[১১ক হরিদেব বিরচিত ভাবি নারাঅনি অন্তোকালে সার অভয় চরন দুখানি ॥
[১১খ এতেক বলিয়া মাতা হইল অন্তধ্যান খাণ্ডবের পালা সাঙ্গ হরিদেব গান ॥
[১২খ দিজ হরি বলে বানি ত্রিন ডাক জজ্জ্যস্বনি নাগপুরি করিবে দাহন
এই নিবেদন করি যুন রাজ রাজেশ্বরি তবে যে পুজিবে নাগগন ॥
[১৩খ হরিদেব বিরচিত সিতলার কর্ম্ম ধ্যানজোগে দেখ প্রভু পাবে সব মর্ম্ম ॥
[১৪ক হরিদেব বিরচিত স্রিতলার পাএ ভজ মন তারিনিপদো দিন বএ জায় ॥
[১৫খ দ্বিজ হরিদেব গান ভাবি নারায়নি নাএকেরে তরে দয়া কর জর্জ্জস্যানি ॥
[১৫খ দ্বিজ হরিদেব গায় না জান ভল্লুক রায় পুস্পরথে বসোস্তোজ[নিনি]
সাবধান হবে ত্রনগন রাজ্জ লবে আইল এই নাম জর্জ্জ্যস্যানি ॥
[১৬ক সাগর হইল পার লঙ্কা কৈল ছারখার উদ্ধার করে দেখে রাম
হরিদেব কহে বানি জদি পুজ জর্জ্জ্যস্বনি তবে পুরি পাবে প্রানদান ॥
[১৬খ হরিদেব বিরচিত সেবি নারাঅনি চৌসষ্টি বসন্তো রায় ডাকেন আপনি ॥
[১৭ক হরিদেব বিরচিত সিতলার পায় হরি বল ভল্লুক সহরের পালা সায় ॥
[১৮ক কতো বড় তেজ ধরে গন্ধর্প্প রাজোনে জরাষুর সংঙ্গে কর হরিদেব ভনে ॥
[১৮খ হরিদেব বিরচিত সিতোলার পায় গন্ধর্প্পে পুজিবে ডাকো বষন্তো তরায় ॥
[১৯ক সিতোলার আজ্ঞা পাএ জরাষুর ক্রুধো হয়ে ডাকি জতো বষন্তের দলে
করিয়া যুগল হাত হরিদেব প্রিনিপাত রেখ মাতা চরনকমলে ॥
[১৯খ এইরুপে বষন্তো চলিল তরাতরি হরিদেব বিরচিত ভাবিয়া ইস্বরি ॥
[২০ক হরিদেব ভাবি সদা সিতোলার চরন অন্তোকালে দিবে পদ দেব ত্রিলোচন ॥
[২১খ হরিদেব বিরচিত ভাবিএ সারদা অন্তকালে চরন দিবে জর্জ্জ্যস্বনি মাতা ॥
[২২ক ভারতো পুরান এই যুন সর্ব্বজোন হরিদেব ভাবি সদাই সিতোলার চরন ॥
[২২খ রাষবরাহনে তুমি সাজাইআ দিব আমি যুন মাতা বিধেতার ঝি
হরিদেব কন মাতা সিগ্রগতি চল তথা ত্রন সংঙ্গে জাবে ভাব মা গ কি ॥
[২৩ক হরিদেব বিরচিল সেবি ভগবতি ঐরাবত পায় প্রান আইলে পষুপতি ॥

আরম্ভ,

[১ক শ্রীদুর্গা নমঃ গনেসায় নম নম ওঁ নম সিতোলাই নম নম
শিতলার শারি গান ॥

একদিন দেবোতাগন করিআছে সভা ব্রহ্মা আদি বিষ্ণু লএ অনন্তো দুর্ল্লভা।
ইন্দ্র আদি সচিকান্তো জতো দেবোগন ব্রহ্মার সাক্ষ্যেতে সভে আনন্দিত মন।
হেনকালে তথায় আইল মহারিসি য়ন্তোরিক্ষ্যে তথায় চলিল গুনরাসি।
ব্রহ্মার সাক্ষ্যেতে মুনি করে জোড়হাত কহিতে লাগিল মুনি করি প্রিনিপাত।
সর্গ্য মত্ত পাত্াল করিল তলাতল সর্ক্তি হই উৎপত্তি জনম সকল।
আগম পুরান ছিষ্টি কৈল যুগেশ্বর সপ্তম পাতাল আদি সষি দিবাকর।
দসদিগপাল আর সপ্তম সাগর রিসি মুনি স্িজিল গন্ধর্প্ব নাগ নর।
স্থাপর জঙ্গল জন্ম পষু [প]ক্ষ্যগন আপনি করেন প্রভু দেব নিরেঞ্জন।
পালোন করিতে ব্রহ্মায় দিল অধিকার এইরূপে রাখিলেন এ তিন সংসার।
তবে মহামনি বলে ব্রহ্মার সদন ব্রহ্মজর্জ্য করো প্রভু মোর নিবেদন।
মুনির বচন যুনি বলে প্রজাপতি জর্জ্যের আরম্ভন আজি করি সিগ্রগতি।
প্রজাপতি বলেন তবে জর্জ্য করি আমি দেবতা গন্ধর্প্ব নি[ম]ন্ত্রিয়ে আন তুমি।
রিসি মুনি নাগলোক পষু পক্ষ্য আছে জর্জ্য নিমন্ত্রে আবাহন সভার কাছে।
ব্রহ্মার আজ্ঞ্যায় পাএ চলে মুনিবর সর্গ্য মর্ত পাতাল তবে ভ্রিমিল বিস্তর।
ব্রহ্মজর্জ্য যুনি সব দেবির গমন ঐরেবতে সচিপত্তি সহ সুলচন।
কস্যপ দুর্ব্বসা মার্কণ্ড বংস্কু মহামুনি মেধস চলিল ব্যয ব্রহ্মজর্জ্য যুনি।
লমসো সোমোসো অঙ্গো সিন্ধু মনিবরে সভেতে আসিএ সভা করে ব্রহ্মাপুরে।
তবে মুনি তরাপর কৈলাষসিখরে হরগৌরি আনিবারে চলে মুনিবরে।
জোগেশ্বর বিনে জর্জ্য সব য়কারন ১ক] দক্ষ্যরাজার ছাগমুণ্ড হইল তেকারন।
হরহরি পার্ব্বতি নারদ সঙ্গে করি নন্দি ভ্রিঙ্গি লইয়া তবে আইল ব্রহ্মপুরি।
ভরধর্ব্জ বসিষ্ট অর্দ্ধক সিন্ধু আসি বাল্মিকপুরন স্িষ্টি জাহতে প্রকাসি।
সপ্রেয্য কপিলা ডাকি দিলেক পবন জাহার গুম্বা গুম্বএে মুণ্ডে যুখ হয় স্থান।
জোজন প্রমান কৈল জর্জ্য আয়োজোন চারিদিগে বসিল সকল দেবগন।
সাজায় ওড়ম্ব কাষ্টে যুমেরু পর্ব্বতো আগম সস্তের সোম হইল সেইমতো।
জোড়হাতে প্রজাপতি বলেন তথন জোগেশ্বর জর্জ্য তবে কর আরম্ভন।
আরতি পাইয় তবে দেব মহেশ্বর হরি অঙ্গে সক্তি সঙ্গে বসি তৎপর।
কুণ্ডুসালে বেগ্র্ছালে বসি পঞ্চানন দ্বোদস যুজ্জের সোম জলন্তো আনল।
রুদ্ররূপে পঞ্চ মুখে জোগ আরম্ভিল অগ্নি সোম দেখি ক্রম দেবতায় ভাবিল।
স্তবন করেন ব্রহ্মা যুন যুলপানি আপোনার সিষ্টি প্রভু পোড়ায়ো আপনি।
ব্রহ্মাএ করেন স্তব জতো দেবগন রক্ষ্যে কর স্িষ্টি তুমি দেব ত্রিলোচন।

তুমি সর্গ্য তুমি মর্ত্ত তুমি ত পাতাল   সপ্তম সাগর তুমি অষ্টদিগপাল ।
দেবোতা করেন স্তব রিসি মুনিগন   শ্রীষ্টি নষ্ট [ক]রিলে প্রভু জোগ সোম্ভবন ।
সক্তি সঙ্গ জোগ ভঙ্গ স্থিম যুক্ত হইল   পঞ্চমুখ উর্দ্ধ চক্ষু ঘম্ম জে টলিল ।
ঘম্ম পুচিইয়া খুসি ফেলি অগ্নিসালে   অজনিসম্ভা[ব] কন্না জন্মে জোগবলে ।
হরিদেব যুরচোন ভাবিএ ব্রহ্মানি   জর্জ্জ্যসেনি নাম মা গ এই বসন্তোজননি ॥
[২খ পা জর্জ্জ্যে[র] কারন   জতো [দেব]গন   বসিলা আরম্ভ করি
চতুমুখে ধাতা   বিষ্ণু আদি তথা   আরো দেব ত্রিপুরারি ।
পার্ব্বতি সংকর   জতো মুনিবর   দিতে জে জর্জ্জ্যের আহতি
দেবো দিগেম্ব[র]   হরিষ অন্তোর   সঙ্গতি হয়া সক্তি ।
সক্তি সঙ্গে লএয়ে   স্থম যুক্ত হএ   লল্লাটের ঘম্ম টলে
ঘম্ম হস্তে লএ   স্থম যুক্ত হএ   ব্রহ্ম জর্জ্জ্যসালে ফেলে ।
ঘর্ম্মে[র] কারনে   য়গ্নি হুতাসনে   এক কন্ন্য জনমিল
দেখি দিগেম্বরে   প্রজাপতি তরে   তার তরে সোমপ্পিল ।
পালনের তথি   যুন প্রজাপতি   এই কন্ন্য লএ জাবে
সাবিত্রির তরে   লহ দিব তার তরে   প্রিতিপালন হইবে ।
রাষবোবাহন   অরুন বরন   চামরি জিনিঞে কেষ
মাজ্জন কলসি   হএ যে এলোকেসি   ভুবনমহন বেষ ।
রাসবোবাহন   অরুন বরন   দেখিএ ভাবি দেবগন
জর্জ্জ্যের আহতি   হইল উৎপতি   এ য়ার দেখি কেমন ।
কহে পঞ্চানন   যুন সর্ব্বজোন   এহার নাম সিতোলা
জোগেতে উদ্ভব   অগ্নির সম্ভব   মস্তকে যুবন্নের কুলা ।
অনন্তোরুপিনি   ভুবনমহিনি   দিবাকর জিনি আভা
চাচর কুন্তল   বার্ক্য জে কখিল   দেবগনের মনলোভা ।
নাসিকে মানিকে   চন্দ্র জে দুলিছে   কর্ন্নে শোভে কানবালা
হ্রিদি পরাপর   কুচের উপর   কাচলি করেছে আলা । ২ক]
নাভি সরবরে   কঠির উপরে   কিঙ্কিনি এহাতে সাজে
রতন লপুর   রুনুঝুনু স্বর   চরনে নপুর সাজে ।
রূপের বর্ম্নিমা   দিতে নাহি সিমা   তুলনা কি কব আমি
হরিদেবের মন   ভাবি অনক্ষ্যন   ক্রুপা কর জর্জ্জ্যেস্বনি ॥

॥ পদাবলী ॥

[৯খ কার বামা রনমাজে নেচে নেচে জায়ে রে ॥
বামা নেচে নেচে জাএ মাএর নপুরে পঞ্চম গা[এ]
আগে হএ যুধা লয়ে জগিনি জোগারে।
সম্ভু কয় নিসম্ভু তায় এ বামা মানব নয়
এলোকেষি ধরে যষি রুধিহ্নি দেবারে।
কমলাকান্তে কয় এ মানবরূপে মহামাএ
পদতলে সব ছলে সম্ভু পড়ে তায় রে ॥
বামার গলে দোলে মুণ্ডু[মালা] বিজলিত ষেষ আলা
রূপেতে ভুবন উজ্জলা জলধর তারে ॥

[১০খ যুন গ করুনাময়ি আমার দুখের কথা কই ॥
কান্ত ভববন্ধোনে মায়াজালে বন্দি হই ॥
আসিএ ভবের হাটে মর্ত্ত হলেম বিষয় মদে
ছয় রিপু ছয় কাল হএ মন কেরে ফেলালে য়ই ॥
কমলাকান্তের মন ভাবি সদাই ঐ চরন
করম দোষে ছয় কুজন আমার মন হরে জে নিলে য়ই ॥

[১৩খ হর দিগ্যাম্বর পার্ব্বতি সংকর দয়াময় দেব হরি হে ॥
সিঙ্গা ডুম্বুধারি ব্রসববেহারি জগতে জগত কল্পতরু হে ॥
দেব দেবরাজে ভবেতে নর মাজে সবেতে ভাবি তব পদ হে।
কমলাকান্তের মন সদা ভাবি শ্রীচরন অন্তে দিয় ঐ পদ হে।
তোমা বিনা আর না দেখি নিস্তার ভুবনে দেব দেবমাজে হে ॥

[১৬খ আর কিছু ধোন চাই[না] কিবোল চাই তো[র] চরন রাঙ্গা
ওমা তাও তো নেচেন ত্রিপুরারি অতেবো হলেম সাহসো ভাঙ্গা।
মা ভাই বন্ধু দারা যুতো সবাই হল ধনে রতো
ধোন পেলে সকলের ভাল [নইলে] করে সাহয ভাঙ্গা।
মা ভাই বন্ধু যুতো দারা খাবার কুটুম্বু তারা
নিদেন কালে ঘর বাড়ি সব সার হবে সব সযান ডাঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা মাকে বলবো ম[নের ক]থা
জপের মালা ছিড়ে কাথা জপের ঘরে রইল টাঙ্গা ॥

[১৯ক মা : মোরে করুনা করে স্থান দিও রাঙ্গা চরনে

আমারে জে আমা বলে মা এমন নাঞি মা এ ভুবনে ॥
পড়িচি মাআবন্ধনে পেছেতে আছে সমনে
পঞ্চভুতে দাগদারি কি করি কি হয় মনে।
রামপ্রসাদে কয় না কর মন সমনভএ
কালিপদ সারেস্বার গতি নাঞি মা তারা বিনে ॥

[১৯খ কে তোর রেখেচে নাম দয়ামই তারা
জে ডাকে মা তারা তারা তারে কর সারা ॥
দয়ার নাহিক সেষ কিবল কঠিন রেখ
কলঙ্কে পুরিল দেষে ওগো ভবদারা।
রামপ্রসাদ কয় মা জদি পাসান হয়
সুরধনির স্বরঙন লব ভবে পারাপারা ॥

[২১খ লে না কেন কোলে কালি ও গ কালি ব্রহ্মমই
মা বিনে সন্তানে স্নেহ আর কে করিবে তোমা বৈই ॥
দয়ামই মা তুমি অক্রিতি সন্তান আমি
ও পদে দিই পুষ্পঞ্জলি জদি ভবে বেচে রই ॥

[২২খ দেখ : দিখি মন বিচার করে সামা কি সামান্য মেয়ে।
অর্ম্র্যা ম্যায়্যর কম্ম কিরে সিবের মন ভুলাতে পারে ॥

[২৩ক,খ আরে মন না ভাবিও দুখঃ দুখঃ
কালি জখন জেমন রাখে তখনি যে সুক সুক ॥
কালের ভার কালেরে দিয়ে থাকো রে নিচিন্তে হএ
কালি ডাক্য মন খ্যাপা মেএ দেখ না কোত কোত ॥
কমলাকান্তেতে কয় না কর মন সমনভঅ
জেমন সব ছলে পদতলে জেমন সিবী হয়েচে অনুগুত ॥

দ্র. পরিশিষ্ট 'ক'।

২৪২ শোলক, হেঁয়ালী

কালিদাস (?)

পুঁথিসংখ্যা ৯৭৪ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৯"×২২" । লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর আগের।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

দুই সহদর তারা এক নাম ধরে সয়নকালে তারা উটিতে না পারে।

সর্ব্বঙ্গ সুন্দর তারা মুখ দুটি কাল কহেন কবি কালীদাস এই সোলক্ষের অর্থ ভাঙ॥ হিঞ্চালি শব॥

২৪৩ সত্যপীর পাঁচালী

দ্বিজ গুণনিধি

পুঁথিসংখ্যা ৭২২ ; পত্র ৬ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩½"×৩"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

আরম্ভ,

[১ক ওঁ নমো সত্যনারায়নয়েঃ॥

অসত্য ··· মুনি সত্যপির··· সত্যপির পতীতপাবন সুরাসুর তপোধন।

·· চতুরাল লম্বমাল শার্দ্দুলবাহন বিরাজিত মনোহর ···।

কুসম শর তনু···সোনার খড়ম পায়ে বাঘের চামড়া গায়ে

পরিধান কেবল কপিন সত্যবান ····· অবতির্ন্ন······

··মহামতি কলিকালে···

[২খ···সত্য পালনের হেতু মোর নাম সত্যপীর।

অসত্য সংসারে আমী সত্যনারায়ণ কর গিয়া য়ামার সির্ন্নির আয়োজন।

সাবধানে য়ুন তার যথাবিধি মুল গোধুম চুর্ন্নের গুঁড়া অভাবে তণ্ডুল।

দুগ্ধ গুড় সহিত মিশ্রত হবে চুর্ন্ন পাকা কলা মাখিবা···

ভনিতা,

১. হরি বল সভে মুখে রচিলা পরম সুখে কবিবর দ্বিজ গুননিধি॥

২. অনুষ্ঠান বিধি বিরচিল শ্রীকবি পণ্ডিত গুননিধি॥

২৪৪ সত্যপীর পাঁচালী (চন্দ্রকেতু পালা)

লালমোহন

পুঁথিসংখ্যা ৭৪০ ; পত্র ১৬ ; অখণ্ডিত ; অতি জীর্ণ ; আকার ১৩½"×৫"। লিপিকাল সন ১২৫৭ সাল।

ভনিতা ও পুষ্পিকা,

[৩খ ······করিআ সর্ব্বদা শ্রীলালমহন গাঅ সেবিআ সারদা॥

[৫খ ······করিআ সর্ব্বদা শ্রীলালমহন গাঅ সেবিআ সারদা ॥

[৬খ পেকাম্বর পদদ্বঅ ভাবি নিরন্তর শ্রীলালমহন গাঅ ষুন সাধু নর ॥

[৭খ নাম্বিলা মউর মত্তে পসারিআ পাখা শ্রীলালমহন গাঅ সত্যপির সখা ॥

[৯খ পেকাম্বর পদদ্রঅ ভাবি নিরন্তর শ্রীলালমহন গাঅ স্থন সাধুনর ॥

[১১খ এ কথা বলিআ সিযুরে সপিআ কপটে চলিল পির

রুপাবন্ধে [ভন শ্রী]লালমোহন রক্ষ রক্ষ দস্তগির ॥

[১৩খ কোন্যা ক[অ] প্রসন্নরূপে ষুনহ নরপতি শ্রীলালমোহন কহে মধুর ভারতি ॥

[১৬খ শ্রীলালমোহন গাঅ সত্যপির স্মরি পালা হল্য পরিপুন্ন সভে বল হরি ॥

[চন্দ্রকেতু] পালা সমাপ্তং। লিখিতং শ্রীনদেচাঁদ পড়্যার সাকিম কআপাট পর ········ স্টধর পড়্যার সাকিম [ক]আ[পা]ট ইতি সন ১২৫৭ সন বার স সাতান্ন সাল তারিখ ৩ স্বাবন ····· সমঅ পুথি সারা হৈল্য। যুক্লপক্ষ পুথি সারা হল ॥

২৪৫ সত্যপীর পাঁচালী (শঙ্করগুড়্যা পালা)

শ্রীদয়াল

পুঁথিসংখ্যা ৭৮৪; পত্র ৪; খণ্ডিত; অতি জীর্ণ; আকার ১৪২ু"×৪"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের।

ভনিতা,

[২ক গুড়্যা সব শঙ্করগুড়্যার ডেরা পায় দিলে খশালিত করি শ্রীদআল গায় ॥

[৩ক শুনিঞা শভাই হৈল শজল নঅন দআল গাঅ দুয়া কর দৈবকিনন্দন ॥

[৩খ শ্রীকবি দআল গাঅ মন করি স্থির আশর সহিত দুয়া কর সত্যপির ॥

[৭ক শতি জদি বটে করূক শাবল পরিক্ষা শ্রীদয়াল গায় দস্তগির কর রক্ষা ॥

আরম্ভ,

[১খ ৭শ্রীশ্রীদুর্গা স্বহাঅ ॥ শ্রীশ্রীরামজিউ ॥

সঙ্কর গুড়্যার পালা ॥

সাহেবে সেবিআ গুড়্যা দিগুন দৌলত বাড়া ঘোড়া জোড়া ঘটাইল সাঞি

মাত্রাপতি জিনি মাত্রা ধামে ধৌত ধেনু জথা ধন ধান্য সিমা দিতে নাঞি।

মদকের মাত্তা লয়্যা হুযুরে হাজির হআ হুকুমে চলয়ে দস বিষ

খোসালে খেজমত করে কখন দোউড়্যা মরে খাতক সাধিএ অহর্ন্নিস।

কেহো গোঠে কেঁহ পালে রাখালি করিয়্যা বুলে গরুর পশ্চাত গরু হয়্যা

পালা করি রোজে রোজ কেহ বা দুয়াঅ বোজ হাটে বাটে হাক্কাক হইয়া।

কাহার কপাল খুব হুযুরেতে মহাবুদ পাঁচ টাকা বান্ধ্যা লএ বৈসে
সকল করএ দশা কাছে বস্যা খেলে পাশা মাহিন্যা খাএন মাসে মাসে।
কেহো খাড়া হএ একা নিরাগে হাকএ পাখা কেহ মাল্য জোগায় চন্দন
এমন যুখদ নাঞি সদয় হিদয় সাঞি স্বহাঅ কৃষ্ণ পাণ্ডবে জেমন।
জাতিগোত্রগন ছাড়্যা মাত্তা মদে ছিল গুড়্যা একদিন বিধির প্রবন্ধে
কুটুম্বে কর্ম্মের মুলে খিলাইতে করি দিলে কহে গুড়্যা হৃদঅ য়ানন্দে।
বলে সভে বাবাজি ইহার পর ভাগ্য কি খুব আপে করিলে ফর্ম্মান
পিরের কৃপাঅ জানি তোমার কিসের কমি ডেরা্যা মাত্তা প্রতিরম সমান।
বলায়্যা আপনাতিসরে পার্ক্বান পাকায় ডেরে হুকুম করিএ আপে বসি
/গাঁঠ্যে গুআ বান্ধ্যা জাই সাত দিগে সাত ভাই কুটুম্বেরে আমন্ত্রিয়া আসি।
বান্ধিয়া কাপড়া ধড়ি লঅ গুআ খরচা কড়ি দিগে দিগে সাত ভাই গেল
[জত]বিদ আল সঁবে আমন্তিআ কুটুম্বেরে খোসালেতে ডেরে সভে আল্য ॥

২৪৬ সত্যপীর পাঁচালী (মদনসুন্দর পালা)

বল্লভদাস

পুঁথিসংখ্যা ৯৪৫; পত্র ২; খণ্ডিত; আকার ১৪½"×৫"। লিপিকাল আ. ১৫০ বৎসর পুর্বের।

ভনিতা,

[১৬খ কালিকাচর[ন] মনে মনে জপে রামা কহেন বল্লভদাস পার কর উমা ॥
[১৮খ যুনে রামা দিলেতে হইল খোশালিত কহেন বল্লভদাষ মধুর শঙ্গি[ত] ॥
[৮খ কহেন বল্লভদাশ হাজার সেলাম নাএকেরে পরিপুর্ন্ন কর মনস্কাম ॥

[১৬ক /৭শ্রীশ্রীদুর্গা

... ... না জানিঞা দরিয়ায় ভাসালি।
বিদেসি বিরালা আন্যে বেটি দিলি দান দেখিয়া তাহার রঙ্গ না সহে জাহান।
চারি পর দিন গীয়া জঙ্গলেতে রয় কান্দনা কান্দয় সেই কিছু নাহি কয়।
যুনিঞা বেটির কথা রাজা লজ্জা পায়্য হাগগত বিরলে রানিকে কহে গিয়্য।
বিদেসি বিরাআল্য বেটি দিলি দান দেখিয়া তাহার রঙ্গ না সহে জাহান।
চারি প্রহর দিন তেজি জঙ্গলে গিয়া রয় কি লাগিয়া কান্দে সেই কিছু নাঞি কয়।
যুনিঞা রাজা[র] কথা রানি লজ্জা পায়্য হগিগত পুছেন বিরলে মাঙ্গাইয়া।
সমুখে বসইয়া [তারে] পুছে দণ্ডরায় চারি প্রহর দিন তোর জঙ্গলে কেন জায়।

না কর গোছল কেন কিছুই না খায়   ভালমন্দ নাঞি কহ কি কাজে বেড়ায়।
এহা যুনি রাউতি কহেন নৃপবরে   কালিপুজা ব্রত আছে ভ্রমি সে খাতিরে।
কালিপুজা দিব আমি লক্ষ্য বলিদান   এই ব্রত আছে রায় কর অবধান।
দেশ মধ্যে আন্য দিবে লক্ষ্য লক্ষ্য বলি   শদয় হইয়া বর দিবে ভদ্রকালি। ১৬ক]
[১৬খ এহা যুনি ভূপতি করিল অঙ্গিকার   রাউতি ঠিকানা চলি গেল আপনার।
কারীকর মাঙ্গাইয়া দিলেক আরতি   দেবির দেহারা ঘর গড়ে সিঘ্রগতি।
চারিদিগে গড়িল দেবির ভাল ঘর   পুষ্পিত মালঞ্চ তায় রুপিল বিস্তর।
ফুটিকের স্তম্ব তায় দক্ষিন দুয়ার   নানাবন্নে গড়ে বিসাই সিমা নাঞি জার।
নানাবন্নে তরুলতা গোবাক নারিকেল   হইল পুজার সাজ আনন্দ সকল।
দুন্দুবি মাদল বিনা বাজে জয়ধ্বনি   গায় মধুর গান যুমধুর যুনি।
গায়নের পশ্চাতে রাউতি খাড়া হয়্য   নয়নে গলিছে বারি জয় জয় দিয়্য।
কালিকাচর[ন] মনে মনে জপে রামা   কহেন বল্লভদাস পার কর উমা॥
গিত বাদ্য কলরব যুনিঞা মদন   মালির হাথে ধরে করে জিজ্ঞাসন।
মালি যুনিঞা বলে যুন মদনজি   রাজার জামতা পুজে তাহা যুন কি।
মদন বলেন রামা চল দেখি গীয়্য   জনম শফল হকু ভবানি দেখিয়্যা।
মালি বলেন এহা বলিলে কি হয়   ঘর হইতে বাহির হইলে আপনার নয়।
মদন বলেন মাগী যুভদিন এমন......
[১৮ক ...   .   পুরীল বাসনা।
রাজা বলে লক্ষবলি এক না কুলায়   মালিনির ঘরে আছে যুন দণ্ডরায়।
ইহা ধনি জদি মনে নাঞি কর আন   রাজার হুকুম মোরে গারড় গীয়া আন।
হুকুম পাইয়া ধায় তামাম লস্কর   রাউতি আপনি গেল মালিনির ঘর।
চারিদিগে বেড়িলেন মালিনির ডেরা   শেনাগনে পুছে গিয়া কেন আল্যে তোরা।
মালি মাগি যুনে কয় হাতনাড়া দিয়া   যুন হে মদনজি দিমু বলি হয়্যা।
কে রেখ্যছে কে দেখেছে যুনেছে হেতায়   দহমদ দিতে আইল রাজার জামতা।
যুনিঞা রাউতি হইল পাবক আকারা   ঘোড়ায় চাবুক তুল্যে করিল প্রহার।
আপনি রাউতি তাকে ঘরেতে পৌচিল   গারড় আকার প্রাননাথে নিরক্ষিল।
রাজার হুযুড়ে রাউতি পৌচিল   গারড় মালিনি বাধ্যে হুযুরেতে গেল।
রাউতি বলয় দেহ মনুশ্য করিয়্যা   মালি মাগি যুনে কয় হাতনাড়া দিয়্যা।
মালিনি বলেন মদন যুন মন দিয়া   গাদারে কাটিলে কভু জায় ঘোড়া হয়্যা।
যুনিঞা রাউতি হইল পাবক আকার   হুকুম করিলা তথা চিরিতে তাহার।

মাঙ্গাইল করাত চিরিতে লয়া জায় কাতর হইলা মাগি বিশ্বিত হিয়ায়।
একজন লাগিয়া জাহান কেন দিব আমি জদি জিয়া থাকি কতো নাগর পাব।
মারাধরা কাজ নাঞি আদিম্মি করা দি ১৮ক]
ষুনে রামা দিলেতে হইল খোশালিত কহেন বল্লভদাষ মধুর সঙ্গি[ত] ॥
৶শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

গলার চম্পক মালা মালিনি লইইল ললিতা মুর্ত্তি ধরি মদন যুন্দর হইল।
রাত্রি পোহাইল জেন হইল ষুপ্রভাত ব্রত সাঙ্গ আনন্দ পাইল গোপীনাথ।
প্রানপতি হেরি রামা করিল প্রনাম জানকি পাইয়া জেন আনন্দ রঘুরাম।
জামা জোড়া রাউতি রাখিল সব থরে জানিকি পাইয়া জেন আনন্দ রঘুবিরে।
দুহাথে কুলপি শংক্ষ পাটশাড়ি পরে ইন্দ্রের ইন্দ্রানি জেন হেন ষুব্য ধরে।
ষুবেশ হইয়া কাছে আইল কামিনি মেঘেরে ছাড়িয়া জেন আইল ষুধাম্মিনি।
ইন্দ্র আইল জেমন তেন ভগবান জমুনা শামলি জেন শাবিত্রি শমান।
উশায়নি রুদ্র জেন গোবিন্দের নাতি রাজা বলে জেন দেখি আইল পার্ব্বতি।
রাম সিত্যা জেন দেখিতে দুই জন কান্দয়ে তামাম লোক হইয়া অচেতন।
কান্দয়ে সকল লোক দুই জন দেখি রাজার সাক্ষ্যেতে কিছু কহে চন্দ্রমুখি।
রাউতি বলেন নৃপ তুমি ভাগ্যবান ষুকদেব শম জ্ঞ্যানি রাজা যুবৎবান।
আমার দুর্খের কিছু সংক্ষ্য দিতে নাঞি কপালে কি আছে লেখ্যা কি করে গোঁসাঞি।
নিজ পতি লয়া কিছু আমি অপ্রযুতা দোঁহারে করহ দান হয়্য মোর পিতা।
এহা ষুনি খিতিনাথ খোসালিত হইয়া দিলে নানা বাদ্য ঘোশোন পড়িল সেইকালে।
কহেন বল্লভদাশ হাজার সেলাম নাএকেরে পরিপুর্ন্ন কর মনস্কাম ॥১৮খ]

২৪৭ সিদ্ধিপটল

নরোত্তমদাস

পুঁথিসংখ্যা ৯৭০ ; পত্র ২ ; খণ্ডিত ; আকার ৯" × ৪" । লিপিকাল সন ১১৮৬ সাল।

[২ক উজ্জল : ॥ কোন উজ্জল : রশউজ্জল : ॥ কোন রশ : প্রেমরশ ॥ কোন প্রেম : নবপ্রেম ॥ কোন গণ : প্রহড়ার গন ॥ কোন প্রহড়া : নব রশ প্রহড়া ॥ সভাব কী : প্রকৃতি ॥ কিশোরিজিউর : কোন মুখ : মঞ্জুরি মুখ ॥ কোন আক্ষান : মঞ্জুরি আক্ষান ॥ কোন ভাব : গোপীভাব ॥ কোন শখি : প্রিয়শখি ॥ কোন সম্প্রদা : মাধোআচার্য্য সম্প্রদা ॥ কোন গোত্র : অচ্যুত গোত্র ॥ কোন জাতি : আভির জাতি ॥ বশতি কোন গ্রামে ॥ জাবট গ্রামে ॥ কি ভাব ॥ পরকীয়া ভাব ॥ তোমাতে কি সেবা : ॥ এখানকার ভাব : চরনকমলে ॥ সেখানকার

ভাব : হৃদয়কমলে ॥ কোন ভজন : ত্রিতিয় আনন্দকন্দ ॥ যুগলস্ব ভাব ॥ কোন মুত্তি : কৈশোর মূর্ত্তি ॥ কোন রাগ : নব অনুরাগ ॥ ২ক][২খ রশ উজ্জল..... কান্তি ॥ কোন স্থানে ॥ গৌড় ব্রজে ॥ বাশনাকুঞ্জ ॥ শেবাপ্রাপ্তি ॥ কোন মঞ্জরিমুখ ॥ অনংঙ্গ মঞ্জুরির মুখ ॥ কোন কুঞ্জ ॥ অনঙ্গ অম্বুজকুঞ্জ ॥ কোন বর্ন্ন ॥ উজ্জল গৌরবর্ন্ন ॥ কৌন বস্ত্র ॥ নিলবস্ত্র ॥ কোন যেবা ॥ বেশ সেবা ॥ কোন গায়ত্রী ॥ কামগায়ত্রি ॥ কোন বিজ ॥ কামবিজ ॥ সেবা কোন ॥ অষ্টকাল শেবা ॥ তোমার বিশয় কী ॥ কৃষ্ণভজন উর্দ্দেশ ॥ অনুরাগ কী ॥ নির্ত্তিনৌতন পিরিত্তি ॥ অনুরাগ কী ॥ দুই হয়ে ॥ ভইতিক দেহের ॥ শীর্দ্ধীদেহের ॥ প্রসংঙ্গ কি ॥ ভজনপ্রসঙ্গ ॥ ভক্তি কার সঙ্গে ॥ সজাতিয় সঙ্গে ॥ অভিমান কী ॥ সাধক শীর্দ্ধ ॥ কৃষ্ণে কোন বুদ্ধি ॥ অপ্রাকৃত বুদ্ধি ॥ ঐশর্য্য কী ॥ ইশ্বরত্ত ॥ ২খ] [৩ক মাধুর্য্য কী : লোকবত লীলা ॥ কৃষ্ণের কোন বিচার : ঐশর্য্য মাধুর্য্য বিচার ॥ বস্ত নির্দ্দেশ ॥ কোন রতির আশ্রয় : সামর্থা রতির আশ্রয় ॥ সামর্থা রতির বিসয় কী : কৃষ্ণ সাক্ষাত ॥ কৃষ্ণের চেষ্টা কী : সম্ভোগ ॥ কৃষ্ণের স্বভাব কী : ধির ললিত ॥ ধির ললিত কাকে বলি : অত্যন্ত প্রীয়শীবশ ॥ ভক্ত কয়ে : ভক্ত দুই ॥ বৈধিভক্ত : রাগভক্ত এবং দুই ॥ বৈধি ভক্তের প্রাপ্তি কোথা : বৈকুণ্ঠ ॥ রাগভক্তের প্রাপ্তি কোথা : শ্রীবৃন্দাবন ॥ কথং ভজন উদ্দেশ ॥ শ্রীগুরুআশ্রয় তস্মাৎ কৃষ্ণদিক্ষাদিশীক্ষনং ॥ অন্যস্থানে এ কথা না কর পঠন। মর্ম্ম বুঝি এক চিত্তে করহ সাধন ॥ এই শীর্দ্ধিপটুল প্রচার না করিবা। প্রচার করিলে আপনার সর্ব্বনাশ হৈবা ॥ শ্রীরূপসনাতন পদে জার আশ। শীর্দ্ধিপটুল কহে নরোত্তমদাশ ॥

ইতি সন ১১৮৬ সাল তাঃ ৮ মাঘ ॥

২৪৮ হরগৌরীর কোন্দল, (শ্রীনিবাসাষ্টক, শ্রীরূপাষ্টক)

রামনারায়ণ

পুঁথিসংখ্যা ৬৮০ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩" × ৯½"। লিপিকাল আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের।

৭ শ্রীহরি ৭ শ্রীকৃষ্ণ ॥

কিত্তিবাসে কুর্চ্ছ করি কোন কাত্যায়নি
বলে যুন সদানন্দ কোথা বঞ্চিলা রজনি ॥
তুমি কোন লাজে দেবের মাঝে বৈস্বা পষুপতি
সদাই পরের নারি সঙ্গে রঙ্গ কর্যা থাক জতি ॥
পর : বাঘছাল বেড়া কাল কণ্ঠে ত কংঙ্কাল
এমন কোন দেবতা লগ্ন মগ্ন বাজাইঞা গাল ॥

এমন কোন দেবতা কেবা কোথা ভস্ম মাখে গায়
কোন দেবতা কেবা কোথা ভিক্ষা মাগ্যে খায় ॥
ষুন সুলি সত্য বলি মিথ্যা কভু নয়
এমন ভূতকে লঞা নাংঙট হঞা কেবা কোথা রয় ॥
সঙ্গদোসে সকল নাশে জানি পুর্ব্বপর
তেঞি ধুতুরা খাঞা খেপ্ত হঞা বলায়ো দিগাম্বর ॥
হিঁর্য়্যার সনে মগ্ন মনে থাক রাত্রদিনে
তভূ দেবতাগুলা চরনধুলা লই সে কোন গুনে ॥
মরুক তুমিয় জেমন তারায় তেমনী জানি সভাকার কথা
তোমার ব্রহ্ম ভায়া খ্যাঞা হায়া হইছিল্যা তুহিতা ॥
দেবের রাজ তার কাজ সুনি লাগে ভয়
তেহ গুরুজায়া লোভ কর্য়্যা হইল য়ঙ্গময় ॥
সকল দেবের সার অবতার হইল্যা শ্রীহরি
তেহ কত খেলানিলা কৈল্যা লঞা গোপের নারি ॥
কভূ গোপকুমারির বস্ত্র হরি রাখিল্যা গাছের ডালে
কভূ জাইতে জলে ঘাটেকুলে রন সন্ধ্যাকালে।
কভূ দানির ছলে তরুমুলে রহিতা দানির ছান্দে
ষুনি গোপের মায়্যা ধর্য়্যা দধির ভার দিঞাছিল কাঁন্ধে।
জখন মান কর্য়্যা গোপের নারি রহিতা রোসে ফুল্যা
তখন জাইঞা বিনয় কর্য়্যা চরন ধর্য়্যা লইত্যা মাথে তুল্যা
কিন্তু তারাওঁ এমন লয় তারায় হয় দেবকন্যার পারা
জাদের রূপের তেজে মলিন লাজে হইছে শশোধরা।
জাদের চরনতলে অরুন খেলে নখের চান্দে ছান্দা
পদে স্বরদ স্বসি সহ নিবাসি ষুনি লাগে ধান্ধা।
কিন্তু তোমার জোটে নাহিকো ঘটে ষুন গঙ্গাধর
তোমার নিচ সঙ্গে উলা মেলা তেঞিত দিগাম্বর।
সকল পারি কোচের নারি সঙ্গে কেনে প্রেম
জেন গজদন্তে বাধা গেল জড়িত কর্য়্যা হেম।
তোমার বএস এত তভূ এত লম্পটে প্রিবিন
হেদে আমি মেআ তেঞি ত সআ থাকি এতদিন।

সুন সুলপানি কতো জানি কইতে তোমার কথা
থাকি দেবের নারির মাঝে লাজে হেট করিঞা মাথা।
কোচের দারি লঞা ঘরে করহ ভ্রূকুটি
জাব অতৎপর বাপের ঘর পুত্র লঞা দুটি।
এত বলি ভদ্রকালি চলিল্যা বাপের ঘর
তখন পসুপতি পার্ব্বতিরে করেন উত্তর।
সিব বলেন অলো সিবে না করিহ রোষ
উত্তরে উত্তর দিতে মোর কীবা দোষ।
তোমি খরতরি বিষহরি দেখ্যা লাগে ভয়
এমন হাতনাড়া নাঃকতড়া কার বা পতি সয়।
সদা রাতুল এাখি ক্রোধমুখি বৈইসিতে সাধ কাছে
সবে ডাগর গলা চৌবালা ঐ গুণটি আছে।
আমি সোষানবাসি সঙ্গদুষি সদা রঙ্গভঙ্গ
কে সে অমর অসুর ভাষুর আগে হঞাছিলা উলঙ্গ।
তোর রন দেখি দেবতাগোলা সর্গপথে বৈস্যা
তোমার উদাম কেষ নাংঙটা বেষ দেখ্যা মরে হাস্যা।
তোমার কাছে কাছে ডাখিনি নাচে দানায় ধরে তাল
সঙ্গে আছে বালক সিবা গলায় মুণ্ডুমাল।
বিকট যুভা ললিত উভা আসিল অসুরঠাট
অঙ্গে রুধিরধারা জেন খাপার পারা সব্দ মারকাট।
জখন রনঝম্পে মহি কম্পে উঠিল কুলকুল
উড়ে মুখে ধুলা দেবতাগুলার মার্গে না জায় চুল।
সর্ব্বে অমরকুল বস্ত্র গলে ধরিল মোর পায়
বলে তারার রনে প্রলয় বিনে শ্রিষ্ট ভাস্যা জায়।
তোর পাএর ভরা ধরিতে ধরা নারে লো পার্ব্বতি
তখন পাদপদ্মে পড়িঞা পতি দিলাম নিজ ছাতি।
এমন কোন দেবতার পতি পড়ে পত্নির পদতলে
এমন কোন দেবতার প্রিআ পদ দেঅ বা পতির গলে।
কোন দেবতার পতি কত বক্ষে ধরে বামা
এমন পতির উপর চরন রাখে কোন দেবতার রামা।

ষুন ল সতি এমন পতি কার বা আছে রামা
তভু মন কর দিগাম্বর দেখিতে নার আমা।
আমিহ খেপা তুমিহ খেপি ষুন ল যুন্দরি
আমিহ জদি দিগাম্বর তুমিহ বট দিগাম্বরি।
আমিহ জেমন তুমিহ তেমন জেমন রাধাকানু
নাহি দ্বিতে ব্রেথ সকল এক ভিন্ন্যা কেবল তনু।
সুনি খেমঙ্করি ক্ষেমা করি আইষ নিজ ঘরে
বল্যা হাস্যা হাস্যা হরগৌরি ধরিল অম্বরে।
এমন করল ছলে কত বলে দোহে দ্বোহার লিলা
সদানন্দের সঙ্গে সিবা একত্রে বসিলা।
এইরূপে সিবা সিবে পরিহার্স্য কুন্দুল
জেবা যুনে ভনে তার মর্ত্তে অমরকুল।
রায় সঙ্করে পদদ্বন্দ ভাবি রাত্রদিনে
হরগৌরির কুন্দুল রামনারায়নে ভনে॥
ইতি তারিখ ৮ ফাগুন।

২৪৯ হরমঙ্গল (শিবকীর্ত্তন)

রামেশ্বর

পুঁথিসংখ্যা ৯২১ ; পত্র ১২০ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪২" × ৫"। লিপিকাল ১২২৩ সাল। বিভিন্ন হস্তাক্ষরের বিভিন্ন পুঁথির পাতড়া।

গ্রন্থরচনাকাল, পরিচয় ও পুষ্পিকা,

[১১ক শিবাম্নির্তা কত কথা করিয়া বর্ম্নন নাথের অঙ্গাহ হইল নতুন কির্ত্তন।
শাকে হইল চন্দ্রকলা রাম কৈল কোলে [১১খ রাম হইল বিধিকান্ত পড়িল অনলে।
সেইকালে শিবের সঙ্গিত হইল সারা অবনিতে আইল জেন অমৃতের ধারা।
নিগুন নিগুন জলে কৈল নিজজিত নির্ম্মলনাথের হইল হল্য নিম্মল সংঙ্গিত।
নির্ব্বচিতে এই গিতে গিতে নাঞি দোঁস হরি হর হৈ[ম]বতি সভার সন্তোস।
এহাতে আমার কিছু দোস গুন নাঞি ভালমন্দ সব ভব ভবানির ঠাঞি।
উর্ত্তম মর্দ্ধমাধম সর্ব্ব মনোহর অক্ষরে অক্ষরে মধু ক্ষরে নিরান্তর।
জসমন্ত সিংহবাহিনির দাস সের রাজসভাতে হইল সঙ্গিতপ্রকাশ।
বিস্থারে যুধাপতি অতি বিলক্ষন যুক্রু সম সভা করে অতি বিচক্ষন।

পণ্ডিতে প্রথিবিপতি পণ্ডিতে পণ্ডিত   গুনীপ্রিয় গুনবান গিতবাদ্য রত।
প্রতাপে পাবক সম সাগরে গভির   অভিরত ধর্ম্মভীত জেন যুধিষ্ঠীর।
রূপে কাম রনে রাম জেন হরিচন্দ্র   সকলে সামর্থেত প্রীত সদানন্দ।
নিত্ত জপ পুজা করে দান জজ্ঞ ব্রত   পায়্যা জার প্রসাদ পাতকি হইল পিৃত।
জগত ভরিল জার যশ কিৰ্ত্তি গানে   কন্নর্গড়ে কবি রামে কেবা নাঞি জানে।
ভঞ্জ ভূমিশ্বর ভূপ ভুবনবিদিত   ঋপুগৰ্ব্ব খৰ্ব্ব সৰ্ব্ব গুন সমন্নিত।
[১২ক তিহোঁ স্থান দিয়া মান বাড়াইল জত   নিরপিত নহে তাহা নিবেদিব কত।
সুপুত্র কলত্র গোত্র সুখে রাখ সিব   রক্ষ মহারাজের আশ্রিত জত জিব।
ভুবন ভরিবে ধনে বানে দিবে জয়   বজ্র সম বান জেন ব্রর্থ নাঞি জায়।
কুঙরের কল্যান করিবে নিরান্তর   তিন বর্গ তারিনি শঙ্কর দিবে বর।
মহিতলে জথাকালে মেঘে দেলে পয়   শস্যভরা হল্য ধরা ব্রহ্মন নির্ভয়।
শম্ভুরাম ভায়ার ভরন কর প্রভু   পদছায়া দিঔ দয়া ছেড়ো নাঞি কভু।
গৌরি পাৰ্ব্বতি সরস্বতি সদাত্রয়   দুৰ্গাচরন আদি করে ভাগিনাপুত্র ছয়।
দয়া করে রাখিবে সকল পুত্র কটী   সভাকারে সুদ্ধ মোনে রাখিবে ধুৰ্জ্জটি।
সমিত্রার সুভদয় পরশির প্রিয়   পরকালে প্রভু পদতলে স্থল দিয়।
পরমানন্দের কর পরম আনন্দ   হ্রিদয়রামের কর সকল স্বচ্ছন্দ।
আসর সহিত সদাশিব দিবে বর   গ্রন্থ সাঙ্গ হইল হরিধ্বনি কর নর ॥

গ্রন্থ সক্ষর জার জানিবে নিশ্চয়   বালিয়া পরগনার পুৰ্ব্বদিগ হয়।
আশ্রমের কথা কহি যুন গুনধাম   তিনকুলে উপাদান খুরুট নামে গ্রাম।
র অক্ষোরে নাম মোর নিবেদন যুন   [১২খ পড়িবেন গ্রন্থখানি করি বিলক্ষন।
জথা দিষ্ঠং তথা লিখিতং লিক্ষোকো নাস্তি দোসকং ভিমস্যামি রনে ভঙ্গ : মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥ ইতি সন ১২২৩ সাল তাং ৫ কাত্তিক ॥

[৪খ পালা হইল পুর্ন আসির্ব্বাদ অতপর   শৃজিত অজিত সিংহে রক্ষ মহেস্বর।
রাজারানি রাজকার্য্যা রার্য্যের সহিত   কল্যানে রাখুন দেন জার জে বাঞ্চিত।
নায়কে গায়কে সুখে রাখুন সঙ্কর   হরের পিরিতে হরি বল সৰ্ব্ব নর।
মধুক্ষর মনোহর মহেস্বর গিত   রচে রাম রামসিংহরাজ প্রতিষ্ঠীত ॥
আদিপালা সমাপ্ত ॥৭॥
[৪৭ক, খ ভনে দ্বিজ রামেশ্বর ভাব্যা ভাগবত   জসোমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত ॥

[৪৮খ হরিনাম শৈলশক্তি সকলের পরে বিচারিয়া বলিলা বৈষ্ণব রামেশ্বরে ॥
[৫২ক ভাবিয়া শ্রীভাগবত ভাসিল ব্যাসের মত লক্ষন জস[ম]ন্ত সহোদর ॥
[৬৬খ ভট্ট নারায়ন মুনি সন্তান কেসরকুনি অতি চক্রবর্তি নারায়ন
তস্য সুত কৃতকির্ত্তি গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তি তস্য সুত বিদিত লক্ষন।
তস্য সুত রামেশ্বর সম্ভুরাম সহদর সতি রূপবতির নন্দন
সুমিত্রা পরমেশ্বরি পতিব্রতা দুই নারি অজধ্যা নগর নিকেতন ॥ ৬৬খ]
[৬৭ক পুর্ব্ববাস জদুপুরে হেমৎ সিংহি ভঙ্গে জারে রাজারামসিংহ কৈল প্রিতি
স্থাপীয়া কৌশিকতটে বরিয়া পরান পাটে রচাইলা মধুর সঙ্গিত ॥

২৫০ হরমঙ্গল (শিবের গীত)

দ্বিজ বিনয়লক্ষ্মণ

পুঁথিসংখ্যা ৯২৭; পত্র ২৪; খণ্ডিত; অতি জীর্ণ; আকার ১৪"×৫"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসর পুর্বের।

ভনিতা,

[২ক বিনয়লক্ষন বলেন সিবের চরনে সিব বই ঠাকুর নাঞি সয়াল ভুবনে ॥
[২খ বিনয়লক্ষন গান সিবের করি ছন্দ পুষ্পের সৌরবে দেবির হৃদয় আনন্দ ॥
[৩খ তার জত পুন্ন থাকে তাহা পাবে তুমি রচিল লক্ষন দ্বিজ সেবিআ ভবানি ॥
[৫ক বিনয়লক্ষন বলেন হরপদ আসে অন্তকালে দয়া করি রাখিহ কৈলাসে ॥
[৫খ বিনয়লক্ষন গায় সিবের করি ছন্দ মালিনি দেখিআ গোসাঞি লাগে বড় ধন্দ ॥
[৬ক সুনিঞা দৈত্যের বানি ধ্যানে জানি সুলপানি কর নন্দি মালিনির তবাস
অবনি লোটায়্যা কায় প্রনমি সিবের পায় গাইল লক্ষন সিবের দাস ॥
[৬খ মালিনি না পায়্যা আইল সিব বিত্তমানে রচিল লক্ষনদেব সেবি পঞ্চাননে ॥
[৭খ বিনয়লক্ষন গান সিবের করি ছন্দ দুর্গারে পাইআ সিবের পরমা আনন্দ ॥
[৮ক বিনয়লক্ষন গান সিবপদগতি দুর্গারে দেখিআ জে ভুলিল পশুপতি ॥
[৮খ বিনয়লক্ষন গান ভাবি মহেশ্বরে পুষ্পগ্রামে ঘর বটে জাহ্নবির তিরে ॥
[৯ক বিনয়লক্ষনে গায় ভাবিআ সিবের পায় সিব বিনে অন্য নাহি জানি
সিবের ভবানি শৈব সনাতনী সভায় রক্ষ নারায়নি ॥
[৯খ বিনয়লক্ষনে গান সিবের করি ছন্দ ক্রিপা কর বিশ্বনাথ হৃদয়আনন্দ ॥
[১০ক বিনয়লক্ষনে গান সিব সিবগতি পুষ্পশয্যায় রহিল দোঁহে সঙ্কর পার্ব্বতি ॥
[১০খ সিবের পদতলে কহে বিনয়লক্ষনে সিব বই ঠাকুর [নাঞি স]য়া[ল ভুবনে] ॥

[১১ক বিনয়লক্ষ্মন বলেন সুন ত্রিলোচন   নবি দুর্গা নিজ পুরি দিল দরসন ॥
[১১ক বিনয়লক্ষ্মনে গায়   ভজীআ সিবের পায়   জনমে জনমে তুয়া বাস
জেন ভকত হয়   উদ্ধারিবে নিশ্চয়   সেবকের পুরিবে আস ॥
[১১খ সিবের কথা দুর্গা বিনে না জানে অন্য জন   বিনয়লক্ষ্মনে গান সেবিআ ত্রিলোচন ॥
[১২খ বিনয়লক্ষ্মনে গায় সিব সিবগতি   সিবের গিত সুনিলে হয় এ সুখ মুকতি ॥
[১৩ক অভয়া লইআ কিছু যুনিব কাহিনি   রচিল লক্ষ্মনদেব সেবিআ ভবানি ॥
[১৪ক বিনয়লক্ষ্মন গান সিবের করি ছন্দ   ক্রিপা কর সদাসিব হৃদয়আনন্দ ॥
[১৪খ বিনয়লক্ষ্মনে গায়   ভজিআ সিবের পায়   সিব বিনে আন নাহি গতি
সিবা ভবানি দেখি   তোমার চরন সেবি   বিষ্ণুসভায় রক্ষিবে পার্ব্বতী ॥
[১৫ক বিনয়লক্ষ্মনে গান সিব সিবগতি   [মা]য়ে ঝিয়ে হ[ই]ল এখন আনন্দিত মতি ॥
[১৫খ দৈবের ঘটন কভু না জায় খণ্ডন   রচিল লক্ষ্মনদেব সেবিআ পঞ্চানন ॥
[১৬খ বিনয়লক্ষ্মন গান সিবের করি ছন্দ   দেবিরে পাইআ হর হৃদয়আনন্দ ॥
[১৬খ রচিল লক্ষ্মন দ্বিজ সেবি মহেশ্বরে   পুষ্পগ্রামে ঘর বঠে জাহ্নবির তিরে ॥
[১৭খ অধিবাস হইল   দেব জানাইল   বিভা হেতু হর জায়
সিবের চরন   ভাবি একমন   বিনয়লক্ষ্মন গায় ॥
[১৮খ বিনয়লক্ষ্মন বলেন সিব উদ্ধারিহ   অন্তকালে বিশ্বনাথ চরনে স্থল দিহ ॥
[১৯ক ঠেলা না মারিহ বরে বলে নারদ মুনি   বিনয়লক্ষ্মন গান সেবিআ ভবানি ॥
[১৯খ আনিল ঔসদ তার কত লব নাম   সিবের চরনেতে বিনয়লক্ষ্মন গান ॥
[২০ক বিনয়লক্ষ্মন গায় সিব সিবগতি   বিসাদ ভাবিআ কান্দে মেনকা জুবতি ॥
[২০খ বিনয়লক্ষ্মন গান হরপদ আসে   সিব সঙ্কর নকল করে রিসির মায়্যা হাসে ॥
[২১ক সুক্তি মুক্তি রহুক আমার মহাদেবের পায়   সিবের চরনে বিনয়লক্ষ্মনেতে গায় ॥
[২১ক বিনয়লক্ষ্মন বলে সেবিআ সঙ্কর   বর দেখ্যা মেনকার জলিল অন্তর ॥
[২১খ সুকতি মুক্তি রহুক আমার বিশ্বনাথের পায়   কেসবের চরনেতে বিনয়লক্ষ্মন গায় ॥
[২২ক বিনয়লক্ষ্মন গায় সিব সিবগতি   সিবের গিত সুনিলে হয় যুকতি মুকতি ॥
[২২খ ভঙ্গ দিআ ঘরে জায় জত আয়্যগন   রচিল লক্ষ্মন দিজ সেবি পঞ্চানন ॥
[২২খ বিনয়লক্ষ্মন বলেন মহাদেবের বরে   পুষ্পগ্রামে ঘর বঠে জাহ্নবির তিরে ॥
[২৩ক বিনয়লক্ষ্মন গায় সিব সিবগতি   সিবের গিত সুনিলে হয় যুকতি মুকতি ॥
[২৪ক রচিল লক্ষ্মনদেব সিবের করি ছন্দ   কৃপা কর সদাসিব হৃদয়আনন্দ ॥
[২৪ক বিনয়লক্ষ্মন গান সিব সিবগতি   সুনিলে সিবের গিত সুকতি মুকতি ॥
[২৪খ হেমন্তের বাড়ি গিআ   সভে হরসিত হয়্যা   বসিবারে পাইল আসন

বিনয়লক্ষন করিল সুরচন জারে ক্রিপা কৈল ত্রিলোচন ॥
[২৫ক বিনয়লক্ষন বলেন সিব সিবগতি সুনিলে সিবের গিত এ সুখ মুকতি ॥
[২৫ক বিনয়লক্ষন বলে সিব সিবগতি সুনিলে সিবের গিত এ সুখ মুকতি ॥
[২৫খ ভাবিআ সিবের পায় বিনয়লক্ষন গায় সিব বিনু অন্য নাহি গতি
সিবা ভবানি দেবি তোমার চরন সেবি বিপ্রগনে রক্ষিবে পার্ব্বতি ॥
[২৫খ বিনয়লক্ষন গায় সিবের করি ছন্দ হরগৌরি দোঁহাকার হৃদয়আনন্দ ॥

নির্য্যাস,

[৪খ মালঞ্চ ভিতরে আছে দিঘি সরোবর সাণেতে রচিত ঘাট সুবাসিত জল ।
তার পূর্ব্বদিগে পাসানের বারদ্বারি ঘর তার উপরে বার টঙ্গি বার দেন হর ।
সেই ঘাটে স্নান করেন মাতা রিসির ঝিআরি কাম্য করি পুজা করেন দেবি মাহেশ্বরি ।
[৫খ অসোকের পত্রে লুকাইলেন ভগবতি সেই চারি দৈত্য লয়্যা সুনিব ভারতি ।
সিবের অঙ্গের সৌরবে পবন বেগে ধায় জিআইআ চারি দৈত্য পাথর পেলায় ।
সংভ্রমে উঠিআ দৈত্য গদা লয়্যা করে আসিআ প্রনাম করে দেব মহেশ্বরে ।
আজি অপরূপ মোরা দেখিনু মালিনি মালঞ্চে দেখিনু আজি ইন্দ্রের নাচনি ।
[৬খ আগে আগে চল নন্দি লয়্যা সিদ্ধের ঝুলি মালঞ্চ বনে উপনিত প্রভু দেব সুলি ।
নবখণ্ড মালঞ্চ দেখি বলে পশুপতি নন্দির তরে বলেন সিব মধুর ভারতি ।
দেখ পুত্র ভিম রে মালিনি কোথা গেল কে মোর মালঞ্চ বন নবখণ্ড কৈল ।
[৬খ, ৭ক নারদ বলেন মামা তোমার চক্রবান করে চক্রবান খেপন কর মালঞ্চ ভিতরে ।
[৭খ পিতা মোর হেমন্ত মনি আমি তার ঝি মা মোর মেনকা বঠে অধিক বলিব কি ।
পুষ্প তুলিতে আইনু আমি মুনির বচনে দৈবের নির্ব্বন্ধে দেখা হইল তোমা সনে ।
আমি নাহি জানি প্রভু মালঞ্চ তোমার মোরে বিদায় দেহ মালঞ্চ না আসিব আর ।
তোমার জাতি নষ্ট কর্য্যা থোব কুলের খাঁখার ধর্য্যা লয়্যা বিভা দিব দৈত্য ভাতার ।
[৮খ আমার মালঞ্চ বনে ফুল তোল কার সনে দেবতা গন্ধর্ব্ব নাহি এথা
সুর মনি গন্ধর্ব্ব রামা জখন না ছিল তারা তুমি রামা তখন ছিলে কোথা ।
নীল অনীলের জস আছিল অনাগু পাস আমি আইলাঙ তোমার কারনে
মনি দিলেন আরতি পুজিবেন যুগপতি মোর পিতা পূজে ত্রিলোচনে ।

[৯খ, ১০ক আরতি পাইআ হইল মুনির গমন   চারি গাছি রামকলা জোগাল্য তখন।
চারিদিগে পুতিলেন চারিগাছি কলা   মধ্যে থুইল মুনি পুরস্ত ঘট বারা।
অসকের পত্রে হইল মউড় ছামনি   দেবি দেন জয় জয় ডম্বুর বাজান সুলপানি।
সিবের গলার মাল্য দুর্গার গলায় দিল   হরগৌরি দুই জনে মালা বদল করিল।
[১০ক রাম রাম স্বরনেতে প্রভাত রজনি   খট্যা হইতে গা তুলিলেন মহেস ভবানি।
প্রাতষকীর্ত্তি দন্তধাবন করিল ত্রিলোচন   প্রাতস্নান করিয়া পুজেন ধর্ম্মের আসন।
[১১ক এক পা আগুআন দেবি আর পা পাচ্ছান   সিবের তরে পড়ে মনে
ফির্য়া ফির্য়া চান।
সঘনে ফির্য়া চান দুর্গা পথ নাহি ভালে   উপনিত হল্যেন দেবি বল্লুকার কুলে।
ভাঙ্গা সঙ্খ কাচলি চিলের তরে দিআ   সমুদ্র পার হইলা দেবি সানন্দিত [হ]য়্যা।
[১১ক করে সাজি আঁকড়ি করি   হিমালয়ে মাহেশ্বরি   দেখি ধাএ এ পাটপড়সি
মেনকা আসিআ কাছে   বলে ঝিয়ে রহ নাছে   স্থনি দেবি মনে মনে হাসে।
[১১খ সা[ত] সমুদ্রের পার সিবমালঞ্চ বাড়ি   নন্দিকাল আছে তথা মালঞ্চ প্রহরি।
এ ভরি জুবতি কন্যা মালঞ্চের বনে   কিরূপে আছিল কন্যা বুঝ্যা দেখ মনে।
অভয়া পরিক্ষা লউক জদি হয় সতি   তবে অই পুষ্প দিআ পুজিব পসুপতি।
[১২ক কাটি সত হাত যুলি   তাহে অগ্নি প্রজ্বলি   ঘৃত তাহে দিল উভারিআ
পঞ্চামৃত মাখি পায়   দুগ্ধ ঢালি দিল তায়ে   সাতবার বেড়ায় পথ বয়্যা।
স্থর্য্যে করি দণ্ডবত   কাটারি করিআ ভর   খুর ভাঙ্গে গোড়ারি দিআ
খুর হইল খানি খানি   রক্তপাত নাঞি জানি   কাচা সরায় রহে দাণ্ডাইআ।
[১২ক জত মুনি বলে বিসাই আরতি কুলাবে   পঞ্চ কাটির পোল মোরে নির্ম্মান
করয়া দিবে।
কত স্থবর্ন দিল তরাজু ধরিআ [১২খ পোলো নির্ম্মায় বিসাই হরসিত হয়্যা।
তুঁস মৃত্তিকার মুছিতে আউটিল স্থবর্ন   স্থবর্নের পোলো বিসাই করিল শৃজন।
পোলো নির্ম্মাইআ দিল বিসাই মুনির বিগুমান   পোলো হাতে করি দেবি
বল্লুকার কুলে জান।
বল্লুকার কুলে দেবি দিল দরসন   দেবিরে দেখিআ সিন্ধু করিল সম্ভাসন।
দেবি বলেন জলমুর্ত্তি বিষ্ণু অবতার   পোলোতে রহিয় জ[ল] না পড়িহ একধার।
পঞ্চ কাটির পোলো করি জল আনিল   সিবের ক্রিপায় দেবির সতিত্য হইল।
[১২খ তুসের নৌকায় দেবি বল্লুকা হইল পার   সিব সিব বলিতে দেবি হইল নিস্তার।
[১৫ক, খ হিঙ্গুলিআ ঘট নিল হীঙ্গুলিআ তুলি   ফটিক পাথর নিল সমুদ্রের বালি।
চালু চিড়া নবি দুর্গা সখির সঙ্গে লয়্যা   রাজপথে খেলান ধুলি হরসিত হয়্যা।

ধুলার আঁচির ধুলার পাঁচির ধুলার সিংহাসন রাজপথে খেলান ধুলি অভয়া চণ্ডিগন।

[১৫খ অনাস্তের বালা সিব ভিক্ষার সাজ করে প্রথমে প্রনাম করে অনাস্তের তরে।

গুরু ব্রহ্ম গোরক্ষ্য জতি করিআ স্মঙরন সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত কৈল বিভূতি চন্দন।

ডোর কপ্নিন হরের কেঙুস্থা বাঘের ছড়ি ব্রহ্ম কপাল করে [করে] দ্বাদস নড়ি।

কনকের পঞ্চ পাতি কনক সম পালি খিলিকা মেখলা বাটুআ আধারি সিদ্ধের ঝুলি।

করেতে কনকচক্র নানা দেব তায় গলেতে রুদ্রাক্ষমালা প্রভু দেবরায়।

বৃষে চাপিল হর [১৬ক দক্ষিন করে সুল মস্তকে পিঙ্গল জটা তায় ধুতুরার ফুল।

[১৬ক তুমি দেশে দেশে ভিক্ষা মাগ সিরে ধর জট দুই কর্ন্নে তাম্রের কড়ি বচন কপট।

নগরে নগরে ভ্রম বলাহ তপসি তুমি কেন ভোলে পড় দেখিআ রূপসি।

[১৬খ, ১৭ক বৃষ বান্ধিল হর বটবৃক্ষের গাছে ভ্রকুটি করিআ নাচে হেমস্তের নাছে।

দক্ষিন করে ডম্বরু সিবের বাম করে সিঙ্গা ভ্রকুটি করিআ নাচে সিরে সোভে গঙ্গা।

নাচে নাচে বিশ্বনাথ গৌরী আধ অঙ্গ সিরে ডগমগি বহে গঙ্গার তরঙ্গ।

ভূত বেতাল জত তাল ধরি গায় একা ডম্বুর বাজান হর ব্যালিস রাএ।

গালবাদ্যে তাল ধরে পাএ গোড়তালি রিসির ঘরেতে হর পাতিল ঢামালি।

ধাইল আবালবৃদ্ধ দেখিবারে নাট রিসির নগরে হইল অবলার হাট।

জেবা জত দান দেই ভাবের আবেষে দান নাহি লয় যুগি দান না পরসে।

দান নাহি লয় জুগি নাচে রঙ্গেভঙ্গে উত্তরসাধক চেলা কেহ নাঞি সঙ্গে।

[১৭খ, ১৮ক বিভার আনন্দে হর সাজেন জুগপতি প্রেত ভূত দক্ষ দানা সি[বে]র সংহতি।

তুলিআ পরিলা হর গোবালঞ্চ ডুরি হেটেতে বসন নাঞি উপরে বাঘের ছড়ি।

বিভূতির গুড়া হর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল সর্প গোটা দস সিব জটায় কর‍্যা নিল।

আঁউর নাগ পাঁউর নাগ তক্ষক নাগ সিরে বাসুকী নাগের গর্জ্জন সুনি বুক দুর দুর করে।

সিবের সঙ্গে বর‍্যাতি সাজে সকল বাছের বাছ কাঠের ঘোড়া নাচায় কেহ কাচে উভকাচ।

মাতাল কাচ কাচিআ কেহ জায় গড়াগড়ি দরবেস কাচ কাচিআ কেহ চামড়ায় মারে বাড়ি।

সোনার ধনুক নাচায় কেহ পিতবসন গায় কেহ সঙ্খ পুরে কেহ বিভার মঙ্গল গায়।

ধাম ধুমা দানা সাজে তারা দুই ভাই   সুচিমুখা দানা সাজে লেখাজোখা নাঞি।
ঘাড়ের দিগে মুখ দানার পিঠের দিগে দাড়ি নাচিতে গাইতে জায় হেমন্তের বাড়ি।
প্রেত ভূত লঞা হইল সিবের গমন   অন্তরীক্ষে সাজেন জতেক দেবগন।
[১৯খ মেনকার দাসি আনে [২০ক ঔসধের ডালি   আছিল ঈসর মূল তথির মিসালি।
ইসর মূলের গন্ধে পালায় ভুজঙ্গ   বাঘছাল খসিল সিব হইল উলঙ্গ।
বাঘছাল খসিল সিবের উলঙ্গ হইল কায় মেনকার গায়ের বসন উড়িআ লইল বায়।
করতালি দিআ নাচেন নারদ মনিবর   মামার সাস্বুরি লেঙ্গট মামা দিগাম্বর।
মামার সাস্বুড়ি তুমি আমার হইলে আই   বোল দুই চারি তোমারে বলিবারে চাই।
সুন ল মেনকা রিসিআনি জান লেঙ্গাপেঙ্গা   মামামামি করুক ঘর তোমা
আমায় সেঙ্গা।
লজ্জায় মেনকা রিস্যানি পালায় রড়ারড়ি   নন্দি বুঝিআ কাজ নিভাল্য দেউটি।
সিবের ললাটে আছিল চাঁদ চাঁদ আইল পিঠে   চন্দ্রের কিরনে তথা আল
হইল হেঠে।
সিবের জটায় আছিল গঙ্গা ভূমে হইল বান   তিতিল বসন নারিগন করে স্নান।
বি[ষ]ম হইল তথা ভূতের ভাতুরি   ঘরে যাতে নাঞি পারে জতেক সুন্দরি।
[২০খ হাসিতে দসন বরের পাঁজর নড়ে কাসে   মুখে বস্ত্র দিয়া নারদ বর্য্যাতিগন হাসে।
মুখে সিঙ্গা বায় বুড়াটি গোঁপ ফুলায়   চক্ষু মিটুর মিটুর এ জটা ঢুলায়।
লিঙ্গ লম্বিত হর বুড়ার আহুড় হইল কায় খিকটি কর্য্যা হর বুড়াটি নারির পানে চায়।
ভঙ্গ পড়িল সখির মাঝে রমনি পালায় খসিল অম্বর নাচেন সঙ্কর ঝিঙ্গাটি নড়বড়ায়।
[২৩ক যাগমণ্ডল ব্রত করিলে অনোদয় বেলি   সেই পুন্ন্যফলে বর পালে সিবগুলি।
নষ্টচন্দ্র চতুর্দ্দশী দেখিলে ভাদ্রমাসে   কৌতুকে পুরিলে হস্ত পূর্ন্ন কলসে।
আখণ্ড বোরজে দুর্গা তুল্যাছিলে পান   সিসুকালে নবি দুর্গা ছিল অল্পজ্ঞান।
[২৩ক যাএর কোলে ভগবতি আছেন বসিআ   সিবেরে দিলেন দেখা কামিক্ষ্যা চণ্ডি হয়্যা।
সিবেরে দেখা দিলেন দুর্গা সেতমাছি হয়্যা   সিবের কর্ন্নমুলে দুর্গা বলিলেন সিআ।
কি লাগি উত্তম বেস না কর গোসাঞি   তোমার লাগ্যা জম্মিলাম কত সত ঠাঞি।
[২৩খ সিবেরে বুঝায়্যা দুর্গা গেল নিজ ঘর   এত সুনি দিব্যমুর্ত্তি হইলেন সঙ্কর।
[২৪খ দুর্গা বলেন বহিনি সব না হও কল্লিতা   আমার বিভার বর সভার গর্ব্বিতা।
কামনা করিআ জদি মর[২৫ক সাতবার   তথাচ ঠাকুরের দেখা নাঞি পাবে আর।
[২৫খ উরেতে বসায়্যা হর দেবির রূপ চাএ   কমলের বনে জান ভ্রমর মধু খায়।
কমলে ভ্রময়ে জেন হয়্যা গেল মেলা   পুষ্প পায়্যা কেলি জেন করয়ে ভ্রমরা।

২৫১ হরমঙ্গল

কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৯৩০; পত্র ২৩; খণ্ডিত; অতি জীর্ণ; আকার ১২½″×৫″। লিপি আ. ২০০ বৎসর পূর্বের।

[২খ দেহ নাড়ু কলা বল্যা দোহেঁ পাতে হাত   কৃষ্ণদাষ গান দঅা কর বিশ্বনাথ ॥

[৩ক, খ গরু চাপি নাঞি অশ্ব   তৈল বিনে মাখি ভস্ম   ···আমারে পর্ব্বত
আমার করুনা ছন্দ   কৃষ্ণ বলে সুন্যা ধন্ধ   অন্তকালে তরিবার পত ॥

[৭ক ভবানি সংকর কভু ভেদাভেদ নাঞি   কৃষ্ণদাষ ভনে দঅা না ছাড়্য গোসাঞি ॥

[৮খ বিধি হেন কৈল কেন কব কার তরে   কৃষ্ণদাষ অভিলাষ মহেষের বরে ॥

[১১ক সকলে বল গুন করিতে হৈল ছিষ্টি   কৃষ্ণ ভনে নাএকেরে কর ক্রপাদিষ্ট ॥

[১২খ কৃষ্ণদাষ বিরচীত হরের মঙ্গল   প্রেমধারি হরপদ চিন্তিআ কমল ॥

[১৪ক সাত পাঁচ ভাবেন কুবের মহাঁসঅ   সংকর পদারবিন্দে কৃষ্ণদাষ কঅ ॥

[১৬ক এ বাক্য যুনিঞা বাঘার ক্রোধে জলে অঙ্গ   কৃষ্ণদাষ গান সুন জুদ্ধের প্রসঙ্গ ॥

[১৮ক একে একে খড় তোলে কত লব নাম   কৃষ্ণদাষ গান দঅা কর সিবরাম ॥

নমুনা,

[১১ক বিশ্বের জননি বলে সুন কৃত্তিবাস   সর্ব্ব কর্ম্ম করিআ ত্যাগ করো গিআ চাষ।
লঙ্কেশ্বর কাঙ্গাল হঅ বস্যা খাতে গেলে   কাঙ্গাল গিরস্ত হয় কৃষীকর্ম্ম কৈলে।
পুরুসের সঞ্চঅ সেইটী বটে তার লক্ষি   নিত্য আনে নিত্য খায় তারে বলি দুক্ষি।
বিপদ সম্পদ সভাকার আছে প্র[ভু   চা]স হৈতে বিপদে রক্ষ্যা হৈব কভু।
আপদার্থে ধন রক্ষ্যা করি মহাষয়   হর বলে শ্রীমন্তের বিপদ কভু হ[অ]।

[১১খ সিব বলে ধনবাঞ্ছা হয়্যাচে জদ্যপি   কি চাষ চসিব দুর্গা কহো পুনরূপী।
এ কথা শুনিঞা কন পর্ব্বতের ঝি   আপনি সকল জান আমী কব কী।
পখুরকোন দেখিআ করি ভুমখানি   আওসা হইলে চাই জুড়িতে পিউনি।
জত চাষ বাইও হরে তত হবে ধান   আলীর বন্ধ বড় কর্য়া কল্লিবে ইসান।
যুখালে না শুখাঅ পানিতে নাঞি ডোবে   বাচিআ বাচিআ সিব বিচগুলি থোবে।
পঞ্চ চাস চসিবে পগারে রূপ্য কল্যা   তিল ধান্য জব ন্যাষ করিবে কতগুলা।
ধান্য চাস চস প্রভু তবে সে রক্ষ্যা পাই   কার্ত্তিক গনেষ লয়্যা জেন অন্ন খাই।
স[রি]সা চাস চষ প্রভু নিবেদন করি   সারা বৎসর তৈলসার রুক্ষ্ জেন না মরি।
কর্প চাস চস প্র[ভু] কাপড় ধন বড়   সারা বৎসর ছাআল দুটির বুনাব কাপড়।

আমার নিবেদন শুন মহেশ্বর ভোলা বিস্তর কর্য়া দিও প্রভু মাস মুষুর চোলা।
জব চাস চস্য প্রভু আম্বের সিবাই বরসার কালে প্রভু ছাআলে খাতে চায়।
গম চাস কর্য্য মনে আছে বড় রুচি ব্রাহ্মনভোজনকালে করি জেন লুচি।
পগারের আসেপাসে পুতি জাবে লাউ তিল চাস চস্য প্রভু খাব তিল জাউ।
কি লাগ্যা আমারে ভাব সংকর যুবুর্দ্ধী [১২ক [আর চাস কর] শিবে বিদ্যা দষ সিদ্ধি।

এ কথা স্থনিঞা সিবের পুলাকিত অঙ্গ গৌরিরে বলেন কৈলে উর্ত্তম প্রসঙ্গ॰।
[১৪খ, ১৫ক বাঘ বৃস নিল সঙ্গে হৈল ভিম বির কামস্থ নগরে উর্ত্তরিল পঞ্চসির।
পাঞ্চাল নগরখান উর্ত্তরেতে রঅ কোচের নগরখান শ্বর্ব্বদিগে রঅ।
বসিবার স্থান কৈল কোষ দুই জুড়্যা একজন বান্ধিলেন একখানি কুড়্যা।
একখানি কুড্যাতে রহিলা ত্রনআন লাঙ্গল করিলা পুন্না বির হনুমান।
সিবের বসোআ নিঞা জোড়ে মধ্যভাগে বামভিতে হনুমান জুড়িলেক বাগে।
হনুমান দাণ্ডাঅ জেন পর্ব্বত ত্রিকুট লাফ দিআ ধরে গিয়া লাঙ্গলের মুট।
বাগ ব্রষ টান্যা চলে হনু ধরে চাপ্যা টল টল করে খিতি ত্রাসে গেল কাঁপ্যা।
কুড়ি হাত মাটি বাইঅ উপড়িআ চলে কাতর হইআ খিতি বিশ্বনাথে বলে।
রক্ষ রক্ষ বিরূপাক্ষ দেহ কৃপাদিষ্ট তুমি না রক্ষিলে প্রভু অন্ত মজ্জে ছিষ্ট।
[১৯ক আজর্ম্ম ভিখারি আমী ভিক্ষা মাগ্যা খাই শুনিঞা দুর্গার কথা এত পিড়া পা[ই]।
বারে বারে কহিলাও কাজ নাঞি মোর চাসে হেমন্তের যুতা আমায় পাঠাল্য প্রবাসে।
নিশ্চঅ আপনি [ভিম] অগ্নি দেহ জাল্যা ধিআনে বসিলা সম্ভু এই কথাটি বল্যা।
এ কথা যুনিঞা ভিম ব্যাজ না করিল [১৯খ.........অগ্নি জাল্যা দিল।
হর বলেন এতদিন ভজিতাও হরী ধর্ম্মের সঞ্চঅ ছাড়্যা ব্রথা কাজে মরী।
এত ব[লি ধ্যা]নে মন দিলেন ইসান অনল পাইআ পোড়ে মহেষের ধান।
দ্বাদস বৎসর আন্তরে ভঙ্গ হৈল তপ ভিমে[রে জি]জ্ঞাসা তবে করিলেন ভব।

২৫২ হরমঙ্গল

কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৯৯৯ ; পত্র ৯ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের।

[? কৃষ্ণদাষ বলে কবি হরপদ ধ্যাই জ্ঞানরূপে মহেস্বর জদি পুন পাই ॥

[৫ক মঙ্গল বন্দন কর‍্যা ধান্ত পানে চায় মধুর মঙ্গল কবি কৃষ্ণদাষ গায় ॥
[৬খ বিসাদ ভাবিয়া জায় জথা সুলপানি কৃষ্ণদাষ বিরচিত সেবি সুলপানি ॥
[৭খ কৃষ্ণদাষ বলে কবি সেবি সুলপানি নায়েকে কল্যান কর সংকর ভবানি ॥
[৮খ ভুলিল ভকতের নাথ কামবান খাইআ কৃষ্ণদাস বিরচিত মহেস ধিআইআ ॥
[১০ক আমারে বিদায় দেহ বলে মহাদেব কৃষ্ণদাস বলে এই বাড়ে অতিক্ষেপ ॥

নমুনা,

[৮ক এত সুনি বাগদিনি ফের দিআ কই আমাদের তার নাম সঙ্কর দলই।
হর বলে তবে জে আমার মাথা খাইলে মোর নাম সিবসঙ্কর সকল লোকে বলে।
স্ত্রির নামে স্বামির নামে ছাল্যার নামে হইল তুমি বুঝ্যা বল দেখি বাকী কি রহিল।
বাগদিনি বলে তাহা আমি কিবা জানি জে হইল সে হইল তাহা বুঝিবেন আপনি।
হর বলেন বার বৎসর আমি পরবাসি অন্তরে পরান কান্দে মুখে আইসে হাসি।
ঘরে জে আছেন মোর প্রানের ভবানি তোমা পানে চায়্যা দেখি সেই মুখখানি।
[১০ক ধার্ন্যবোনে ছোট মাছ পাখিতে ছাঁকিআ মহেস খালুই পুরে জতন করিআ।
চিতল চিঙ্গুড়ি বাছা পুটী আর কই ধোবাছা গরল ভেদা গুতিআ গড়ই।
খলিসা তেচক্যা সৌল [আর] ভোলকড়া যুভেদা বোদালি আর কাকিল্যা আদাড়া।
নানা মৎস্য ধরিআ মহেস বলে সই তোমার কল্যানে এখন আমি বিদায় হই।

২৫৩ হোরান জরিপ

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৬৯৭; পত্র ২৪; কাগজে বাঁধাই খাতা; শেষাংশে খণ্ডিত; মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক হিন্দুবাড়ি হইতে সংগৃহীত এবং চট্টগ্রাম জেলার সুচক্রদণ্ডী, পটীয়া হইতে গত ৩০-৮-১৯৫১ তারিখে আমাকে লিখিত পত্রে বিবরণসহ প্রেরিত।

সত্যং পরমেশ্বরদত্তং সংসারসারতত্ত্বং পাপনাশের অস্ত্র হোরান জরিপে জ্ঞান উমীসারে গৈবিকল্পতরু যুগজীবহিতার্থে শ্রীংখালারম্ভঃ ॥

॥ পয়ার ॥

শুন হে বিশের লোক শুন সাবধানে মহা মহা ঘোরপাপ হে ছাড়াবো কেমনে।
তাহার উপায় কিছু না কর ভাবন দিবানিশি চিন্ত মিথ্যা সংসারকারণ।
মায়ার সংসারে বল কার অধিকার দুই আখি মুদিলে ভাই সব অন্ধকার।
প্রভুর স্থানে কৌল করি আইলে পরবাসে আসিএ ভুলিএ রলি শমনের বশে।

সঙ্গে ছিল পরশমণি নিদানেরি ধন মায়া মহাকালের আশে হারালি রতন।
জন্মিলে মরণ আছে জান সর্ব্বজন মরিলে নিকাস হবে প্রভুর সদন।
এখানে প্রভুর সেবা না কর আলসে কি দিয়ে নিকাস দিবে প্রভুর সকাশে।
সে নিকাসে তোমি কভু নারিবে টিকিতে অবশ্য যাইতে হবে ঘোর নরকেতে।
বিষম নরককুণ্ড পূর্ণ অবিনাশী যাহাতে প্রচণ্ড অগ্নি জলে দিবানিশি।
তাহাতে পড়িলে ভাই রক্ষা নাহি কার কান্দিবে অনন্তকাল করি আহাকার।
সেদিন পাপের ভাগী কেহ নাহি হবে যার জন্যে পাপ কর সে কুথা রহিবে ॥১॥
নিসন্দে সাধিতে পার তাহে কর হেলা কেমনে সহিবে মহানরকের জ্বালা।
সত্যাচারী বিনে কেহ স্বর্গে নাহি যাবে মিথ্যাচারী মহাপাপী নরকে পড়িবে।
যদি বল মিথ্যাচারী কুন পাপে হয় স্বামীস্ত্রীর ভাব ধরি বুজিবে নিশ্চয়।
স্ত্রী যদি পতি ছাড়ি উপপতি ধরে মিথ্যাচারী পাপী সেই বুজিঅ সত্বরে।
নিজপতি ভজে জেই সেই মহাসতী সত্যাচারী সাধু সেহি স্বর্গে হবে গতি ॥

ইতি সত্যং পরমেশ্বরদত্তং সংসারতত্ত্ব পাপনাশের অস্ত্র হুরানজরিপে জ্ঞান উমীসারে গৌবিকল্পতরু যুগজীবহিতঅর্থে মহাবাক্য আরম্ভঃ ॥

॥ পয়ার ॥

জিজ্ঞাসে অনেক লোক কহে এহিরূপ ঈশ্বর কি কহ আর তিনি কিবা রূপ।
নির্গুণ হন কিম্বা হন গুণবান কুথা থাকেন তিনি করহ বাখান।
কেমন স্বভাব তান কেমন আকার বিস্তারিএ কহ শুনি বাসনা আমার।
জে জন এমন কহে জিজ্ঞাসিবে তারে কুন রূপ জীবআত্মা কহ আগে মরে।
সে কি কহ গুণহীন কিম্বা গুণবন্ত কি আকার কহ তার তদাদিতদন্ত।
যদি নিজ জীবাত্মার তত্ত্ব না সম্ভবে তবে অনন্তের তত্ত্ব কেমনে পাইবে।
সত্য উমীতত্ত্বসারে লেখা আছে যাহা কহি মন দিয়া শুন বুজাইব তাহা ॥২॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব ঃ স্বভাব যথার্থ বর্ণন হইল শুন চিত্ত স্থির কর ঃ সত্যমত ধর বুজিএ এহার গুণ ॥

॥ পয়ার ॥

পরব্রহ্মের তত্ত্ব এব শুন সর্ব্বজন স্ব স্ব ভাবে শুনি হৃদে করহ ধারণ।
জানহ পঞ্চতত্ত্বের রূপ রেখা হয় পঞ্চতত্ত্ব বহির্ভূত ঈশ্বর নিশ্চয়।
সেহি সে চৈতন্যময় রূপ নাহি তার নিরূপ সহজ হন সর্ব্বত্রে প্রচার।
জানিতে উচিত তাহা ধর্ম্মগ্রন্থে কহে আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর হন জান নিসন্দেহে।

নিজ আত্মার সত্যতায় স্থির কর মন   আপন হিতার্থে কর পরম ভজন।
অসীম সর্ব্বজ্ঞ তেনি নিত্য ভগবন্ত   সর্ব্বব্যাপী বিশ্বকর্ত্তা অনাদির অন্ত।
সুখদুখ ভুগ করে সৃষ্টিবাসী যত   তেহুমাত্র নিত্যানন্দ দুখাদি রহিত।
তাহার অধীন সর্ব্ব নিরধীন তিনি   সর্ব্বদর্শী অনশ্বর সদানন্দ জ্ঞানী।
যদ্যপি সামর্থ্য আছে দেখ সভাকার   তথাপি অনন্ত বল কেবল তাহার।
তিনি যথা শুদ্ধ সত্য তথা জ্যোতির্ম্মান   তেমনি তেজসী তিনি বিশ্বাসী প্রধান।
তাঁহার অনীতি নাই পূর্ণ নীতি তার   অটলবেহারী প্রভু বিরজারি পার।
জ্ঞান এহি উমীতত্ত্ব পাপনাশের বাণ   সত্যাচারী সিদ্ধার হাতে প্রভু কৈল দান।
তিনি সত্য নিত্যস্থায়ী সকল অন্তর্যামী   হংসসার নামেতে খ্যাত জগতের স্বামী।
যদ্যপি পরমতত্ত্ব এক বর্ত্তিয়াছে ॥৩॥   তথাপি ধর্ম্মের জুতে ঈশ্বরত্ব আছে॥

॥ ত্রিপদী ॥

ঈশ্বরের গুণ   মন দিয়ে শুন   আর স্বভাব তাহার
আর কিছু ক্রিয়া   কহি বিবরিয়া   যে হএ শাস্ত্র অনুসার ॥

॥ পয়ার ॥

বেদাদি নানাশাস্ত্র অনেক পুরাণে   নানাগ্রন্থে নানামত বিস্তার বাখানে।
নিজবুদ্ধি অনুসারে করি অনুমান   নানামত প্রচারিল যার যথাজ্ঞান।
কেহ কেহ জগতের সৃষ্টি নাহি মানে   সৃষ্টিকে অসৃষ্টি কহে অনাদিত্য জ্ঞানে।
প্রকট উক্ত শাস্ত্র পঠি নাহি পায় ধর্ম্ম   আপনে হইএ বসে নিরাকার ব্রহ্ম।
চারি বেদে নাহি কভু একই আচার   যাহাতে বর্ণিত কহে সৃষ্টির বিচার।
বহুবিধ করিয়াছে সৃষ্টির রচন   সকল সন্দেহযুক্ত তাদেরি বচন।
বিচার করিলে হয় এই প্রকাশিত   সতীশ্বরের যোগ্য তাতে না আছে রচিত।
আছে সত্য সিদ্ধিতত্ত্বের জে বিধিবচন   তাহা বিস্তারিএ কহি শুন শ্রোতাগণ।
যেরূপ সংসার আদি মনুষ্যের জর্ম্ম   আদি অন্ত যত ইতি শুন তার মর্ম্ম ॥

সত্যং পরমেশ্বরদত্তং সংসারসারতত্ত্বং পাপনাশের অস্ত্র হুরানজরিপে জ্ঞান উমীসারে গৈবিকল্পতরু যুগতত্ত্ব আরম্ভঃ ॥

॥ ত্রিপদী ॥

অখণ্ড আশ্চর্য্য স্থানে   অনাথ অলক্ষ্য বিনে   নিলক্ষ্যেতে ত্রিলক্ষের নাথ
অনন্তের উপারে বৈসে   নিরাকারে নিরাবেশে   নিলাসীচ্ছা হৈল অকস্মাৎ ॥

প্রথমেতে সীচ্ছাময় শক্তিবস্ত দিএ মহাবিম্ব স্বজিলেন নিলা হুংকারিএ।
বিম্ব হেইরে হরষিত হইলেন অধর স্থির হঅ বাক্য বলি রাখিলেন গোচর ॥৪॥
তদন্তরে নির্বাগি জগতের পতি সন্ধ্যা বিন´ মিলাইতে স্বজিলেন মহাজোতি।
সেই জুতে মহাবিষ্ণু স্বরূপ জুতির বিম্বর ভিতরে রবি শূন্যে কৈল স্থির।
কাল সন্ধ্যা নাহি রবির না করে গমন সন্ধ্যানিশি প্রাতকাল না ছিল তখন।
তদন্তরে প্রভু এক সীচ্ছা মনে করি বিম্বকে জিজ্ঞাসে বাক্য শুন গ উদরি।
তোমার উদরে স্থির রবির কিরণ সুখ কিম্বা দুখজ্ঞান বল এ বচন।
শুনিএ কহিছে বিম্ব নিবেদন করি শুষ্ক রবির জ্বালা প্রভু সহিতে না পারি।
হেনকালে প্রভু নিজ নিজ'স্বরঙ্গ হেরিএ নিস্তেজ শীতল পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিএ।
রবি শুষ্ক বিম্বরে করিতে রসদান পূর্ণ রসী দিএ শশী করিল নির্ম্মাণ।
নির্ম্মাণ করিএ শশী অপূর্ব্ব কিরণ তদ্দণ্ডে দিলেন আজ্ঞা প্রভু নিরঞ্জন।
বিম্ব মধ্যে শীঘ্র বাচা করহ পয়ান রসার শীতল জুতি করিতে বর্সান।
আজ্ঞা পাইএ শশী যাইএ রসী বর্সাইতে সর্ব্ব রসী তপ্ত হৈএ পড়ে রবির জুতে।
এহা দেইখে সেইক্ষণে প্রভু নিরঞ্জন জীব ছিশ্‌টী দুই কুটী করিল নির্ম্মাণ।
চন্দ্র পার সূর্য্য পার নাম দুই স্থান বিম্বকে কপটে কার নাহি দিষ্টিমান।
মুন্দির স্বজিএ প্রভু বলিল বচন রবি শশী দুই স্থানে করহ গমন।
আজ্ঞা পাইএ চন্দ্র সূর্য্যে করে নিবেদন কুন স্থানে গমন করিব কুন জন।
শুনিএ কহেন সাই হংস দয়ালসী পূর্ব্ব স্তম্ভে চল রবি পশ্চিমেতে শশী।
দোহারে বিদায় করি প্রভু সুদর্শন রাত্রদিবা কালাদি করিতে স্বজন।
চমৎকার শক্তি হৈতে অন্ধকার লয় স্বজিলেন সন্ধ্যা আদি নিশি ঘোরময়।
এ সব স্বজিএ প্রভু চন্দ্র প্রতি কয় রবিহীন বিম্ব মধ্যে হআইসে উদয়।
আজ্ঞামাত্রে চন্দ্র আসি হইল প্রকাশ প্রকাশ দেইখে অন্ধকার হইল হুতাশ।
চন্দ্রের প্রকাশে মহাকালী ঘোরময় তিষ্টিতে না পারে এহা দেইখে প্রভু কয় ॥৫॥
প্রকাশারে তম তোমি বঞ্চ রে নির্ব্বয় প্রকাশ অস্তকাল হইলে হইঅ উদয়।
তম শাস্তাইএ প্রভু চন্দ্র প্রতি চাএ প্রকাশার ভেদি জোতে তমেরে খেদাএ।
চন্দ্রের হিংসক কর্ম্ম জাইলে সর্ব্বসার নাভিতে হিংসার জুতি করিল বিধার।
পূর্ব্বদত্ত বস্ত প্রভু রাখিবেন কথায় হিংসা বিন্দু বিন্দু নামে শূন্যেতে ছিটায়।
শূন্যেতে ছিটিএ তারা নিলক্ষ্যে রসয় পুনরপি হুংকারিএ চন্দ্র প্রতি কয়।
জীব সন্ধ্যা সৃষ্টি জার করিব স্বজন বারেবারে জন্মমৃত্যু না হবে কখন।
তাতে যদি কাহার এমন মনে পড়ে দুইবার জন্ম [কবু] প্রভু দিতে নারে।

আর যদি কাহার এমন মনে হয়   না জানি কিরূপে জীবের ঘঠে হয় লয়।
এই দুই কর্ম্ম আমি প্রত্যক্ষ দেখাব   হেরিব সকলে সুধা জ্ঞানীরা জানিব।
প্রতিদিন কলাহংস বিদ্ধির বিচার   ক্রমেক্রমে জন্মমৃত্যু হইবে তোমার।
এহি সব আজ্ঞা প্রভু চন্দ্র প্রতি দিল   হেনকালে হংস সংখ্যা রজনী পুরিল।
প্রাতকাল দেইখে প্রভু সূর্য্য প্রতি কয়   হস্তসন্ধ্যা প্রাতে নিত্য হইঅ উদয়।
আজ্ঞামাত্র স্তম্ভ হৈতে বিম্বুতে আসিএ   উদয় হইল রবি পূর্ণ জ্যোতি নিএ।
প্রভু জ্যোতিরে কহিল দিন তমেরে রজনী   সন্ধ্যানিশি প্রাতকাল সে হতে বাখানি।
দিননাথ সূর্য্য হৈস চন্দ্র নিশাপতি   পূর্ব্বনিলা সন্ধ্যা প্রভুর এ সব পৃতি।
এহিমতে পূর্ব্বনিলা করিএ সৃজন   মধ্যনিলা মনে করি প্রভু নিরঞ্জন।
অনন্ত শক্তির তিনি শক্তি হুঙ্কারিএ   সীচ্ছাগুণে প্রকাশিলেন দির্ব্বজ্ঞান কুএ।
তামসা রাজসা আদি সাত্ত্বিক হুঙ্কার   শক্তি সীচ্ছাগুনে প্রভু করিল প্রচার।
সতঃ রজঃ তম তিন গুণ যারে কয়   ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যে তিনে নিশ্চয় ॥৬॥
তামসা শক্তিতে সাই আকাশ সৃজিএ   অধে উর্দ্ধে রাখিলেন দু ভাগ করিএ।
তৎপরে আকাশ খতি অস্থির সিচ্ছায়   স্থির অস্থির বায়ু আদি তেজ জন্ম পায়।
তেজ পরে শীতল অতি আপনা সীচ্ছাতে   একত্রে জন্মিল জল সিন্ধু হৈল তাতে।
তাহাতে জন্মিল এহি শুদ্ধ ভূমি স্থল   স্থল দেইখে স্থল সন্তে আনন্দে বিকল।
তদ্দণ্ডে বীজ উদ বিদারে ভূমেতে বসিল   পাষাণ আদি ধাতু বৃক্ষ তৃণাদি জন্মিল।
তদন্তরে নিরহংসীক প্রভুর আজ্ঞায়   জলচর খিচরাদি জন্তু জন্ম পায়।
তদন্তরে ভুবনেতে প্রভুর আজ্ঞাবশে   তাবৎ ভূচরাদি জন্মিল বিশেষে।
তৎপরে পাষাণে লোহা টৌকি হুতাসন   বিদারি এক অপমূর্ত্তি করিল সৃজন।
অনন্ত শক্তির মূল শক্তি সীচ্ছাময়   যার সিচ্ছাতে সকল সৃষ্টি উৎপন্ন প্রলয়।
সর্ব্বময় প্রভু মুক্তির কারণ   আতশের কাল মূর্ত্তি করিল সৃজন।
ভয়ঙ্কর কাল মূর্ত্তি হেরি নিরঞ্জন   অসন্তুষ্টে নাম থুইলেন আবিদ শমন।
জন্মমাত্রে প্রভুর স্থানে ডারাইএ শমন   মহাকষ্টে সপ্তদিন করিল স্তবন।
তপস্যা দেখিএ প্রভু কহেন শমনেরে   এই জে পঞ্জর দেখ আমার গোচরে।
দুই কন্যা পঞ্চ পুখ তব জুতাকৃতি   গড় শমন আবিদ রে এই সপ্ত মূর্ত্তি।
আজ্ঞা পাইএ শমন সেই আতশ পাঞ্জরে   জীবছিষ্টী মূর্ত্তি গড়ে প্রভুর গোচরে।
সয়ঙ্গি বস্তর শক্তি কি বলিতে পারি   প্রথমে কুমতি নামে জন্মে এক নারী।
তদন্তরে আর এক জন্মিল যুবতী   কুমতির অঙ্গি নাম হইল অসতী।
তদন্তরে লোভ কাম ক্রোধ জন্মিল   হিংসা নিন্দ ধম্প তার পশ্চাতে জন্মিল।
জন্মমাত্রে প্রভু কহে শুন সর্ব্বজন   পূর্ণ মনে হৃদে মরে জানহো কারণ ॥

॥ আলাপ ॥

প্রভু নিরহংসীক এই সব জন্মমাত্রেই কহিলেন হে বিগ্রহাবিগ্রহীসকল তোমরা সপ্তজনে সম্পূর্ণ মনে আমাকে মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসে ধারণা কর। ইতি। প্রভুর এই বাক্য শুনিএ সকলে ঐ ব্যবস্থার স্থাই প্রত্যেক প্রত্যেকরূপে করিতেছে ॥৭॥

প্রভুর এ সুবাক্য কেহ অক্য না করিল প্রথমে কুমতির মনে এ বুদ্ধি জন্মিল।
এত বড় সৃষ্টি নাকি গড়ে এক জনে এই বাক্য সংশয় লাগিল মর মনে।
অন্তর্যামী প্রভু এহা অন্তরে জানিল কাজেতে কুমতি নাম মুঞ্জুর করিল।
তৎপরে অসতী মনে বুদ্ধি কৈল সার সংসারের কারণ কর্ত্তা বহুত বিস্তার।
বলে ছলে এক ঈশ্বর মান্যইতে চায় আমি কুধর্ম্ম না মানিব যদি প্রাণ যায়।
অন্তর্যামী প্রভু ইহা অন্তরে জানিল কাজেতে অসতী নাম মঞ্জুর করিল।
লোভে বলে আমি যদি হইতাম ঈশ্বর কর্ত্তিকি হইত মর সমাইর উপর।
অন্তর্যামী প্রভু ইহা অন্তরে জানিল অসত লোভ নাম প্রভু মুঞ্জুর করিল।
কামে মনে মনে বলে বুজিল আবাসে ঈশ্বর হইতে চায় এই দুই কন্যার আশে।
স্বয়ং মানিলে তানে আমরা সকলে দুই কন্যার সঙ্গেতে বঞ্চিবে কুতুহলে।
অন্তর্যামী প্রভু ইহা অন্তরে জানিল অসত কাম নাম প্রভু মুঞ্জুর করিল।
ক্রোধে বলে অদর্শনে শুনি হে কখন যুদ্ধ করিলে বুঝি ঈশ্বর কেমন।
এত বড় সৃষ্টি যদি তোমার সকল ইহা হৈতে হবে তোমার অধিকত্ব বল।
আইস দেখি খুটী ধরি সমাইর গোচর যে জনে হিলাবে খুটী সেহি সে ঈশ্বর।
অন্তর্যামী প্রভু ইহা অন্তরে জানিল অসত ক্রোধ নাম প্রভু মুঞ্জুর করিল।
আলিস্যে বলিল কভু না মানিব আমি দেখিব কেমনে মরে মানাইবে তুমি।
অন্তর্যামী প্রভু ইহা অন্তরে জানিল কুআলিস্য নাম প্রভু মুঞ্জুর করিল।
তৎপরে হিংসায় মনে বুদ্ধি কৈল সার স্বয়ং হইতে ইচ্ছাশক্তি কি তাহার।
বুজিল চটকমন্ত্র শিখিল কুন স্থানে ঈশ্বর হইতে চায় রৈএ অদর্শনে ॥৮॥
যদ্যপি স্বয়ং হৈত বঞ্চিত গোচরে বুজিল গোপনে ফিরে কার তরে।
অন্তর্যামী প্রভু ইহা অন্তরে জানিল অসত হিংসা নাম প্রভু মুঞ্জুর করিল ॥ ইতি ॥

॥ আলাপ ॥

এ সকল মুঞ্জুর করিএ প্রভু অন্তর্যামী শমন আবিদের প্রতি কহিতেছেন। হে শমন আবিদ যে নাকি সর্ব্ব সৃষ্টি আদির কর্ত্তা এবং পালন সংহর্ত্তা এবং মুক্তিদাতা তাহান আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে কিঁ হয়। এহা শুনিএ শমন আবিদ কহিতেছেঃ হে প্রভু ঈশ্বর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে নরকের জন্ত হয়। ইতি।

॥ পয়ার ॥

এই বাক্য শুনি আর সে সব কথন শমনের প্রতি প্রভু বলিল বচন।
বিগ্রহাবিগ্রহী সব তোমার সংরাম এ সবের সঙ্গে মরে করহ প্রণাম।
সংজুগে প্রণাম শুনি উপজিল জিদ হুংকার করিএ কহে শমন আবিদ।
তোমি যেমন আমায় প্রভু কৈরেছ স্বজন তেমন বিগ্রহ সব আমার গঠন।
তাহাদের ঈশ্বর আমি মর ঈশ্বর তোমি কি মতে দাসের সনে ভক্তি দিব আমি।
যগুপি ঈশ্বর তোমি বৈষম্যরহিত মান অপমানের মর্ম্ম না জান কিঞ্চিত।
এই সব শুনিএ প্রভু বলে পুনর্ব্বার শীঘ্র প্রণাম কর সঙ্গে উ সবার।
পুনর্ব্বার ভক্তির বাক্য শুনিএ শমন খেনেক নিশব্দে থাকি বলিচে বচন।
প্রভু কহে বাক্যে মর কাজ নাহি আর শীঘ্র প্রণাম কর সঙ্গে উ সবার।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শমন জ্ঞান না করিল তিনবার আজ্ঞা লঙ্ঘি ভক্তি নাহি দিল।
এহা দেইখে ক্রোধে প্রভুর কুপিত নয়ান বলে সত্য না মানিলি অসত শয়তান।
তর শক্ক্যা দাস হবে যতেক বিগ্রহ তোমি আদি সেহি সব আমার নিগ্রহ।
ই বলিয় অসতেরে হৈলেন অদর্শন অসত অদর্শন নাম হইল তখন।
হেনকালে দেইখে মহাপাপ অবিনাশী ছুটিলেক সপ্তডুরি সঙ্গে মহাকাসী।
সপ্তডুরি মহাকাসী ঘুমিতে ঘুমিতে বিগ্রহ হস্তে লাগে আর শমন গলেতে॥

ঐরি চিন্তা রাগিণী ॥৯॥

নরকের কাসী নিজ গলেতে দেখিয়ে সয়তান অসতে পূর্ব্ববাক্য পড়িল স্মরণ
হায় কি করিলাম কাজ পৈড়েছি বিপত্য মাজ ত্রাণ কর ব্রহ্ম সনাতন॥

॥ পয়ার ॥

শমন বিলাপ শুনি কহে নিরঞ্জনে পাতকের রক্ষা নাহি প্রায়শ্চিত্ত বিনে॥

॥ আলাপ ॥

হে অসত শমনঃ আমি এমন যে আল্লাদের নরলিলা স্বজন করিব অজ্ঞাতা বিস্মৃতি পাসবদ্ধি নিস্পর কি এ সব যে আজ্ঞা লঙ্ঘি পাতকঃ সত্য জ্ঞান স্মৃতি জুগে ধর্ম্ম বিচার অনুসারেঃ আপন মনপঞ্জিকায় বুজিএ সত মত প্রায়চিত্ত এবং সাধন করিলেঃ ও সকল অপরাধ মোচন হইতে পারিবেক কিন্তু পূর্ব্ব ইস্তক যে সকল শ্রোতা জ্ঞাতা, আজ্ঞা লঙ্ঘি সুসাধননাশক সে আমার বহির্ভূতঃ এবং আমার যে ক্রোধরূপ অনন্ত নরকানলঃ তাহাতে মহা

প্রায়চিত্তের দিবস কপর্দ্দক পর্য্যন্ত জন্মা যাইবেক : এহা শুননপূর্ব্বক পাতরাজে কৈতবযুক্ত হৈএ কহিতেছে হে প্রভু ধর্ম্মরাজা আপনে যন্তপি আমাকে স্থির নিগ্রহ করিলেন তবে আমি যে পূর্ব্বে সপ্তদিবস তপস্যা করিয়াছি তাহার ফল আমাকে জতাশ্রম অনুসারে দিতে হবে। প্রভু বলিলেন : হে অসত নরকরাজা তুমি যে সপ্তদিবস জতাশ্রম তপস্যা করিয়াছ তাহার পরিশোধ যাহা ইচ্ছা কর তাহা সিদ্ধি করিব ইতি অসৎরাজা কহিতেছে : হে প্রভু : আপনে যখন মনিস্বাদি নিলা স্বজন করেন তাহার মধ্যে আমার ফল দিতে আজ্ঞা হওক। প্রভু কহে এবংবস্ত : কি কি সপ্তবর চাহ বল : এহা শুনিএ রৈরবরাজ কহিতেছে

॥ ত্রিপদী ॥

কুমতি অসতী লোভ কাম ক্রোধালিস্ত হিংসা নাম সপ্ত সঙ্খ্যা হুপুরাজ মরে
যদি কৈলে প্রভু সাই তবে আমি এহি চাই শুন প্রভু নিবেদি গোচরে।
প্রথমের ফলসিদ্ধি এহি মরে দিবে যবে পঞ্চত্ব যুসঙ্খ্যা নিলা প্রকাশিবে।
সেইকালে এই সপ্ত বসী যত জন সে পাপী তোমার নহে হবে মর গণ।
প্রভু কহে এবংবস্ত নিঅরে শমন খৃতি য়সাধকি পাপী মর নয় কখন ॥

॥ আলাপ ॥

হে অসৎরাজা তোমি আদি তোমার সঙ্খ্যা রিপুসকল ধর্ম্মনাশক এহা জানিয়াঅ জে ভ্রান্ত বেদক্রিয়াতে ভুলিএ সৎসাধুসঙ্গ না করিএ সত্যতত্ব না শুনিএ অসতাচরণ করে সে তোমার প্রজা হইবে ॥

॥ পয়ার ॥

এহা শুনি পুনরপি কহিছে শমন দ্বিতীয়ের ফলবাঞ্ছা করি নিবেদন ॥১০॥

॥ আলাপ ॥

হে প্রভু ক্ষিতিযুক্ত অতিবাহি স্বরিরে যেন আমি আদি আমার সপ্তপ্রজাকে জ্ঞান রূপ বিতেরেকে চাক্ষুস্বরূপ দিষ্টি না হয়॥ এবং আমার যে দিষ্টি ইস্তক স্বনিৎ শুক্রের ভাণ্ডার : এবং বিরজা ব্রহ্মাণ্ড আদি যত নিলাক : সকলের উপরে ঐ জে হয় : হে প্রভু পাঞ্জাতির্ত্তন, বিরজা ব্রহ্মাণ্ড আমার দৃষ্টিজাল ছেদন করিয়া জে নাকি সাধনপুরবাসী হয় সে সকল সিয় ধার্ম্মিক বিতেরেকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ আর সকলের উপরেই হইবার আজ্ঞা হউক ॥

॥ পয়ার ॥

প্রভু কহে এবংবস্তু লঅরে শমন   এহি বর দাও ব্রেথা না হবে কখন ।
আজ্ঞা পাইএ রিপুরাজে হরষিত মনে   ত্রিতীয়ের ফলসিদ্ধি মাগে প্রভুর স্থানে ।
পূর্ব্বে যদি দিলে আজ্ঞা চৈতন্যমোহন   সকলের উপরে হৈতে দিষ্টি আকর্ষণ ।
তবে ঐ পাপে ভর করি সপ্তপ্রজ্ঞা মর   পাপে প্রবেশিবে জীবের দেহেরি ভিতর ।
পাপপন্থে রিপু জাবে পুণ্যপন্থে নাই   ধর্ম্মের বিচার এহি না হয় অন্যাই ।
অন্নেবস্থা আজ্ঞা আমি কভু নাহি লব   কেমন অল্লাদি নর পরকিএ দেব ।
প্রভু কহে এবংবস্তু শুন পাপরাজ   পরকে জে না টিকিবে নাহি মর কাজ ।
আজ্ঞামাত্রে হরসিতে রৈরবের নাথ   চতুর্থের সিদ্ধি মাগে জুর করি হাত ।
চতুর্থ বরের বাঞ্ছা নিবেদন করি   যবে যেহি বাঞ্ছারূপ হৈতে যেন পারি ।
বাঞ্ছারূপ ধরি বাঞ্ছা যাইতে বাঞ্ছাস্থান   চতুর্থের বর মরে এই কর দান ।
শুনি সিদ্ধিবাক্য দিলেন সত্য ধর্ম্মেশ্বর   পূর্ব্বসাধ্য সিদ্ধি তব না হবে তৎপর ।
চতুর্থের আজ্ঞা পাইএ কহে পাপেশ্বর   পঞ্চমের সিদ্ধি দেন সিদ্ধি সরুবর ।
পঞ্চমের এই সিদ্ধি বাঞ্ছা মর মনে   মনিস্বাদি নিলা জবে স্বজিবেন আপনে ॥

॥ আলাপ ॥

হে প্রভু আপনে যখন মনিস্বাদি সৃষ্টি করিয়া সর্ব্ব সৃষ্টির জন্ম´বিদির তত্ত্ব জে পত্রস্বরূপে পৃথিবীতে পাঠাইবেন ঃ তাহাতে রবি শশী উভয়ের যে দুই গৈবি চমৎকার আচম্বিত গ্রহণ অন্ধ জন্মে´ঃ এহার কাল সন্ধ্যা আদির তত্ত্ব জানিবার শক্তি আমাকে দিতে আজ্ঞা হওক ॥

॥ পয়ার ॥

প্রভু কহে হবে তব বাঞ্ছাসিদ্ধি রূপ   এহাতে বুজিব জীবের ভাবেরি স্বরূপ ॥১১॥
পঞ্চসাধ্য সিদ্ধি পাইএ ক্রোধের তনয়   ষষ্টমের সিদ্ধিবাঞ্ছা প্রভুস্থানে কয় ।
ষষ্ঠমের সিদ্ধিবাঞ্ছা শুন ধর্ম্মনাথ   দ্বিধা ভক্তি যাপ যজ্ঞ ভ্রান্ত মন্ত্র যত ॥

॥ আলাপ ॥

হে প্রভু ঃ ষষ্টম দিবসের তপস্যার এই সিদ্ধিবাঞ্ছা ॥

॥ পয়ার ॥

প্রভু কহে এবংবস্তু দিব এহি বর   হবে দ্বিবিধা অসত ভ্রান্তগণের কুর্পর ।
ষষ্টমের বর পাইএ সদ্ধর্ম্মনাশক   বলে শেষসিদ্ধি দেহ সিদ্ধি অজারক ॥

॥ আলাপ ॥

হে প্রভু আপনে যখন মনুষ্যাদি নিলাক সকলকে এক ধর্ম্মজ্ঞানপুঞ্জি দিএ স্বীয় ধর্ম্ম পরীক্ষা পুরের বন্দরে পাঠাইবেন : তাহাতে মনুষ্যেরা যাইএ : আপনে যে স্বয়ং সত্যময় পরম কর্ত্তা এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি : এহাতে দ্বিবিধা ভাব জন্মে কি না : এহা পরীক্ষার হেতু : আমাকে এই বর দেন : যে মানুষের অসাধ্য জীবের চমৎকার যত ভ্রমাচয্য ধর্ম্ম আমা হৈতে উৎপন্ন হওক : এহা শুনিএ প্রভু কহিলেন : ওরে পাপাধিপতি : তুমি সংসারে যাইএ : আমার সৎ মানুষ-লীলার মধ্যে বেহোস লীলা করিএ মনুষ্যেকে অসত উপাসনা দেখাইএ : এক প্রকট শাস্ত্র শুনাইএ : নিত্য স্বর্গের বস্ত নরকে নিতে তুমার বাঞ্ছা :

॥ পয়ার ॥

পুনরপি প্রভু কহে শুন রে শমন তোমি যে সংসারে মর করিবে গমন।
তুমি সে মনুষ্যধর্ম্ম নাশকের সার তুমি সে শিখাবে ভবে দ্বিধা বেবহার।
সংসারে পাঠাব মর মানুষ সুমতি সুমতি নাশিএ তুমি ঘটাবে দুর্গতি।
বেদ ভ্রান্ত ষড়জাল পাতিবে সংসারে স্বীয় ধর্ম্ম সাধিবারে না দিবে কাহারে।
তাতে যদি কুন জীবের স্বভাব জন্মিবে পরকাল মনে করি অনুরাগ হবে।
সেই অনুরাগের মধ্যে তুই রে শয়তান নানান ভ্রান্ত জন্মাইএ হরিবি সেই জ্ঞান।
তভু যদি তার অনুরাগ নাহি ছাড়ে সন্তানাদি দারা সুত আনিবি গোচরে।
নানান জনে নানান বাক্য নানান কলামে অসার নিন্দা করিবেক ভরি সেই গ্রামে ॥১২॥
সেই নিন্দায় বান্ধিএ তারে লাগাইবে ভুল সৎকর্ম্মে বিরুদ্ধ যত তুমি তার মুল।
সত্য ববস্থা অসত ববস্থা দুই ববস্থা হৈল সুলিলায় কুলিলা হৈএ বৈষম্য নাগিল।
ভাবে যদি উপভাব হৈল মর স্থানে ভবে যাইএ সৎপরীক্ষা করিবে কেমনে।
সতক্রিয়া হৈতে অসতক্রিয়া হইবে জাজল্য পাপ হেন না বুজিএ মজিবে সাকল্য।
ব্যেবস্থায় সেই পাপ মানুষ্যের নয় আমি কিরূপে দুষিব জীবে হৈএ ধর্ম্মময়।
এহার তাৎপর্য্য যবে মানুষ্য সৃজিবা সৃজামাত্রে অন্তকরণে বেবস্থা লিপিব।
সত্য পরীক্ষা স্থিতি যুগপঞ্জিকায় পাপপুণ্য ভালমন্দ যাতে জানা যায়।
এবং আমি যে অখণ্ড নিহংসিক সত্তিস্বর সত্য একস্বার আমি অজর অমর।
সারগ্রাহী ভাবশুদ্ধ একংশ কারণ এহা মর্ম্মস্থানে আত্মাতে করিব নিরপণ।
তরিতে পারিত জীবে অত্মার আশ্রয় সে ভাব ঘেরিবে সপ্তরিপু ঘোরময়।
সেহি ঘোর নাশের হেতু মানুষের সনে ঘোরনাশী পত্র আমি পাঠাব ভুবনে ॥

॥ আলাপ ॥

হে সৎরাজা তাহাতে তুমার সপ্তসিদ্ধি দ্বারায় জত ছলক্রিয়াসকল : এহা মনিস্থে কি বিবেচনাপূর্ব্বক : স্বীয় ধর্ম্মে ঐরত : কি তোমার জালদম্মে ইরত : এহা আমি জগতের শেষদিন মহাবিচার পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিব : পুন এমন সময় প্রভু পাষণ্ডের প্রতি শেষবাক্য কহিলেন : হে শমন তোমি যে সপ্তদিবস তপস্যা করিয়াছিলা তাহার ফল তুমাকে দেআ গেল :

॥ পয়ার ॥

এতেক শুনিল যদি শমন আবিদে সপ্তরিপু সঙ্গে বঞ্চে হরিসে বিষাদে।
এমন সময় প্রভু হংসিক স্বজিতে পুত্তলি গড়িল এক ক্ষিতির ধুলিতে।
আচর্য্যকারক প্রভুর কি দিব তুলনা মহাচেতনের চিহ্ন করিল ঘঠনা।
নিরাঞ্জনে নিহংসেরে ওহংশক্তি দিএ স্থানে স্থানে বৈসাইলেন দিব্যজ্ঞান ক্রিয়ে।
ত্রি হুঙ্কারে পঞ্চনা আবিভূর্তাতিক পঞ্চস্থানে বৈসাইলেন সক্ষ্যায় সরিক।
তদন্তরে ব্রহ্মরন্ধ্র সুরঙ্গ স্বজিএ বিন্দু কলাহংস রসী আপনে কসীএ ॥১৩॥
অংশের অন্তরে অংশ অভং নির্জান সহস্রারে মণিকুঠা করিল নির্ম্মাণ।
নিজ গর্ম্মে নিরাবর্ম্মে অটলেরি বাক নির্ম্মল সহজরূপ য়ঢংস ষুরাক।
নিলার কারণে প্রভু নিলক্ষ্যের ধাম মাটীর পুত্তলের মধ্যে এতেক সংরাম।
হৃদয়েতে স্বষ্টির যত বেবস্থার স্থাই জ্ঞানপঞ্জিকারূপে লিখিলেন সাই।
শমনের সপ্তরিপু দমন কারণে সপ্তজন সুহৃদ স্বজি দিলেন মর্ম্মস্থানে।
এসব স্বজিএ প্রভু সাক্য পর্চাতে মহাজুতি মনুরারে নিএ বামহাতে।
মহাচিত্তনের চিরহ নিরহ নির্ব্বাণে সক্ষা বির্ণ জুগ হেতু প্রভু নিরঞ্জনে।
অন্তস্পুরে মনুরারে জবে বৈসাইল হংস ফুকের ছিকল আসি হিলিতে লাগিল।
ছুটিবারে হেতু সদায় হিলাঢোলা করে সেজন্যে চৈতন্য শব্দ বাহিরে ভিতরে।
বিনন্দ কামিলা প্রভু উমীসার আজগবি নির্জীবী মাটির দেহ করিল সজীবী।
যুগঅন্ধ ঘরে যেন প্রদীপ জলিল অচৈতন্য পুত্তলিকা চৈতন্য পাইল।
তাহা দেইখে মহানন্দে প্রভু সত্যেশ্বর খ্যাত নাম রাখিলেন সত্যা দমেশ্বর।
সর্ব্বজীবের উপরেতে প্রবত্ত পাইল শাসন করিতে ভার তাহাতে বর্ত্তিল।
তাহার পাঞ্জর দিএ গড়িল এক নারী হইল তাহার নাম য়াউহা ঈশ্বরী।
আপনার দাসদাসী আপনে গড়িল আপনার প্রশংসা প্রভু আপনে করিল।

উঠ উঠ দমেশ্বর য়ায়ুহা ঈশ্বরী নরনিলার মুলবৃক্ষ উর্ঠ শীঘ্র করি।
মহাচেতনের বাক্য শুনিয়া চেতন হুমাচায্যে চমকি উঠিল দুইজন।
ধুন্দু হৈএ দশদিগে নেহার করিল শুদা শূন্যময় হেরি স্তব্ধ জন্মির্ল।
হেনকালে আকস্মাতে নিজ অন্তকরণে সত্য বিচার অনুসন্ধি জন্মিল আপনে।
ওঠ শব্দ সুমধুর শুনিল এখন কে বলিল তান সনে নৈল দরশন।
বুজিল কারণ কর্ত্তা তিনি যে নিশ্চয় তিনি বিনে ত্রিভুবনে সব শূন্যময় ॥১৪॥
ই বলিএ দুই শিশুর ভাবে আবরিল উ নাম শব্দ উচ্চারিএ ক্রন্দন জুরিল।
হেনকালে নিরহংসিক প্রভু নিরঞ্জন গাএব অব্যাস্তরে বসি বলিল বচন।
শুন শুন দমেশ্বর আয়ুহা ঈশ্বরী ব্যাকুল হইএছ কেনে শূন্যময় হেরি।
নরনারী দুই সঙ্খ্যা একংশ কারণ নিলাহেতু তুমি দুই আমার সৃজন।
নিরাকার বিম্বু দেইখে না ভাবিয় ভয় জত দেখ মর কৃপা জানিবে নিশ্চয়।
প্রভুর এস দ্ধনি শুনি দমেশ্বর কাতর হইএ তেহু করিল উত্তর॥

॥ ত্রিপদী ॥

নিজ দাস নিবেদন শুন প্রভু নিরঞ্জন এহিমাত্র নিবেদি চরণে :
কুথা হৈতে আইসে বাণী নাহি জানি কিসের কারণে।
সদা এই অন্তরে ভয় দশদিগে শূন্যময় ভাবিএ না দেখি পারাপার।
ভয়েতে মুন্দিলে আখি মহা ঘোরময় দেখি একি বাহিরে ভিতরে শূন্যকার।
এজন্যে চিন্তিত প্রাণি শুন প্রভু চিন্তামণি নাহি জানি আপনি কেমন।
অহে প্রভু সুদর্শন দেন মরে দরশন তব দর্শনে সফল হওক জীবন॥

॥ পয়ার ॥

দমেশ্বরের এতেক সুঅনুরাগ শুনি সরদেস উপরে বসি বলিছেন বাণী।
শুন শুন দমেশ্বর স্থুল পঞ্চ ধারণ স্থুলদেহে নাহি পাবে মর দরশন।
স্থুল হৈতে প্রবর্ত্ত হৈএ সাদিএ আসিলে সাধনপূর্ণ বিচারঅন্তে সিদ্ধিফল মিলে।
নতুবা এমন বাক্য কভু নাহি হয় অসাধনে সিদ্ধিফল আপনে মিলয়।
স্থুলেতে বসিএ যদি সিদ্ধিফল পায় প্রবর্ত্ত হইএ তার সাধনে কি দায়।
প্রভুর এতেক বাণী শুনি দমেশ্বর কাতর হইএ কহে করি জুরকর।
স্থুল কাহাকে বঁলে প্রবর্ত্ত কুথায় কুথাএ সাধিএ প্রভু সিদ্ধিফল পায়।
এসব দৃষ্টান্ত ভাঙ্গি প্রকাসি বলিবে শুনি অজ্ঞান অন্ধঘরে প্রদীপ জ্বলিবে॥

॥ আলাপ ॥

এই সকল শ্রোতাশ্বাসী অনুরাগ শুনিএ প্রভু মহানিত্য মুরাকমন্দিরে বসিএ নৈমসারণের সাত্রিস মহাবাক্য কহিতেছেন ॥১৫॥

শুন বাচা দমেশ্বর নিলার প্রধান নিলাহেতু পঞ্চদ্রব্য করিল নির্ম্মাণ।
আকাশাদি বায়ু জৈচে তেজ অপ ক্ষিতি এই পঞ্চদ্রব্য সম্যা বিম্বমধ্যে স্থিতি।
এই পঞ্চে তবু দেহ হইল প্রতুল দেহযুক্ত পঞ্চতত্ত্ব সাধন পক্ষে স্থূল।
অতএব স্থূলপঞ্চি বলি হে তুমায় স্থূলদেহে সিদ্ধিফল কভু নাহি পায়।
আর এক বাক্য শুন নরনিলার আদি তুমাকে না বলি সুধা এহি সব বিদি।
তুমি দোহার অংশ হৈতে ভরিবে জগত তোমি আদি সেই সবের এই নিতি মত।
যৎপর্য্যন্ত স্বসাধনে প্রবর্ত্ত না হবে তাবৎপর্য্যন্ত সব স্থূলপঞ্চি রবে॥

॥ আলাপ ॥

এই সব অশ্রোত দিষ্টান্ত শুনিএ চমৎকার অনুরাগে নরবর জিজ্ঞাসা করিল। হে প্রভু প্রবর্ত্তের দেশ কুথায়ঃ উঃ শুন হে শিশু নরবরঃ কিন্তু এই স্বে নিচ্য আপুঙ্গনেঃ শূন্যমধ্যে বিম্বপুট দেখিতেছঃ তাহার অন্তস্পুরে নূতন পঞ্চান পৃথী নির্ম্মিতাছে। সেই পঞ্চান পৃথিবী জড় প্রবর্ত্তের দেশ। জিজ্ঞাসাঃ প্রবর্ত্তের কাল কিঃ উঃ জ্ঞানপর্য্যন্ত জিং প্রবর্ত্তের পাত্র কেঃ উঃ প্রবর্ত্তের পাত্র তুমার দেহ জিং প্রবর্ত্তের কর্ম্ম কিঃ উঃ প্রবর্ত্তের কর্ম্ম এইঃ স্বসাধনের স্থির হিততত্ত্ব শ্রবণ করাঃ কৃতকারক কে হয়ঃ উঃ তুমি হঅঃ ইতি প্রবর্ত্তের উপদেশ শুনিএঃ পুনর্ব্বার দমেশ্বর সাধনের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলঃ হে প্রভু সাধনের দেশ কুথায়ঃ উঃ সাধনার দেশ দেহযুক্ত পঞ্চান রহিতেঃ দমহংসের উর্দ্ধে মহাচিরহ চিন্তজুতেঃ সরূপহংসপূর্ণ স্থানে। জিং সাধনের কাল কিঃ উঃ আয়ুক্ষণ পর্য্যন্ত সময় সকা নিশ্চিতাঃ জিং সাধনার পাত্র কেঃ উঃ সাধনার পাত্র তোমার সবাবেকে মনঃ জিঃ সাধনার কর্ম্ম কিঃ উঃ ঐ সবাবিক মনকে পুরণকরণঃ জিঃ কৃতকারক কে হয়ঃ উঃ তুমি হঅঃ ইতি প্রবর্ত্ত আদি সাধনার উপদেশ জ্ঞাত হৈএঃ সিদ্ধের জিজ্ঞাসা ॥১৬॥ হে প্রভু দয়াময় সিদ্ধের দেশ কুথায়ঃ উঃ সিদ্ধের দেশজুক্ত প্রত্তেক নগরেঃ জিঃ সিদ্ধের ফল কিঃ উঃ মহাবিচার পর্য্যন্তঃ জিঃ সিদ্ধের পাত্র কেঃ উঃ সিদ্ধের পাত্র আপন অন্তকরণঃ জিঃ কৃতকারক কে হয়ঃ উঃ তুমি হঅঃ ইতি এই সকল মুসু উপদেশ সাঙ্গ করিএঃ প্রঃ প্রঃ পুনর্ব্বার দমেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলঃ হে প্রভু প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত কিঃ উঃ প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত এই ধর্ম্মতত্ত্ব আপন অন্তকরণের সহিত পরীক্ষাকরণঃ উঃ প্রবর্ত্তের সাধন কিঃ উঃ সংশয়াদি ছেদন করাঃ জিঃ প্রবর্ত্তের সিদ্ধি কিঃ উঃ সম্পূর্ণমনে আমাকে হৃদে দৃঢ় বিশ্বাস করাঃ ইতি প্রবর্ত্তের সীমাতত্ত্বঃ

জি : হে প্রভু সাধনের প্রবর্ত্ত কি : উ : আপন হৃদগপঞ্জিকার সহিত ধর্ম্মব্যবস্থামতে কুনেক পাতক : করিয়াছ হেন স্মৃতি পড়ে : তবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত পুর্ব্বপ্রাচিত্তিক স্থানে গ্রহণ-করণ : জি : সাধনার সাধন কি : উ : ঐ প্রাচিত্তজুক্ত সাধনকরণ : প্রার্থনা : জিজ্ঞাসা : সাধনার সিদ্ধি কি : উ : ঐ কৃতপাতক ত্যাগের প্রভু দপার্ম্নন : ইতি সাধনার সীমাতত্ত্ব : শুনিএ সিদ্ধের জিজ্ঞাসা : হে প্রভু সিদ্ধের প্রবত্ত কি : উ : পুনর্ব্বার নিত্যজন্ম পাইএ : বিচারের স্থানে জাআ : জি : সিদ্ধের সাধন কি : উ : পৃথিবীতে জাইএ : আমরা আজ্ঞার মত : সুসাধন করিএ : নিত্য সুখভোগকরণের জন্ন হইঅ : না আমার আজ্ঞা লঙ্গন কুসাধন করিএ : অনন্তকাল নরকভোগকরণের জন্নই হঅ : এই উভয়ের বিচারকরণ : জি : সিদ্ধের সিদ্ধি কি : উ : সাধন অনুসারে ফলাদি ভোগকরণ : ইতি ॥

॥ পয়ার ॥

এই সব উপদেশ শুনিএ শ্রীদমে পুনরপি জিজ্ঞাসিল অনুরাগ ভ্রমে ॥

॥ ত্রিপদী ॥১৭॥

জাইনেছিলাম পূর্ণ মনে প্রভু তব দরশনে মুই অধমের বাসনা পুরিবে
দিব্য হৈএ দু নয়ান নির্ব্বয় হইএ প্রাণ পূর্ণানন্দে জাব ভবার্ণবে ॥

॥ পয়ার ॥

এতেক শুনিএ প্রভু ভ্রমছেদ বাণী হুঙ্কারিএ দমস্থানে কহিছেন পুনি।
এহিক্ষণ তুমায় আমি দিলে দরশন এই দেহ নিত্য হবে দিব্য দুনয়ন।
দিব্যনেত্র নিএ বাচা গেল ভবার্ণবে দিব্য নয়ানের জুতে শমন পলাবে।
তবে আর রিপুরাজের কাজ না হইল মানুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষা না হৈল।
এতেক শুনিএ দমে সেই সময় শুকিত হইএ তেহু প্রভুস্থানে কয়।
রিপুরাজ কেবা হয় কি কাজ সাধিবে মানুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম সে কি পরীক্ষিবে।
এতেক দমের বাণী শুনি নিরঞ্জন সংক্ষেপে দমের স্থানে কহিছেন উত্তর।
শুন শিশু নরবর হৈএ সাবধান শমন বৃত্তান্ত কিছু কহি অবস্থান।
সুধা আতশের দেহ সেহি সে শমন ভয়ঙ্করাকৃতি মহাপ্রচণ্ড লোচন।
আর তার সঙ্গী আছে রিপু সপ্তজন বিবেচিয়া বলি বাচা কর রে শ্রবণ।

॥ পয়ার ॥

কুমতি কুসতী আর কুমায়া কুলোভ কুকাম কুক্রোধাদি আলিস্য নপুংসুক।
এই সপ্তরিপুদুষ্ট শমনের প্রজা এই সপ্তরিপুসঙ্গে সেই রিপু রাজা।

পঞ্চানে পশিবে ... ...

পঞ্চানে পশিবে সে জে মনুষ্য সাক্ষাতে নানান ছলেতে জীবের সত্যতা ভাঙ্গিতে।
শুন বাচা ধমেশ্বর শুনহ বয়ান দারুন শয়তানের হাতে হৈঅ সাবধান।
একে সপ্তরিপু তার পাষণ্ডি দুষ্কর তাতে আর নিল সপ্ত ছলসিদ্ধি বর।
সপ্তরিপু আর সপ্ত ছলসিদ্ধি বর এই চৌদ্দ কু গুণে সে হবে ছলেশ্বর।
ছলেকের ছলক্রিয়া জানিয়া ত্যাগিবে সত্যক্রিয়া সত্যধর্ম্ম বুজিয়া সাধিবে।
শুনিতে শুনিতে দমে ব্যাকুল হইল চিন্তাপ্রাণে প্রভুস্থানে কহিতে লাগিল।
কি জন্যে বা শমনেরে দিলেন কি বর শুনিতে একান্ত বাঞ্ছা আপনা গোচর।
জ্ঞাত না হইএ যদি যাইব ভুবনে ছলুকের ছলক্রিয়া ভেদিবে কেমনে।
এতেক শুনিএা প্রভু দম প্রতি কয় ॥১৮॥ জ্ঞাত হইবারে বাচা না ভাবিয় ভয়।
হইছে হৈতেছে যাহা পশ্চাতে যা হবে সমুদয় তত্ত্ব তুমি এথাএ পাইবে।
যুগতত্ত্ব মহাপাতি সিচ্ছাতে সৃজিব পঞ্চানে জাবার সময় তোমা সমর্পিব।
পাষণ্ডির ছল আদি আছএ তাহাতে মানুষের ধর্ম্ম পরীক্ষিবে যে যে মতে।
সে পত্র পঠিলে সর্ব্ব জানিবে বিশেষে তত্রাচ কিঞ্চিত বলি সঙ্কেত আবাসে।
জানিবা শমন সেই মম নিন্দার আদি পূর্ব্বে নাম ছিল তার শমন অবেদি।
জন্মমাত্রে মর স্থানে ডরাইএ শমন মহাকষ্টে সপ্তদিন করিল স্তবন।
সেই সপ্ত তপস্যাতে সপ্ত রিপেশ্বর আমা হৈতে নিল সপ্ত ছলসিদ্ধি বর।
প্রথম তপস্যায় এহি নিল নিল সিদ্ধিবর সপ্তরিপুর বশেতে চলিবে জে জে নর।
সে সব তাহার প্রজা হবে তার গণ আমার আপন হৈএ না রবে আপন।
শুন বাচা শিশু নর পঞ্চানে জাইবে পাসণ্ডি রিপুর পন্থে কভু না চলিবে।
প্রভুর এ সব বাণী শুনি দমেশ্বর চিন্তিত হইএ তেহু করিছেন উত্তর॥

॥ ত্রিপদী ॥

আমারে পাঠাবে যথা রিপুরাঅ জাবে সেতা অহনিশি মরে পরীক্ষিবে
দুরন্ত রিপুর হাতে রক্ষা পাব কি কি মতে সেহি হেতু দিবে কি না দিবে।
এতেক দমের বাণী শুনি প্রভু চিন্তামণি বলিছেন করি সুহুঙ্কার
ভয় না করিয় বাপু কি করিব সপ্তরিপু আজ্ঞামতে চলিলে আমার ॥১৯॥

॥ আলাপ ॥

পরমেশ্বর বাচ: শুন হে নরবর: কিন্তু রিপুরাজা যেমন তুমাদিগেকে: কুনেক প্রকারে নষ্ট করিতে না পারে: এই হেতুক তুমাকে সৃজন সময়: সপ্তরিপুর কারণ: এবং সপ্ত

জন সুহৃদদিগেকে তুমার শরীরের মধ্যে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছি : অর্থাত : সুমতি সুগতি আর সুমায়া সুলোভ সুকাম সুক্রোধাদি : সুহিংসা ইত্যাদি : সপ্তজন সুহৃদ জানিবা : এবং এই সপ্তজন সুহৃদের দ্বারায় চলিব : তবে ঐ সেই রিপুদের জন্যে চিন্তা নাই : ইতি প্রথম বরের : সাঙ্গ করিয়া দ্বিতীয় বরের আরম্ভ :

॥ পয়ার ॥

দ্বিতীয়ের সিদ্ধি তার শুন নরবর   কেহ না হেরিবে তারে সন্ধ্যার ভিতর।
তার দৃষ্টি সৃষ্টি মাজে জেন বৃষ্টিজল   দ্বিতীয় তপস্যার এহি নিল সিদ্ধিফল ॥

॥ আলাপ ॥

এহা শুনিএ দমেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল : হে প্রভু যত্তপি তাহাকে হেরিব না : আর যদি শমনের দৃষ্টি বৃষ্টিজলের প্রায় সর্ব্ব স্থানে স্থানে বর্ষাইবে : তবে আমরা কুন স্থানে জাইএ থাকিলে রক্ষা পাইব : উ : পরমেশ্বর বাচ : শুন বাচা নরবর কিন্তু তাহাকে কাজ দ্বারায় দৃষ্টি হইবে : আর কেহ নিজরূপ বিতেরেকে : মায়ারূপ দেখিবে ॥ আর শমনের যে দিষ্টি বৃষ্টিজলের প্রায় সর্ব্বস্থানে বর্ষাইবে : সেইজন্তে চিন্তা করিঅ না : কেনন জে হেতুক সর্ব্বস্থানে বৃষ্টি বর্ষাইলেয় : জাহার অক্ষয় পাষাণের গৃহবাসী : তাহাদের অঙ্গে কিছুই পড়ে না : প্রভুর এই বাণীর অর্থ না বুজিএ : নরবর আচর্য্যজ্ঞানে জিজ্ঞাসা করিল : ॥২০॥

হে প্রভু : অক্ষয় পাষাণের গৃহ বুজি পৃথিবীতে নির্ম্মিতাছে : প্রভু বলিলেন আমি অক্ষয় পাষাণের গৃহ পৃথিবীতে : একখানঅ নির্ম্মিত করি নাই : কিন্তু আমার সাধন ঐ অক্ষয় পাষাণের গৃহ বটে ॥ হে মনিস্য : আমি তুমাকে বারবার কহিতেছি এবং জে ব্যক্তি আমার আজ্ঞার মত সাধন করিবে : তাহার অক্ষয় পাষাণের গৃহ নির্ম্মাণকারী : যে হেতুক সেই গৃহ বায়ুতে হিলে না : বন্যাতে পুরে না : এবং জলেতে ভাসিএ জাইতে পারে না : বরং কুনেক প্রকারে ঐ অক্ষয় পাষাণরূপ সাধনগৃহের মন্দ চিন্য নাই : আর যাহারা আমার আজ্ঞার মত সাধন করে না : তাহারা বালুর গৃহনির্ম্মাণকারী : যে হেতুক বায়ু বহিয়া বন্যা লাগিয়া এবং বৃষ্টি বর্ষিয়া : সেই অসাধনরূপ বালির গৃহ নষ্ট হয়। ইতি দ্বিতীয় বরের উপদেশ সাঙ্গ করিএ : প্রভু তৃতীয় বরের বাক্য আরম্ভ করিলেন ॥

॥ পয়ার ॥

শুন এবে তৃতীয় বরের বিবরণ   দারুণের সঙ্গী সেই রিপু সপ্তজন।
পাপছলে সে শমনে সে সপ্তরিপুরে   পশাইবে মানুষের হিয়ার ভিতরে।
এহা শুনি কহে নরে প্রভুর সম্পাশে   শরীরে পশিলে রিপু রক্ষা হবে কিসে।

এহার উপায় এহার উপায় কহ প্রভু দয়াময় তৃতীয় বরের বাণী শুনি লাগে ভয়।
প্রভু কহে শুন বাচা শুন রে বচন চিন্তা না করিঅ সপ্তরিপুর কারণ।
প্রথম বরের হেতু দ্বারায় চলিবে তৃতীয় বরের রক্ষা তাতেই পাইবে॥

॥ আলাপ ॥

কিন্তু রিপু সকল তুমাদের শরীরে পশিলেঅ রিপুর বাক্য শুনিয় না: বরং রিপুর বাক্য আর সুহৃদের বাক্য: এই দুই বাক্য: আপন অন্তকরণের বিবেচনার মধ্যে বাছনি করিএ: সুহৃদের বাক্য দ্বারায় চলিঅ: তাহাতে রিপুসকল পরাজয় হইবে: এহা শুনিএ নরে পর উত্তর করিল: হে প্রভু নবীন ভবার্ণবে জাইএ: নবীন অসতের নানান নবিন নবিন মায়া ছলেতে না ভুলিএ বাছনির কারণ স্মৃতি থাকিলেই জে হয় ॥২১॥

॥ পয়ার ॥

এতেক শুনিএ প্রভু দম প্রতি বলে পূর্ব্বে বলিয়াছি বাক্য এবে পাসরিলে।
পাঞ্চানে জাবার স[ম]য় এহার উপায় স্মৃতি জু পত্র আমি দিব হে তুমায়।
দারুণের মায়া ভেদ তাহাতে পাইবে বিস্মৃতি জত বাক্য স্মৃতি পাইবে।
জ্ঞানঅন্ধের জ্ঞানচক্ষু হবে বিভূষিত ভ্রান্ত ঘুর হবে দূর প্রকাশ সঞ্চিত।
বাছনির বিবেচনা হইবে উদয় আপনে সকল রিপু হবে পরাজয়।
প্রভুর এই উপাসনা শুনি দমেশ্বর প্রবোধ পাইএ মৌন হরিস অন্তর॥

॥ আলাপ ॥

দমেশ্বরকে মৌন হরিস দেখিএ: প্রভুজি আনন্দিত হইএ কহিতেছেন: হে বাচা দমেশ্বর: কিন্তু এই সপ্তজন সুহৃদের বিষয়: আর সেই সপ্তজন রিপুর বিষয়: তোমাকে একটী উমী উপমা দৃষ্টান্তে বলি: দেখ দেখি জেই গৃহস্থের গৃহমধ্যে সাতটী গরুড়পাখী য়াছে: সেই গৃহ-মধ্যে যগুপি সাতটী ছলসর্পে জাইএ: সুরঙ্গ করিএ রহিল: এহা জানিএ যগুপি: সেই গৃহস্থে একেক সুরঙ্গের পাশে একেকটী গরুড়পাখী বসাইএ রাখে তবে সেই ছলসর্পের জন্যে সেই গৃহস্থের কি ভয় থাকে। বরং আর সুহৃদরূপ গরুড় পক্ষীদিগেকে সুরঙ্গের পার্শ্বে বসাইএ রাখিলে: রিপুসর্পেরা ভয়েতে সুরঙ্গের মধ্যে ঐ পরাজয় হইবে। ইতি তৃতীয় বরের সাঙ্গ করিএ চতুর্থ বরের আরম্ভ:

॥ পয়ার ॥

চতুর্থ বরের বাক্য বলি হে তোমারে যে প্রকারে সিদ্ধি তার আমার গোচরে।
পূর্ব্বে জে শুনেইছ পঞ্চদ্রব্য সমাচার সেই পঞ্চদ্রব্যের পঞ্চরূপে সিদ্ধি তার।

যবে যেহি বাঞ্ছা রূপ ধরিবে ভুবনে   চতুর্থের এই বর নিল হে শমনে ॥২২॥
এই বরের মধ্যে তার সীমা প্রকাশিবে   কপর্দ্দকের সুখভোগ তাতেই করিবে।
আর যে যে বাঞ্ছা তার শুন নরবর   দ্বিতীয় ঈশ্বর হৈতে ভুবন ভিতর।
নানারূপ নানাছল অবতারে   নর জীব তার দাস হয় যে প্রকারে।
সেই প্রকার সে জে সদায় সাধিবে   তার আশীজনেরে সদায় শ্রেষ্ঠ প্রশংসিবে।
তার কাজ্য অনুসারে দিবেন সিদ্ধিবর   বিরলে বলিবে কেহ নাহি মম উপর।
আর যত যত বাক্য বলিবে রচিবে   শুন দমেশ্বর তাহা স্থতিতে পাইবে।
নরে বলে বিষম ঘটিবে এহি বরে   জবে জেহি বাঞ্ছা রূপ ধরিলে সংসারে।
সত্যতা ভাঙ্গিতে বুজি এই সন্ধি তার   কহ প্রভু ইহা হৈতে রক্ষা কি প্রকার।
প্রবঞ্চক বৈলে তারে চিনিতে জে পারি   সেহি হেতু দেন প্রভু সত্যের কাণ্ডারী।
প্রভু কহে এহার হেতু অনেক আছয়   সদ্‌জ্ঞানে পরীক্ষা দিএ বুজি জেবা লয়।
শুনিয়াছ জেহি পঞ্চরূপ সমাচার   সেহি পঞ্চরূপের মধ্যে বাঞ্ছাসিদ্ধি তার।
সেই পঞ্চরূপ বিনে রূপ ধরিবারে   জাজল্যের শক্তি নাই কহিল তুমারে।
সেই পঞ্চ দিব্যরূপে আমি কভু নয়   পঞ্চরূপাতীত আমি জানিঅ নিশ্চয়।
আমি পরে কেহ নাই আমার হংসক   আর জে দেখিবে ভবে সব প্রবঞ্চক।
সত্য মিথ্যা এই বাক্য জ্ঞানেতে জানিবে   রিপুযুক্ত ছলুকেরা কামী লোভী রবে।
কামী লোভী হৈলেঅ সে ছলেতে ঢাকিবে   পাপকর্ম্মেরে সদা শ্রেষ্ট প্রকাশিবে।
শুন বাচা শিশু নর কি বলিব আর   নানারূপে প্রবঞ্চনা করিবে প্রচার।
শুনিএ প্রভুর বাক্য শিশু দুইজন   য়ায়ুহা ঈশ্বরী সঙ্গে যুরিল ক্রন্দন।
জন্মাবধি জেই কন্যার শব্দ নাহি ছিল   ধর্ম্ম জাবে বলি তেহু কান্দিতে লাগিল।
ক্রন্দন শুনিএ প্রভু দুই শিশু পাশে   দয়াযুক্ত হইএ কহিছেন নিজাবাসে।
রিপুযুক্ত কামী লোভী আমি কভু নয়   সর্ব্বব্যাপী বিশ্বকর্ত্তা সুচৈতন্যময়।
আমি নিরাধার নির্ব্বিকার আমি নিরঞ্জর   জন্মমৃত্যু নাহি মর ভুবন ভিতর।
নিরহংসিক নিরপক্ষিক অখণ্ড অটল   টলাটল আতিত প্রভু বিমলমচল।
আবির্ভূত অন্ধ তবাদি নৈমসার ন্যায়   নিষ্পাপ শুদ্ধ সত্ত্ব নিত্য ধর্ম্মময় ॥২৩॥
যদ্যপি অটল আমি নিত্য দেশে রৈ   তভু কুনস্থানে পুন দৃষ্টিছাড়া নৈ।
পাপ পুন জত কর্ম্ম কর্ম্ম পূর্ব্বে জানি   ভাল মন্দ জত বাক্য না কহিতে শুনি।
মনে এক মুখে আর বাহির ভিতর   আমার নিকটে নাই কিছু অগোচর।
পাপকর্ম্ম করি কেহ সারিতে নারিবে   হৃদয়পঞ্জিকায় সব লিখিত রহিবে।
যদ্যপি সৃজন মর বট বাচা নর   সাধনার আপন আমি অসাধনার পর।

আমি সে আমার নৈলে কেহ নয় আমার   দমহংসের উর্দ্ধে মম কিঞ্চিত আকার।
ইহা পরে সরূপের রূপ নাহি ভবে   সে রূপহংস শুদ্ধস্থানে আমারে সাধিবে।
সেই রূপরেখা পঞ্চরূপের উপার   সেহিস্থানে শমনের নাহি অধিকার॥
শমনের শক্তি নাই সে রূপে পশিতে   শুন বাচা শিশু নর কহিল তুমাতে।
শুনি পিতা দমেশ্বর আয়ুহা ঈশ্বরী   হরিস হইল দুই আদি নরনারী॥
ইতি। ইতি চতুর্থ বরের সাঙ্গ ॥২৩॥··· ···

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

॥ ক্রমিকসংখ্যা ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির পরিচয় পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে)

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১	রাজাবলি
২	প্রাকৃতপৈঙ্গল
৩	রামকাণ্ড*
৪	চণ্ডীমঙ্গল
৫	সত্যনারায়ণপাঁচালী*
৬	সত্যদেবের পাঁচালী*
৭	চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্য)
৮	মহাভারত (আদি)
৯	ঐ*
১০	রামায়ণ (উত্তরা)
১১	চৈতন্যচরিতামৃত (আদি, মধ্য, অন্ত্য)
১২	রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব
১৩	রাধিকামঙ্গল
১৪	গোর্খ-বিজয়
১৫	চৈতন্যভাগবত (আদি খণ্ড)
১৬	সামুদ্রিকগ্রন্থ*
১৭	স্যাখত*
১৮	চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য)
১৯	রাধার কলঙ্কভঞ্জন*
২০	স্মরণমঙ্গল*
২১	চৈতন্যমঙ্গল (সন্ন্যাসখণ্ড)
২২	নিগমগ্রন্থ (বৈষ্ণবামৃত)*
২৩	ভক্তিচিন্তামণি
২৪	গোবিন্দমঙ্গল*
২৫	সত্যদেবসংহিতা*
২৬	অষ্টলোকপালকথা*
২৭	সত্যনারায়ণ ব্রতকথা*
২৮	রামায়ণ (আদি, লঙ্কা, উত্তরা)
২৯	সারগীতা*
৩০	মহাভারত (ভীষ্ম, বন)
৩১	রাধারসকারিকা*
৩২	হংসদূত*
৩৩	অঙ্গদের রায়বার*
৩৪	কপিলামঙ্গল
৩৫	ভারতসংহিতা*
৩৬	হংসদূত*
৩৭	মহাভারত (উদ্যোগ)
৩৮	গানের পাতড়া*
৩৯	বাজানা*
৪০	চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্য)
৪১	যোগাদ্যার বন্দনা*
৪২	পাতড়া
৪৩	সত্যনারায়ণপাঁচালী*
৪৪	কালিকাবন্দনা*
৪৫	বৈষ্ণববন্দনা
৪৬	বৃন্দাবনলীলাস্থান বর্ণন*
৪৭	আগম*
৪৮	চৈতন্যমঙ্গল

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৪৯	নয়ানবেনের বিপরীতবিহার
৫০	জন্মযাত্রা পদ*
৫১	মনসামঙ্গল*
৫২	গোবিন্দচরিত
৫৩	দুর্লভসার
৫৪	স্বরূপবর্ণন*
৫৫	কৃষ্ণের উৎসব
৫৬	চৈতন্যতত্ত্বসার*
৫৭	বৈষ্ণবামৃত*
৫৮	মনঃশিক্ষা*
৫৯	শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী*
৬০	অঙ্গদের রায়বার
৬১	সীতার বারমাস্যা*
৬২	মহাভারত (আদি)
৬৩	গোবিন্দমঙ্গল
৬৪	সুদামাচরিত্র
৬৫	কবিরাজী পাতড়া*
৬৬	রামায়ণ (উত্তরা)
৬৭	সত্যপীরপাঁচালী*
৬৮	সত্যনারায়ণব্রতকথা
৬৯	বৈষ্ণবমঙ্গল*
৭০	উজ্জ্বলের কিরণ
৭১	গোবিন্দচরিত
৭২	সত্যনারায়ণ ব্রতকথা
৭৩	গোবিন্দবিজয়
৭৪	অষ্টোত্তর শতনাম
৭৫	চৈতন্যমঙ্গল (আদিখণ্ড)
৭৬	জগন্নাথবন্দনা
৭৭	মণিহরণ

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৭৮	রাধাকৃষ্ণবিলাস*
৭৯	অর্থযুক্ত চাণক্য শত অষ্টোত্তর শ্লোক*
৮০	অঙ্গদের রায়বার
৮১	নারদসংবাদ
৮২	সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা*
৮৩	বৈষ্ণববন্দনা
৮৪	হরিনামার্থ*
৮৫	আশ্রয়নির্ণয়*
৮৬	মনুষ্যতত্ত্বসারাবলী*
৮৭	চৈতন্যমঙ্গল (মধ্য)
৮৮	বৃন্দাবনপরিক্রমা*
৮৯	সত্যনারায়ণব্রতকথা
৯০	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
৯১	গণেশবন্দনা
৯২	ব্রাহ্মণবন্দনা
৯৩	বৈষ্ণববন্দনা
৯৪	দেবীর শঙ্খপরা*
৯৫	চণ্ডীদাসের পাতড়া
৯৬	আত্মজিজ্ঞাসা*
৯৭	প্রার্থনার পদ*
৯৮	রসালদর্পণ*
৯৯	পাতড়া*
১০০	দণ্ডটীকা*
১০১	বৃন্দাবন পটল*
১০২	নৌকাখণ্ড*
১০৩	গুরুদক্ষিণা
১০৪	স্মরণীয় টীকা*
১০৫	অক্ষরবর্ণন*
১০৬	হাটপত্তন*

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১০৭	গৌরাঙ্গপদ*
১০৮	মঙ্গলারতি*
১০৯	রাধারসকারিকা
১১০	দণ্ডটীকা
১১১	কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
১১২	বৈষ্ণবকড়চা
১১৩	পদাবলী*
১১৪	অষ্টোত্তর শতনাম
১১৫	দ্বাদশপাট
১১৬	শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক
১১৭	মহাভারত (বন, ভীষ্ম)
১১৮	আদ্যআগমপুরাণ*
১১৯	গোবিন্দমঙ্গল
১২০	পাতড়া
১২১	খোট্টা অঙ্গদের রায়বার*
১২২	দশদশা উন্মাদপ্রকরণ
১২৩	দেহতত্ত্ব*
১২৪	গাঁজা ও তামাকুর গান*
১২৫	প্রাচীন গদ্য (দিনলিপি)*
১২৬	বাঙ্গালা মন্ত্র*
১২৭	বানের কবিতা*
১২৮	পদ*
১২৯	শ্রীধর্মপুরাণ*
১৩০	ঐ*
১৩১	ধর্মমঙ্গল*
১৩২	মহাভারত (বিরাট)
১৩৩	চণ্ডীমঙ্গল
১৩৪	কালিকামঙ্গল
১৩৫	ঐ

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১৩৬	কালিকামঙ্গল
১৩৭	ভক্তিউদ্দীপন*
১৩৮	নারদসংবাদ
১৩৯	জগৎমঙ্গল
১৪০	মহাভারত (শান্তি)
১৪১	গুরুদক্ষিণা
১৪২	গান*
১৪৩	মহাভারত (বিরাট)
১৪৪	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
১৪৫	মহামায়ার শঙ্খপরা
১৪৬	মহাভারত (দ্রোণ, কর্ণ)
১৪৭	রামায়ণ (লঙ্কা)
১৪৮	মহাভারত (শান্তি)*
১৪৯	রামায়ণ (সীতাপরীক্ষা)
১৫০	সুদামাচরিত্র
১৫১	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
১৫২	সত্যনারায়ণব্রতকথা
১৫৩	সঙ্গীত
১৫৪	জগৎমঙ্গল
১৫৫	কৃষ্ণকর্ণামৃত
১৫৬	মহামুদ্গর*
১৫৭	জন্মাষ্টমীব্রতকথা*
১৫৮	শিবরাত্রব্রতকথা*
১৫৯	সত্যপীরব্রতকথা*
১৬০	কপিলামঙ্গল
১৬১	শ্রীকৃষ্ণের গেড়ুখেলা
১৬২	গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী
১৬৩	চণ্ডীমঙ্গল
১৬৪	মহাভারত (আদি)

ক্রমিক্‌সংখ্যা	গ্রন্থনাম
১৬৫	রামায়ণ (উত্তরা)
১৬৬	মহাভারত (বিরাট)
১৬৭	ঐ (শান্তি)
১৬৮	চণ্ডীমঙ্গল
১৬৯	ঐ
১৭০	ঐ
১৭১	ঐ
১৭২	ঐ
১৭৩	মহাভারত (বিরাট)
১৭৪	কবিরাজী পাতড়া
১৭৫	বৈদ্যক*
১৭৬	রামায়ণ (অযোধ্যা, অরণ্য, সুন্দরা, কিষ্কিন্ধ্যা)
১৭৭	চৈতন্যচরিতামৃত (আদি, মধ্য)
১৭৮	বৈষ্ণবামৃত
১৭৯	ভক্তিউদ্দীপন
১৮০	নারদসংবাদ
১৮১	মনসামঙ্গল (ভাসান)*
১৮২	শ্রীকৃষ্ণবিজয়
১৮৩	চৈতন্যমঙ্গল (অন্ত্য)
১৮৪	স্বরূপবর্ণন
১৮৫	মহাভারত (আদি)
১৮৬	চৈতন্যচরিতামৃত (আদি, মধ্য, অন্ত্য)
১৮৭	কবিরাজী পাতড়া
১৮৮	নিরঞ্জনমঙ্গল*
১৮৯	ঐ*
১৯০	ধর্মমঙ্গল
১৯১	ঐ*
১৯২	ঐ*
১৯৩	ঐ*

ক্রমিক্‌সংখ্যা	গ্রন্থনাম
১৯৪	পদাবলি*
১৯৫	শ্রীকৃষ্ণ[মঙ্গল]*
১৯৬	গোবিন্দমঙ্গল*
১৯৭	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল : নৌকাখণ্ড*
১৯৮	পদাবলী*
১৯৯	অনাদ্যের পুথি*
২০০	পাতড়া
২০১	নৌকাখণ্ড
২০২	গৌরীমঙ্গল*
২০৩	নৌকাখণ্ড*
২০৪	পদাবলি*
২০৫	ধর্মমঙ্গল
২০৬	কবিরাজী ফর্দ্দ
২০৭	যোগাদ্যার বন্দনা
২০৮	পত্র
২০৯	বাঙ্গালা মন্ত্র
২১০	জগন্নাথবন্দনা
২১১	বাঙ্গালা মন্ত্র*
২১২	বৈষ্ণবকড়চা
২১৩	জগন্নাথবন্দনা
২১৪	ভাগবতামৃত
২১৫	পদাবলি*
২১৬	ঐ*
২১৭	ঐ*
২১৮	ঐ*
২১৯	ঐ*
২২০	ঐ*
২২১	ঐ*
২২২	কবিরাজী ফর্দ্দ

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
২২৩	বাঙ্গালা মন্ত্র*
২২৪	পাতড়া
২২৫	চৈতন্যমঙ্গল
২২৬	জ্যোতিষের পাতড়া
২২৭	পত্র
২২৮	গান
২২৯	পদাবলি*
২৩০	চৈতন্যচরিতামৃত (আদি)
২৩১	পদাবলি*
২৩২	রামায়ণ
২৩৩	পদাবলি*
২৩৪	ধর্মমঙ্গল
২৩৫	শ্রীরূপমঞ্জরীর পদ
২৩৬	পদাবলি*
২৩৭	ঐ*
২৩৮	ঐ*
২৩৯	হেকিমী পুঁথি*
২৪০	চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্য)
২৪১	ঐ (আদি, অন্ত্য)
২৪২	প্রার্থনার পদ*
২৪৩	মহাভারত (আদি)
২৪৪	প্রসাদচরিত্র
২৪৫	রসকদম্ব
২৪৬	অনুরাগবল্লী
২৪৭	নামসংকীর্তন
২৪৮	চাটুপুষ্পাঞ্জলি*
২৪৯	পত্র
২৫০	মনঃশিক্ষা*
২৫১	হরিনাম কবজ*, সপ্তবার কথন*
২৫২	সর্বনির্যাসতত্ত্বাবলী (সর্বনির্যাস সারাবলী)*
২৫৩	রসপুরকারিকা*
২৫৪	হাটবন্দনা
২৫৫	চৈতন্যভাগবত (আদি)
২৫৬	গোবিন্দলীলামৃত
২৫৭	পদাবলি*
২৫৮	কালিকামঙ্গল*
২৫৯	মহাভারত (সভা)
২৬০	ঐ (উদ্যোগ)
২৬১	গজেন্দ্রমোক্ষণ*
২৬২	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২৬৩	শিবপুরাণ*
২৬৪	ভারতসংহিতা
২৬৫	কৃষ্ণচরিত্র*
২৬৬	গান*
২৬৭	আগমনী গান*
২৬৮	ছাড়পত্র
২৬৯	পদাবলী (কলঙ্কভঞ্জন)*
২৭০	গঙ্গাবন্দনা*
২৭১	রামবন্দনা
২৭২	শোচক, পাতড়া, রাধিকাবন্দনা*
২৭৩	ঈশ্বরের শতনাম*
২৭৪	পদ*
২৭৫	পদাবলি*
২৭৬	বাঙ্গালা মন্ত্র*
২৭৭	শ্রীঠাকুর সকলের পাট*
২৭৮	বাঙ্গালা মন্ত্র, তুকতাক*
২৭৯	পত্র

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
২৮০	পত্র
২৮১	পদাবলি*
২৮২	জ্যোতিষের পাতড়া
২৮৩	পদাবলি*
২৮৪	যোগাত্মার বন্দনা
২৮৫	গান*
২৮৬	ঐ
২৮৭	কবিরাজী ও হেকিমী পাতড়া
২৮৮	শিবায়ন
২৮৯	দ্বাদশগোপাল-বর্ণ-বস্ত্র-সেবাবাস*
২৯০	অঙ্গদের রায়বার (হিন্দী)
২৯১	টোটকা ঔষধের পাতড়া
২৯২	কবিরাজী পাতড়া
২৯৩	কর্জপত্র
২৯৪	লক্ষণের শক্তিশেল
২৯৫	সত্যপীরপাঁচালী*
২৯৬	গোবিন্দলীলামৃত
২৯৭	রাসপঞ্চাধ্যায় (ভাগবতসন্দর্ভ)*
২৯৮	পদাবলি*
২৯৯	মহাভারত (বিরাট)
৩০০	দোহা*
৩০১	পত্র
৩০২	চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্য)
৩০৩	জন্মাষ্টমীব্রতকথা
৩০৪	প্রসাদচরিত্র
৩০৫	রাগময়ীকণা
৩০৬	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৩০৭	লক্ষ্মীচরিত
৩০৮	দাতাকর্ণপালা

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৩০৯	রসকদম্ব
৩১০	ঐ
৩১১	মহাভারত (বন)
৩১২	রামচরিত্র*
৩১৩	গুরুদক্ষিণা
৩১৪	মহাভারত (দ্রোণ)
৩১৫	বস্তুতত্ত্বসার*
৩১৬	মানুষের প্রণালীতত্ত্ব*
৩১৭	হরিনামামৃতদীপিকা*
৩১৮	পদাবলি
৩১৯	রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব
৩২০	পদাবলি*
৩২১	গোবিন্দমঙ্গল
৩২২	প্রসাদচরিত্র
৩২৩	আশ্রয়তত্ত্ব*
৩২৪	অদ্বৈতসূত্রকড়চা*
৩২৫	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোদয়*
৩২৬	কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
৩২৭	পদাবলি*
৩২৮	প্রসাদচরিত্র
৩২৯	রামায়ণ
৩৩০	চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য)
৩৩১	গোবিন্দমঙ্গল
৩৩২	উজ্জ্বলপ্রকাশিতা
৩৩৩	দাতাকর্ণপালা
৩৩৪	পদাবলি*
৩৩৫	কথকতার পুঁথি (?)*
৩৩৬	কবিরাজী পাতড়া
৩৩৭	পাতড়া

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৩৩৮	প্রহ্লাদচরিত্র
৩৩৯	চাণক্যশ্লোক (সানুবাদ)
৩৪০	সাধননির্ণয় (?) রাগময়ীকণা (?)*
৩৪১	নারদসংবাদ
৩৪২	পদাবলি*
৩৪৩	বৈষ্ণবকড়চা
৩৪৪	সহজিয়া পুঁথি (?)*
৩৪৫	বৈষ্ণবকড়চা
৩৪৬	মঞ্জরীনির্ণয়
৩৪৭	পদাবলি*
৩৪৮	চৈতন্যমঙ্গল
৩৪৯	পদাবলি*
৩৫০	পাতড়া
৩৫১	শনিচরিত্র*
৩৫২	রামায়ণ (লঙ্কা, আদি)
৩৫৩	রাধিকামঙ্গল
৩৫৪	মহাভারত (বিরাট)
৩৫৫	ঐ (আদি)
৩৫৬	পাতড়া
৩৫৭	প্রসাদচরিত্র
৩৫৮	সীতার বারমাসী
৩৫৯	চৈতন্যভাগবত (আদি)
৩৬০	ঐ (মধ্য)
৩৬১	ঐ (অন্ত্য)
৩৬২	মহাভারত (কর্ণ)
৩৬৩	বিজয়পাণ্ডবকথা*
৩৬৪	বাঙ্গালা মন্ত্র
৩৬৫	সুদামাচরিত্র*
৩৬৬	স্বরূপবর্ণন

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৩৬৭	বৈষ্ণববন্দনা
৩৬৮	দ্বিজ চণ্ডীদাসবিষয়ক পাতড়া*
৩৬৯	পাতড়া
৩৭০	ভজনরত্ন*
৩৭১	মহাভারত
৩৭২	মুসলমানী পাতড়া*
৩৭৩	পত্র
৩৭৪	মহাভারত (বন)
৩৭৫	শীতলামঙ্গল
৩৭৬	রাধিকামঙ্গল
৩৭৭	দাতাকর্ণপালা
৩৭৮	মহাভারত (?)
৩৭৯	সাবিত্রী উপাখ্যান
৩৮০	রামায়ণ (রাঘবকীর্তন)
৩৮১	তুলসীমাহাত্ম্য
৩৮২	প্রহ্লাদচরিত্র
৩৮৩	কুম্ভকর্ণের রায়বার ও অন্যান্য
৩৮৪	মহাভারত (সভা)
৩৮৫	পাতড়া
৩৮৬	গঙ্গাবন্দনা
৩৮৭	ভাগবতামৃত
৩৮৮	দাতাকর্ণপালা
৩৮৯	গঙ্গাবন্দনা
৩৯০	রামায়ণ
৩৯১	পাতড়া
৩৯২	চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য, অন্ত্য)
৩৯৩	ঐ (মধ্য)
৩৯৪	রামায়ণ
৩৯৫	ঐ (সুন্দরা)*

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৩৯৬	সাধ্যসাধনতত্ত্ব (?)*
৩৯৭	পত্র
৩৯৮	সনৎকুমার পটল*
৩৯৯	হংসদূত
৪০০	বৈষ্ণব কবিতা (?)*
৪০১	রামায়ণ
৪০২	রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব
৪০৩	যোগাদ্যার বন্দনা
৪০৪	চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য)
৪০৫	দাতাকর্ণপালা
৪০৬	মহাভারত
৪০৭	ঐ
৪০৮	নিরঞ্জনপুরাণ*
৪০৯	মহাভারত (ভীষ্ম)
৪১০	হিসাব
৪১১	রামায়ণ (উত্তরা)
৪১২	ঐ*
৪১৩	পাতড়া
৪১৪	মহাভারত (বন)
৪১৫	রামায়ণ
৪১৬	ঐ
৪১৭	ঐ
৪১৮	ঐ
৪১৯	হিসাব
৪২০	মহাভারত
৪২১	রামায়ণ
৪২২	ঐ (উত্তরা)
৪২৩	নারদসংবাদ
৪২৪	মহাভারত

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৪২৫	অঙ্গদের রায়বার
৪২৬	গান*
৪২৭	হিসাব
৪২৮	রাগানুগাবোধক জিজ্ঞাসাপত্র
৪২৯	পত্র
৪৩০	ভগুরামের পদ*
৪৩১	সত্যনারায়ণব্রতকথা
৪৩২	পত্র
৪৩৩	রসকদম্ব
৪৩৪	সত্যনারায়ণব্রতকথা
৪৩৫	রামায়ণ (লঙ্কা)
৪৩৬	দাতাকর্ণপালা
৪৩৭	গঙ্গাস্নানযাত্রার ছড়া*
৪৩৮	পদাবলি*
৪৩৯	পত্র
৪৪০	হিসাব
৪৪১	ঐ
৪৪২	গঙ্গাবন্দনা
৪৪৩	পত্র
৪৪৪	ঐ
৪৪৫	গঙ্গাবন্দনা
৪৪৬	জমির চৌহদ্দি
৪৪৭	রামায়ণ (লঙ্কা)
৪৪৮	ঐ (উত্তরা)
৪৪৯	মহাভারত
৪৫০	দরখাস্ত
৪৫১	পত্র
৪৫২	গান*
৪৫৩	কালিপ্রস্তুতের ছড়া*

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৪৫৪	পত্র
৪৫৫	আইবড় হটুরাম চক্রবর্ত্তীর খেদ*
৪৫৬	মহাভারত (বিরাট)
৪৫৭	ঐ
৪৫৮	কোন তিন তিন মন্দ
৪৫৯	গোষ্ঠবাৎসল্য পদ
৪৬০	মহাভারত (বিরাট)
৪৬১	সুদামাচরিত্র
৪৬২	কলিকালের ছড়া
৪৬৩	পত্র
৪৬৪	কবিরাজী পাতড়া
৪৬৫	ভাষ
৪৬৬	পদ*
৪৬৭	মহাভারত (বিরাট)
৪৬৮	ঐ
৪৬৯	ঐ (সভা)
৪৭০	পত্র
৪৭১	দোহা
৪৭২	গোধন উৎসব
৪৭৩	সনাতন-গৌরাঙ্গ-সংবাদ*
৪৭৪	পত্র
৪৭৫	গণেশবন্দনা
৪৭৬	পত্র
৪৭৭	বাড়ির জাতিনির্ণয়
৪৭৮	গান*
৪৭৯	মহাভারত
৪৮০	বাঙ্গালা মন্ত্র*
৪৮১	ঐ*
৪৮২	হকিকতপত্র
৪৮৩	বাঙ্গালা মন্ত্র*
৪৮৪	ঐ*
৪৮৫	কর্জপত্র
৪৮৬	পত্র
৪৮৭	ঐ
৪৮৮	ঐ
৪৮৯	বাঙ্গালা মন্ত্র
৪৯০	প্রশস্তিপত্র
৪৯১	পাতড়া
৪৯২	আগমনী গান
৪৯৩	পত্র
৪৯৪	ঐ
৪৯৫	রাধিকামঙ্গল
৪৯৬	দোহা*
৪৯৭	মহাভারত (আদি)
৪৯৮	পত্র
৪৯৯	অশৌচব্যবস্থা
৫০০	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

নির্ঘণ্ট

॥ ক্রমিকসংখ্যা ॥

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির পরিচয় প্রস্তুত খণ্ডে দেওয়া হইল)

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৫০১	একনাম সংকীর্তন*
৫০২	রসিকচরিত্র*
৫০৩	পদাবলী, কড়চা*
৫০৪	কিশোরীভজনের পদ*
৫০৫	মনঃশিক্ষা, গোবিন্দরতিমঞ্জরী
৫০৬	পদাবলী (প্রার্থনার পদ)*
৫০৭	শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা
৫০৮	শ্রীস্বরূপবর্ণন
৫০৯	পদাবলী*
৫১০	চৈতন্যচরিতামৃত
৫১১	মহাভারত (বন)
৫১২	আনন্দবিলাস (?)*
৫১৩	কুম্ভকর্ণের রায়বার*
৫১৪	ভক্তিচিন্তামণি
৫১৫	রামায়ণ (লঙ্কা)
৫১৬	গোবিন্দমঙ্গল
৫১৭	কিস্তা পাঁচালী*
৫১৮	চতুর্দ্দশ পট্টন*
৫১৯	দেবীর শঙ্খপরা (যোগাদ্যার বন্দনা)*
৫২০	ভক্তিউদ্দীপন*
৫২১	পদাবলী*
৫২২	বিদ্যাসুন্দর
৫২৩	ঐ
৫২৪	গঙ্গাবন্দনা
৫২৫	বক্রনাথের বন্দনা*
৫২৬	মহাভারত (সভা)
৫২৭	শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরত্নবেদী
৫২৮	পদাবলী*
৫২৯	আগমনী গান*
৫৩০	গান*
৫৩১	পদাবলী*
৫৩২	গান*
৫৩৩	পদাবলী*
৫৩৪	ভক্তিচিন্তামণি, অজ্ঞাত পদ*
৫৩৫	শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্রোদয় গ্রন্থ
৫৩৬	পাতড়া
৫৩৭	রতিভেদ*
৫৩৮	পাতড়া (প্রহেলিকা)*
৫৩৯	মহলকালি*
৫৪০	গোবিন্দমঙ্গল
৫৪১	গৌরমণ্ডল
৫৪২	কেশবাষ্টক (সং)
৫৪৩	বাঙ্গালা মন্ত্র, প্রতিবেদন*
৫৪৪	আশ্রয়তত্ত্ব*
৫৪৫	কাগজের আরিজা*
৫৪৬	নারদসংবাদ
৫৪৭	নামসংকীর্তন*
৫৪৮	পদাবলী*

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৫৪৯	গান*
৫৫০	রামায়ণ (উত্তরা)
৫৫১	নাড়ীপরীক্ষা*
৫৫২	কবিরাজী পাতড়া
৫৫৩	গান, বাজনার বোল*
৫৫৪	পাতড়া (প্রাকৃত)*
৫৫৫	বৃন্দাবনকাব্য (সং)
৫৫৬	গান, মন্ত্র, হেঁয়ালী*
৫৫৭	গান*
৫৫৮	পদাবলী*
৫৫৯	বনশোভা*
৫৬০	ভক্তিচিন্তামণি
৫৬১	গান*
৫৬২	মহাভারত (দ্রোণ)
৫৬৩	অঙ্গদরায়বার
৫৬৪	কলঙ্কভঞ্জন
৫৬৫	বাঙ্গালা মন্ত্র*
৫৬৬	কবিরাজী পাতড়া
৫৬৭	নারদসংবাদ
৫৬৮	জ্যোতিষের পাতড়া
৫৬৯	ঐ
৫৭০	মহাভারত
৫৭১	গান*
৫৭২	শিবদাসের আত্মকথা*
৫৭৩	কবিরাজী পাতড়া
৫৭৪	ব্যঙ্গচিত্র*
৫৭৫	পাতড়া*
৫৭৬	গান*
৫৭৭	ঐ*

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৫৭৮	জ্যোতিষের পাতড়া
৫৭৯	গৃহনির্ণয়*
৫৮০	পাতড়া
৫৮১	গান*
৫৮২	জ্যোতিষের পাতড়া
৫৮৩	নারদসংবাদ
৫৮৪	পদাবলী*
৫৮৫	আত্মতত্ত্বনিরূপণ*
৫৮৬	গান*
৫৮৭	পদাবলী*
৫৮৮	কবিরাজী পাতড়া*
৫৮৯	বন্দনা অংশ
৫৯০	ছড়া*
৫৯১	পাতড়া
৫৯২	হরমঙ্গল
৫৯৩	মহাভারত
৫৯৪	পদাবলী*
৫৯৫	ঐ*
৫৯৬	প্রেমবিলাস
৫৯৭	রামায়ণ
৫৯৮	পদাবলী, শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং*
৫৯৯	গোবিন্দমঙ্গল
৬০০	বাণভিক্ষা
৬০১	ভাগবতামৃত
৬০২	অঙ্গদরায়বার*
৬০৩	মহাভারত
৬০৪	রামায়ণ
৬০৫	মহাভারত
৬০৬	ঐ

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৬০৭	ভাগবতামৃত
৬০৮	পদাবলী, হিসাব*
৬০৯	ঐ (বারমাসী)*
৬১০	নন্দবিদায়
৬১১	চৈতন্যচরিতামৃত
৬১২	কপিলামঙ্গল
৬১৩	পদাবলী*
৬১৪	ঐ*
৬১৫	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৬১৬	রামায়ণ
৬১৭	দাতাবর্ণ
৬১৮	ব্রাহ্মণসঙ্গীত*
৬১৯	ধর্মরাজের ও কামিন্যার ধ্যান*
৬২০	পদাবলী*
৬২১	তন্ত্রের তালিকা*
৬২২	কামশাস্ত্র*
৬২৩	কৃষ্ণমঙ্গল
৬২৪	গোবিন্দবিজয়*
৬২৫	ইমামের কেচ্ছা*
৬২৬	ঐ*
৬২৭	পাতড়া
৬২৮	ধর্মমঙ্গল
৬২৯	পদাবলী*
৬৩০	পঞ্চনাম ও স্বরূপ*
৬৩১	গোবিন্দমঙ্গল
৬৩২	চৈতন্যচরিতামৃত
৬৩৩	গুরুদক্ষিণা
৬৩৪	কর্ণমুনির পালা
৬৩৫	চৈতন্যচরিতামৃত

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৬৩৬	রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব
৬৩৭	ধর্মমঙ্গল
৬৩৮	মহাভারত
৬৩৯	ঐ (মুষল)
৬৪০	ঐ (বিরাট, সভা)
৬৪১	ঐ
৬৪২	কপিলামঙ্গল
৬৪৩	গান, আর্যা, পত্র*
৬৪৪	গান*
৬৪৫	ঐ*
৬৪৬	মহাভারত
৬৪৭	পদাবলী*
৬৪৮	রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব
৬৪৯	বৈষ্ণবকড়চা
৬৫০	পাতড়া
৬৫১	রামায়ণ (লঙ্কা)
৬৫২	মহাভারত (বিরাট)
৬৫৩	প্রসাদচরিত্র
৬৫৪	পাতড়া
৬৫৫	রামায়ণ
৬৫৬	প্রসাদচরিত্র
৬৫৭	ধামালী*
৬৫৮	পাতড়া
৬৫৯	রাধিকামঙ্গল, ধামালী পদ, পদ*
৬৬০	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
৬৬১	চণ্ডীমঙ্গল
৬৬২	মুক্তাচরিত্র
৬৬৩	পাতড়া
৬৬৪	ঐ

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৬৬৫	নন্দবিদায়
৬৬৬	পাতড়া
৬৬৭	উঞ্ছবৃত্তিমুনি পালা
৬৬৮	মহাভারত (স্বর্গ)
৬৬৯	ঐ (সৌপ্তিক)
৬৭০	ঐ
৬৭১	উঞ্ছবৃত্তিমুনি পালা
৬৭২	পদাবলী*
৬৭৩	প্রহ্লাদচরিত্র
৬৭৪	চাণক্যশ্লোককাব্য
৬৭৫	কৃষ্ণের বাল্যলীলা*
৬৭৬	পদাবলী*
৬৭৭	ঐ*
৬৭৮	ঐ*
৬৭৯	ঐ*
৬৮০	হরগৌরীর কোন্দল*
৬৮১	ইমামের কেচ্ছা*
৬৮২	আফৎনামা*
৬৮৩	ইমামের কেচ্ছা*
৬৮৪	মহাভারত
৬৮৫	প্রেমকদম্ব
৬৮৬	কালী কৈবল্যদায়িনী
৬৮৭	দোহা*
৬৮৮	খনার বচন*
৬৮৯	মহাভারত (অশ্বমেধ)
৬৯০	রামানন্দসম্বাদ (চৈ. চ.)
৬৯১	পদাবলী*
৬৯২	ঐ*
৬৯৩	ছড়া*

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৬৯৪	মহাভারত (মুষল)
৬৯৫	কবিরাজী পাতড়া
৬৯৬	মহাভারত (অশ্বমেধ)
৬৯৭	হোরান জরিপ*
৬৯৮	গান*
৬৯৯	জ্যোতিষের পাতড়া
৭০০	চাণক্যশ্লোক (ভাষা)
৭০১	তরণীসেনের পালা*
৭০২	পুরাতন গদ্য*
৭০৩	কথকতার পুঁথি*
৭০৪	বাঙ্গালা মন্ত্র (টোটক)*
৭০৫	দাতাকর্ণ
৭০৬	মহাভারত (ভীষ্ম)
৭০৭	বাঙ্গালা মন্ত্র*
৭০৮	গান*
৭০৯	মহাভারত
৭১০	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (সুদামাচরিত্র)
৭১১	দাতাকর্ণ
৭১২	মহাভারত
৭১৩	অক্রূর আগমন
৭১৪	বাঙ্গালা মন্ত্র (তুক)*
৭১৫	মহাভারত
৭১৬	গান*
৭১৭	জ্যোতিষের পাতড়া*
৭১৮	ঐ
৭১৯	মনসামঙ্গল*
৭২০	বাঙ্গালা মন্ত্র*
৭২১	দণ্ডাত্মিকাগ্রন্থ*
৭২২	সত্যনারায়ণপাঁচালী*

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৭২৩	অঙ্গদরায়বার*
৭২৪	বাঙ্গালা মন্ত্র*
৭২৫	মহাভারত (বৃহৎ সভা)
৭২৬	ঐ (স্ত্রী)*
৭২৭	ঐ
৭২৮	ঐ
৭২৯	রামায়ণ (উত্তরা)
৭৩০	গুরুদক্ষিণা
৭৩১	দাতাকর্ণ
৭৩২	শংখাসুর বধ
৭৩৩	বানের কবিতা*
৭৩৪	ভাগবতামৃত
৭৩৫	রামায়ণ (লঙ্কা)
৭৩৬	প্রমেহর ঔষধী*
৭৩৭	অশৌচচরিত্র (ভাষা)*
৭৩৮	চৈতন্যভাগবত (মধ্য)
৭৩৯	পাতড়া
৭৪০	সত্যনারায়ণপাঁচালী*
৭৪১	পদাবলী*
৭৪২	গান*
৭৪৩	মহাভারত
৭৪৪	রামায়ণ
৭৪৫	মহাভারত
৭৪৬	ঠিকুজী*
৭৪৭	জ্যোতিষের পাতড়া
৭৪৮	কবিরাজী পাতড়া, পত্র*
৭৪৯	ভক্তিরসার্ণিকা*
৭৫০	পদাবলী*
৭৫১	ঐ*

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৭৫২	বাঙ্গালা মন্ত্র*
৭৫৩	পাতড়া
৭৫৪	গোবিন্দমঙ্গল*
৭৫৫	আশ্রয়তত্ত্ব*
৭৫৬	আশ্রয়নির্ণয়*
৭৫৭	গণেশবন্দনা*
৭৫৮	চৈতন্যচরিতামৃত
৭৫৯	সুদামাচরিত্র
৭৬০	মহাভারত*
৭৬১	চণ্ডীমঙ্গল
৭৬২	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৭৬৩	মহাভারত
৭৬৪	ঐ
৭৬৫	সুদামাচরিত্র
৭৬৬	উঞ্ছবৃত্তিমুনি পালা
৭৬৭	চণ্ডিকামঙ্গল*
৭৬৮	গুরুদক্ষিণা
৭৬৯	শংখাসুরবধ
৭৭০	গোলকধাম খেলা
৭৭১	মহাভারত (অশ্বমেধ)
৭৭২	ঐ (জ্ঞান)
৭৭৩	ঐ (গদা)
৭৭৪	ঐ (সভা)
৭৭৫	ঐ (ঐ)
৭৭৬	ঐ (অনুশাসন)
৭৭৭	ঐ (উদ্যোগ)
৭৭৮	গোবিন্দমঙ্গল*
৭৭৯	পাতড়া
৭৮০	পদাবলী*

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৭৮১	কুলজী
৭৮২	ঐ
৭৮৩	প্রহ্লাদচরিত্র*
৭৮৪	সত্যনারায়ণপাঁচালী*
৭৮৫	শিবরামের যুদ্ধ*
৭৮৬	একাদশী পাঁচালী*
৭৮৭	গুরুদক্ষিণা
৭৮৮	মহাভারত (শান্তি)*
৭৮৯	শ্রীকৃষ্ণবিজয়
৭৯০	ভাগবতামৃত
৭৯১	শ্রীকৃষ্ণবিজয়
৭৯২	ছড়া*
৭৯৩	মহাভারত*
৭৯৪	দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ
৭৯৫	পঞ্চাননমঙ্গল (রায়মঙ্গল)*
৭৯৬	দাতাকর্ণ
৭৯৭	কলঙ্কভঞ্জন
৭৯৮	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৭৯৯	মনসামঙ্গল*
৮০০	চৈতন্যমঙ্গল
৮০১	নারদসংবাদ
৮০২	রামায়ণ (উত্তরা)*
৮০৩	ঐ (আদি)*
৮০৪	কর্ণমুনির পালা*
৮০৫	গুরুদক্ষিণা*
৮০৬	কর্ণমুনির পালা*
৮০৭	গুরুদক্ষিণা*
৮০৮	চাণক্যশ্লোক, রাধাষ্টক
৮০৯	নন্দবিদায়

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৮১০	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৮১১	গুরুদক্ষিণা
৮১২	সত্যনারায়ণপাঁচালী
৮১৩	দাতাকর্ণ
৮১৪	ধর্মমঙ্গল*
৮১৫	কথকতার পুঁথি*
৮১৬	আর্যা*
৮১৭	অক্রূর আগমন
৮১৮	বন্দনা অংশ
৮১৯	সন্ন্যাসখণ্ড
৮২০	রামায়ণ
৮২১	একাদশী পাঁচালী*
৮২২	শিবসংকীর্তন
৮২৩	শিশুজ্ঞানচরিত্র*
৮২৪	আর্যা*
৮২৫	ছড়া (প্রশ্নোত্তরী) ইত্যাদি*
৮২৬	কবিরাজী পাতড়া
৮২৭	সত্যনারায়ণের কথন
৮২৮	ঐ
৮২৯	দণ্ডীপর্ব*
৮৩০	রামায়ণ (উত্তরা)
৮৩১	আর্যা*
৮৩২	চণ্ডীমঙ্গল
৮৩৩	ধর্মমঙ্গল
৮৩৪	ঐ (বন্দনাপালা)
৮৩৫	বৈষ্ণবাষ্টক
৮৩৬	যুগলপরিহারের স্তব
৮৩৭	মোহমোচন
৮৩৮	ধর্মমঙ্গল (ইছাইঘোষ বধ)

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৮৩৯	রামায়ণ (পাতড়া)
৮৪০	গান*
৮৪১	আর্যা*
৮৪২	মহামুদ্গর
৮৪৩	গান*
৮৪৪	মহাভারত (বিরাট)
৮৪৫	লবকুশের যুদ্ধ
৮৪৬	মহাভারত (যজ্ঞপর্ব)
৮৪৭	দণ্ডীপর্ব*
৮৪৮	প্রহ্লাদচরিত্র*
৮৪৯	অর্জুনের গুমানভঞ্জন*
৮৫০	শিবরামের যুদ্ধ*
৮৫১	রামায়ণ (সুন্দরা)
৮৫২	মহাভারত (গদা)
৮৫৩	শতস্কন্ধ রাবণ পালা*
৮৫৪	হরিশ্চন্দ্রপালা
৮৫৫	গান*
৮৫৬	জ্যোতিষের পাতড়া*
৮৫৭	গান*
৮৫৮	আরজি
৮৫৯	মহাভারত (জ্ঞানপর্ব)
৮৬০	ঐ (মুষল)
৮৬১	কোকিলসংবাদ*
৮৬২	রাসপালা
৮৬৩	দুতীসংবাদ*
৮৬৪	মহাভারত
৮৬৫	পঞ্চাননমঙ্গল (জাগরণ)*
৮৬৬	জ্যোতিষের পাতড়া*
৮৬৭	শীতলামঙ্গল*

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৮৬৮	গুরুদক্ষিণা
৮৬৯	জন্মকোষ্ঠী
৮৭০	মনসামঙ্গল
৮৭১	শীতলামঙ্গল*
৮৭২	মনসামঙ্গল
৮৭৩	গৌরাঙ্গপদাবলী, দেবীর শঙ্খপরা, গান*
৮৭৪	শীতলার সারিগান*
৮৭৫	গণেশ, বীণাপানিবন্দনা*
৮৭৬	গণেশবন্দনা*
৮৭৭	লক্ষ্মীচরিত্র*
৮৭৮	ভাষ
৮৭৯	পাতড়া
৮৮০	বন্দনাপালা, রাজবল্লভীবন্দনা*
৮৮১	চৈতন্যচরিতামৃত
৮৮২	মঙ্গলচণ্ডীর পূজাপদ্ধতি (সং)*
৮৮৩	ধর্মদেবতার পদ্ধতি (সৃষ্টিপত্তন)
৮৮৪	রামায়ণ (অযোধ্যা)
৮৮৫	দক্ষিণরায়ের পুস্তক (জাগরণ)*
৮৮৬	লাউসেনচুরিপালা
৮৮৭	আখড়াপালা
৮৮৮	আত্মঢেকুরপালা
৮৮৯	শালেভর, জন্মপালা (ধর্মের কীর্তন)
৮৯০	হরিচন্দ্রপালা
৮৯১	বৈরাগ্যপালা
৮৯২	আত্মঢেকুরপালা
৮৯৩	জাগরণপালা
৮৯৪	দাতাকর্ণ
৮৯৫	শীতলামঙ্গল*
৮৯৬	লাউসেনচুরিপালা

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৮৯৭	চণ্ডীমঙ্গল
৮৯৮	জাগরণপালা
৮৯৯	বন্দনা অংশ
৯০০	চণ্ডীমঙ্গল*
৯০১	ভাগবত (প্রথম স্কন্ধ)*
৯০২	ঐ (দ্বিতীয় ঐ)*
৯০৩	ঐ (তৃতীয় ঐ)*
৯০৪	ঐ (চতুর্থ ঐ)*
৯০৫	ঐ (পঞ্চম ঐ)*
৯০৬	ঐ (ষষ্ঠ ঐ)*
৯০৭	ঐ (সপ্তম ঐ)*
৯০৮	ঐ (অষ্টম ঐ)*
৯০৯	ঐ (নবম ঐ)*
৯১০	ঐ (দ্বিতীয় ঐ) (পাতড়া)
৯১১	ঐ (চতুর্থ ঐ)*
৯১২	ঐ (পঞ্চম ঐ)*
৯১৩	পাতড়া
৯১৪	মাধবসঙ্গীতগ্রন্থ*
৯১৫	পদাবলী*
৯১৬	চণ্ডীমঙ্গল*
৯১৭	চৈতন্যভাগবত*
৯১৮	রামায়ণ*
৯১৯	কৃষ্ণকর্ণামৃত*
৯২০	মহাভারত*
৯২১	হরমঙ্গল*
৯২২	মহামুদ্গার পালা
৯২৩	ধর্মপুরাণ (মঙ্গল)*
৯২৪	কবিরাজী পাতড়া, বৈদ্যক (হারিসের মন্ত্র)**
৯২৫	ধর্মমঙ্গল (সুরিক্ষার পালা)*
৯২৬	কবিরাজী পাতড়া
৯২৭	হরমঙ্গল*
৯২৮	একাদশীপাঁচালী*
৯২৯	ধর্মমঙ্গল (জামতি)
৯৩০	হরমঙ্গল*
৯৩১	কালিকামঙ্গল*
৯৩২	শিবরামের যুদ্ধ*
৯৩৩	লক্ষ্মীমঙ্গল*
৯৩৪	দাতাকর্ণ
৯৩৫	রায়মঙ্গল (দক্ষিণরায়ের পুস্তক)*
৯৩৬	মানিকপীরের জহুরানামা*
৯৩৭	ঐ*
৯৩৮	পীরের কালাম*
৯৩৯	দিগ্‌বন্দনা*
৯৪০	পাতড়া
৯৪১	রায়মঙ্গল (দক্ষিণরায়ের পুস্তক)*
৯৪২	চণ্ডীমঙ্গল*
৯৪৩	কালিকামঙ্গল*
৯৪৪	গন্থ*
৯৪৫	সত্যনারায়ণপাঁচালী*
৯৪৬	গৌরীমঙ্গল*
৯৪৭	গণেশবন্দনা, গান*
৯৪৮	বন্দনা অংশ (সরস্বতী, মনসা)*
৯৪৯	গান*
৯৫০	পদমেরুগ্রন্থ*
৯৫১	পঞ্চাননমঙ্গল*
৯৫২	মঞ্জরীনির্ণয় (পদাবলী)
৯৫৩	ধর্মমঙ্গল (সুরিক্ষার পালা)*

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৯৫৪	পাতড়া (বৈদ্যক)
৯৫৫	রামায়ণ
৯৫৬	লক্ষ্মীচরিত্র*
৯৫৭	ঐ*
৯৫৮	গান, গঙ্গাবন্দনা*
৯৫৯	গঙ্গাবন্দনা
৯৬০	কুলজী
৯৬১	গান*
৯৬২	বন্দনা অংশ (ষষ্ঠীবন্দনা)*
৯৬৩	ছড়া*
৯৬৪	জ্যোতিষের পাতড়া*
৯৬৫	বাঙ্গালা মন্ত্র*
৯৬৬	কবিরাজী পাতড়া*
৯৬৭	বাঙ্গালা মন্ত্র
৯৬৮	অভয়ামঙ্গল*
৯৬৯	গোবিন্দমঙ্গল
৯৭০	সিদ্ধিপটল*
৯৭১	কালিপ্রস্তুতের ছড়া*
৯৭২	গান*
৯৭৩	ঐ*
৯৭৪	শোলক, হেঁয়ালী*
৯৭৫	শীতলাকীর্ত্তন, শ্যামাবিষয়*
৯৭৬	জ্যোতিষের পাতড়া
৯৭৭	গুরুদক্ষিণা*

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
৯৭৮	সত্যনারায়ণপাঁচালী
৯৭৯	জ্যোতিষের পাতড়া
৯৮০	গঙ্গাবন্দনা
৯৮১	গৌরীমঙ্গল*
৯৮২	গান*
৯৮৩	যোগাদ্যার বন্দনা
৯৮৪	মানিকপীরের জহুরানামা*
৯৮৫	বিদ্যাসুন্দর
৯৮৬	মনসার সারী*
৯৮৭	পাতড়া (বৈদ্যক)
৯৮৮	জ্যোতিষের পাতড়া, মন্ত্র*
৯৮৯	গোবিন্দমঙ্গল*
৯৯০	রামায়ণ
৯৯১	জন্মাষ্টমীপালা*
৯৯২	গোবিন্দমঙ্গল
৯৯৩	জ্যোতিষের পাতড়া
৯৯৪	পীরের গীত*
৯৯৫	সত্যপীরপাঁচালী
৯৯৬	ছড়া*
৯৯৭	সত্যপীরপাঁচালী (অষ্টমঙ্গলা)
৯৯৮	বিদ্যাসুন্দর
৯৯৯	হরমঙ্গল*
১০০০	গণেশবন্দনা

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থনাম ॥

(বর্ণানুক্রমিক)

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির পরিচয় **প্রস্তুত গ্রন্থের** এই পৃষ্ঠাঙ্কে দ্রষ্টব্য)

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	[illegible]	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৭৫৬	আশ্রয়নির্ণয়*				১৫
৬৮১	ইমামের কেচ্ছা*				১৬
৬৮৩	ঐ*				১৮
৬২৫	ঐ*				১৯
৬২৬	ঐ*				২১
৬৬৭	উঞ্ছবৃত্তিমুনি-পালা	কবিচন্দ্র দ্বিজ	১		
৬৭১	ঐ	ঐ	১		
৭৬৬	ঐ	ঐ	[illegible]		
৫০১	একনামসঙ্কীর্ত্তন*				২৩
৭০৬	একাদশীপাঁচালী*				২৪
৮২১	ঐ*				২৪
৯২৮	ঐ*				২৪
৭০৩	কথকতার পুঁথি*				২৫
৮১৫	ঐ*				২৫
৬১২	কপিলামঙ্গল	ঐ	১৬		
৬৪২	ঐ	অজ্ঞাত	২		
৫৫২	কবিরাজী পাতড়া	ঐ	১		
৫৬৬	ঐ	ঐ	১		
৫৭৩	ঐ	ঐ	৫০		
৫৮৮	ঐ*				২৬
৬৯৫	ঐ	ঐ	১		
৭৪৮	ঐ*, পত্র				২৭
৮২৬	ঐ	ঐ	১৩		
৯২৪	ঐ (হারিসের মন্ত্র)*				২৭
৯২৬	ঐ	ঐ	১		
৯৬৬	ঐ*				২৮
৬৩৪	কর্ম্মমুনির পালা	কৃষ্ণদাস	৯		
৮০৭	ঐ*				২৮
৮০৬	ঐ*				২৯

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৫৬৪	কলঙ্কভঞ্জন	কবিচন্দ্র	১		
৭৯৭	ঐ	ঐ	৮		
৫৪৫	কাগজের আরিজা*				২৯
৬২২	কামশাস্ত্র*				৩০
৯৩১	কালিকামঙ্গল*				৩১
৯৪৩	ঐ*				৩৩
৯৭১	কালিপ্রস্তুতের ছড়া*				৩৫
৬৮৬	কালী কৈবল্যদায়িনী	দ্বিজ নন্দকুমার কবিরত্ন	২৮৫		
৫০৪	কিশোরীভজনের পদ*				৩৫
৫১৭	কিস্সা পাঁচালী*				৩৫
৫১৩	কুম্ভকর্ণের রায়বার*				৩৬
৭৮১	কুলজী	অজ্ঞাত	১		
৭৮২	ঐ	ঐ	৩১		
৯৬০	ঐ	ঐ	৫		
৯১৯	কৃষ্ণকর্ণামৃত*				৩৭
৬২৩	কৃষ্ণমঙ্গল	বিপ্র পরশুরাম	৩		
৬৭৫	কৃষ্ণের বাল্যলীলা*				৩৯
৫৪২	কেশবাষ্টক (সং)	রূপগোস্বামী	১	চীনা হরফসম্বলিত	
৮৬১	কোকিলসংবাদ*				৪২
৬৭৮	খনার বচন*				৪৩
৫২৪	গঙ্গাবন্দনা	দ্বিজ নিধিরাম	১	১২২৫ সাল	
৯৫৯	ঐ	ঐ	১		
৯৮০	ঐ	ঐ	২		
৭৫৭	গণেশবন্দনা*				৪৩
৮৭৫	গণেশ, বীণাপাণিবন্দনা*				৪৪
৮৭৬	ঐ*				৪৫
৯৪৭	ঐ, গান*				৪৫
১০০০	ঐ	অজ্ঞাত	১		
৯৪৪	গদ্য*				৫৭

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৫৩০	গান*				৪৮
৫৩২	ঐ*				৪৯
৫৪৯	ঐ*				৫২
৫৫৩	ঐ, বাজনার বোল*				৫২
৫৫৬	ঐ, মন্ত্র, হেঁয়ালী*				৫৪
৫৫৭	ঐ*				৫৮
৫৬১	ঐ*				৫৮
৫৭১	ঐ*				৫৯
৫৭৬	ঐ*				৫৯
৫৭৭	ঐ*				৬০
৫৮১	ঐ*				৬০
৫৮৬	ঐ*				৬১
৬৪৩	ঐ, আর্য্যা, পত্র*				৬১
৬৪৪	ঐ*				৬৩
৬৪৫	ঐ*				৬৫
৬৪৮	ঐ*				৬৫
৭০৮	ঐ*				৬৭
৭১৬	ঐ*				৬৭
৭৪২	ঐ*				৬৮
৮৪০	ঐ*				৬৮
৮৪৩	ঐ*				৬৮
৮৫৫	ঐ*				৭০
৮৫৭	ঐ*				৭০
৯৪৯	ঐ*				৭১
৯৫৮	ঐ, গঙ্গাবন্দনা*				৭২
৯৬১	ঐ*				৭৪
৯৭২	ঐ*				৭৫
৯৭৩	ঐ*				৭৫
৯৮২	ঐ*				৭৬

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৬৩৩	গুরুদক্ষিণা	অজ্ঞাত	৩		
৭৩০	ঐ	দ্বিজ শঙ্কর	৪		
৭৬৮	ঐ	অজ্ঞাত	১		
৭৮৭	ঐ	কবিচন্দ্র	৩		
৮০৫	ঐ*				৭৭
৮০৭	ঐ*				৭৮
৮১১	ঐ	দ্বিজ শঙ্কর	১৩	১২৬৫ সাল	
৮৬৮	ঐ	শ্রীকবিভূষণ	১		
৯৭৭	ঐ*				৭৯
৫৭৯	গৃহনির্ণয়*				৭৯
৬২৪	গোবিন্দবিজয়*				৮০
৫১৬	গোবিন্দমঙ্গল	কৃষ্ণদাস	১		
৫৪০	ঐ	কবিচন্দ্র	৬		
৫৯৯	ঐ	ঐ	১		
৬৩১	ঐ	কৃষ্ণদাস	১		
৭৫৪	ঐ*				৮৬
৭৭৮	ঐ*				৮৬
৯৬৯	ঐ	ঐ	৮		
৯৮৯	ঐ*				৮৬
৯৯২	ঐ	দ্বিজ কবিচন্দ্র	৫		
৭৭০	গোলোকধাম খেলা	অজ্ঞাত	১		
৫৪১	গৌরমণ্ডল	ঐ	১		
৮৭৩	গৌরাঙ্গপদাবলী ইত্যাদি*				৮৭
৯৪৬	গৌরীমঙ্গল*				৯০
৯৮১	ঐ*				৯১
৭৬৭	চণ্ডিকামঙ্গল*				৯২
৬৬১	চণ্ডীমঙ্গল	মুকুন্দরাম	২		
৭৬১	ঐ	ঐ	২		
৮৩২	ঐ	ঐ	১২		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৮৯৭	চণ্ডীমঙ্গল	মুকুন্দরাম	১২৭		
৯০০	ঐ*				৯৬
৯১৬	ঐ*				৯৬
৯৪২	ঐ*				৯৮
৫১৮	চতুর্দশ পট্টন*				৯৯
৬৭৪	চাণক্যশ্লোককাব্য	অজ্ঞাত	৫		
৭০০	ঐ (ভাষা), গঙ্গাবন্দনা	ঐ	১	১২৩৬ সাল	
৮০৮	ঐ, রাধাষ্টক	ঐ	৮		
৫১০	চৈতন্যচরিতামৃত	কৃষ্ণদাস	১২		
৬১১	ঐ	ঐ	২		
৬৩২	ঐ	ঐ	৮		
৬৩৫	ঐ	ঐ	৩৮		
৭৫৮	ঐ	ঐ	৩০		
৮৮১	ঐ	ঐ	৯		
৭৩৮	চৈতন্যভাগবত (মধ্যখণ্ড)	বৃন্দাবনদাস	১৩৪	১২১২ সাল	
৯১৭	ঐ (সম্পূর্ণ)*				১০১
৮০০	চৈতন্যমঙ্গল (সম্পূর্ণ)	লোচনদাস	১৫৪	১২৪৬ সাল	
৫২০	ছড়া*				১০৩
৬৯৩	ঐ*				১০৪
৭৯২	ঐ (কড়চা)*				১০৪
৮২৫	ঐ (প্রশ্নোত্তরী)*				১০৫
৯৬৩	ঐ*				১০৬
৯৯৬	ঐ*				১০৬
৮৬৯	জন্মকোষ্ঠী (হৈমবতী দেবীর)		১	১২৪২ সাল	
৯৯১	জন্মাষ্টমীপালা*				১০৭
৮৯৩	জাগরণপালা	রূপরাম	৫৩	১২৩৯ সাল	
৮৯৮	ঐ	ঐ	৬১	১১৯৭ সাল	
৫৬৮	জ্যোতিষের পাতড়া	অজ্ঞাত	১		
৫৬৯	ঐ	ঐ	১		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৫৭৮	জ্যোতিষের পাতড়া	অজ্ঞাত	৩		
৫৮২	ঐ	ঐ	১		
৬৯৯	ঐ	ঐ	১		
৭১৭	ঐ*				১০৮
৭১৮	ঐ	ঐ	১		
৭৪৭	ঐ	ঐ	১	১২২০ সাল	
৮২৬	ঐ*				১০৮
৮৬৬	ঐ*				১০৯
৯৬৪	ঐ*				১০৯
৯৭৬	ঐ	ঐ	১		
৯৭৯	ঐ	ঐ	১		
৯৮৮	ঐ, মন্ত্র*				১১০
৯৯৩	ঐ	ঐ	১		
৭৪৬	ঠিকুজি*				১১১
৬২১	তন্ত্রের তালিকা*				১১১
৭০১	তরণীসেনের পালা*				১১৩
৮৮৫	দক্ষিণরায়ের পুস্তক (জাগরণ)*				১১৩
৭২১	দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থ*				১২৪
৮২৯	দণ্ডীপর্ব*				১২৬
৮৪৭	ঐ*				১২৬
৬১৭	দাতাকর্ণ	দ্বিজ কবিচন্দ্র	১০	১২৫৭ সাল	
৭০৫	ঐ	ঐ	৬	১২৫০ সাল	
৭১১	ঐ	ঐ	১১	১২৩৪ সাল	
৭৩১	ঐ	ঐ	৪		
৭৯৬	ঐ	ঐ	৮	১২৫৭ সাল	
৮১৩	ঐ	ঐ	৭		
৮৯৪	ঐ	ঐ	৭	১২২৮ সাল	
৯৩৪	ঐ	ঐ	১০	১২৩৭ সাল	
৯৩৯	দিগ্‌বন্দনা*				১২৭

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৮৬৩	দূতীসংবাদ*				১৩০
৫১৯	দেবীর শঙ্খপরা (যোগাদ্যার বন্দনা)*				১৩৩
৬৮৭	দোহা*				১৩৫
৭৯৪	দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ	কবিচন্দ্র	৬		
৮৮৩	ধর্মদেবতার পদ্ধতি (সৃষ্টিপত্তন)	রূপরাম	৯		
৬২৮	ধর্মমঙ্গল (গৌড়যাত্রা)	ঐ	২		
৬৩৭	ঐ (বাঘজন্ম ইত্যাদি)	ঐ	৩৯		
৮১৪	ঐ*				১৩৬
৮৩৩	ঐ (ইছাইবধ)	ঐ	১৪		
৮৩৪	ঐ (বন্দনাপালা)	ঐ	৫		
৮৩৮	ঐ (ইছাইবধ)	ঐ	১৬		
৯২৩	ঐ(পুরাণ)*				১৩৭
৯২৫	ঐ*				১৩৭
৯২৯	ঐ (জামতি)	ঐ	১৯	১১৬৩ সাল	
৯৫৩	ঐ*				১৩৮
৬১৯	ধর্মরাজের ও কামিন্যার ধ্যান*				১৩৯
৬৫৭	ধামালী*				১৩৯
৬১০	নন্দবিদায়	কবিচন্দ্র	২		
৬৬৫	ঐ	ঐ	২		
৮০৯	ঐ (শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল)	দ্বিজ মাধব	১৮		
৫৫১	নাড়ীপরীক্ষা*				১৪০
৫৪৭	নামসংকীর্তন*				১৪১
৫৪৬	নারদসংবাদ	কৃষ্ণদাস	২০	ইং ১৮২৯ বাং ১২৩৬	
৫৬৭	ঐ	অজ্ঞাত	১		
৫৮৩	ঐ	কৃষ্ণদাস	১		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৮০১	নারদসংবাদ	কৃষ্ণদাস	২৩		
৬৩০	পঞ্চ নাম ও স্বরূপ*				১৪২
৭৯৫	পঞ্চাননমঙ্গল (রায়মঙ্গল)*				১৪৩
৮৬৫	ঐ (জাগরণ)*				১৫২
৯৫১	পঞ্চাননমঙ্গল*				১৫৪
৯৫০	পদমেরুগ্রন্থ*				১৫৫
৫০৩	পদাবলী, কড়চা*				২১০
৫০৬	ঐ (প্রার্থনার পদ)*				২১০
৫০৯	ঐ*				২১২
৫২১	ঐ*				২১২
৫২৮	ঐ*				২১২
৫৩১	ঐ*				২১২
৫৩৩	ঐ*				২১৩
৫৪৮	ঐ*				২১৩
৫৫৮	ঐ*				২১৩
৫৮৪	ঐ*				২১৩
৫৮৭	ঐ*				২১৪
৫৯৪	ঐ*				২১৪
৫৯৫	ঐ*				২১৪
৫৯৮	ঐ*, শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং				২১৪
৬০৮	ঐ*, হিসাব				২১৫
৬০৯	ঐ, বারমাসী*				২১৫
৬১৩	ঐ*				২১৬
৬১৪	ঐ*				২১৬
৬২০	ঐ*				২১৬
৬২৯	ঐ*				২১৬
৬৪৭	ঐ*				২১৭
৬৭২	ঐ*				২১৮
৬৭৬	ঐ*				২১৯

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৬৭৭	পদাবলী*				২১৯
৬৭৮	ঐ*				২২০
৬৭৯	ঐ*				২২০
৬৯১	ঐ*				২২০
৬৯২	ঐ*				২২১
৭৪১	ঐ*				২২১
৭৫০	ঐ*				২২১
৭৫১	ঐ*				২২৫
৭৮০	ঐ*				২২৫
৯১৫	ঐ (গোবিন্দদাস)*				২২৬
৫৩৬	পাতড়া		১১		
৫৩৮	ঐ (প্রহেলিকা)*				২৩১
৫৫৩	ঐ (প্রাকৃত)*				২৩২
৫৭৫	ঐ*				২৩৩
৫৮০	ঐ	অজ্ঞাত	১১		
৫৯১	ঐ	ঐ	২১	১২৩৭ সাল	
৬২৭	ঐ	ঐ	১৬		
৬৫০	ঐ	ঐ	২৬		
৬৫৪	ঐ	কবিচন্দ্র	৩		
৬৫৮	ঐ	ঐ	১১		
৬৬৩	ঐ	অজ্ঞাত	৩		
৬৬৪	ঐ	ঐ	৫		
৬৬৬	ঐ	ঐ	৭		
৭৩৯	ঐ	ঐ	৪		
৭৫৩	ঐ	ঐ	১		
৭৭৯	ঐ	ঐ	৩		
৮৭৯	ঐ	কবিচন্দ্র	২	১১৯০ সাল	
৯১৩	ঐ	অজ্ঞাত	১		
৯৪০	ঐ	ঐ	১	১২১১ ১২ সাল	

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৯৫৪	পাতড়া (বৈদ্যক)	অজ্ঞাত	১		
৯৮৭	ঐ	ঐ	২		
৯৩৮	পীরের কালাম*				২৩৩
৯৯৪	পীরের গীত*				২৩৪
৭০২	পুরাতন গদ্য*				২৩৮
৭৩৬	প্রমেহর ঔষধী*				২৩৯
৬৫৩	প্রসাদচরিত্র	কবিচন্দ্র দ্বিজ	১০		
৬৫৬	ঐ	ঐ	১১	১২৩৫ সাল	
৬৭৩	প্রহ্লাদচরিত্র	কৃষ্ণদাস	১১	১১৮২ সাল	
৭৮৩	ঐ*				২৩৯
৮৪৮	ঐ*				২৩৯
৬৮৫	প্রেমকদম্ব	স্বরূপচরণ	১৩৫	১৭৩৮ শকাব্দ	
৫৯৬	প্রেমবিলাস	নিত্যানন্দ দাস	৩৬		
৬১৫	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	নরোত্তমদাস	৬		
৭৬২	ঐ	ঐ	২		
৭৯৮	ঐ	ঐ	৮		
৮১০	ঐ	ঐ	১৩		
৫২৫	বক্রনাথের বন্দনা*				২৪১
৫৫৯	বনশোভা*				২৪১
৫৮৯	বন্দনা অংশ	অজ্ঞাত	১		
৮১৮	ঐ	দ্বিজ কবিচন্দ্র	৪		
৮৮০	ঐ*				২৪২
৮৯৯	ঐ	দুর্গারাম ঘোষ	২		
৯৫৮	ঐ*				২৪৭
৯৬২	ঐ*				২৪৮
৫৪৩	বাঙ্গালা মন্ত্র, প্রতিবেদন*				২৪৯
৫৬৫	ঐ*				২৪৯
৭০৪	ঐ (টোটক)*				২৫০
৭০৭	ঐ*				২৫০

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৭১৪	বাঙ্গালা মন্ত্র (তুক)*				২৫০
৭২০	ঐ*				২৫১
৭২৪	ঐ*				২৫১
৭৫২	ঐ*				২৫৩
৯৬৫	ঐ*				২৫৪
৯৬৭	ঐ	অজ্ঞাত	১		
৬০০	বাণভিক্ষা	দ্বিজ কবিচন্দ্র	১	১২১৮ সাল	
৭৩৩	বানের কবিতা*				২৫৪
৫২২	বিদ্যাসুন্দর	ভারতচন্দ্র	৪২	১২১৬ সাল	
৫২৩	ঐ	ঐ	২৩	১২১৫ সাল	
৯৮৫	ঐ	ঐ	১		
৯৯৮	ঐ	ঐ, দ্বিজ আত্মারাম গোঁসাই	৩৩		
৫৫৫	বৃন্দাবনকাব্য (সং)	মালাঙ্ক	১		
৯২৪	বৈদ্যক (হারিসের মন্ত্র)*				২৫৬
৮৯১	বৈরাগ্যপালা	রূপরাম	৮		
৬৪৯	বৈষ্ণবকড়চা	অজ্ঞাত	১		
৮৩৫	বৈষ্ণবাষ্টক	কবিরাজ গোস্বামী	১		
৫৭৪	ব্যঙ্গচিত্র*				২৫৬
৬১৮	ব্রাহ্মণসঙ্গীত*				২৫৬
৫২০	ভক্তিউদ্দীপন*				২৫৭
৫১৪	ভক্তিচিন্তামণি	বৃন্দাবনদাস	৪		
৫৩৪	ঐ, অজ্ঞাত পদ*				২৬২
৫৬০·	ঐ	ঐ	৭		
৭৪৯	ভক্তিরসালিকা*				২৬৩
৯০১	ভাগবত (প্রথম স্কন্ধ)*				২৬৪
৯০২	ঐ (দ্বিতীয় ঐ)*				২৬৬
৯০৩	ঐ (তৃতীয় ঐ)*				২৬৬
৯০৪	ঐ (চতুর্থ ঐ)*				২৬৮
৯০৫	ঐ (পঞ্চম ঐ)*				২৭০

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৯০৬	ভাগবত (ষষ্ঠ ঐ)*				২৭১
৯০৭	ঐ (সপ্তম ঐ)*				২৭২
৯০৮	ঐ (অষ্টম ঐ)*				২৭৪
৯০৯	ঐ (নবম ঐ)*				২৭৫
৯১০	ঐ (দ্বিতীয় ঐ) (পাতড়া)	সনাতন বিদ্যাবাগীশ	১৪	১৬৯৯ শকাব্দ	
৯১১	ঐ (চতুর্থ ঐ)*				২৭৬
৯১২	ঐ (পঞ্চম ঐ)*				২৭৭
৬০১	ভাগবতামৃত	দ্বিজ কবিচন্দ্র	১		
৬০৭	ঐ	ঐ	৪		
৭৫৪	ঐ	ঐ	২		
৭৯০	ঐ	ঐ	৭		
৮৭৮	ভাষ	রামকানাই দেবশর্মা	১		
৮৮২	মঙ্গলচণ্ডীর পূজাপদ্ধতি (সং)*				২৭৭
৯৫২	মঞ্জরীনির্ণয় (?) পদাবলী	জয়কৃষ্ণদাস	১		
৫০৫	মনঃশিক্ষা, গোবিন্দরতিমঞ্জরী	অজ্ঞাত, ঘনশ্যামদাস	১	১২০০ সাল	
৭১৯	মনসামঙ্গল*				২৮০
৭৯৯	ঐ*				২৮১
৮৭০	ঐ	কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	৫৯	১২৭৫ সাল	
৮৭২	ঐ	ঐ	৭		
৯৮৬	ঐ (সারী)*				২৮২
৫৩৯	মহলকালি*				২৮৪
৫১১	মহাভারত (বন)	কাশীরাম	৭৪		
৫২৬	ঐ (সভা)	ঐ	১৩		
৫৬২	ঐ (দ্রোণ)	ঐ	৭		
৫৭০	ঐ	অজ্ঞাত	৪		
৫৯৩	ঐ	কাশীরাম	১৫		
৬০৩	ঐ	কবিচন্দ্র	৫	১২১৮ সাল	

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৬০৫	মহাভারত	কাশীরাম	১৭৮		
৬০৬	ঐ	বসু কৃষ্ণানন্দ	৬		
৬৩৮	ঐ	কাশীরাম	১৩		
৬৩৯	ঐ (মুষল)	ঐ	৩		
৬৪০	ঐ (বিরাট, সভা)	ঐ	২৬	১২১২ সাল	
৬৪১	ঐ	ঐ	২৩		
৬৪৬	ঐ	ঐ	৩৬		
৬৫২	ঐ (বিরাট)	ঐ	৫১	১২৩০ সাল	
৬৬৮	ঐ (স্বর্গ)	ঐ	২		
৬৬৯	ঐ (সৌপ্তিক)	অজ্ঞাত	১		
৬৭০	ঐ	কাশীরাম	১		
৬৮৪	ঐ	কবিচন্দ্র	৪		
৬৮৯	ঐ (অশ্বমেধ)	কাশীরাম	১৯		
৬৯৪	ঐ (মুষল)	ঐ	১	১২২২ সাল	
৬৯৬	ঐ (অশ্বমেধ)	ঐ	৭		
৭০৬	ঐ (ভীষ্ম)	ঐ	৪৮	১২১৩ সাল	
৭০৯	ঐ	ঐ	১৯		
৭১২	ঐ	ঐ	১০০	১১৯৮ সাল	
৭১৫	ঐ	ঐ	৯৩	১২৪৩ সাল	
৭২৫	ঐ (বৃহৎ সভা)	ঐ	৪৭		
৭২৬	ঐ (স্ত্রীপর্ব)*				২৮৫
৭২৭	ঐ	ঐ	৩৬	১১৯৬ সাল	
৭২৮	ঐ	ঐ	৮৮		
৭৪৩	ঐ	ঐ	১	১২৬০ সাল	
৭৪৫	ঐ	ঐ	২		
৭৬০	মহাভারত*				২৮৫
৭৬৩	ঐ	অজ্ঞাত	৫		
৭৬৪	ঐ	দ্বিজ কবিচন্দ্র	৪		
৭৭১	ঐ (অশ্বমেধ)	কাশীরাম	১৫৬	১২১৬ সাল	

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৭৭২	মহাভারত (জ্ঞান)	কাশীরাম	১৪	১১৯২ সাল	
৭৭৩	ঐ (গদা)	ঐ	১৯	১২১৯ সাল	
৭৭৪	ঐ (সভা)	ঐ	২২		
৭৭৫	ঐ (ঐ)	ঐ	৬৩		
৭৭৬	ঐ (অনুশাসন)	ঐ	৪২	১২৯৩ সাল	
৭৭৭	ঐ (উদ্যোগ)	ঐ	৬৮		
৭৮৮	ঐ (শান্তি)	ঐ	জমাট		
৭৯১	ঐ*				২৮৬
৮৩৪	ঐ (বিরাট)	ঐ	৭৮		
৮৪৬	ঐ (যজ্ঞপর্ব)	ঐ	৬৩		
৮৫২	ঐ (গদা)	ঐ	১৪		
৮৫৯	ঐ (জ্ঞানপর্ব)	ঐ	১৪		
৮৬০	ঐ (মুষল)	ঐ	১২	১২৪২ সাল	
৮৬৪	ঐ	ঐ	২৬৫	১২৬৪ সাল	
৯২০	ঐ*				২৮৬
৮৪২	মহামুদ্গার পালা	অজ্ঞাত	১		
৯২২	ঐ	ঐ	১১	১২২০ সাল	
৯১৪	মাধবসঙ্গীতগ্রন্থ*				২৯৫
৯৩৬	মানিকপীরের জহুরানামা*				৩০৫
৯৩৭	ঐ*				৩১৮
৯৮৪	ঐ*				৩২১
৬৬২	মুক্তাচরিত্র	নারায়ণদাস	৪৯	শকাব্দা ১৭৩৫	
৮৩৭	মোহমোচন	বাণীকণ্ঠ	১৯	১২৭১ সাল	
৮৩৬	যুগলপরিহারের স্তব	চৈতন্যচন্দ্র	২	১২২৯ সাল	
৯৮৩	যোগাত্যার বন্দনা	কৃত্তিবাস	২		
৫৩৭	রতিভেদ*				৩২১
৫০২	রসিকচরিত্র*				৩২৩
৬৩৬	রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব	যদুনন্দনদাস	২২		
৬৪৮	ঐ	ঐ	৯		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৬৫৯	রাধিকামঙ্গল, ধামালী পদ, পদ*				৩২৪
৬৯০	রামানন্দসম্বাদ (চৈ. চ)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	৩		
৫১৫	রামায়ণ (লঙ্কা)	কৃত্তিবাস	১	১২৩৫ সাল	
৫৫০	ঐ (উত্তরা)	ঐ	৩		
৫৯৭	ঐ	অজ্ঞাত	৩		
৬০৪	ঐ	কবিচন্দ্র	২		
৬১৬	ঐ	কৃত্তিবাস	২২		
৬৭১	ঐ (লঙ্কা)	ঐ	৭	১২১৪ সাল	
৬৫৫	ঐ.	ঐ	২		
৭২৯	ঐ (উত্তরা)	ঐ	জমাট	১২৪৩ সাল	
৭৩৫	ঐ (লঙ্কা)	ঐ	২		
৭৪৪	ঐ	অজ্ঞাত	২		
৮০২	ঐ (উত্তরা)*				৩২৬
৮০৩	ঐ (আদি)*				৩২৯
৮২০	ঐ	কবিচন্দ্র	৩		
৮৩০	ঐ (উত্তরা)	অজ্ঞাত	৮		
৮৩৯	ঐ (পাতড়া)	ঐ	১		
৮৫১	ঐ (সুন্দরা)	কৃত্তিবাস	১৭		
৮৮৪	ঐ (অযোধ্যা)	অজ্ঞাত	১		
৯১৮	ঐ*				৩৩০
৯৫৫	ঐ	কবিচন্দ্র	৫	১২১৯ সাল	
৯৯০	ঐ	ঐ	১১	১২২৯ সাল	
৯৩৫	রায়মঙ্গল*				৩৩৯
৯৯১	ঐ*				৩৪০
৮৬২	রাসপালা	দ্বিজ কবিচন্দ্র, লোচনদাস	১	১২৪০ সাল	
৮৭৭	লক্ষ্মীচরিত্র*				৩৪২
৯৫৬	ঐ*				৩৪৫
৯৯৭	ঐ*				৩৪৮

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৯৩৩	লক্ষ্মীমঙ্গল*				৩৪৯
৮৪৫	লবকুশের যুদ্ধ	কৃত্তিবাস	১৮	১২৫৩ সাল	
৮৮৬	লাউসেনচুরিপালা	রূপরাম	৫	১২৩৮ সাল	
৮৯৬	ঐ	ঐ	১৭	১২০৭ সাল	
৮৫৩	শতস্কন্ধরাবণপালা*				৩৬১
৭৩২	শংখাসুর বধ	শঙ্কর	১১		
৭৬৯	ঐ	ঐ	৮		
৮৮৯	শালেভর, জন্মপালা (ধর্মের কীর্তন)	রূপরাম	১১		
৫৭২	শিবদাসের আত্মকথা*				৩৬১
৭৮৫	শিবরামের যুদ্ধ*				৩৬২
৮৫০	ঐ*				৩৬২
৯৩২	ঐ*				৩৬৩
৮২২	শিবসংকীর্তন	রামেশ্বর	৯		
৮২৩	শিশুজ্ঞানচরিত্র*				৩৬৩
৯৭৫	শীতলাকীর্তন, শ্যামাবিষয়*				৩৬৫
৮৬৭	শীতলামঙ্গল*				৩৬৮
৮৭১	ঐ*				৩৭১
৮৯৫	ঐ*				৩৭১
৮৭৪	শীতলার সারিগান*				৩৭২
৯৭৪	শোলক, হেঁয়ালী*				৩৭৭
৭৮৯	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	গুণরাজখান	৫		
৭৯১	ঐ	ঐ	২৫		
৬৬০	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	দ্বিজ মাধব	২		
৭১০	ঐ (সুদামাচরিত্র)	দ্বিজ পরশুরাম	৮	১১৩৪ সাল	
৫০৭	শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা	দ্বিজ শ্রীরূপচরণ	৩		
৫২৭	শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরত্নবেদী (রঙ্গিন)।	অজ্ঞাত	১		
৫৩১	শ্রীশ্যামসুন্দরচন্দ্রোদয় গ্রন্থ	ঐ	১		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৫০৮	শ্রীস্বরূপবর্ণন	অজ্ঞাত	১		
৭২২	সত্যপীরপাঁচালী*				৩৭৮
৭৪০	সত্যপীরপাঁচালী (চন্দ্রকেতুপালা)*				৩৭৮
৭৮৪	ঐ (শঙ্করগুড্যাপালা)*				৩৭৯
৮১২	সত্যনারায়ণপাঁচালী	দ্বিজ রামেশ্বর	১০	১২১২ সাল	
৮২৭	সত্যনারায়ণের কথন	ঐ	৬		
৮২৮	ঐ	ঐ	৭		
৯৪৫	সত্যপীরপাঁচালী (মদনসুন্দরপালা)*				৩৮০
৯৭৮	সত্যনারায়ণপাঁচালী	অজ্ঞাত	২		
৯৯৫	সত্যপীরপাঁচালী	শঙ্কর আচার্য	৯		
৯৯৭	ঐ (অষ্টমঙ্গলা)	ঐ	৯	১২৩৩ সাল	
৮১৯	সন্ন্যাসখণ্ড (প্রসাদচরিত্র)	কবিচন্দ্র	৩		
৯৭০	সিদ্ধিপটল*				৩৮২
৭৫৯	সুদামাচরিত্র	দ্বিজ পরশুরাম	১২		
৭৬৫	ঐ	কবিচন্দ্র	২		
৬৮০	হরগৌরীর কোন্দল (শ্রীনিবাসাষ্টক, শ্রীরূপাষ্টক)*				৩৮৩
৫৯২	হরমঙ্গল	রামেশ্বর	২		
৯২১	ঐ (শিবকীর্তন)*				৩৮৬
৯২৭	ঐ (শিবের গীত)*				৩৮৮
৯৩০	ঐ*				৩৯৪
৯৯৯	ঐ*				৩৯৫
৮৫৪	হরিশ্চন্দ্রপালা	কবিচন্দ্র	১৪		
৮৯০	হরিচন্দ্রপালা	রূপরাম	৮		
৬৯৭	হোয়ান জরিপ*				৩৯৬

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থকার ॥

(বর্ণানুক্রমিক)

(সংখ্যাসমূহ প্রস্তুত গ্রন্থের পৃষ্ঠাজ্ঞাপক).

॥ সংযোজন-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ, পাঠান্তর বা শুদ্ধি
৫	৬	পীরের গীত	হুকুমপীরের গীত
৭২	২৮	ল ভ	লাভ
ঐ	২৯	পৃ ৪	পৃ ৪২
ঐ	ঐ	পৃ ৭	পৃ ৭৯
৭৩	ঐ	*৯	*১৯।
৭৫	১	বীরশ্বরের	বীরেশ্বরের
৭৬	২৪	রহেমান	রহে মান
ঐ	২৮	কর	করা
২২	২০	অছে	আছে
২৪	১৫	কতকগুলো	কতকগুলা
২৬	২৫	ছন্দবৈচিত্র্য	ছন্দোবৈচিত্র্য
২৭	ঐ	ধর্মপুজা	ধর্মপূজা
৩২	২১	'মার'	'মারচ'
ঐ	২৮	জ জন	জে জন
১৩	৮	সভ	সত
২৭	১৩	এই শীর্ষকের সমগ্র অংশ, 'বৈদ্যক' নামে ২৫৬ পৃষ্ঠার প্রথম শীর্ষকে পুনরায় ছাপা হইয়াছে। বাদ যাইবে।	
৩৬	৮	১৩৩৬	১২৩৬
১০৪	১৬	অজ্ঞাত	কৃষ্ণদাস কবিরাজ
১১৬	২৮	দুখানি বারনে	দুখ নিবারনে
১২০	৪	ত বাস	তবাস
১২৩	২১	লবঙ্গ	'প্লবঙ্গ' হইতে পারে
১২৭	১৭	[২ক	[১ক
১২৮	৬	২ক]	১ক]
১৩৩	২৯	মালা	[বালা]
১৪১	৪	নামসংকীতন	নামসংকীর্তন
১৪৯	৫	কঙ্গে	ক[লি]ঙ্গে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ, পাঠান্তর বা শুদ্ধি
১৫৩	৯	রঘুমাথ	রঘুনাথ
১৫৫	১০	পদসংখ্যা ১৪৬০	পদসংখ্যা ১৩৮২
১৯০	২৫	৮০৪ক	৮০৫ ইত্যাদি
২১৮	১০	করিৎ	[চরিৎ]
ঐ	ঐ	চবনে	[শ্রবনে]
২২১	২৩	জদুনন্দন	যদুনন্দন
২৩৪	৩	পীরের গীত	হুকুমপীরের গীত
২৩৯	২৪	গ্রন্থরচনাকাল	গ্রন্থলিপিকাল
২৪৭	৪	বন্দনাপালা	বন্দনা অংশ
২৪৮	১৪	বন্দনাপালা	বন্দনা অংশ
২৬২	৪	১৫৫৭	১৫৭৭
২৬৪	২৩	এই ছত্রের পর	[১খ কহে সনাতন হরিভক্তির মহিমা আমারে চপল কৈল সাধু কর ক্ষমা। [৪ক প্রথম স্কন্ধেতে নৈমিষয় উপাখ্যান ঋষিপ্রশ্ন সনাতন ভাষাবন্ধে গান।
২৭৩	১৮	পুষ্পিকা,	বাদ যাইবে।
২৮১	২৫	তিথী	তিথী
২৮৫	৮	১৩৩৭	১২৩৭
৩৪০	১৮	বৈরাতে	বৈরাতে
৩৫০	১২	খাঁটরায়	থাঁটরায়
৩৮৬	২২	রাম হইল	বাম হইল
৪৩০	২০	গোলকধাম	গোলোকধাম
৪৩২	৯	বীণাপানি	বীণাপাণি